

মহাভারতম্

জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

বনপর্ব

৮

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

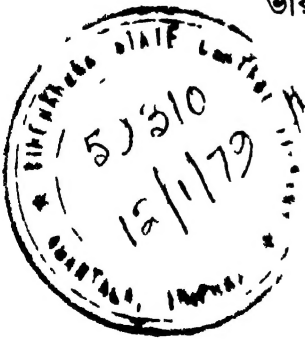
সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন

শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্



বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০৯

ପ୍ରକାଶକ :

ବ୍ରଜକିଶୋର ଗୁପ୍ତ

ବିଷବାଣୀ ପ୍ରକାଶନୀ

୧୨/୧ବି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ,

କଲିକତା-୭୦୦୦୦୨

ମୁଦ୍ରକ :

ଅନାଦିନାଥ କୁମାର

ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରେସ

୧୨, ଗୌରମୋହନ ମୁଖାର୍ଜୀ ସ୍ଟ୍ରିଟ

କଲିକତା-୭୦୦୦୦୬

ମୂଲ୍ୟ : ୭୦'୦୦

প্রকাশকের নিবেদন

‘মহাভারতম্’ মহামোক্ষপাধ্যায়-ভাবত্যাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ্ হরিদাস সঙ্কান্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্যালব্ধ অমূল্যতম ফল। সে আশ্চর্য্য তপস্বীর কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একশ বছর তিনি ছিলেন ‘মহাভারতম্’-এব তপস্বায় মগ্ন—এবং সে একক ও দৃশ্য তপস্বায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাব সঙ্গ মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। এতল তিনি আমাদের জ্ঞাত বেথে গেছেন তাঁর ‘মহাভারতম্’—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। ‘মহাভারতম্’-এব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনাব মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসেব প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। স্বধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং সম্ভাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দনম্ ।
লোমশঃ স্তমহাতেজা ধাষিস্তত্রাজগাম হ ॥১॥
তং পাণ্ডবাগ্রজো রাজা সগণো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ।
উপাতিষ্ঠন্নহাভাগং দিব শক্রমিবামরাঃ ॥২॥
তমভ্যর্চ্য যথান্যায়ং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
পপ্রচ্ছাগমনে হেতুমটনে চ প্রয়োজনম্ ॥৩॥
স পৃষ্ঠঃ পাণ্ডুপুত্রেন প্রীয়মাণো মহামনাঃ ।
উবাচ শ্লক্ষয়া বাচা হর্ষয়ন্নিব পাণ্ডবান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । কৌরবনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্, এবং সম্ভাষমাণে ক্রবতি সতি ॥১॥
তমিতি । সগণো ভীমাদিভিবচচরৈঃ সহ । উপাতিষ্ঠং পাণ্ডাদিভিবপূজয়ং ॥২॥
তমিতি । তং লোমশমেব হেতুং পপ্রচ্ছ । প্রচ্ছিদ্ধিকর্মকঃ । অটনে বিচরণে ॥৩॥
স ইতি । স লোমশঃ । শ্লক্ষয়া কোমলম্ ॥৪॥

মিলিত হইয়া এই তীর্থসমূহে বিচরণ কবিতো থাকিয়া অর্জুনের উৎকণ্ঠা ত্যাগ করিতে পারিবে” ॥৩৪॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৌম্যপুরুষোহিত যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছিলেন,
এমন সময়ে অতিমহাতেজা লোমশমুনি সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তখন স্বর্গে দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন, সেইরূপ অমুচরবর্গের সহিত
যুধিষ্ঠির এবং সেই ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা লোমশের পূজা করিলেন ॥২॥

যথানিয়মে পূজা করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির লোমশের নিকটে তাঁহার আগমনের
কারণ এবং বিচরণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩॥

যুধিষ্ঠির ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামনা লোমশ আনন্দিত হইয়া পাণ্ডব-
গণকেও আনন্দিত করিবার জন্ত কোমল বাক্যে বলিতে লাগিলেন— ॥৪॥

(১) এক সম্ভাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দন!—বা ব কা। (২)...উদতিষ্ঠন্নহা-
ভাগম্—পি ।

সঞ্চরমস্মি কৌন্তেয় ! সৰ্বান্ লোকান্ যদৃচ্ছয়া ।
 গতঃ শক্রস্ত ভবনং তত্রাপশ্যং সুরেশ্বরম্ ॥৫॥
 তব চ ভ্রাতরং বীরমপশ্যং সব্যসাচিনম্ ।
 শক্রশ্যার্কাসনগতং তত্র মে বিস্ময়ো মহান্ ॥৬॥
 আসীৎ পুরুষশাদূল ! দৃষ্ট্ৱা পার্থং তথা গতম্ ।
 আহ মাং তত্র দেবেশো গচ্ছ পাণ্ডুস্তান্ প্রতি ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 সোহহমভ্যাগতঃ ক্ষিপ্ৰং দিদৃক্ষুস্ত্বাং সহানুজম্ ।
 বচনাৎ পুরুহুতস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ॥৮॥
 আখ্যাস্তে তে প্রিয়ং তাত ! স্মহং পাণ্ডুনন্দন ! ।
 ঋষিভিঃ সহিতো রাজন্ ! কৃষ্ণয়া চৈব তচ্ছৃণু ॥৯॥
 যদ্বয়োক্তো মহাবাহুরদ্রার্থং ভরতর্ষভ ! ।
 তদব্রুমাণুং পার্থেন রুদ্রাদপ্রতিমং বিভো ! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কিম্বাচেত্যাহ—সঞ্চরমিতি । যদৃচ্ছয়া উদ্দেশ্যবিহীনেচ্ছয়া ॥১॥

তবেতি । সব্যসাচিনমর্জুনম্ । তথা গতং শক্রশ্যার্কাসনগতং পার্থমর্জুনং দৃষ্ট্ৱা মে মহান্
 বিস্ময় আসীৎ, মানুষ্য দেবরাজার্কাসনে স্থিত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৬—৭॥

স ইতি । বচনাদনুরোধবাক্যাৎ, পুরুহুতস্ত ইন্দ্রস্ত, পার্থস্ত অর্জুনস্ত ॥৮॥

আখ্যাস্ত ইতি । প্রিয়ং প্রীতিকরং বচনম্ । কৃষ্ণয়া দ্রোপতা ॥৯॥

“কুন্তীনন্দন ! আমি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে করিতে
 ইন্দ্রের ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সেখানে ইন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম ॥৫॥

এবং তোমার ভ্রাতা মহাবীর অর্জুনকে ইন্দ্রের অর্কাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম ।
 পুরুষশ্রেষ্ঠ ! অর্জুনকে সেইস্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার গুরুতর বিস্ময়
 জন্মিয়াছিল । তখন দেবরাজ আমাকে বলিলেন—“ঋষি ! আপনি পাণ্ডবগণের
 নিকট গমন করুন” ॥৬—৭॥

তা’র পর দেবরাজের ও মহাত্মা অর্জুনের অনুরোধে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহিত
 তোমাকে দেখিবার জন্ম সহর আমি এখানে আসিয়াছি ॥৮॥

বৎস পাণ্ডুনন্দন ! আমি তোমার নিকট গুরুতর প্রিয় সংবাদ বলিব । রাজা !
 ঋষিগণ ও দ্রোপদীর সহিত তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! তুমি যে অশ্রুলাভের জন্ম অর্জুনকে বলিয়াছিলে, অর্জুন
 হাদেবের নিকট হইতে সেই অভুলনীয় অশ্রু লাভ করিয়াছেন ॥১০॥

যন্তদ্ব্রক্ষশিরো নাম তপসা রুদ্রমাগতম্ ।
 অমৃতাহুতং রৌদ্রং তল্লকং সব্যসান্ধিনা ॥১১॥
 তং সমন্তং সংহারং প্রায়শ্চিত্তমঙ্গলম্ ।
 বজ্রমস্ত্রাণি চান্ধানি দণ্ডাদৌনি যুধিষ্ঠির ! ॥১২॥
 যমাং কুবেরাদ্বরুণাদিন্দ্রাচ্চ কুরুনন্দন ! ।
 অস্ত্রাণ্যধীতবান্ পার্থো দিব্যান্মিতবিক্রমঃ ॥১৩॥
 বিশ্বাবসোস্ত তনয়াদগীতং নৃত্যঞ্চ সাম চ ।
 বাদিত্রঞ্চ যথান্যায়ং প্রত্যবিন্দদ্যথাবিধি ॥১৪॥
 এবং কৃতাস্ত্রঃ কৌন্তেয়ো গান্ধর্বং বেদমাপ্তবান্ ।
 স্তুত্বং বসতি বীভৎস্বরনুজস্তানুজস্তব ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যদिति । মহাবাহুর্জুনঃ । আপ্তং লব্ধম্, পার্থেন অর্জুনেन ॥১০॥
 কিং নাম তদস্ত্রমিত্যাহ—যদिति । অমৃতং মন্থনসময়ে অমৃতশ্রয়াং সমুদ্রাৎ ॥১১॥
 তদिति । সংহারেণ নিবর্তনেन সহেতি সংহারম্, প্রায়শ্চিত্তং পরপ্রযুক্তস্ত নিবারণং তদেব
 মঙ্গলং তেন সহেতি তৎ । লকং লব্ধানি চেত্যনুবর্ততে ॥১২॥
 অথ কস্মাল্লকং লব্ধানি বেত্যাং যমাদिति । যথাসম্ভবমধীতবান্ ॥১৩॥
 বিশেষেতি । বিশ্বাবসোস্তনয়াং চিত্রসেনাং । সাম সাংস্বাদং সামগানং বা ॥১৪॥
 এবমिति । কৃতাস্ত্রঃ শিক্ষিতাস্ত্রঃ, অাপ্তবান্ চিত্রসেনালব্ধবাংস্চ সন্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১১॥ সমস্ত প্রয়োগাদৌ মঙ্গলহিতম্ । সংহারস্ত্যক্তস্ত্যাকর্ষণম্ ।
 প্রায়শ্চিত্তম্ অস্ত্রাঘ্নিনা নিরপরাধানাং দাহে যো দোষস্তস্ত শোধনম্ । মঙ্গলং দক্ষানামেবারা-
 মাদীনাং পুনর্বিকসনম্ । বজ্রং বজ্রবদপ্রতীকার্থ্যং রৌদ্রমেব ॥১২—১৩॥ গীতং লৌকিকং

সেই যে 'ব্রক্ষশির'-নামক অস্ত্র সমুদ্রমন্থনের সময়ে তাহা হইতে উঠিয়াছিল এবং
 মহাদেবের তপস্তায় তাঁহার নিকট আসিয়াছিল ; সেই পাশুপত অস্ত্র অর্জুন লাভ
 করিয়াছেন ॥১১॥

আর, যুধিষ্ঠির ! মন্ত্র, উপসংহার ও নিবারণের উপায়ের সহিত সেই বজ্র এবং
 দণ্ডপ্রভৃতি অস্ত্রাণ্ড অস্ত্রও অর্জুন লাভ করিয়াছেন ॥১২॥

কুরুনন্দন ! অসাধারণ-বিক্রমশালী অর্জুন যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের নিকট
 হইতে স্বর্গীয় অস্ত্র সকল শিক্ষা করিয়াছেন ॥১৩॥

তাহার পর তুমি—বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনগন্ধর্বেবর নিকট নৃত্য, গীত, বাণ ও
 সামগান যথানিয়মে ও যথাবিধানে শিক্ষা করিয়াছেন ॥১৪॥

যদর্থং মাং সুরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ।
 তচ্চ তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির ! নিবোধ মে ॥১৬॥
 ভবান্ মনুষ্যালোকেহপি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 ক্রয়াদ্যুধিষ্ঠিরং তত্র বচনাম্মে দ্বিজোত্তম ! ॥১৭॥
 আগমিষ্যতি তে ভ্রাতা কৃতাস্ত্রঃ ক্ষিপ্রমর্জ্জুনঃ ।
 সুরকার্যং মহৎ কৃত্বা যদশক্যং দিবৌকসৈঃ ॥১৮॥
 তপসাপি ত্বমাত্মানং যোজয় ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৯॥
 অহং কর্ণং জানামি যথাবদ্রতর্ষভ ! ।
 সত্যসঙ্কং মহোৎসাহং মহাবীর্যং মহাবলম্ ॥২০॥

ভাবতকৌমুদী

যদ্বিতি । সুরশ্রেষ্ঠো দেবরাজঃ । নিবোধ শৃণু ॥১৬॥
 কিং তৎচনমিত্যাহ—ভবানিতি । তত্র মনুষ্যালোকে, বচনাদনুরোধবাক্যাৎ ॥১৭॥
 আগমিষ্যতি । সুরকার্যং নিবাতকবচাদীনাম্ বধরূপম্ । দিবৌকসৈর্দেবৈঃ, “সমাসাস্তগতানাং
 বা রাজাদীনামদন্ততা” ইত্যদন্ততয়া ভিস্ ঐস্ ॥১৮॥
 তপসেতি । ত্বমপীত্যয়ঃ । পরমুত্তমম্ । বিন্দতে লভতে, মহৎ ফলম্ ॥১৯॥
 অহমিতি । সত্যসঙ্কং সত্যপ্রতিজ্ঞম্ । বীর্যং কাষিকী শক্তিঃ, বলঞ্চ মানসিকী শক্তিঃ
 ভাবতভাবদীপঃ

গানম্, সাম ঋতুগানম্ ॥১৭॥ অহংকৃত্য ভীমস্তাহুজঃ ॥১৫—১৭॥ সুরকার্যং নিবাতকবচা-
 দীনাম্ বধঃ । দিবৌকসৈরিতি বহুলং চন্দসীত্যস্ ॥১৮—১৯॥ সত্যসঙ্কং সত্যপ্রতিজ্ঞম্

যুধিষ্ঠির ! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার (ভীমের) কনিষ্ঠভ্রাতা অর্জুন এইভাবে অস্ত্র
 ও গান্ধর্ববেদ শিক্ষা করিয়া স্বর্গলোকে সুখে বাস করিতেছেন ॥১৫॥

দেবরাজ যেজ্ঞস্ত আমাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আমি তোমার
 নিকট বলিব ; তুমি শ্রবণ কর ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি নিশ্চয়ই মনুষ্যালোকেও যাইবেন ; সুতরাং আমার
 অনুরোধে সেখানে যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন (যে)— ॥১৭॥

‘তোমার ভ্রাতা অর্জুন অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, এখন দেবগণের যাহা
 অসাধ্য, এমন একটা গুরুতর দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শীঘ্রই আসিবেন ॥১৮॥

তুমিও অপর ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া তপস্তা কর। কারণ, তপস্তা
 হইতে উত্তম কিছুই নাই ; সুতরাং তপস্তা দ্বারা গুরুতর ফল পাওয়া যায় ॥১৯॥

ভদ্রতশ্রেষ্ঠ ! আমিও যথাযথভাবেই কর্ণকে জানি ; কর্ণ—সত্যপ্রতিজ্ঞ,

মহাহবেষপ্রতিমং মহাযুদ্ধবিশারদম্ ।

মহাধনুর্দ্ধরং বীরং মহাস্ত্রং বরবর্ষিণম্ ॥২১॥

মহেশ্বরহৃতপ্রখ্যাদিত্যতনয়ং প্রভুম্ ।

তথাহর্জুনমতিস্কন্ধং সহজোদ্ধরণপৌরুষম্ ।

ন স পার্থশ্চ সংগ্রামে কলামর্হতি ষোড়শীম্ ॥২২॥ (বিশেষকম্)

যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণান্মনসিস্থমরিন্দম ! ।

তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি সব্যসাচিন্ত্যতো গতে ॥২৩॥

যচ্চ তে মানসং বীর ! তীর্থযাত্রামিমাং প্রতি ।

স মহর্ষিলৌমশস্তে কথয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

সাহসাত্ম্য। মহাহবেষু মহাযুদ্ধেষু। বরবর্ষিণং সহজাভেত্তবর্ষশালিনম্। মহেশ্বরহৃতপ্রখ্যাকান্তিকেষুতুল্যম্, আদিত্যতনয়ং সূর্য্যপুত্রম্, প্রভুম্ অস্ত্রপ্রভাবশালিনম্। অতিস্কন্ধং মহাধ্যবসায়ম্, “স্কন্ধঃ একাণ্ডে সৈন্ত্যাংশে বাহুমূলসমূহয়োঃ। সমীহানুপয়োচ্চাপি” ইতি বিধঃ। সহজং স্বাভাবিকম্ উদ্ধরণম্ উদ্ধতঞ্চ পৌরুষং পুরুষকারো যশ্চ তম্। স তাদৃশোহপি কর্ণঃ, সংগ্রামে, পার্থশ্চ অর্জুনশ্চ, ষোড়শীং কলাম্ ভাগমপি নাইতি, অর্জুনশ্চেদানীং দেবাস্ত্রলাভাদিত্যি ভাবঃ। ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০—২২॥

যদিতি। হে অরিন্দম ! কর্ণাৎ, ভয়ং ভয়হেতুভূতম্, যচ্চাপি অভেত্তং কবচম্, মনসিস্থম্, তচ্চাপি সব্যসাচিনি অর্জুনে, অতঃ স্বর্গলোকাৎ, গতে সতি, অহমপহরিষ্যামি ॥২৩॥

যদিতি। মানসং কৰ্ম্ম সঙ্কল্পঃ। স প্রসিদ্ধঃ। তৎ কথয়িষ্যতি ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২০॥ বরবর্ষিনমতিসুন্দরম্ ॥২১॥ মহেশ্বরহৃতপ্রখ্যং স্কন্দতুল্যম্, অতিস্কন্ধমূর্ত্তাসম্, জ্ঞানগতিস্কন্ধমিতি পার্শ্বে যোগিশ্রেষ্ঠম্ ॥২২—২৩॥ অপহরিষ্যামি কবচকুণ্ডলাপহরণে ইচ্ছেন ক্লতে সতি তদপীজ্ঞাস্তঃ প্রবিশ্য সম্পাদয়িষ্যামি আবেণাভেদদর্শনেনাহং মম্বয়ভব-মহোৎসাহী, গুরুতর দৈহিক বল ও মানসিক বলসম্পন্ন, মহাযুদ্ধে অতুলনীয় বিশারদ, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবীর, মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, উত্তম বর্ষধারী, কান্তিকের তুল্য, সূর্য্যের পুত্র এবং অস্ত্রপ্রভাবসম্পন্ন। আবার অর্জুনকেও জ্ঞানি; অর্জুনও গুরুতর অধ্যবসায়ী এবং স্বভাবতই মহাপুরুষকাবসম্পন্ন; স্মৃতরাং সে কর্ণ এখন অর্জুনের বোল ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে ॥২০—২২॥

অরিন্দম যুধিষ্ঠির ! কর্ণের যে অভেত্ত কবচ তোমার ভয়ের কারণ, তাহাও আমি—অর্জুন এ স্থান হইতে গেলে পরই হরণ করিব ॥২৩॥

(২২)...তথা জ্ঞাতগতিং ছেনং সহস্রনয়নোপমম্—পি। (২৩) যচ্চাপি তে ভয়ং তদ্ব্যয়ন-সিদ্ধং হি ধর্ম্মজ !। তদপ্যপহরিষ্যেহয়ং সব্যসাচিন্ত্যপাগতে ॥—পি।

যচ্চ কঞ্চিত্তপোয়ুক্তং ফলং তীর্থেষু ভারত ! ।

ব্রহ্মর্ষিরেষ ক্রয়াত্তে তচ্ছৃদ্ধেয়মনন্তথা ॥২৫॥

লোমশ উবাচ ।

ধনঞ্জয়েন চাপ্যুক্তং যতচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির ! ।

যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরং মে যোজয়েধর্ম্ময়া গিরা ॥২৬॥

ত্বং হি ধর্ম্মান্ পরান্ বেথ তপাংসি চ তপোধন ! ।

শ্রীমতাকাপি জানাসি ধর্ম্মং রাজ্ঞাং সনাতনম্ ॥২৭॥

স ভবান্ পরমং বেদ পাবনং পুরুষান্ প্রতি ।

তেন সংযোজয়েথাস্ত্বং তীর্থপুণ্যেন পাণ্ডবান্ ॥২৮॥

যথা তীর্থানি গচ্ছেত গাশ্চ দত্তাং স পার্থিবঃ ।

তথা সর্লাত্মনা কার্য্যমিতি মামর্জ্জুনোহব্রবীৎ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

যদिति । অনন্তথা সংশয়াদিরাহিত্যেন, তৎ, শ্রদ্ধেয়ং বিশ্বাস্তম্ ॥২৫॥

ধনেতি । ধর্ম্ময়া ধর্ম্মাদনপেতয়া গিরা যোজয়ে: তাং শ্রাবয়েরিত্যর্থঃ ॥২৬॥

ত্বমিতি । পরান্ শ্রেষ্ঠান্ । শ্রীমতাং ধনাদিসম্পত্তিশালিনাম্ ॥২৭॥

স ইতি । পাবনং তীর্থপুণ্যম্, পুরুষান্ প্রতি পুরুষাণামিত্যর্থঃ ॥২৮॥

বীর ! তীর্থযাত্রা বিষয়ে তোমার যে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে প্রসিদ্ধ মহর্ষি লোমশ নিশ্চয়ই নিয়মাদি বলিবেন ॥২৫॥

ভরতনন্দন ! তীর্থে তপস্তাপ্রযুক্ত যে কিছু ফল হয়, তাহা তোমার নিকট এই ব্রহ্মর্ষি লোমশই বলিবেন ; তুমি নিঃসন্দেহে তাহা বিশ্বাস করিও” ॥২৬॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! অর্জুনও যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাও শোন—
“আপনি আমার ভ্রাতৃগণকে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনাইবেন ॥২৭॥

কারণ, আপনি উত্তম ধর্ম্ম ও তপস্তার বিষয় জানেন এবং সম্পত্তিশালী রাজাদের সনাতন ধর্ম্মও অবগত আছেন ॥২৭॥

আর, আপনি মানুষের পরম তীর্থধর্ম্মের বিষয়ও জানেন ; সুতরাং আপনি পাণ্ডবগণকে সেই তীর্থধর্ম্মযুক্ত করিবেন ॥২৮॥

যাহাতে সেই রাজা তীর্থে গমন ও গোদান করেন, তাহা আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে করিবেন,” এই কথা অর্জুন আমাকে বলিয়াছেন ॥২৯॥

(২৫)....ন তচ্ছৃদ্ধেয়মনন্তথা—বা ব কা নি । ইতঃ পরম্—“...একনবতিতমোহধ্যায়ঃ”—বা ব কা পি, “...একোননবতিতমোহধ্যায়ঃ”—নি । (২৬)....ধর্ম্ময়া শ্রিয়া—বা ব কা, ধর্ম্ময়া ধিয়া—নি । (২৮)....পুরুষং প্রতি—বা ব কা নি ।

ভবতা চানুগুপ্তোহসৌ চরেত্তীর্থানি সৰ্বদাঃ ।
 রক্ষোভ্যো রক্ষিতব্যশ্চ দুৰ্গেষু বিষমেষু চ ॥৩০॥
 দধীচ ইব দেবেন্দ্রং যথা চাপ্যঙ্গিরা রবিম্ ।
 তথা রক্ষস্ব কৌন্তেয়ান্ রাক্ষসেভ্যো দ্বিজোত্তম ! ॥৩১॥
 যাতুধানানি হি বহুবো রাক্ষসাঃ পৰ্বতোপমাঃ ।
 ত্রয়াতিগুপ্তান্ কৌন্তেয়ান্ নাভিবৰ্ত্তেয়ুরন্তিকাত্ ॥৩২॥
 সোহহমিন্দ্রস্য বচনামিযোগাদৰ্জ্জুনস্য চ ।
 রক্ষমাণো ভয়েভ্যস্ত্বাং চরিষ্যামি ত্রয়া সহ ॥৩৩॥
 দ্বিতীর্থানি ময়া পূৰ্ণং দৃষ্টানি কুরুনন্দন ! ।
 তদং তৃতীয়ং দ্রক্ষ্যামি তাত্বেব ভবতা সহ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

বধেতি । স পাণিবো যুদষ্টিবঃ । সৰ্বান্য়ানা সৰ্বপ্রযত্বেন, কার্য্যং কৰ্ত্তব্যম্ ॥২২॥
 ভবতেতি । অনুগুপ্তো রক্ষিতঃ । দুৰ্গেষু দুৰ্গমেষু, বিষমেষু উচ্চাবচেষু স্থানেষু ॥৩০॥
 দধীচ ইতি । দধীচো নাম মুনিঃ । বক্ষস্ব বক্ষোন্নম্পাটাদিনা ॥৩১॥
 যাস্তিতি । যাতুং সময় এব দধীচোতি যাতুধানাঃ । অতি লক্ষ্যীকৃত্য ॥৩২॥
 স ইতি । চরিষ্যামি তীৰ্থেহিতি শেষঃ ॥৩৩॥
 দ্বিরিতি । দ্বিবারদ্বয়ম্ । তৃতীয়ং বারম্, তাত্বেব তীর্থানি ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যাদিবদহমেবেন্দ্ররূপী কপিষ্ঠামীতি ॥২৪॥ ৩২ ২ কং ন ত্রয়ায়গৃহীতব্যমিত্যর্থঃ ॥২৫॥
 যোজয়েঃ যোজয়, ধম্ময়া ধম্মাদনপেতয়া ॥২৬—২৭॥ দ্বিঃ দ্বিবারম্, তৃতীয়ং তৃতীয়বারম্

আপনি তাঁহাকে দুৰ্গমস্থানে এবং বিষমস্থানে রক্ষা করিবেন ; আপনি রক্ষা করিলেই তিনি সকল তীৰ্থে বিচরণ করিতে পারিবেন ॥৩০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! দধীচমুনি যেমন দেবরাজকে এবং অঙ্গিরা যেমন সূর্য্যকে রক্ষা করেন, আপনিও তেমনই রাক্ষসগণ হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবেন ॥৩১॥

আপনি রক্ষা করিতে থাকি, হঠকারী পৰ্ব্বতপ্রমাণ বহুতর রাক্ষসও নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সম্মুখে আসিতে পারিবে না” ॥৩২॥

ইন্দ্রের কথায় ও অৰ্জ্জুনের অনুরোধে আমি সৰ্ব্বপ্রকার ভয় হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে থাকিয়া তোমার সহিত তীৰ্থে বিচরণ করিব ॥৩৩॥

কুরুনন্দন ! আমি পূৰ্বে দুইবার তীর্থগুলি দেখিয়াছি ; এখন তৃতীয় বার তোমার সহিত সেইগুলিই দেখিব ॥৩৪॥

ইয়ং: রাজর্ষিভির্ধাতা পুণ্যকৃষ্টিযুধিষ্ঠির ! ।

মহাদিভির্মহারাজ ! তীর্থযাত্রা ভয়াপহা ॥৩৫॥

নানুজুর্নাকৃতাত্মা চ নাবিগো ন চ পাপকৃৎ ।

স্নাত্তি তীর্থেষু কৌরব্য ! ন চ বক্রমতিনরঃ ॥৩৬॥

ত্বস্তু ধর্ম্মমতিনিত্যং ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ ।

বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো ভূয় এব ভবিষ্যসি ॥৩৭॥

যথা ভগীরথো রাজা রাজানশ্চ গয়াদয়ঃ ।

যথা যযাতিঃ কৌন্তেয় ! তথা ত্বমপি পাণ্ডব ! ॥৩৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন হর্ষাৎ সম্প্রপশ্যামি বাক্যস্ত্র্যস্ত্রোত্তরং কচিৎ ।

স্মরেক্ষি দেবরাজো যং কো নামাত্যধিকস্ততঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

ইয়মিতি । যাভ্য প্রাপ্তা কৃততার্থঃ । ভয়াপহা পাপভয়নাশিকা ॥৩৫॥

নেতি । অনুজ্জ্বলঃ অসরলঃ শরঃ তীর্থেষু ন স্নাত্তি, পবপ্রতারণাব্যাপৃতত্বাৎ ; অকৃতাত্মা ভূপ্রদেশদর্শনাতাবেনাশিক্তচিত্তঃ তীর্থেষু ন স্নাত্তি, কুপমগুরুতুল্যত্বাৎ ; অবিদ্বঃ তীর্থেষু ন স্নাত্তি শাস্ত্রাজ্ঞানেন তীর্থকলাজ্ঞানাৎ ; পাপকৃৎ তীর্থেষু ন স্নাত্তি চৌর্যাদিনিবৃত্তত্বাৎ ; বক্রমতিনরশ্চ, তীর্থেষু ন স্নাত্তি হেতুবাধেন তীর্থকলানঙ্গীকারাৎ ॥৩৬॥

যমিতি । সত্যসঙ্গরঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । বিমুক্তঃ, তীর্থস্নানাদিনা সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ ॥৩৭॥

যথেনিতি । অন্ততীর্থপর্য্যটনেনাধিকধর্ম্মলাভে তব বুদ্ধির্ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥৩৮॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! মহুপ্রভৃতি পুণ্যকারী রাজর্ষির পাপভয়নাশক এই তীর্থপর্য্যটন করিয়া গিয়াছেন ॥৩৫॥

কুরুনন্দন ! শঠ, কুপমগুরুস্বভাব, মূর্থ, পাপকারী এবং কুটিলবুদ্ধি লোক তীর্থে স্নান করে না ॥৩৬॥

কিন্তু তোমার সর্ব্বদাই ধর্ম্মে মতি রহিয়াছে এবং তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ; অতএব তুমি (তীর্থপর্য্যটন করিয়া) সম্পূর্ণরূপেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥৩৭॥

পাণ্ডুনন্দন ! ভগীরথরাজা যেমন ছিলেন, গয়প্রভৃতি রাজারা যেমন গিয়াছেন এবং যযাতিরাজা যেমন ছিলেন, তুমিও তেমনই হইয়াছ ॥৩৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আমি আনন্দবশতঃ এই বাক্যের উত্তর কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না এবং দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি বড় ? ॥৩৯॥

(৩৭)...বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্কেতাঃ—বা ব কা ।

ভবতা সঙ্গমো যশ্চ ভ্রাতা চৈব ধনঞ্জয়ঃ ।

বাসবঃ স্মরতে যশ্চ কো নামাভ্যধিকন্ততঃ ॥৪০॥

যচ্চ মাং ভগবানাহ তীর্থানাং দর্শনং প্রতি ।

ধৌম্যশ্চ বচনাদেষা বুদ্ধিঃ পূর্ব্বং কৃতৈব মে ॥৪১॥

তদ্যদা মন্যসে ব্রহ্মন্ ! গমনং তীর্থদর্শনে ।

তদৈব গন্তাস্মি তীর্থান্যেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গমনে কৃতবুদ্ধিস্তু পাণ্ডবং লোমশোহব্রবীৎ ।

লঘুর্ভব মহারাজ ! লঘুঃ সৈবরং গমিষ্যসি ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভিক্ষাভূজো নিবর্ত্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চ যে ।

ক্ষত্ৰুধ্বংসশ্রমায়ামশীতান্ভিমসহিবঃ ॥৪৪॥

... ..

ভাবতকৌমুদী

নেতি । হর্ষাৎ অর্জুনশ্চ সর্কদেবাজ্ঞলাভস্বাস্থ্যসংবাদপ্রাপ্তিজনিতাদানন্দাৎ ॥৩৯॥

ভবতেতি । বাসব ইন্দ্রঃ । যশ্চেতি “স্বতার্থকর্ম্মণি” ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥৪০॥

যদिति । ভগবান্ ভবান্ । দর্শনং প্রতি দর্শনবিষয়ে । মে ময়া ॥৪১॥

তদिति । গন্তাস্মি গমিষ্যামি । বনবাসপ্রতিজ্ঞায়া অগৃহবাসতাপর্ধ্যকত্বাৎ তীর্থভ্রমণেনাপি ন তৎপ্রতিজ্ঞাতঙ্গঃ । কিঞ্চ অবসরে মহাধর্ম্মার্জনং মহালাভ এবোতি ভাবঃ ॥৪২॥

গমন ইতি । লঘুর্ভাবশূন্যঃ স্বল্পপশ্চিন ইত্যর্থঃ । কথমিত্যাহ—লঘুরিতি । লঘুঃ সন্, সৈবরং স্বচ্ছন্দং যথেষ্টমিতি যাবৎ, গমিষ্যসি । বহুপরিজনসঙ্গে তু ব্যাপারবাহুল্যাাদিনা যথেষ্টগমনব্যাবাহতে ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । “মন্দস্বচ্ছন্দয়োঃ সৈবরম্” ইত্যাবঃ ॥৪৩॥

ভিক্ষেতি । ভিক্ষাভূজো নিবর্ত্তন্তাম্, তীর্থে ভিক্ষালাভাসম্ভবাৎ “তীর্থে ন প্রতিগৃহীয়াৎ

আপনার সহিত যাহার সম্মেলন হইল, অর্জুন যাহার ভ্রাতা এবং ইন্দ্র যাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি প্রধান ? ॥৪০॥

তা’র পর, আপনি যে আমাকে তীর্থদর্শনের বিষয়ে বলিতেছেন, এ বুদ্ধি আমি ধৌম্যপুরোহিতের বাক্যে পূর্ব্বই করিয়াছি ॥৪১॥

অতএব যখনই আপনি তীর্থদর্শনে গমন করা সঙ্গত মনে করিবেন, তখনই আমি তীর্থে গমন করিব ; ইহাই আমার একান্ত নিশ্চয়” ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির তীর্থগমনে মত করিলে, লোমশ তাঁহাকে কহিলেন—“যুধিষ্ঠির ! লঘু হও (অল্প পরিজন সঙ্গে লও), লঘু হইলে ইচ্ছানুসারে গমন করিতে পারিবে” ॥৪৩॥

* রাজোবাচ—পি ।

তে সৰ্ব্বৈ বিনিবৰ্ত্তন্তাং যে চ মিফভুজো দ্বিজাঃ ।

পকাম্নলেহুপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥৪৫॥

তেহপি সৰ্ব্বৈ নিবৰ্ত্তন্তাং যেহপি সৃদানুযায়িনঃ ।

ময়া যথোচিতাজীৰ্ণৈঃ সংবিত্তাশ্চ বৃত্তিভিঃ ॥৪৬॥

যে চাপ্যনুগতাঃ পৌরা রাজভক্তিপূরস্কৃতাঃ ।

ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজমভিগচ্ছন্ত তে চ বৈ ।

ন দাস্ত্যতি যথাকালমুচিতা যশ্চ বা ভূতিঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রাণৈঃ কণ্ঠগঠৈবপি” ইতি শ্রুত্যা নিবেদ্যচেতি ভাবঃ । যে যতযো জিতেন্দ্রিয়া ব্রাহ্মণাশ্চ, তেহপি নিবৰ্ত্তন্তাম্, তেষামিন্দ্রিয়জযিতযা দর্শনাত্তথং তত্র তত্র গমনাসম্ভবেন সৰ্ব্বেষামেব তদসম্ভবাৎ । ক্ষুধাস্তসহিষ্ণুনাঞ্চ সৰ্ব্বত্র গমনশ্চ বাস সম্ভবাৎ ॥৪৪॥

ত ইতি । মিষ্টভুজো মধুবভোজিনঃ, সৰ্ব্বত্র মধুববস্ত্রভাস সম্ভবাৎ । বিকল্পকা আহায়ে উক্ত-বিবিধকল্পগ্রাহিণঃ, তীৰ্থে তাদৃশবিবিধকল্পসম্পাদনাসম্ভবাৎ ॥৪৫॥

ত ইতি । সৃদানুযায়িনঃ স্বয়ং স্বয়ং পাকাসামর্থেন পাচকাপেক্ষিতাবঃ, সৰ্ব্বত্র পাচকপ্রাপ্ত্য-সম্ভবাৎ । যথোচিতাজীৰ্ণৈঃ যথোচিতনির্দিষ্টখাদ্যাদিদানৈঃ, বৃত্তিভিনির্দিষ্টবেতনৈশ্চ, সংবিত্তা-বিভজ্য রক্তিভাঃ, তেহপি নিবৰ্ত্তন্তাম্, সৰ্ব্বত্র তদানাসম্ভবাৎ ॥৪৬॥

য ইতি । অভিগচ্ছন্ত, তত্রাপি রাজভক্তিসম্ভবাৎ তস্মৈব প্রকৃতবাজ্রবাৎ । ভূতিবেতনং খাদ্যাদিকঞ্চ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৭॥

ভাবতভাবদীপঃ

১২৮—৩৬। সত্যসঙ্করঃ সত্যযজ্ঞঃ, “যাত্রেব সংগ্রামনামানি তানি যজ্ঞনামানী”তি যাস্ববচনাৎ

১৩৭—৪২। লঘুরল্লপবিবারঃ ॥৪৩—৪৪॥ বিকল্পকাঃ মৃষ্টামৃষ্টবিভজিকাঃ ॥৪৫॥ আজীৰ্যো-

যুষ্টিব বলিলেন—“যে সকল ব্রাহ্মণ ভিক্ষাভোজী ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাহারা ক্ষুধা, পিপাসা, পথের পরিশ্রম, গ্রীষ্মের কষ্ট ও শীতের কষ্ট সহ্য করিতে না পারেন, তাহারা সকলেই নিবৃত্ত হউন ॥৪৪॥

যে সকল ব্রাহ্মণ কেবল সুস্বাদু বস্তু ভোজন করেন এবং যাহারা পকাম্ন লেহ্য, পেয় ও মাংস ইত্যাদি বিবিধ বস্তু ভোজন করিয়া থাকেন, তাহারা সকলেও নিবৃত্ত হউন ॥৪৫॥

যাহারা পাচকের অপেক্ষা রাখেন, কিংবা আমি যাহাদিগকে নির্দিষ্ট উপযুক্ত খাদ্য এবং নির্দিষ্ট বেতন দিয়া রাখিয়াছি, তাহারা সকলেও নিবৃত্ত হউন ॥৪৬॥

আর, যে সকল পুরবাসীবা রাজভক্তিবশতঃ আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করুন ; তিনিই—যাহার যাহা যোগ্য বৃত্তি আছে, তাহা তাঁহাকে যথাসময়ে দিবেন” ॥৪৭॥

(৪৬)....ময়া যথোচিতাজীৰ্ণৈঃ—বা ব কা নি ।

স চেদ্যথোচিতাং বৃত্তিং ন দণ্ডাম্মনুজেশ্বরঃ ।

অস্মৎপ্রিয়হিতার্থায় পাঞ্চাল্যো বঃ প্রদাস্ততি ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো ভূয়িষ্ঠশঃ পৌরা গুরুভারপ্রপীড়িতাঃ ।

বিপ্রাশ্চ যতয়ো মুখ্যা জগ্মুর্নাগপুরুং প্রতি ॥৪৯॥

তান্ সৰ্ব্বান্ ধৰ্ম্মরাজস্য প্রেম্ণা রাজাহম্বিকাস্ততঃ ।

প্রতিজগ্রাহ বিধিবদ্ধনৈশ্চ সমতর্পর্যং ॥৫০॥

ততঃ কুন্তীস্বতো রাজা লঘুভিব্রাক্ষণৈঃ সহ ।

লোমশেন চ সূপ্ৰীতস্তিরাত্রং কাম্যকেহবসং ॥৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থযাত্রামন্ত্রণে ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পাঞ্চাল্যো ঋপদো রাজা, বো যুযুভ্যম্ । অতস্তত্রৈব গচ্ছেতেতি ভাবঃ ॥৪৮॥

তত ইতি । গুরুভারেণ দুঃখাতিরেকেন প্রপীড়িতাঃ । নাগপুরুং হস্তিনাম্ ॥৪৯॥

তানিতি । ধৰ্ম্মরাজস্য যুধিষ্ঠিরস্য, প্রেম্ণা বাৎসল্যেন ॥৫০॥

তত ইতি । লঘুভিব্রসংখ্যাকৈঃ । লোমশাগমনাবধিষ্টিরাত্রবাসভাবে যুধিষ্ঠিরাদীনাম্
যাত্রাসিদ্ধাবপি লোমশস্য যাত্রা ন স্ত্যং “ত্রিযাত্রং যত্র নো বাসন্ততো যাত্রা ন সিধ্যতি” ইতি
জ্যোতিষাং লোকব্যবহারাচ্চ । তথাস্থে লোমশস্য তীর্থযাত্রাকার্যামপি ন স্ত্যং । অতস্তিরাত্রং
কাম্যকেহবসদিত্যুক্তম্ ॥৫১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ভূতাদিভিবৃতিভিজীবনহেতুভিরগ্নাদিভিঃ ॥৪৬—৪৭॥ পাঞ্চাল্যো ঋপদঃ, বো যুযুভ্যম্ ॥৪৮—৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৬॥

তিনি যদি যথোচিত বৃত্তি না দেন, তবে ঋপদরাজা আমাদের প্রীতি ও হিতের
জন্ত তাহা আপনাদিগকে দিবেন” ॥৪৮॥

তাহার পর বহুসংখ্যক পুরবাসী এবং জিতেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত দুঃখিত
হইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন ॥৪৯॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের প্রশংসাবশতঃ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ধনদ্বারা
যথাবিধানে সন্তুষ্ট করিলেন ॥৫০॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াস্তুং কৌন্তেয়ং ব্রাহ্মণা বনবাসিনঃ ।
অভিগম্য তদা রাজম্ভিদং বচনমব্রুবন্ ॥১॥
রাজ্যস্তীর্থানি গম্ভাসি পুণ্যানি ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
ঋষিণা চৈব সহিতো লোমশেন মহাত্মনা ॥২॥
অস্মানপি মহারাজ ! নেতুমর্হসি পাণ্ডব ! ।
অস্মাভির্হি ন শক্যানি ত্বদৃতে তানি কৌরব ! ॥৩॥
শ্বাপদৈরুপসৃষ্টানি দুর্গানি বিষমাণি চ ।
অগম্যানি নরৈরন্নৈস্তীর্থানি মনুজেশ্বর ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বনবাসিনঃ যুধিষ্টিরাভাগমনাং পূর্ষাবধিকাম্যকবনস্থিতাঃ ॥১॥
রাজম্ভিতি । গম্ভাসি গমিষ্যসি ॥২॥
অস্মানিতি । নেতুং সহচরীকর্তৃকং । ত্বদৃতে ত্বাং বিনা, তানি তীর্থানি ॥৩॥
শ্বেতি । শ্বাপদৈর্হিংস্রজন্তুভিঃ, দুর্গানি দুর্গমানি, বিষমাণি বিপৎসঙ্কলানি ॥৪॥

তদনন্তর যুধিষ্টির আনন্দিত হইয়া অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং লোমশমুনির সহিত
আরও তিন রাত্রি কাম্যকবনে বাস করিলেন ॥৫॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় । তাহার পর যুধিষ্টির যখন তীর্থযাত্রার
আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ব হইতে, কাম্যকবনবাসী ব্রাহ্মণেরা যাইয়া
তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥১॥

“রাজা ! আপনি—ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা লোমশমুনির সহিত তীর্থসমূহে ভ্রমণ
করিবেন ॥২॥

অতএব মহারাজ ! আপনি আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন । কারণ, আমরা
আপনাকে ভিন্ন সে তীর্থভ্রমণে সমর্থ হইব না ॥৩॥

কারণ, নরনাথ ! তীর্থ সকল হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, দুর্গম ও বিপৎসঙ্কল ;
সুতরাং সেগুলি অল্প লোকের অগম্য ॥৪॥

ভবন্তো ভ্রাতরঃ শূরা ধনুর্ধরবরাঃ সদা ।
 ভবন্তিঃ পালিতাঃ শূরৈর্গচ্ছেম বয়মপ্যুত ॥৫॥
 ভবৎপ্রসাদাক্ষি বয়ং প্রাপ্যুয়ামঃ স্তব্ধং ফলম্ ।
 তীর্থানাং পৃথিবীপাল ! বনানাঞ্চ বিশাংপতে ! ॥৬॥
 তব বীর্যপরিভ্রাতাঃ শুদ্ধান্তীর্থপরিপ্লুতাঃ ।
 ভবেম ধৃতপাপুানস্তীর্থসন্দর্শনাম্ প ! ॥৭॥
 ভবানপি নরেন্দ্রস্য কার্ত্তবীর্যস্য ভারত ! ।
 অষ্টকস্য চ রাজর্ষে লোমপাদস্য চৈব হ ॥৮॥
 ভরতস্য চ বীরস্য সার্কর্ভৌমস্য পার্থিব ! ।
 ধ্রুবং প্রাপ্যসি দুপ্রাপান্ লোকাংস্তীর্থপরিপ্লুতঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
 প্রভাসাদীনী তীর্থানি মহেন্দ্রাদীংশ্চ পর্বতান্ ।
 গঙ্গাগাঃ সরিতশ্চৈব প্লক্ষাদীংশ্চ বনস্পতীন্ ।
 ইয়া সহ মহীপাল ! দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ভবন্তিরিতি । পালিতা বিপদো বক্ষিতাঃ । উত্তমঃ পাদপূরণে ॥৫॥
 ভবদিতি । স্তব্ধমনায়াসং যথা স্তব্ধা । তীর্থানাং বনানাঞ্চ ভ্রমণাং ফলম্ ॥৬॥
 তবেতি । শুদ্ধাঃ স্বভাবত এব নির্মলচিত্তাঃ, তীর্থেষু পবিপ্লুতাঃ স্নাতাঃ ॥৭॥
 ভবানিতি । অষ্টকস্য আদিপর্বণি প্রাপ্তস্য । লোকান স্বর্গান ॥৮—৯॥

আপনারা ভ্রাতারা সকলেই প্রধান ধনুর্ধর ও বীর ; অতএব আপনারা সর্বদা রক্ষা করিতে থাকিলে, আমবাও তীর্থভ্রমণ করিতে পারিব ॥৫॥

রাজা ! নবনাথ ! আপনার অমুগ্রহে আমবা তীর্থ ও বনভ্রমণেব ফল অনায়াসে লাভ করিতে পারিব ॥৬॥

রাজা ! আমরা স্বভাবতই নির্মল চিত্ত ; সুতরাং আপনার বলে রক্ষিত হইয়া, তীর্থস্নান ও তীর্থদর্শন করিয়া আমরা পাপশূন্য হইতে পারিব ॥৭॥

ভরতনন্দন রাজা ! আপনি তীর্থে স্নান করিয়া—রাজা কার্ত্তবীর্যার্জুন, রাজর্ষি অষ্টক ও লোমপাদ এবং মহাবীর ও সার্কর্ভৌম ভারতের দুর্লভ স্বর্গগুলি নিশ্চয়ই লাভ করিবেন ॥৮—৯॥

রাজা ! আমরা আপনার সহিত মিলিত হইয়া—প্রভাসপ্রভৃতি তীর্থ, মহেন্দ্র-প্রভৃতি পর্বত, গঙ্গাপ্রভৃতি নদী এবং প্লক্ষপ্রভৃতি বৃক্ষ সকল দেখিতে ইচ্ছা করি ॥১০॥

যদি তে ব্রাহ্মণেষুস্তি কাচিৎ শ্রীতির্জনাধিপ ! ।
 কুরু ক্ষিপ্ৰং বচোহস্মাকং ততঃ শ্রেয়োহভিপৎস্তুসে ॥১১॥
 তীর্থানি হি মহাবাহো ! তপোবিঘ্নকরৈঃ সদা ।
 অনুকীর্ণানি রক্ষোভিস্তেভ্যো নদ্রাতুমহিসি ॥১২॥
 তীর্থান্যুক্তানি ধোম্যেন নারদেন চ ধীমতা ।
 যানু্যবাচ চ দেবষিলে'মশঃ স্তমহাতপাঃ ॥১৩॥
 বিধিবতানি সৰ্ব্বানি পর্যটন্ত নরাধিপ ! ।
 ধূতপাপু। সহাস্মাভিলে'মিশেনাভিপালিতঃ ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

স রাজা পূজ্যমানস্তৈর্হর্ষাদব্রুপরিপ্লুতঃ ।
 ভীমসেনাদিভির্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৫॥
 বাঢ়মিত্যব্রবৌ সৰ্ব্বাংস্তানুষীন্ পাণ্ডবর্ষভঃ ।
 লোমশং সমনুজ্ঞাপ্য ধোম্যেকৈব পুরোহিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি । প্রকাদীন্ প্রকাগ্নবনাদিতীর্থগতান্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
 যদীতি । বচো বাক্যানুরূপং কার্যম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্, অভিপৎস্তুসে লক্ষ্যাসে ॥১১॥
 তীর্থানিতি । অনুকীর্ণানি ব্যাপ্তানি । নঃ অস্মান্ ॥১২॥
 তীর্থনীতি । উবাচ গন্ত্যাদিদেশ, লোমশেন প্রাক্ তীর্থানামবর্ণনাং ॥১৩॥
 বিধিবদिति । ধূতপাপু। তীর্থস্নানাদিনা ক্ষিপ্তপাপো ভবিষ্যদীতি শেষঃ ॥১৪॥

নরনাথ ! আপনার যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি কোনকপ ভালবাসা থাকে, তবে
 সত্ত্বর আমাদের প্রার্থনার অনুরূপ কার্য করুন ; তাহা হইলে মঙ্গলই লাভ
 করিবেন ॥১১॥

মহাবাহু ! তীর্থগুলি তপোবিঘ্নকারি-রাক্ষসগণকর্তৃক সর্বদাই ব্যাপ্ত
 রহিয়াছে ; সুতরাং আপনি সেই রাক্ষসগণ হইতে আমাদের রক্ষা
 করিবেন ॥১২॥

জ্ঞানী নারদ ও ধোম্য তীর্থসমূহের বিষয় বলিয়াছেন ; যে সকল তীর্থে গমন
 করিবার জন্ত পরে মহাতপা দেবর্ষি লোমশ আদেশ করিয়াছেন ॥১৩॥

নরনাথ ! আপনি লোমশকর্তৃক রক্ষিত হইয়া যথাবিধানে সেই সকল
 তীর্থে পর্যটন করুন ; তাহা হইলে আপনি আমাদের সহিত নিষ্পাপ হইতে
 পারিবেন ॥১৪॥

* অয়ং পাঠঃ বা ব কা নি নাস্তি ।

ততঃ স পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠো ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বশী ।
 দ্রৌপদা চানবদ্যাক্ষ্যা গমনায় মনো দধে ॥১৭॥
 অথ ব্যাসো মহাভাগস্তথা পৰ্ব্বতনারদৌ ।
 কাম্যকে পাণ্ডবং দ্রষ্টুং সমাজ্ঞাং মুনীষিণঃ ॥১৮॥
 তেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা পূজ্যাক্ষক্রে যথাবিধি ।
 সংকৃতান্তে মহাভাগা যুধিষ্ঠিরমথাক্রবন্ ॥১৯॥
 যুধিষ্ঠির ! যমো ! ভীম ! মনসা কুরুতাজ্জবন্ ।
 মনসা কৃতশোচা বৈ শুদ্ধাস্তীর্থানি যাস্থথ ॥২০॥
 শরীরনিয়মং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা মানুষ্যং ব্রতন্ ।
 মনোবিশুদ্ধাং বুদ্ধিঞ্চ দৈবমাহুর্ব্রতং ব্রিজাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । অশ্লশ্বিহ্নতো নয়নজলসিকগণ্ডঃ । বাঢ়ং যুগ্মবশমেবাস্থাভিঃ সহচরীকর্তব্য ইতি
 বাচম্ । সমহুজ্ঞাপ্য সম্যগহুজ্ঞাং কাব্যিত্বা ॥১৫—১৬॥

তত ইতি । বশী জিতেশ্লিয়ঃ । অনবদ্যাক্ষ্যা অনিন্দ্যাবয়বয়া ॥১৭॥

অথেতি । পৰ্ব্বতো নাম মুনিবিশেষঃ । মনোষিণো জ্ঞানিনস্তে ইয়ঃ ॥১৮॥

তেষামিতি । সংকৃতাঃ পূজয়া সম্মানিতাঃ, তে ব্যাসাদয়স্তয়ঃ ॥১৯॥

যুধীতি । হে যমো নকুলসহদেবো ! । আৰ্জ্জবং সারল্যং হিংস্যাচিন্তাদিত্যাগম্ ॥২০॥

শরীরেতি । শরীরস্ত নিয়মম্ অগম্যদেশাগমনাদিকম্, মাহুং ব্রতং প্রাহঃ । মনসা বিত্ত্বাং
 হিংস্যাচিন্তাদিত্যাগেন নিখলাং বুদ্ধিঞ্চ, দৈবং ব্রহ্মাহঃ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ গোরব করিলে, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ
 যুধিষ্ঠির ভীমপ্রভৃতি বীর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, লোমশ ও ধোম্যপুরোহিতের
 অনুমতি লইয়া, সেই সকল ঋষিকে বলিলেন—“অবশ্যই আপনাদিগকে সঙ্গে
 লইয়া যাইব” ॥১৫—১৬॥

তদনন্তর জিতেশ্লিয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও অনিন্দ্য, সুন্দরী দ্রৌপদীর সহিত মিলিত
 হইয়া তীর্থে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর মহাত্মা বেদব্যাস, পৰ্ব্বত ও নারদ—এই জ্ঞানী তিনজন মহর্ষি
 যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কাম্যকবনে আসিলেন ॥১৮॥

তখন রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিলেন । তৎপরে সেই
 মহাত্মারা পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিকে বলিলেন—॥১৯॥

“যুধিষ্ঠির ! ভীম ! নকুল ! সহদেব ! তোমরা আপন আপন মনকে নিখল
 কর ; মনুপবিত্র করিয়া শুদ্ধ হইয়া পরে তীর্থে যাইবে ॥২০॥

মনো হৃদয়ং শৌচায় পর্যাণ্ডং বৈ নরাধিপ ! ।
 মৈত্রীং বুদ্ধিং সমাস্থায় শুদ্ধান্তীর্থানি দ্রক্ষ্যথ ॥২২॥
 তে যুয়ং মানসৈঃ শুদ্ধাঃ শরীরনিয়মত্রৈতৈঃ ।
 দৈবং ত্রতং সমাস্থায় যথোক্তং ফলমাপ্যথ ॥২৩॥
 তে তথৈতি প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।
 কৃতশ্চন্ত্যয়নাঃ সর্বৈ মুনিভির্দিব্যমানুষৈঃ ॥২৪॥
 লোমশশ্রোতপসংগৃহ্য পাদৌ দ্বৈপায়নশ্চ চ ।
 নারদশ্চ চ রাজেন্দ্র ! দেবর্ষেঃ পর্বতশ্চ চ ॥২৫॥
 ধৌম্যেন সহিতা বীরাস্তথা তৈর্বনবাসিভিঃ ।
 মার্গশীর্ষামতীতায়ান্ পুশ্যেন প্রযযুস্ততঃ ॥২৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

মন ইতি । হিংস্রাচিন্তাদিভিরদুষ্টং মন এব শৌচায় পর্যাণ্ডং যথেষ্টং শক্তম্ ॥২২॥

ত ইতি । তে যুয়ম্, দৈবং ত্রতং পরানিষ্টচিন্তাত্যাগাদিকপম্, সমাস্থায় অবলম্ব্য, মানসৈ-
 র্দ্য়াদিভির্ভাবৈঃ, শরীরনিয়মত্রৈতৈর্নিরামিষৈকভক্তাদিরূপৈশ্চ, শুদ্ধাঃ সন্তঃ, যথোক্তং তীর্থকৃত্যানাং
 ফলম্, আপ্যথ লপ্যধে । এতেনাগ্রোধ্যামপায়মেব নিয়ম উক্তঃ ॥২৩॥

ত ইতি । দিব্যৌ স্বর্গৌ নারদপর্বতৌ মানুষাশ্চ ব্যাসাদয়স্তৈর্মুনিভিঃ, কৃতশ্চন্ত্যয়নাঃ
 কৃতযাত্রাকালীনমালিকোপাসনাঃ সন্তঃ । উপসংগৃহ্য প্রণমোত্তার্থঃ । মার্গশীর্ষ্যম্ অগ্রহায়ণ-
 পূর্ণিমায়ামতীতায়ান্ সত্যাম্, পুশ্যেন নক্ষত্রেণ । অর্থাৎ তৎপরবন্তিকৃষ্ণপক্ষতৃতীয়ায়াম্,
 পূর্ণিমায়ান্ যুগশিরসি তৎপরতৃতীয়ায়ামেব পুশ্য়নক্ষত্রসম্ভবাৎ, বৃধবারে তয়োর্যোগে তু ত্র্যম্বত-
 যোগলাভাৎ । যাত্রায়ান্ত পুশ্য়নক্ষত্রশ্চ প্রাপ্যন্ত্যাম্, “অস্থিনীমৈত্ররেবত্যৌ যুগমূলে পুনর্বহুঃ ।

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১ ৩॥ দুর্গাণি কণ্টকাত্মাক্ষত্ভাৎ, বিঘ্নাণি হিংস্রব্যাঘ্রাত্মত্ভাৎ ॥৪—১২॥
 অম্লকীর্ণানি ব্যাপ্তানি, নোহম্মান্ ॥১৩—১৪॥ আর্জবযুজুর্দ্বিঃ শ্রদ্ধামিত্যর্থঃ ॥১০—২৬॥

কারণ, ত্রাঙ্কণেরা বলিয়া থাকেন যে, শরীরসংযম মানুষত্রত ; আর মনঃসংযম
 দৈবত্রত ॥২১॥

কেন না, নির্দোষ মনই পবিত্রতা জন্মাইতে সমর্থ ; অতএব সর্বভূতে মৈত্রীবুদ্ধি
 অবলম্বন করিয়া পবিত্র হইয়া পরে তীর্থদর্শন করিবে ॥২২॥

হোমরা পরের অনিষ্টচিন্তাপ্রভৃতি দৈবত্রত অবলম্বন করিয়া, দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি
 মানসিকভাবে এবং নিরামিষ একাহারাদি শারীরিক নিয়মে বিশুদ্ধ হইয়া, তীর্থে
 গমন করিলেই তীর্থের যথোক্ত ফল লাভ করিতে পারিবে” ॥২৩॥

“তাহাই হইবে” এইরূপ পাণ্ডবেরা স্বীকার করিলে, তখন স্বর্গীয়মুনি নারদ-
 প্রভৃতি এক পৃথিবীর মুনি বেদবাসপ্রভৃতি তাঁহাদের জন্ত স্বস্ত্যয়ন করিলেন ।

কঠিনানি সমাদায় চীরাঙ্গিনজটাধরাঃ ।

অভেদৈঃ কবচৈর্যুক্তাস্ত্রীর্থান্ধচরংস্ততঃ ॥২৭॥

ইন্দ্রসেনাদিভির্ভূতৈঃ রথৈঃ পবিচতুর্দশৈঃ ।

মহানসব্যাপ্তৈশ্চ তথানৈঃ পরিচারকৈঃ ॥২৮॥

সায়ুধা বন্ধনিত্রিশাস্তৃণবন্তঃ সমার্গগাঃ ।

প্রায়ুধাঃ প্রযযুর্বারাঃ পাণ্ডবা জনমেজয় । ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপর্বনি

তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থগমনে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

ভাবতকৌমুদী

পুত্রা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা যাত্রায়াঙ্কোত্তমাঃ স্তৃতাঃ ॥’ ইতি জ্যোতির্বিচনাং । অত্রৈদমবধেয়ম্—দ্বাদশ বর্ষাণি বনবাসঃ, একং বর্ষঞ্চাত্তবাসঃ প্রতিজ্ঞাতঃ, তত্র চ বনবাসবর্ষাণাং পঞ্চবর্ষাতিক্রমঃ প্রাপ্তঃ, স্থিতানি সপ্ত বর্ষাণি অজ্ঞাতবাসস্ত চৈকং বর্ষম্, ততশ্চ বতিপয়মাণাং পবং যুদ্ধম্, ততোহপি চ যুদ্ধজয়াং পরং যুধিষ্ঠির্বান্ধবন্তঃ কল্যাণাবন্তশ্চ । এবঞ্চ যুধিষ্ঠির্বান্ধবন্তাং কল্যাণারজ্ঞাচ্চ পূর্ববর্ত্তিনি নবমে অন্ধে তীর্থযাত্রা আবক্কেতি ॥২৪ ২৬॥

কঠিনানীতি । কঠিনানি সূর্য্যদন্তস্থাল্যাদিস্থালীঃ, “কঠিনং নিষ্টবে স্থাল্যাং শর্কবায়াং গুডস্ত চ” ইতি বিশ্বঃ । এতেন ‘কঠিনানি যষ্টীঃ’ ইতি নীলকণ্ঠোক্তং হেয়ম্, প্রমাণাতাবাং বহুবচনং স্থাল্যস্তরগ্রহণার্থম্ । সমাদায় পাকসৌকর্য্যার্থং গৃহীত্বা । ততঃ কাম্যকবনাং, অশ্বচবন্ লোমশাদিভিঃ সহ প্রস্থিতবন্তঃ ॥২৭॥

ইন্দ্রেতি । চতুর্দশভ্যঃ পরি অবিকা ইতি পবিচতুর্দশান্তৈঃ । “সমাসান্তগতানাং বা”

ভাবতভাবদীপঃ

কঠিনানি যষ্টীঃ, কাঠীতি মহাবাহুগ্রসিদ্ধৈঃ । অত্র তু শিক্যানি কবণ্ডানি, বেতি ব্যাচখ্যুঃ ॥২৭॥ পরিচতুর্দশৈঃ পঞ্চদশভিঃ চতুর্দশভ্যঃ পবি উপবীতি ব্যাংপত্তেঃ । সংখ্যাযাব্যাসন্নৈতি সমাসঃ, বহুব্রীহৌ সংখ্যে ভজিতি ভ্, ॥২৮—২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

তৎপরে পাণ্ডবগণ জৌপদীব সহিত মিলিত হইয়া লোমশ, বেদব্যাস, নারদ ও পর্বতমুনিকে নমস্কার করিয়া, ধোম্যপুবোহিত ও সেই সকল বনবাসী ব্রাহ্মণের সহিত অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমা অতীত হইলে পুণ্যানক্ষত্রে কাম্যকবন হইতে যাত্রা করিলেন ॥২৪—২৬॥

তাঁহারা কৌপীন, কৃষ্ণাঙ্গিন ও জটা ধারণ করিয়া, সূর্য্যদন্ত স্থালীপ্রভৃতি লইয়া, অভেদ কবচে আবৃত হইয়া, কাম্যকবন হইতে তীর্থে রওনা হইয়াছিলেন ॥২৭॥

মহারাজ জনমেজয় ! ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্দশাধিক রথ, রন্ধন-

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন বৈ নিগুণমাত্মনং মন্যে দেবর্ষিসত্তম ! ।

তথাস্মি দুঃখসন্তপ্তো যথা নান্যো মহীপতিঃ ॥১॥

পর্য্যং নিগুণান্ মন্যে ন চ ধর্ম্মরতানপি ।

তে চ লোমশ ! লোকেহস্মিদ্ধ্যন্তে কেন হেতুনা ॥২॥

লোমশ উবাচ ।

নাত্র দুঃখং ত্বয়া রাজন্ ! কার্য্যং পার্থ ! কথঞ্চন ।

যদধর্ম্মেণ বর্দ্ধেয়ুবধর্ম্মরূচয়ো জনাঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ইত্যাদিনা অদস্তত্বম্ । মহানসবাপুঠৈঃ পাকস্থানাধিকৃষ্টৈঃ পুরুষৈঃ, অষ্টৈঃ পরিচারকৈশ্চ সহ ।

বন্ধনিস্রিংশাঃ কটিবন্ধরূপাণাঃ । সমার্গনাঃ সবানাঃ ॥২১—২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসমিস্রাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং ঐনপর্কণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

নেতি । নিগুণং ধর্ম্মশৌর্যাদিগুণহীনম্ । তথাপি তথা দুঃখসন্তপ্তঃ অস্মি, যথা অন্তো
মহীপতির্ম্ । অত্র গুণসত্ত্ব তৎকলহস্থাসত্ত্বম্, দোষাসত্ত্ব চ তৎকলহস্থাসত্ত্বমিত্যদ্বয়ব্যতিবেকোভয়-
ব্যভিচার এব প্রস্রবিষয় ইত্যাদিঃ । এবং পরত্রাপি ॥১॥

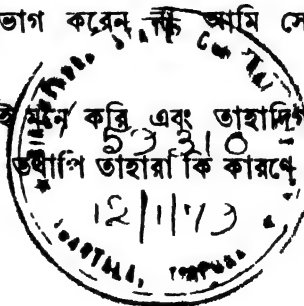
পরানিতি । পরান্ শত্রুনা দুর্ঘোষনাদীন্ । ঋধ্যন্তে বর্দ্ধন্তে ॥২॥

শালায় নিযুক্ত লোকসমূহ এবং অগ্ন্যাগ্ন পরিচারকদের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর
পাণ্ডবেরা কটীদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া, অগ্ন্যাগ্ন নানাবিধ অস্ত্র লইয়া, বাণপূর্ণ তুণ
ধারণ করিয়া, পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন” ॥২৮—২৯॥

—:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ লোমশ ! আমি নিজেকে নিগুণ মনে করি
না ; তথাপি অগ্ন রাজা যেরূপ দুঃখভোগ করেন, আমি সেইরূপ দুঃখভোগ
করিতেছি ! ॥১॥

আবার শত্রুগণকে নিগুণ বলিয়াই মনে করি, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মে নিরত
বলিয়াও ধারণা করিতে পারি না ; তথাপি তাহারা কি কারণে এই জগতে উন্নতি
লাভ করিতেছে !” ॥২॥



বর্দ্ধত্যধর্মেণ নরস্ততো ভদ্রানি পশ্যতি ।
 ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥৪॥
 ময়া হি দৃষ্টা দৈতেয়া দানবাশ্চ মহীপতে ! ।
 বর্দ্ধমানা হৃদ্ষ্মেণ ক্ষয়ঞ্চোপগতাঃ পুনঃ ॥৫॥
 পুবা দেবযুগে চৈব দৃষ্টং সর্বং ময়া বিভো ! ।
 আরোচয়ন্ সুরা ধর্ম্যং ধর্ম্যং ততাজিরেহসুরাঃ ॥৬॥
 তীর্থানি দেবা বিবশুর্নাবিশন্ ভারতাসুরাঃ ।
 তানধর্ম্যকৃতো দর্পঃ পূর্বমেব সমাবিশৎ ॥৭॥
 দর্পাশ্মানঃ সমভবশ্মানাং ক্রোধো ব্যজায়ত ।
 ক্রোধাদব্রীজতোহলজ্জা বৃন্তং তেমাং ততোহনশৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অধর্ম্যকচয়ঃ পাপপ্রবৃত্তয়ঃ ॥৩॥

বর্দ্ধতীতি । সপত্নান্ শক্নু । মূলং বংশস্থিতিহেতুঃ পুত্রাদিস্তৎসহিতঃ সমূলঃ । অত্র প্রাক্তন-
 কর্মবশাদবুদ্ধিঃ, ঐহিককর্মবশাচ্চ পং সমূলধ্বংস ইতি ভাবঃ ॥৪॥

উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাহ—মযেতি । হিশঙ্কোহবধাবণে, মযেবেত্যর্থঃ ॥৫॥

পুবেতি । দেবযুগে সত্যযুগে । অবোচয়ন্ প্রবৃত্ত্যা গ্রহীতুমৈচ্ছন্ ॥৬॥

তীর্থানীতি । অধর্ম্যকৃতঃ পাপসম্পাদিতঃ, অন্যান্তীর্থত্ৰয়কৃত্যস্ত নিত্যত্বাৎ তদকরণে
 প্রত্যবায়োদয়স্তাবশ্যস্তাবাদিতি ভাবঃ । দর্পঃ বয়ং শ্রেষ্ঠা ইতি গর্ভঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ন বা ইতি । নিগুণমুক্তমণ্ডিহীনম্ ॥১॥ পদান্ শক্নু ॥২-৩॥ সমূলঃ পুত্রপৌত্রাদিবংশ-
 বৃদ্ধিমূলং তৎসহিতঃ ॥৪-৬॥ বিবিভঃ স্বানার্থমিতি শেষঃ । অধর্ম্যস্তীর্থযাত্রা-
 হপ্রবেশজন্তুকর্তৃন্থ অধর্ম্যকৃতঃ । অধর্মেণ কৃত উৎপাদিতো বা দর্পো গর্ভঃ, ততো মানঃ

লোমশ বলিলেন—“পৃথানন্দন রাজা ! পাপপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরা যে পাপেই
 বুদ্ধি পায়, এ বিষয়ে তুমি কোনপ্রকার দুঃখ কবিও না ॥৩॥

কারণ, মানুষ প্রথমে পাপে বুদ্ধি পায়, তাহাব পর নানাবিধ মঙ্গল দেখিতে
 থাকে, তৎপরে শত্রু জয় করে, তদনন্তর সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪॥

রাজা ! আমিই দেখিয়াছি—দৈত্যেরা ও দানবেরা পাপে বুদ্ধি পাইয়া, আবাব
 ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে ॥৫॥

রাজা ! আমি সত্যযুগে সমস্তই দেখিয়াছিলাম—দেবতারা ইচ্ছাপূর্বক ধর্ম্য
 গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর অশুরেরা সেইভাবে সে ধর্ম্য ত্যাগ করিয়াছিল ॥৬॥

ভরতনন্দন ! দেবতারা সমস্ত তীর্থে বিচরণ করিয়াছিলেন ; আর অশুরেরা
 কোন তীর্থেই গিয়াছিল না : সেই পাপে প্রথমেই তাহাদের দর্প জন্মিয়াছিল ॥৭॥

তানলজ্জান্ গতহ্রীকান্ হীনবৃত্তান্ বৃথাব্রতান্ ।
 ক্ষমা লক্ষ্মীশ্চ ধর্মশ্চ নচিরাং প্রজহন্ততঃ ॥৯॥
 লক্ষ্মীস্তু দেবানগমদলক্ষ্মীরসুরান্ নৃপ ! ।
 তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দর্পোপহতচেতসঃ ॥১০॥
 দৈতেয়ান্ দানবাংশৈশ্চব কলিরপ্যাবিশন্ততঃ ।
 তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দানবান্ কলিনা হতান্ ॥১১॥
 দর্পাভিভূতান্ কৌন্তেয় ! ক্রিয়াহীনানচেতসঃ ।
 মানাভিভূতানচিরাদ্বিনাশঃ সমপগত ॥১২॥ (বিশেষকম্)
 নির্যশ্ক্ষাস্তথা দৈত্যাঃ কৃৎস্নশো বিলয়ং গতাঃ ।
 অধর্মরুচয়ো রাজমলক্ষ্ম্যা সমধিষ্ঠিতাঃ ॥১৩॥
 দেবাস্তু সাগরাংশৈশ্চব সরিতশ্চ সরাংসি চ ।
 অভ্যগচ্ছন্ ধর্মশীলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দর্পাদিতি । মান আত্মনি পূজ্যবুদ্ধিঃ । মানাং মানব্যাঘাতাং । অহ্রীঃ অকোমলতা ।
 অলজ্জা নিন্দ্যেহপি কণ্ডব্যবুদ্ধিঃ । বৃত্তং চরিত্রম্ ॥৮॥

তানিতি । গতহ্রীকান্ বিনষ্টকোমলভাবান্, হীনবৃত্তান্ তাক্ষচরিত্রান্ ॥৯॥

লক্ষ্মীরিতি । দর্পোপহতচেতসঃ গর্বেণ নাশিতকণ্ডব্যবুদ্ধীন্ । আবিশং অধিষ্ঠিতবান্ । হতান্
 হতসদবৃত্তীন্ । সমপগত সমাপ্রয়ং ॥১০—১২॥

নিরিতি । তথা তাদৃশৈরপকর্মভিঃ, নির্যশঃ নোকে নিন্দিতাঃ সন্তঃ ॥১৩॥

দর্প হইতে তাহাদের মান আসিয়াছিল, মান হইতে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, ক্রোধ
 হইতে উগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে নির্লজ্জতা দেখা দিয়াছিল এবং তাহা
 হইতেই চরিত্র নষ্ট হইয়াছিল ॥৮॥

তাহারা নির্লজ্জ, উগ্রস্বভাব, হীনচরিত্র ও নিষ্ফলনিয়ম হইয়া পড়িলে, তৎপরে
 অচিরকাল মধ্যে তাহাদিগকে ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন ॥৯॥

লক্ষ্মী দেবগণের পক্ষে গেলেন ; আর অলক্ষ্মী অসুরদিগের পক্ষ লইলেন । এই-
 ভাবে অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট এবং দর্পনষ্টবুদ্ধি সেই দৈত্যগণ ও দানবগণের ঘাড়ে আসিয়া
 কলি (শয়তান) অধিষ্ঠিত হইল । কুন্তীনন্দন ! তাহার পর অচিরকাল মধ্যেই সেই
 অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট, কলিকর্তৃক হতচরিত্র, দর্পাভিভূত, সংকার্য্যশূন্য, মানাক্রান্ত এবং
 অচেতনপ্রায় অসুরগণের বিনাশ উপস্থিত হইল ॥১০—১২॥

ক্রমে পাপপ্রবৃত্তি ও অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট অসুরেরা সেইভাবে জগতে নিন্দিত হইয়া
 সকলেই লয় পাইয়া গেল ॥১৩॥

তপোভিঃ ক্রতুভির্দানৈবানীৰ্বাদৈশ্চ পাণ্ডব ।।

প্রজ্ঞঃ সৰ্বপাপানি শ্রেয়শ্চ প্রতিপেদিরে ॥১৫॥

এবমাদানবস্ত্ৰশ্চ নিরাদানশ্চ সৰ্বশঃ ।

তীর্থান্গচ্ছন্ বিবৃধাস্তেনাপুভৃতিমুত্তমাম্ ॥১৬॥

তথা ভ্রমপি রাজেন্দ্র । স্নান্না তীর্থেষু সানুজঃ ।

পুনৰ্বেংস্তসি তাং লক্ষ্মীমেস পন্থাঃ সনাতনঃ ॥১৭॥

যথৈব হি নৃগো রাজা শিবিরৌশীনরো যথা ।

ভগীবথো বসুমনা গয়ঃ পূকঃ পুরুববাঃ ॥১৮॥

ভাবতকৌমুদী

দেবা ইতি । অত্র পুণ্যানীতি যথাসম্ভবনিষ্কৰ্ণবিপৰিণামেন সৰ্ব্বত্র যোজ্যাম্ ॥১৪॥

তপোভিঃ । তপোভিঃ ক্রতুচ্যাদ্যনাদিভিঃ । প্রতিপেদিরে নেতিবে ॥১৫॥

এবমিতি । আদানবস্ত্রো বৈধকশ্চগ্রহণবস্ত্ৰঃ, নিবাদানানি নিষিদ্ধকশ্চাগ্রহণকাৰিণঃ, সৰ্বশঃ সৰ্বশঃ । বিবৃধা দেবাঃ, আপুর্নেতিবে, ভূতৈর্নৈর্গম্যাম্ ॥১৬॥

তথেনিতি । বেংস্তসি লক্ষ্মীমেস । লাভাথস্তু বিদেঃ প্রয়োগোহনম্ ॥১৭॥

ভাবতভাবদীপঃ

পূজ্যোহস্মীতি বুদ্ধিঃ ॥১৭॥ ততঃ পূজায়া অনাচে প্রতিঘাতে বা ক্রোধঃ, ততঃ অহ্নীঃ অকার্ণে প্রবৃন্তিঃ, ততঃ অনজ্ঞা সজ্ঞা নিন্দাতাদোবাষ্টয়ঃ ওস্ত নাশঃ । ৮॥ নচিরাং শীঘ্রমেব ॥২—১৪॥

আদানবস্ত্র আৰ্জ্জ্বাদিনিয়মগ্রহণবস্ত্ৰঃ, নিবাদানানি অপ্রতিবন্ধকঃ, সৰ্বশঃ দেবাদিভিঃ ॥১৫—১৬॥ বেংস্তসি লক্ষ্মীমেস ॥১৭—২০॥

ইতি শ্রীমহাভাগ্যে বনপৰ্বণি নৈলবস্ত্রীয়ে ভাবতভাবদীপে ১ পুত্ৰিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮॥

কিন্তু ধর্মশীল দেবতাবা সমুদ্র, নদী, সর্বোবল ও পুণ্যক্ষেত্রসমূহে গমন করিলেন ॥১৪॥

এবং তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আশীষাদলাভ দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং উত্তম পুণ্য লাভ কবিলেন ॥১৫॥

এইভাবে সর্বপ্রকারে বৈধকশ্চের গ্রহণ এবং নিষিদ্ধ কশ্চের পরিত্যাগকারী দেবতার তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, তাহাতেই উত্তম ঐশ্বর্য লাভ কবিয়াছিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সেইরূপ তুমিও ভ্রাতাদের সহিত তীর্থে স্নান কবিয়া পুনরায় সেই সম্পদ লাভ করিবে । কারণ, ইহাই সনাতন পদ্ধতি ॥১৭॥

নরনাথ রাজশ্রেষ্ঠ ! নৃগ, উশীনরপুত্র শিবি, ভগীরথ, বসুমনা, গয়, পূক,

চরমাণাস্ত্রপো নিত্যং স্পর্শনাদন্তসশ্চ তে ।
 তীর্থাভিগমনাং পূতা দর্শনাচ্চ মহাত্মনাম্ ॥১৯॥
 অলভন্ত যশঃ পুণ্যং ধনানি চ বিশাংপতে ! ।
 তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র । লব্ধ্ব বিপুলং ত্রিয়ম্ ॥২০॥ (বিশেষকম্)
 যথা চেক্ষাকুবভবৎ সপুত্রধনবান্ধবঃ ।
 মুচুকুন্দোহথ মাস্কাতা মরুত্তশ্চ মহীপতিঃ ॥২১॥
 কীর্ত্তিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথা দেবাস্ত্রপোবলাং ।
 দেবর্ষযশ্চ কাংস্ন্যেন তথা ত্বমপি বেৎসুসি ॥২২॥
 ধার্ত্ত্যবাস্ত্রোস্ত্বধর্ম্মেণ মোহেন চ বশীকৃতাঃ ।
 নচিবাস্ত্রৈ বিনঙ্ক্যন্তি দৈত্যা ইব ন শংসয়ঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 তীর্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্থগমনে অষ্টমপুত্রতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভাবতকৌমুদী

যথেন্তি । ঐশীনব উশীনবপুত্রঃ শিবিঃ । অস্তসস্তীর্থজলস্ত্র । পুণ্যং যশঃ পুণ্যজ্ঞানং স্মৃতিম্ ।
 লব্ধ্বা ভবিষ্যসি, ত্বৎপ্রত্যয়াস্ত্বং কক্ষ্যি দ্বিতীয়েব ॥১৮—২০॥

যথেন্তি । তথা ত্বমপি সপুত্রধনবান্ধবো ভবিষ্যসীতি শেষঃ ॥২১॥

কীর্ত্তিমিতি । অবিন্দন্ত অনভন্ত । কাংস্ন্যেন সাকল্যেন । বেৎসুসি লক্ষ্যাসে ॥২২॥

ধার্ত্ত্যেন্তি । মোহেন অকর্তব্যো কর্তব্যবুদ্ধ্যা, বশীকৃতাঃ সমাবিষ্টাঃ ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভারতচাৰ্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীচরিতদাসসিদ্ধাস্বামীশতট্টাচার্য্যবিবচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং অষ্টমপুত্রতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

এবং পুত্ররবা—এই সকল রাজা যেমন সর্বদা তপস্তা করিতে থাকিয়া এবং তীর্থগমন,
 তীর্থজলস্পর্শ ও মহাত্মাদিগের দর্শন করিয়া, পবিত্র হইয়া, পুণ্যযশ ও ধনলাভ
 করিয়াছিলেন, তেমন তুমিও অতিবিপুল সম্পদ লাভ করিবে ॥১৮—২০॥

এবং ইক্ষ্বাকু, মুচুকুন্দ, মাস্কাতা ও মরুত্তরাজা যেমন পুত্র, ধন ও বন্ধুসম্পন্ন
 হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনই হইবে ॥২১॥

আর, দেবতাবা ও ঋষিরা যেমন তপস্তার বলে পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন,
 তুমিও তেমনই সমস্ত পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিবে ॥২২॥

কিন্তু পাপ ও মোহের বশীভূত ধৃতবাহুপুত্রগণ অচিরকালমধ্যেই অশ্রুগণের
 জায় বিনষ্ট হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৩॥

(২০)...‘লব্ধ্বা’...ইতি ক্রান্তঃ পাঠঃ—বা কা পি নি । (২১)...সপুত্রধনবান্ধবঃ—বা ব কা
 পি । * ‘...চতুর্নবতিতমঃ...’—বা ব কা পি, ‘...দ্বিনবতিতমঃ...’—নি ।

উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে তথা সহিতা বীরা বসন্তস্তত্র তত্র হ ।

ক্রমেণ পৃথিবীপাল ! নৈমিষারণ্যমাগতাঃ ॥১॥

ততস্তীর্থেষু পুণ্যেষু গোমত্যাঃ পাণ্ডবা নৃপ ! ।

কৃত্যভিষেকাঃ প্রদতুর্গাশ্চ বিভক্তা ভারত ! ॥২॥

তত্র দেবান্ পিতৃন্ বিপ্রাংস্তর্পয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।

কন্যাভীর্থেহতীর্থে চ গবাং ভীর্থে চ ভারত ! ॥৩॥

কালকোটি্যাং বিষপ্রস্তে গিরাবৃণ্ড চ পাণ্ডবাঃ ।

বাহুদায়াং মহীপাল ! চত্বঃ সর্বেহভিষেচনম্ ॥৪॥ যুগ্মকম্

প্রয়াগে দেবযজ্ঞেন দেবানাং পৃথিবীপতে ! ।

ঊষরাপ্লুত্যা গাত্রাণি তপশ্চাতম্বুরুভমম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । সহিতাঃ সন্নিহিতাঃ, বসন্তো নিশ্চিন্তাময় অবতীর্ণমানাঃ সন্তুঃ ॥১॥

তত ইতি । তীর্থেষু ঘটেষু, গোমত্যা নদ্যাঃ । কৃত্যভিষেকাঃ কৃতস্নানাঃ ॥২॥

তত্র ইতি । বিপ্রতপণং ধনদানেন । উগ্র বাসং কৃতা । বাহুদায়াং নদ্যাং ॥৩—৪॥

প্রয়াগ ইতি । দেবা ইজ্যন্তে অস্মিন্নিতি দেবযজ্ঞম্ । অংপ্লুত্যা মজ্জয়িত্বা ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! বীরা পাণ্ডবগণ এইভাবে সন্নিহিত থাকিয়া সেই সেই স্থানে বাস করিতে করিতে ক্রমশঃ নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

ভরতনন্দন রাজা ! তাহাব পব পাণ্ডবেরা গোমতীনদীর পবিত্র তীর্থগুলিতে স্নান করিয়া বহুতর গন্ধ ও ধন দান করিলেন ॥২॥

ভরতনন্দন রাজা ! পাণ্ডবেরা সেখানে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া এবং বার বার ধনদানে ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাভীর্থ, অশ্বভীর্থ, গোভীর্থ, কালকোটিভীর্থ ও বিষপ্রস্থপর্বতে বাস করিয়া বাহুদানদীতে সকলেই স্নান করিলেন ॥৩—৪॥

রাজা ! তৎপরে তাহারা দেবগণের যজ্ঞস্থান প্রয়াগে স্নান করিয়া বাস করিলেন এবং উত্তম গুপ্তা করিলেন ॥৫॥

(১)...পৃথিবীপালাঃ—পি । (৪)...গিরাবৃণ্ড চ কোরবাঃ—বা ব কা নি ।

বনঃ ১০৮ (৮)

গঙ্গায়মুনয়োশ্চাপি সঙ্গমে সত্যসঙ্গরাঃ ।
 বিপাপু্যানো মহাত্মানো বিপ্রভ্যঃ প্রদুর্ভবহু ॥৬॥
 তপস্বিজ্ঞানজুষ্টিঞ্চ ততো বেদীং প্রজ্ঞাপতেঃ ।
 জগ্মুঃ পাণ্ডুস্তা রাজন্ ! ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত ! ॥৭॥
 তত্র তে ন্যবসন্ বীরাস্তপশ্চাতশ্চরুভমম্ ।
 সন্তপয়ন্তঃ সততং বন্তেন হবিষা দ্বিজান্ ॥৮॥
 ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্ম্মশ্চেনাভিসংস্কৃতম্ ।
 রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্ব্যতে ! ॥৯॥
 নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী ।
 বানীরমালিনী রম্যা নদী পুলিনশোভিতা ॥১০॥
 পরিতর্শিতকূটঞ্চ পবিত্রং ধরণীধরম্ ।
 ধর্ম্মকর্ত্তং স্তপুণ্যঞ্চ তীর্থং পুণ্যসরোভমম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

গংগেতি । সত্যসঙ্গরাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞা, বিপাপু্যানঃ স্রোতস্বিনো নিষ্পাপাঃ । বহু ধনম্ ॥৬॥
 তপস্বীতি । তপস্বিজ্ঞানজুষ্টিঞ্চ মেবিতাম্, বেদীং নাম তীর্থম্ ॥৭॥
 তত্রোতি । হবিষা ফলমূলাদিনা বিজ্ঞানায়িকরূপেণ তত্ত্বস্যস্তাপি হবীরূপত্বম্ ॥৮॥
 তত্র ইতি । অভিসংস্কৃতং যজ্ঞাচ্যুতানেন পবিত্রাকৃতম্ । গয়েন তন্মাত্রা ॥৯॥
 নগ ইতি । নগঃ পর্বতঃ, গয়শিরো নাম । মহানদী নাম । বানীরো বেতসঃ ॥১০॥
 পরিত ইতি । পবিত্রঃ সন্ততঃ চিত্রা, নানাবিধাঃ কৃতা গৃহাণি যস্ত তৎ, “কূটঃ কোটে ঘটে
 গেহে” ইত্যাদি শিখাঃ । ধরণীধরং নাম । পুণ্যসরোভমমিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিবাক্যঃ ॥১১॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা পাণ্ডবেরা গঙ্গায়মুনাসঙ্গমে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া
 ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিলেন ॥৬॥

ভরতনন্দন রাজা ! তাহার পর পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া
 তপস্বিসেবিত ব্রহ্মবেদীতে গমন করিলেন ॥৭॥

সেখানে সেই বীর পাণ্ডবগণ বহু ফল-মূলপ্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতে
 থাকিয়া বাস ও উত্তম তপস্বী করিলেন ॥৮॥

অসাধারণপ্রতাপসম্পন্ন রাজা ! তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মচারী রাজর্ষি গয়
 যজ্ঞ করিয়া যাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই পর্বতে পাণ্ডবেরা গমন
 করিলেন ॥৯॥

যেখানে ‘গয়শির’-নামে পর্বত এবং বেতসযুক্তা, পুলিনশোভিতা ও
 স্বভাবমনোহরা ‘মহানদী’-নামে নদী আছে ॥১০॥

অগস্ত্যো ভগবান্ যত্র গতো বৈবস্বতং প্রতি ।
 উবাস চ স্বয়ং যত্র ধৰ্ম্মরাজঃ সনাতনঃ ॥১২॥
 সৰ্ব্বাসাং সরিতাঐশ্বৰ্য সমুদ্ভেদো বিশাংপতে ! ।
 তত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধ্বক্ ॥১৩॥
 তত্র তে পাণ্ডবা বীরশ্চাতুৰ্মাস্ত্রৈশ্চুদ্ভেদজিহ্বে ।
 ঋষিযজ্ঞেন মহতা যত্রাক্ষয়বটো মহান্ ॥১৪॥
 অক্ষয়ে দেবযজ্ঞেন অক্ষয়ং যত্র বৈ ফলম্ ।
 তে তু তত্রোপবাসাংস্তু চত্বুর্নিশ্চিতমানসঃ ॥১৫॥
 ব্রাহ্মণাস্তত্র শতশঃ সমাজগ্ম্যস্ত্রপোধনাঃ ।
 চাতুৰ্মাস্ত্রেনাযজন্তু আৰ্শেণ বিধিনা তদা ॥১৬॥
 তত্র বিজ্ঞাতপোবৃদ্ধা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
 কথাং প্রচক্রিরে পুণ্যাং সদসিস্থা মহাত্মনাম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

অগস্ত্য ইতি । বৈবস্বতং যমম্ । ধৰ্ম্মরাজো যমঃ ॥১২॥
 সৰ্ব্বাসামিতি । সমুদ্ভেদঃ প্রভাবণাবির্ভাবঃ স্বস্বস্থানফলজনবতের্থঃ ॥১৩॥
 তত্রৈতি । চাতুৰ্মাস্ত্রৈতঃ, মহতা ঋষিযজ্ঞেন চ ঈজিহ্বে দেবান্ পুজিতবন্তঃ ॥১৪॥
 অক্ষয় ইতি । দেবা ইজ্যন্তে যস্মিন্ তত্র, অক্ষয়ে অক্ষয়বটসন্নিধানে ॥১৫॥
 ব্রাহ্মণা ইতি । চাতুৰ্মাস্ত্রেন চতুৰ্মাসব্যাপিনা, আৰ্শেণ ঋষিবিহিতেন ॥১৬॥

এবং অতিশয় পুণ্যজনক, ঋষিসৌভাগ্য ও পবিত্র ‘ধবলীধর’-নামে একটা উত্তম সরোবর আছে ; তাহার সকল দিকে নানাবিধ গৃহ রহিয়াছে ॥১:॥

যেখানে সনাতন স্বয়ং ধৰ্ম্মরাজ বাস করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার নিকটে ভগবান্ অগস্ত্যমুনি গিয়াছিলেন ॥১২॥

নরনাথ ! সেখানে সমস্ত নদীরই (প্রভাব প্রকাশদ্বারা) অধিষ্ঠান আছে এবং পিনাকধারী মহাদেব সৰ্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন ॥১৩॥

সেই তীর্থে যেখানে অক্ষয়বট রহিয়াছে, তাহার নিকটে বীর পাণ্ডবগণ চাতুৰ্মাস্ত্রভ্রত ও বৃহৎ ঋষিযজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিলেন ॥১৪॥

এবং দেবগণের যজ্ঞস্থান যে অক্ষয়বটের নিকটে কৰ্ম্মমাত্রেই অক্ষয় ফল হয়, সেইখানে তাঁহারা স্থিরচিত্ত হইয়া উপবাস করিলেন ॥১৫॥

তখন সেখানে শত শত তপস্বী ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন এবং তাঁহারা ঋষিবিহিত বিধানে চতুৰ্মাসব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥১৬॥

এবং তখন বিজ্ঞাবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা আসিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদের সভায় থাকিয়া পুণ্য উপাখ্যান সকল বলিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তত্র বিদ্বাত্রতস্নাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ ।

শমঠোহকথয়দ্রাজ্ঞামূর্তরয়সং গয়ম্ ॥১৮॥

শমঠ উবাচ ।

অমূর্তরয়সঃ পুত্রো গয়ো রাজর্ষিসত্তমঃ ।

পুণ্যানি তস্মৈ কৰ্ম্মানি তানি মে শৃণু ভারত ! ॥১৯॥

যস্মৈ যজ্ঞো বভূবেহ বহুম্নো বহুদক্ষিণঃ ।

যত্রান্নপৰ্ব্বতা রাজন্ ! শতশোহথ সহস্রশঃ ॥২০॥

ঘৃতকুলাশ্চ দধ্মশ্চ নদ্যো বহুশতাস্থতা ।

ব্যঞ্জনানাং প্রবাহাশ্চ মহাহাণাং সহস্রশঃ ॥২১॥

অহ্ন্যহনি চাপ্যেতদ্ যাচতাং সম্প্রদীয়তে ।

অন্যে চ ব্রাহ্মণা রাজন্ ! ভূঞ্জতেহমং স্তসংস্কৃতম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । কথামাখ্যানম্ । সদসিষ্টা ইতি “বা তু বনেচবাধৌ” ইতি সপ্তমা অনুক ॥১৭॥

তত্রৈতি । বিদ্বাত্রতাভ্যাং স্নাতঃ শোধিতচিত্তদেহঃ । আমূর্তবয়সম্ অমূর্তরয়সঃ পুত্রম্ ॥১৮॥

অমূর্তৈতি । অমূর্তবয়া নাম কশ্চিদ্রাজা তস্মৈ । গয়ো নাম ॥১৯॥

যস্মৈতি । বহুনি অন্নানি যত্র সঃ, বহুবো দক্ষিণা যত্র স চ ॥২০॥

ঘৃতেতি । ঘৃতকুলাঃ ক্ষুদ্রাঃ ক্রত্বিমাঃ সৰ্বিতঃ । মহাহাণাং মহামূল্যানাম্ ॥২১॥

অহ্ন্যন্যেতি । এতদঘৃতাদিকম্ । সম্প্রদীয়তে ভূজ্যতে ইত্যভয়াপ্যি স্তসংস্কৃতম্ ॥২২॥

রাজা ! তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বা ও অনুশীলনে পুরম পবিত্র এবং কৌমার-ব্রতাবলম্বী ‘শমঠ’-নামে এক ব্রাহ্মণ অমূর্তরয়াব পুত্র গয়েব উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন ॥১৮॥

শমঠ বলিলেন—“অপূর্তবয়ার পুত্র গয় রাজর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; ভরতনন্দন ! আপনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুণ্যকৰ্ম্মগুলি আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥১৯॥

রাজা ! এইখানেই যাহার যজ্ঞ হইয়াছিল এবং সেই যজ্ঞে প্রচুর অন্ন ও দক্ষিণা বিতরণ করা হইয়াছিল ; আর সেই যজ্ঞে শত শত ও সহস্র সহস্র অন্নপৰ্ব্বত হইয়াছিল ॥২০॥

এবং বহু শত ঘৃতের হৃদ, দধির নদী ও সহস্র সহস্র মহামূল্য ব্যঞ্জনের প্রবাহ হইয়াছিল ॥২১॥

রাজা ! যে কেহ আসিয়া প্রার্থনা করিলেই তাহাকে এই সকল বস্তু দেওয়া হইত ; তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ও অন্যান্য লোকেরা প্রত্যহই সুপক অন্ন ভোজন করিতেন ॥২২॥

তত্রৈব দক্ষিণাকালে ব্রহ্মবোধো দিবং গতঃ ।
 ন চ প্রজায়তে কিঞ্চিদব্রহ্মশব্দেন ভারত ! ॥২৩॥
 পুণ্যেন চরতা রাজন্ ! ভূর্দিশঃ খং নভস্তথা ।
 আপূর্ণমাসীচ্ছব্দেন তদপ্যাসীন্মহাদ্ভুতম্ ॥২৪॥
 তত্র স্ম গাথা গায়ন্তি মনুষ্যা ভরতবৰ্ভ ! ।
 অন্নপানৈঃ শুভৈস্তৃপ্তা দেশে দেশে স্তবর্চসঃ ॥২৫॥
 গয়ন্ত যজ্ঞে কে স্মগ্ প্রাণিনো ভোক্তৃমীপসবঃ ।
 তত্র ভোজনশিষ্টস্য পর্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥২৬॥
 ন তৎ পূর্বে জনাশ্চকুৰ্ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
 গয়ো যদকরোদযজ্ঞে বাজ্রবিষমিতত্ব্যতিঃ ॥২৭॥
 কথং নু দেবা হবিষা গয়েন পবিতোষিতাঃ ।
 পুনঃ শস্যন্ত্যুপাদাতুমৈয়ৈর্দত্তানি কানিচিৎ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । ব্রহ্মবোধো বেদধ্বনিঃ, “বেদস্তবং তপো ব্রহ্ম” ইত্যম্বঃ ॥২৩॥
 পুণ্যেনেতি । খং স্বর্গঃ, নভ আকাশম্ । শব্দেন জয়ধ্বনিয়া ॥২৪॥
 তত্রৈতি । স্তবর্চসঃ অতিভজসো গয়ন্ত শুভৈরন্নপানৈস্তৃপ্তা মনুষ্যাঃ ॥২৫॥
 গয়ন্তেতি । ঈপসব ইচ্ছবঃ সন্তি, তে আগচ্ছন্তি শেযঃ ॥২৬॥
 নেতি । পূর্বে পূর্ববর্তিনঃ, অপরে পরবর্তিনঃ । অমিতত্ব্যতিঃ তুল্যপ্রতাপঃ ॥২৭॥
 কথমিতি । হবিষা ঘৃতাদিলা । দত্তানি হবিষি ॥২৮॥

ভরতনন্দন ! সেই যজ্ঞেই দক্ষিণাদানের সময়ে বেদধ্বনি উঠিয়া আকাশে
 গিয়াছিল ; সুতরাং সেই বেদধ্বনিতে অণু কিছুই শুনা যায় নাই ॥২৩॥

রাজা ! পবিত্র জয়ধ্বনি উঠিয়া ভূলোক, স্বর্গলোক, আকাশ ও দিক্ সকল
 পরিপূর্ণ করিয়াছিল ; তাহাও অত্যন্ত অদ্ভুতই হইয়াছিল ॥২৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাতেজা গয়রাজার সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট অন্ন-পানে পরিতৃপ্ত
 হইয়া মানুষেরা দেশে দেশে এই সকল গাথা গাহিয়াছিল— ॥২৫॥

‘গয়রাজার যজ্ঞে কোন্ কোন্ প্রাণী ভোজন করিতে ইচ্ছা কর, (তাহারা
 আইস) ; এখনও সেখানে ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের পঁচিশটা পাহাড় রহিয়াছে ॥২৬॥

পূর্ববর্তী লোকেরা তাহা করিতে পারেন নাই, পরবর্তী লোকেরাও করিতে
 পারিবেন না, যাহা অমিতপ্রতাপ রাজর্ষি গয় করিলেন ॥২৭॥

হবিষারা গয়কর্তৃক পরিতর্পিত দেবতার অন্নপ্রদত্ত কিঞ্চিন্মাত্র হবিও কি
 করিয়া আবার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন ॥২৮॥

সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ ।

যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যোয়াঃ স্ম কেনচিৎ ।

তথা গণয়িতুং শক্যা গয়যজ্ঞে ন দক্ষিণাঃ ॥২৯॥

এবংবিধাঃ স্তব্ধবস্তস্ত যজ্ঞা মহীপতেঃ ।

বভূবুস্ত সরসঃ সমীপে কুরুনন্দন । ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং গয়যজ্ঞকথনে উনানীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভাবতকৌমুদী

সিকতা ইতি। সিকতা বাসুকাঃ। কেনচিদপি গণয়িতুং ন শক্যাঃ। ষটপাদোহয়ং
শ্লোকঃ ॥২৯॥

এবমিতি। তস্ত গয়স্ত। অস্ত প্রাগ্‌বনিতস্ত ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভানুচাৰ্য্য মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীহবিদাসমিষ্টাঙ্কবাগীশভট্টচাৰ্য্যবিবচিতা—

মহাভাবতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়ং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং উনানীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

ভাবতভাবদীপঃ

তে তথেষতি ॥১—২॥ বানীবমানিনী বেষ্পপঙক্তিস্থকা ॥১০—২২॥ ব্রহ্মশবন বেদধ্বনিনা
॥২৩—২৮॥ সিকতা দিবদ্যজ্ঞে দক্ষিণান গণয়িতুং শক্যা ইত্যদয়ঃ ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈশকপ্তয়ে ভাবতভাবদীপে উনানীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:—

ভূতলের বালি, আকাশের নক্ষত্র এবং মেঘের বৃষ্টিধারা যেমন সংখ্যা কবিতে
পাৰা যায় না, তেমন গয়যজ্ঞের দক্ষিণাও কেহ সংখ্যা কবিতে পাবে
নাই' ॥২৯॥

কুরুনন্দন! এই সরোবরের নিকটে গয়রাজ্য এইরূপ বহুতর যজ্ঞ
হইয়াছিল" ॥৩০॥

—:—

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংপ্রস্থিতো বাজা কোন্ত্যেযো ভূবদক্ষিণঃ ।

অগস্ত্যাশ্রমমাসাগু তুর্জ্জয়ায়াগুবাস ত ॥১॥

তত্রৈব লোমশং বাজা পপ্রচ্ছ বদতাং ববঃ ।

অগস্ত্যেনেহ বাতাপিঃ কিমর্থনুপশামিতঃ ॥২॥

আসৌবা কিংপ্রভাবশ্চ স দৈত্যো মানবান্তুকঃ ।

কিমর্থশ্চোদিতো মন্যুবগস্ত্যশ্চ মহান্ননঃ ॥৩॥

লোমশ উবাচ ।

উল্লো নাম দৈত্যেয আসৌঃ কৌবনন্দন ।

মণিমতাং পুত্রি পুত্রী বা ত পিতৃশ্চ চানুজঃ ॥৪॥

স ব্রাহ্মণঃ তপোযুক্তনুবাচ দিতিনন্দনঃ ।

পুত্রং মে ভগবানেকমিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥৫॥

ভাবতকৌমুদী

তত ইতি । তুর্জ্জয়ায়াং পার্বত্যাশ্রমাদিত্যাদিত্যাদিত্য ভাবঃ । নাম তু তস্য মণিমতীতি ॥১॥

তত্রৈতি । উপশামিতো বিনাশিতঃ । অমন্ত্যেহপি দৌর্য্ভবঃ ধমু ॥২॥

আসৌদিতি । কঃ কীদৃশঃ প্রভাবো যন্ত স কিংপ্রভাবঃ । মন্যুঃ ঐশ্বর্যঃ ॥৩॥

ইবল ইতি । মণিমত্যাং তদখ্যাযাম্ । বাতাপিনাম ॥৪॥

স ইতি । স ইবলঃ । প্রযচ্ছতু, আশ্রয়পোষণাদিত্য ভাবঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর বাজা যুধিষ্ঠির তত্রতা ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুব দক্ষিণা দিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে যাইয়া, তুর্জ্জয় মণিমতী-পুত্রীতে অবস্থান করিলেন ॥১॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সে স্থানে থাকিয়াই লোমশেব নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—
“মহর্ষি অগস্ত্য কি কারণে এখানে বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন ? ॥২॥

মাহুৰহস্তা সেই দৈত্যের প্রভাবই বা কি প্রকার ছিল ? মহাত্মা অগস্ত্যেরই বা কি জন্তু ক্রোধ জন্মিয়াছিল ?” ॥৩॥

লোমশ বলিলেন—“কৌবনন্দন ! পূর্বকালে এই মণিমতীপুত্রীতে ‘ইবল’-নামে এক দৈত্য ছিল ; বাতাপি ছিল—তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥৪॥

তস্মৈ স ব্রাহ্মণো নাদাৎ পুত্রং বাসবসম্মিতম্ ।
 চুক্ৰোধ সোহস্ররন্তস্য ব্রাহ্মণস্য ততো ভৃশম্ ॥৬॥
 ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র । ইত্থলো ব্রহ্মহাহস্রঃ ।
 মন্যমান্ ভ্রাতরং ছাগং মায়াবী হকবোত্ততঃ ॥৭॥
 মেঘরূপী চ বাতাপিঃ কামরূপ্যভবৎ ক্ষণাৎ ।
 সংস্কৃত্য চ ভোজয়তি ততো বিপ্রং জিঘাংসতি ॥৮॥
 স চাস্রয়তি যং বাচা গতং বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।
 স পুনর্দেহমাশ্বায় জীবন্ সংপ্রত্যদৃশ্যত ॥৯॥
 ততো বাতাপিমগ্নরং ছাগং কৃদ্ধা হুসংস্কৃতম্ ।
 তং ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা পুনবেব সমাস্রয়ৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি । বাসবসম্মিতমিচ্ছত্বান্যম্ । তস্ত ব্রাহ্মণস্ত উপরি ॥৬॥

তত ইতি । ব্রহ্মহা ব্রহ্ময়ঃ সন্, তদব্রাহ্মণং প্রতি ক্রোধেন ব্রাহ্মণজাত্যামেব কোধাৎ ॥৭॥

মেবেতি । কামরূপী বাতাপিচ, ক্ষণাদেব, মেঘরূপী চকাবাচ্ছাগরূপী চাভবৎ । ভোক্তুরিচ্ছয়া তাদৃশো রূপবিকল্প ইতি ভাবঃ । ততশ্চেষলঃ সংস্কৃত্য ছাগরূপিং বাতাপিং ছিবা পক্বা চ বিপ্রং ভোজয়তি স্ম, ততোহপি চ তং জিঘাংসতি হস্তমিচ্ছতি স্ম ॥৮॥

কেন ভাবেন জিঘাংসতীত্যাকাজ্জনিয়াসমুখেন ইত্থলপ্রভাবমাহ স ইতি । স ইত্থলশ্চ, বৈবস্বত ক্ষয়ং যমালয়ং গতং যং জনং বাচা আশ্রয়তি স্ম, স জনঃ পুনর্দেহম্, আশ্বায় গৃহা জীবন্ উপস্থিতঃ সংপ্রত্যদৃশ্যত নোঠৈঃ । অনিষ্টচরীয়াঃ স্বয়ং মায়াপ্রভাবঃ ॥৯॥

তত ইতি । ছাগং ছাগীভূতম্ । হুসংস্কৃতং কৃদ্ধা ছিন্নং পক্বঞ্চ বিধায় ॥১০॥

একদা সেই ইত্থল এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলিল—“ভগবন্! আপনি আমাকে ইচ্ছতুল্য একটা পুত্র দান করুন” ॥৬॥

কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ইত্থলকে ইচ্ছতুল্য পুত্র দান করিলেন না, তাহাতেই ইত্থল সেই ব্রাহ্মণের উপবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥৬॥

এবং তদবধিই মায়াবী ইত্থল ব্রাহ্মণদের উপর ক্রুদ্ধ ও ব্রাহ্মণহন্তা হইয়া (মায়াপ্রভাবে) ভ্রাতা বাতাপিকে ছাগল করিতে লাগিল ॥৭॥

কামরূপী বাতাপিও তৎক্ষণাৎ ভোক্তার ইচ্ছানুসারে কখনও ছাগরূপী এবং কখনও মেঘরূপী হইত; তাহার পর ইত্থল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইত । এইভাবে সে, ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিত ॥৮॥

ইত্থল যে কোন মৃত ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা আহ্বান করিত; সেই ব্যক্তিই আবার দেহধারণপূর্বক জীবিত হইয়া আসিত; ইহা দেখা যাইত ॥৯॥

তামিহ্নলেন মহতা স্বরেণ বাচমীরিতাম্ ।

শ্রুত্বাতিমায়ো বলবান্ ক্ষিপ্ৰং ব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥১১॥

তস্য পার্শ্বং বিনির্ভিগ্ন ব্রাহ্মণস্ত মহাস্বরঃ ।

বাতাপিঃ প্রহসন্ রাজন্ ! নিশ্চক্রাম বিশাংপতে ! ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

এবং স ব্রাহ্মণান্ রাজন্ ! ভোজয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।

হিংসয়ামাস দৈতেয় ইহ্নলো দুষ্টিচেতনঃ ॥১৩॥

অগস্ত্যশ্চাপি ভগবানেতস্মিন্ কাল এব তু ।

পিতৃন্ দদর্শ গৰ্ভে বৈ লম্বমানানধোমুখান্ ॥১৪॥

সোহপৃচ্ছল্লম্বমানাংস্তান্ ভবন্তু ইহ কিংপরাঃ ।

সন্তানহেতোরিতি তে প্রত্যাচূৰ্ব্রক্ষবাদিনঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তাস্মিন্ । বাচম্ ‘আগচ্ছ’ ইত্যাহ্বানবাক্যম্ । ব্রাহ্মণস্ত কণ্টকঃ শত্রুর্বাতিপিঃ ॥১১—১২॥

এবমিতি । দুষ্টিচেতনো দুৰ্বুদ্ধিঃ, অসঙ্কল্পিতপরাধজনহত্যাশ্রয়াদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

অগস্ত্য ইতি । পিতৃন্ আত্মন এবোক্তপুত্রবান্ । জরংকাক্ষবৃক্ষাস্তসমানোহয়ম্ ॥১৪॥

স ইতি । কিংপরাঃ লম্বমানাঃ সন্তঃ কিংকার্যব্যাপৃতাঃ । সন্তানহেতোঃ সন্তানবিচ্ছেদসম্ভবাৎ লম্বামহ ইতি শেষঃ, তে অগস্ত্যপিতরঃ ॥১৫॥

ভাবতভাবদীপঃ

তন্ ইতি । দুৰ্জ্জয়াং বাতাপিপুষ্ঠ্যাং স্নানমতীসংজ্ঞায়াম ॥১—৫॥ নাদাৎ ন দন্তবান্ ॥৬—৭॥ কামরূপী যথাকামং ক্রপানি কর্তুং সমর্থঃ, সংস্কৃত্য পুত্র ॥৮॥ স চ ইহ্ললশ্চ ॥৯—১৪॥ সোহপৃচ্ছদ্বিতি । তান্ ভবং লম্বমানেন রূপেণ তেষামুদ্ভবম্ অপৃচ্ছৎ । পৃচ্ছতির্দ্বিক্রমা, কথমং যুগ্মং লম্বমিত্যপৃচ্ছদ্বিত্যর্থঃ । তে ঋষয়ঃ কম্পিতা ইব সন্তস্তে তব সন্তানহেতোবগ-

সুতরাং বাতাপি ছাগল হইলে, ইহ্লল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া, ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পুনবায় আহ্বান করিত ॥১০॥

এবং অত্যন্ত মায়াবী, বলবান্ ও ব্রাহ্মণকণ্টক মহাস্বর বাতাপিও ইহ্ললের সেই উচ্চস্বরের আহ্বান শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করিয়া, হাসিতে হাসিতে নির্গত হইয়া আসিত ॥১১—১২॥

রাজা ! এইভাবে সেই দুষ্টবুদ্ধি ইহ্লল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিতে থাকিল ॥১৩॥

এই সময়েই ভগবান্ অগস্ত্যমুনি একটা গৰ্ভের ভিতবে আপন পিতৃপুত্রগণকে অধোমুখে ঝুলিতে দেখিলেন ॥১৪॥

তখন অগস্ত্য তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা কিজন্ত এই বন-১০০ (৮)

তে তস্মৈ কথয়ামান্ন্বয়ং তে পিতরঃ স্বকাঃ ।
 গৰ্ভমেতমনুপ্রাপ্তা লম্বামঃ প্রসবার্থিনঃ ॥১৬॥
 যদি নো জনয়েথাশ্বমগন্ত্যাপত্যমুত্তমম্ ।
 স্মামোহস্মামিরয়ান্মোক্ক্ষস্ত্বঞ্চ পুত্রাপ্নুয়া গতিম্ ॥১৭॥
 স তানুবাচ তেজস্বী সত্যধৰ্ম্মপরায়ণঃ ।
 করিষ্যে পিতরঃ ! কামং ব্যোতু বো মানসো জ্বরঃ ॥১৮॥
 ততঃ প্রসবসন্তানং চিন্তয়ন্ ভগবানৃষিঃ ।
 আতুনঃ প্রসবস্তার্থে নাপশ্যৎ সদৃশীং দ্রিয়ম্ ॥১৯॥
 স তস্মা তস্মা সত্বস্য তত্তদঙ্গমনুত্তমম্ ।
 সংগৃহ্য তৎসমৈরঙ্গৈর্নির্ম্মমে দ্রিয়মুত্তমাম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । স্বকাঃ স্বকীয়াঃ । প্রসবার্থিনঃ সন্তানার্থিনঃ ॥১৬॥
 যদীতি । হে পুত্র অগন্ত্য । যদি স্বঃ নঃ অশ্বাকম্, উত্তমমপত্যং পুংসন্তানং জনয়েথাঃ, তদা
 নঃ অশ্বাকম্, অশ্বান্নিবয়ান্নবকাং মোক্ষঃ জ্ঞাৎ, ত্বঞ্চ গতিমাপ্নুয়াঃ ॥১৭॥
 স ইতি । হে পিতরঃ ! কামং যুশ্বাকমভিলাষম্, ব্যোতু যাতু, জ্বরঃ সন্তাপঃ ॥১৮॥
 তত ইতি । প্রসবসন্তানম্ অপত্যধাবাম্ । প্রসবস্য পুত্রস্ত ॥১৯॥
 স ইতি । সোহগন্ত্যঃ, তস্মা তস্মা সত্বস্য লম্বাহবিণ্যাদিপ্রাণিনঃ, অলঙ্কৃতমং সর্কোত্তমম্,

ভারতভাবদীপঃ

অশ্বাকং ভব ইতি প্রত্যাচুরিতি সন্দেহঃ ॥১৫॥ এতস্মৈব বিবরণং তে তস্মা ইতি ॥১৬—১৭॥
 বো যুশ্বাকম্, কামম্ কৈপিভং করিষ্যে ॥১৮॥ প্রসবসন্তানং সন্ততেববিচ্ছেদম্ ॥১৯॥ তস্মা তস্মা
 গর্ভের ভিতরে বুলিতেছেন ?” তাহাতে সেই বেদবাদী পিতৃগণ প্রত্যুত্তর করিলেন—
 “বংশলোপের সম্ভব হওয়ায় আমরা বুলিতেছি” ॥১৫॥

তা’র পর আবার তাঁহারা অগন্ত্যকে বলিলেন—“আমরা তোমার নিজের
 পিতৃপুরুষ ; আমরা পুত্রার্থী হইয়া এই গর্ভে পড়িয়া বুলিতেছি ॥১৬॥

অতএব পুত্র অগন্ত্য ! যদি তুমি আমাদের উত্তম বংশধর উৎপাদন করিতে
 পার, তবে আমাদেরও এইনরক হইতে মুক্তি হয়, তুমিও উত্তম গতি লাভ করিতে
 পার” ॥১৭॥

তখন তেজস্বী ও সত্যধৰ্ম্মপরায়ণ অগন্ত্য তাঁহাদিগকে বলিলেন—“পিতৃগণ ।
 আমি আপনাদের অভিলাষ পূরণ করিব, আপনাদের মনের ছুঃখ দূর হউক” ॥১৮॥

তাঁহার পর অগন্ত্য ধারাবাহিক বংশরক্ষার বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের পুত্রের
 নিমিত্ত যোগ্য স্ত্রী দেখিতে পাইলেন না ॥১৯॥

(১৫)....ভবন্ত ইব কল্পিতাঃ—বা ব কা

স তাং বিদৰ্ভরাজস্ত পুত্রার্থং তপ্যতন্তপঃ ।
 নিশ্চিন্তামাত্মনোহর্থায় মুনিঃ প্রাদান্মহাতপাঃ ॥২১॥
 সা তত্র যজ্ঞে স্তভগা বিদ্বাংসৌদামিনী যথা ।
 বিভ্রাজমানা বপুষা ব্যবৰ্দ্ধত শুভাননা ॥২২॥
 জাতমাত্রাণাং তাং দৃষ্ট্বা বৈদৰ্ভঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 প্রহর্ষণেণ দ্বিজাতিভ্যো ন্যবেদয়ত ভারত ! ॥২৩॥
 অভ্যনন্দন্তু তাং সৰ্বৈ ব্রাহ্মণা বহুধাধিপ ! ।
 লোপামুদ্রেতি তস্মাশ্চ চক্রিরে নাম তে দ্বিজাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তন্তদঙ্গং মুখনয়নাভবয়বম্, সংগৃহ্য মনসা আনীয় বিভাব্যোত্যর্থঃ, তৎসমৈরদৈঃ উত্তমাং স্ত্রিয়ং নিশ্চিন্তে
 সঙ্কল্পমাত্মনোহর্থৈব স্তভবান্ সত্যসঙ্কল্পহাং ॥২০॥

স ইতি । স মহাতপা মুনিঃ, আত্মনোহর্থায় নিশ্চিন্তাং সঙ্কল্পিতাম্, তাং স্ত্রিয়ম্, পুত্রার্থং
 সন্তানার্থং তপস্তপ্যতো বিদৰ্ভরাজস্ত প্রাদাৎ সঙ্কল্পেনৈব দত্তবান্ ॥২১॥

সেতি । বিদ্বাতি সঙ্ক্যাগং সৌদামিনী তডিং বিদ্বাংসৌদামিনী । সঙ্ক্যাকালে তড়িতো
 বিশেষদ্ব্যতিছোতনার্থং বিদ্বাংপদম্ । “বিদ্বাত্তডিতি সঙ্ক্যায়াম্” ইতি বিধিঃ ॥২২॥

জাতেতি । বৈদৰ্ভো বিদৰ্ভদেশস্ত শাস্তা, দ্বিজাতিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সিংহমৃগাদেঃ অঙ্গং কটিদৃষ্ট্যাদি, সৰ্ব্বগুণবত্ত্বেন ত্যর্থঃ ॥২০—২১॥ জজ্ঞে জাত, সৌদামিনীতি
 বিশেষম্, বিদ্বাদিতি বিশেষণং—দ্ব্যতিবিশেষোপপাদনার্থম্, “কুর্ধ্যাৎ হবস্তাপি পিনাকপাণেধৈষ্য-
 চ্যুতিং কে মম ধ্বিনোহন্তে” ইত্যাদৌ পিনাকপাণিপদ- উজ্জ্বিতচাপবস্ত্রোতনার্থমুপকীর্ণং
 সন্নবিশেষস্তসম্পর্কণায়ামমিতি হবস্তোতি পৃথক্ প্রত্যজ্ঞং তদ্বিহাপি ধোয়ম্ ॥২২—২৩॥ মূলাণাং

তখন অগস্ত্য সেই সেই প্রাণীর সেই সেই সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ মনে মনে চিন্তা
 করিয়া তাহার তুল্য তুল্য অঙ্গদ্বারা (মনে মনে) একটা উৎকৃষ্ট স্ত্রী নির্মাণ
 করিলেন ॥২০॥

সেই সময়ে বিদৰ্ভদেশের রাজা সন্তানেব জন্ম তপস্থা করিতেছিলেন ; তাই
 মহাতপা অগস্ত্যমুনি নিজের জন্ম সঙ্কল্পিত সেই স্ত্রীটী তাঁহাকে দান করিলেন ॥২১॥

সঙ্ক্যাকালে বিদ্বাতের স্ত্রায় সেই সুন্দরী ও সুলক্ষণমুখী আসিয়া বিদৰ্ভরাজ-
 মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল এবং শরীরদ্বারা দীপ্তি পাইতে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে
 লাগিল ॥২২॥

জন্মিবামাত্র সেই কণ্ঠাটিকে দেখিয়া বিদৰ্ভরাজ অত্যন্ত আনন্দবশতঃ সে সংবাদ
 ব্রাহ্মণপ্রভৃতির নিকট জানাইলেন ॥২৩॥

(২৪) অভ্যনন্দন্তু তাং সৰ্বৈ—বা ব কা পি ।

ববুধে সা মহারাজ ! বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ।
 অম্পিবোৎপলিনী শীত্ৰমগ্নৈরিব শিখা শুভা ॥২৫॥
 তাং যৌবনস্বাং রাজেন্দ্র ! শতং কন্যাঃ স্থলকৃত্যঃ ।
 দাস্যঃ শতঞ্চ কল্যাণীমুপতনুর্বশানুগাঃ ॥২৬॥
 সা স্ম দাসীশতবৃত্তা মধ্যৈ কন্যাশতস্য চ ।
 আস্তে তেজস্বিনী কন্যা রোহিণীব দিবিপ্রভা ॥২৭॥
 যৌবনস্বামপি চ তাং শীলাচারসমম্মিতাম্ ।
 ন বত্রে পুরুষঃ কশ্চিদ্ভয়াত্তস্য মহাত্মনঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । অভ্যনন্দন্ত প্রাশংসন্ত । লোপো নিবৃতিঃ আমুদ্রাণাং চন্দ্রাদিগতাহ্লাদকত্বাদি-
 চিহ্নানাং যন্তাঃ সকাশাং সা । নামদ্বাধ্যায়িকরণবহুব্রীহিঃ ॥২৪॥

ববুধ ইতি । শুভা সা শীত্ৰং ববুধ ইতি সম্বন্ধঃ । অম্পু জলে ॥২৫॥

তামিতি । বশানুগাঃ সত্যঃ, উপতনুঃ শিষ্যবিরে ॥২৬॥

সেতি । দিবি প্রভাতীতি দিবিপ্রভা, “প্রায়েণ সপ্তম্যাঃ কৃতি” ইত্যলুক ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ভক্তমৃগাদিজাতিগতানামসাধারণানাং চিহ্নানাং কমনীয়চক্ষুঃস্ফূটাদীনাং লোপ ইব লোপস্তিরঙ্কারো যয়া
 সা লোপামুদ্রা । আহিতান্যাদিবৎ পূর্বনিপাতঃ, অন্তেষ্মপি দৃশ্যত ইতি দৌর্ঘ্যঃ, প্রকারান্তরেণ যোগে
 তু বেদে পদপাঠলোপ আমুদ্রেত্যবগ্রহঃ স্তাৎ, স চ ন দৃশ্যতেহত উক্তবিধৈব ব্যুৎপত্তিযুক্তা
 ॥২৪—২৫॥ বশানুগাঃ ইচ্ছানুরূপাঃ ॥২৬—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮০॥

রাজা ! ব্রাহ্মণেরা সকলেই তাহার প্রশংসা করিলেন এবং সেই দ্বিজাতির সেই
 কন্যাটির নাম করিলেন—‘লোপামুদ্রা’ ॥২৪॥

মহারাজ ! স্থলরূপা কন্যাটি উত্তম রূপ ধারণ করিয়া জলে পদ্মিনীর স্থায় এবং
 (কাষ্ঠে) অগ্নিশিখার স্থায় সম্বর সম্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২৫॥

রাজজ্যেষ্ঠ ! সেই কন্যাটি যৌবনে পদার্পণ করিলে, (রাজনিযুক্ত) নানা অলঙ্কারে
 অলঙ্কৃত একশত কন্যা এবং একশত দাসী বশে থাকিয়া তাহার সেবা করিতে
 লাগিল ॥২৬॥

বহুতর দাসী ও বহুতর কন্যার মধ্যবর্তিনী সেই তেজস্বিনী কন্যাটি, আকাশে বহু
 নক্ষত্রের মধ্যবর্তী রোহিণীনক্ষত্রের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২৭॥ •

লোপামুদ্রা যৌবনে পদার্পণ করিলে এবং সুশীলা ও সদাচারসম্পন্না হইলেও
 রাজার ভয়ে কোন পুরুষই তাহাকে প্রার্থনা করিল না ॥২৮॥

স। তু সত্যবতী কন্যা রূপেণাপ্সরসোহপ্যতি ।

তোষয়ামাস পিতরং শীলেন স্বজনং তথা ॥২৯॥

বৈদৰ্ভীশ্চ তথা যুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষ্য বৈ পিতা ।

মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দণ্ডয়ামিমাং সূতাম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাধ্যানে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥ *

—:~:—

একশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

যদা ত্বমন্যতাগস্ত্যো গার্হস্থ্যে তাং ক্ষমামিতি ।

তদাভিগম্য প্রোবাচ বৈদৰ্ভং পৃথিবীপতিম্ ॥১॥

রাজন্ ! নিবেশে বুদ্ধির্মে বর্ততে পুত্রকারণাৎ ।

বরয়ে ত্বাং মহীপাল ! লোপামুদ্রাং প্রয়চ্ছ মে ॥২॥

ভাবতকৌমুদী

যৌবনেতি । ন বত্রে ন প্রার্থয়ামাস । তস্ত বিদৰ্ভবাজস্ত ॥২৮॥

সেতি । সত্যবতী বাচ্য ব্যবহারেণ চেতি ভাবঃ । অতি অতিক্রান্তা ॥২৯॥

বৈদৰ্ভীমিতি । বৈদৰ্ভীং লোপামুদ্রাম্, তথা গুণৈশূক্ৰাম্ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসঃ ণ্ডাকান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

ভাবতকৌমুদীসমখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

—:~:—

যদেতি । তাং লোপামুদ্রাম্, গার্হস্থ্যে গৃহস্থধৰ্ম্মাচরণে, ক্ষমাং যোগ্যাম্ ॥১॥

অপ্সরা অপেক্ষাও অধিক রূপবতী এবং সত্যপরায়ণা সেই কন্যাটি আপন স্বভাবদ্বারা পিতাকে ও আত্মীয়গণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল ॥২৯॥

বিদৰ্ভরাজ লোপামুদ্রাকে সেইরূপ গুণবতী ও যুবতী দেখিয়া, কাহার হস্তে তাহাকে দান করিবেন—এই চিন্তা করিতে লাগিলেন” ॥৩০॥

—:~:—

লোমশ কহিলেন—“অগস্ত্য যখন লোপামুদ্রাকে গৃহস্থধৰ্ম্মাচরণে যোগ্যা বলিয়া মনে করিলেন, তখন যাইয়া বিদৰ্ভরাজকে বলিলেন—” ॥১॥

এবমুক্তঃ স মুনিনা মহীপালো বিচেতনঃ ।
 প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুর্কৈব নৈচ্ছত ॥৩॥
 ততঃ স ভার্য্যামভ্যেত্য প্রোবাচ পৃথিবীপতিঃ ।
 মহর্ষির্বার্য্যবানেষ ক্রুদ্ধঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ ॥৪॥
 তৎ কিমিচ্ছসি কল্যাণি ! তত্ত্বং ক্রহি শুভাননে ! ।
 তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞী নোবাচ কিঞ্চন ॥৫॥
 তং তথা হুঃখিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পৃথিবীপতিম্ ।
 লোপামুদ্রাভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥৬॥
 ন মৎকৃতে মহীপাল ! পীড়ামভ্যেতুমর্হসি ।
 প্রয়চ্ছ মামগস্ত্যায় ত্রাহাণ্মানং ময়া পিতঃ । ॥৭॥

ভাবতকৌমুদী

রাজম্রিতি । নিবেশে বিবাহে, “নিবেশঃ পুংসি বিহাসে শিবিরোদ্ধাহযোরপি” ইতি মেদিনী ।
 পুত্রকারণাৎ ন তু ভোগমাত্রেচ্ছাত ইতি ভাবঃ । বরয়ে প্রার্থয়ে ॥২॥
 এবমিতি । প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ শাপভয়াৎ, প্রদাতুর্কৈব নৈচ্ছত বৃদ্ধতদর্শনাৎ ॥৩॥
 তত ইতি । বীৰ্য্যবান্ তপঃপ্রভাববান্ । অতএব দহেৎ দগ্ধং শক্রুয়াৎ ॥৪॥
 তদ্বিত্তি । কিঞ্চন নোবাচ, বক্তব্যনির্ণয়ানর্হত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৫॥
 তমিতি । কালে তাদৃশে যোগ্যসমযে এব ॥৬॥
 নেতি । মৎকৃতে মগ্নিমিতম্ । অভ্যেতুং প্রাপ্তুম্ । ময়া করণেন ॥৭॥

“রাজা ! পুত্রোব জন্তু বর্তমান সময়ে আমার বিবাহেব ইচ্ছা হইয়াছে ; অতএব ভূপাল ! আমি আপনাকে প্রার্থনা কবিতেছি—আপনি লোপামুদ্রাকে আমার হস্তে প্রদান করুন” ॥২॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে, রাজা হতবুদ্ধি হইয়া প্রত্যাখ্যান কবিতেও পারিলেন না এবং দান করিতেও ইচ্ছা করিলেন না ॥৩॥

তৎপরে রাজা মহিষীর নিকট যাইয়া বলিলেন—“এই মহর্ষি অত্যন্ত তপঃ-প্রভাবসম্পন্ন ; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নিদ্বারা দগ্ধ কবিতেও পারেন ॥৪॥

অতএব কল্যাণি ! তুমি কি ইচ্ছা কর ? শুভাননে ! তাহা তুমি বল ।” কিন্তু রাণী রাজ্যব সেই কথা শুনিয়া কোন কথাই বলিলেন না ॥৫॥

তখন মহিষীর সহিত রাজ্যকে সেইরূপ হুঃখিত দেখিয়া লোপামুদ্রা আসিয়া উপযুক্ত সময়েই এই কথা বলিল—॥৬॥

“রাজা ! আপনি আমার জন্ত হুঃখ করিবেন না, আমাকে ভৃগুস্ত্যায় হস্তে সমর্পণ করুন ; পিতা ! -আমাদ্বারা নিজেই রক্ষা করুন” ॥৭॥

দুহিতুর্বচনাদ্রাজা সোহগস্ত্যায় মহান্ননে ।
 লোপামুদ্রাং ততঃ প্রাদাৎস্বিপূর্ণং বিশাংপতে ! ॥৮॥
 প্রাপ্য ভার্য্যামগস্ত্যস্ত লোপামুদ্রামভাষত ।
 মহার্হাণ্যুৎসৃজৈতানি বাসাংস্তাভরণানি চ ॥৯॥
 ততঃ সা দর্শনীয়ানি মহার্হাণি তনুনি চ ।
 সগুৎসসর্জ্জ রম্ভোরুর্বসনায়ায়তেক্ষণা ॥১০॥
 ততঃচৌরাণি জগ্রাহ বন্ধলান্যজিনানি চ ।
 সমানব্রতচর্য্যা চ বভূবায়তলোচনা ॥১১॥
 গঙ্গাদ্বারমথাগম্য ভগবানৃষিসত্তমঃ ।
 উগ্রমার্তিষ্ঠত তপঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া ॥১২॥
 সা প্রীতা বহুমানাচ্চ পতিং পর্য্যচরত্তদা ।
 অগস্ত্যশ্চ পবাং প্রীতিং ভাস্যায়ামাচবৎ প্রভুঃ ॥১৩॥

ভাবতকৌমুদী

দুহিতুর্বিতি । প্রাদাৎ, বয়স্কায় লোপামুদ্রায়া এব সম্মতিদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥
 প্রাপ্যেতি । উৎসৃজ্য ত্যাক, অপস্থিভায়াগা ঐদৃশপশিচ্ছদস্ত্যুক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥৯॥
 তত ইতি । দর্শনীয়ানি স্তম্ভং বি, মহার্হাণি মহামূল্যানি, তনুনি সূক্ষ্মাণি ॥১০॥
 তত ইতি । চৌরাণি দৌপীনানি । সমানব্রতচর্যা, ভবুঃ স্তন্যানিষমচাদিণী ॥১১॥
 গঙ্গোতি । উগ্রং ভয়ঙ্করম্, মার্তিষ্ঠং অসহনম্ ॥১২॥

নরনাথ ! তাহার পব রজা বয়স্ক কন্যার বচন অনুসারে মহাত্মা অগস্ত্যের হস্তে
 তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিলেন ॥৮॥

তদনন্তর অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভাষা লাভ কাব্যে বলিলেন—“তুমি এই সকল
 মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিত্যাগ কর” ॥৯॥

তৎপরে রম্ভোরু ও আয়তনয়না লোপামুদ্রা সূদৃশ, মহামূল্য ও সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল
 পরিত্যাগ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর তিনি কৌপীন, বন্ধল ও মৃগচক্ষু ধারণ করিলেন এবং ভর্তার সমান-
 ব্রতচারিণী হইলেন ॥১১॥

তদনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে আসিয়া অমুকূলা পত্নীর সহিত মিলিত
 হইয়া ভয়ঙ্কর তপশ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১২॥

তখন লোপামুদ্রা সন্তুষ্ট থাকিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত পতির পরিচর্যা করিতে
 লাগিলেন ; প্রভাবশালী অগস্ত্যও ভাষ্যার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা জানাইতে
 থাকিলেন ॥১৩॥

ততো বহুতিথে কালে লোপামুদ্রাং বিশাংপতে ! ।
 তপসা দ্যোতিতাং স্নাতাং দদর্শ ভগবানৃষিঃ ॥১৪॥
 স তস্মাঃ পরিচায়েণ শৌচেন চ দমেন চ ।
 শ্রিয়া রূপেণ চ প্রীতো মৈথুনাযাজুহাব তাম্ ॥১৫॥
 ততঃ সা প্রাঞ্জলিভূত্বা লজ্জমানেন ভাবিনী ।
 তদা সপ্রণয়ং বাক্যং ভগবন্তমথাত্ৰবীৎ ॥১৬॥
 অসংশয়ং প্রজাহেতোর্ভার্য্যাং পতিববিন্দত ।
 যা তু ত্বয়ি মম প্রীতিস্তামৃষে ! কর্তুমর্হসি ॥১৭॥
 যথা পিতৃগৃহে বিপ্র ! প্রাসাদে শয়নং মম ।
 তথাবিধে ত্বং শয়নে মামুপৈতুমিহাৰ্হসি ॥১৮॥
 ইচ্ছামি ত্বাং অগ্নিনঞ্চ ভূমগৈশ্চ বিভূষিতন্ ।
 উপসৰ্ত্তুং যথাকামং দিব্যাভরণভূষিতা ॥১৯॥

ভাবতকৌমুদী

সেতি । বহমানাদত্যাদরাৎ । পবাং পরমাম্, প্রীতিং প্রণয়ম্ ॥১৩॥
 তত ইতি । স্নাতাং প্রথমরজোদর্শনানন্তরং কৃতস্নানাম্ ॥১৪॥
 স ইতি । দমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ । শ্রিয়া লাবণ্যেন, রূপেণ সৌন্দর্য্যেণ ॥১৫॥
 তত ইতি । ভাবিনী অমুরাগবতী । ভগবন্তম্ অগস্ত্যম্ ॥১৬॥
 অসংশয়মিতি । প্রজাহেতোঃ পুত্রার্থম্ । ভার্য্যাং মাম্, পতিভবান্ । যা যৎকারণা ॥১৭॥
 যথেতি । শয়নং মহার্হা শয্যা । উপৈতুম্ অগস্ত্যম্ ॥১৮॥
 ইচ্ছামিতি । অগ্নিনং মাল্যবন্তম্ । ইচ্ছামি, স্ত্রীণাং পরিচ্ছদস্ত লোভনীয়ত্বাৎ ॥১৯॥

নরনাথ ! তাহার পর অনেক দিন অতীত হইলে একদা ভগবান্ অগস্ত্য
 তপস্তাপ্রভাবে উজ্জ্বলাঙ্গী লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দর্শন করিলেন ॥১৪॥

লোপামুদ্রার পরিচর্যা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়দমন, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের গুণে প্রীত
 হইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে মৈথুনের জন্ত আহ্বান করিলেন ॥১৫॥

তখন অমুরাগিণী লোপামুদ্রা কৃতাজলি হইয়া, যেন লজ্জাব ভাব দেখাইয়া,
 প্রণয়ের সহিত অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন— ॥১৬॥

“ঋষি ! নিশ্চয়ই আপনি আমাকে পুত্রের জন্তই ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ;
 অতএব যাহাতে আপনার বিষয়ে আমার প্রীতি জন্মে, আপনি তাহা করুন ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ ! আমার পিতৃগৃহে অট্টালিকার ভিতরে আমার যেমন শয্যা ছিল,
 তেমন শয্যাতেই আপনি আমার সহিত সঙ্গম করুন ॥১৮॥

অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীরকাষায়বাসিনী ।

নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্ষে ! ভূষণোহয়ং কথঞ্চন ॥২০॥

অগস্ত্য উবাচ ।

ন তে ধনানি বিগৃহ্তে লোপামুদ্রে ! তথা মম ।

যথাবিধানি কল্যাণি ! পিতৃশ্রুত্ব স্তমধ্যমে ! ॥২১॥

লোপামুদ্রোবাচ ।

ঈশোহসি তপসা সর্ব্বং সমাহর্তুং তপোধন ! ।

ক্ষণেন জীবলোকে যদ্বস্ত্ব কিঞ্চন বিগৃহ্তে ॥২২॥

অগস্ত্য উবাচ ।

এবমেতদ্ব্যথা তং তপোব্যয়করন্তু তং ।

যথা তু মে ন নশ্যেত তপস্তয়াং প্রচোদয় ॥২৩॥

ভাবতকৌমুদী

অন্যথেতি । অয়ং চীবাতিভূষণঃ পবিচ্ছদঃ, কথঞ্চনাপি অপবিত্রো নৈব কার্য্যঃ ॥২০॥

নেতি । উত্তমপরিচ্ছদসংগ্রহে ধনাবশ্যকতয়া তদভাবে কথং তৎসংগ্রহ ইত্যশয়ঃ ॥২১॥

ঈশ ইতি । ঈশঃ সমর্থঃ । সমাহর্তুং সমানেতুন্ম । বহু ধনম্ ॥২২॥

এবমিতি । আত্মব্রবীষি । তপসো ব্যয়করং ক্ষয়জনকম্ । তন্ত্বিন্ বিষয়ে ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

যদেতি ॥১॥ নিবেশে বিবাহে ॥২—১৩॥ স্নাতাং স্বতাবিত্তি শেষঃ ॥১৪॥ পরিচারেণ সেবয়া ॥১৫—১৮॥ ভূষণোহয়ং চীরকাষায়াং দিস্তপস্বিনাম, 'ঘোহয়ং সামগ্রীকলাপো ভোগ-

অর, আপনি মালাধাবণপূর্ব্বক নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইন, আমিও দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হই, তাহার পবই আমি অভিনাষ অনুসারে আপনার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি ॥১২॥

না হইলে, আমি গৈরিক কোপীন ধারণ করিয়া আপনার নিকট যাইব না । কারণ, ব্রহ্মর্ষি ! এই পরিচ্ছদকে কোন প্রকারেই অপবিত্র করা উচিত নহে" ॥২০॥

অগস্ত্য বলিলেন—“কল্যাণি ! স্তমধ্যমে ! লোপামুদ্রে ! তোমার পিতার যেমন ধন আছে, তেমন ধন ত তোমারও নাই, আমারও নাই” ॥২১॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“তপোধন ! এই জীবলোকে যে কিছু ধন আছে, আপনি তপোবলে ক্ষণকাল মধ্যে সে সমস্তই ত আনয়ন করিতে সমর্থ হন” ॥২২॥

অগস্ত্য বলিলেন—“তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য ; কিন্তু তাহা তপস্তার ক্ষয় জন্মায় ; অতএব যাহাতে তপস্তার ক্ষয় না হয়, সেই বিষয়ে আমাকে প্রণোদিত কর” ॥২৩॥

লোপামুদ্রোবাচ ।

অল্লাবশিষ্টঃ কালোহয়মুতোর্মম তপোধন ! ।

ন চান্যথাহমিচ্ছামি ত্বামুপৈতুং কথঞ্চন ॥২৪॥

ন চাপি ধর্মমিচ্ছামি বিলোপ্তুং তে কথঞ্চন ।

এবন্ত মে যথাকামং সম্পাদয়িতুমর্হসি ॥২৫॥

অগস্ত্য উবাচ ।

যদেষ কামঃ স্তভগে ! তব বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিতঃ ।

হর্তুং গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ! চব কামমিহ স্থিতা ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি

তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানেন একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

অন্তেতি । ঋতোঃ দোড়শদিনায়কশ্চ ঋতুকালশ্চ, দোড়শতুর্নিশাঃ স্ত্রীণাং তাস্থ যুগ্মাশ্চ সংবিশেৎ” ইতি মহাবচনাৎ । অন্তথা পূর্বোক্তাদন্তকপেণ ॥২৪॥

নেতি । ধর্মং বিলোপ্তুং ধনজননেন তপঃক্ষয়ং কর্ত্বুম্ । কামোহভিলাষঃ ॥২৫॥

যদীতি । হর্ত্বং ধনমাহর্ত্বুম্ । প্রার্থনয়া ধনাববগে ন তপঃক্ষয় ইতি ভাবঃ । কামম্ অভীষ্টং গৃহস্থকর্ম্যম্, চর কুরু, ইহ আশ্রম এব ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্কণি তীর্থযাত্রায়াম্ একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ.

সম্পর্কেণাপবিত্রো নৈব ভবত্বিতি শেষঃ ॥২০—২৩॥ ঋতোঃ কালঃ দোড়শদিনানি তেষ্মল্লো-
হবশিষ্টঃ ॥২৪—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“তপোধন ! আমার এই ঋতুকাল অল্পমাত্র অবশিষ্ট
রহিয়াছে ; অথচ আমি অন্য কোন প্রকারেই আপনার সহিত সম্মিলিত
হইতে ইচ্ছা করি না ॥২৪॥

আবার কোন প্রকারেই আপনার ধর্মলোপও করিতে ইচ্ছা করি না ; অথচ
আমার অভীষ্ট সম্পাদনও আপনার করিতে হইবে” ॥২৫॥

অগস্ত্য বলিলেন—“সুন্দরি ! তোমার বুদ্ধি যদি এই কামনাই স্থির করিয়া
থাকে, তবে আমি ধন আহরণ করিবার জন্য চলিলাম ; তুমি এইখানে
থাকিয়াই অভীষ্ট গৃহকর্ম্য করিতে থাক” ॥২৬॥

দ্বাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

লোমশ উবাচ ।

ততো জগাম কৌরব্য ! সোহগস্ত্যো ভিক্ষিতুং বহু ।

ঋতর্কীণং মহীপালং যং বেদাভ্যধিকং নৃপৈঃ ॥১॥

স বিদিত্বা তু নৃপতিঃ কুন্ত্র্যোনিন্মুপাগতম্ ।

বিষয়ান্তে সহামাত্যঃ প্রত্যগৃহ্মাং স্তসংকৃতম্ ॥২॥

অশ্মৈ চার্য্যং যথান্যায়মানীয় পৃথিবৌপতিঃ ।

প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা পপ্রচ্ছাগমনেহর্থিতাম্ ॥৩॥

অগস্ত্য উবাচ ।

বিতার্ণিনম্নুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পৃথিবৌপতে ! ।

যথাশক্ত্যবিহিংস্রাত্মান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ মে ॥৪॥

ভবতকৌমুদী

তত ইতি । হে কৌরব্য ! ততঃ সোহগস্ত্যঃ, বহু ধনম্, ভিক্ষিতুং যাচিতুম্, ঋতর্কীণং নাম মহীপালং জগাম, যং ঋতর্কীণম্, নৃপৈঃ বৈজ্ঞান্যবেভ্যঃ, অভ্যধিকম্ অধিকধনম্, বেদ বেত্তি স্ম । ঋতা বিখ্যাতা অবন্তঃ অথা যস্তা স ঋতর্কী, পৃষোদবাদিহাদকাবলোপঃ ॥১॥

স ইতি । কুন্ত্র্যোনিন্মুপাগতম্ । বিষয়ান্তে স্বরাজ্যপ্রাপ্তে, স্তসংকৃতমত্যাদৃতম্ ॥২॥

অশ্মা ইতি । আগমনে অধিতাং প্রযোজনবস্তং প্রযোজন্যত্যাগঃ, পপ্রচ্ছ ॥৩॥

বিত্তেতি । বিতার্ণিনং ধনার্ণিনম্ । অন্তান্ অবিহিংস্র অপীড়য়িত্বা অন্তেষাং পীড়া যথান শাস্ত্রযথার্থঃ, সংবিভজ্যত ইতি সংবিভাগো যাচকেভ্যো বিভক্তোহর্থস্তম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“কুকনন্দন । তাহাব পর অগস্ত্য ধন প্রার্থনা কবিবার জন্য ঋতর্কীরাজ্যের নিকট গেলেন, যাহাকে তিনি অন্তান্ত রাজ্য হইতে অধিক ধনী বলিয়া জানিতেন ॥১॥

অগস্ত্যমুনি আপন রাজ্যসীমান্সর আসিয়াছেন জানিয়া ঋতর্কীরাজ্য মন্ত্রীদেব সহিত যাইয়া বিশেষ আদর করিয়া অগস্ত্যকে আনয়ন করিলেন ॥২॥

এবং তিনি অগস্ত্যকে যথানিয়মে অর্ঘ্যদান করিয়া, কৃতাজলি ও অবনত হইয়া, তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—“রাজ্য । আপনি অবগত হউন যে, আমি ধনাৰ্থী হইয়া

(৩)...প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা—বা ব ক নি ।

লোমশ উবাচ ।

তত আয়ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তস্মৈ রাজা ন্যবেদয়ৎ ।

অতো বিদ্বন্মুপাদৎস্ব যদত্র বহু মনুসে ॥৫॥

তত আয়ব্যয়ৌ দৃষ্টৌ সমৌ সমমতির্বিজ্ঞঃ ।

সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥৬॥

স ঋতর্কবাণমাদায় ব্রহ্মধ্বমগমন্ততঃ ।

স চ তৌ বিষয়স্থাস্তে প্রত্যগৃহ্নাদযথাবিধি ॥৭॥

তয়োৱর্ধ্যাক্ষ পাণ্ডক ব্রহ্মধ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ ।

অনুজ্ঞাপ্য চ পপ্রচ্ছ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পূর্ণৌ পৰ্য্যাপ্তৌ । উপাদৎস্ব গৃহাণ, বহু উদ্ভূতং ধনম্ ॥৫॥

তত ইতি । সমমতিঃ সৰ্ব্বপ্রাণিষু সমানবুদ্ধিঃ । উপাদানাদান্যনা ধনগ্রহণাৎ ॥৬॥

স ইতি । ঋতর্কবাণ আদানন্তু প্রার্থনাগৌৱবজ্ঞাপনেন ধনগ্রহণাবশ্তস্তাবার্থম্ । পরত্রাপোবম ।
ব্রহ্ম জয়মূলমশো যন্ত তং ব্রহ্মধ্বং নাম নৃপম্ । পূৰ্ব্ববদকারলোপঃ ॥৭॥

তয়োৱিতি । অনুজ্ঞাপ্য স্বভবনগমনানুমতিং কারয়িত্বা উপক্রমে আগমনে ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । যং বেদ বেত্তি ॥১॥ বিষয়াস্তে দেশসীমাশ্চে ॥২॥ আগমনে নিমিত্তভূতা-
মৰ্থিতাঃ কিমিচ্ছন্নাগতোহসীতি পপ্রচ্ছৈত্যর্থঃ ॥৩-৫॥ উপাদানাৎ ধনগ্রহণাৎ ॥৬-৭॥ উপ-
আসিয়াছি ; সুতরাং অস্ত্রের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অনুসারে
আমাকে ধন দান করুন” ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“তৎপরে রাজা তাঁহাকে বলিলেন যে, আমার আয় ও ব্যয়
সমান ; অতএব এখানে ধন উদ্ভূত হয় বলিয়া যদি মনে করেন, তবে গ্রহণ করিতে
পারেন” ॥৫॥

তাহার পর সৰ্ব্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য ঋতর্কবীরাজ্যের আয় ও ব্যয় সমান দেখিয়া
তাহা হইতে গ্রহণ করিলে অগ্ৰ প্রাণীদের সৰ্ব্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে বলিয়া মনে
করিলেন ॥৬॥

তদনন্তর অগস্ত্য ঋতর্কবীরাজ্যকে লইয়া ব্রহ্মধ্বরাজ্যের নিকট গেলেন ; তখন
ব্রহ্মধ্বরাজ্যও আপন রাজ্যসীমাশ্চে যাইয়া যথাবিধানে তাঁহাদিগকে গ্রহণ
করিলেন ॥৭॥

এক তিনি অগস্ত্যমুনি ও ঋতর্কবীরাজ্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন, পরে
আপন ভবনে যাইবার অনুমতি করাইয়া তাঁহাদের আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥৮॥

অগস্ত্য উবাচ ।

বিত্তকামাবিহ প্রাপ্তৌ বিদ্যাবাং পৃথিবীপতে ! ।
যথাশক্ত্যবিহিংস্মান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ নো ॥৯॥

লোমশ উবাচ ।

তত আয়ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তাভ্যাং রাজা যবেদয়ৎ ।
অতো জ্ঞাত্বা তু গৃহীতং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১০॥
তত আয়ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্বিজঃ ।
সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ানুপাদানাদমন্যত ॥১১॥
পৌরুকুংসং ততো জগ্মুঃসদস্যং মহাধনম্ ।
অগস্ত্যশ্চ শ্রুত্বা চ ব্রহ্মশ্চ মহীপতিঃ ॥১২॥
ব্রহ্মসদস্যশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা প্রত্যগৃহ্নাদযথাবিধি ।
অভিগম্য মহারাজ ! বিষয়াস্তে মহামনাঃ ॥১৩॥
অর্চয়িত্বা যথান্যায়মিক্ষুকুরাজসভমঃ ।
সমস্তাংশ্চ ততোহপৃচ্ছৎ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বিস্তেতি । বিত্তকামৌ ধনার্থিনৌ, প্রাপ্তৌ আগতো । নো আবাত্যাম্ ॥৯॥
তত ইতি । রাজা ব্রহ্মঃ । গৃহীতং যুগ্ম । ব্যতিরিচ্যতে উদ্ধৃত্তং ভবতি ॥১০॥
তত ইতি । প্রাগ্ ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১১॥
পৌরুকুংসি । পৌরুকুংসং পুরুকুংসাপত্যম্ ! ব্রহ্মা ভীতা নৃগবো যস্মাস্তং নাম ॥১২॥
অসেতি । বিষয়াস্তে স্বরাজ্যসীমাস্তে ॥১৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—“রাজা ! আপনি অবগত হউন যে, আমরা ধনাথী হইয়া এখানে আসিয়াছি ; অতএব যাহাতে অশ্রের কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি অনুসারে আমাদেরকে ধন দান করুন” ॥৯॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর ব্রহ্মরাজা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, আমার আয় ও ব্যয় সমান ; সুতরাং আপনারা জানিয়া- -তাহা উদ্ধৃত্ত থাকে, তাহা গ্রহণ করুন” ॥১০॥

তদনন্তর সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য তাহারও আয়-ব্যয় সমান দেখিয়া, তাহা হইতে গ্রহণ করিলে, প্রাণিগণের সর্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে মনে করিলেন ॥১১॥

তখন অগস্ত্যমুনি এবং শ্রুতর্কী ও ব্রহ্মরাজা সে স্থান হইতে পুরুকুংসবংশীয় মহাধনী ব্রহ্মসদস্যরাজার নিকট গমন করিলেন ॥১২॥

মহারাজ ! মহামনা ব্রহ্মসদস্যরাজাও আপন রাজ্যসীমাস্তে যাইয়া, তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথাবিধানে গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥

অগস্ত্য উবাচ ।

বিত্তকামানিহ প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ পৃথিবীপতে ! ।

যথাশক্ত্যবিহিংস্থান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নঃ ॥১৫॥

লোমশ উবাচ ।

তত আয়ব্যয়ো পূর্ণো তেষাং রাজা ন্যবেদয়ৎ ।

এতজ্জাহ্না হ্যুপাদক্কং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১৬॥

তত আয়ব্যয়ো দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্বিজঃ ।

সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১৭॥

ততঃ সর্বে সমেত্যথ তে নৃপাস্তং মহামুনিম্ ।

ইদমুচুমহারাজ ! সমবেক্ষ্য পরম্পরম্ ॥১৮॥

অয়ং বৈ দানবো ব্রহ্মম্নিলো বহুমান্ ভুবি ।

তমভিক্রম্য সর্বেহগ বয়ংকার্থামহে বহু ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অর্চয়িষ্যেতি । ইক্ষাকুবংশজেষু ইক্ষাকুবংশীয়নৃপতিষু সতমঃ শ্রেষ্ঠতমঃ ॥১৪॥

বিত্তেতি । প্রাপ্তান্ আগতান্, বিদ্ধি জানৌহি, নঃ অন্মান্ । নঃ অন্মভ্যম্ ॥১৫॥

তত ইতি । রাজা ব্রহ্মদেবঃ । উপাদক্কং গৃহীত । ব্যতিরিচ্যতে উত্তীর্ণতে ॥১৬॥

তত ইতি । প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১৭॥

তত ইতি । সমেত্য মিগিষা, তে নৃপাঃ শতর্ক-ব্রহ্মশ-ব্রহ্মদেবত্ববঃ ॥১৮॥

অয়মিতি । বহুমান্ ধনী । অভিক্রম্য গতা । বহু ধনম্ ॥১৯॥

তৎপরে ইক্ষাকুবংশীয়রাজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মদেব্য যথানিয়মে সকলের পূজা করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৪॥

অগস্ত্য বলিলেন—“রাজা ! আপনি অবগত হউন যে, আমরা এখানে ধনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি ; অতএব অন্তর কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি অনুসারে আমাদেরকে ধন দান করুন” ॥১৫॥

লোমশ বলিলেন—“ভাহার পর ব্রহ্মদেব্যরাজা তাঁহাদের নিকট জানাইলেন যে, আমার আয়-ব্যয় সমান ; ইহা জানিয়াও যাহা উদ্ধৃত্ত দেখেন, তাহা গ্রহণ করুন” ॥১৬॥

তদনন্তর সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য ভাহারও আয়-ব্যয় সমান দেখিয়া, ধন গ্রহণ করিলে অগাধ প্রাণীর সর্বপ্রকারেই কষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিলেন ॥১৭॥

মহারাজ ! ভাহার পর সেই রাজারা সকলে মিলিত হইয়া, পরস্পর পর্যা-লোচনা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

লোমশ উবাচ । †

তেষাং তদাসৌদ্রুচিতিম্বলস্তৈব ভিক্ষণম্ ।

ততস্তে সহিতা রাজম্বিল্ললং সমুপাদ্ৰবন্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি

তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

লোমশ উবাচ ।

ইবলস্তান্ বিদিত্বা তু মহর্ষিসহিতান্ নৃপান্ ।

উপস্থিতান্ সহামাত্যো বিষয়ান্তেহভ্যপূজয়ৎ ॥১॥

ভাবতকৌমুদা

ওৎসাহমিতি । কুচিৎ সম্ভবতঃ, ধনিষ্মৈন জ্ঞাতবাদিতি ভাবঃ । সমুপাদ্ৰবন্ অগচ্ছন্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাণ্ডার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্বামীশভট্টাচার্য্যবিদ্যচিহ্নায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্বন্ধায়াং বনপৰ্ব্বনি তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

ইবল ইতি । অমার্ট্যঃ সংহতি সহামাত্যঃ, বিষয়াস্তে স্বরাজ্যসীমান্তে ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রমে আগমনে ॥৮॥ নৌ অবাভ্যাম্ ॥২—১৮। বহুমান্ ধনবান্ ॥১৯॥ অধ্যায়তঃপৰ্য্যম্—
ব্রাহ্মণেনাপি হিংসাপূৰ্ণকং ভিক্ষণম্ কৰ্ত্তব্যমিতি ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

“মহর্ষি ! এই ইবলদানব জগতের মধ্যেই ধনী ; অতএব আজ আমরা সকলে
উহার নিকট যাইয়া ধন প্রার্থনা করি” ॥১৯॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! তখন তাঁহাদের ইবলের নিকট প্রার্থনা করাই
সর্বসম্মত হইল ; তাই তাঁহারা মিলিত হইয়া ইবলের নিকটই গেলেন” ॥২০॥

—:—

লোমশ বলিলেন—“রাজারা মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত আপন রাজ্যের সীমান্তে
উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া ইবল মন্ত্রিবর্গের সহিত যাইয়া তাঁহাদের সম্মান
করিল ॥১॥

† বৈশম্পায়ন উবাচ—পি । (২০) তেষাং তদাসৌদ্রুচিতিম্—বা ব কা নি । * ‘...অষ্ট-
নবতিতমঃ...’—বা ব কা পি, ‘...ষট্ঠবতিতমঃ...’—নি । (১) ...বিষয়াস্তে হপূজয়ৎ—বা ব
কা নি ।

তেষাং ততোহস্রশ্ৰেষ্ঠস্তাতিথ্যমকরোত্তদা ।
 হুসংস্কৃতেন কৌরব্য ! ভ্রাত্ৰা বাতাপিনা তদা ॥২॥
 ততো রাজর্ষয়ঃ সৰ্ব্বে বিষণ্ণা গতচেতসঃ ।
 বাতাপিং সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেঘভূতং মহাস্রবম্ ॥৩॥
 অথাত্ৰবীদগন্ত্যস্তান্ রাজর্ষীনৃষিসত্তমঃ ।
 বিষাদো বো ন কৰ্ত্তব্যো হুং ভোক্ষ্যে মহাস্রবম্ ॥৪॥
 ধূৰ্য্যাসনমথাসাগ্ৰ নিষসাদ মহানৃষিঃ ।
 তং পর্যবেশয়দৈত্য ইষলঃ প্রহসন্নিব ॥৫॥
 অগস্ত্য এব কৃৎসন্ত বাতাপিং বুভুজে ততঃ ।
 ভুক্ত্যবত্যস্রো হ্রানমকরোত্তম চেষলঃ ॥৬॥
 ততো বায়ুঃ প্রাদুরভূদধন্তশ্চ মহাত্মনঃ ।
 শব্দেন মহতা তাত ! গজ্জন্নিব মহাঘনঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । অস্রশ্ৰেষ্ঠ ইষলঃ । হুসংস্কৃতেন দ্বিত্বা পক্ষেন ॥২॥
 তত ইতি । বিষণ্ণা গতচেতসস্তিরোহিতকৰ্ত্তব্যবুদ্ধয়শ্চাভবন । সংস্কৃতং পক্ষম্ ॥৩॥
 অথেতি । বো যুযাকম্ । অহং হি অহমেব । অতো যুযাকমনিষ্টাশঙ্কা নাস্তি ॥৪॥
 ধূৰ্য্যেতি । ধূৰ্য্যাসনং প্রধানপীঠম্ । নিষসাদ তোক্শু মুপবিবেশ ॥৫॥
 অগস্ত্য ইতি । কৃৎসন্ত সৰ্ব্বম্ । হ্রানমাহ্রানম্, তন্ত বাতাপেঃ ॥৬॥

কুরুনন্দন ! তাহার পর তখনই ইষল, ভ্রাতা বাতাপিকে ছেদন ও রক্ষন করিয়া তখনই তাঁহাদের অতিথিসংকার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥২॥

তদনন্তর মহাস্রব বাতাপি মেঘ হইল এবং তাহাকে ছেদন ও রক্ষন করিল, ইহা দেখিয়া রাজর্ষিরা সকলেই বিষণ্ণ ও কৰ্ত্তব্যজ্ঞানহীন হইলেন ॥৩॥

তৎপরে মহর্ষি অগস্ত্য সেই রাজর্ষিগণকে বলিলেন—“আপনারা বিষণ্ণ হইবেন না ; আমিই মহাস্রবকে ভক্ষণ করিব” ॥৪॥

তাহার পর মহর্ষি যাঁহা প্রধান আসনে উপবেশন করিলেন ; তখন ইষলদৈত্য হাসিতে হাসিতেই যেন তাঁহাকে পরিবেশন করিল ॥৫॥

তদনন্তর অগস্ত্যই বাতাপির সমস্ত মাংস ভোজন করিলেন ; তিনি ভোজন করিলে, ইষল (পূর্বের শ্রায়ই) বাতাপিকে আহ্বান করিল ॥৬॥

বৎস ! তাহার পর মহামেঘগজ্জনের শ্রায় একটা বায়ু মহাশব্দে মহাত্মা : অগস্ত্যের অধোদেশ দিয়া নির্গত হইয়া গেল ॥৭॥

(৭)...গজ্জন্নিব যথা ঘনঃ—বা ব কা নি ।

বাতাপে ! নিষ্করমস্বেতি পুনঃ পুনরুবাচ হ ।
 তং প্রহস্ম্যত্রবীদ্রাজমগন্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৮॥
 কুতো নিষ্করমিতুং শক্তো ময়া জীর্ণস্তু সোহস্রঃ ।
 ইন্ড্রলস্তু বিষমোহভূদৃষ্টো জীর্ণং মহাস্রবম্ ॥৯॥
 প্রাজ্জলিচ্চ সহামািত্যরিদং বচনমব্রবীৎ ।
 কিমর্থমুপযাতাঃ স্থ ক্রত কিং করবাণি বঃ ॥১০॥
 প্রত্যাচ ততোহগস্ত্যঃ প্রহসম্বিলং তদা ।
 ক্ৰশং হস্র ! বিদ্যাস্তাং বয়ং সর্বৈ ধনেশ্বরম্ ॥১১॥
 এতে চ নাতিধিনো ধনর্থশ্চ মহান্ মম ।
 যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নঃ ॥১২॥
 ততোহভিবাগ তমৃষিমিল্ললো বাক্যমব্রবীৎ ।
 দিৎসিতং যদি বেৎসি ত্বং ততো দাস্যামি তে বস্র ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তস্য অগস্ত্যস্য । অত্র গর্জ্জনমেবোপমানম্, মহাধনো মহামেঘঃ ॥৭॥
 বাতাপ ইতি । উবাচ, ইন্ড্রল এবতি শেষঃ । তমিধলম্ ॥৮॥
 কুত ইতি । মহাস্রবং বাতাপি জীর্ণং দৃষ্টো অনাগমনাদবগম্য ॥৯॥
 প্রেতি । অত্রবীৎ, ইন্ড্রল ইতি শেষঃ । উপযাতা আগতাঃ স্থ যুয়ম্ ॥১০॥
 প্রতীতি । ক্ৰশং দানে সমর্থম্ । ধনেশ্বরঃ সর্বধিনিম্ ॥১১॥
 এত ইতি । এতে চ রাজানঃ । ধনর্থঃ ধনস্য প্রয়োজনম্ ॥১২॥
 তত ইতি । দিৎসিতং যুয়ভ্যঃ ময়া দাতুমিষ্টম্ । বস্র ধনম্ । মুনৈর্যোগবলপরীক্ষার্থ-

“বাতাপি ! নির্গত হও” এইভাবে ইন্ড্রল বার বার ডাকিল । রাজা ! তখন
 মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন—॥৮॥

“বাতাপি কি করিয়া নির্গত হইবে ; আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি ।”
 বাতাপি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে জানিয়া ইন্ড্রল বিষন্ন হইল ॥৯॥

এবং মন্ত্ৰিগণের সহিত কৃতাজ্জলি হইয়া এই কথা বলিল —“আপনারা কিজ্ঞা
 আসিয়াছেন—বলুন, আমি আপনাদের কি করিব” ॥১০॥

তাহার পর অগস্ত্য তখন হাস্য করিয়া ইন্ড্রলকে কহিলেন—“অস্র ! আমার
 সকলেই জানি যে, তুমি মহাধনী এবং দান করিতে সমর্থ” ॥১১॥

এ রাজারা অধিক ধনী নহেন, অথচ আমার গুরুতর ধনের প্রয়োজন ; অতএব
 অস্ত্রের দ্বাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অমুসারে আমাদিগকে ধনদান
 কর” ॥১২॥

অগস্ত্য উবাচ ।

গবাং দশ সহস্রাণি রাজ্জামৌকৈকশোহস্তর ! ।

তাবদেব স্ববর্ণস্ত দিৎসিতং তে মহাস্তর ! ॥১৪॥

মহ্যং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরণ্ময়ঃ ।

মনোজবৌ বাজিনৌ চ দিৎসিতং তে মহাস্তর ! ॥১৫॥

জিজ্ঞাস্তাতাং রথঃ সগো ব্যক্ত এষ হিরণ্ময়ঃ ।

জিজ্ঞাস্তামানঃ স রথঃ কৌন্তেয়াসৌন্ধিরণ্ময়ঃ ॥১৬॥

ততঃ প্রব্যথিতো দৈত্যো দদাবভ্যধিকং বহু ।

বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ তস্মিন্ যুক্তৌ রথে হয়ৌ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

মিদমভিহিতম্, অল্পথা যন্তপাত্রে দানং স্মাৎ । ব'তাপেজীর্ণতাকরণস্ত স্বভাবতোহপি স্মাৎ, জঠরাগ্নেবেচিত্রাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

গবামিতি । স্ববর্ণস্ত “পঞ্চকৃষ্ণকো মাষস্তে স্ববর্ণস্ত সোড়শ” ইতি মনুপরিভাষিতস্ত স্বর্ণমূদ্রা-বিশেষস্ত, তাবদেব দশসহস্রসংখ্যানমেব, দিৎসিতং দাতুমিষ্টম্ ॥১৪॥

মহ্যমিতি । হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়ঃ । মনস ইব জবো বেগো যসৌন্তৌ বাজিনাবশৌ । তে ত্বয়, দিৎসিতম্ এতৎ সৰ্বং দাতুমিষ্টম্ ॥১৫॥

জিজ্ঞাস্তামিতি । জিজ্ঞাস্তাতাং জ্ঞাতুমিষ্টাতাং পরীক্ষ্যামিতিার্থঃ ॥১৬॥

তত ইতি । প্রব্যথিতঃ, অগস্ত্যস্ত পরীক্ষাদিতি ভাবঃ । অভ্যধিকম্ উক্তদ্বিগুণাদপ্যতি-বিক্রম, বহু ধনম্ । বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ নাম, হয়াবশৌ ॥১৭॥ ,

তাহার পর ইন্দ্ৰল অগস্ত্যকে অভিবাদন করিয়া এই কথা বলিল—“আমি যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা যদি আপনি জানিয়া থাকেন, তবেই আমি আপনাকে ধন দান করিব” ॥১৩॥

অগস্ত্য বলিলেন—“অস্তর ! তুমি এই বাজাদের এক এক জনকে দশ হাজার করিয়া গরু এবং দশ হাজার করিয়া মোহর দিতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥১৪॥

এবং তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ গরু, দ্বিগুণ ধন, একখানি স্বর্ণময় রথ ও মনের স্তায় বেগবান দুইটা অশ্ব—এই সকল বস্তু আমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥১৫॥

তুমি সত্যই পরীক্ষা করিয়া দেখ—এই রথখানি স্পষ্টতই স্বর্ণময় । কুন্তীনন্দন । তখন ইন্দ্ৰল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র সে রথখানি ‘স্বর্ণময়’ হইয়া গেল ॥১৬॥

তাহার পর ইন্দ্ৰল অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উক্ত অপেক্ষাও অধিক ধন দান করিল এক ‘বিরাব’ ও ‘সুরাব’-নামে দুইটা অশ্ব সেই রথে সংযুক্ত করিল ॥১৭॥

উহতুস্তৌ বসূন্যশু তাবগস্ত্যাশ্রমং প্রতি ।

সৰ্বান্ রাজ্ঞঃ সহাগস্ত্যান্ নিমেষাদিব ভারত ! ॥১৮॥

অগস্ত্যেনাভ্যনুজ্ঞাতা জগ্মু রাজর্ষয়স্তদা ।

কৃতবাংশ মুনিঃ সৰ্বং লোপামুদ্রাচিকীৰ্ষিতম্ ॥১৯॥

লোপামুদ্রোবাচ ।

কৃতবানসি তং সৰ্বং ভগবন্ ! মম কাঙ্ক্ষিতম্ ।

উৎপাদয় সৰুণ্মহ্মপত্যং বীৰ্য্যবত্তরম্ ॥২০॥

অগস্ত্য উবাচ ।

তুচ্চৌহমস্মি কল্যাণি ! তব বৃত্তেন শোভনে ! ।

নিচারণামপত্যে তু তব বক্ষ্যামি তাং শৃণু ॥২১॥

সহস্রং তেহস্ত পুত্রাণাং শতং বা দশসম্মিতম্ ।

দশ বা শততুল্যাঃ স্যারেকো বাপি সহস্রজিৎ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

উহতুরিতি । তৌ হয়ো, বসূনি ধনানি । অগস্ত্যেন সহেতি সহাগস্ত্যাস্তান্ ॥১৮॥

অগস্ত্যেনেতি । লোপামুদ্রয়া চিকীৰ্ষিতং বহুমিষ্টে শযাভূষণাদিকম্ ॥১৯॥

কৃতবানিতি । সৰুদেবকবারমিতি বীৰ্য্যবত্তরঅবিধয়ে, মহং মম ॥২০॥

তুষ্টি ইতি । বৃত্তেন চরিত্রেণ । বিচারণাং বিচারম, অপত্যে সম্ভবানবিসয়ে ॥২১॥

সহস্রমিতি । দশসম্মিতং দশোত্তমপুত্রসম্মিতম্ । সহস্রজিৎ সৰ্ব্বাধোৎকর্ষেণ ॥২২॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই অশ্ব দুইটী অগস্ত্য - সহিত সমস্ত রাজাকে এবং সেই ধনগুলিকে সহর নিমেষের মধ্যেই যেন অগস্ত্যের আশ্রমে বহন করিয়া লইয়া গেল ॥১৮॥

তখন অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে রাজারা চলিয়া গেলেন ; অগস্ত্যও লোপামুদ্রার অভীষ্ট সমস্ত বস্তু সম্পাদন করিলেন ॥১৯॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনি আমার অভীষ্ট সমস্তই সম্পাদন করিয়াছেন, এখন আমার গর্ভে একবার বিশেষ শক্তিশালী সম্ভবান উৎপাদন করুন” ॥২০॥

অগস্ত্য বলিলেন—“কল্যাণি ! শোভনে ! তোমার চরিত্রে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; এখন তোমার সম্ভবানের বিষয়ে একটা বিবেচনার কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥২১॥

তোমার এক হাজার পুত্র হইবে, না—দশটী উৎকৃষ্ট পুত্রের তুলা এক-

(১৮) •উহতুঃ স্ব বসূন্যশু তাবগস্ত্যাশ্রমং প্রতি—বা ব কা ।

লোপামুদ্রোবাচ ।

সহস্রসম্মিতঃ পুত্র একোহপ্যস্তু তপোধন ! ।

একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান্ বিদ্বান্ সাধুরসাধুভিঃ ॥২৩॥

স তথ্যেতি প্রতিজ্ঞায় তয়া সমগমম্মুনিঃ ।

সময়ে সমশীলিত্যা শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধাধানয়া ॥২৪॥

তত আধায় গর্ভং তমগমদ্বনয়েব সং ।

তস্মিন্ বনগতে গর্ভো বরুধে সপ্ত শারদান্ ॥২৫॥

সপ্তমেহন্দে গতে চাপি প্রাচ্যবৎ স মহাকবিঃ ।

জ্বলম্বিব প্রভাবেন দৃঢ়স্বর্ণ্যাম ভারত ! ॥২৬॥

সাক্ষোপনিষদান্ বেদান্ জপম্বিব মহাতপাঃ ।

তস্য পুত্রোহভবদৃষেঃ স তেজস্বী মহাশ্রিজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

সহস্রেতি । হি যস্মাৎ, একঃ পুত্রঃ, বহুভিরসাধুভিঃ বহুভ্যাঃ অসাধুভ্যাঃ ॥২৩॥

স ইতি । সমগমং সঙ্গমং কৃতবান্ । শ্রদ্ধাবান্ সংপুত্রোৎপত্তৌ বিশ্বাসবান্ ॥২৪॥

তত ইতি । শরদৌ বৎসরা এব শারদাস্তান্, “শরদস্তী বৎসরেহপ্যুভৌ” ইতি মেদিনী ॥২৫॥

সপ্তম ইতি । প্রাচ্যবৎ নিরগচ্ছৎ, মহাকবির্ভাবিনি কালে ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্বল ইতি ॥১—১২॥ দ্বিসংসৃতং ময়া যুযুভ্যং দাতুমিষ্টম্, এতেন পরচিত্তাভিজ্ঞমমগস্ত্যস্ত পরীক্ষিতম্ ॥১৩—২১॥ দশসম্মিতঃ দশশতসম্মিতম্ ॥২২—২৩॥ সমভবৎ সঙ্গমং চকার ॥২৪॥

শত পুত্র হইবে, কিংবা শতপুত্রের তুল্য দশটি পুত্র হইবে, অথবা সহস্র পুত্রবিজয়ী একটি পুত্র হইবে ?” ॥২২॥

লোপামুদ্রা বলিলেন—“তপোধন ! সহস্র পুত্রের তুল্য একটিমাত্র পুত্রই আমার হউক । কারণ, বহু মূর্থ পুত্র অপেক্ষা একটিমাত্রও বিদ্বান্ পুত্র শ্রেষ্ঠ” ॥২৩॥

“তাহাই হইবে” এই কথা বলিয়া অগস্ত্যমুনি বিশ্বাসী হইয়া বিশ্বাসশীলা ও তুল্যম্বভাবা লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গম করিলেন ॥২৪॥

এইভাবে অগস্ত্য লোপামুদ্রার গর্ভাধান করিয়া বনেই চলিয়া গেলেন ; তিনি বনে চলিয়া গেলে সেই গর্ভটী সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল ॥২৫॥

ভরতনন্দন ! সাত বৎসর অতীত হইলে, সেই গর্ভটী নির্গত হইল এবং আপন তেজে যেন জ্বলিতে লাগিল ; পরে তাহার নাম হইয়াছিল—‘দৃঢ়স্বর্ণ’ এবং ভবিষ্যতে সে মহাকবি হইয়াছিল ॥২৬॥

(২৪)....সমভবম্মুনিঃ—বা ব কা পি ।

বাল এব স তেজস্বী পিতৃস্তুশ্চ নিবেশনে ।
 ইধানাং ভারমাজ্জহে ইধ্ববাহন্ততোহভবৎ ॥২৮॥
 তথা যুক্তস্তু তং দৃষ্ট্বা মুগ্ধদে স মুনিস্তদা ।
 এবং স জনয়ামাস ভারতাপত্যমুত্তমম্ ॥২৯॥
 লেভিরে পিতরশ্চাস্ত্র লোকান্ রাজন্ ! যথেষ্পিতান্ ।
 অত উৰ্দ্ধময়ং খ্যাতস্তৃগস্ত্যস্ত্যশ্রমো ভুবি ॥৩০॥
 প্রাহ্লাদিরেবং বাতাপিরগন্ত্যেনোপশামিতঃ ।
 তস্যায়মাশ্রমো রাজন্ ! রমণীয়ৈশ্চ গৈয়ুতঃ ॥৩১॥
 এবা ভাগীরথী পুণ্যা দেবগন্ধৰ্বসেবিতা ।
 বাতেরিতা পতাকেব বিরাজতি নভস্তলে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

সাক্ষতি । ইবশব্দস্ত সৰ্ব্বগ্রাহকঃ, মহাতপা ইব, তেজস্বী, মহাদ্বিজ ইব চেত্যর্থঃ ॥২৭॥
 তস্য নামাস্তরকারণমাহ—বাল ইতি । ইধানাং কাষ্ঠানাম্, ভারং রাশিম্ ॥২৮॥
 তথেষ্পি । তথা তাদৃশৈবিদ্যাদিভিঃ গৈয়ুতম্ । হে ভারত ! ত্বরতবংশনন্দন ! ॥২৯॥
 লেভির ইতি । অস্ম অগস্ত্যস্ত, লোকান্ স্বর্গান্ । খ্যাতস্তীর্থং ॥৩০॥
 উপসংহরতি প্রাহ্লাদিরিতি । প্রাহ্লাদিঃ প্রহ্লাদবংশোৎপন্নঃ, উপশামিতো বিনাশিতঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

শরদান্ শরদা ঋতুনা যুক্তান্ সংবৎসরানিত্যর্থঃ ॥২৫॥ প্রাচ্যাবহুদরান্নিগতোহভবদিত্যর্থঃ
 ॥২৬—২৮॥ যুক্তমধ্যমেনেধ্ববাহনাদৌ ॥২৯—৩০॥ প্রাহ্লাদিঃ প্রহ্লাদগোত্রোদ্ভবঃ ॥৩১—৩২॥

অগস্ত্যের সেই পুত্রটী ব্যাকরণপ্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সহিত বেদ পাঠ
 করিতে করিতেই যেন এবং মহাতপা, তেজস্বী ও প্রধান ব্রাহ্মণ হইয়াই যেন
 জন্মিয়াছিল ॥২৭॥

সেই অগস্ত্যপুত্র বালক অবস্থাতেই বন হইতে পিতৃগৃহে কাষ্ঠরাশি আহরণ
 করিত ; সেই জন্তই তাহার নাম হইয়াছিল—‘ইধ্ববাহ’ ॥২৮॥

তখন অগস্ত্য পুত্রটীকে সেইরূপ গুণবান্ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ।
 ভরতনন্দন ! এইভাবে অগস্ত্য উত্তম সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥২৯॥

রাজা ! উহার পিতৃলাকেরাও অভীষ্ট স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার পর
 হইতেই এই অগস্ত্যশ্রম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥৩০॥

রাজা ! এইভাবে মহর্ষি অগস্ত্য, প্রহ্লাদবংশসম্ভূত বাতাপি দানবকে বিনষ্ট
 করিয়াছিলেন । তাহারই এই রমণীয়-গুণসম্পন্ন আশ্রম ॥৩১॥

প্রত্যাখ্যমাণা কূটেষু যথানিস্লেষু নিত্যশঃ ।

শিলাতলেষু সন্তস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব ॥৩৩॥

দক্ষিণাং বৈ দিশং সর্বাং প্লাবয়ন্তীব মাতৃবৎ ।

পূর্বং শস্তোজ্জটালক্টা সমুদ্রমহিষী প্রিয়া ।

অস্ত্রাং নগ্নাং সুপুণ্ড্রায়াং যথেষ্টমবগাহতাম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

—:~:—

ভাবতকৌমুদী

এষেতি । নভস্তনে পতাকেষু, বাতেবিতা বায়ুসঞ্চালিতা সতী বিবাজতি ॥৩২॥

প্রোতি । কূটেষু শৃঙ্গেষু, প্রত্যাখ্যমাণা স্তম্ভতলশিলাভির্মধ্যে মধ্যে প্রতিবধ্যমানা, যথানিস্লেষু শিলাতলেষু, সন্তস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব, নিত্যশঃ পতিত । ৩৩॥

দক্ষিণামিতি । মাতৃবৎ স্নেহপবাষণা । সটুপাদোহমং শ্লোকঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিবচিতায়াং মহাভাবতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:~:—

ভাবতভাবদীপঃ

শিলানাং তলেষুধোভাগেষু সন্তস্তা গৌণা, তেন পালগামিষ্মুক্তা শেবেণ স্বর্গভূগতত্বমিতি ত্রিপথগামিমুক্তং গঙ্গায়াঃ ॥৩১ - ৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:~:—

পবিত্রা ও দেবগন্ধর্বসেবিতা এই গঙ্গা, আকাশে পতাকাব ন্যায় বায়ুসঞ্চালিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥৩২॥

এবং মধ্যে মধ্যে পর্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া, ক্রমিকনিম্ন শিলাতলে আসিতে থাকিয়া, সন্তস্ত সর্পীর ন্যায় সর্বদা পতিত হইতেছে ॥৩৩॥

সমুদ্রের প্রিয়মহিষী এই গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের জটা হইতে নির্গত হইয়া, মাতার ন্যায় সমস্ত দক্ষিণদিক্ই যেন প্লাবিত করিতে থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে । অতএব মুখিষ্ঠিব ! তোমরা সকলেই ইচ্ছানুসারে এই মহাপুণ্যা গঙ্গানদীতে অবগাহন কর ॥৩৪॥

—:~:—

চতুৰ্শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ ।

যুধিষ্ঠির ! নিবোধেদং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
ভৃগোস্তৌৰ্থং মহারাজ ! মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥১॥
যত্রোপস্পৃষ্টবান্ রামো হ্রতং তেজস্তদাপ্তবান্ ।
অত্র হং ভ্রাতৃভিঃ সার্কং কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডব ! ॥২॥
দুর্গোধনহ্রতং তেজঃ পুনরাদাতুমহিসি ।
কৃতবৈরেণ রামেণ যথা চোপহ্রতং পুনঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্) ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তত্র ভ্রাতৃভিঃ চৈব কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডবঃ ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৃঃ চৈব তর্পয়ামাস ভারত ! ॥৪॥
তস্য তীর্থস্য রূপং বৈ দীপ্তাদীপ্ততরং বভৌ ।
অপ্রদ্ব্যতরশ্চাসৌচ্ছাদ্রবাণাং নরবর্ত ! ।
অপৃচ্ছচৈব রাজেন্দ্র । লোমশং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৫॥

ভাবতকৌমুদী

যুধীতি । নিবোধ পশু, ইদং সন্নিহিতম্ । বিশ্রুতং বিখ্যাতম্ ॥১॥

যত্রেতি । উপস্পৃষ্টবান্ স্নাতবান্ সন, রামো জামদগ্ন্যঃ, হ্রতং দশবৎপুত্রেণ রামেণ । আপ্তবান্
লব্ধবান্ । রামেণ জামদগ্ন্যেন, উপহ্রতম্ অহ্রতম্ ॥২—৩॥

স ইতি । স যুধিষ্ঠিবঃ, কৃষ্ণয়া দ্রৌপত্যা ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“মহারাজ যুধিষ্ঠির ! ত্রিভুবনবিখ্যাত এবং মহর্ষিগণসেবিত
এই ভৃগুতীর্থ দর্শন কর ॥১॥

পাণ্ডুনন্দন ! পূর্বকালে পবনশুরাম যেখানে স্নান করিয়া রামকর্তৃক হ্রত সেই
নিজ তেজ পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন ; অতএব রামের সহিত শত্রুতাকারী
পরশুরাম যেমন হ্রত তেজ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমন ভ্রাতৃগণ ও
দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া এইখানে স্নান করিয়া দুর্গোধনহ্রত নিজ তেজ
পুনরায় গ্রহণ কর” ॥২—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয় ! যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর
সহিত মিলিত হইয়া সেই ভৃগুতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ
করিলেন ॥৪॥

ভবন্ ! কিমর্থং রামস্ত হৃতমাসীষপুঃ প্রভো ! ।

কথং প্রত্যাহতকৈব এতদাচক্ষু পৃচ্ছতঃ ॥৬॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণু রামস্ত রাজেন্দ্র ! ভার্গবস্ত চ ধীমতঃ ।

জাতো দশরথস্ত্যাসীৎ পুত্রো রামো মহাত্মনঃ ॥৭॥

বিষ্ণুঃ স্নেন শরীরে রাবণস্ত বধায় বৈ ।

পশ্চামন্তমযোধ্যায়াং জাতং দাশরথিং ততঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

ঋচীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাস্ততঃ ।

তস্য দাশরথেঃ শ্রুত্বা রামস্ত্যাক্লিষ্টকর্ণশঃ ॥৯॥

কৌতূহলান্নিতো রামস্ত্যযোধ্যামগমৎ পুনঃ ।

ধনুবাদায় তদ্বিব্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিবহঁগম্ ॥১০॥

ভাবতকৌমুদী

তস্তেতি । তীর্থস্ত তন্তীর্থস্নাতমাত্রস্ত, তস্য যুধিষ্ঠিবস্ত । অপ্রদ্ব্যস্তবঃ সর্বধৈবাজেয়ঃ, আসীৎ
পাণ্ডুনন্দন ইতি সম্বন্ধঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

ভবন্বিত্তি । বপুঃ প্রশস্তং রূপম্, “বপুঃ শস্তাকৃতো দেহে” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৭॥

শ্রুতি । শৃণু উপাখ্যানমিতি শেষঃ । রামো নাম । পশ্চামঃ স্ম ॥৭—৮॥

ঋচীকেতি । ঋত্বা হবধম্বর্ভদ্রাদিবৃত্তান্তমিতি শেষঃ । রামো জামদগ্ন্যঃ । জিজ্ঞাসমানো
জ্ঞাতুমিচ্ছন্ । বিষয়ান্তঃ স্বৰাজ্যপ্রাপ্ত্যদেশম্ । রামস্ত জামদগ্ন্যস্ত সমীপে । রামো জামদগ্ন্যঃ ।

নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র জনমেজয় ! সেই তীর্থে স্থান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের রূপ
উজ্জ্বল হইতেও অধিক উজ্জ্বল হইল এবং তিনি শত্রুগণেব অজেয় হইলেন । তৎপরে
তিনি লোমশমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৫॥

“হে প্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি ! রামচন্দ্র কি জন্ম পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া-
ছিলেন ? কি প্রকারেই বা পরশুরাম পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন ?
ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন” ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ ! দশরথনন্দন রাম ও ভৃগুবংশীয় ধীমান
পরশুরামের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত আপন শরীরে মহাত্মা
দশরথের পুত্র রাম হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পর আমরা সেই
দশরথনন্দন রামকে অযোধ্যায় দেখিয়াছিলাম ॥৭—৮॥

একদা রেণুকাগর্ভজাত ভৃগুবংশীয় ঋচীকনন্দন পরশুরাম, অনায়াসে কার্য-
কারী দশরথনন্দন রামের বলবীর্যের সংবাদ শুনিয়া, তাহা জানিবার ইচ্ছা

(৬) ভগবন্ ! কিমর্থং রামস্ত—বা ব কা পি ।

জিজ্ঞাসমানো রামশ্চ বীর্যং দাশরথেন্দ্রদা ।
 তং বৈ দশরথঃ শ্রদ্ধা বিময়ান্তমুপাগতম্ ॥১১॥
 প্রেময়ামাস রামশ্চ রামং পুত্রং পুরস্কৃতম্ ।
 স তমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা উত্ততান্নমবস্থিতম্ ॥১২॥
 প্রহসন্নিব কৌন্তেয় ! রামো বচনমব্রবীৎ ।
 কৃতকালং হি রাজেন্দ্র ! ধনুরেতন্ময়া বিভো ! ॥১৩॥
 সমারোপয় যত্নেন যদি শক্নোমি পার্শ্বিণ ! ।
 ইত্যুক্তস্তাহ ভগবন্ ! ত্বং নাধিক্ষেপ্তুমর্হসি ॥১৪॥ (কূলকম্)
 নাহমপ্যধমো ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাতিষু ।
 ইক্ষ্বাকুণাং বিশেষেণ বাহুবীর্যেণ কথনম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কৃতঃ কালঃ ক্ষত্রিয়াণাং মৃত্যুর্ধেন তং, “কালো মৃত্যৌ মহাকালে সময়ে যমকক্ষয়োঃ” ইতি বিশ্বঃ ।
 আহ ব্রবীতি স্ম দাশরথী নাম ইতি শেষঃ । অধিক্ষেপ্তুং নিন্দিতুং নার্সি, যদি শক্নোমি ইত্যুক্ত্য
 দুর্ব্বলত্বচূচনাদিতি ভাবঃ ॥১—১৪॥

নেতি । দ্বিজাতিষু মধ্যে ক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্মে বলে । কথনং প্লাঘাকরণম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

যুধিষ্ঠির ইতি ॥১॥ রামো জামদগ্ন্যঃ, হতং দাশরথিরামেণ ॥২—৪॥ তস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত, তীর্থস্ত
 তীর্থে স্নাতস্ত ॥৫॥ বপুস্তুজঃ ॥৬—৮॥ দাশরথেঃ শ্রদ্ধা ধৃতভক্তনাদিপরাক্রমমিতি শেষঃ । কর্ম্মণি
 বা যগী ॥৯—১২॥ কৃতকালং কৃতঃ হিংসিতাঃ কান্ডতুল্যাঃ ক্ষত্রিয়া যেন তদ্বহ্নঃ । কু হিংসায়ান্
 স্বাদেবিদং রূপম্ ॥১৩—১৪॥ বাহুবীর্যে বিষয়ে ন কথনং প্লাঘনং নাস্তি ॥১৫॥ বাপদেশেন

করিয়া, কোতূহলাঘিত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধ্বংসকাবী সেই অলৌকিক ধনু লইয়া,
 অযোধ্যায় গমন করিলেন । তিনি নিজ রাজ্যসীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া
 দশরথরাজা বীরাগ্রগণ্য নিজ পুত্র রামচন্দ্রকে সেই পরশুরামের নিকট পাঠাইয়া
 দিলেন । কুন্তীনন্দন ! তখন পরশুরাম রামচন্দ্রকে আগত এবং উত্ততান্ন হইয়া
 অবস্থিত দেখিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন এই কথা বলিলেন—“প্রভাবসম্পন্ন
 রাজশ্রেষ্ঠ ! তুমি যদি সমর্থ হও, তবে আমার এই ক্ষত্রিয়নাশক ধনুতে বড়পূর্ব্বক গুণ
 আরোপণ কর ।” পরশুরাম এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র বলিলেন—“ভগবন ! আপনি
 আমাকে নিন্দা করিতে পারেন না ॥২—১৪॥

কারণ, দ্বিজাতিগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে আমিও অধম নহি । বিশেষতঃ,
 ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের বাহুবলের প্লাঘা চলিয়াই আসিতেছে” ॥১৫॥

(১৫)....বাহুবীর্যে ন কথনম্—বা ব কা নি ।

বন-১১২ (৮)

তমেবংবাদিনং তত্র রামো বচনমব্রবীৎ ।
 অলং বৈ ব্যপদেশেন ধনুরায়চ্ছ রাখব ॥১৬॥
 ততো জগ্রাহ রোষণে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনম্ ।
 রামো দাশবথির্দিব্যং হস্তাদ্রামশ্চ কাম্মুর্কম্ ॥১৭॥
 ধনুবারোপয়ামাস সলীলমিব ভারত ।।
 জ্যাশব্দমকরোচ্ছব স্ময়মানঃ স বীর্গ্যবান্ ।
 তস্য শব্দেন ভূতানি বিব্রসন্ত্যশনোর্বিব ॥১৮॥
 অথাববীভদা রামো রামং দাশবথিস্তদা ।
 ইদমাবোপিতং ব্রহ্মন্ । কিমন্যং করবানি তে ॥১৯॥
 তস্য রামো দদৌ দিব্যং জামদগ্ন্যো মহাত্মনঃ ।
 শবমাকর্ণদেশান্তময়মাকৃশ্যতামিতি ॥২০॥
 এতচ্ গ্রহাহব্রবীদ্রামঃ প্রদীপ্ত ইব মন্যুনা ।
 শ্রয়তে ক্ষমাতে চৈব দর্পপর্ণোহসি ভার্গব । ॥২১॥

ভাবতকৌমুদী

তমিতি । বামো জামদগ্ন্যঃ । ব্যপদেশেন বান্ধুলেন । আচ্ছ বিস্তৃতীকৃত ॥১৬॥
 তত ইতি । ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠবিনাশকম্ । দামশ্চ জামদগ্ন্যস্ত ॥১৭॥
 ধনুরিতি । স্ময়মান ঈষৎসন্ । ভূতানি প্রাণিনঃ । যটপাদোহযং শ্লোকঃ ॥১৮॥
 অথেনি । রামং জামদগ্ন্যম্ । আবোপিতং গুণারোপবিষয়ীকৃতম্, ধনুঃ ॥১৯॥
 তন্ত্বেতি । দিব্যং শব্দং দদাবিতি সম্বন্ধঃ । ইতি উক্তোক্তিশেষঃ ॥২০॥

বামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, তখন পরশুরাম এই কথা বলিলেন—“রঘুনন্দন ! ছল করিবার প্রয়োজন নাই, ধনুখানাকে বিস্তৃত কব (দেখি) ॥১৬॥

তাহার পব রামচন্দ্র ক্রোধভরে পরশুরামের হস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়নাশক অলৌকিক ধনু গ্রহণ করিলেন ॥১ ॥

এবং ভরতনন্দন ! বলবান্ রামচন্দ্র লীলার সহিতই যেন সেই ধনুতে গুণারোপণ করিলেন এবং মন্দহাস্য করিয়া জ্যাশব্দ (টঙ্কারধ্বনি) করিলেন ; বজ্রের স্থায় সেই ধনুর শব্দে সমস্ত প্রাণীই ভীত হইল ॥১৮॥

তাহার পর তখনই রামচন্দ্র পরশুরামকে বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! ধনুতে এই গুণারোপণ করিলাম, আপনাব আর কি করিব (বলুন)” ॥১৯॥

তখন “এই বাণটিকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ কর (দেখি)” এই কথা বলিয়া পরশুরাম মহাত্মা রামচন্দ্রকে একটি অলৌকিক বাণ দিলেন” ॥২০॥

ত্বয়া হৃদিগতং তেজঃ কৃত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ ।
 পিতামহপ্রসাদেন তেন মাং ক্ষিপসি ধ্রুবম্ ॥২২॥
 পশ্য মাং স্নেন রূপেণ চক্ষুস্তে বিতরাম্যহম্ ।
 ততো রামশরীবে বৈ রামঃ পশ্যতি ভার্গবঃ ॥২৩॥
 আদিত্যান্ সবসন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদগগান্ ।
 হুতাশনশ্চ পিতরো নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥২৪॥
 গন্ধৰ্বা রাক্ষসা যক্ষা নগস্তৌৰ্ণানি যানি চ ।
 ধাময়ো বালখিল্যাশ্চ ব্রহ্মভূতাঃ সনাতনঃ ॥২৫॥
 দেববয়শ্চ কাংশ্চৈন্যেয়ং সমুদ্রাঃ পৰ্জ্বিতাস্তথা ।
 বেদাশ্চ দোৰ্গমমদো বনট্কারৈঃ স্ফাধরৈঃ ॥২৬॥
 চেতোমন্তি চ সামানি ধনুর্বেদশ্চ ভাবত ! ।
 মেঘবৃন্দানি বনানি বিদ্যাতশ্চ যধিষ্ঠিব ! ॥২৭॥ কুলকম্

ভাবত,কৌমুদা

এতদিতি । মন্ত্রানা ক্রোধেন । শস্যতে স্ম্যতে চ শুভুক্তিবিতি শেবঃ ॥২১॥
 ত্বয়েতি । অধিগতং নক্ষম্ । বিশেষতঃ আধিক্যেন । ক্ষিপসি নিক্ষিপসি ॥২২॥
 পশ্যতি । চক্ষুদিব্যমিত্যাশয়ঃ । তথা চেতনাপি পশ্যতি স্মৃতি যোজ্যম্ । এতে কে
 ইত্যাহ—হুতাশন ইত্যাদি । ব্রহ্মভূতা, যেনে ব্রহ্মহং গতাঃ, অতএব সনাতন্য নিত্যঃ ।

ভাবতভাবদোপঃ

উক্তা ॥১৫—২০। শস্যতে চক্ষুর্বেদশ্চৈব তৎ পরমগুহ্যং । ত শেবঃ, অথাপি স্ম্যতে ॥২১॥
 কৃত্রিয়েভ্যঃ কৃত্রিয়ান্ জিতা ॥২২—২৩। চেতোমন্তি চেতনবন্তি । আশ্চ পদত্বপ্রযুক্তং কৃত্বং
 চেতস্বস্থা ত্যপেক্ষিতম্ ॥২৭—৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈনকণ্ডীয়ে ভারতভাবদোপে চতুৰশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

লোমশ বলিলেন—“এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া
 বলিলেন—‘ভৃগুনন্দন! আপনার উক্তি শুনিলাম, ক্ষমাও করিলাম। আপনি
 বস্তুতই দর্পে পনিপূর্ণ হইয়াছেন ॥২১॥

আপনি ব্রহ্মাব তত্ত্বগ্রহেই মনোবয়দের অপেক্ষা অধিক তেজ লাভ করিয়াছেন
 এবং নিশ্চয়ই সেই ভক্ত আমাকে নিন্দা করিতেছেন ॥২২॥

আমি আপনাকে দিবা চক্ষু দিতেছি, আপনি আমার স্বরূপ দর্শন করুন।”
 যুধিষ্ঠির! তাহার পর পরশুবাম রামচন্দ্রের শরীরে দেখিলেন—আদিত্যগণ,
 বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মকদ্গণ, অগ্নি, পিতৃগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, গন্ধর্বগণ,

(২৪)...পিতরো হুতাশনশ্চৈব—বা ব ক নি ।

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুস্তং বৈ বাণং মুমোচ হ ।
 শুক্লাশনিসমাকীর্ণং মহোদ্ধাভিশ্চ ভারত ! ॥২৮॥
 পাংশুবর্ষণে মহতা মেঘবর্ষৈশ্চ ভূতলম্ ।
 ভূমিকম্পৈশ্চ নির্ঘাতৈর্নাদৈশ্চ বিপুলৈরপি ॥২৯॥
 স রামং বিহ্বলং কৃত্বা তেজসাক্ষিপ্য কেবলম্ ।
 অগচ্ছজ্বলিতো বাণো রামবাহুপ্রচোদিতঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
 স তু বিহ্বলতাং গত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্ ।
 রামঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রাণমদ্বিষ্ণুতেজসম্ ॥৩১॥

ভাবতকৌমুদী

কাং স্মোন সাকলোন । অক্ষরৈর্যাগৈশ্চ সহ । চেতোমস্তি চৈতন্যশালীনি । মন্তপ্রত্যয়ঃ সকারস্ত
 বিসর্গচ্যবঃ । সামানি সামগানানি ॥২৩—২৭॥

তত ইতি । শুক্লাশনিসমো মেঘাবুশুভবজ্জতুল্যশ্যামো আকীর্ণো বেগাবিষ্টশ্চেতি তম্,
 মহোদ্ধাভিশ্চ সদৃশমিতি শেষঃ । তেজোবাহুল্যসুচনাথং বহুবচনম্ ॥২৮॥

পাংশ্বিতি । ভূতলং ব্যাপ্যোতি শেষঃ । নির্ঘাতৈঃ পরস্পরাহতবায়ুভিঃ । তদাহ তিথি-
 তস্মৈ গর্গঃ—“যদাগুরীক্ষে বলবান্ মাক্রতো মকতাহতঃ । পতত্যঃ স নির্ঘাতো জায়তে বায়ু-
 সন্তবঃ ॥” রামং জামদগ্ন্যম্, কেবলমেকম্, ‘আক্ষিপ্য জামদগ্ন্যচৈতন্যমেবাক্ষয়্য । রামস্ত দাশরথ্যেবাহনা
 প্রচোদিতঃ ক্ষিপ্তঃ ॥২৯—৩০॥

স ইতি । রামো জামদগ্ন্যঃ । বিষ্ণোর্যেব তেজো যত্র তং বামচন্দ্রম্ ॥৩১॥

রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, নদীসমূহ, তীর্থসমূহ, জীবন্যুক্ত সনাতন বালখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ,
 সকল সমুদ্র, সকল পর্বত, উপনিষদ, বসট্কার ও যাগের সহিত সকল বেদ,
 চৈতন্যশালী সামগান, ধনুর্বেদ, মেঘসমূহ, বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ রহিয়াছে ॥২৩—২৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই রামরূপী ভগবান্ বিষ্ণু শুষ্ক বজ্রের তুল্য বেগবান্
 এবং উৎকাসমূহের স্তায় তেজস্বী সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২৮॥

তখন রামবাহুনিক্ষিপ্ত সেই উজ্জ্বল বাণটা গুরুতর ধূলিবর্ষণ ও মেঘবারিবর্ষণ
 দ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত করিয়া এবং ভূমিকম্প, নির্ঘাত ও বিশাল গর্জন দ্বারা পরশুরামকে
 বিহ্বল করিয়া এবং তেজ দ্বারা কেবল তাঁহারই চৈতন্য আকর্ষণ করিয়া নিয়া চলিয়া
 গেল ॥২৯—৩০॥

কিন্তু পরশুরাম কিছু কাল বিহ্বল থাকিয়া, আবার চৈতন্য লাভ করিয়া এবং
 প্রত্যাগতপ্রাণ হইয়া বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন ॥৩১॥

বিষুনা সোহভ্যমুজাতো মহেন্দ্রমগমং পুনঃ ।
 ভীতস্ত তত্র ন্যবসদব্রীড়িতস্ত মহাতপাঃ ॥৩২॥
 ততঃ সংবৎসরেহতীতে হৃতৌজসমবহ্নিতম্ ।
 নিশ্বদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রুবন্ ॥৩৩॥
 ন বৈ সম্যগিদং পুত্র ! বিষুমাশাশু বৈকৃতম্ ।
 স হি পুজ্যশ্চ মাশুশ্চ ত্রিষু লোকেষু সর্বদা ॥৩৪॥
 গচ্ছ পুত্র ! নদীং পুণ্যাং বধূসরকৃতাস্থয়াম্ ।
 তত্রোপম্পৃশ্য তীর্থেষু পুনর্বপুরবাস্যসি ॥৩৫॥
 দীপ্তোদং নাম তদ্বীর্থং যত্র তে প্রপিতামহঃ ।
 ভৃগুর্দেবযুগে রাম ! তপ্তবানুভমং তপঃ ॥৩৬॥
 তদ্বথা কৃতবান্ রামঃ কৌন্তেয় ! বচনাং পিতৃঃ ।
 প্রাপ্তবাংশ্চ পুনন্তেজস্তীর্থেহস্মিন্ পাণ্ডুনন্দন ! ॥৩৭॥

ভাবতকৌমুদী

বিষুনেতি । মহেন্দ্রং নাম পর্বতম্ । ব্রীড়িতঃ পরাজয়াজ্জিতঃ ॥৩২॥
 তত ইতি । হৃতৌজসং রামচন্দ্রেন হৃতশ্চেজসম্ । নিশ্বদং গর্জবহ্নিতম্ ॥৩৩॥
 নেতি । বৈকৃতং দর্পবিকারঃ, ন সম্যক্ ন সমীচীনং জাতম্ ॥৩৪॥
 গচ্ছতি । বধূসরং হতি রুত আস্থয়ো নাম যশাস্থ্যাম্ । উপম্পৃশ্য স্নাত্বা ॥৩৫॥
 দীপ্তোদমিতি । দীপ্তমুজ্জলম্ উদকং যশ্চ তৎ । দেবযুগে সত্যযুগে ॥৩৬॥
 তদ্বিত্তি । তৎ স্নানম্ । শ্রুতমো জামদগ্নিঃ । পিতৃঃ পিতৃ নাকস্ত ॥৩৭॥

এবং তিনি রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে পুনরায় মহেন্দ্রপর্বতে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ভীত, লজ্জিত ও মহাতপস্থায় প্রবৃত্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তাহার পর এক বৎসর অতীত হইল, পিতৃলোকেরা আসিয়া পরশুরামকে তেজোহীন, গর্বশূন্য ও দুঃখিত দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৩৩॥

“পুত্র ! বিষুর নিকটে তোমার এই বিকার উচিত হয় নাই । কারণ, তিনি ত্রিভুবনের মধ্যেই সর্বদা পূজনীয় ও মাননীয় ॥৩৪॥

পুত্র ! তুমি পবিত্র বধূসবনায়ী নদীতে গমন কর, সেই তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় তেজ লাভ করিতে পারিবে ॥৩৫॥

রাম !। সেই তীর্থটির নাম ‘দীপ্তোদ’ । সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু যেখানে উত্তম তপস্থা করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

এতদীদৃশকং তাত ! রামেণাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

প্রাপ্তমাসীন্মহারাজ ! বিষ্ণুমাসাগ্ৰ বৈ পুরা ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
তীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যতেজোহানিকথনে চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি মহর্ষেস্তস্মৈ ধীমতঃ ।

কৰ্ম্মণাং বিস্তবং শ্রোতুমগস্তস্মৈ দ্বিজোত্তম । ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ । কথাং দিব্যামদ্ভুতামতিমানুষ্যম্ ।

অগস্ত্যস্মৈ মহাবাজ ! প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥২॥

ভাবতকৌমুদী

এতদ্বিতি । ঈদৃশকম ঈদৃশপ্রকাবকং তেজ ইতি শেনঃ, রামেণ জামদগ্ন্যন ॥৩৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহৰিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচাৰ্য্যাবচিৎপ্রায়া
মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভূয় ইতি । কিংবদন্তীৰূপেণ বিদিতবৃদ্ধাস্তস্মৈ বিশেষাবধাৎপ্রণামেয়ং জিজ্ঞাসাম ॥১॥

শৃণুতি । কথামুপাখ্যানম্, দিব্যামদ্ভুতাম্, অতিমানুষ্যমর্নোৎকীৰ্ত্তনীয়ম্ ॥২॥

কুন্তীনন্দন ! পরশুরাম পিতৃলোকের বাক্যানুসারে সেইভাবে জ্ঞান করিয়া-
ছিলেন এবং পুনরায় এই তীর্থেই তেজ লাভ করিয়া ছিলেন ॥৩৭॥

বৎস মহারাজ ! অক্লিষ্টকৰ্ম্মা পবশুরাম পূর্বকালে বিষ্ণুকে পাইয়া আবার এই
প্রকারে তেজ লাভ করিয়াছিলেন” ॥৩৮॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি সেই জ্ঞানী মহর্ষি অগস্ত্যের চরিত্র
বিস্তরক্রমে আবার শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১॥

লোমশ কহিলেন—“মহারাজ ! তুমি সেই অমিততেজা মহর্ষি অগস্ত্যের
অলৌকিক, অদ্ভুত ও মনোহর কথা এবং প্রভাব শ্রবণ কর ॥২॥

আসন্ কৃতযুগে ঘোরা দানবা যুদ্ধতুর্মদাঃ ।
 কালকেয়া ইতি খ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ ॥৩॥
 তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য নানা প্রহরণোত্ততাঃ ।
 সমস্তাং পর্যাধাবন্ত মহেন্দ্রপ্রস্থান্ সুরান্ ॥৪॥
 ততো বৃত্রবধে যত্নমকুর্বৎত্রিদশাঃ পুরা ।
 পুরন্দরং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥৫॥
 কৃতাজ্জলৌংস্ত তান্ সর্বান্ পরমেষ্ঠীভূত্বাচ হ ।
 বিদিতং মে সুরাঃ ! সর্বং যদ্বঃ কার্যং চিকৌর্ষিতম্ ॥৬॥
 তমুপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথা বৃত্রং বধিষ্যথ ।
 দধীচ ইতি বিখ্যাতো মহানৃষিরদারধীঃ ॥৭॥
 তং গঙ্গা সহিতাঃ সর্বে বরং বৈ সম্প্রযাচত ।
 স বো দাস্ত্যতি ধর্ম্মায়া স্ত্রীতেনাস্তরাহ্মনা ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

আসন্নিতি । গণাঃ সঙ্ঘৌভূতাঃ । কালকেয়োংপতিবাদিপর্কনি ব্রহ্মব্যা ॥৩॥
 ত ইতি । উক্ততানি নানা প্রহরণানি গৈশ্চ, অগ্নাহিতাদিবং পরনিপাতঃ ॥৪॥
 তত ইতি । ত্রিদশা দেবাঃ । উপতস্থিরে উপগতবস্তঃ ॥৫॥
 কুতেতি । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা । চিকৌর্ষিতং কৰ্ম্মমিষ্টং যে যুযাকং যং কার্যম্ ॥৬॥
 তমিতি । ঋষিরস্তুীতি শেষঃ । উদাবধীত্বাদদেয়মপি দাস্ত্যতীতি ভাবঃ ॥৭॥

সত্যযুগে অতি দাক্ষিণ্যবুদ্ধতুর্দধি 'কালকেয়'-এ ম বিখ্যাত বহুসংখ্যক দানব ছিল ॥৩॥

তাহারা বৃত্রাসুরকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের দিকে সকল দিক্ হইতে ধাবিত হইয়াছিল ॥৪॥

তৎপরে দেবতারা পূর্বের বৃত্রাসুরকেই বধ করিবার জন্ত যত্ন করিলেন ; তাই তাহারা ইন্দ্রকে অগ্রবস্তী করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

তাহারা সকলে যাইয়া কৃতাজ্জলি হইয়া দাড়াইলেন ; তখন ব্রহ্মা বলিলেন—
 “দেবগণ ! তোমরা যে কার্য্য করিবা, ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি ॥৬॥

তোমরা যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে পারিবে, সেই উপায় আমি বলিব ।
 ‘দধীচ’-নামে উদারচেতা এক মহর্ষি আছেন ॥৭॥

তোমরা সকলে যাইয়া সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা কর । তিনি ধর্ম্মায়া ; সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট চিত্তেই তোমাদিগকে বর দান করিবেন ॥৮॥

স বাচ্যঃ সহিতৈঃ সর্বেষ্ববদ্বির্জয়কাজ্জিভিঃ ।
 স্বাশ্বশ্বানি প্রয়চ্ছেতি ত্রৈলোক্যস্থ হিতায় বৈ ॥৯॥
 স শরীরং সমুৎসৃজ্য স্বাশ্বশ্বানি প্রদাস্ততি ।
 তস্তাশ্বিভির্মহাবোরং বজ্রং সংক্রিয়তাং দৃঢ়ম্ ॥১০॥
 মহচ্ছত্রহণং ঘোরং ষড়শ্রং ভীমনিশ্বনম্ ।
 তেন বজ্রেণ বৈ ব্রতং বধিষ্যতি শতক্রতুঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
 এতচ্চঃ সর্বমাধ্যাতং তস্মাচ্ছীত্বং বিধীয়তাম্ ।
 এবমুক্তান্ততো দেবা অনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ॥১২॥
 নারায়ণং পুরস্কৃত্য দধীচস্ত্যাশ্রমং যযুঃ ।
 সরস্বত্যাঃ পরে পারে নানাক্রমলতারতম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 ষট্‌পদোদগীতনিদৈর্বিঘূষ্টং সামগৈরিব ।
 পুংস্কো কিলরবোম্মিষ্রং জীবজীবকনাদিহম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । সাহিত্যেন যাজ্ঞায় গুরুত্বাতিরেক ইত্যাদিঃ । দাস্ততি তং বধম্ ॥৮॥
 স ইতি । ত্রৈলোক্যস্থ হিতায় একস্ত প্রাণত্যাগো যুক্ত এবত্যতিপ্রায়ঃ ॥৯॥
 স ইতি । সংক্রিয়তাং নিশ্চীয়তাম্ । দৃঢ়ং নৌহাদপি, অতিপ্রাচীনস্বাস্তদশ্বামিতি ভাবঃ ।
 শত্রুঃ হস্তীতি শত্রুহণম্, পচাদিহাদচ্ । ষড়শ্রং ষট্‌কোণম্ ॥১০—১১॥
 এতদ্বিতি । অনুজ্ঞাপা অনুজ্ঞাং কারয়িষ্য । পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥১২—১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ভূয় ইতি ॥১—৭॥ স বো দাস্ততি ঐপ্সিতমিতি শেষঃ ॥৮—১০॥ ষড়শ্রি ষট্‌কোণম্
 ॥১১—১৩॥ জীবজীববদ্বিবেতি লুপ্তোপমা, যতো জীবকৈঃ ক্ষুদ্রজীবৈঃ পশ্বাদিতিনির্দিতমত-

তোমরা জয়াভিলাষীরা সকলেই সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, “ত্রিভুবনের
 মঙ্গলের জন্য আপনি আপনার অস্থিগুলি দান করুন” ॥৯॥

তিনি দেহত্যাগ করিয়া নিজের অস্থিগুলি দান করিবেন ; তাঁহার অস্থি দ্বারা
 অতি ভয়ঙ্কর, দৃঢ়, বৃহৎ, শত্রুঘাতী, ষট্‌কোণ ও ভীমনাদী একটা বজ্র নির্মাণ করিবে ।
 সেই বজ্রদ্বারা ইন্দ্র ব্রহ্মাসুরকে বধ করিবেন ॥১০—১১॥

দেবগণ ! এই তোমাদের নিকট সমস্ত বলিলাম ; তোমরা সহর এই কার্য্য
 কর ।” ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, তাহার পর দেবতারা ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া
 নারায়ণকে অগ্রবর্তী করিয়া সরস্বতী নদীর অপর পারে নানাবিধ বৃক্ষলতায় আবৃত
 দধীচমুনির আশ্রমে গেলেন ॥১২—১৩॥

মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ স্মরৈশ্চমরৈরপি ।

তত্র তত্রানুচরিতং শার্দূলভয়বজ্জিতৈঃ ॥১৫॥

করেণুভির্বারণৈশ্চ প্রতিমকরটামুখৈঃ ।

সরোহবগাঢ়ৈঃ ক্রৌড়ন্তিঃ সমস্তাদনুনাদিতম্ ॥১৬॥

সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্গহানাদান্ নদন্তিরনুনাদিতম্ ।

অপরৈশ্চাপি সংলীনৈগুহাকন্দরশায়িভিঃ ॥১৭॥

তেষু তেষবকাশেষু শোভিতং স্মনোরমম্ ।

ত্রিপিষ্টপসমপ্রখ্যং দধীচাশ্রমমাগমন্ ॥১৮॥ (কুলকম্)

তত্রাপশ্যন্ দধীচং তে দিবাকরসমদ্রুতিম্ ।

জাজ্বল্যমানং বপুষা যথা লক্ষ্ম্যা পিতামহন্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

আশ্রমং বিশিনষ্টি পঞ্চভিঃ । ষট্পদেতি । সামগৈত্রাক্ষণৈরিব, ষট্পদানাং ভ্রমরণাম্ উদ্-
গীতনিনদৈগানধ্বনিভিঃ, বিঘুষ্ঠং শব্দিতম্ । পুংস্কোকিলানাং রবৈক্মিশ্রং যুক্তম্, জীবন্তীবকৈঃ
পক্ষিবেশৈর্নাদিতম্ । স্মরচমরৌ যুগবিশেষৌ । শার্দূলভয়বজ্জিতৈরিত্যনেন মুনিপ্রভাবাৎ
হিংসারাহিত্যং সূচিতম্ । সরোহবগাঢ়ৈর্জলাশয়প্রবিষ্টৈঃ, করেণুভির্হস্তিনীভিঃ সহ ক্রৌড়ন্তিঃ,
প্রভিন্নানি মদস্ত্রাবীণি করটামুখানি গণ্ডরয়বদনানি যেষাং তৈঃ । করটেতি হৃষস্তু দীর্ঘতা ।
বারণৈহস্তিভিঃ, সমস্তাং সর্পাসু দিক্ষু, অনুনাদিতম্ । নদন্তিঃ কুরুন্তিঃ । অপরৈশ্চাপি সিংহৈ-
র্ব্যাঘ্রৈঃ, গুহাসু কন্দরেষু বিবরেষু চ শেরেণ তিষ্ঠন্তীতি বৈঃ । “কন্দরোহঙ্কুশে । বিবরে চ
গুহায়াঞ্চ” ইতি হেমচন্দ্রঃ । অবকাশেষু বৃক্ষলতাদিশূক্ৰস্থানেষু, শোভিতং দূর্কাদিভিঃ । ত্রিপিষ্টপ-
সমা স্বর্গতুল্যা প্রখ্যা শোভা যন্ত তম্ । আগমন্ দেবা ইত্যম্বুজিঃ ॥১৪—১৮॥

তজ্জেন্তি । তে দেবাঃ । লক্ষ্ম্যা শরীরকাস্তিয়া, পিতামহং ব্রহ্মণম্ ॥১৯॥

যে আশ্রমে সামগানকারী ব্রাহ্মণগণের ছায় ভ্রমরণ গান করিতেছিল ;
পুরুষজাতীয় কোকিলগণ ও চকোরপক্ষিগণ রব করিতেছিল ; ব্যাভ্রভয়বিহীন
মহিষগণ, শূকরগণ, স্মরহরিণগণ ও চমরহরিণগণ সেই সেই স্থানে বিচরণ
করিতেছিল ; মদস্ত্রাবী হস্তিগণ হস্তিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, সরোবরে
অবগাহনপূর্বক খেলা করিতে থাকিয়া সকল দিকে শব্দ করিতেছিল ; বিচরণকারী
সিংহগণ ও ব্যাঘ্রগণ এবং গুহা ও গর্তশায়ী নভূত সিংহগণ ও ব্যাঘ্রগণ গুরুতর গজ্জন
করিতেছিল ; সেই সেই স্থানে নবত্বেণ শোভা জন্মাইতেছিল এবং স্বর্গের তুল্য
সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল ; দেবতারা সেই দধীচমুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত
হইলেন ॥১৪—১৮॥

তাহারা সেই আশ্রমে শরীরকাস্তিতে ব্রহ্মার ছায় দেদীপ্যমান এবং সূর্য্যের তুল্য
তেজস্বী দধীচমুনিকে দর্শন করিলেন ॥১৯॥

তস্ত্য পাদৌ সুরা রাজমভিবাণ্ড কৃতাজ্জলি ।

অযাচন্ত বরং সৰ্বৈ যথোক্তং পরমৈষ্ঠিনা ॥২০॥

ততো দধীচঃ পরমপ্রতীতঃ সুরোত্তমাংস্তানিদমভ্যুবাচ ।

করোমি যদ্বো হিতমগ্ৰ দেবাঃ ! স্বধাপি দেহং স্বয়মুৎসৃজামি ॥২১॥

স এবমুক্ত্যু দ্বিপদাং বরিষ্ঠঃ প্রাণান্ বশী স্বান্ সহসোৎসসজ্জ ।

ততঃ সুরাস্তে জগৃহুঃ পরাসোরস্থানি তস্ত্যথ যথোপদেশম্ ॥২২॥

প্রহৃষ্টরূপাশ্চ জয়ায় দেবাস্ত্বষ্টারমাগম্য তমর্থমুচুঃ ।

ত্বষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য প্রহৃষ্টরূপঃ প্রযতঃ প্রবহ্নাৎ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্ত্যেতি । কৃতঃ অঞ্জলিঃ করদ্বয়যোগে যশ্বিন্ কশ্মণি তদ্যথা তথা ॥২০॥

তত ইতি । পরমপ্রতীত আত্মনা জগদ্রূপকারসম্ভবশ্রবণাদতীবানন্দিতঃ, “প্রতীতঃ সাদিবে জ্ঞাতে হৃষ্টপ্রখ্যাতয়োস্ত্রিষু” ইতি মেদিনী । বো যুষ্মাদম্ । অহো ! জগত্যাামীদৃশমুদাহবণমগ্ৰজ্ঞা-
সম্ভবমেব, যৎ স্বদেহত্যাগেনৈব পরোপকারকং বণম্ ॥২১॥

স ইতি । দ্বিপদাং মনুজাণাম্ । বশী প্রাণত্যাগেহপি স্বাধীনঃ । উৎসসজ্জ যোগবলেন
তত্যাঙ্গ । পরাসৌমুত্তস্ত । যথোপদেশং ব্রহ্মণ উপদেশমনতিক্রম্য ॥২২॥

ভাবতভাবদাপঃ

শ্বেতনমিবেত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥ কবেবুভিহস্তিনীভিঃ, প্রভিন্না মদশ্রাবি কবচা মদোন্তেদস্তান-
গণ্ডস্থলৈকদেশস্তস্ত মূখম্পবিভাগো যেষাং ১৩: ১৬—১৭। দ্বিবিষ্টপদমগ্রং স্বর্গতুল্যপ্রকাশম্
॥১৮—২১॥ পরাসোঃ গতপ্রাণস্ত ॥২১—২৫॥

হতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদাপে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৫॥

রাজা ! তখন দেবতারা সকলেই দধীচমুনির চরণযুগলে নমস্কার করিয়া
কৃতাজ্জলিপুটে—ব্রহ্মা যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, তেমন বরই প্রার্থনা করিলেন ॥২০॥

তাহার পব দধীচমুনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই দেবশ্রেষ্ঠগণকে এই কথা
বলিলেন—“দেবগণ ! আপনাদের যাহা হিত, তাহা আজ আমি করিতেছি, আমি
নিজেব দেহও নিজে ত্যাগ করিতেছি” ॥২১॥

মনুজ্যশ্রেষ্ঠ স্বাধীন দধীচমুনি এইরূপ বলিয়া (যোগবলে) তৎক্ষণাৎ নিজে প্রাণ
পরিত্যাগ করিলেন । তাহার পব সেই দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশক্রমে মৃত দধীচমুনির
অস্থিগুলি গ্রহণ করিলেন ॥২২॥

তৎপরে দেবতারা আনন্দিত হইয়া জয়লাভের জন্ত বিশ্বকর্মার নিকট আসিয়া

চকার বজ্রং ভৃশমুগ্ররূপং কৃষ্ণা চ শক্রং স উবাচ হৃষ্টঃ ।

অনেন বজ্রপ্রবরেণ দেব ! ভগ্নীকুরুষ্মাণ্ড সুরারিনুগ্রম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ততো হতারিঃ সগণঃ স্ত্বং বৈ প্রশাধি কৃৎস্নং ত্রিদিবং দিবিষ্ঠঃ ।

স্বষ্টী তথোক্তস্ত্ব পূরন্দরন্তরজ্রং প্রহৃষ্টঃ প্রয়তো হৃগৃহ্মাৎ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং বজ্রনির্মাণকথনে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

ততঃ স বজ্রৌ বলিভির্দেবৈঃ তরভিরক্ষিতঃ ।

আসাদ ততো ব্রতং স্থিতমাবৃত্য রোদসৌ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

প্রহৃষ্টেতি । স্বষ্টীয়াং বিশ্বকর্মাণাম্ । অর্থং বজ্রনির্মাণরূপং বিশ্বয়ম্ । প্রয়তঃ কৃতমনোযোগঃ
সন্ । শক্রমিচ্ছম্, স হৃষ্টা । সুরারিং বৃত্রাসুরম্ ॥২৩—২৪॥

তত ইতি । সগণ আত্মায়বর্গসংহিতঃ । দিবিষ্ঠঃ স্বর্গে স্থিত এব । প্রয়তঃ সাবধানঃ ॥২৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাপণ্ডিত-ব্রহ্মৱ-ত্রিহরিদাসমিত্রাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিদ্যচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসংখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রা পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

সেই বিষয় বলিলেন । তখন বিশ্বকর্মা তাহাদের কথা শুনিয়া, আনন্দিত ও
মনোযোগী হইয়া, যত্নপূর্বক অতিভয়ঙ্করাকৃতি বজ্র নির্মাণ করিলেন, সেইরূপ বজ্র
নির্মাণ করিয়া আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন—“দেব ! আপনি এখন এই উত্তম
বজ্রদ্বারা ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে ভষ্ম করুন ॥২৩—২৪॥

শক্র সংহার করিয়া তৎপরে স্বর্গে থাকিয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত সুখে সমস্ত
স্বর্গরাজ্য শাসন করুন ।” বিশ্বকর্মা সেইরূপ বলিলে, দেবরাজ আনন্দিত ও
সাবধান হইয়া সেই বজ্র গ্রহণ করিলেন” ॥২৫॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর ইন্দ্র বজ্র ধারণ করিয়া, বলসম্পন্ন দেবগণ-
কর্তৃক সকল দিকে রক্ষিত হইয়া, স্বস্থান হইতে যাইয়া বৃত্রাসুরকে পাইলেন ;

কালকেয়ৈর্মহাকায়েঃ সমস্তাদভিরক্ষিতম্ ।
 সমুগ্ধতপ্রহরণৈঃ সশৃঙ্গৈরিব পর্বতৈঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
 ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবানাং দানবৈঃ সহ ।
 মুহূর্তং ভরতশ্রেষ্ঠ ! লোকত্রাসকরং মহৎ ॥৩॥
 উগ্ধতপ্রতিপিষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ ।
 আসীৎ স্ততুমূলঃ শব্দঃ শরীরেষুভিপাত্যতাম্ ॥৪॥
 শিরোভিঃ প্রপতন্তিচাপ্যন্তরীক্ষান্মহীতলম্ ।
 তালৈরিব মহারাজ ! বৃন্তাদ্ভ্রষ্টৈরদৃশ্যত ॥৫॥
 তে হেমকবচা ভূত্বা কালেয়াঃ পরিঘায়ুধাঃ ।
 ত্রিদশানভ্যবর্তন্ত দাবদগ্ধা ইবাদ্রয়ঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বজ্রী বজ্রধর ইন্দ্রঃ । রোদসী স্বর্গমর্ত্যো, “ভূত্বা বো রোদস্তো রোদসী চ তে”
 ইত্যমরঃ । ততঃ স্বদেশাং । কালকেয়ৈরহরৈঃ । প্রহরণানাং শৃঙ্গভূত্বম্ ॥১—২॥

তত ইতি । মুহূর্তং কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্য । মহদযুদ্ধমিতি সম্বন্ধঃ ॥৩॥

উগ্ধতেতি । বীরানাং বাহুভিঃ, আদৌ উগ্ধতা উত্তোপিতাঃ অনন্তরং প্রতিপিষ্টা বিপক্ষৈঃ
 প্রত্যাঘাতেন ভগ্নাস্তেঘাম্, বিপক্ষাণাং শরীরেষু অভিপাত্যতাম্ অভিপাত্যমানানাং খড়্গানাম্,
 স্ততুমূলঃ শব্দ আসীৎ ॥৪॥

শিরোভিরিতি । তালৈঃ ফলৈরিব । মহীতলং ব্যাপ্তমিতি শেষঃ ॥৫॥

ত ইতি । কালেয়া অম্বরঃ । অভ্যবর্তন্ত অভ্যধাবন্ত দাবো বনবহিঃ ॥৬॥

বৃত্রাসুর তখন (আপন সৈন্যগণ দ্বারা) স্বর্গ-মর্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতে-
 ছিল ; আর শৃঙ্গযুক্ত পর্বতসমূহের স্থায় উগ্ধতাস্থ বিশাল দেহ কালকেয় অশুরগণ
 সকল দিক্ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল ॥১—২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর কিছুকাল দানবগণের সহিত দেবগণের লোকভয়জনক
 মহাযুদ্ধ হইল ॥৩॥

বীরগণ হস্ত দ্বারা তরবারি সকল উত্তোলন করিয়া বিপক্ষগণের শরীরে আঘাত
 করিবার উপক্রম করিবামাত্র বিপক্ষেরা প্রতিঘাত করিল ; তৎক্ষণাৎ সে তরবারিগুলি
 ভগ্ন হইতে থাকায় অতিতুমূল শব্দ হইতে থাকিল ॥৪॥

মহারাজ ! তখন দেখা গেল যে, বৃন্তচ্যুত তালফলের স্থায় আকাশ হইতে
 নিপতিত মস্তকদ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত হইতে লাগিল ॥৫॥

তখন কালকেয় অশুরগণ স্বর্ণময় কবচ ধারণপূর্বক পরিঘ উত্তোলন করিয়া
 দাবান্নিদহমান পর্বতসমূহের স্থায় দেবগণের দিকে ধাবিত হইল ॥৬॥

তেষাং বেগবতাং বেগং সাভিমানং প্রধাবতাম্ ।
 ন শেকুস্ত্রিদশাঃ সোঢ়ুং তে ভগ্না প্রাদ্ৰবন্ ভয়াৎ ॥৭॥
 তান্ দৃষ্ট্ৱা দ্রবতো ভীতান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।
 রূত্রে বিবর্ক্যমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥৮॥
 কালেয়ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ ।
 জগাম শরণং শীঘ্রং তন্ত নারায়ণং প্রভুম্ ॥৯॥
 তং শক্রং কশ্মলাবিষ্টং দৃষ্ট্ৱা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
 স্বতেজো ব্যদধচ্ছক্রে বলমস্ত্র বিবর্ক্যন্ ॥১০॥
 বিষ্ণুনা গোপিতং শক্রং দৃষ্ট্ৱা দেবগণাস্ততঃ ।
 সর্বৈ তেজঃ সমাদধ্যুস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োহমলাঃ ॥১১॥
 স সমাপ্যায়িতঃ শক্ৰো বিষ্ণুনা দৈবতৈঃ সহ ।
 ধাবিতিশ্চ মহাভাগৈর্বলবান্ সমপগত ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । সাভিমানং সগর্ভম্ । ভগ্নাঃ স্বসংঘবিঘ্নিষ্টাঃ সন্তঃ ॥৭॥
 তানিতি । কশ্মলং মোহম্, “মূচ্ছা তু কশ্মলং মোহঃ” ইত্যমরঃ ॥৮॥
 কালেয়েতি । শরণং জগাম, আশ্রয়নি বলাধানার্থমিতি ভাবঃ ॥৯॥
 তমিতি । কশ্মলাবিষ্টং মোহাবিষ্টম্ । ব্যদধৎ অপিতবান্ ॥১০॥
 বিষ্ণুনেতি । গোপিতং রক্ষিতম্ । সমাদধ্যুবপিতবন্তঃ । অমলা নিষ্পাপাঃ ॥১১॥
 স হতি । সমাপ্যায়িতঃ তেজোহর্পণেন বর্কিতঃ । সমপগত অজায়ত ॥১২॥

• ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । রোদসী ছাবাপৃথিব্যো ॥১—৩॥ বীরবাহুভিঃ সাক্ষ্যাদাবৃত্ততাঃ পশ্চাদ্ভ্যোঃ
 প্রতিপিষ্টোস্তেষাম্ ॥৪॥ তালৈস্তালফলৈঃ ॥৫—৯॥ ব্যদধৎ নিহিতবান্ ॥১০—১২॥ বলস্বং

গর্ভের সহিত ধাবিত বেগবান্ সেই অশুরগণের বেগ দেবতারা সহ্য করিতে
 পারিলেন না ; তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

বৃত্রাশুরের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, দেবগণ ভীত হইয়া পলায়ন
 করিতেছেন—ইহা দেখিয়া দেবরাজ অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইলেন ॥৮॥

এক তিনি কালেয় অশুরগণের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া সত্বরই যাইয়া প্রভু
 নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥৯॥

তখন সনাতন নারায়ণ দেবরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া উহার বলবৃদ্ধি করিবার
 জন্ত নিজের তেজ উহার শরীরে সমর্পণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর দেবতারা ও নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই দেবরাজকে বিষ্ণুকর্তৃক
 রক্ষিত দেখিয়া আপন আপন তেজ তাঁহার শরীরে সমর্পণ করিলেন ॥১১॥

জ্ঞাহ্বা বলস্থং ত্রিদশাধিপস্থ ননাদ বৃত্তো মহতো নিনাদান্ ।
 তস্য প্রণাদেন ধরা দিশশ্চ খং গোৰ্নগাশ্চাপি চচাল সৰ্ব্বম্ ॥১৩॥
 ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ শ্রুত্বা রবং ঘোররূপং মহান্তম্ ।
 ভয়ে নিমগ্নস্তুরিতো মুমোচ বজ্রং মহন্তস্য বধায় রাজন্ । ॥১৪॥
 স শক্রবজ্রাভিততঃ পপাত মহাস্রবঃ কাঞ্চনমালাধারী ।
 যথা মহাশৈলবরঃ পুরস্তাং স মন্দরো বিষ্ণুকরাধ্বিমুক্তঃ ॥১৫॥
 তস্মিন্ হতে দৈত্যববে ভয়ার্তঃ শক্রঃ প্রতুদ্রাব সবঃ প্রবেষ্টম্ ।
 বজ্রং স মেনে ন করাদ্বিমুক্তং বদ্রং ভয়াচ্চাপি হতং ন মেনে ॥১৬॥
 সৰ্ব্বৈ চ দেবা মৃদিতাঃ প্রহৃষ্টা মহর্ষয়শ্চেন্দ্রমভিকুবন্তঃ ।
 বদ্রং হতং সংদদৃশুঃ পৃথিব্যাং বজ্রহতং শৈলমিবাবদৌৰ্ণম্ ॥১৭॥

ভাবতকৌমুদী

জ্ঞাহ্বতি । বনস্থং বলবন্তম্ । নানদ চকার । নগাঃ পৰ্ব্বতাশ্চ, এতৎ সৰ্ব্বম্ ॥১৩॥
 তত ইতি । পৰমাভিতপ্তঃ অতীবসম্পদচিহ্নঃ । তস্য বৃত্তাস্রবস্ত ॥১৪॥
 স ইতি । স বদ্রঃ । পুরস্তাং পূৰ্ব্বং সমুদ্রমন্তনানন্তবমিত্যর্থঃ ॥১৫॥
 তস্মিন্নিতি । ভয়াতিবেকাদিস্রাস্তাং মথানেব বিপ্রম্ অসীদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

তখন মহাভাগ ঋষিগণ ও দেবগণেব সহিঃ বিষ্ণু তেজ দান কবিয়া বদ্ধিত
 করিলে, দেববাজ অত্যন্ত বলবান হইলেন ॥১২॥

দেববাজ বলবান হইয়াছেন—ইহা জানিয়া বৃত্তাস্রব বিশাল সিংহনাদ করিয়া
 উঠিল ; তাহাব সেই সিংহনাদে পৃথিবী, দিক্ সকল, আকাশ, স্বৰ্গ ও পৰ্ব্বত এই
 সমস্তই যেন কাঁপিতে লাগিল ॥১৩॥

বাজা ! তাহাব পর দেববাজ বৃত্তাস্রবের বিশাল ও ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনিয়া,
 অত্যন্ত সম্ভ্রুত ও ভয়ে নিমগ্ন হইয়া, তাহার বধেব জ্ঞাত্য সহবই সেই বিশাল বজ্র
 নিক্ষেপ কবিলেন ॥১৪॥

স্বৰ্ণমালাধারী মহাস্রব বদ্র ইন্দ্রের বজ্রে তাড়িত হইয়া—পূৰ্ব্বকালে বিষ্ণুর হস্ত
 হইতে বিমুক্ত মহাপৰ্ব্বত মন্দরেন গ্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥১৫॥

সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ বদ্র নিহত হইলে, ইন্দ্র ভয়বিহ্বল হইয়া সরোবরে প্রবেশ
 কবিলেব জ্ঞাত্য ধাবিত হইলেন । কারণ, আপন হস্ত হইতে বজ্র যে নিক্ষিপ্ত
 হইয়াছিল, তাহা তিনি ভয়বশতঃ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন না ; কিংবা
 বৃত্তাস্রব যে নিহত হইয়াছিল, তাহাও তিনি ভয়বশতই মনে করিতে পারিয়াছিলেন
 না ॥১৬॥

সৰ্বাংশ্চ দৈত্যাংস্কুরিতাঃ সমেত্য জন্মুঃ সুরা বৃহবধাভিতপ্তান্ ।
 তৈস্ত্রাশ্চামানাদ্ৰিদৈঃ সমেতৈঃ সমুদ্রমেবাবিবিশুৰ্ভয়ান্তাঃ ॥১৮॥
 প্রবিশ্য চৈবোদধিমপ্রমেয়ং বাবাকুলং নক্রসমাকুলং ।
 তদা স্ম মন্ত্ৰং সহিতাঃ প্রচক্লুদ্বৈলোক্যনাসার্থমভিস্ময়ন্তুঃ ॥১৯॥
 তত্র স্ম কেচিৎমতিনিশ্চয়জ্ঞাস্তাংস্তানুপায়ানুপবৰ্ণয়ন্তি ।
 তেমানুস্ত তত্র ক্রমকালযোগাদ্ভোবা মতিশ্চিন্তয়তাং বভূব ॥২০॥
 যে সন্তি বিগাতপদোপপন্নাশ্চৈব বিনাশঃ প্রথমন্তু কার্য্যঃ ।
 লোকা হি সৰ্ব্বৈ তপসা প্রিয়ন্তে তস্মাদ্ভবন্সং তপসং ক্ষয়ায় ॥২১॥

ভাবতকৌমুদী

সৰ্ব ইতি । মুদিতা আনন্দিতাঃ, অতএব প্রস্তুতা উৎসন্নবদনা ইত্যপোনকৃত্যম্ ॥১৮॥
 সৰ্বানিতি । ত্রিদৈর্দৈবঃ, সমেতৈঃ সম্মিলিতৈঃ । আবাবিবিশুর্দৈত্যা ইতি শেষঃ ॥১৮॥
 প্রবিশ্যেতি । অনেকো মন্ত্ৰস্তুস্তীর্ণো । অভিস্ময়ন্তে গৰ্বিতা ভবন্তুঃ ॥১৯॥
 তদ্ব্রুত । তত্র স্ত্রাসভায়াম্, মন্ত্ৰা স্ববৃকৌশল নিশ্চয় কাব্যসিদ্ধিবশস্তাবং জানন্তীতি তে
 মতিনিশ্চয়জ্ঞাঃ, কেচিৎকৈশাঃ, জগদ্বিনাশায় তৎসান গুপ্তং ত্যাদীকুপায়ান্, উপবৰ্ণয়ন্তি স্ম । তত্র
 তদানীম্, চিন্তয়তাং জগদ্বিনাশোপায়ং ভবন্তাম্, তেহাং দৈত্যানাম্, ক্রমকালযোগাৎ ক্রমশঃ, ইযং
 ঘোষণা মতির্বভূব ॥২০॥
 য ইতি । হি যস্মাৎ । বিযন্তে অদর্শিষ্ঠন্তে । স্বপ্নং স্বপ্না যন্ধম্ ॥২১॥

এদিকে দেবতাবা ও মহর্ষিবা সকলে আনন্দিত এবং উৎফুল্লমুখ হইয়া ইন্দ্রের
 প্রশংসা কবিত্তে থাকিয়া, বহুভাষিত ভূতলপতিত পক্ষ হর ত্রায় নিহত ব্রাহ্মস্বকে
 দর্শন করিলেন ॥১৭॥

তাহাব পব দেবতাবা সম্মিলিত ও ভরিত হইয়া বৃহবধসমুপ্ত দৈত্যগণকে বধ
 করিতে লাগিলেন ; তখন সম্মিলিত দেবগণেব আক্রমণে সন্তুষ্ট হইয়া দৈত্যোবা
 যাইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করিল ॥১৮॥

মংস্ত ও কুন্তীরে পবিপূর্ণ অপবিমেয় সমুদ্রে পবেশ কবিয়া দৈত্যোবা আবার
 সম্মিলিত ও গৰ্বিত হইয়া তখনই ত্রিভুবনবিনাশেব জ্ঞান মন্ত্ৰণা করিতে লাগিল ॥১৯॥

সেই সভায় বুদ্ধিমান বলিয়া অভিমান কতকগুলি দৈত্য জগদ্বিনাশের জ্ঞান নানা
 উপায়ের বর্ণনা কবিল ; তাহাব পব চিন্তা কবিত্তে করিতে তাহাদের ক্রমশঃ এই
 ভয়ঙ্কর বুদ্ধি হইল— ॥২০॥

“বিগাত ও তপস্তাসম্পন্ন যে সকল লোক আছে, প্রথমে তাহাদিগকে বিনাশ
 করাই উচিত । কারণ, তপস্তার বলেই সমস্ত লোক অবস্থান করিতেছে ; অতএব
 তপস্তা নষ্ট করিবার জ্ঞানই সত্ত্বর চেষ্টা কর ॥২১॥

যে সন্তি কেচিচ্চ বহুন্ধরায়াং তপস্বিনো ধৰ্ম্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ ! ।

তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্ৰমেব তেষু প্রণফেষু জগৎ প্রণফম্ ॥২২॥

এবং হি সৰ্বে গতবুদ্ধিভাবা জগন্নিনাশে পরমপ্রহৃষ্টাঃ ।

দুর্গং সমাপ্তিত্য মহোন্মিমন্তং বত্নাকরং বরুণস্থালয়ং স্ম ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং বৃত্তবধোপাখ্যানেন ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

য ইতি । তান্ তপস্বিনো ধৰ্ম্মবিদশ্চ জানন্তীতি তে তথা, তৎসম্বোধনম্ ॥২২॥

এবমিতি । জগন্নিনাশে গতো বুদ্ধিভাবো মতাভিপ্রায়ো যেষাং তে । বরুণস্ত আলয়ং সমুদ্রং তদ্রূপং দুর্গং সমাপ্তিত্য পরমপ্রহৃষ্টা আসন্ । স্মৃতি পদপূরণে ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

বলবন্তম্ ॥১০—১৪॥ মাল্যধারী মাল্যধারী ॥১৫॥ হতমপি বৃত্তং ভয়াৎ ন হতমিব মেনে ॥১৬—২০॥

দ্বিগুণে জীবন্তি ॥২১—২২॥ গতবুদ্ধিভাবাঃ প্রাপ্তধীনীশ্চয়াঃ । বরুণস্থালয়ং সমুদ্রম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৬॥

—:~:—

হে অভিজ্ঞ দৈত্যগণ ! পৃথিবীতে যে কেহ তপস্বী বা ধৰ্ম্মজ্ঞ আছে, সম্বরই তাহাদিগকে বধ কর । কারণ, তাহারা বিনষ্ট হইলেই জগৎ বিনষ্ট হইবে” ॥২২॥

এইভাবে জগন্নিনাশের দিকে বুদ্ধি ও অভিপ্রায় স্থির হইলে, দৈত্যেরা সকলে মহাতরঙ্গশালী ও রক্তের আকর সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল” ॥২৩॥

—:~:—

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

লোমশ উবাচ ।

সমুদ্রং তে সমাশ্রিত্য বারুণং নির্ধিমন্তসঃ ।
কালেয়াঃ সম্প্রবর্তন্ত ত্রৈলোক্যস্য বিনাশনে ॥১॥
তে রাত্রৌ সমভিক্রুদ্ধা ভক্ষয়ন্তি সদা মুনীন্ ।
আশ্রমেষু চ যে সন্তি পুণ্যেষায়তনেষু চ ॥২॥
বশিষ্ঠশ্চাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈছ'রাষ্ট্রভিঃ ।
অশীতিঃ শতমকৌ চ নব চান্যে তপস্বিনঃ ॥৩॥
চ্যবনশ্চাশ্রমং গত্বা পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্ ।
ফলমূলশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্ ॥৪॥
এবং রাত্রৌ স্ম কুর্ক্বন্তি বিবিশুশ্চাৰ্ণবং দিবা ।
কালেয়াস্তে ছুরাষ্ট্রানো ভক্ষয়ন্তস্তপোধনান্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্রমিতি । বারুণং বরুণদেবতাকম । সম্প্রবর্তন্তেতি অডাগমাতাব আৰ্ধঃ ॥১॥
ত ইতি । ভক্ষয়ন্তি বিনাশয়ন্তি স্মেত্যর্থঃ । আয়তনেষু ক্ষেত্রেষু ॥২॥
বশিষ্ঠেতি । অত্রাপি ভক্ষিতা বিনাশিতা ইত্যর্থঃ ॥৩॥
চ্যবনশ্চেতি । ফলমূলশনানাং ফলমূলভোজিনাম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“সেই কালেয় অশুরেরা বরুণপালিত ও জলের আধার সমুদ্র-তুর্গ আশ্রয় করিয়া ত্রিভুবন-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল ॥১॥

আশ্রমে ও পুণ্যক্ষেত্রে যাহারা থাকিতেন, সেই সকল মুনিকে তাহারা প্রত্যহ রাত্রিতেই ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া বিনাশ করিত ॥২॥

সেই ছুরাষ্ট্রারা বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া একশত সাতান্নব্বই জন তপস্বী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল ॥৩॥

ব্রাহ্মণসেবিত পবিত্র চ্যবনের আশ্রমে যাইয়া ফল-মূলভোজী একশত ব্রাহ্মণকে সংহার করিল ॥৪॥

তপস্বি-সংহারে প্রবৃত্ত সেই ছুরাষ্ট্রা কালেয় দৈত্যগণ রাত্রিতে এইরূপ করিত এবং দিনেরবেলায় সমুদ্রে প্রবেশ করিত ॥৫॥

(৫) পর্যঙ্ক বা ব ক পি নান্তি ।

বনঃ ১১৪ (৮)

ভরদ্বাজাশ্রমে চৈব নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ ।

বাযুহারাস্মভক্ষাশচ বিংশতিঃ সংনিম্দিতাঃ ॥৬॥

এবং ক্রমেণ সৰ্ব্বাংস্তানাশ্রমাস্তান্ দানবাস্তদা ।

নিশায়াং পরিধাবন্তি মত্তা ভুজবলাশ্রয়াৎ ।

কালোপশ্চ্যতাঃ কালেয়া স্নস্তো দ্বিজগগান্ বহুন্ ॥৭॥

ন চৈনানস্ববুধ্যন্ত মনুজা মনুজোত্তম ! ।

এবং প্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাংস্তাপসেযু তপস্বিনঃ ॥৮॥

প্রভাতে সমদৃশ্যন্ত নিয়মাহারকর্ষিতাঃ ।

মহীতলস্থা মুনয়ঃ শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । রাজ্ঞো গুপ্তহত্যাসৌকর্য্যাৎ দিবা চ দেবভয়াদিতি ভাবঃ ॥৬॥

ভরদ্বাজেতি । নিয়তা নিয়মবস্তো ব্রতিন ইতি যাবৎ । সংনিম্দিতা নাশিতাঃ ॥৭॥

এবমিতি । কালোপশ্চ্যতা আসন্নমৃত্যবঃ । ষট্‌পাদোহংসঃ শ্লোকঃ ॥৭॥

নেতি । হে মনুজোত্তম ! তপস্বিনো মনুজা অপি, তাপসেযু এবং গুপ্তহত্যায়াং প্রবৃত্তান্ তান্ এনান্ দৈত্যান্ ন চ নৈব অস্ববুধ্যন্ত নাজানন্ত । যতঃজ্ঞান, তদাবশ্যমেব তপোবলেণ স্তবায়িষ্ণুরিতি ভাবঃ ॥৮॥

প্রভাত ইতি । নিয়মেন উপবাসাদিত্রতেন আহারেণ ফলমূলাদিমাত্রভোজনেন চ কর্ষিতাঃ কৃশীকৃতশরীরাঃ । গতজীবিতৈঃ শরীরৈর্বিশিষ্টাঃ সমদৃশ্যস্তাপসৈঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সমুজ্জমিতি । কালেয়াঃ কালীয়াঃ কল্পপভার্গ্যায়াঃ পুত্রাঃ ॥১—৬॥ কালোপশ্চ্যতাঃ মৃত্যুনা গ্রস্তাঃ ॥৭॥ তাপসেযু প্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাপসা এব তপসা কুতো ন বায়স্বিন ইত্যশঙ্ক্যাহ— তপস্বিণিতি । তপসৈব ধনবৎস্ব দেহনাশেহপি তপোনানশো মাভুদ্বিতি ভাবঃ ॥৮॥

এক তাহারা ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া ব্রতী, ব্রহ্মচারী, বায়ুভোজী ও জলমাত্রপায়ী কুড়ি জন তপস্বীকে সংহার করিল ॥৬॥

বাহুবলে মস্ত সেই আসন্নমৃত্যু কালেয়দানবেরা তখন এই প্রকারে বহুতর ব্রাহ্মণকে বধ করিতে থাকিয়া রাত্রিতে সেই সকল আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ ! সেই দৈত্যেরা তপস্বিগণের প্রতি এইভাবে গুপ্তহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেও তপস্বীরা তাহা বুঝিতে পারিতেন না ॥৮॥

প্রভাতকালে দেখা যাইত উপবাসে ও ফলমূলমাত্র ভোজনে কৃশ এবং প্রাণহীন মুনীগণের শরীরগুলি ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে ॥৯॥

ক্ষীণমাংসৈবিরুদ্ধিরৈবিসম্ভাষ্যৈবিসন্ধিভিঃ ।
 আকৌর্নৈরাবভৌ ভূমিঃ শঙ্খানামিব রাশিভিঃ ॥১০॥
 কলসৈবিপ্রবিদ্বৈশ্চ অবৈভগ্নৈস্তথৈব চ ।
 বিকৌর্নৈরগ্নিহোত্রৈশ্চ ভূবভুব সমারুতা ॥১১॥
 নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নষ্টগজ্ঞোৎসবক্রিয়ম্ ।
 জগদাসৌমিরুৎসাহং কালেয়ভয়পীড়িতম্ ॥১২॥
 এবং সংক্ষীর্ণমাণাশ্চ মানবা মনুজেশ্বর ! ।
 আত্মত্ৰাণপরা ভীতাঃ প্রাদ্ৰবন্ত দিশো ভয়াৎ ॥১৩॥
 কোচিদ্গুহাঃ প্রবিবিশুর্নিবরাংশ্চাপরে তথা ।
 অপরে মরণোন্মীয়া ভয়াৎ প্রাণানবাস্থজন্ ॥১৪॥
 কোচদত্র মহেসাসাঃ শূরাঃ পরমহর্ষিতাঃ ।
 মার্গমাণাঃ পরং যত্ত্বং দানবানাং প্রচক্রিরে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষীণেতি । বিমজ্জাটম্ : মজ্জাভ্রদতিতঃ, বিসন্ধিভিঃ বিল্লিষ্টসংযোগস্থানৈঃ ॥১০॥
 কলসৈবিত্তি । বিপ্রবিদ্বৈশ্চাত্ত্বাঃ দিনাঃ বিপদোত্তাকৃতৈঃ, অবৈবর্ষজ্ঞপাত্রবিশেষৈঃ ॥১১॥
 নিবিত্তি । নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারঃ বেদপাঠদেহবিদ্যাদিহিতম্ ॥১২॥
 এবমিতি । আত্মত্ৰাণপরা আত্মক্ষাৎপূতাঃ সমুঃ ॥১৩॥
 কেচিদিতি । নিবরাণ্ পৰ্বতজলপ্রবাহান্ তদাবৃতদেশানিত্যর্থঃ ॥১৪॥

রক্ত, মাংস, মজ্জা ও ত্বস্ত্র না থাকায় এবং মাসকল বিল্লিষ্ট হওয়ায় কেবল
 অস্থিরাশিই অবশিষ্ট রহিত : সুতরাং শঙ্খরাশির ন্যায় বিক্ষিপ্ত সেই অস্থিরাশিদ্বারা
 ভূতল ব্যাপ্ত থাকিত ॥১০॥

উল্টা-পাল্টা করা কলসী, ভয় শ্রব এবং ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত অগ্নিহোত্রের পাত্রগুলি
 দ্বারা ভূতল আবৃত থাকিত ॥১১॥

তখন জগৎটাই কালেয় অসুরগণের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িল বলিয়া বেদপাঠ,
 বষট্কার, যজ্ঞ ও উৎসবকার্য তিরোহিত হইয়া গেল এবং কাহারও কোন উৎসাহ
 থাকিল না ॥১২॥

রাজা ! মনুষ্যাগণ এইভাবে ক্ষয় পাইতে থাকিয়া অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া
 আত্মরক্ষার জন্ত নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৩॥

কতকগুলি লোক যাইয়া গুহায় প্রবেশ করিল, অন্য কতকগুলি পার্বত্য জল-
 প্রপাতের অন্তরালে লুকাইল এবং মৃত্যুভয়ে অস্থির অপর কতকগুলি লোক ভয়ে
 প্রাণত্যাগই করিল ॥১৪॥

ন চৈতানধিজগ্মুস্তে সমুদ্রং সমুপাশ্রিতান্ ।
 জ্রমং জগ্মুশ্চ পরমমাজগ্মুঃ ক্ষয়মেব চ ॥১৬॥
 জগত্ব্যপশমং যাতে নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ে ।
 আজগ্মুঃ পরমামার্ত্তিং ত্রিদশা মনুজেশ্বর ! ॥১৭॥
 সমেত্য সমহেন্দ্রাশ্চ ভয়াশ্মস্তং প্রচক্রিরে ।
 শরণ্যং শরণং দেবং নারায়ণমজং বিভূম্ ॥১৮॥
 তেহভিগম্য নমস্কৃত্য বৈকুণ্ঠমপরাজিতম্ ।
 ততো দেবা সমস্তান্তে তদোচুর্মধুসূদনম্ ॥১৯॥
 ত্বং নঃ শ্রুতা চ ভর্তা চ হর্তা চ জগতঃ প্রভো ।
 ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং যচ্চৈশ্বর্যং যচ্চ নেমস্ফতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অথ তেবাং বিনাশায় কোহপি কিং ন যততে স্মেত্যাং দ্বাভ্যাং—কেচিদিতি । মহেশ্বাসা
 মহাধনুর্ধরাঃ । মার্গমাণাঃ তানস্বানেনাবাষ্টিগন্তঃ, দানবানাং বিনাশায়েতি শেষঃ ॥১৫॥
 নেতি । অধিজগ্মুঃ প্রাপুঃ । ক্ষয়ং গৃহম্, “নিলয়াপচয়ো ক্ষয়ো” ইত্যমরঃ ॥১৬॥
 জগতীতি । উপশমম্ উৎসাহনিবৃতিম্, নষ্টা যজ্ঞা উৎসবক্রিয়াশ্চ যস্মিন্ ওক্ত ॥১৭॥
 সমেত্যেতি । সমেত্য প্রাপ্য । শরণ্যং শরণেষু রক্ষকেষু সাধুম্, শরণং রক্ষকম্ ॥১৮॥
 ত ইতি । বৈকুণ্ঠং নারায়ণম্ । সৰ্ব্বত্রাপরাজিতত্বাদেবাবাস ইতি ভাবঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

শরীরৈর্মাংসাদিরহিতত্বাদহিমাঐরিত্যর্থঃ ॥১২॥ অতএব শঙ্খরাশিভূল্যৈঃ ॥১০॥ কলশৈঃ
 শিরোধটেঃ ॥১১—১৪॥ দানবানাং বধায়েতি শেষঃ ॥১৫॥ ক্ষয়ং গৃহং নাশং বা ॥১৬—১৯॥

এই সময়ে কতকগুলি মহাধনুর্ধর বীর অত্যন্ত হুটুচিন্তে সেই দানবগণকে অন্বেষণ
 করিতে থাকিয়া তাহাদের বধের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ॥১৫॥

কিন্তু সেই দানবেরা সমুদ্রে ছিল বলিয়া তাহাদিগকে তাহারা পাইল না ; পরে
 সেই বীরগণ পরিজ্ঞাস্ত হইয়া গৃহেই ফিরিয়া আসিয়াছিল ॥১৬॥

রাজা ! যজ্ঞ ও উৎসবকার্য্য তিরোহিত হওয়ায় জগৎটাই অবসন্ন হইয়া পড়িলে
 দেবতারাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥১৭॥

তাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ ভয়বশতঃ রক্ষকশ্রেষ্ঠ, অনাদি ও প্রভু নারায়ণের
 শরণাপন্ন হইয়া মঞ্জরা করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

সেই দেবতারা সকলেই যাইয়া অপরাজিত নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাহার
 পদ তখনই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥১৯॥

ত্বয়া ভূমিঃ পুরা নষ্টা সমুদ্রোৎ পুঙ্করেক্ষণ ! ।
 বারাহং বপুরাশ্রিত্য জগদর্থং সমুদ্ধৃতা ॥২১॥
 আদিদৈত্যো মহাবীর্যো হিরণ্যকশিপুস্তয়া ।
 নারসিংহং বপুঃ কৃৎস্না সূদিতঃ পুরুষোত্তম ! ॥২২॥
 অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বলিশ্চাপি মহাস্বরঃ ।
 বামনং বপুরাশ্রিত্য ত্রৈলোক্যাদ্ভ্রংশিতস্তয়া ॥২৩॥
 অস্বরশ্চ মহেশ্বাসো জন্তু ইত্যভিষিক্ততঃ ।
 যজ্ঞশ্চোভকরঃ ক্রুরস্ত্যৈব বিনিপাতিতঃ ॥২৪॥
 এবমাদৌনি কৰ্ম্মাণি যেষাং সংখ্যা ন বিচ্যতে ।
 অস্মাকং ভয়ভীতানাং ত্বং গতির্মধুসূদন ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বমিতি । ভৰ্ত্তা পালয়িতা । জগতো মধ্যে । ইক্ষতীতি ইক্ষং জঙ্গমম্, নেক্তি ন চলতি
 স্থাবরমিত্যর্থঃ । ইক্ষমিতি গত্যাৎ ইক্ষধাতোঃ পচাদিহাদৃশি সিদ্ধম্ ॥২০॥
 ত্বয়েতি । নষ্টা জলময়বাদদৃশ্যতাং গত । পুঙ্করেক্ষণ ! পদ্মনয়ন ! ॥২১॥
 আদীতি । নারসিংহং বপুঃ নরসিংহরূপাং মূর্ত্তিম্ । সূদিতো নাশিতঃ ॥২২॥
 অবধ্য ইতি । ত্রৈলোক্যাং ত্রৈলোক্যরাজ্যাং, ভ্রংশিতঃ প্রচ্যাবিতঃ ॥২৩॥
 অস্বর ইতি । মহেশ্বাসো মহাধনুর্ধ্বঃ, যজ্ঞস্ত শ্চোভকরো বিশ্বকারী ॥২৪॥
 এবমিতি । কৰ্ম্মাণি ভবেতি শেষঃ । গতিরূপায়ঃ ॥২৫॥

“প্রভু ! জগতের মধ্যে আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তা
 এবং আপনিই এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়ক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥২০॥

পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনিই পূর্বকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে
 জগতের জন্ত সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন ॥২১॥

পুরুষোত্তম ! আপনি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাবল আদিদৈত্য হিরণ্য-
 কশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥২২॥

এবং আপনিই বামনরূপ ধারণ করিয়া সর্বভূতের অবধ্য মহাস্বর বলিকেও
 ত্রিভুবনের রাজত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ॥২৩॥

যজ্ঞবিশ্বকারী, হিংস্রস্বভাব ও মহাধনুর্ধ্বর ‘জন্তু’-নামে বিখ্যাত অসুরকেও
 আপনিই নিপাত করিয়াছিলেন ॥২৪॥

মধুসূদন ! ইত্যাদি কৰ্ম্ম আপনার অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহার সংখ্যা নাই ।
 বর্ত্তমানে আমরা ভীত হইয়া পড়িয়াছি ; সুতরাং আপনিই আমাদের গতি ॥২৫॥

তস্মাত্ত্বাং দেবদেবেশ ! লোকার্থং জ্ঞাপয়ামহে ।
 রক্ষ লোকাংশ্চ দেবাংশ্চ শক্রঞ্চ মহতো ভয়াৎ ॥২৬॥
 তব প্রসাদান্বন্ধন্তে প্রজাঃ সৰ্ব্বাশ্চতুর্বিধাঃ ।
 তা ভাবিতা ভাবয়ন্তি হব্যকবৈর্দিবৌকসঃ ॥২৭॥
 লোকা হেবং বিবন্ধন্তে হ্যগোচ্যং সমুপাশ্রিতাঃ ।
 ত্বং প্রসাদান্নিরুদ্ভিগ্নাস্তু যৈব পরিরক্ষিতাঃ ॥২৮॥
 ইদঞ্চ সমনুপ্রাপ্তং লোকানাং ভয়মুক্তমম্ ।
 ন চ জানীম কেনেমে রাত্রৌ বধ্যান্ত ব্রাহ্মণাঃ ॥২৯॥
 ক্ষীণেষু চ ব্রাহ্মণেষু পৃথিবী ক্ষয়মেচ্ছতি ।
 ততঃ পৃথিব্যাং ক্ষীণায়াং ত্রিদিবং ক্ষয়মেচ্ছতি ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । লোকার্থং লোকরক্ষার্থম্ । শক্রঞ্চৈতি রাজত্বাৎ পৃথগুক্তিঃ ॥২৬॥
 তবেতি । চতুর্বিধাঃ জরাযুজাওজশ্বেদজোত্তিস্জাঃ । ভাবিতা বন্ধিতাঃ ॥২৭॥
 লোকা ইতি । অগোচ্যং দেবা মানুযান্ মানুযাশ্চ দেবানিত্যর্থঃ ॥২৮॥
 ইদমিতি । বধ্যান্তি বধ্যন্তে । জানীম ইতি বিদগ্ধভাবঃ বধ্যন্তীতি পরৈশ্চপদঞ্চার্থম্ ॥২৯॥
 ক্ষীণেষু ইতি । পৃথিবী ক্ষয়মেচ্ছতি উপদেষ্টরভাবাৎ, ত্রিদিবং স্বর্গঃ ক্ষয়মেচ্ছতি পৃথিবীলোককর্তৃব্য-
 যাগান্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

অতএব হে দেবদেব ! হে পবনেশ্বর ! লোকবক্ষাব জ্ঞান আমবা আপনাব নিকট নিবেদন কবিতেছি—আপনি লোকসমূহ, দেবগণ ও দেবব্রাহ্মণকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন ॥২৬॥

আপনার অনুগ্রহেই সমস্ত চতুর্বিধ প্রাণী বৃদ্ধি পাইতেছে ; তাহার বৃদ্ধি পাইয়া হব্য-কব্যা দ্বারা দেবগণকে বন্ধিত করিতেছে ॥২৭॥

লোকসকল আপনাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া আপনার অনুগ্রহেই নিকটবেগে থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে ॥২৮॥

কিন্তু লোকদিগের এই একটা দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে । কে যে রাত্রিতে আসিয়া এই ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥২৯॥

ব্রাহ্মণ ক্ষয় পাইয়া গেলে পৃথিবীই ক্ষয় পাইবে, পৃথিবী ক্ষয় পাইলে স্বর্গও ক্ষয় পাইবে ॥৩০॥

(২৬) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...ব্যতিক্রমততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব ক। পি, ‘...একাদিক্রমততমোহধ্যায়ঃ’—নি, দেবা উচুঃ—বা ব ক। নি ।

ত্বং প্রসাদাম্ভাবাহো ! লোকাঃ সর্বৈ জগৎপতে ! ।

বিনাশং নাধিগচ্ছেয়ুস্ত্বয়া বৈ পরিরক্ষিতাঃ ॥৩১॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

বিদিতং মে স্মরাঃ ! সর্বং প্রজানাং ক্ষয়কারণম্ ।

ভবতাঞ্চাপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং বিগতজরাঃ ॥৩২॥

কালেয় ইতি বিখ্যাতো গণঃ পরমদারুণঃ ।

তৈশ্চ বৃত্রং সমাশ্রিত্য জগৎ সর্বং প্রমাথিতম্ ॥৩৩॥

তে বৃত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ।

জীবিতং পরিরক্ষন্তঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥৩৪॥

তে প্রবিশ্যোদধিং ঘোবং নক্রগ্রাহসমাকুলম্ ।

উৎসাদনার্থং লোকানাং রাত্রৌ স্নস্তি মুনীনিহ ॥৩৫॥

ন তু শক্যাঃ ক্ষয়ং নেতুং সমুদ্রাশ্রয়ণা হি তে ।

সমুদ্রস্ত ক্ষয়ে বুদ্ধিৰ্ভবদ্ভিঃ সম্প্রধার্যতাম্ ॥৩৬॥

ভাবতকৌমুদী

ত্বদ্বিত্তি । নাধিগচ্ছেয়ুর্ন প্রাপ্নুযুঃ ॥৩১॥

বিদিতমিতি । প্রজানাং জনানাম্ । বিগতজরাঃ তিবোহিতসম্ভাপাঃ সন্তঃ ॥৩২॥

কালেয় ইতি । গণো দানবানাং সংঘঃ । প্রমাথিতম্ উৎপীড়িতম্ ॥৩৩॥

ত হতি । সহস্রাক্ষেণ ইন্দ্রেণ । পরিরক্ষন্তঃ পবিরক্ষিতুমিচ্ছন্তঃ, বরুণালয়ং সমুদ্রম্ ॥৩৪॥

ত ইতি । নৈকৈঃ কুন্তীভিঃ গ্রাহ্যৈস্তদিত্যেব জন্তুভিঃ সমাধু ব্যাপ্তম্ ॥৩৫॥

অতএব মহাবাহু ! জগৎপতি ! নারায়ণ ! আপনাব অনুগ্রহে আপনা-
কর্তৃক রক্ষিত হইয়া লোকসকল যেন বিনাশ পায় না” ॥৩১॥

বিষ্ণু বলিলেন—“দেবগণ ! আমি লোকবিনাশের সমস্ত কাবণই জানি ;
আপনাদের নিকটেও তাহা বলিব, আপনারা সম্ভাপবিহীন হইয়া শ্রবণ করুন ॥৩২॥

‘কালেয়’-নামে বিখ্যাত অতিভয়ঙ্কর কতকগুলি দানব আছে ; তাহারা পূর্বের
বৃত্রাসুরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র জগৎ উৎপীড়িত কারত ॥৩৩॥

পরে ধীমান্ দেবরাজ সেই বৃত্রকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া তাহারা জীবন
রক্ষা করিবার ইচ্ছায় সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল ॥৩৪॥

তাহারা এখন জগৎ উৎসন্ন করিবার জন্ত দিনে কুন্তীর ও জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ
ভয়ঙ্কর সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকিয়া রাত্রিতে আসিয়া মুনীগণকে বধ
করিতেছে ॥৩৫॥

(৩৬)...সমুদ্রাশ্রয়ণা হি তে—বা ব কা, সমুদ্রাশ্রয়িণো হি তে—নি ।

অগস্ত্যেন বিনা কো হি শক্যোহন্যোহৰ্ণবশোষণে ।

অন্যথা হি ন শক্যাস্তে বিনা সাগরশোষণম্ ॥৩৭॥

এতচ্ শ্রুত্বা তদা দেবা বিষ্ণুনা সমুদাহতম্ ।

পরমেষ্ঠিনমাজ্ঞাপ্য অগস্ত্যস্ত্রাশ্রমং যযুঃ ॥৩৮॥

তত্রাপশ্যন্মহাত্মানং বারুণিং দীপ্ততেজসম্ ।

উপাস্তমানমুষিভির্দে বৈরিব পিতামহম্ ॥৩৯॥

তেহভিগম্য মহাত্মানং মৈত্রাবরুণিমচ্যুতম্ ।

আশ্রমস্থং তপোরাশিং কৰ্ম্মভিঃ স্বেৰভিষ্ঠুবন্ ॥৪০॥

দেবা উচুঃ ।

নহ্ষেণাভিতপ্তানাং হুং লোকানাং গতিঃ পুরা ।

ভ্রংশিতশ্চ স্মরৈশ্বর্য্যাং স্বলে কাল্লোককণ্টকঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি বয়মেব তান্ হনিষ্যাম ইত্যাহ—নেতি । সম্প্রধাৰ্ঘ্যতাং স্থিরীক্ৰিয়তাম্ ॥৩৬॥

ভং সম্প্রধারণং ভবতৈব ক্ৰিয়তামিত্যাহ—অগস্ত্যেনেতি । শক্যা হস্তমিতি শেষঃ ॥৩৭॥

এতদ্বিতি । পরমেষ্ঠিনং ব্রহ্মাণম্, আজ্ঞাপ্য আজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥৩৮॥

তত্রোতি । বারুণিং মৈত্রাবরুণপুত্রমগস্ত্যম্ । পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥৩৯॥

ত ইতি । অচ্যুতম্ অচ্যুতসদৃশং মহাশক্তিম্ । অভিষ্ঠুবন্নিত্যুড়াগমাতাব অর্থঃ ॥৪০॥ ;

ভারতভাবদীপঃ

ইকতি চলতীতি ইকং পচাশ্চ জঙ্গমং নেকতি স্বাবরম্ ॥২০—২৬॥ চতুর্বিধাঃ স্বরনদ-
তির্ধাক্ষাবরাঃ, দিবৌকসো দেবান্ ॥২৭—৩৮॥ বারুণিং মৈত্রাবরুণপুত্রম্ ॥৩৯॥ অভিষ্ঠুবন্

কিন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করা সম্ভবপর নহে । কারণ, তাহারা সমুদ্রের ভিতরে
রহিয়াছে ; সুতরাং সেই সমুদ্রকে নষ্ট করিবার জগুই আপনারা বুদ্ধি স্থির
করুন ॥৩৬॥

অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কোন লোকই সমুদ্র শোষণ করিতে সমর্থ হইবে না, আবার
সমুদ্র শোষণ ব্যতীত অন্য প্রকারেও সে দানবগণকে সংহার করা যাইবে না” ॥৩৭॥

দেবতারা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া, ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া তখনই মর্হষি অগস্ত্যের
আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥৩৮॥

তাঁহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন—দেবতারা যেমন ব্রহ্মার সেবা করেন,
তেমনই অন্ত্যান্ত ঋষিরা উজ্জলতেজা মহাত্মা অগস্ত্যের সেবা করিতেছেন ॥৩৯॥

তখন দেবতারা নিকটে যাইয়া বিষ্ণুর তুল্য শক্তিশালী এবং তপোরাশির ন্যায়
আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা অগস্ত্যকে তাঁহাদের চরিত্রের উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে
লাগিলেন ॥৪০॥

ক্রোধাৎ প্রবুদ্ধঃ সহসা ভাস্করস্ত নগোত্তমঃ ।

বচস্তবানতিক্রামন্ বিদ্ব্যঃ শৈলো ন বৰ্দ্ধতে ॥৪২॥

তমসা চাবুতে লোকে মন্যুনাহভ্যদিতাঃ প্রজ্ঞাঃ ।

স্বামেব নাথমাসাগ্ৰ নিবুৰ্তিং পরমাং গতাঃ ॥৪৩॥

অস্মাকং ভয়ভীতানাং নিত্যশো ভগবান্ গতিঃ ।

ততস্ত্বাৰ্থাঃ প্রযাচামো বরং ত্বাং বরদো হুসি ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভাবতকৌমুদী

নহ্ষণেতি । গতিঃ উপায় আসীঃ । হুৰৈবধ্যাৎ দেববাজতপদাৎ ॥৪১॥

ক্রোধাদিতি । ভাস্করস্ত তমনাদ্যতোভ্যর্থঃ, নগোত্তমঃ পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ ॥৪২॥

তমসেতি । তমসা বিদ্বাবুদ্ধা সূৰ্য্যপথরোধাদন্ধকারেণ । মন্যুনা দৈত্বেন ॥৪৩॥

অস্মাকমিতি । নিত্যশচিবমেব । আৰ্হাঃ কালেযোংপীডনেন ক্লিষ্টা বয়ম্ ॥৪৪॥

হতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদাসমিস্কান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিশ্ৰুতিভাষ্য
মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভাবতভাবদীপঃ

অস্তবন্ অভভাব আৰ্হঃ ॥৪০—৫১॥ নগোত্তমঃ পৰ্ব্বতেষু শ্রেষ্ঠঃ, বিদ্ব্যো নাম্না ॥৪২॥ তমসা
বিদ্বাবুদ্ধা আবুতে গ্রস্তালোকে লোকে ভগবান্ ০ ১ ০ ১১৩—১১৪

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপৰ্ব্বণি নৈলবন্ধীয়ে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৭॥

দেবগণ বলিলেন—“মহর্ষি ! আপনি পূৰ্ব্বকালে নহ্ষসমুপ্ত লোকদিগেব
উদ্ধারেব উপায় হইয়াছিলেন এবং জগতেব কন্টক সেই নহ্ষকে দেবগণেব বাজতপদ
হইতে ও স্বৰ্গলোক হইতে বিচ্যুত কৰিয়াছিলেন ॥৪১॥

পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিদ্বাপৰ্বত ক্রোধবশতঃ সূৰ্য্যকে অগ্রাহ্য কৰিয়া ইঠাৎ বুদ্ধি পাইতে
থাকিয়াও, আপনাব বাক্য অতিক্রম কৰিতে না পানিয়া বুদ্ধি পায় নাই ॥৪২॥

জগৎটা অন্ধকাৰে আবৃত হইলে লোক সকল বিষাদে পীড়িত হইয়াছিল,
তাহাব পর তাহাবা আপনাকে রক্ষক পাইয়া পবম নিবুৰ্তি লাভ কৰিয়াছিল ॥৪৩॥

আমাদেরও ভয়ভীত অবস্থায় চিবকালই আপনি উদ্ধাবেব উপায় হইয়া
আসিতেছেন ; সুতরাং বৰ্ত্তমান সময়েও আমবা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাব
নিকট বর প্রার্থনা কৰিতেছি ; কারণ, আপনি বরদাতা” ॥৪৪॥

* ‘...দ্ব্যধিকশততমঃ...’—বা ব কা পি, ‘...দ্ব্যধিকশততমঃ...’—নি ।

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমর্থং সহসা বিদ্যাঃ প্রবুদ্ধঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামুনে ! ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

অদ্রিরাজং মহাশৈলং মেরুং কনকপৰ্বতম্ ।
উদয়াস্তমনে ভানুঃ প্রদক্ষিণমবর্তত ॥২॥
তন্তু দৃষ্ট্বা তথা বিদ্যাঃ শৈলঃ সূর্য্যমথাত্রবীৎ ।
যথা হি মেরুৰ্ভবতা নিত্যশঃ পরিগম্যতে ॥৩॥
প্রদক্ষিণশ্চ ত্রিয়তে মামেবং কুরু ভাস্কর ! ।
এবমুক্তস্ততঃ সূর্য্যঃ শৈলেন্দ্রং প্রত্যভাষত ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
নাহমাত্মেচ্ছয়া শৈল ! করোম্যেনং প্রদক্ষিণম্ ।
এষ মার্গঃ প্রদিক্ষৌ মে যৈরিদং নিশ্চিতং জগৎ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । বিদ্যাঃ পৰ্বতঃ, ক্রোধমুচ্ছিতঃ মুচ্ছয়েব ক্রোধেন কৰ্ত্তব্যজ্ঞানহীনঃ ॥১॥

অত্রীতি । উদয়াস্তমনে উদয়াস্তকালে, ভানুঃ সূর্য্যঃ ॥২॥

ভমিতি । পরিগম্যতে পরিতো বিচৰ্য্যতে ; শৈলেন্দ্রং বিদ্যাম্ ॥৩—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি ! বিদ্যাপৰ্বত কিজ্ঞা ত্রুৎক ইয়া সহসা বুদ্ধি পাইয়াছিল, ইহা আমি বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১॥

লোমশ বলিলেন—“সূর্য্য উদয়কালে ও অস্তকালে পৰ্বতরাজ ও মহাপৰ্বত স্বৰ্ণময় স্তূমেরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেন ॥২॥

বিদ্যাপৰ্বত সূর্য্যকে সেইরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল—“প্রভা-
কর ! আপনি যেমন প্রত্যহই স্তূমেরূপৰ্বতে বিচরণ করেন এবং তাহাকে প্রদক্ষিণ করেন, আমাকেও এইরূপ করুন ।” বিদ্যাপৰ্বত এইরূপ বলিলে সূর্য্য তাহাকে বলিলেন—॥৩—৪॥

এবমুক্তন্ততঃ ক্রোধাৎ প্রবুদ্ধঃ সহসাহচলঃ ।

সূর্য্যচন্দ্রমসোর্ম্মার্গং বোদ্ধুমিচ্ছন্ পরন্তপ ! ॥৬॥

ততো দেবাঃ সহিতাঃ সৰ্ব্ব এব বিদ্ব্যং সমাগম্য মহাদ্ভিরাজম্ ।

নিবারয়ামাস্বরূপায়তন্তং ন চ স্ম তেবাং বচনং চকার ॥৭॥

অথাভিজগ্মুমুনিমাশ্রমস্থং তপস্বিনং ধর্ম্মভূতাং বরিষ্ঠম্ ।

অগস্ত্যমত্যদুতবীৰ্য্যবন্তং তক্ষার্থমুচুঃ সহিতাঃ সুরাস্তে ॥৮॥

সূর্য্যচন্দ্রমসোর্ম্মার্গং নক্ষত্রাণাং গতিং তথা ।

শৈলরাজো বৃণোত্যেষ বিদ্ব্যঃ কোপবশানুগঃ ॥৯॥

তং নিবারয়িতুং শক্তো নাগ্যঃ কশ্চিদ্ভিজ্জোভ্রম ! ।

স্বতে হ্যং হি মহাভাগ ! তস্মাদেনং নিবারয় ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । এনং মেরুম্ । প্রদিত্তো নির্দিষ্টঃ । যৈরীষরৈঃ, গোরবাবহবচনম্ । তেষামাদেশং নাতিক্রমিভুমহীমীতি ভাবঃ ॥৫॥

এবমিতি । অচলো বিদ্ব্যঃ । মার্গং দৈনিকবিচরণপথম্ ॥৬॥

তত ইতি । উপায়তঃ অন্তর্যমিত্যুপদেশপ্রদর্শনভিরূপায়ৈঃ । চকার বিদ্ব্যঃ ॥৭॥

অথেতি । বীৰ্য্যমত্র তপঃপ্রভাবঃ । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ॥৮॥

সূর্য্যোতি । বৃণোতি ক্রুদ্ধি । কোপবশানুগঃ সূর্য্যং প্রতি ॥৯॥

তমিতি । তং বিদ্ব্যম্ । স্বতে বিনা ॥১০॥

“পর্ব্বত ! আমি নিজের ইচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না ; যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার এই পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন” ॥৫॥

পরন্তপ ! সূর্য্য এইরূপ বলিলে, তাহার পরই বিদ্ব্যপর্ব্বত ক্রোধে চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ রোধ করিতে ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৬॥

তাহার পর দেবতারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া, পর্ব্বতরাজ বিদ্ব্যের নিকট যাইয়া, নানাবিধ উপায়ে তাহাকে বারণ করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে বিদ্ব্যপর্ব্বত তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিল না ॥৭॥

তদনন্তর সেই দেবতারা সম্মিলিত হইয়াই আশ্রমস্থিত, তপস্বী, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত অদ্ভুতপ্রভাবশালী অগস্ত্যমুনির নিকট গমন করিলেন এবং সেই বিষয় বলিতে লাগিলেন—৥৮॥

“পর্ব্বতরাজ এই বিদ্ব্য ক্রোধের বশবর্তী হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ এবং নক্ষত্রমণ্ডলের গতি রোধ করিতেছে ॥৯॥

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং বিপ্রঃ সুরাণাং শৈলমভ্যাগাৎ ।
 সোহভিগম্যাত্রবৌদ্ধিক্যং সদারঃ সমুপস্থিতম্ ॥১১॥
 মার্গমিচ্ছাম্যহং দন্তং ভবতা পর্বতোত্তম ! ।
 দক্ষিণামভিগন্ত্যস্মি দিশং কার্যেণ কেনচিৎ ॥১২॥
 যাবদাগমনং মহ্যং তাবত্বং প্রতিপালয় ।
 নিবৃত্তে ময়ি শৈলেন্দ্র ! ততো বর্দ্ধস্ব কামতঃ ॥১৩॥
 এবং স সময়ং কৃত্বা বিজ্ঞেনামিত্রকর্ষণ ! ।
 অত্য়াপি দক্ষিণাদেশাদ্ভারগণির্ন নিবর্ততে ॥১৪॥
 এতন্তে সর্বমাখ্যাতং যথা বিজ্ঞো ন বর্দ্ধতে ।
 অগন্ত্যস্ম প্রভাবেণ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

উদ্বিতি । বিপ্রঃ অগস্ত্যঃ । দারৈর্ভার্যয়া লোপামুদ্রয়া সহতি সদারঃ ॥১১॥
 মার্গমিতি । মাগং মদগমনপথম্ । কেনচিৎ কার্যেণ তদুদ্দেশেন ॥১২॥
 যাবদ্বিতি । মহ্যং মম । প্রতিপালয় প্রতীক্ষস্ব । নিবৃত্তে প্রত্যাবৃত্তে সতি ॥১৩॥
 এবমিতি । হে অমিত্রকর্ষণ ! স বারুণিরগস্ত্যঃ, বিজ্ঞান সহ, এবং সময়ং প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা,
 দক্ষিণং দেশং গচ্ছতি শেষঃ, তস্মাদ্ভার্যাদেশাদত্য়াপি ন নিবর্ততে ॥১৪॥
 এতদ্বিতি । আখ্যাতং ময়া উক্তম্ । পরিপৃচ্ছসীত্যতীতসামীপ্যে বর্তমানানি ॥১৫॥

কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাত্মন ! আপনি ব্যতীত অন্য কোন লোকই তাহাকে বারণ
 করিতে সমর্থ হইতেছে না ; অতএব আপনি ইহাকে বারণ করুন” ॥১০॥

অগস্ত্যমুনি দেবগণের সেই কথা শুনিয়া, ভার্য্যা লোপামুদ্রার সহিত মিলিত
 হইয়া বিদ্যাপর্বতের নিকটে গেলেন এবং নিকটে যাইয়া সমাগত বিদ্যাপর্বতকে
 বলিলেন—॥১১॥

“পর্বতশ্রেষ্ঠ ! আমি কোন কার্য্য উদ্দেশ্যে দক্ষিণদিকে যাইব ; অতএব আমি
 ইচ্ছা করি যে, আপনি আমাকে পথ ছাড়িয়া দেন ॥১২॥

পর্বতরাজ ! যে পর্য্যন্ত আমার পুনরায় আগমন হয়, সেই পর্য্যন্ত আপনি
 প্রতীক্ষা করুন ; তা’র পর আমি ফিরিয়া আসিলে, আপনি ইচ্ছানুসারে বুদ্ধি
 পাইবেন” ॥১৩॥

শত্রুকর্ষণ রাজা ! অগস্ত্যমুনি বিদ্যাপর্বতের সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া
 দক্ষিণদেশে যাইয়া অত্য়াপি সে দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন নাই ॥১৪॥

কালেয়াস্ত যথা রাজন্ ! সুরৈঃ সৰ্বৈৰ্নিসূদিতাঃ ।

অগস্ত্যাদ্বরমাসাগ্ৰ তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬॥

ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা মৈত্রাবরুণিরব্রবীৎ ।

কিমর্থমভিযাতাঃ স্ব বরং মন্তঃ কিমিচ্ছথ ॥১৭॥

এবমুক্তাস্ততস্তেন দেবতা মুনিমক্ৰবন্ ।

সৰ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা পুরন্দরপুরোগমাঃ ॥১৮॥

এবং ত্বয়েচ্ছাম কৃতং হি কার্গ্যং মহার্ণবং পীয়মানং মহাত্মন্ ! ।

ততো বধিষ্ঠাম সহানুবন্ধান্ কালেয়সংজ্ঞান্ সুরবিদ্বিস্তান্ ॥১৯॥

ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা তথৈতি মুনিরব্রবীৎ ।

করিণ্যে ভবতাং কামং লোকানাঞ্চ মহৎ স্তম্ভম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বামহুসরস্বাহ—কালেয়া ইতি । কালেয়াস্তদাখ্যা অমুরাঃ ॥১৬॥

ত্রিদশানামিতি । মৈত্রাবরুণিরগস্ত্যঃ । অভিযাতা আগতাঃ ॥১৭॥

এবমিতি । তেন অগস্ত্যেন । মুনিমগস্ত্যমেব ॥১৮॥

এবমিতি । অমুবন্ধৈঃ সহচরৈঃ সহৈতি সহানুবন্ধান্তান্ ॥১৯॥

ত্রিদশানামিতি । কাম্যত ইতি কামস্তম্ অতীষ্টং সমুদ্রপানমিত্যর্থঃ ॥২০॥

বিক্যাপৰ্বত অগস্ত্যের প্রভাবেই যে বৃদ্ধি পায় নাই—যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সে সমস্তই পলিলাম ॥১৫॥

রাজা ! দেবতারা সকলে অগস্ত্যের নিকট বর লাভ করিয়া যে ভাবে কালেয় অমুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৬॥

দেবগণের কথা শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন—“দেবগণ ! আপনারা কি জন্ত আসিয়াছেন ? কোন্ বরই বা আমার নিকট হইতে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন ?” ॥১৭॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে, তাহার পর ইন্দ্রপ্রহরী দেবতারা সকলে কৃতাজলি হইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন—॥১৮॥

“মহাত্মন্ ! আপনি এইরূপ কার্য্য করেন, অর্থাৎ মহাসমুদ্রটাকে পান করেন—ইহা আমরা ইচ্ছা করি । তাহার পর আমরা সেই কালেয়নামক অমুরগণকে অমুরচরদের সহিতই বিনাশ করিব” ॥১৯॥

দেবগণের কথ্য শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন—“তাহাই হইবে । আমি আপনাদের অতীষ্ট বিষয় এবং লোকের বিশেষ নিবৃত্তি করিব” ॥২০॥

(১৮) দ্বিতীয়ার্দ্ধ বা ব কা পি নাস্তি ।

এবমুক্তা ততোহগচ্ছৎ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ।

ঋষিভিঃ তপঃসিদ্ধৈঃ সার্কং দেবৈশ্চ হ্রত ! ॥২১॥

মনুষ্যোরগগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিম্পুরুষাস্তদা ।

অনুজগ্ম মহাত্মানং দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥২২॥

ততোহভ্যগচ্ছন্ সহিতাঃ সমুদ্রং ভীমনিশ্বনম্ ।

নৃত্যন্তমিব চোন্মীভির্বলন্তমিব বায়ুনা ॥২৩॥

হসন্তমিব ফেনৌষৈঃ স্থলন্তং কন্দরেষু চ ।

নানা গ্রাহসমাকীর্ণং নানাদ্বিজগণাগ্নিতম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

অগস্ত্যসহিতা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বমহোরগাঃ ।

ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ সমাসেদুর্মহোদধিম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাত্ম্যাকথনে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । শাস্ত্রবিহিতনিয়মানাং যথায়থপালনাং হ্রততেতি যুধিষ্ঠিরস্ত সন্মোদনম্ ॥২১॥

মন্ত্ৰগোতি । মহাত্মানমগস্ত্যম্ । তৎ সমুদ্রপানম্ ॥২২॥

তত ইতি । বায়ুনা বায়ুপ্রাতিকুলোন, বনন্তং সাটোপং গচ্ছন্তমিব । ফেনৌষৈঃ সন্তমিব, ফেনৌধানাং শুভ্রভাং, কন্দরেষু গৃহায়, স্থলন্তং স্থলিতা পতন্তমিব । নানা অনেকৈর্গ্ৰাহৈ-
র্জলজন্তুভিঃ সমাকীর্ণং ব্যাপ্তম্, নানা দ্বিজগণৈঃ পক্ষিগণৈর্বসিতম্ ॥২৩ ২৪॥

অগস্ত্যোতি । সমাসেদুঃ প্রাপুঃ, মহোদধিম্ উল্লকপং মহাসমুদ্রম্ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীচণ্ডিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াম্ অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

যুধিষ্ঠির ! এইরূপ বলিয়া তাহার পর অগস্ত্য তপঃসিদ্ধ ঋষিগণ ও দেবগণের
সহিত মিলিত হইয়া সরিৎপতি সমুদ্রে গমন করিলেন ॥২১॥

তখন মনুষ্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখিবার জন্য
মহাত্মা অগস্ত্যের অনুগমন করিলেন ॥২২॥

তাহার পর তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন । তখন
সমুদ্র তরঙ্গের গর্জন করিতেছিল, তরঙ্গদ্বারা যেন নৃত্য করিতেছিল, বায়ুর প্রতিকূলতা-
বশতঃ যেন উদ্ধতভাবে চলিতেছিল এবং গুহা সকলের ভিতরে যেন পড়িয়া
যাইতেছিল ; আর সে সমুদ্রে নানাবিধ জলজন্তুতে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ পক্ষিগণে
সমাকীর্ণ ছিল ॥২৩—২৪॥

উননবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

সমুদ্রং স সমাসাগ্য বারুণির্ভগবানুসিঃ ।
উবাচ সহিতান্ দেবানুষীং শৈশব সমাগতান্ ॥১॥
এষ লোকহিতার্থং বৈ পিবামি বরুণালয়ম্ ।
ভবদ্বির্ঘদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছীঘ্রং সংবিশ্বীয়তাম্ ॥২॥
এতাবচ্ছত্ৰা বচনং মৈত্রাবরুণিবচ্যতঃ ।
সমুদ্রমপিবং ক্রুদ্ধঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥৩॥
পীয়মানং সগুদ্রন্ত দৃষ্ট্ৱা সেন্দ্রাস্তদাহমরাঃ ।
বিস্ময়ং পবমং জগ্মুঃ স্মৃতিভিশ্চাপ্যপ্জয়ন্ ॥৪॥

ভাবতকৌমুদী

সমুদ্রমিতি । বারুণিবগন্ত্যঃ । সহিতান্ সম্মিলিতান্ ॥১॥
এষ ইতি । বরুণালয়ং সমুদ্রম্ । অগৃষ্ঠেয়ং বিধেয়ম্ ॥২॥
এতাবদ্বিতি । মৈত্রাবরুণিবগন্ত্যঃ, অচ্যতঃ তদঃপ্রভাবাদভ্রষ্টঃ ॥৩॥

ভাবতভাবদীপঃ

সমুদ্রমিতি ॥১—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বে নৈলবটীয়ে ৩ তত্বে দ্বিপে ৬ তত্বে তমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

তখন দেবতারা ও মহাত্মা ঋষিরা অগস্ত্যের সহিত এবং গন্ধর্বগণ ও নাগগণের সহিত মিলিত হইয়া উক্তবিধ মহাসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন” ॥২৫॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“ভগবান্ অগস্ত্যমুনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমাগত এবং সম্মিলিত দেবগণ ও ঋষিগণকে কহিলেন—॥১॥

“লোকহিতের জগ্য এই আমি সমুদ্র পান করিতেছি । অ’পনাদেব যাহা কর্তব্য, তাহা শীঘ্র করুন” ॥২॥

এইটুকুমাত্র কথা বলিয়া মহাপ্রভাবসম্পন্ন অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া সকল লোকেব সাক্ষাতে সমুদ্র পান করিতে আবস্ত করিলেন ॥৩॥

তখন অগস্ত্য সমুদ্র পান করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্তব দ্বারা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন—॥৪॥

ত্বং নস্ত্রাতা বিধাতা চ লোকানাং লোকভাবন ! ।

ত্বং প্রসাদাৎ সমুচ্ছেদং ন গচ্ছেৎ সামরং জগৎ ॥৫॥

স পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাত্মা গন্ধর্ববতূর্যেষু নদৎসু সর্বশঃ ।

দিব্যাশ্চ পুষ্পৈরবকৌর্যমাণো মহার্ণবং নিঃসলিলং চকার ॥৬॥

দৃষ্ট্বা কৃতং নিঃসলিলং মহার্ণবং স্মরাঃ সমস্তাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ ।

প্রগৃহ্য দিব্যানি বরায়ুধানি তান্ দানবান্ জম্বুরদীনসস্তাঃ ॥৭॥

তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্মহাত্মাভির্মহাবলৈর্বেগিভিরুম্মদদ্ভিঃ ।

ন সেহিরে বেগবতাং মহাত্মনাং বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্ ॥৮॥

তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্দানবা ভীমনিম্বনাঃ ।

চক্রুঃ স্তম্বমূলং যুদ্ধং মুহূর্তমিব ভারত ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

পীয়মানমিতি । ইশ্রেণ্য সহেতি শ্রেষ্ঠাঃ । অপূজয়ন্ অগস্ত্যমিতি শেষঃ ॥৫॥

ত্বমিতি । বিধাতা সৃভক্তেতি শেষঃ । লোকভাবন ! লোকানাং নিৰ্বৃত্তিকারক ! ॥৬॥

স ইতি । সঃ অগস্ত্যঃ, ত্রিদশৈর্দেবৈঃ । নদৎসু বাদনাং শঙ্কায়মানেষু ॥৬॥

দৃষ্টেতি । দিব্যানি স্বর্গীয়ানি । অদীনসস্তা অনল্লাধ্যবসায়ঃ ॥৭॥

ত ইতি । তে দানবাঃ । উম্মদদ্ভিঃ সিংহনাদং কুর্ষদ্ভিঃ । সেহিরে শেকুঃ ॥৮॥

ত ইতি । ত্রিদশৈর্দেবৈঃ । ভীমনিম্বনা ভয়ঙ্করসিংহনাদঃ ॥৯॥

‘জগতের নিৰ্বৃত্তিকারক মহর্ষি ! আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা এবং হ্রিভুবনেরই মঙ্গলবিধাতা । আপনার অনুগ্রহেই দেবগণের সহিত সমস্ত জগৎ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে না’ ॥৫॥

এইভাবে দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্বেরা সকল দিকে তূর্য্যধ্বনি করিতে থাকিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; এই অবস্থায় মহাত্মা অগস্ত্য মহাসমুদ্রটাকে জলশৃংখা করিয়া ফেলিলেন ॥৬॥

অগস্ত্য মহাসমুদ্রটাকে জলশৃংখা করিয়াছেন দেখিয়া দেবতারা সকলেই আনন্দিত হইয়া স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত সেই দানবগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাবল, বেগবান্ ও সিংহনাদকারী মহাত্মা দেবতারা বধ করিতে লাগিলে, তখন সেই দানবেরা বেগবান্ ও মহাবল দেবগণের সেই বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না ॥৮॥

ভরতনন্দন ! দেবতারা দানবগণকে বধ করিতে লাগিলে, তাহারা ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া কিছুকাল অতিভুমূল যুদ্ধ করিল ॥৯॥

তে পূৰ্বং তপসা দন্ধা মুনিভিৰ্ভাবিতাশ্চিভিঃ ।
 যতমানাঃ পরং শক্ত্যা ত্রিদশৈর্বিনিসূদিতাঃ ॥১০॥
 তে হেমনিক্কাভরণাঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিণঃ ।
 নিহতা বহ্নশোভন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥১১॥
 হতশেষান্ততঃ কেচিৎ কালেয়া মনুজোত্তম ! ।
 বিদার্য্য বসুধাং দেবীং পাতালতলমাশ্রিতাঃ ॥১২॥
 নিহতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা ত্রিদশা মুনিপুঙ্গবম্ ।
 হৃষ্টবুৰ্হিবৈধৈর্বািক্যৈরিদৈকৈবাক্রবন্ বচঃ ॥১৩॥
 ভ্ৰং প্রসাদাম্রহাবাহো ! লোকৈঃ প্রাপ্তং মহৎ স্তম্ভম্ ।
 হৃত্তেজসা চ নিহতাঃ কালেয়াঃ ক্রুরবিক্রমাঃ ॥১৪॥
 পূরয়স্ব মহাবাহো ! সমুদ্রং লোকভাবন ! ।
 যত্ত্বয়া সলিলং পীতং তদস্মিন্ পুনরুৎসৃজ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । ভাবিতাশ্চিভিঃ ঐত্ৰ্যাদিতাবনয়া শোধিতচিত্তৈঃ ॥১০॥
 ত ইতি । হেমনিক্কা স্বর্ণমালায় অভরণং যেষাং তে । বহু অধিকম্ ॥১১॥
 হতেতি । কালেয়াঃ কশ্চপভাগ্যায়াঃ কানীয়াঃ পুত্রা আদিপৰ্কগুজ্ঞাঃ ॥১২॥
 নিহতানিতি । মুনিপুঙ্গবমগস্ত্যম্ ॥১৩॥
 ষ্টিতি । মহাবাহবয়স্বহাসক্রমংচারযচনাম্রহাবাহো ইত্যগস্ত্যৈস্তব সম্বোধনম্ ॥১৪॥

নিশ্চলচিত্ত মুনিরা পূৰ্বেই তাহাদিগকে তপস্থানকে দন্ধ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তখন তাহারা শক্তি অনুসারে জয়ের জ্ঞা বিশেষ যত্ন করিতে থাকিলেও দেবতারা তাহাদিগকে সংহার করিলেন ॥১০॥

স্বর্ণময় হার, কুণ্ডল ও অঙ্গদধারী সেই দানবেরা নিহত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষের স্থায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥১১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর হতাবশিষ্ট কতক কালেয় অসুর পৃথিবী বিদারণ করিয়া পাতালে যাইয়া আশ্রয় লইল ॥১২॥

তখন দেবগণ দানবগণকে নিহত দেখিয়া নানাবিধ বাক্যে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের স্তব করিলেন এবং এই কথা বলিলেন— ॥১৩॥

“মহাবাহ ! আপনার অমুগ্রহেই লোকেরা মহাসুখ লাভ করিল । কারণ, আপনার ভেজ্জেই ক্রুরবিক্রম কালেয়গণ নিহত হইয়াছে ॥১৪॥

(১২)...পাতালতলমাশ্রিতাঃ—বা ব কা নি । (১৩)...ইদং বচনমক্রবন্—বা ব কা নি ।

বর্ন-১১৬ (৮)

এবমুক্তঃ প্রত্যাচ ভগবান্ মুনিপুঙ্গবঃ ।
 তাংস্তদা সহিতান্ দেবানগস্ত্যঃ সপুৰন্দরান্ ॥১৬॥
 জীর্ণং তন্ধি ময়া তোয়মুপায়োহতঃ প্রচিস্ত্যতাম্ ।
 পূরণার্থং সমুদ্রস্য ভবদ্বির্যত্বমাস্থিতৈঃ ॥১৭॥
 এতচ্ শ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষেৰ্ভাবিতাত্মনঃ ।
 বিস্মিতাশ্চ বিষণ্ণাশ্চ বভূবুঃ সহিতাঃ সুরাঃ ॥১৮॥
 পরম্পরম্নুজ্ঞাপ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ।
 প্রজ্ঞাঃ সৰ্বা মহারাজ ! বিপ্রজগ্মুৰ্যথাগতম্ ॥১৯॥
 ত্রিংশা বিষ্ণুনা সার্ক্শ্মপজগ্মুঃ পিতামহম্ ।
 পূবণার্থং সমুদ্রস্য মন্ত্রয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥২০॥

ভাবতকৌমুদী

পূরষেতি । হে লোকভাবন ! লোকানাং মঙ্গলকাবক ! অস্মিন্ সমুদ্রাং ॥১৫॥
 এবমিতি । ভগবান্ অতিশয়নাগিমাঠৈশ্বৰ্য্যবান্, মহার্ঘবৈশ্রব পানাত্ ॥১৬॥
 জীর্ণমিতি । অগ্নঃ মৎকৰ্ত্ত্বকোদগাবাদপবঃ ॥১৭॥
 এতদ্বিতি । বিস্মিতাঃ ক্ষণেনৈব জলরাশেৰ্জীর্ণীকবণাৎ, বিষণ্ণাঃ সমুদ্রস্ত জলশূন্যত্বাৎ ॥১৮॥
 পরম্পরমিতি । প্রজ্ঞা গন্ধৰ্বমহুতাদয়ো জনাঃ । যথাগতং যথাস্থানম্ ॥১৯॥
 ত্রিংশা ইতি । পিতামহং ব্রহ্মাণমপজগ্মুঃ, সমুদ্রপূবণার্থমিতি ভাবঃ ॥২০॥

মহাবাহু ! লোকমঙ্গলকাবক ! আপনি আবাব সমুদ্র পূবণ করুন ; আপনি যে জল পান কবিয়াছেন, তাহা আবাব এই খাতে বিসর্জ্ঞন করুন” ॥১৫॥

দেবতারা এইরূপ বলিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই সম্মিলিত দেবগণকে বলিলেন—॥১৬॥

“আমি সে জল জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি ; সুতবাং আপনারা সমুদ্র পূরণের জন্ত বিশেষ যত্ন অবলম্বন করিয়া অগ্নি উপায় চিন্তা করুন” ॥১৭॥

নির্মলচিন্ত মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া সম্মিলিত দেবতারা সকলেই বিস্মিত এবং বিষণ্ণ হইলেন ॥১৮॥

মহারাজ ! তাহার পর তদ্রূপ লোকেরা সকলেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পরস্পর পরস্পরের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ॥১৯॥

আর, দেবতারা সমুদ্রকে পূরণ করিবার জন্ত বিষ্ণুর সহিত বার বার মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥২০॥

তে ধাতারমুপাগম্য ত্রিংশাঃ সহ বিষ্ণুনা ।

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্বে সাগবন্তাভিপূরণম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং সমুদ্রপূরণমন্ত্রণে ঊননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

তান্নবাচ সমেতাংস্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

নিহ্রাদিন্যা গিবা বাজ্রন্ । দেবানাম্ভাসয়ংস্তদা ॥১॥

গচ্ছধ্বং বিবুধাঃ সৰ্বে যথাকামং যথেষ্পিতম্ ।

মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্মাতেহৰ্ণবঃ ॥২॥

ভাবতকৌমুদী

ত ইতি । ধাতাঃ ব্রহ্মাণম্ । উচুঃ পপৃক্ষুঃ । অভিপূরণং তদুপায়ম্ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়াংমুননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

তানিতি । সমেতান্ সমাগতান্ । নিহ্রাদিন্যা স্বভাবত এব গন্তীবধা ॥১॥

গচ্ছধ্বমিতি । যথাকামং গচ্ছধ্বম, যথেষ্পিতঞ্চ কুৎসধ্বমিতি শেষঃ ॥২॥

সেই দেবতাবা বিষ্ণুব সহিত ব্রহ্মাব নিকট যাইয়া, সকলেই কৃতাজ্জলি হইয়া,
সমুদ্র পূরণের উপায় জিজ্ঞাসা কবিলেন” ॥২১॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমাগত দেবগণকে আশ্বস্ত
করিবার জন্ত গন্তীর বাক্যে তাঁহাদিগ্, ক বলিলেন—॥১॥

“দেবগণ ! তোমরা সকলে ইচ্ছা হইলে যাইতে পার এবং ইচ্ছানুসারে কার্য
করিতে পার । কারণ, সমুদ্র বহুকাল পবে নিজেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত
হইবে ॥২॥

(২১) পূৰ্ব্বাঙ্ক বা ব কা পি নাষ্টি । * ‘...পঞ্চাধিকশততমঃ...’—বা ব কা পি,
‘...চতুরধিকশততমঃ...’—নি । (১) দ্বিতীয়াঙ্ক বা ব কা পি নাষ্টি ।

জ্ঞাতীংশ্চ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ ।
 পুরয়িষ্যতি তোয়ৌষেঃ সমুদ্রং নিধিমন্তসাম্ ॥৩॥
 পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বৈবিবুদ্ধসন্তমাঃ ।
 কালযোগং প্রতীক্ষন্তে! জগ্মুঃচাপি যথাগতম্ ॥৪॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং বৈ জ্ঞাতয়ো ব্রহ্মন্ ! কারণঞ্চাত্র বৈ মূনে ! ।
 কথং সমুদ্রেঃ পূর্ণশ্চ ভগীরথপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৫॥
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ! ।
 কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র ! রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্ ॥৬॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।
 এবমুক্তস্ত বিপ্রেন্দ্রো ধৰ্ম্মরাজা মহাত্মনা ।
 কথয়ামাস মাহাত্ম্যং সগরস্ত মহাত্মনঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

জ্ঞাতীনिति । অন্তসাং নিধিম্, অতন্তোয়ৌষেঃপূরয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥৩॥
 পিতামহেতি । কালযোগং ভাবিকালপ্রাপ্তিসম্বন্ধম্, প্রতীক্ষন্তঃ প্রতীক্ষমাণাঃ ॥৪॥
 কথমিতি । অত্র সমুদ্রপূরণে । ভগীরথস্ত প্রতিশ্রয়াদবলম্বনাৎ ॥৫॥
 এতদিতি । রাজচরিতস্তোত্তমত্বাদেব তদেতচ্ শ্রোতুমিচ্ছামীত্যশয়ঃ ॥৬॥
 এবমিতি । বিপ্রেন্দ্রো লোমশঃ । ধৰ্ম্মরাজেতি আৰ্হত্বাদদন্তত্বাভাবঃ ॥৭॥

মহারাজ ভগীরথ জ্ঞাতিগণকে হেতু করিয়া জলরশ্মি দ্বারাই জলনিধি সমুদ্রকে পূর্ণ করিবেন” ॥৩॥

তখন দেবতারা সকলে ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া, সেই কালের প্রতীক্ষা করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন” ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রহ্মন্ ! মূনে ! এ বিষয়ে ভগীরথের জ্ঞাতিরা কি করিয়া কারণ হইয়াছিলেন ? এবং কি করিয়াই বা ভগীরথকে অবলম্বন করিয়া সমুদ্র পূর্ণ হইয়াছিল ? ॥৫॥

ব্রাহ্মণ ! তপোধন ! আপনি রাজাদের উত্তম চরিত্র বিস্তরক্রমে বলুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, লোমশমুনি মহাত্মা সগরের মাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭॥

(৩) জ্ঞাতীন্ বৈ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ । দ্বিতীয়ার্ধক্ নাতি—বা ব কা পি ।
 (৫) ...কারণঞ্চাত্র কিং মূনে !—বা ব কা নি ।

লোমশ উবাচ ।

ইক্ষ্বাকুণাং কূলে জাতঃ সগরো নাম পার্শ্বিবঃ ।
 রূপসত্ত্বলোপেতঃ স চাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৮॥
 স হৈহয়ান্ সমুৎসাহ্য তালজজ্ঞ্যাংশ্চ ভারত ! ।
 বশে চ কৃত্বা রাজ্ঞান্ স্বরাজ্যমনুশিষ্টবান্ ॥৯॥
 তস্মৈ ভার্য্যে ত্বভবতাং রূপযৌবনদৰ্পিতে ।
 বৈদৰ্ভী ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! শৈব্যা চ ভরতৰ্ষভ ! ॥১০॥
 স পুত্রকামো নৃপতিস্তপ্যতে স্ম মহত্তপঃ ।
 পত্নীভ্যাং সহ রাজেন্দ্র ! কৈলাসং গিরিমাশ্রিতঃ ॥১১॥
 স তপ্যমানঃ স্ম মহত্তপোযোগসমৰ্থিতঃ ।
 আসসাদ মহাত্মানং ত্র্যক্ষং ত্রিপুরমর্দনম্ ॥১২॥
 শঙ্করং ভবমীশানং শূলপাণিং পিনাকিনম্ ।
 ত্র্যক্ষকং শিবমুগ্ৰেশং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইক্ষ্বাকুণামিতি । রূপং সৌন্দর্য্যং সত্ত্বমধ্যংসায়ঃ বলং শক্তিস্চ তৈরুপেতঃ ॥৮॥
 স ইতি । হৈহয়ান্ তালজজ্ঞ্যাংশ্চ তত্ত্বৎশীয়ান্ নৃপতীন ॥৯॥
 তস্তেতি । বৈদৰ্ভী বিদৰ্ভরাজতনয়া, শৈব্যা শিবিতনয়া চ ॥১০॥
 স ইতি । আশ্রিতঃ অধিষ্ঠিতঃ ॥১১॥
 স ইতি । তপো বৈধক্লেষ-উপবাসাদিঃ যোগশ্চ 'নাদিস্তাভ্যাং সমর্থিতঃ । ত্র্যক্ষং
 ত্রিলোচনম্ । কৰ্ণাঙ্ঘ্রিভিন্নামিত্ত্বং বিশিনষ্ট শঙ্করমিত্যাदि ॥১২—১৩॥

লোমশ বলিলেন—“ইক্ষ্বাকুবংশে ‘সগর’-নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন ; তিনি
 রূপ, উৎসাহ, শক্তি ও প্রতাপশালী হইয়াও অপুত্রক ছিলেন ॥৮॥

ভরতনন্দন ! তিনি হৈহয়বংশীয় ও তালজজ্ঞবংশীয় রাজগণকে উৎসন্ন করিয়া
 এবং অগ্ন্যাগ্ন ক্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া আপন বাজ্য শাসন করিতেন ॥৯॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! সেই সগররাজ্যে দুইটা ভার্য্যা ছিল ; তাঁহারা দুই জনই
 রূপযৌবনগৰ্ব্বিতা ছিলেন ; তাঁহাদের একজন বিদৰ্ভরাজার তনয়া, অপরজন
 শিবিরাজার হুহিতা ছিলেন ॥১০॥

রাজশ্ৰেষ্ঠ ! সেই সগররাজ্যে ভার্য্যাদের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসপর্বতে
 বাইয়া পুত্রকামনা করিয়া গুরুতর তপস্তা করেন ॥১১॥

তিনি উপবাসাদি ও ধ্যানপ্রভৃতি করিতে থাকিয়া গুরুতর তপস্যায় প্রবৃত্ত

(৯)...স্বরাজ্যমবশাসত—বা ব কা পি । (১৩)...পিনাকিং শূলপাণিনম্—কা ব কা নি ।

স তং দৃষ্টে ব বরদং পত্নীভ্যাং সহিতো নৃপঃ ।
 প্রণি শত্ৰু মহাবাহুঃ পুত্রার্থং সমযাচত ॥১৪॥
 তং প্রীতিমান্ হরঃ প্রাহ সভার্য্যং নৃপসন্তমম্ ।
 যস্মিন্ বৃতো মুহূর্তেহহং ত্বয়েহ নৃপতে ! বরম্ ॥১৫॥
 যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি শূরাঃ পরমদর্পিতাঃ ।
 একস্তাং সম্ভবিষ্যন্তি পত্ন্যাং নরবরোত্তম ! ॥১৬॥
 তে চৈব সর্বে সহিতাঃ ক্ষয়ং যাস্ত্যন্তি পার্থিব ! ।
 একো বংশধরঃ শূর একস্তাং সম্ভবিষ্যতি ॥১৭॥ (বিশেষকম্)।
 এবমুক্ত্বা তু তং রুদ্রস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
 স চাপি সগরো রাজা জগাম স্যং নিবেশনম্ ॥১৮॥
 পত্নীভ্যাং সহিতস্তত্র সোহতিফলকমনাস্তদা ।
 কালং শম্ভুবরপ্রাপ্তং প্রতীক্ষন্ সগরোহনয়ং ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সমযাচত বরমিতি শেষঃ ॥১৪॥

তমিতি । বৃতো যাচিতি । অতএব দ্বিকর্মকত্বম্ অপ্রধানকক্ষণ উক্তত্ৰা ৫ । একস্তাং পত্ন্যাং
 যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সম্ভবিষ্যন্তি, তে চৈব সর্বে শূরাঃ পরমদর্পিতাশ্চ সম্ভবিষ্যন্তি, সহিতাঃ সম্মিলিতাশ্চ
 ক্ষয়ং যাস্ত্যন্তি, তস্ত মুহূর্তস্ত গুণাদেবেতি শেষঃ । একঃ পুত্রঃ । একস্তাং পত্ন্যাম্ ॥১৫—১৭॥

এবমিতি । রুদ্রো মহাদেবঃ । নিবেশনং ভবনম্ ॥১৮॥

পত্নীভ্যামিতি । প্রাপ্তঃ শম্ভুবর ইতি শম্ভুবরপ্রাপ্তস্তম্, অগ্নিস্তোকাদিবৎ পরনিপাতঃ ॥১৯॥

রহিয়া একদা শঙ্কর, ভব, ঈশান, শূলপাণি, পিনাকী, ত্র্যম্বক, শিব ও উগ্রেশপ্রভৃতি
 বহু রূপধারী উমাপতি ত্রিপুরহস্তা মহায়া মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ
 করিলেন ॥১২—১৩॥

মহাবাহু সগররাজা মহাদেবকে দেখিয়াই পত্নীদের সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাত
 করিয়া পুত্রের জন্ম বর প্রার্থনা করিলেন ॥১৪॥

তখন সম্ভটচিন্ত মহাদেব, ভাৰ্য্যাদের সহিত সগররাজাকে বলিলেন—“রাজা !
 তুমি যে মুহূর্তে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছ, সেই মুহূর্তের গুণে তোমার এক
 পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র জন্মিবে ; তাহারা সকলেই বীর ও মহাদর্পিত হইবে,
 পরে আবার সকলে মিলিয়াই বিনষ্ট হইবে । আর, অপর পত্নীর গর্ভে একটীমাত্র
 বীর ও কংশরক্ষক পুত্র জন্মিবে” ॥১৫—১৭॥

সগররাজাকে এই কথা বলিয়া মহাদেব সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ;
 সগররাজাও আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥১৮॥

(১৯) বিতীয়াঙ্ক বা ব কা পি নান্তি ।

তস্মৈ তে মনুজশ্রেষ্ঠ ! ভার্য্যে কমললোচনে ।
 বৈদভী চৈব শৈব্যা চ গৰ্ভিণ্যো সংবভূবতুঃ ॥২০॥
 ততঃ কালেন বৈদভী গৰ্ভালাবুং ব্যজায়ত ।
 শৈব্যা চ হৃষ্যবে পুত্রং কুমারং দেবরূপিণম্ ॥২১॥
 তদা হলাবুং সমুৎস্রষ্টুং মনশ্চক্রে স পার্থিবঃ ।
 অথাস্তরীক্ষাচ্ছ্রাব বাচং গম্ভীরনিশ্বনাম্ ॥২২॥
 রাজ্ঞন ! মা সাহসং কার্ষ্যঃ পুত্রান্ ন ত্যক্তুমর্হসি ।
 অলাবৃমধ্যান্নিক্শ্য বীজং যত্নেন গোপ্যতাং ॥২৩॥
 সোপশ্বেদেষু পাত্রেষু ঘৃতপূর্ণেষু ভাগশঃ ।
 ততঃ পুত্রসহস্রাণি সৃষ্টিং প্রাপ্যসি পার্থিব ! ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
 মহাদেবেন দিক্শং তে পুত্রজন্ম নরাধিপ ! ।
 অনেন ক্রমযোগেন মা তে বুদ্ধিরতোহনুথা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মৈতি । গৰ্ভিণ্যো সংবভূবতুঃ, কালক্রমেণ শব্দব্রাদেবেতি ভাবঃ ॥২০॥

তত ইতি । গৰ্ভভূত! অলাবৃগৰ্ভালাবৃত্তাম্, ব্যজায়ত ব্যজনয়ৎ । কুমারং কান্তিকেশমিব,
 ভৰ্গুদায়কং বা ॥২১॥

তদেতি । সমুৎস্রষ্টুং পরিত্যক্তুম্, মনশ্চক্রে ইয়েবেত্যর্থঃ ॥২২॥

রাজ্ঞিতি । বীজমহুঃ, গোপ্যতাং দক্ষ্যতাং । সোপশ্বেদেষু উক্ষেণু ॥২৩—২৪॥

সগররাজা সেখানে যাইয়া পত্নীদের সহিত শিলিত হইয়া অতি দ্রষ্টমনে
 মহাদেবের বরের প্রতীক্ষা করিয়া কাল অতিবাহিত করিঃ লাগিলেন ॥২১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! কালক্রমে বৈদভী ও শৈব্যা—এই দুইটী পদ্মনয়না সগরভার্য্যাই
 গৰ্ভবতী হইলেন ॥২০॥

তাহার পর যথাকালে বৈদভী একটি অলাবু প্রসব করিলেন এবং শৈব্যা
 কান্তিকের তুল্য দিব্যরূপী একটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥২১॥

তখন সগররাজা সেই অলাবুটাকে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু
 তিনি সেই সময়েই আকাশ হইতে গম্ভীর স্বরে এক বাক্য শুনিতে পাইলেন—॥২২॥

“রাজা ! অবিবেচনার কার্য্য করিবেন না, পুত্রগুলিকে ফেলিয়া দিবেন না ।
 অলাবুর ভিতর হইতে বীজ সকল নিকাশনপূর্ব্বক ভাগ ভাগ করিয়া উষ্ণ ও ঘৃতপূর্ণ
 পাত্রে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করুন ; তাহা হইলে ষাট হাজার পুত্র লাভ
 করিবেন ॥২৩—২৪॥

(২৫) জ্যোতিষ পদ্যম্ ‘...বভুধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...পঞ্চাধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

লোমশ উবাচ ।

এতচ্ছুত্বাহস্তরীক্ষাচ্চ স রাজা রাজসত্তমঃ ।
 যথোক্তং তচ্চকারাথ শ্রদ্ধধন্তরতর্ঘব ! ॥২৬॥
 একৈকশস্ততঃ কৃত্বা বীজং বীজং নরাধিপঃ ।
 স্নতপূর্ণেষু কুন্তেষু তান্ ভাগান্ নিদধে ততঃ ॥২৭॥
 ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রাদাৎ পুত্ররক্ষণতৎপরঃ ।
 ততঃ কালেন মহতা সমুত্তম্মহাবলাঃ ॥২৮॥
 ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তস্মা প্রতিমতেজসঃ ।
 রুদ্রপ্রসাদাদ্রাজর্ষেঃ সমজায়ন্ত পার্থিব ! ॥২৯॥
 তে ঘোরাঃ ক্রুরকস্মাণ আকাশপরিসপিণঃ ।
 বহুহাচ্চাবজানন্তঃ সর্বান্ লোকান্ সহামরান্ ॥৩০॥
 ত্রিংশাংশ্চাপ্যাবাস্তু তথা গন্ধর্ব্বরাক্ষসান্ ।
 সর্বাণি চৈব ভূতানি শৃবাঃ সমবশালিনঃ ॥৩১॥ যুগ্মকম্

ভাবতকৌমুদী

মহেতি । দিষ্টং নির্দিষ্টম্ । ক্রমযোগেন ক্রমনিষমেন ॥২৫॥
 এতদ্বিতি । অন্তরীক্ষাদাগতম্ এতৎবচনম্ । শ্রদ্ধং বিশ্বাস ॥২৬॥
 একৈকশ ইতি । বীজং পুত্রকারণীভূতম্, বীজমঙ্গলম্, একৈকশঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২৭॥
 ধাত্রীরিতি । পুত্ররক্ষণতৎপরঃ সগরঃ । মহাবলাঃ পুত্রা ইতি শেষঃ ॥২৮॥
 ষষ্টিরিতি । তন্ত সগরন্ত । রুদ্রপ্রসাদায়হাদেবাস্তৃগুণাঃ ॥২৯॥

রাজা ! মহাদেব এই ক্রমেই আপনার পুত্রজন্ম নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতবাং আপনার যেন অন্তরূপ বুদ্ধি হয় না” ॥২৫॥

লোমশ বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজপ্রধান সগররাজা আকাশ হইতে এই বাক্য শুনিয়া এবং তাহা বিশ্বাস করিয়া যথোক্তরূপ কার্য্যই করিলেন ॥২৬॥

তিনি পুত্রের কারণ সেই অঙ্কুরগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, তাহার পর সেই ভাগগুলিকে স্নতপূর্ণ বহুতর কুন্তের ভিতরে রাখিলেন ॥২৭॥

এবং পুত্ররক্ষার্থ এক একটা কুন্তে এক একটা করিয়া ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন । তাহার পর অনেক কাল পরে মহাবল পুত্র সকল উৎপিত হইল ॥২৮॥

রাজা ! মহাদেবের অনুগ্রহে অতুলনীয়প্রভাব রাজর্ষি সগরের ষাট হাজার পুত্র জন্মিল ॥২৯॥

ভয়ঙ্করপ্রকৃতি, হিংস্রস্বভাব, আকাশচারী, বীর ও যুদ্ধনিপুণ সেই সগর-

বাধ্যমানাস্ততো লোকাঃ সাগরৈর্মন্দবুদ্ধিভিঃ ।
 ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহিতাঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৩২॥
 তানুবাচ মহাভাগঃ সর্বলোকপিতামহঃ ।
 গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ ! সর্বৈ লোকৈঃ সার্কং যথাগতম্ ॥৩৩॥
 নাতিদৌৰ্বেণ কালেন সাগরাণাং ক্ষয়ো মহান্ ।
 ভবিষ্যতি মহাঘোরঃ স্বকৃতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ সুরাঃ ! ॥৩৪॥
 এবমুক্তান্ত তে দেবা লোকাশ্চ মনুজেশ্বর ! ।
 পিতামহমনুজাপ্য বিপ্রজগ্মুৰ্যথাগতম্ ॥৩৫॥
 ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ভরতর্ষভ ! ।
 দীক্ষিতঃ সগরো রাজা হয়মেধেন বীৰ্য্যবান্ ॥৩৬॥

ভাবতকৌমুদী

ত ইতি । আকাশপরিসর্পিণঃ বিমানাবোহুগেন গগনচারিণঃ । ত্রিদশান্ দেবান্ । সমরশালিনো যুদ্ধনৈপুণ্যবন্তঃ ॥৩০—৩১॥

বাধ্যমানা ইতি । সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ, বাধ্যমানাঃ পীড়্যমানাঃ ॥৩২॥

তানিতি । সর্বলোকপিতামহো ব্রহ্মা । যথাগতং যথাস্থানম্ ॥৩৩॥

নেতি । সাগরাণাং সগরপুত্রাণাম্ । মহান্, সাবল্যোনোচ্ছেদাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৪॥

এবমিতি । পিতামহং ব্রহ্মাণম্, অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং কাংসিহা ॥৩৫॥

তত ইতি । দীক্ষিতো লব্ধদীক্ষঃ, হয়মেধেন অশ্বমেধযজ্ঞেন ॥৩৬॥

পুত্রেরা নিজেদের সংখ্যা বহুতর বলিয়া দেবগণের সমস্ত লোককে অবজ্ঞা করিতে থাকিয়া, সমস্ত প্রাণী, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এমন কি দেবগণকে পর্য্যন্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥৩০—৩১॥

তাহার পর সমস্ত লোক, মন্দবুদ্ধি সগরপুত্রগণকর্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকিয়া দেবগণের সহিত যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল ॥৩২॥

তখন মহাত্মা ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন—“দেবগণ ! তোমরা সকলে এই লোকদের সহিত যথাস্থানে যাইতে পার ॥৩৩॥

কারণ, দেবগণ ! অনতিদীর্ঘকালের ধোই নিজেদের কৰ্ম্মফলে সগরপুত্রগণের ভীষণভাবে সমূলে ধ্বংস হইবে” ॥৩৪॥

নরনাথ । ব্রহ্মা এইকণ বলিলে, সেই দেবতারা ও অন্যান্য লোকেরা ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩৫॥

ভরতর্ষেষ্ঠ ! তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, প্রতাপশালী সগররাজা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ॥৩৬॥

তস্তাশ্বো ব্যচরদ্ভূমিং পুত্রেঃ সম্পরিরক্ষিতঃ ।

সমুদ্রেং স সমাসাগু নিস্তোয়ং ভীমদর্শনম্ ॥৩৭॥

রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন তত্ৰৈবান্তরধীয়ত ।

ততস্তে সাগরাস্তাত ! হতং মহা হয়োত্তমম্ ॥৩৮॥

আগম্য পিতুরাচখ্যরদৃশ্যং তুরগং হতম্ ।

তেনোক্তা দিক্ষু সর্বাসু সর্বে মার্গত বাজিনম্ ॥৩৯॥ (বিশেষকম্)

ততস্তে পিতুরাজ্যায় দিক্ষু সর্বাসু তং হয়ম্ ।

অমার্গন্ত মহারাজ ! সন্ধু পৃথিবীতলম্ ॥৪০॥

ততস্তে সাগরাঃ সর্বে সমুপেত্য পরম্পবম্ ।

নাধ্যগচ্ছন্ত তুরগমখহর্তারমেব চ ॥৪১॥

আগম্য পিতরঞ্চোচুস্ততঃ প্রাঞ্জলয়োহগ্রতঃ ।

সসমুদ্রবনদ্বীপা সনদীনদকন্দবা ॥৪২॥

সপর্কতবনোদ্দেশা নিখিলেন মহী নৃপ ।

অস্মাভিবিচিতা রাজন্ ' শাসনাত্তব পার্থিব । ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

ভাবতকৌমুদী

তস্তেতি । নিস্তোয়ং খাতমাত্রম্, অগন্তোহন পীতভোযহাং । সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ । অদৃশ্যং যথা স্মৃতাং হতম্ । তেন পিত্রা সগবেণ, মার্গত অধিগত ॥৩৭—৩৯॥

তত ইতি । রাজ্যায় আজ্ঞাং গৃহীত্বা । পৃথিবীতলঞ্চ গতেতি শেষঃ ॥৪০॥

তত ইতি । সাগরাঃ সগরপুত্রাঃ । নাধ্যগচ্ছন্ত নাশ্বত্বং, তুরগমখম্ ॥৪১॥

আগম্যেতি । উচুঃ সাগরাঃ । নিখিলেন সাকল্যেনেত্যর্থঃ । বিচিতা অধিষ্টা ॥৪২—৪৩॥

তখন তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব তাঁহাবই পুত্রগণকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল । একদা সেই অশ্ব, জলশূন্য ভীমদর্শন সমুদ্রতীরে যাইয়া যত্নপূর্বক রক্ষিত হইতে থাকিয়াও সেই স্থানেই অস্থিরিত হইল । বৎস ! তাহার পর সেই সগরপুত্রেরা পিতার নিকট আসিয়া বলিল যে, “অদৃশ্যভাবে সে অশ্ব অপহৃত হইয়াছে ।” তখন সগর বলিলেন—“তোমরা সকলে সকল দিকে সেই অশ্বের অন্বেষণ কর” ॥৩৭—৩৯॥

মহারাজ ! তাহার পর সগরপুত্রেরা পিতার আদেশ পাইয়া সকল দিকে এবং সমস্ত পৃথিবীতে সেই অশ্বের অন্বেষণ করিল ॥৪০॥

তদনন্তর সেই সগরপুত্রেরা সকলে পরস্পর বিচরণ করিয়াও সে অশ্ব বা অশ্বহর্তাকে পাইল না ॥৪১॥

তাহার পর তাহারা আসিয়া পিতার সম্মুখে কৃতাজলি হইয়া বলিল যে,

ন চাশ্বমধিগচ্ছামো নান্ধহর্তারমেব চ ।
 শ্রুত্বা তু বচনং তেমাং স রাজা ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥৪৪॥
 উবাচ বচনং স সিংস্তদা দৈববশাম্ প ! ।
 অনাগমায় গচ্ছধ্বং ভূয়ো মার্গত বাজিনম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)
 যজ্জিয়ং তং বিনা হৃথং নাগন্তব্যং হি পুত্রকাঃ ! ।
 প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশং পিতুস্তে সগরান্নজাঃ ॥৪৬॥
 ভূয় এব মহীঃ কৃৎস্নাং বিচেতুমুপচক্রমুঃ ।
 অথাপশ্যন্ত তে বীরাঃ পৃথিবীমবদারিতাম্ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)
 সমাসাগ্র বিলং তচ্চাপ্যথনন্ সগরান্নজাঃ ।
 কুন্দালৈর্হেষু কৈশ্চাপি সমুদ্রং যত্নমাস্থিতাঃ ॥৪৮॥
 স খলুমানঃ সহিতৈঃ সাগরৈর্বরুণালয়ঃ ।
 অগচ্ছৎ পরমামাৰ্দ্ধিং দীর্ঘ্যমাণঃ সমন্ততঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অধিগচ্ছামঃ প্রাপ্তুমঃ । মার্গত শষ্মিত ॥৪৪—৪৫॥

যজ্জিয়মিতি । যজ্জিয়ং যজ্ঞাভ্যম্ । সন্দেশমাদেশম্ । বিচেতুন্নশ্বেষ্টম্ ॥৪৬—৪৭॥

সমিতি । হেষুস্তে অব্যক্তং শব্দং কুর্লষ্টতি হেষুকানি প্রস্তুতকরাকারমুখানি লৌহাস্ত্রাণি
 তৈঃ । “রেষু হেষু অব্যক্তে শব্দে” ইতি হেংদ্য হোত্রোণাদিক উকঃ ॥৪৮॥

স ইতি । সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ, বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ ॥৪৯॥

“মহারাজ ! আপনার আদেশে আমরা সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, গুহা, পর্বত ও
 বনপ্রান্তের সহিত সমগ্র পৃথিবীই অন্বেষণ করিয়াছি ॥৪২—৪৩॥

কিন্তু অশ্ব বা অশ্বহর্তাকে পাইলাম না ।” রাজা । তাহাদের সেই কথা
 শুনিয়া সগররাজা কোণে উত্তেজিত হইয়া দৈববশতঃ তখনই সকলকে বলিলেন—
 “কিরিয়া না আসার জন্তই তোমরা আবার যাও, অশ্ব অন্বেষণ কর ॥৪৪—৪৫॥

পুত্রগণ । সেই যজ্ঞেব অশ্ব ব্যতীত তোমরা আসিও না ।” সেই সগরপুত্রগণ
 পিতার আদেশ পাইয়া আবারও সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিবার উপক্রম করিল ।
 তাহার পর তাহারা (সমুদ্রতীরের এক স্থানে) ভূতলটাকে বিদারিত দেখিল ॥৪৬—৪৭॥

সগরপুত্রেরা সেই গর্ভ পাইয়া বিশেষ যত্ন অবলম্বনপূর্বক কুন্দাল ও হেষুক
 (অস্ত্রবিশেষ) দ্বারা সমুদ্র খনন করিতে লাগিল ॥৪৮॥

(৪৮)....কুন্দালৈর্হেষুকৈশ্চৈব—বা ব কা

অসুরোরগরক্ষাংসি সত্ত্বানি বিবিধানি চ ।
 আৰ্ত্তনাদমকুৰ্ব্বন্ত বধ্যমানানি সাগরৈঃ ॥৫০॥
 ছিন্নশীৰ্ষা বিদেহাশ্চ ভিন্নত্বগস্থিসন্ধয়ঃ ।
 প্রাণিনঃ সমদৃশ্যন্ত শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৫১॥
 এবং হি খনতাং তেবাং সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ।
 ব্যতীতঃ স্তমহান্ কালো ন চাশ্বঃ সমদৃশ্যত ॥৫২॥
 ততঃ পূৰ্ব্বোত্তরে দেশে সমুদ্রস্ত মহীপতে ! ।
 বিদার্য্য পাতালমথ সংক্ৰুদ্ধাঃ সগরাভ্রজাঃ ॥৫৩॥
 অপশ্যন্ত হুয়ং তত্র বিচরন্তং মহীতলে ।
 কপিলঞ্চ মহাত্মানং তেজোরাশিমমুত্তমম্ ॥৫৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অসুরেতি । সত্ত্বানি প্রাণিনঃ । সাগরৈঃ সগরপুত্রৈঃ ॥৫০॥
 ছিন্নেতি । বিদেহা দেহরহিতাঃ, ভিন্না বিদীর্ণাণ্ডগস্থিসন্ধয়ো যেষাং তে ॥৫১॥
 এবমিতি । তেবাং সগরপুত্রাণাম্ । সমদৃশ্যত তৈরিতি শেষঃ ॥৫২॥
 তত ইতি । পূৰ্ব্বোত্তরে দেশে ঈশানকোণে । হুয়ং তং যজ্ঞাশ্বম্ ॥৫৩—৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তানিতি ১১—৪৭ ॥ ত্রেম্বকৈঃ ত্রেম্বয়তি সর্পয়ত্যেভিরিতি যুক্তিকোৎক্ষেপণযন্ত্রৈঃ সদৈত্ত-
 লোহপট্টৈঃ । ত্রেম্ব প্রসর্পণে অস্ত রূপম্ ॥৪৮॥ সাগরৈঃ সগরপুত্রদম্বুহৈঃ ॥৪৯—৫২॥ পূৰ্ব্বোত্তরে
 ঈশাণ্যাম্ ॥৫৩—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২০॥

সগরপুত্রেরা মিলিত হইয়া খনন করিতে লাগিলে সেই সমুদ্র সকল দিকে বিদীর্ণ
 হইতে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতে লাগিল ॥৪৯॥

সগরপুত্রেরা বধ করিতে থাকিলে অসুর, নাগ, রাক্ষস ও অস্ফাশ্র নানাবিধ প্রাণী
 সকল আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৫০॥

মস্তক ছিন্ন, দেহ অপসারিত এবং চক্ষু, অস্থি ও সন্ধিস্থান বিদীর্ণ হইল ; এই-
 ভাবের শত শত সহস্র সহস্র প্রাণী দেখা যাইতে লাগিল ॥৫১॥

এইভাবে বরুণালয় সমুদ্রকে খনন করিতে সগরপুত্রগণের অতি দীর্ঘকাল অতীত
 হইল ; কিন্তু সে যজ্ঞীয় অশ্ব দেখা গেল না ॥৫২॥

রাজা ! তাহার পর ক্রুদ্ধ সগরপুত্রেরা সমুদ্রের ঈশানকোণে বিদারণ করিয়া
 পাতালে বাইয়া দেখিল যে, সেই যজ্ঞীয় অশ্বটা ভূতলে বিচরণ করিতেছে এবং
 অসাধারণ তেজঃপুঞ্জের স্থায় মহাত্মা কপিলমুনি অবস্থান করিতেছেন ॥৫৩—৫৪॥

তেজসা দীপ্যমানস্ত জ্বালাভিরিব পাবকম্ ।
 দৃষ্ট্বা হি বিস্মিতাঃ সৰ্বে বভূবুঃ কালচোদিতাঃ ॥৫৫॥
 তে তং দৃষ্ট্বা হয়ং রাজন্ । সম্প্রহৃষ্টতনুরূহাঃ ।
 অনাদৃত্য মহাত্মানং কপিলং কালচোদিতাঃ ।
 সংক্লুপ্তাঃ সমধাবন্ত অগ্নগ্রহণকাজ্জিহ্বাঃ ॥৫৬॥
 ততঃ ক্লুপ্তো মহাবাজ । কপিলো মুনিসত্তমঃ ।
 বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্ ॥৫৭॥
 স চক্ষুर्वিকৃতং কৃৎস্না তেজস্তেষু সমুৎসৃজন্ ।
 দদাহ স্তমহাতেজা মন্দবুদ্ধীন্ স সাগরান্ ॥৫৮॥
 তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদৃশান্ নাবদঃ স্তমহাতপাঃ ।
 সগবান্তিকমাগচ্ছত্তচ্চ তৈশ্চ ন্যবেদয়ৎ ॥৫৯॥

ভাবতকৌমুদী

তেজসেতি । জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ । কালেন যুতানা চোদিতাঃ প্রেবিতাঃ ॥৫৫॥

ত ইতি । সম্প্রহৃষ্টতনুরূহা আনন্দেন বোমাক্ষিতদেহাঃ । সংক্লুপ্তাঃ কপিলশৈব চৌবত্বা-
 ধারণাদিতি ভানঃ, সমধাবন্ত কপিলমেব হস্তমিতি শেবঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৬॥

তত ইতি । ক্লুপ্তোহভবৎ । বাসুদেবেতি বাসুদেবাবতাব ইতি, “পঞ্চমঃ কপিলো নাম
 সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম । প্রোবাচাস্মদ্যে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্গমম্ ॥” ইতি শ্রীমদ্বাগবত-
 বচনাৎ ॥৫৭॥

স ইতি । মন্দবুদ্ধীন্, কপিলচৌহাযাবৎ য বিচাবাকদণাদিতি ভাবঃ । স প্রসিদ্ধঃ ॥৫৮॥

তানিতি । ভস্মসাদৃশান্ অংশতঃ, পবত্র “যত্র তানি ‘দীবাণি’ ইত্যভিধানাৎ । তৎ
 পুত্রনিধনম্, তৈশ্চ সগরায় ॥৫৯॥

কপিলমুনিকে শিখাদ্বারা অগ্নিব স্রাব্য তেজদ্বাবা দীপ্যমান দেখিয়াই কাল-
 প্রেরিত সগরপুত্রেরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল ॥৫৫॥

রাজা । তখন তাহাবা সেই অশ্বটা দেখিয়া আনন্দে বোমাক্ষিত হইয়া, সেই
 অগ্নি গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় কালপ্রেরিত ও ক্লুপ্ত হইয়া মহাত্মা কপিলকে অবজ্ঞা
 করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥৫৬॥

মহারাজ । তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল ক্লুপ্ত হইলেন ; জ্ঞানীরা যে মুনিশ্রেষ্ঠ
 কপিলকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন ॥৫৭॥

প্রসিদ্ধ মহাতেজা সেই কপিল চক্ষু বিকৃত কবিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগরপুত্রগণের
 উপরে তেজ নিষ্কিপ্ত করিতে থাকিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিলেন ॥৫৮॥

তখন মহাতপা নারদ সেই সগরপুত্রদিগকে প্রায় ভস্মীভূত দেখিয়া সগররাজার
 নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৫৯॥

স তচ্ শ্রুত্বা বচো ঘোরং রাজা মুনিমুখোদগতম্ ।

মুহূর্তং বিমনা ভূত্বা স্বাগোর্বাক্যমচিন্তয়ৎ ॥৬০॥

স পুত্রনিধনোথেন দুঃখেন সমভিপ্লুতঃ ।

আত্মানমাত্মনাস্থাস্ত্র হ্রয়মেবাগ্ৰচিন্তয়ৎ ॥৬১॥

অংশুমন্তং সমাহূয় অসমঞ্জঃস্বতং তদা ।

পৌত্রং ভরতশাস্ত্রদল ! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৬২॥

যষ্টিস্তানি সহস্রানি পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ।

কাপিলং তেজ আসাগ্ৰ মংকূতে নিধনং গতাঃ ॥৬৩॥

তব চাপি পিতা তাত ! পরিত্যক্তো ময়াহনঘ ! ।

ধর্ম্যং স্বং রক্ষমাণেন পৌরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥৬৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমর্থং রাজশাস্ত্রদলঃ সগবঃ পুত্রমাত্মজম্ ।

ত্যাক্তবান্ দুষ্ট্যজং বীৎ তন্মে ব্রাহ্মি তপোধন ! ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স্বাগোঃ শিবস্ত্র । “তে চৈব সর্কে সহিতাঃ ক্ষয়ং যাস্তস্তি পার্থিব ।” ইতি বাক্যম্ ॥৬০॥

স ইতি । হযং তং যজ্ঞাশ্রমেবাচিন্তয়ৎ, যজ্ঞনির্দাহার্থমিতি ভাবঃ ॥৬১॥

অংশুতি । অত্রবীৎ, সগব ইতি শেবঃ ॥৬২॥

যষ্টিন্তি । গতা ইতি শকাভিধেয়ে পুংস্বম, “শকাভিধেয়ে লিঙ্গং স্তাৎ শকলিঙ্গমণাপি বা । শোভনায়ৈ কলত্রায় দাদান্ পশুস্তি শোভনান ।” —ইত্যাক্ৰেঃ ॥৬৩॥

তবেতি । পিতা অসমঞ্জা নাম, হে তাত ! বৎস । স্বং রাজকীয়ম্ ॥৬৪॥

তখন সগররাজা নারদমুখনিঃসৃত সেই ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া মুহূর্তকাল বিষলচিত্ত হইয়া সেই মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥৬০॥

পুত্রনিধনদুঃখে দুঃখিত সগররাজা আপনারদ্বারাই আপনাকে আশ্রয় করিয়া সেই অশ্রুব বিষয়ই চিন্তা করিলেন ॥৬১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন তিনি অসমঞ্জার পুত্র পৌত্র অংশুমানকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৬২॥

“বৎস । অমিততেজা সেই ষাট হাজার পুত্র আমার জন্মই কপিলের তেজে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥৬৩॥

বৎস ! আমি নিজের ধর্মরক্ষার জন্ত এবং পুরবাসিগণের হিতের জন্ত তোমার পিতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি” ॥৬৪॥

(৬১) এবং লোকঃ বা ব কা পি নান্তি ।

লোমশ উবাচ ।

অসমঞ্জা ইতি খ্যাতঃ সগরস্ত স্ততো হৃভুং ।
 যং শৈব্যা জনয়ামাস পৌরাণাং স হি দারকান্ ।
 গলেষু ক্রোশতো গৃহ নগাং চিক্ষেপ দুৰ্বলান্ ॥৬৬॥
 ততঃ পৌরাঃ সমাজগ্মুর্ভয়শোকপরিপ্লুতাঃ ।
 সগরঞ্চাপ্যভামন্ত সৰ্বৈ প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥৬৭॥
 হ্রং নদ্রাতি মহারাজ ! পরচক্রাদিভির্ভয়াৎ ।
 অসমঞ্জোভয়াদ্ভোরাভতো নদ্রাতুমর্হসি ॥৬৮॥
 পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা বোরং নৃপতিসত্তমঃ ।
 নৃহৃত্তং বিমনা ভূত্বা সচিবানিদমব্রবীৎ ॥৬৯॥
 অসমঞ্জাঃ পূবাদন্ত স্ততো মে বিপ্রাঃ স্ততাম্ ।
 যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্গ্যমেতচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আয়ুজমিত্যনেন পংজাতশ্চৈত্রজাদিব্যবৃতিঃ । অত্র এবোক্তং দুস্ত্যজমিতি ॥৬৫॥
 অসমঞ্জা ইতি । ক্রোশত অর্ন্তনাদ' কুর্কলঃ, গৃহ ধরা । নটপাদোৎসং শ্লোকঃ ॥৬৬॥
 তত ইতি । সমাজগ্মুঃ সগবরাজাস্তিকিমিতি শেবঃ ॥৬৭॥
 অমিতি । নঃ অস্বাকম্ । পরচক্রাদিভিঃ পরলজ্যাাদিভিঃ । ৬৮॥
 পৌরাণামিতি । বিমনা', পুত্রকৃত্য' নাস' বশ্রবণ দিতি ভাবঃ ॥৬৯॥
 অসমঞ্জা ইতি । বিপ্রবাস্তাঃ নিরুপ্তাঃ । নো যুযাব ॥৭০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—“তপোধন ! রাজশ্রেষ্ঠ সগব দুস্ত্যজ বীর ঔরস পুত্রকে
 কি জঘ্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন” ॥৬৫॥

লোমশ বলিলেন—“অসমঞ্জ’ নামে সগরের একটা পুত্র হইয়াছিল, যাহাকে
 শৈব্যা প্রসব করিয়াছিলেন । সেই অসমঞ্জা পুর্ববাসিগণের দুর্বল বালকগুলিকে
 গলদেশে ধারণ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিত : তখন সেই বালকেরা অর্ন্তনাদ
 করিতে থাকিত ॥৬৬॥

তার পর পুর্ববাসীরা ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া সগবরাজার নিকট আসিত
 এবং সকলেই কৃতাজলিপুটে থাকিয়া তাঁহাকে বলিত—॥৬৭॥

“মহারাজ ! বিপক্ষরাজ্যের ভয় হইতে আপনি আমাদের রক্ষক ; সুতরাং
 অসমঞ্জার গুরুতর ভয় হইতে আমাদের রক্ষা করুন” ॥৬৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ সগর পুর্ববাসিগণের সেই দারুণ কথা শুনিয়া, কিছুকাল বিমনা
 থাকিয়া মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলেন—॥৬৯॥

এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ সচিবাস্তে নরাধিপ ! ।

যথোক্তং হরিতাশ্চক্রুর্যথাজ্ঞাপিতবান্ নৃপঃ ॥৭১॥

এতন্তে সর্বমাখ্যাতে যথা পুত্রো মহাত্মনা ।

পৌরাণাং হিতকামেন সগরেণ বিবাসিতঃ ॥৭২॥

অংশুমাংস্ত মহেষ্वासো যদুস্তঃ সগরেণ হি ।

তন্তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৭৩॥

সগর উবাচ ।

পিতৃশ্চ তেহহং ত্যাগেন পুত্রাণাং নিধনেন চ ।

অলাভেন তথাস্থ্য পবিতপ্যামি পুত্রক ! ॥৭৪॥

তস্মাদ্ভূত্বাভিসমুপ্তং যজ্ঞবিঘ্নাচ্চ মোহিতম্ ।

হয়স্থানয়নাং পৌত্র । নবকান্মাং সমুদ্বহ ॥৭৫॥

ভাবতকৌমুদী

এবমিতি । যথোক্তম্ অসমঞ্জসে, নির্বাসনম্ ॥৭১॥

এতদ্বিতি । বিবাসিতো নগবান্নির্বাসিতঃ ॥৭২॥

অংশুমানিতি । ইবান্ বাণান্ অন্ততি ক্রিপতীতি ইষাসো ধনুঃ “কশ্যপাণ্” ইত্যন্ততেরণ , মহানিষাসো যন্ত স মহেষ্वासো মহাধনুর্ধ্ব ইত্যর্থঃ ॥৭৩॥

পিতৃরिति । নিধনেন কপিলনয়নায়িনা দাহান্নবপেন ॥৭৪॥

তস্মাদিতি । নরকাং আবদ্ধযজ্ঞাসমাপনেন সম্ভাব্যমানাদিতি ভাবঃ ॥৭৫॥

“মন্ত্ৰিগণ ! আমার প্রিয় কার্য যদি আপনাদেরে কর্তব্য হয়, তবে এই কার্যটা সহর করুন, অতঃই আমার পুত্র অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্বাসিত করুন” ॥৭০॥

নরনাথ ! সগররাজা এইকপ বলিলে, সেই মন্ত্রীবা রাজার আদেশ অনুসারে সহরই অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্বাসিত করিলেন ॥৭১॥

সগররাজা পুরবাসীদিগের হিতকামী হইয়া পুত্র অসমঞ্জাকে যে কাবণে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই এই তোমাব নিকট বলিলাম ॥৭২॥

সগররাজা মহাধনুর্ধ্ব অংশুমানকে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্তও আমি তোমার নিকট বলিব ; তুমি শ্রবণ কর ॥৭৩॥

সগর বলিয়াছিলেন—“বৎস ! তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করায় অত্যাশ্র পুত্রদের মৃত্যু হওয়ায় এবং যজ্ঞীয় অগ্নি না পাওয়ায় আমি সর্বপ্রকারেই সমুপ্ত হইতেছি ॥৭৪॥

অতএব আমি শোকে সমুপ্ত এবং যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায় মোহিত হইয়াছি ;

অংশুমানেনবগুক্তস্ত সগরেণ মহাত্মনা ।
 জগাম দুঃখাত্তং দেশং যত্র বৈ দারিত্র্যমহী ॥৭৬॥
 স তু তেনৈব মার্গেণ সমুদ্রং প্রবিবেশ হ ।
 অপশ্যচ্চ মহাত্মানং কপিলং তুরগঞ্চ তম্ ॥৭৭॥
 স দৃষ্ট্বা তেজসো রাশিং পুরাণমুষিসত্তমম্ ।
 প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কার্গ্যমশ্নো ন্যবেদয়ৎ ॥৭৮॥
 ততঃ প্রীতো মহারাজ । কপিলোহংশুমতোহভবৎ
 উবাচ চৈনং ধৰ্ম্মাত্মা বরদোহস্মীতি ভারত ! ॥৭৯॥
 স বত্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণাৎ ।
 দ্বিতীয়মুদকং বত্রে পিতৃণাং পাবনেন্দ্রিয়া ॥৮০॥

ভাবার্থকৌমুদী

অংশুমানতি । দুঃখাৎ স্তিসংস্কারিতানাশনিবন্ধনাদিত্যাশয়ঃ ॥৭৬॥
 স ইতি । তেনৈব সগরপুত্রগণকেনৈব । তুরগং যজ্ঞাশ্বম্ ॥৭৭॥
 স ইতি । কার্গ্যম্ আশ্বানঃ কর্তব্যবিষয়ম্, অশ্নো কপিলায় ॥৭৮॥
 তত ইতি । অংশুমত উপরি । ধর্ম্মাৎ কপিলঃ, বরদঃ স্বাং প্রতীতি শেষঃ ॥৭৯॥
 স ইতি । সঃ অংশুমান, বত্রে প্রণম্যামাস । পিতৃণাং সগরপুত্রাণাম্ ॥৮০॥

সুতরাং পৌত্র! তুমি সেই অশ্ব জ্ঞানয়ন করিয় আমাকে নরক হইতে উদ্ধার কর" ॥৭৫॥

মহাত্মা সগর এইকপ বলিলে, অংশুমান্ দুঃখিতচিত্তেই সেই স্থানে গমন করিলেন, যেখানে ভূতল বিদাবিঃ ছিল ॥৭৬॥

অংশুমান্ সেই পথেই সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং মহাত্মা কপিলকে ও সেই অশ্বটিকে দেখিতে পাইলেন ॥৭৭॥

অংশুমান্, প্রাচীন ও ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিলকে ও তুরগের ন্যায় দেখিয়া মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণাম করিয়া, উহার নিকট নিজের কর্তব্য বিষয় জ্ঞানাইলেন ॥৭৮॥

মহারাজ ভরতনন্দন! তাহার পর ধর্ম্মাত্মা কপিল অংশুমানের উপরে সম্ভট হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—“আমি তোমার প্রতি বরদাতা হইলাম” ॥৭৯॥

তখন তিনি প্রথমে যজ্ঞসমাপ্তির জন্ত অশ্ব প্রার্থনা করিলেন, পরে পিতৃলোকদের উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় জল যাত্রা করিলেন ॥৮০॥

(৮০)...দ্বিতীয়ং বরকং বত্রে—বা ব কা ।

বন-১১৮ (৮)

তমুবাচ মহাতেজাঃ কপিলো মুনিপুঙ্গবঃ ।
 দদানি তব ভদ্রং তে যদ্যৎ প্রার্থয়সেহনঘ ! ॥৮১॥
 ত্বয়ি ক্ষমা চ ধর্ম্যশ্চ সত্যঞ্চাপি প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 ত্বয়া কৃতার্থঃ সগরঃ পুত্রবাংশচ ত্বয়া পিতা ॥৮২॥
 তব চৈব প্রভাবেণ স্বর্গং যাস্তুস্তি সাগরাঃ ।
 শলভত্বং গত্যা যে তে মম ক্রোধহৃতাশনে ॥৮৩॥
 পৌত্রশ্চ যে তে ত্রিপথগাং ত্রিদিবাদানয়িষ্যতি ।
 পাবনার্থং সাগরাণাং তোষয়িত্বা মহেশ্ববম্ ॥৮৪॥
 হ্যং নয়স্ব ভদ্রং তে যজ্ঞিয়ং নবপুঙ্গব ! ।
 যজ্ঞঃ সমাপ্যতাং তাত । সগবন্ত মহাত্মনঃ ॥৮৫॥

ভাবতকৌমুদী

তমিতি । তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্ত ॥৮১॥

ত্বয়ীতি । ক্ষমা, অপবাধিনো মমানাক্ষমণাং, ধর্ম্যঃ, পিতামহযজ্ঞসমাপনোদ্যোগাৎ ;
 সত্যম্ অশ্রুগ্রহণায় ছলাকবদাদিত্যর্থঃ পিতা অসমস্তাঃ ॥৮২॥

তবেতি । সাগরাঃ সগবপুত্রাঃ । শলভত্বং পতঙ্গত্বম্ গত্যা হৃতাঃ ॥৮৩॥

পৌত্র ইতি । ত্রিপথগাং গঙ্গাম, ত্রিদিবাং স্বর্গাং, আনয়িষ্যতি আনেষ্যেতি ॥৮৪॥

হ্যমিতি । তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমস্ত । যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্চম্ ॥৮৫॥

তখন মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল অ শুমানকে বলিলেন—“হে নিষ্পাপ ! তুমি
 যাগা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা তাহাই তোমাকে দিব ; তোমার মঙ্গল হউক ॥৮১॥

কাবণ, তোমাতে ক্ষমা, ধর্ম ও সত্য রহিয়াছে ; স্মৃতবাং তোমাদ্বারা সগববাজ্ঞ
 কৃতার্থ হইয়াছেন এবং তোমাদ্বাবাই তোমাব পিতা পুত্রবান্ হইয়াছেন ॥৮২॥

নরশ্রেষ্ঠ ! সগরের পুত্রবা তোমাব প্রভাবেই স্বর্গলাভ করিবেন : যাহারা
 আমাব ক্রোধানলে পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৮৩॥

তোমার পৌত্র (ভগীরথ) মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া সগরপুত্রদিগের উদ্ধারের
 জন্ত স্বর্গলোক হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন ॥৮৪॥

বৎস ! তুমি যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া যাও এবং মহাত্মা সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত
 করাও । তোমার মঙ্গল হউক” ॥৮৫॥

অংশুমানেনবগন্তুস্ত কপিলেন মহাত্মনা ।
 আজগাম হয়ং গৃহ্য যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ ॥৮৬॥
 সোহভিবাণ ততঃ পাদৌ সগরস্য মহাত্মনঃ ।
 মৃদ্ধি তেনাপ্যুপাশ্রাতন্ত্যৈ সৰ্বং শ্রবেদয়ং ॥৮৭॥
 যথা দৃষ্টং শ্রুতঞ্চাপি সাগরাণাং ক্ষয়ং তথা ।
 তদ্যৈশ্চ হযমাচক্ট যজ্ঞবাটনুপাগতম্ ॥৮৮॥
 তচ্ছ্রুত্বা সগবো রাজা পুত্রজং হৃৎশমত্যজং ।
 তংশুমন্তুঞ্চ সম্পূজ্য সমাপয়ত তং ক্রতুম্ ॥৮৯॥
 সমাপ্তযজ্ঞঃ সগবো দৌবঃ সৌর্যঃ সভাজিতঃ ।
 পুত্রত্নে কল্পয়ামাস সম্রাটং বরুণালয়ম ॥৯০॥
 প্রশাস্য শুচিবং কালং বাজ্রাং রাজীবলোচনঃ ।
 পৌত্রে ভাবং সমাবেশ্য জগাম ত্রিদিবং তদা ॥৯১॥

ভাবঃকৌমুদী

‘অংশুমানিতি’ ইত্যং যজ্ঞাশ্রম, গৃহ্য গৃহ্যতঃ যজ্ঞস্য বাটং বৃত্তিবেষ্টিতস্থানম্, “বাটো মার্গে বৃত্তিস্থানে স্যাৎ কুটীবাশ্রমণঃ সিস্যম্” ইতি শ্রুতিঃ ॥৮৬॥

স ইতি । সঃ অংশুমানঃ সেন সগরেন পি । মৃদ্ধি উপাশ্রাণং স্নেহাতিবেদ্যং ॥৮৭॥

যথেনিতি । সাগরান্যং সগরপুত্রানম্ । ত ১৪ উক্তবান্, অংশুমানিতি শেষঃ ॥৮৮॥

তদিতি । পুত্রজং পুত্রনিধনভাজনম্ । সম্পূজ্য কায্যকুশলতয়া আদৃত্য ॥৮৯॥

সমাপ্তেনিতি । সভাজিতঃ অভিনিহিতঃ । যজ্ঞবরুণাদেব যজ্ঞস্য সাগবেতি নাম ॥৯০॥

মহাত্মা কপিল এইকপ বলিলে, অংশুমান সেই অশ্ব লইয়া মহাত্মা সগরের যজ্ঞস্থানে আগমন করিলেন ॥৮৬॥

তাহাব পৰ অংশুমান্ মহাত্মা সগবেব চবণযুগলে নমস্কাব কবিলেন, সগরও তাঁহার মন্তুকাশ্রাণ কবিলেন । তৎপবে অংশুমান্ সমস্ত বিষয় সগরকে জানাইলেন ॥৮৭॥

সগরপুত্রগণের বিনাশ যেমন দেখিয়াছিলেন এবং যেমন শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সংবাদ এবং সেই অশ্ব যে যজ্ঞস্থানে আসিয়াছে, সেই সংবাদ অংশুমান্ সগরেব নিকট বলিলেন ॥৮৮॥

তাহা শুনিয়া সগরবাজা পুত্রগণেব মৃত্যুজনিত হৃৎশ পরিত্যাগ করিলেন এবং অংশুমানের গৌরব করিয়া সেই অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন ॥৮৯॥

সগররাজা যজ্ঞ সমাপ্ত করিলে, দেবতার সকলে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন ; তৎপরে সগর বরুণালয় সমুদ্রকে আপন পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন ॥৯০॥

অংশুমানপি ধর্মাত্মা মহীং সাগরমেখলাম্ ।

প্রশশাস মহারাজ ! যথৈবাস্থ পিতামহঃ ॥৯২॥

তস্য পুত্রঃ সমভবদিলীপো নাম ধর্মবিৎ ।

তস্মিন্ রাজ্যং সমাধায় অংশুমানপি সংস্থিতঃ ॥৯৩॥

দিলীপস্ত ততঃ শ্রুত্বা পিতৃণাং নিধনং মহৎ ।

পর্য্যতপ্যত দুঃখেন তেষাং গতিমচিস্তয়ৎ ॥৯৪॥

গঙ্গাবতরণে যত্নং স্নমহচ্চাকরোম্ পঃ ।

ন চাবতারয়ামাস চেষ্টমানো যথাবলম্ ॥৯৫॥

তস্য পুত্রঃ সমভবচ্চীমান্ ধর্মপরায়ণঃ ।

ভগীরথ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাগনসূরকঃ ॥৯৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রশাস্তি । রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ সগবঃ । পৌত্রে অংশুমতি ॥৯১॥

অংশুমানিতি । সাগব এব মেখলা কাঞ্চী যশাস্তাং সাগরবেষ্টিতামিত্যর্থঃ ॥৯২॥

তস্তেতি । সংস্থিতো যুতঃ, “পরাস্থপ্রাপ্তপঞ্চতপ্রেতসংস্থিতাঃ” ইত্যমরঃ ॥৯৩॥

দিলীপ ইতি । পিতৃণাং পিতৃপূর্বপুরুষাণাং সগরপুত্রগণাম্, মহৎ সাকল্যাদিতি ভাবঃ ॥৯৪॥

গঙ্গেতি । স্নমহদिति ক্রিয়াবিশেষণদ্বয়পুংসকম্ । নৃপো দিলীপঃ ॥৯৫॥

তস্তেতি । চীমান্ রাজলক্ষ্মীবান্ । অনসূরকঃ পবদোষাবিকাররহিতঃ ॥৯৬॥

এইভাবে পদ্মনয়ন সগববাজা দীর্গকাল রাজ্য শাসন কবিয়া পৌত্র অংশুমানের উপরে তাহাব ভার অর্পণ কবিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥৯১॥

মহারাজ ! ধর্মাত্মা অংশুমানও তাহাব পিতামহেরই মত সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥৯২॥

কালক্রমে অংশুমানের ‘দিলীপ’-নামে ধর্মজ্ঞ একটা পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অংশুমানও পরলোকগমন করিলেন ॥৯৩॥

তাহাব পরে দিলীপ পিতার পূর্বপুরুষগণের (সগরপুত্রগণের) গুরুতর নিধন-বৃন্তান্ত শুনিয়া দুঃখে পবিতপ্ত হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে থাকিলেন ॥৯৪॥

তৎপরে দিলীপ গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে আনিবার জন্ত গুরুতর চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারিলেন না ॥৯৫॥

সেই দিলীপের ‘ভগীরথ’-নামে একটা পুত্র জন্মিয়াছিল ; তিনি রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও অসূয়াশূন্য ছিলেন ॥৯৬॥

(৯৩)...তস্য রাজ্যং সমাধায়—বা ব কা পি । (৯৬)...সত্যবাননসূরকঃ—বা ব কা ।

অভিষিচ্য তু তং রাজ্যে দিলীপো বনমাস্থিতঃ ।

তপঃসিদ্ধিসমায়োগাৎ স রাজা ভরতবর্ভ ! ।

বনাজ্জগাম ত্রিদিবং কালযোগেন ভারত ! ॥৯৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং ভগীরথরাজ্যাভিষেকে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

স তু রাজা মহেষাসচ্চক্রবর্তী মহারথঃ ।

বভূব সর্বলোকস্য মনোনয়ননন্দনঃ ॥১॥

স শুশ্রাব মহাবাহুঃ কপিলেন মহাত্মনা ।

পিতৃণাং নিধনং বোরমপ্রাপ্তিং ত্রিদিবস্তু চ ॥২॥

ভাবতকৌমুদী

অভীতি । ত্রিদিবং স্বৰ্গম্, কালযোগেন কালক্রমেণ । বটুপাদোহং শ্লোকঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবালীশতটোঢাৰ্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

স ইতি । মহেষাসো মহাধনুৰ্দ্ধরঃ, চক্রেণ স্বপররাজ্যাধিকাং বর্ভত ইতি চক্রবর্তী ॥১॥

স ইতি । ঘোবং নয়নানলেন যুগপৎ কৃতত্বাদিতি ভাবঃ । ত্রিদিবস্তু স্বৰ্গস্তু ॥২॥

ভাবতভাবদীপঃ

স স্থিতি ॥১—৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২১॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! মহাবাজ দিলীপ সেই ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে
গমন করেন এবং তিনি তপঃসিদ্ধি বলে কালক্রমে সেই বন হইতেই স্বর্গে
প্রস্থান করেন” ॥৯৭॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“সকল লোকের মন ও নয়নের আনন্দজনক সেই ভগীরথ-
রাজা ক্রমে মহাধনুৰ্দ্ধর, মহারথ ও রাজচক্রবর্তী হইলেন ॥১॥

স রাজ্যং সচিবে ঋশ্ম হৃদয়েন বিদ্যুত ।
 জগাম হিমবৎ পার্শ্বং তপস্তপুং নরেশ্বরঃ ॥৩॥
 আরিরাধয়িষুর্গঙ্গাং তপসা দক্ষকিঙ্ঘ্রিষঃ ।
 মোহপশ্যত নবশ্রেষ্ঠ ! হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥৪॥
 শৃঙ্গৈর্বহুবিধাকাঠৈর্ধাতুমন্তিরলঙ্কৃতম্ ।
 পবনালম্বিভির্মোঘৈঃ পরিমিত্তং সমন্ততঃ ॥৫॥
 নদীকুঞ্জনিভৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্ ।
 গুহাকন্দরসংলীনৈঃ সিংহব্যটৈর্নিমেষিতম্ ॥৬॥
 শকুনৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গৈঃ কুঞ্জদ্বিবিবিধা গিবাঃ ।
 ভৃঙ্গরাঙ্গৈস্তথা হংসৈর্দাত্যৈর্হেজলকুঙ্কটৈঃ ॥৭॥
 ময়ূরৈঃ শতপত্রৈশ্চ জীবজীবককোকিলৈঃ ।
 চকোতৈরসিতাপাঙ্গৈস্তথা পুত্রপ্রিয়ারপি ॥৮॥
 জলস্থানেষু রম্যেণু পদ্মিনীভিঃ সঙ্কলনম্ ।
 সারসানাপঃ মধুরৈর্ব্যাঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৯॥

ভাবতকৌমুদী

স ইতি । বিদ্যুতঃ সমুপামাণেন, উল্কাভয়শ্রবণাদিত্যাশয়ঃ ॥৩॥

আরীতি । আরিরাধয়িষুঃ আরাধয়িষুঃ, স্বার্থে ইন্ অর্থঃ ॥৪॥

শৃঙ্গৈরিতি । ধাতুমন্তিঃ গৈরিকাদিধাতুযুক্তৈঃ পবনালম্বিভির্দাত্যযুতরসকনিতৈঃ ।
 প্রাসাদৈর্দেবালয়ৈঃ । গুহা এব কন্দবাণি বিবরাণি তেষু সংলীনৈঃ শয়িতৈঃ । শকুনৈঃ
 পক্ষিভিঃ । কুঙ্কটৈঃ কুর্কটৈঃ, গিবো এবান্ । শতপত্রৈঃ পুত্রপ্রিয়ৈশ্চ পক্ষিবিশেষৈঃ ।

ক্রমে মহাবাহু ভগীরথ শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহাব পিতৃপুত্রগণ মহাত্মা
 কপিলের নয়নানলে ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং (সেই কারণেই)
 স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই ॥২॥

তখন তিনি মন্তীর উপর রাজ্যভার বিস্তার করিয়া তপস্যা করিবার জগু সমুপ
 হৃদয়ে হিমালয়সমীপে গমন করিলেন ॥৩॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তিনি তপস্যার প্রভাবে পাপবিহীন হইয়া পবে গঙ্গার আরাধনা
 করিবার ইচ্ছায় (যাইতে থাকিয়া ক্রমে) পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে দর্শন করিলেন ॥৪॥

ক্রমে সেই হিমালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সেই হিমালয়—গৈরিকাদি
 ধাতুযুক্ত নানাবিধ শৃঙ্গদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল ; বায়ুতরে চলিত মেঘসমূহ সকল
 দিকে বর্ষণ করিতে থাকায় সংসিক্ত হইতেছিল ; নদী, কুঞ্জ, নিত্য ও দেবালয়-

কিমরৈরপ্সরোভিশ্চ নিষেবিতশিলাতলম্ ।
 দিগ্ধারণবিষাণাগ্রৈঃ সমস্তাদৃষ্টপাদপম্ ॥১০॥
 বিজ্ঞানানুচরিতং নানারত্নসমাকুলম্ ।
 বিষোদ্বিগ্ধজ্ঞৈঃ দীপ্তিজ্জ্বলৈর্নিষেবিতম্ ॥১১॥
 কচিৎ কনকসঙ্কাশং কচিদ্রজতসম্মিতম্ ।
 কচিদঙ্গনপূজাভং হিমবন্তমুপাগমৎ ॥১২॥ (কুলকম্)
 স তু তত্র নরশ্রেষ্ঠ ! তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ ।
 ফলমূলান্ধসংভক্ষঃ সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥১৩॥
 সংবৎসরসহস্রে তু গতে দিব্যে মহানদৌ ।
 দর্শয়ামাস তং গঙ্গা তদা মূর্ত্তিমতী স্বয়ম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাক্তৈঃ বৈবঃ । দিগ্ধাণানাং দিগ্ধস্থিনাং বিষাণাগ্রৈর্দন্তাগ্রৈঃ সমস্তাং সর্কাস্ব দিষ্ট, ঘৃষ্টাঃ
 পাদপা বৃক্ষা যত্র তম্ । দৃষ্টা উজ্জ্বলা জিহ্বা যেথা তৈঃ । কনকসঙ্কাশং স্বর্ণবর্ণম্, অঙ্গনপূজাভং
 কঙ্কলরাশিবর্ণম্ ॥৫—১২

স টীতি । স ভগীরথঃ । সমাস্থিতঃ অবলম্বিতবান্ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥১৩॥

সংবৎসরেনিতি । দিব্যে দেবপরিমাণে । সহস্রবৎসরপৰ্য্যন্তম্ । স্বয়মায়ানম্ ॥১৪॥

সমূহে শোভিত ছিল ; গুহাসুপ্ত সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহে অধুষিত ছিল ; নানাবিধ
 রবকারী ও বিচিত্র দেহ বহুতর পক্ষী এবং বৃহৎ প্রভৃৎ ডালুক, পানকড়ি, ময়ূর,
 শতপত্র, জীবজীবক, কোকিল, চকোব, অসিতাপাঙ্গ ও পুত্রপ্রিয় পক্ষীরা এবং
 পদ্মলতাসমূহ তাহাব মনোহর জলাশয়গুলিকে ব্যাপ্ত কবিয়া রহিয়াছিল ; আর
 সারসপক্ষিগণের মধুর রব হইতেছিল ; কনকবর্ণ ও অঙ্গবোণ শিলাতলে অবস্থান
 করিতেছিল ; সকল দিকেব বৃক্ষগুলিই দিগ্ধস্থিগণেব দন্তাগ্রে ঘষিত ছিল ;
 বিজ্ঞানবেরা বিচরণ কবিত্তেছিল ; নানাবিধ বহু বিবাজ করিতেছিল ; বিষোদ্বিগ্ধ ও
 দীপ্তজিহ্বা সর্প সকল অবস্থান করিতেছিল এবং সে হিমালয়কোথাও স্বর্ণবর্ণ, কোথাও
 রক্তবর্ণ এবং কোথাও কঙ্কলরাশিবর্ণ আশ্রয় করিত ছিল ॥৫—১২॥

নরশ্রেষ্ঠ ! ভগীরথ সেই হিমালয়পর্বতে সহস্র বৎসরপৰ্য্যন্ত কেবল ফল, মূল ও
 জল ভক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর তপস্তা করিলেন ॥১৩॥

দেবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তখন মহানদী গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া
 আসিয়া ভগীরথকে আশ্বদর্শন করাইলেন ॥১৪॥

(১৩, ... নরশ্রেষ্ঠঃ... সমাস্থিতঃ—বা ব ক। ।

গঙ্গোবাচ ।

কিমিচ্ছসি মহারাজ ! মত্তঃ কিঞ্চ দদানি তে ।

তদব্রবীহি নরশ্রেষ্ঠ ! করিষ্যামি বচস্তব ॥১৫॥

এবমুক্তঃ প্রভুবাচ রাজা হৈমবতীং তদা ।

পিতামহা মে বরদে ! কপিলেন মহানদি ! ॥১৬॥

অগ্নেষমাণাস্তরগং নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।

যষ্টিস্তানি সহস্রাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)

কাপিলং তেজ আসাত্ত ক্রণেন নিধনং গতঃ ।

তেষামেবং বিনষ্টানাং স্বর্গে বাসো ন বিগতে ॥১৮॥

যাবন্তানি শরীরানি ত্বং জলৈর্নাভিষিক্তসি ।

তাবন্তেষাং গতির্নাস্তি সাগরাণাং মহানদি ! ॥১৯॥

স্বর্গং নয় মহাভাগে ! মৎপিতৃন্ সগরাত্মজান্ ।

তেষামর্থোহভিযাচামি ত্বামহং বৈ মহানদি ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । মস্তো মম সকাশাং কিমিচ্ছসি । বচো বচোহরূপং কাব্যম্ ॥১৫॥

এবমিতি । হৈমবতীং হিমবত আগতাং গঙ্গাম্ । বৈবস্বতক্ষয়ং যমানম্ । সাগরাণাং সগরপুত্রাণাম্ । যষ্টিরিত্যতঃ সংখ্যাধিক্যানপ্যত্মপেক্ষণীয় ইতি ভাবঃ ॥১৬—১৭॥

কাপিলমিতি । “যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতাঃ” ইতি শ্রুতৌ পাতিতাত্মবনাদিত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

যাবদিতি । ত্বদীয়জলেনাভিষেকে তু তেষাং স্বর্গে গতিঃ স্মাদেব, “যাবদস্থি মনুজস্য গঙ্গাতোয়েষু মচ্ছতি । তাবদ্বর্ষমহস্রাণি স্বর্গনোদে মহীয়তে” ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥১৯॥

গঙ্গা বলিলেন—“মহারাজ ! আপনি আমার নিকট হইতে কি ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে কি দিব, তাহা বলুন ; নরশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার প্রার্থনার অনুরূপ কার্য্য করিব” ॥১৫॥

গঙ্গা এইরূপ বলিলে, তখন ভগীরথ তাঁহাকে বলিলেন—“বরদে ! মহানদি ! আমার পূর্বপুরুষেরা অশ্রু অশ্রেষণে গিয়াছিলেন, তখন কপিল তাহাদিগকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন। সেই মহাত্মা সগরপুত্রগণ সংখ্যায় ছিলেন ষাট হাজার ॥১৬—১৭॥

তাঁহারা কপিলের তেজে ক্রণকালমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এইভাবে বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের স্বর্গে বাস হইতে পারে না ॥১৮॥

মহানদি ! যে পর্য্যন্ত আপনি জলদ্বারা সেই শরীরগুলি অভিষিক্ত না করেন, সে পর্য্যন্ত সেই সগরপুত্রগণের সদগতি হইতে পারে না ॥১৯॥

(১৮) কপিল দেবমাস্ত—বা বা ব কা ।

লোমশ উবাচ ।

এতচ্শ্রদ্ধা বচো রাজ্ঞো গঙ্গা লোকনমস্কৃতা ।
 ভগীরথমিদং বাক্যং স্মৃশীতা সমভাষত ॥২১॥
 কন্নিয়্যামি মহারাজ ! বচন্তে নাত্র সংশয়ঃ ।
 বেগন্তু মম দুৰ্দ্ধার্য্যং পতন্ত্য গগনান্দুবম্ ॥২২॥
 ন শক্তদ্বিষ লোকেষু কশ্চিদ্ধারয়িতুং নৃপ ! ।
 অন্যত্র বিবৃধশ্চেষ্টামৌলকণ্মহেশ্বরাং ॥২৩॥
 তং তোযয় মহাভাগ ! তপসা বরদং হরম্ ।
 স তু মাং প্রচ্যুতাং দেবঃ শিরসা ধারয়িষ্যতি ॥২৪॥
 স করিষ্যতি তে কামং পিতৃণাং হিতকাম্যয়া ।
 এতচ্শ্রদ্ধা ততো রাজন্ ! মহারাজ্ঞো ভগীরথঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বর্গমিতি । মংপিতৃন্ মম পিতৃপূৰ্ণপুৰুষান ॥২০॥
 এতদ্বিতি । স্মৃশীত, পূৰ্ণপুৰুষোদ্ধারায় উদ্দেশ্যাসম্বন্ধাদিত্যাশয়ঃ ॥২১॥
 কন্নিয়্যামিতি । দুৰ্দ্ধার্য্যমিতি ভাবে প্রত্যয়াৎ “ন কড়কম্প্রাপ্তো” ইতি কন্নিয়্যি বস্তুনিষেধাৎ
 বেগমিতি দ্বিতীয়েন, “কাং দিশং গন্তব্যম্” ইতি অপভ্রাদাস্তত্বং ॥২২॥
 নেতি । ধারয়িতুং মম বেগমিতি শেঃ । বিবৃধশ্চেষ্টাং দেবপ্রধানাং ॥২৩॥
 তমিতি । প্রচ্যুতাং হৃদং পতন্তম্ ॥২৪॥

অতএব মহাভাগে ! মহানন্দ ! আপনি আমাব কর্বপুৰুষ সগরপুত্রদিগকে
 স্বর্গে প্রেরণ ককন : তাহাদেব জন্মট আমি আপনাব নিকট এই প্রার্থনা
 করিতেছি” ॥২০॥

লোমশ কহিলেন—“ভগীরথেন এই কথা শুনিয়া জগৎপূজনীয়া গঙ্গা সন্তুষ্ট হইয়া
 ভগীরথকে এই কথা বলিলেন—” ॥২১॥

“মহারাজ ! আমি আপনাব প্রার্থনার অন্তরূপ কাৰ্য্য করিব, এ বিষয়ে কোন
 সন্দেহ নাই বটে ; কিন্তু অকাশ হইতে ভূতলে পাড়বার সময়ে আমার বেগ ধারণ
 করা দুষ্কর ॥২২॥

রাজা ! দেবশ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠ মহাদেব বাতীত ত্রিভুবনের মধ্যে অন্য কোন লোকই
 আমার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥২৩॥

অতএব মহাভাগ ! আপনি তপস্বীদ্বারা সেই বরদাতা মহাদেবকে সন্তুষ্ট ককন ;
 তিনিই পাড়বার সময়ে আমাকে সন্তকদ্বারা ধারণ করিবেন ॥২৪॥

(২১)---বাক্যমুবাচ শ্রীতমানসা—বা ব কা । (২২)---গগনান্দ্রুতম্—পি ।

কৈলাসং পৰ্ব্বতং গচ্ছা তোষয়ামাস শঙ্করম্ ।
 তপন্তীত্রমুপাগম্য কালযোগেন কেনচিৎ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
 অগ্নীহ্নাচ্চ বরং তস্মাদ্গঙ্গায়্য ধারণে নৃপ ! ।
 স্বর্গে বাসং সমুদ্दिश्य পিতৃণাং স নরোত্তমঃ ॥২৭॥
 ভগীরথবচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ।
 এবমস্থিতি রাজানং ভগবান্ প্রত্যভাষত ॥২৮॥
 ধারয়িষ্যে মহাভাগ ! গগনাং প্রচ্যুতাং শিবাম্ ।
 দিব্যাং দেবনদীং পুণ্যাং ত্বংকৃতে নৃপসত্তম ! ॥২৯॥
 এবমুক্ত্বা মহাবাহো ! হিমবন্তমুপাগমৎ ।
 বৃতঃ পারিষদৈর্যো রৈর্নানা প্রহরণোত্তমৈঃ ॥৩০॥
 তত্র স্থিত্বা নরশ্রেষ্ঠং ভগীরথমবাচ হ ।
 প্রযাচস্ব মহাবাহো ! শৈলরাজস্বতাং নদীম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । কামমভীষ্টম্ । উপাগম্য অঙ্গীকৃত্য কৃত্বৈতৎ ॥২৫—২৬॥
 অগ্নীহ্নাদিতি । অগ্নীহ্নাং অঘাচতেত্যর্থঃ । স ভগীরথঃ ॥২৭॥
 ভগীতি । প্রিয়ার্থং সমুদ্दिश्यরূপস্ত্রীতিকরকাৰ্য্যাত্মম্ । দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥২৮॥
 ধারয়িষ্য ইতি । প্রচ্যুতাং পতিতাম্, শিবাং মঙ্গলকরীম্, দিব্যাং স্বর্গীয়াম্ ॥২৯॥
 এবমিতি । উপাগমং, ভগবানিতি পূর্ব্বতোহম্ববৃদ্ধিঃ ॥৩০॥

এবং তিনিই আপনার পিতৃপুরুষগণের হিত কারিবার ইচ্ছায় আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন।” রাজা ! এই কথা শুনিয়া তাহার পর মহারাজ ভগীরথ কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া তীব্র তপস্থা করিয়া বহুকাল পরে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥২৫—২৬॥

এবং নরশ্রেষ্ঠ ভগীরথ আপন পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে বাস উদ্দেশ্য করিয়া গঙ্গাকে ধারণ করিবার বিষয়ে মহাদেবের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন ॥২৭॥

ভগীরথের কথা শুনিয়া ভগবান্ মহাদেব দেবগণেরও প্রীতিকর কার্য্য করিবার জন্ত ভগীরথকে বলিলেন—“এইরূপই হউক ॥২৮॥

মহাভাগ রাজশ্রেষ্ঠ ! আকাশ হইতে নিপতিতা মঙ্গলকারিণী স্বর্গীয়া পবিত্রা গঙ্গাকে তোমার জন্তই আমি ধারণ করিব” ॥২৯॥

মহাবাহু ! মহাদেব এইরূপ বলিয়া নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন ॥৩০॥

পিতৃণাং পাবনার্থং তে তামহং মনুজাধিপ ! ।
 পতমানাং সরিছেষ্ঠাং ধারয়িষ্যে ত্রিপিষ্টপাং ॥৩২॥
 এতচ্ শ্রুত্বা বচো রাজা শৰ্বেণ সমুদাহৃতম্ ।
 প্রয়তঃ প্রণতো ভূত্বা গঙ্গাং সমনুচিন্তয়ৎ ॥৩৩॥
 ততঃ পুণ্যজলা রম্যা রাজ্ঞা সমনুচিন্তিতা ।
 ঈশানঞ্চ স্থিতং দৃষ্ট্বা গগনাং সহসা চ্যুতা ॥৩৪॥
 তং প্রচ্যুতামথো দৃষ্ট্বা দেবাঃ সার্কং মহর্ষিভিঃ ।
 গন্ধৰ্বোৱগযক্ষাশ্চ সমাজগৃহিদ্দক্ষবঃ ॥৩৫॥
 ততঃ পপাত গগনাদ্গঙ্গা হিমবতঃ স্রুতা ।
 সমুদ্ধতমহাবৰ্ত্তা মীনগ্রাহসমাকুলা ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি । প্রযাচম্ অবতরণমিতি শেষঃ । নদীং গঙ্গাম্ ॥৩১॥
 পিতৃণামিতি । পতমানাং পতন্তীম্ । ত্রিপিষ্টপাং স্বর্গাং ॥৩২॥
 এতদ্বিতি । শৰ্বেণ মহাদেবেন । সমনুচিন্তয়দ্বিতি অডাগমাতাব আৰ্থঃ ॥৩৩॥
 তত ইতি । পুণ্যজলা গঙ্গা । ঈশানং মহাদেবঞ্চ, স্থিতং ধারণায়ৈতি শেষঃ ॥৩৪॥
 তামিতি । প্রচ্যুতাং পতন্তীম্ । দ্বিদ্দক্ষবো ঐষ্টমিচ্ছবঃ ॥৩৫॥
 তত ইতি । সমুদ্ধতো গম্বিত ইব মহানাবৰ্ত্তো জলজমিৰ্হস্তাঃ সা, গ্রাহো জলজন্তুঃ ॥৩৬॥

তিনি সেইখানে থাকিয়া (দাঁড়াইয়া) নরশ্রেষ্ঠ ভগীরথকে বলিলেন—“মহাবাহু ।
 তুমি পৰ্বতরাজকন্যা গঙ্গার নিকট তাঁহুর অবতরণ প্রার্থনা কর ॥৩১॥

নরনাথ ! তোমার পিতৃপুরুষগণকে পবিত্র করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পড়িবার
 সময়ে আমি সেই নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে ধারণ করিব” ॥৩২॥

মহাদেবের এই কথা শুনিয়া রাজা ভগীরথ পবিত্র ও প্রণত হইয়া গঙ্গাকে স্মরণ
 করিলেন ॥৩৩॥

তাহার পর ভগীরথকর্তৃক স্মৃত হইয়া এবং মহাদেবকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া
 পুণ্যজলা ও রম্যা গঙ্গা তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পতিত হইলেন ॥৩৪॥

তখন তাঁহাকে পতিত দেখিয়া মনুষ্যদের সহিত দেবগণ এবং গন্ধৰ্বগণ,
 নাগগণ ও যক্ষগণ দেখিবার ইচ্ছায় আগমন করিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর হিমালয়তনয়া গঙ্গা মৎস্য ও জলজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াই
 আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন ; সেই সময়েই তাঁহার জলে বিশাল
 আবৰ্ত্ত (ঘোলা) সৰ্বকল উদ্ভূতভাবে চলিতে লাগিল ॥৩৬॥

তাং দধার হরো রাজন্ ! গঙ্গাং গগনমেখলাম্ ।
 ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ৌমিব ॥৩৭॥
 সা বভূব বিসর্পন্তী ত্রিধা রাজন্ ! সমুদ্রগা ।
 ফেনপুঞ্জাকুলজলা হংসানামিব পণ্ডুস্তম্ভঃ ॥৩৮॥
 কচিদাতোগকুটীলা প্রস্থলন্তী কচিৎ কচিৎ ।
 সা ফেনপটসংবীতা মত্তেব প্রমদাহব্রজৎ ।
 কচিৎ সা তোয়নির্নর্দৈর্নদন্তী নাদমুত্তমম্ ॥৩৯॥
 এবংপ্রকারান্ স্রবহূন্ কুর্ব্বতী গগনাচ্চ্যুতা ।
 পৃথিবীতলমাঙ্গা ভগীরথমথাত্রবীৎ ॥৪০॥
 দর্শয়স্ব মহারাজ ! মার্গং কেন ব্রজাম্যহম্ ।
 হৃদর্থমবতৌর্গাম্মি পৃথিবীং পৃথিবীপতে ! ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি । গগনস্ত মেখলাং কাকীমিব । মুক্তত্যাদিনা অনায়াসধারণং সূচিতম্ ॥৩৭॥
 সেতি । বিসর্পন্তী নিপতন্তী, ত্রিধা ধারাত্রয়েণ বিভক্তা, হ্রস্বা ত্রিধাবিভক্তজটাগ্রাণ্ডাং
 নাসিকাগ্রাচ্চ শ্রবণাদিতি ভাবঃ, সমুদ্রগা সমুদ্রাভিমুখগমনপ্রবৃত্তা ॥৩৮॥
 কচিদিতি । অা সমাগ্ভোগঃ সর্পশরীরং তদ্বৎ কুটীলা বক্রা, অগ্গত্ৰ অা ভৌগায় সমাগ্ভ্রতি-
 স্থায় কুটীলা বক্রাভিপ্ৰায়া, কচিৎ কচিৎ উন্নতপাখাণাদৌ, প্রস্থলন্তী প্রতিহতবেগা, ফেনঃ পট ইব
 তেন সংবীতা আবৃত্তা । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥
 এবমিতি । এবম্ ঈদৃশান্, প্রকারান্ অবস্থাঃ ৬ চ্যুতা পতিতা ॥৪০॥
 দর্শয়ষেতি । মার্গং মদগমনপথম্, কেন মার্গেণ ॥৪১॥

রাজা ! তখন আকাশের মেখলার ন্যায় গঙ্গা মহাদেবের ললাটদেশে
 পতিত হইতে লাগিলেন ; মহাদেবও মুক্তাময়ী মালার ন্যায় তাঁহাকে ধারণ করিতে
 থাকিলেন ॥৩৭॥

রাজা ! গঙ্গা পতিত হইতে থাকিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভি-
 মুখে চলিতে লাগিলেন ; তখন হংসশ্রেণীর ন্যায় ফেনরাশিতে তাঁহার জল ব্যাপ্ত
 হইতে থাকিল ॥৩৮॥

কোথাও সর্পশরীরের ন্যায় বক্রা, কোথাও কোথাও প্রতিহতবেগা এবং
 কোথাও জলের শব্দে মনোহর শব্দকারিণী হইয়া এবং ফেনবসনে দেহ আবৃত
 করিয়া, মত্তা কামিনীর ন্যায় তিনি চলিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

গঙ্গা আকাশ হইতে পড়িবার সময়ে এইরূপ বহুবিধ ভাব কারয়া, তাহার
 পর ভূতলে আসিয়া ভগীরথকে বলিলেন—॥৪০॥

চতচ্চ্রত্বা বচো রাজ্ঞা প্রাতিষ্ঠিত ভগীরথঃ ।
 যত্র তানি শরীরানি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ।
 প্লাবনার্থং নরশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যেন সলিলেন চ ॥৪২॥
 গঙ্গায়্য ধারণং কুত্বা হরো লোকনমস্কৃতঃ ।
 কৈলাসং পর্বতশ্রেষ্ঠং জগাম ত্রিদশৈঃ সহ ॥৪৩॥
 সমাসাশ্রয় সমুদ্রঞ্চ গঙ্গয়া সহিতো নৃপঃ ।
 পূরয়ামাস বেগেন সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ॥৪৪॥
 ভূত্বিত্ত্বৈ চ নৃপতির্গঙ্গাং সমনুকল্পয়ৎ ।
 পিতৃণ্যপোদকং তত্র দদৌ পূৰ্ণমনোরথঃ ॥৪৫॥
 এতন্নে সৰ্ব্বমাখ্যাতং গঙ্গা ত্রিপথগা যথা ।
 পূৰ্ব্ণার্থং সমুদ্রস্ত্য পৃথিবীমবতারিতা ॥৪৬॥
 কালেয়াশ্চ মহারাজ ! ত্রিদশৈর্বিনিপাতিতাঃ ।
 সমুদ্রশ্চ যথা পীতঃ কাবণার্থং মহাত্মনা ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

এতদিত্তি । প্রাতিষ্ঠিত পয়ানং প্রদর্শনং অগ্রে অগ্রে অগচ্ছৎ । দৃষ্টপাদৌহয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥
 গঙ্গায়া ইতি । ত্রিদশৈঃ—গঙ্গায়াঃ পঃনদর্শনেচ্ছয়া প্রাগাগর্ভৈর্দেবৈঃ ॥৪৩॥
 সমাসাশ্রয়ঃ । পূরয়ামাস গঙ্গায়া জগদ্বাবা ॥৪৪॥
 ভূত্বিত্ত্বৈ ইতি । গঙ্গাঃ ভূত্বিত্ত্বৈ সমনুকল্পয়ৎ, তস্তাঃ পৃথিব্যা - শাদনাদিত্যাশয়ঃ । অতএব
 সা ভাগীরথীত্যাখ্যাতা । সমনুকল্পয়তি শ্রুত্যাগমীভাব আধঃ ॥৪৫॥

“মহারাজ ! আমি কোন্ পথে যাইব, তাহা আপনি দেখাইয়া দিন ;
 পৃথিবীপতি ! আমি আপনার জগুই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি” ॥৪১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! ভগীরথরাজা এই কথা শুনিয়া—যেখানে মহাত্মা সগরপুত্রগণের
 সেই শরীরগুলি ছিল, সেগুলিকে গঙ্গার পবিত্র জলদ্বারা প্লাবিত করাইবার জন্ত
 সেই পথে চলিতে লাগিলেন ॥৪২॥

জগৎপুঞ্জিত মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত পর্বতশ্রেষ্ঠ
 কৈলাসে চলিয়া গেলেন ॥৪৩॥

রাজা ভগীরথও গঙ্গার সহিত সমুদ্রে যাইয়া তাঁহার জলদ্বারা বরুণালয়
 সমুদ্রকে বেগে পরিপূর্ণ করিলেন ॥৪৪॥

এবং তিনি গঙ্গাকে আপন কন্যারূপে কল্পনা করিলেন, আর সেখানে পিতৃ-
 পুরুষগণকে গঙ্গাজল দান করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন ॥৪৫॥

বাতাপিশ্চ যথা নীতঃ ক্ষয়ং স ব্রহ্মহা প্রভো ! ।

অগস্ত্যেন মহারাজ ! যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৮॥ (বিশেষকম)
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
তীর্থযাত্রায়াং গঙ্গাবতরনকথনে একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াতঃ কোন্ত্যেয়ঃ ক্রমেণ ভরতর্ষভ ! ।

নন্দামপরনন্দাঞ্চ নতৌ পাপভয়াপহে ॥১॥

পর্বতং স সমাসাগু হেমকূটমনাময়ম্ ।

অচিন্ত্যানদুতান্ ভাবান্ দদর্শ স্তবহূন্ নৃপঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । অবতারিতা আনীতা । কারণার্থঃ কালেয়বিনাশরূপপ্রয়োজনসাধনার্থম্ ।
ব্রহ্মহা ব্রহ্মহত্যাকারী । মহাত্মনা অগস্ত্যেনেতি সম্বন্ধঃ ॥৪৬—৪৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিপ্রচিতিয়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভত ইতি । ততো ভৃগুতীর্থাং, প্রয়াতো গতঃ, কোন্ত্যেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—অর্থাৎ
সমুদ্রপূরণের জন্ত ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে যে পৃথিবীতে আনয়ন করা হইয়াছিল,
দেবতার কালেয় অশুরগণকে যে নিপাত করিয়াছিলেন, দেবগণের উদ্দেশ্য
সাধন করিবার জন্ত মহাত্মা অগস্ত্য যে সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন এবং
তিনি—সেই ব্রহ্মহত্যাকারী বাতাপি দানবকে যে ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেই
সমস্তই এই তোমার নিকট বলিলাম” ॥৪৬—৪৮॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! যুধিষ্ঠির সেই ভৃগুতীর্থ হইতে
ক্রমে পাপভয়নাশিনী নন্দা ও অপরনন্দানদী দুইটী নদীতে গমন করিলেন ॥১॥

বাচা যত্রাভবন্ মেঘা উপলাশ্চ সহস্রশঃ ।
নাশক্লবংস্তমারোঢ়ুং বিষগ্নমনসো জনাঃ ॥৩॥
বায়ুর্নিত্যং ববৌ তত্র নিত্যং দেবশ্চ বর্ষতি ।
স্বাধ্যায়বোষশ্চ তথা শ্রয়তে ন চ দৃশ্যতে ॥৪॥
সায়ং প্রাতশ্চ ভগবান্ দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ ।
মক্ষিকাশ্চাদশংস্তু তপসঃ প্রতিঘাতিকাঃ ।
নির্কেদো জায়তে তত্র গৃহাণি স্মরতে জনঃ ॥৫॥
এবং বহুবিধান্ ভাবান্দ্ভুতান্ বীক্ষ্য পাণ্ডবঃ ।
লোমশং পুনবেবাথ পর্যাপৃচ্ছভদ্রদুতম্ । ৬॥

ভারতকৌমুদী

পৰ্ব্বতমিতি । অনাময়ং নিরূপদ্রবম্ । ভাবান্ পদার্থান্ ॥২॥

বাচেতি । বাচা বাগ্ভাষণমাত্রো । উপলাঃ পাষণাঃ । তং হেমকূটপৰ্ব্বতম্ ॥৩॥

বায়ুর্নিত্যং । স্বাধ্যায়বোষো বেদপাঠক্ষনিঃ, ন চ দৃশ্যতে তৎপাঠক ইতি শেষঃ ॥৪॥

সায়মিতি । হব্যবাহনো বক্ষিঃ । নির্কেদো বৈরাগ্যম্, গৃহাণি ভাষাদান্ । ঘটপাদোহয়ং
জ্ঞোকঃ ॥৫॥

এবমিতি । ভাবান্ পদার্থান্ । পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ । ৬।

ভাবতভাবদীপ.

তত ইতি ॥১॥ ভাবান্ পদার্থান্ ॥২॥ বাতাবদ্ধা বাতেনাবদ্ধা মেঘা উপলাশ্চ ভবন্
বাতং বিনৈব সহসা মেঘাঃ শিলাশ্চ প্রযুজ্যন্তে ইত্যর্থঃ । ভবন্তিতাডভাব অর্থঃ । বাচা যত্র
ভবন্তি পাঠে শব্দোচ্চারণেনৈব যত্র মেঘা উপলাশ্চ, হে ভবন্' ভাসমান । আবির্ভবন্তীতি
শেষঃ ॥৩॥ ন চ দৃশ্যতেঽর্থোক্তা ॥৪॥ নির্কেদো গিবিদর্শনবৈরাগ্যম্, গৃহাণি জ্ঞাদীনি ॥৫—৬॥

তিনি নিরূপদ্রব হেমকূটপৰ্ব্বতে যাইয়া অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত বহুতর পদার্থ
দর্শন করিলেন ॥২॥

যেখানে যে কোন বাক্য উচ্চারণ করা মাত্রই সহস্র সহস্র মেঘ ও পাষণ
আবির্ভূত হইত এবং বিষগ্নচিত্ত লোকেরা সেই পৰ্ব্বতে আবোহণ করিতে সমর্থ
হইত না ॥৩॥

এবং সৰ্ব্বদাই সেখানে বায়ু বহিত হয়, সৰ্ব্বদাই মেঘ বর্ষণ করে এবং
বেদপাঠের শব্দ শুনা যায়, অথচ তাহাব পাঠককে দেখা যায় না ॥৪॥

আর, সেখানে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভগবান্ অগ্নিকে দেখা যায়,
তপস্তার বিশ্বকারী মক্ষিকা সকল আসিয়া দংশন করে, তপস্তায় মানুষের বৈরাগ্য
উপস্থিত হয় এবং মানুষ গৃহপ্রভৃতি স্মরণ কবিতে থাকে ॥৫॥

লোমশ উবাচ ।

যথা শ্রুতমিদং পূৰ্ব্বমস্মাভিরবিকৰ্ণণ ! ।
 তদেকাগ্রমনা রাজন্ ! নিবোধ গদতো মম ॥৭॥
 অস্মিন্মৃষভকূটেহভূদৃষভো নাম তাপসঃ ।
 অনেকশতবৰ্ষায়ুস্তপস্বী কোপনো ভূশম্ ॥৮॥
 স বৈ সম্ভাষ্যমাণোহন্যৈঃ কোপাদ্গিরিমুবাচ হ ।
 য ইহ ব্যাহরেৎ কশ্চিৎপলানুৎসহজেন্তদা ॥৯॥
 বাতঞ্চাহুয় মা শব্দমিত্যুবাচ স তাপসঃ ।
 ব্যাহরংশেচহ পুরুষো মেঘশব্দেন বার্ঘ্যতে ॥১০॥
 এবমেতানি কৰ্ম্মাণি রাজংস্তেন মহৰ্ষিণা ।
 কৃতানি কানিচিৎ ক্রোধাৎ প্রতিষিদ্ধানি কানিচিৎ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

যথেতি । গদতো মম সকাশাৎ, নিবোধ শৃণু ॥৭॥
 অস্মিন্নিতি । কূটে শব্দে ঋষভমুনেবস্তুানাদৃষভকূট এব হেমকূটস্ত নামাভূৎ ॥৮॥
 স ইতি । গিরিং হেমকূটম্ । ব্যাহরেৎ বাচমুচ্চাৰয়েৎ । উপলান্ পাষণান্ ॥৯॥
 বাতমিতি । বাতং বায়ুম্ । মা শব্দং কুৰ্ব্বিতি শেখঃ । ব্যাহরন্ বাচমুচ্চাৰয়ন্ ॥১০॥
 এবমিতি । কৃতানি উপলবৰ্ণণাদীনি । প্রতিষিদ্ধানি বাগ্যোরপি শব্দকরণাদীনি ॥১১॥

এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ভাব দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির পুনরায় সেই অদ্ভুত ব্যাপারগুলির বিষয় লোমশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—“শক্রনাশক রাজা! পূর্বের আমরা যেমন শুনিয়াছি, তেমনই বলিতেছি ; তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৭॥

পূর্বকালে এই ঋষভকূট-(হেমকূট) পর্বতে ‘ঋষভ’-নামে এক তপস্বী ছিলেন ; তিনি অতি প্রাচীন, তপস্বী ও অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন ॥৮॥

একদা অল্প লোক অসিয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কোপবশতঃ এই পর্বতকে বলিয়াছিলেন—“যে কোন লোক এখানে আসিয়া কথা বলিবে, তুমি তখনই তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে” ॥৯॥

এক তিন বায়ুকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—“বায়ু! তুমিও শব্দ করিও না ।” তাই এখানে মানুষ কথা বলিলেই, বায়ু মেঘশব্দদ্বারা তাহাকে বারণ করে ॥১০॥

রাজা! এইভাবে সেই মহর্ষি ক্রোধবশতঃ কতকগুলি কার্য্যের বিধান এবং কতকগুলি কার্য্যের নিষেধ করিয়াছিলেন ॥১১॥

নন্দাং হ্রিগতা দেবাঃ পুরা রাজমিতি শ্রুতিঃ ।
 অঙ্গপগন্তু সহসা পুরুষা দেবদর্শিনঃ ॥১২॥
 তে দর্শনং হ্রনিচ্ছন্তো দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
 দুর্গং চক্রুরিমং দেশং গিরিপ্রভৃহরূপকম্ ॥১৩॥
 তদা প্রভৃতি কৌন্তেয় ! নরা গিরিমিমং সদা ।
 নাশক্রব্রহ্মভিদ্দন্তুং কুত এবাধিবোহিতুম ॥১৪॥
 নাতপ্ততপসা শক্যো দ্রষ্টৃমেব মহাগিরিঃ ।
 আরোহুঃ বাপি কৌন্তেয় ! তস্মান্মিয়তবাগ্ভব ॥১৫॥
 ইহ দেবাস্তদা সর্কে যজ্ঞানাজহু কৃতমান্ ।
 তেসামেতানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তেহত্মাপি ভাবত ! ॥১৬॥
 কৃশাকাবৈব দৃর্কেয়ং সন্তীর্কেব চ ভূবয়ন্ ।
 যূপপ্রকাবা বহুবো বৃক্ষাশ্চেমৈ বিশাংপতে ! ॥১৭॥

ভাবতকৌমুদী

ইদানীং পক্ষতাদোহণব্যাঘাতমাত্ ১৩ভিঃ—নন্দামিতি । অঙ্গপগন্তু অঙ্গসদৃশ ॥১২॥
 শ্রুতি । দর্শনং আত্মপ্রত্যক্ষম্ । দুর্গং দুর্গমম্, গিরিঃ দেব প্রভৃহরূপো যত্র তম্ ॥১৩॥
 তদেতি । অধিবোহিতুম্ অধিনে'তুম্, ইড'গম্ আরঃ ॥১৪॥
 নেতি । নিয়ন্তাক্ নিয়ন্তব'সেনে ভব, সর্ক'তব'ভূ'প'ন'ব'স'ন'দ্যাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥
 তেষামি । অ যজ্ঞঃ যজ্ঞর্ক'ব'স্তুঃ । সন্তীর্কঃ যজ্ঞ'নাম, লিঙ্গ'নি চিহ্ন'নি ॥১৬॥

ভাবতপ্রবচনঃ

পৃষ্ণ চ লোমশ উবাচ—যথা শ্রুতিমি ॥১৭॥ স্বয়ংভূঃ স্বয়ভা'শ্রুতে শৈশবশৃঙ্গে—৩॥ মা
 শক্র' কুর্ষ্বিতি শেষঃ ॥১০—১১॥ অঙ্গপগন্তু অঙ্গগত'ব'স্তুঃ, দেবদর্শিনো দেবদর্শনাগ্নিঃ ॥১২॥

রাজা! ইহাও আমাদের শুনা আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবতারা একদা এই
 নন্দানদীতে আসিতেছিলেন, তখন মানুষেবা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্ত তাঁহাদের
 অনুসরণ করিয়াছিল ॥১২॥

তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই দেবতারা দেখা দেওন'র অনিচ্ছাবশতঃ এই পর্ব্বতরূপ
 বিদ্বদ্বারা এই দেশটাকে মানুষের পক্ষে দুর্গম কবিয়াছিলেন ॥১৩॥

কুন্তীনন্দন! সেই অবধি মানুষেরা এই পর্ব্বত দেখিতেও পারে না ।
 সুতরাং কি করিয়া আরোহণ করিবে ? ॥১৪॥

যে লোক তপস্যা করে নাই, সে লোক এই মহাগিরি দেখিতে বা আরোহণ
 করিতে পারে না ; অতএব কুন্তীনন্দন! তুমি নীরব হও ॥১৫॥

ভরতনন্দন! তখন দেবতারা সকলে এইখানেই উত্তম উত্তম যজ্ঞ করিয়া-
 ছিলেন ; সে যজ্ঞগুলির এই সকল চিহ্ন অত্মাপি দেখা যাইতেছে ॥১৬॥

দেবাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বসন্ত্যগ্নাপি ভারত ! ।

তেষাং সাং তথা প্রাতর্দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ ॥১৮॥

ইহাপ্নুতানাং কোন্তেয় ! সত্ত্বঃ পাপু্য্যভিহন্তে ।

কুরুশ্রেষ্ঠাভিষেকং বৈ তস্মাৎ কুরু সহানুজঃ ॥১৯॥

ততো নন্দাপ্নুতান্স্বং কৌশিকীমভিযাস্তসি ।

বিশ্বামিত্রেণ যত্রোত্রং তপস্তপ্তমনুভবম্ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । †

ততস্তত্র সমাপ্নুত্যা গাত্রাণি সগণো নৃপঃ ।

জগাম কৌশিকো পুণ্যং রম্যাং শীতজলাং শুভাম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াম্‌ষভমাহাত্ম্যকথনে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২০॥ *

ভারতকৌমুদী

তানি লিঙ্গান্‌হ—কুশেতি । সংস্তীর্ণা কৃতকুশাস্তরণা ॥১৭॥

দেবা ইতি । বসন্তি অদৃশ্যভাবেনেতি ভাবঃ । হব্যবাহনো যজ্ঞাগ্নিঃ ॥১৮॥

ইহেতি । আপ্নুতানাং স্নাতানাং । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তস্মাদিহ অভিষেকং কুরু ॥১৯॥

তত ইতি । নন্দায়াং নন্দামাপ্নুতানি অবগচ্চানি অঙ্গানি যন্ত সঃ । কৌশিকীং নদীম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যহরূপকং দর্শনে বিরূপম্ ॥১৭—১৮॥ নিয়তবাঙ্‌মোনবান্ ॥১৯—২০॥ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইতি ছেদঃ ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈপকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

নরনাথ ! এই দুর্ব্বাগুলি যেন কুশের মত, এই ভূমিটা যেন কুশাস্তত এক
এই বহুতর বৃক্ষও যেন যুপের তুল্য দেখা যাইতেছে ॥১৭॥

ভরতনন্দন ! সেই দেবতারা ও ঋষিরা প্রকল্পভাবে অগ্নি এখানে বাস
করিতেছেন ; তাই প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহাদেরই যজ্ঞাগ্নি দেখা যায় ॥১৮॥

কুরুশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! এখানে যাহারা স্নান করে, তাহাদের সত্তাই পাপ
নষ্ট হয় ; অতএব তুমি অনুজগণের সহিত এইখানে স্নান কর ॥১৯॥

এই নন্দানদীতে স্নান করিয়া তাহার পর তুমি কৌশিকীনদীতে যাইবে ;
যেখানে বিশ্বামিত্র অত্মান্তম ও ভয়ঙ্কর তপস্তা করিয়াছিলেন” ॥২০॥

† অয়ং পাঠঃ বা ব কা পি নাস্তি । * ‘...দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—পি নি, বা ব কা
অধ্যায়সমাধিনাস্তি ।

ত্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

এষা দেবনদী পুণ্যা কৌশিকী ভরতর্ষভ ! ।

বিশ্বামিত্রাশ্রমো রম্য এষ চাত্র প্রকাশতে ॥১॥

আশ্রমশ্চৈব পুণ্যাখ্যঃ কাশ্যপস্ত মহাত্মনঃ ।

ঋগ্বেদশ্চ ততো যস্য তপস্বী সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২॥

তপসো যঃ প্রভাবেণ বর্ষয়ামাস বাসবম্ ।

অনার্হুষ্ঠ্যাং ভয়াদ্যস্য বর্ষ বনব্রহ্ম ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তত্র নন্দানগাম্ । সগণঃ সপবিজনঃ । কৌশিকীং নদীম্ ॥২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধান্তবাস্তবগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

এষেতি । পুণ্যা পুণ্যজ্ঞানিকা, অতএব দেবনদী দেবানামপ্যাদতা নদী ॥১॥

আশ্রম ইতি । কাশ্যপস্ত কাশ্যপগোত্রজস্য বিভাণ্ডকস্য । ঋগ্বেদশ্চ যুগবিশেষস্তেব শৃঙ্গং যস্য
সঃ । অয়ং মুর্ধ্বলুপকারবান্ তালব্যাশকাবক্লংশ্চ, “গোকর্ণপৃথৈঃ” “রাহিতাঃ” ইত্যমবোক্তেঃ, “গতং
গোহিড়ুতাং বিরম্যম্মুমুগ্ধস্য বপুধা” ইতি মহিষঃস্তোত্রাৎ, “বনবদন্তা দৃশ্য স্বনী” ইতি বৃন্দাবন-
যমকাচ্চ ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির সহচরদিগের সহিত সেই নন্দা-
নদীতে স্নান করিয়া পুণ্যজ্ঞানিকা, মনোহরা, শীতলজলা ও মঙ্গলকারিণী কৌশিকী-
নদীতে গমন করিলেন ॥২॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যজ্ঞানিকা ও দেবাদৃতা এই কৌশিকী-
নদী এবং ইহার তীরে এই মনোহর বিশ্বামিত্রের আশ্রম শোভা পাইতেছে ॥১॥

আর, মহাত্মা বিভাণ্ডকমুনির এই পুণ্যাখ্য আশ্রম দেখা যাইতেছে ; ঐহার পুত্র
ঋগ্বেদশ্চ তপস্বী ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন ॥২॥

যিনি তপস্তার প্রভাবে ইন্দ্রদ্বারা বর্ষণ করা ইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও ঐহার ভয়ে
অনার্হুষ্টির সময়ে বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৩॥

মৃগ্যাং জাতঃ স তেজস্বী কাশ্যপশ্চ হৃতঃ প্রভুঃ ।

বিষয়ে লোমপাদশ্চ যশ্চকারাদ্ভুতং মহৎ ॥৪॥

প্রবর্তিতেষু শস্যেষু যস্যৈ শান্তাং দদৌ নৃপঃ ।

লোমপাদো দুহিতরং সাবিত্রীং সবিতা যথা ॥৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ঋগ্‌শৃঙ্গঃ কথং মৃগ্যামুৎপন্নঃ কাশ্যপাত্মজঃ ।

বিরুদ্ধে যোনিসংসর্গে কথঞ্চ তপসা যুতঃ ॥৬॥

কিমর্থঞ্চ ভয়াচ্ছক্রান্তশ্চ বালশ্চ ধীমতঃ ।

অনার্য্যুচ্যং প্রব্রতয়াং ববর্ষ বলব্রতহা ॥৭॥

কথংরূপা চ সা শান্তা রাজপুত্রী যতব্রতা ।

লোভয়ামাস বা চেতো মৃগভূতশ্চ তশ্চ বৈ ॥৮॥

লোমপাদশ্চ রাজর্মির্দাশ্রয়ত ধার্ম্মিকঃ ।

কথং বৈ বিষয়ে তশ্চ নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তপস ইতি । বর্ষয়ামাস বৃষ্টিং কাদয়ামাস । বলব্রতহা ইন্দ্রঃ ॥৩॥

মৃগ্যামিতি । কাশ্যপশ্চ বিভাণ্ডকশ্চ । বিষয়ে দেশে, লোমপাদশ্চ রাজঃ ॥৪॥

প্রবর্তিতেষিতি । প্রবর্তিতেষু বৃষ্টিয়া উৎপাদিতেষু । শান্তাং নাম ॥৫॥

ঋগ্‌শৃঙ্গ ইতি । যোনিসংসর্গে বিরুদ্ধে সতি ভিন্নপ্রাণিহাদ্বিত্তি ভাবঃ । জাত ইতি শেষঃ ॥৬॥

কিমর্থমিতি । শত্রু ইন্দ্রঃ, তশ্চ ঋগ্‌শৃঙ্গশ্চ । প্রব্রতয়ামুপস্থিতায়াম্ ॥৭॥

কথমিতি । কথংরূপা দিস্মৃত্তা আসীৎ । যতম্ ইন্দ্রিয়সংযম এব ব্রতং যন্তাঃ সা ॥৮॥

তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবশালী সেই ঋগ্‌শৃঙ্গ লোমপাদরাজার রাজ্যে বিভাণ্ডকমুনির
ওরসে মৃগীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ; যিনি গুরুতর অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন ॥৪॥

সূর্য্য যেমন সাবিত্রীকে দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ লোমপাদরাজা শশ্য
উৎপন্ন হইলে আপন কন্যা শান্তাকে যাহার হস্তে দান করিয়াছিলেন” ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন — “বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋগ্‌শৃঙ্গ কি করিয়া মৃগীর গর্ভে উৎপন্ন
হইলেন ? বিভিন্ন প্রাণীর সংসর্গজাত সম্ভবনাই বা কি করিয়া তপস্বী হইল ? ॥৬॥

বল ও ব্রতাসুরহন্তা ইন্দ্রই বা কিজন্ম অনার্য্যুটির সময়ে সেই বালক ঋগ্‌শৃঙ্গের
ভয়ে বর্ষণ করিয়াছিলেন ? ॥৭॥

আর, সেই রাজকন্যা শান্তাই বা কিরূপ ছিলেন, যিনি সংযত হইয়া মৃগভূত
ঋগ্‌শৃঙ্গের চিস্ত লুক্ক করিয়াছিলেন ॥৮॥

এতন্মে ভগবন্ ! সৰ্বং বিস্তরেণ যথাতথম্ ।

বক্তুমৰ্হসি শুশ্রুমোঽৰ্হাশ্শৃঙ্গস্য চেষ্টিতম্ ॥১০॥

লোমশ উবাচ ।

বিভাণ্ডকস্য বিপ্রবৈশ্বপসা ভাবিতান্নমঃ ।

অমোঘবৌধ্যস্য সতঃ প্রজ্ঞাপতিসমদ্যুতেঃ ॥১১॥

শৃণু পুত্রো যথা জাত ঋশ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্ ।

মহাৰ্হস্য মহাতেজা বালঃ স্থবিরসম্মতঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

মহাহুদং সমাসাশ্চ কাশ্যপস্তপসি স্থিতঃ ।

দীৰ্ঘকালং পরিশ্রান্ত ঋষিঃ স দেবসাম্মিতঃ ॥১৩॥

তস্য রেতঃ প্রচক্ষন্দ দৃষ্ট্ৱাপ্সরসমূৰ্ব্বশীম্ ।

অপ্সৃপম্পৃশতো রাজন্ ! যুগৌ তচ্চাপিবহদা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

লোমেতি । যদা ধার্মিকঃ অশ্রয়ত, তদা কথম্, তস্য বিষয়ে দেশে রাজ্যে ॥১০॥

এতদিতি । শুশ্রুমোঃ শ্রোতুমিচ্ছোঃ । চেষ্টিতং চরিতম্ ॥১০॥

বিভেতি । ভাবিতান্নমঃ শোধিতচিত্তস্তাপি সত ইতি সঙ্কল্পঃ । মহাৰ্হস্য মহাবীজা-
মহামাশ্চ । স্থবিরসম্মতঃ জ্ঞানতপোহতিরেকাদবুদ্ধত্বেন লোকৈরভিমতঃ ॥১১—১২॥

মহেতি । কাশ্যপো বিভাণ্ডকঃ । দীৰ্ঘকালং তপসি স্থিতঃ অতএব পরিশ্রান্তঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এষেতি ॥১০॥ কাশ্যপস্য বিভাণ্ডকস্য । পুণ্যেতি তালব্যাণী, মূৰ্দ্ধন্যাদিপাঠঃ প্রামাদিকঃ, ঋশ্যো
যুগলস্বৈৰ শৃঙ্গমস্তাস্তীতি ঋশ্যশৃঙ্গঃ ; ‘ঋশ্যো ন ঋশ্যন্’ ইতি মন্তব্যাং ॥২—৩॥ শুশ্রুমোমে

এবং রাজর্ষি লোমপাদকে যখন ধার্মিক বলিয়া শুনা যায়, তখন তাঁহার
রাজ্যেই বা কেন ইন্দ্র বর্ষণ করেন নাই ? ॥১০॥

ভগবন্ ! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ; অতএব আপনি এই সমস্ত ঋশ্যশৃঙ্গের
চরিত্র বিস্তরক্রমে এবং যথায়থভাবে আমার নিকট বলুন” ॥১০॥

লোমশ বলিলেন—“অব্যর্থ বীধা, ব্রহ্মার তুলা তেজস্বী, মহামাশ্চ এবং ব্রহ্মর্ষি
বিভাণ্ডকমুনি তপঃপ্রভাবে শোধিত-ও হইলেও, তপঃপ্রভাবশালী, মহাতেজা এবং
বালক হইয়াও স্থবিরসম্মত ঋশ্যশৃঙ্গ যেভাবে তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন, তাহা তুমি
শ্রবণ কর ॥১১—১২॥

কাশ্যপগোত্র ও দেবতুলা সেই বিভাণ্ডকমুনি কোন মহাহুদে যাইয়া দীৰ্ঘকাল
তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥১৩॥

রাজা ! একদা তিনি জ্ঞান করিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্সরা উৰ্বশীকে

সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী চাভবত্ততঃ ।
 সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 দেবকন্তা যুগী ভূত্বা মুনিং সূয় বিমোক্ষ্যসে ।
 অমোঘত্বাদ্বিধৈশ্চৈব ভাবিত্বাদ্ভৈবনির্মিতাৎ ॥১৬॥
 তস্তাং যুগ্যাং সমভবত্তস্ত পুত্রো মহানৃষিঃ ।
 ঋগ্‌শৃঙ্গস্তপোনিত্যো বন এবাভ্যবর্তত ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
 তস্তর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজম্মাসৌম্যহাত্মনঃ ।
 তেনর্ষ্যশৃঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোহভবৎ ॥১৮॥
 ন তেন দৃষ্টপূর্ব্বোহন্যঃ পিতুরন্যত্র মানুষ্যঃ ।
 তস্মাত্তস্ত মনো নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যোহভবন্নপ ! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তন্ত্ৰেতি । উপশ্লুতঃ স্নানং কুরুতস্তস্ত রেতঃ, অপ্প জলে, প্রচক্ষন্দ স্থলতি স্ম । তচ্চ
 তৃষিতা যুগী তোয়েন সহাপিবৎ । লোককর্তৃণেতি আৰ্হাদানয়িত্বেহপি নাদেশঃ ॥১৫—১৬॥

ব্রহ্মণা কিমুক্তেত্যাহ—দেবেতি । ঐ দেবকস্তাপি অপরাধানুগী ভূত্বা, মুনিং সূয় প্রসূয়
 বিমোক্ষ্যস ইতি । অমোঘত্বাদব্রহ্মবাক্যস্ত অব্যর্থত্বাৎ, বিধৈশ্চ অবশ্যজ্ঞাবিনো ব্যাপারস্ত চ
 দৈবনির্মিতাৎ অদৃষ্টকৃতান্তাবিত্ত্বাক্ষেতোঃ । তস্ত বিভাওকস্ত । তপ এব নিত্যং যস্ত সঃ ।
 অভ্যবর্তত অতিষ্ঠৎ ॥১৬—১৭॥

অথ তস্ত ঋগ্‌শৃঙ্গনামত্রে কো হেতুরিত্যাহ—তন্ত্ৰেতি । ইত্যেবং নান্না ॥১৮॥

ভারতভাবদীপুঃ

মম ইতি সঙ্কটঃ ॥১০—১১॥ মহাইশ্চাতিপূজ্যস্ত ॥১৩—১৪॥ তোয়েন সহাপিবদিত্যয়ঃ
 ॥১৫॥ সূয় প্রসূয়, বিধেবিধিবাক্যস্ত দৈবনির্মিতাক্ষেতোর্ভাবিত্বাৎ অপরিহার্য্যত্বাচ্চ ॥১৬—১৭॥

দেখিয়া জলের ভিতরেই তাঁহার শুক্র স্থলন হইয়াছিল ; তখন পিপাসার্ত
 কোন হরিণী জলের সহিত সেই শুক্র পান করিয়াছিল ; তাহাতেই সেই হরিণী
 গর্ভবতী হইয়াছিল । কারণ, জগৎসৃষ্টিকর্তা ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বজন্মে তাহাকে
 বলিয়াছিলেন—॥১৪—১৫॥

‘তুমি দেবকন্তা হইলেও (অপরাধনিবন্ধন) হরিণী হইয়া কোন মুনিকে প্রসব
 করিয়া পরে মুক্তি লাভ করিবে ।’ বিধাতার বাক্য অব্যর্থ বলিয়া এবং দৈববশতঃ
 সেইরূপ হইবে বলিয়া সেই হরিণীর গর্ভেই বিভাওকের মহর্ষি পুত্র হইয়াছিল ।
 সেই ঋগ্‌শৃঙ্গ সর্ব্বদা তপস্তায় প্রবৃত্ত থাকিয়া মনেই থাকিতেন ॥১৬—১৭॥

রাজা ! মহাত্মা বিভাওকপুত্রের মস্তকে শৃঙ্গ ছিল ; সেই জন্তই তিনি তখন
 ‘ঋগ্‌শৃঙ্গ’-এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥১৮॥

এতস্মিন্নেব কালে তু সখা দশরথস্য বৈ ।
 লোমপাদ ইতি খ্যাতো হুঙ্গানামৌগরোহভবৎ ॥২০॥
 তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণস্ত্যেতি নঃ শ্রুতিঃ ।
 স ব্রাহ্মণৈঃ পরিত্যক্তস্তদা বৈ জগতঃ পতিঃ ॥২১॥
 পুরোহিতাপচারাচ্চ তস্য রাজ্ঞো মহামতেঃ ।
 ন ববর্ষ সহস্রাক্ষন্ততোহপীড্যন্ত বৈ প্রজাঃ ॥২২॥
 স ব্রাহ্মণান্ পর্যাপৃচ্ছত্বপোয়ুক্তান্ মনৌষিণঃ ।
 প্রবর্ষণে হুরেন্দ্রস্য সমর্থান্ পৃথিবীপতে ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । পিতৃবিভাগকাৎ । অগ্ন্য স্থানেহপি । ব্রহ্মচর্য্যে সৰ্ব্বথা স্ত্রীসংসর্গরাহিত্যে ॥১০॥
 এতস্মিন্নিতি । অঙ্গানাম্ অঙ্গদেশস্ত, ঈশ্বরঃ পতিঃ ॥২০॥
 স্তেনতি । কামাদিচ্ছাত এব, মিথ্যা নিক্ষিপ্তধনস্তানঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ ॥২১॥
 পুরোহিতেতি । পুরোহিতে ব্রাহ্মণে অপচারাদপব্যবহারাক্ষ । সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥২২॥
 স ইতি । প্রবর্ষণে অর্চনাদিনা প্রকৃষ্টবর্ষণসম্পাদনে সমর্থান্ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অঙ্গানাং দেশানাম্ ॥২০॥ তেন কামাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বং ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুত্যেতি শেষঃ, মিথ্যা-
 কৃতং—“ময়া তুভ্যং দাতুং কিমপি ন প্রতিশ্রুত”মিত্যপলাপং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥২১॥ তত্র হেতুঃ—

রাজা ! তিনি অগ্ন্য স্থানেও পিতা বিভাগক ব্যতীত অগ্ন্য কোন মানুষ দেখিতে
 পাইতেন না ; তাহাতেই তাঁহার মন সৰ্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যে নিবিষ্ট থাকিত ॥১০॥

এই সময়েই দশরথের সখা ‘লোমপাদ’-নানে এক ব্যক্তি অঙ্গদেশের রাজা
 ছিলেন ॥২০॥

আমাদের শুনা আছে যে, তিনি ইচ্ছাবশতই এক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে মিথ্যা
 ব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাহাতেই তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া-
 ছিলেন ॥২১॥

আর, তিনি নিজের পুরোহিতের সঙ্গও অপব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাহাতেই
 ইন্দ্র সেই মহামতি লোমপাদের রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই ; সেই কারণেই তাঁহার
 প্রজারা কষ্ট পাইতেছিল ॥২২॥

রাজা ! তখন লোমপাদ—তপস্বী, জ্ঞানী ও ইন্দ্রকে দিয়া বর্ষণ করাইতে সমর্থ—
 এইরূপ ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—॥২৩॥

কথং প্রবর্ষেৎ পৰ্জ্জন্ত্য উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্ ।
 তমুচুশ্চোদিতাস্তে তু স্বমতানি মনৌষিণঃ ॥২৪॥
 তত্র ত্বেকো মুনিবরন্তঃ রাজানমুবাচ হ ।
 কুপিতাস্তব রাজেন্দ্র ! ব্রাহ্মণা নিকৃতিং চর ॥২৫॥
 ঋগ্যশৃঙ্গং মুনিম্বতমানয়স্ব চ পার্থিব ! ।
 বানেয়মনভিজ্ঞঞ্চ নারীণামার্জ্জবে রতম্ ॥২৬॥
 স চেদবতরেদ্রাজন্ ! বিষয়ং তে মহাতপাঃ ।
 সগ্গঃ প্রবর্ষেৎ পৰ্জ্জন্ত্য ইতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৭॥
 এতচ্ শ্রুত্বা বচো রাজন্ ! কৃত্বা নিকৃতিমাত্মনঃ ।
 স গত্বা পুনরাগচ্ছৎ প্রসম্ভেষু দ্বিজাতিষু ।
 রাজানমাগতং দৃষ্ট্বা প্রতিসংজ্ঞহৃষুঃ প্রজাঃ ॥২৮॥
 ততোহঙ্গপতিরাহুয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ ।
 ঋগ্যশৃঙ্গাগমে যত্নমকরোম্মন্ত্রনিশ্চয়ে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । পৰ্জ্জন্ত্যো মেঘঃ । পরিদৃশ্যতামালোচ্যতাম্ । চোদিতা নিযুক্তাঃ ॥২৪॥
 তত্রোতি । নিকৃতিং ব্রাহ্মণকোপোপশমায় সামদানাদিরূপং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥২৫॥
 ঋগ্ভোতি । বানেয়ং বনোৎপন্নম্ । অত্র এব নারীণাং সম্বন্ধে অনভিজ্ঞম্ ॥২৬॥
 স ইতি । অবতবেদাগচ্ছৎ, বিষয়ং দেশম্ । পৰ্জ্জন্ত্যো মেঘঃ ॥২৭॥
 এতদ্বিতি । নিকৃতিং প্রায়শ্চিত্তম্ । ব্রাহ্মণভবনঃ গত্বা তেষু দ্বিজাতিষু প্রসম্ভেষু সংস্থ, পুনঃ
 স্বরাজ্যমাগচ্ছৎ । প্রতিসংজ্ঞহৃষুঃ আনন্দং চক্ৰুঃ । ঘটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

“মেঘ কি করিয়া বর্ষণ করে, এই বিষয়ের উপায় আপনারা পর্যালোচনা করুন ।” তখন সেই মনস্বীরা আপন আপন মত রাজাকে বলিলেন ॥২৪॥

ঠাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান মুনি রাজাকে বলিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার উপরে ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়াছেন ; সুতরাং প্রথমে আপনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন ॥২৫॥

রাজা ! তাহার পর বনে উৎপন্ন, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং সর্বদা সরলতায় নিরত মুনিপুত্র ঋগ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন ॥২৬॥

রাজা ! সেই মহাতপা ঋগ্যশৃঙ্গ যদি আপনার রাজ্যে আগমন করেন, তবে সত্ত্বই মেঘ বর্ষণ করিবে ; এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই” ॥২৭॥

রাজা ! এই কথা শুনিয়া লোমপাদ নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, ব্রাহ্মণদের ভবনে যাইয়া, ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন হইলে আবার আগমন করিলেন ; তখন ঠাঁহাকে আগত দেখিয়া প্রজারা আনন্দিত হইল ॥২৮॥

সোহধ্যগচ্ছতুপায়স্ত তৈবমাত্যৈঃ সহ্যাত ! ।
 শাস্ত্রজ্ঞৈরলমর্থজৈর্নীত্যাঞ্চ পরিনিষ্ঠিতৈঃ ॥৩০॥
 তত আনায়য়ামাস বাবমুখ্যা মহীপতিঃ ।
 বেশ্যাঃ সৰ্বত্র নিষ্ণাতাস্তা উবাচ স পার্থিবঃ ॥৩১॥
 ঋগ্‌শৃঙ্গম্নমেঃ পুত্রমানযক্ষমুপায়তঃ ।
 লোভযিত্তাভিবিদ্বাস্তা বিময়ং মম শোভনাঃ । ॥৩২॥
 তা বাজ্রভযভীতাশ্চ শাপভীতাশ্চ যোষিতঃ ।
 অশক্যমুচুস্তং কার্যং বিবর্ণা গতচেতসঃ ॥৩৩॥
 তত্র হ্বেকা জ্বদ্যোষা বাজ্রানমিদমব্রবীৎ ।
 প্রযতিস্মৈ মহাবাজ্র । তমানেতুং তপোধনম্ ॥৩৪॥

ভাবতকৌমুদী

৩৩ ইতি । অঙ্গপতিলোমপাদঃ । মন্ত্রনিষ্ঠয়ে মন্ত্রণয়া উপায়নির্দ্ধানে ॥২৯॥
 স ইতি । হে অচ্যুত । ধর্মাদভ্যস্ত । অনমতিশয়েন । পরিনিষ্ঠিতৈরতিষ্ঠৈঃ ॥৩০॥
 তত ইতি । বারমুখ্যা বেজাগণপ্রধানাঃ । সৰ্বত্র সৰ্বপ্রকাৰেষু পুরুষেষু নিষ্ণাতা বশীকরণ-
 নিপুণাঃ । “প্রবীণে নিপুণাভিজ্ঞানিজ্ঞানিষ্ণাতাশ্চিক্ৰিতাঃ” ইত্যমবঃ । বসপ্রয়োগেণানয়নচেষ্টায়াং
 শাপাং সৰ্বনাশাশঙ্কা, সান্না পিত্রধীনস্তা দানেন চ নিস্পৃহস্তানয়নচেষ্টা নিফলৈব, অতঃ প্রতাবণা
 মূলকপ্রলোভনেনৈব ঋগ্‌শৃঙ্গস্তানয়নপ্রবৃত্তিবিভাঃ ॥৩১॥
 ঋত্বৈতি । উপাযত উপযুক্তোপায়েন । অভিবিদ্বাস, যথা শাপং ন দদ্যাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥
 তা ইতি । বাজ্রভযভীতা অগমনে, শাপভীতাশ্চ গমনে । ঋগ্‌বোধেগোষাধিবর্ণাঃ ॥৩৩॥
 তত্রৈতি । জ্বদ্যোষা বৃদ্ধস্ত । তম্ ঋগ্‌শৃঙ্গম্ ॥৩৪॥

তাহাব পব লোমপাদ মন্ত্রণাভিজ্ঞ মন্ত্ৰিগণকে ডাকিয়া, ঋগ্‌শৃঙ্গের আগমন সম্বন্ধে
 মন্ত্রণাধাবা উপায় নির্দ্ধাবণ কবিবাব জন্তু চেষ্টা কবিলেন ॥২৯॥

হে ধার্মিক ! মন্দনস্তব বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, কার্যজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ সেই মন্ত্ৰিগণেব
 সহিত আলোচনা কবিয়া লোমপাদ তাহাব উপায় অবগত হইলেন ॥৩০॥

তৎপবে বাজ্রা লোমপাদ, বেজাগণেব মধ্যে প্রধান এবং সমস্ত পুরুষকেই বশ
 কবিত্তে নিপুণ কতকগুলি বেশ্যাকে আনাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—৩১॥

“সুন্দরীগণ ! তোমরা উপযুক্ত উপায়ে ঋষিপুত্র ঋগ্‌শৃঙ্গকে প্রলুব্ধ কবিয়া
 এবং তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহাকে আমার বাজ্যে আনয়ন কর” ॥৩২॥

সেই রমণীরা এদিকে রাজার ভয়ে এবং ওদিকে শাপের ভয়ে ভীত হইয়া, বিবর্ণ ও
 গতচেতনের ছায়া থাকিয়া সে কার্য অসাধ্য বলিয়াই রাজাকে জানাইল ॥৩৩॥

অভিপ্রেতাংস্ত্ব মে কামাংস্ত্বমমুজ্জাতুমর্হসি ।
 ততঃ শক্যাম্যানয়িতুম্ভ্যশৃঙ্গয়সেঃ স্ততম্ ॥৩৫॥
 তস্তাঃ সর্বমভিপ্রেতমগ্জানান্ স পার্থিবঃ ।
 ধনঞ্চ প্রদদৌ ভূরি রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৬॥
 ততো রূপেণ সম্পন্ন। বয়সা চ মহৌপতে ! ।
 দ্বিয় আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বনমগ্জসা ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 তীর্থযাত্রায়াম্ভ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

অভীতি । কামাস্ত ইতি কামা অতীষ্টপদার্থান্তান্ । আনয়িতুমানেকৃতম্ ॥৩৫॥
 তস্তা ইতি । অগ্জানান্ দাতুমমুমতবান্, পার্থিবো লোমপাদঃ ॥৩৬॥
 তত ইতি । দ্বিয়ো বেষ্টা এব । সা জরদযোষা, অগ্জসা ঋটিতি ॥৩৭॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

পুরোহিতস্বপচারে দোহঃ, সোহপি যদৃচ্ছয়া আক্ষণাপরাধাভাবেহপি স্বেচ্ছয়া কৃতঃ ॥২২—২৪॥
 নিকৃতিং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥২৫॥ বানেয়ং বনভবম্ ॥২৬—৩০॥ সৰ্ব্বত্র পরবঞ্চনাদৌ, নিষ্কাতাঃ
 কুশলাঃ ॥৩১—৩৩॥ জরদযোষা বৃদ্ধা স্ত্রী ॥৩৩—৩৫॥ অগ্জানাদমুজ্জাতবান্ ॥৩৬—৩৭॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈনকঙ্কীয়ে ভাবতভাবদীপে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধবেশী রাজাকে এই কথা বলিল—“মহারাজ ! সেই
 তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্ত আমি চেষ্টা করিব ॥৩৪॥

আপনি আমার অভিপ্রেত বস্তুগুলি দিয়া দিবার অনুমতি করুন, তাহা হইলেই
 আমি ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিতে পারিব” ॥৩৫॥

তখন রাজা তাহার অভিপ্রেত সমস্ত বস্তুই দিয়া দিবার অনুমতি করিলেন এবং
 তাহাকে প্রচুর ধন ও নানাবিধ রত্ন দান করিলেন ॥৩৬॥

রাজা ! তাহার পর সেই বৃদ্ধবেশী কতকগুলি রূপবতী ও যুবতি বেশী লইয়া
 সত্বরই বনে গমন করিল” ॥৩৭॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

সা তু নাব্যাশ্রমং চক্রে রাজকার্যার্থসিদ্ধয়ে ।
সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব ভারত ! ॥১॥
নানাপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরুপশোভিতৈঃ ।
নানাগুল্মলতোপেতৈঃ স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ ॥২॥
অতীব রমণীয়ং তদতীব চ মনোহরম্ ।
চক্রে নাব্যাশ্রমং বম্যমদ্রুতোপমদর্শনম্ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
ততো নিবধ্য তান্ নারমদূবে কাশ্যপাশ্রমাৎ ।
চাবয়ামাস পুৰুষৈর্বিহাবং তস্য বৈ মূনেঃ ॥৪॥

ভাবতকৌমুদী

শেতি । সা জগদযোধ্যা, ন বি কস্যাকিঞ্চিদান্নাকাম্যাম্ । সন্দেশ উপদেশাৎ । বিভাগক-
শ্রমাস্তিক্রে তদদূবে বা স্থলে আশ্রমনিষ্ঠায়ে দিভ ও.কন তদর্শনে প্রভাবগতিব্যক্তিঃ স্তাৎ । অতো
যথাপসারণেন বিভাগকো ন পশ্যেৎ, উপস .ন ১ স্বল্পশ্রম বপশ্চৈদিতি বিভাব্য নৌকার-
মেবাশ্রমনিষ্ঠাগমিত্তি বোধাম্ ॥১॥

নানেতি । স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ মধুরাভিষ্টমদায়িত্ববৃক্ষৈঃ । বমণীয়ং লোভনীয়ম্, তদ্বনম্,
মনোহরং সুন্দরম্ । বম্যং ক্রীড়াযোগ্যম্ । নাবি বৃহন্নৌকাযাম্ ॥২—৩॥

তত ইতি । পুৰুষৈঃ, তস্য বিভাগকস্য মূনেবিহাবম অত্র গমনম্, চাবয়ামাস জাপয়ামাস,
দ্রুহিতরমিত্তি শেষঃ । তস্য মূনেরাশ্রমে স্থিতৌ কার্য্যসিদ্ধেবসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“ভবতনন্দন ! সেই বৃদ্ধবংশী বাজাব কার্য্যসিদ্ধির জন্ত
তাঁহার উপদেশে এক নিজেব বুদ্ধি অনুসারে একখানা বড় নৌকার উপরে একটি
আশ্রম নির্মাণ করিল ॥১॥

তাহাতে সুন্দর সুন্দর কৃত্রিম বৃক্ষ এবং নানাবিধ গুল্ম ও লতা সাজাইয়া রাখিল ;
সেগুলিতে আবার নানাবিধ ফুল, ফল এবং সুমধুর বাঞ্ছনীয় ফল সাজাইয়া দিল ।
তাহাতে সেই, কৃত্রিম বনটী অত্যন্ত লোভনীয় ও অত্যন্ত মনোহর হইল । এইভাবে
সেই নৌকার উপরে মনোহর ও অদ্ভুত দর্শন কৃত্রিম আশ্রম নির্মাণ করিল ॥২—৩॥

ততো দুহিতরং বেশ্যাং সমাধায়েতিকাৰ্য্যাতাম্ ।

দৃষ্টান্তরং কাশ্যপস্য প্রাহিণোদবুদ্ধিসম্মতাম্ ॥৫॥

স তত্র গত্বা কুশলা তপোনিত্যস্য সম্মিধৌ ।

আশ্রমং তং সমাসাগ্ৰ দদর্শ তমুষেঃ স্ততম্ ॥৬॥

বেশ্যোবাচ ।

কচ্চিন্মুনে ! কুশলং তাপসানাং কচ্চিচ্চ বো মূলফলং প্রভূতম্ ।

কচ্চিন্দুবান্ রমতে চাশ্রমেহস্মিংস্ত্বাং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতমাগতোহস্মি ॥৭॥

কচ্চিভূপো বর্দ্ধতে তাপসানাং পিতা চ তে কচ্চিদহীনতেজাঃ ।

কচ্চিভূয়া প্রীয়তে চৈব বিপ্র ! কচ্চিং স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্য্যশৃঙ্গ ! ॥৮॥

ঋগ্যশৃঙ্গ উবাচ ।

ঋদ্ধ্যা ভবান্ জ্যোতিরিব প্রকাশতে মন্যে চাহং স্বামভিবাদনীয়ম্ ।

পাগ্ৰং তে বৈ সম্প্রদাশ্চামি কামাদ্যথাধন্যং মূলফলানি চৈব ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ভূত ইতি । সমাধায় উপদিষ্টা, ইতিকাৰ্য্যাতাম্ ইতিকর্তব্যাতাম্ । অন্তরমন্তর্ধানম্ ॥৫॥

সেতি । সা জরদযোযায়া দুহিতা । তপ এব নিত্যং যস্য তস্য ঋগ্যশৃঙ্গ ॥৬॥

কচ্চিদিতি । কচ্চিং বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ । বো মূমাকম, প্রভূতং প্রচুরম্ ॥৭॥

কচ্চিদিতি । অহীনতেজা অনষ্টব্রাহ্মপ্রভাবঃ । স্বাধ্যায়ে বেদপাঠঃ ॥৮॥

ঋদ্ধোতি । ঋদ্ধ্যা তেজঃসম্পদা জ্যোতিঃস্তুজঃপুঞ্জঃ । কামাদিচ্ছা তঃ ॥৯॥

তাহার পর যাইয়া বিভাগকের আশ্রমের অদূরে সেই নৌকা বাঁধিয়া, কতকগুলি লোক দ্বারা বিভাগকমুনির অনুপস্থিতি জানিয়া লইল ॥৪॥

তৎপরে সেই বৃদ্ধরমণী বিভাগকমুনির অনুপস্থিতি জানিয়া, নিজের বুদ্ধিমত্তী বেশ্যাকন্যাকে কর্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে পাঠাইয়া দিল ॥৫॥

তখন সেই কার্য্যনিপুণা বেশ্যাকন্যা সর্ব্বদা তপস্তানিরত ঋগ্যশৃঙ্গের নিকটে যাইয়া, ক্রমে তাহার আশ্রমেই উপস্থিত হইয়া তাহাকে দর্শন করিল ॥৬॥

পরে সেই বেশ্যাকন্যা বলিল—“মুনি ! তপস্বীদিগের মঙ্গল ত ? আপনাদের প্রচুর পরিমাণে ফলমূল আছে ত ? এবং আপনি এই আশ্রমে সুখে আছেন ত ? আমি এখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি ॥৭॥

তপস্বীদিগের তপস্তা বৃদ্ধি পাইতেছে ত ? আপনার পিতার তেজ নষ্ট হয় নাই ত ? ব্রাহ্মণ ! আপনি সুখে আছেন ত ? এবং ঋগ্যশৃঙ্গ ! আপনি বেদপাঠ করিয়া থাকেন ত ?” ॥৮॥

ঋগ্যশৃঙ্গ বলিলেন—“আপনি কাস্তিসম্পদে তেজঃপুঞ্জের স্রায় প্রকাশ পাইতে-

কৌশাং বৃথামাস্থ যথোপজ্ঞোং কৃষ্ণাজিনেনাবৃত্যং স্থখায়াম্ ।

ক চাশ্রমস্তব কিং নাম চৈদং ব্রতং ব্রহ্মচৰ্য্যং দেবব্রতম্ ॥১০॥

বেশ্যোবাচ ।

মমাত্মনঃ কাশ্যপপুত্র । রম্যদ্বিযোজনং শৈলমিমং পরেণ ।

তত্র স্বধর্ম্মোহনভিবাদনং মে ন চোদকং পাণ্ডুপস্পৃশামি ॥১১॥

ভবতা নাভিবাগোহহমভিবাগো ভবান্ ময়া ।

ব্রতমেতাদৃশং ব্রহ্মণ । পবিত্রজ্যো ভবান্ ময়া ॥১২॥

শ্রাম্যশুঙ্গ উবাচ ।

ফলানি পকানি দদানি তেহং ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব ।

করুষকাণীষুদধম্নানি প্রিয়ালকানাং কাঙ্ক্ষতং বৈ কুব্জম্ ॥১৩॥

ভাবতকৌমুদী

কৌশামিতি । কৌশাং কুশময়াম্, বৃথাং ব্রতিযোগ্যাসনে, “ব্রতিনামাসনং বৃথী” ইত্যমরঃ ।

আস্থ উপবিশ, যথোপজ্ঞোং যথাস্থগম । স্থখাং স্থখজনিকায়াম্ ॥১০॥

মমেতি । পরেণেতেনপ্রত্যাস্ততয়া শৈলমিতি “দ্বিতীয়েনেন” ইতি দ্বিতীয়া ॥১১॥

ভবতেতি । ব্রতং মজ্জাভিনিষমঃ । ইদং সৰ্ব্বথা সতাক্রমম্ । পবিত্রজ্য আলিঙ্গনীয়ঃ ॥১২॥

ভাবতভাবদীপঃ

সাক্ষিতি । নাস্যাত্মনঃ নাবান্যায়াম্ শ্রমম্ ॥১-৩॥ মনেন্ভিভাওকস্তা বিচারং বহির্গমনম্, চারয়ামাস চারৈরধিগতবতী ॥৪॥ সমাশ্রমং লেখনিত্বা, ই। শাস্ত্রতামিতিকর্ষব্যতাম্,

ছেন : অতএব আপনি আমাব নমস্কা বলিয়া আমি মনে কবি, আর আমি ইচ্ছা করিয়া অতিথিব নিয়ম অনুসারে আপনাকে পাণ্ড, ফল ও মূল প্রদান করিব ॥৯॥

ব্রাহ্মণ ! আপনি এই কৃষ্ণাজিনাবৃত স্থখজনক কুশময় ব্রতীৰ আসনে যথাস্থখে উপবেশন করুন ; আপনাব আশ্রম কোথায় ? এবং আপনি দেবতার স্মায় এই কোন ব্রত আচরণ করিতেছেন ?” ॥১০॥

বেশ্যাকস্তা বলিল—“বিভাওকপুত্র ! এই ত্রিযোজনব্যাপী পৰ্ব্বতেব অপব দিকে আমার মনোহর আশ্রম বহিয়াছে । হাতে আমার স্বধর্ম্ম এই যে, আমি কাহাব অভিবাদন গ্রহণ কবি না, কিংবা পাণ্ডুল্ল স্পর্শ কবি না ॥১১॥

সুতরাং আপনি আমাকে অভিবাদন করিবেন না, আমিই আপনাকে অভিবাদন করিব ; আর ব্রাহ্মণ ! আমাদের এইরূপ একটী ব্রত আছে যে, আমি আপনাকে আলিঙ্গন করিব” ॥১২॥

লোমশ উবাচ ।

স। তানি সৰ্ব্বাণি বিসৰ্জয়িত্বা ভক্ষ্যাণ্যনর্হাণি দদৌ ততোহস্ম ।
 তান্যশ্বশৃঙ্গস্য মহারসানি ভৃশং সুরূপাণি রূচং দদুর্হি ॥৪॥
 দদৌ চ মাল্যানি স্নগন্ধবন্তি চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি ।
 পেয়ানি চাগ্র্যাণি ততো মূমোদ চিক্রৌড় চৈব প্রজ্জহাস চৈব ॥৫॥
 স। কন্দুকেনারমতাস্থ মূলে বিভজ্যমানা ফলিতা লতেব ।
 গাত্রৈশ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা সমাশ্লিষচ্চাসকৃদৃগ্যশৃঙ্গম্ ॥৬॥
 সৰ্জ্জানশোকাংস্তিলকাংশ্চ বৃক্ষান্ স্থপুষ্পিতানবনাম্যাবভজ্য ।
 বিলজ্জমানেব মদাভিভূতা প্রলোভয়ামাস স্ততং মহর্ষেঃ ॥৭॥

ভাবকৌমুদী

ফলানীতি । প্রিয়ালকপদমন্ত্রেষামূলক্ষণম্ । কাঙ্ক্ষিতং তদভীষ্টং ভোজনম্ ॥৩॥
 সেতি । অনর্হাণি রাজত্ববননিষিতবাদমূল্যানি । কচিমৃৎকটপ্রবৃত্তিম্ ॥৪॥
 দদাবিতি । ভানুমন্তি স্বর্ণাদিখচিত্তাদ্বজ্জলানি । অগ্র্যাণি উত্তমানি ॥৫॥
 সেতি । কন্দুকেন গেতুকেন । মূলে সমীপে, বিভজ্যমানা বক্রীক্রিয়মাণা ॥৬॥
 সৰ্জ্জানিতি । বৃক্ষাণামবনমনমবভজনঞ্চ ধৃষ্টতাপ্রদর্শনার্থম্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মসামিধাম্ ॥৫—৩॥ কৌশাং বৃদ্ধামাস্থ কুশাসনে উপবিশ, যথোপজোষং যথাস্থম, স্থখায়াং
 স্থখকর্ধ্যম্ ॥১০—১৩॥ অনর্হাণ্যত্মতদমূল্যানি ॥১৪—১৫॥ মূলে সমীপে, বিভজ্যমানা
 অঙ্গমোটনাদীনি কুর্মাণা নিষেবমাণা স্ফটাবদভ্যস্তবং প্রবিশন্তী । “ধিবু তন্তসন্তানে” ইতি

ঋগ্যশৃঙ্গ বলিলেন—“মহাশয়! আমি আপনাকে পক্ষ ভল্লাতক, আমলক,
 কক্কষক, ইক্ষুদ, ধন্বন ও প্রিয়ালক ফল দিব, আপনি ইচ্ছানুসারে সেগুলির সদ্ব্যবহার
 করুন” ॥১৩॥

লোমশ বলিলেন “সেই বেষ্ঠাকন্যা সে সমস্ত ফলই পরিত্যাগ করিয়া, তৎপরে
 ঋগ্যশৃঙ্গকে অমূল্য খাত্তবস্ত্র সকল প্রদান করিল; তখন অতিসুস্বাদু ও পরমশুন্দর
 সেই খাত্তবস্ত্রগুলি ঋগ্যশৃঙ্গের বিশেষ রুচিকর হইল ॥১৪॥

পরে স্নগন্ধ মালা, বিচিত্র ও উজ্জ্বল বস্ত্র এবং উত্তম পানীয় বস্তু সকল ঋগ্যশৃঙ্গকে
 দান করিল; তাহার পর আমোদ, ক্রীড়া ও হাস-পরিহাস করিতে লাগিল ॥১৫॥

তদনন্তর বেষ্ঠাকন্যা ফলবতী লতার শ্রায় বক্র হইয়া হইয়া ঋগ্যশৃঙ্গের নিকটে
 কন্দুক-(গেঁড়) ক্রীড়া করিল এবং গাত্র দ্বারা ঋগ্যশৃঙ্গের গাত্র সেবা করতঃ বার বার
 তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল ॥১৬॥

অর্থযশ্শৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ পীড্য চ কায়মশ্রু ।
 অবেক্ষ্যমাণা শনকৈর্জগাম কৃৎস্নাহগ্নিহোত্রশ্রু তদাপদেশম্ ॥১৮॥
 তস্তাং গত্যাং মদনেন মত্তো বিচেতনশ্চাভবদৃশ্যশৃঙ্গঃ ।
 তামেব ভাবেন গতেন শৃন্তো বিনিশ্বসম্মার্তরূপে। বভূব ॥১৯॥
 ততো মুহূর্ত্তাদ্ধরপিঙ্গলাক্ষঃ প্রবেষ্টিতো বোমভিরানথাগ্রাং ।
 স্বাধ্যায়বান্ বৃত্তসমাধিযুক্তো বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপঃ প্রাচুবাসীং ॥২০॥
 সেইপশ্চাদাসীনমুপেত্য পুত্রং ধ্যায়ন্তুমেকং বিপবীতচিন্তম্ ।
 বিনিশ্বসন্তঃ মুহূৰ্ত্তদৃষ্টিং বিভাণ্ডকঃ পুত্রগুণাচ দীনম্ ॥২১॥
 ন কল্যন্তে সমিধঃ কিম্মু তাত । কচ্চিদ্ধৃত্যগ্নিহোত্রং হ্রযাগ্ ।
 স্তনির্গিতং স্রক্ষস্রবং হোমধেনু কচ্চিৎ সৰংসাগ্ কৃত্য ত্বয়া চ ॥২২॥

ভাবতনৌমুদা

অপেক্ষি । পীড্য ৭ চ শিঙ্গেনে পীডয়িত্বা । অগ্নিহোত্রশ্রু অপদেশং চন্দ্রম ॥১৮॥
 তস্তামিতি । তাং বেষ্ঠামেব গতেন, ভাবেন মনোবৃত্ত্যা, শৃংগচিহ্নাস্তববহিতঃ ॥১৯॥
 তত ইতি । হবিঃ সিংহং ব দিঙ্গলাক্ষঃ, প্রবেষ্টিত আবৃতঃ । বৃত্তং সদাচাৰঃ ॥২০॥
 স ইতি । আসীনমুপবিষ্টম্ । একমেকাকিনম্ । মুহূৰ্ত্তবিনিশ্বসন্তম্ ॥২১॥

৩৭পরে আশ্রমস্থ পুষ্পভূষিৎ সজ্জ, অশোক ও তিলকবৃক্ষগুলিকে অবনত ও ভগ্ন কবিয়া লজ্জিৎ হইয়াই যেন মদমত্তা সেই বেষ্ঠাকন্যা ঋগ্বেদশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ কবিয়া ফেলিল ॥১৭॥

তাহার পর ঋগ্বেদশৃঙ্গকে বিকলগ্রস্ত দেখিয়া, ১ লিঙ্গনদ্বারা বাব বাব উহাব শরীরটিকে নিপীড়িত কবিয়া, অগ্নিহোত্রহোম কবাব ছল কবিয়া ধোবে ধোবে চলিয়া গেল, তখন ঋগ্বেদশৃঙ্গ গ্রাহব দিকে চাহিয়া বহিলেন ॥১৮॥

সেই বেষ্ঠাকন্যা চলিয়া গেলে, ঋগ্বেদশৃঙ্গ কামে মত্ত ও অচেতন প্রায় হইয়া পড়িলেন এবং তদুৎগত চিন্তায় শূন্যচিন্ত ও পীড়িতের ত্যাগ হইলেন এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ কবিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তাহাব পর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সিংহেব ত্রায় পিঙ্গলনয়ন. নথাগ্র হইতে আবন্ত করিয়া রোমাবৃতদেহ, বেদপাঠনিবত এবং সদাচাৰ ও সমাধিযুক্ত কাশ্যপ বিভাণ্ডকমুনি উপস্থিত হইলেন ॥২০॥

তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—পুত্র ঋগ্বেদশৃঙ্গ দীনভাবে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন, কি যেন চিন্তা কবিতেছেন, তাহাব চিন্ত যেন বিপবীত হইয়া গিয়াছে, তিনি মুহূর্ত্ত নিশ্বাস ত্যাগ কবিতেছেন এবং তাহাব দৃষ্টি উপরেব দিকে বহিয়াছে । তখন তিনি ঋগ্বেদশৃঙ্গকে বলিলেন- ॥২১॥

ন বৈ যথাপূর্বমিবাসি পুত্র । চিন্তাপরশ্চাসি বিচেতনশ্চ ।

দীনোহতিমাত্রং স্মিমহাশু কিম্মু পৃচ্ছামি ত্বাং ক ইহাশ্রাগতোহভুং ॥২৩॥

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ ।

ইহাগতো জটিলো ব্রহ্মচাবী ন বৈ হুস্মো নাতিদৌৰ্ঘো মনস্বী ।

সুবর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ সূতঃ সুবাণামিব শোভমানঃ ॥২৪॥

সমৃদ্ধরূপঃ সবিতেঃ দৌপ্তঃ সুল্লঙ্ককৃষ্ণাক্ষিরতীবর্গোবঃ ।

নীলাঃ প্রদম্মশ্চ জটাঃ স্নগন্ধা হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ সূদৌৰ্ঘাঃ ॥২৫॥

ভাবতকৌমুদী

নেতি । কল্যেস্তে অগ্নিপ্রক্ষেপোপযোগিন্তাঃ ক্রিয়ন্তে । সূনির্গন্তং সম্বাস্তিতম্ ॥২২॥

নেতি । যথাপূর্বং নাসীব, বিকৃতাবস্থাপন্নবাদিত্তি ভাবঃ । দীনো বিযঃ ॥২৩॥

ইহেতি । আজীবনং ব্রহ্মচারীতরদর্শনাভাবাৎ বেষ্ট যামপি ব্রহ্মচারিজ্ঞানম্ ॥২৪॥

সমৃদ্ধেতি । সমৃদ্ধরূপঃ সম্পন্নসৌন্দর্য্যঃ । সুল্লঙ্ক অতিকোমলে কৃষ্ণে চাক্ষুণী যস্ত সঃ । হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ স্বর্ণরজ্জুবন্ধাঃ । ইদম্ বেণিযু জটাজ্ঞানম্ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ধাতুঃ ॥১৬—১৭॥ কায়ং দেহম্, পীড্য আলিঙ্গনে নীপীড্য, অপদেশং ছলম্ ॥১৮॥ ভাবের্নাতি-
প্রায়েণ ॥১৯॥ প্রবেষ্টিতো ব্যাপ্তঃ ॥২০—২১॥ ব্রহ্মাস্তে সিদ্ধাঃ ক্রিয়ন্তে, নির্গন্তং প্রক্ষালিতং
সবৎসা কৃত্য দোহনাগেতি শেষঃ ॥২২—২৩॥ সূত এব নালকাগাদিনা ॥২৪—২৫॥

“বৎস ! তুমি সমিল নির্মাণ কব নাই কেন ? তুমি আজ অগ্নিহোত্রহোম
করিয়াছ ত ? শ্রক্ ও শ্রব মাজিয়াছ ত ? এবং তুমি আজ হোমধেনুকে তাহার
বৎসের সহিত সংযোজিত করিয়াছ ত ? ॥২২॥

পুত্র ! তোমার ভাব যেন আজ আর পূর্বের মত নাই, তুমি চিন্তাসক্ত
রহিয়াছ যেন অচেতনের মত হইয়া পড়িয়াছ, এখানে আজ তুমি অত্যন্ত
দীনভাবাপন্ন হইয়াছ কেন ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এখানে আজ কে
আসিয়াছিল ?” ॥২৩॥

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন - “এখানে আজ একজন জটিল ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন ;
তিনি অতিখর্ব্বও নহেন, অতিদৌর্ঘও নহেন, অথচ প্রশস্তহৃদয়, তাঁহার বর্ণ সোণার
মত এবং নয়ন দুইটী পদ্মের মত দীর্ঘ, সুতরাং তিনি দেবপুত্রের ন্যায় শোভা
পাইতেছিলেন ॥২৪॥

তিনি অত্যন্ত কপবান্, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও অত্যন্ত গৌরবর্ণ এবং তাঁহার

(২৩) শ্লোকাৎ পরম ‘...একাদশাধিকশতভ্রমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...বাদশাধিকশত-
ভ্রমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

আলোলমানা পুনরশ্ব কণ্ঠে বিভাজ্যতে বিদ্যাদিবাস্তুরীক্ষে ।
 সৌ চাস্ম পিণ্ডাবধরেণ কণ্ঠাদজাতরোমো স্তমনোহরো চ ॥২৬॥
 বিলম্বমধ্যশ্চ স নাভিদেশে কটিশ্চ তস্ত্যাতিকৃশপ্রমাণা ।
 তণ্য চৌরাস্তরতঃ প্রভাতি হিরণ্ময়ী মেখলা মে যথেষ্ম ॥২৭॥
 অন্তচ্চ তস্ত্যাদুতদর্শনীয়ং নিকৃজিতং পাদয়োঃ সম্প্রভাতি ।
 পাণ্যোশ্চ তবৎ শ্বনবর্নবন্ধৌ কলাপকাবক্ষমালা যথেষ্ম ॥২৮॥
 বিচেষ্টমানশ্চ চ তস্য তানি কূজন্তি হংসাঃ সরসীব মতাঃ ।
 চৌরাণি তস্ত্যাদুতদর্শনানি নেমানি তদ্ব্যম্য রূপবন্তি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

আলোলতি । আলোলমানা দৌহুমানা । হারলভেষ্ম । পিণ্ডো মাংসস্তেতি ভাবঃ ।
 স্তনয়োক্তিরিয়ম্ । অধরেণ অধস্তাৎ । বোমশকশ্চ নকারলোপ অর্ঘঃ ॥২৬॥

বিলম্ব্যেতি । বিলম্বঃ পিপীলিকা তদ্ব্যম্যো যস্ত সঃ, স ব্রক্ষচারী । চৌরাস্তরতঃ কোপীনা-
 : ভাস্তরতঃ । চৌরমেব চৌরদর্শনাৎ পূর্ববসনেতপি চৌরজ্ঞানম্ ॥২৭॥

অন্তদিতি । বিশিষ্টঃ কূজিতং শিথিলং যস্ত তৎ নৃপূরষ্যমিত্যর্থঃ । শ্বনবর্তো চ তৌ নিবন্ধৌ
 চেতি কো, কলাপকৌ ভূগবৎ কঙ্কণদ্বয়মিতি যাবৎ ॥২৮॥

বীতি । বিচেষ্টমানশ্চ নৃত্যাদিনা ক্রোডতঃ, তানি করচরণভূষণানি ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

আধাররূপঃ আলোলমানদশী কণ্ঠভরণবিশেষঃ । “আধারশ্চাধিকরণেহণ্যালবালেহৃদধারণে”
 ইতি বিখ্যঃ ॥২৬॥ বিলম্ব ইবেতি কৃশহঃ লক্ষ্যতে । অতিকৃতপ্রমাণাতিকৃশা ॥২৭॥ কলাপকৌ
 নয়ন দুইটী অর্থাৎ কোমল ও কৃষ্ণকর্ণ এবং জটীগুণি আর কৃষ্ণবর্ণ, নির্মল, সুগন্ধ,
 স্বর্ণরঞ্জিত ও সুদীর্ঘ ॥২৮॥

আবার আকাশে যেমন বিদ্যুৎ শোভা পায়, তেমন উহার কণ্ঠদেশে একটী বস্ত্র
 ছলিতে থাকিয়া শোভা পাইতেছিল : আর উহার কণ্ঠের নিম্নভাগে রোমশৃঙ্গ
 অতিমনোহর দুইটী মাংসপিণ্ড রহিয়াছে ॥২৬॥

তাহার নাভিদেশটী পিপীলিকার মধ্যভাগেব স্থায় ক্ষীণ এবং কটিদেশটীও
 অতিকৃশ ; আর আমার এই মেখলার স্থায় তাহারও কোপীনের ভিতর হইতে
 স্বর্ণময়ী মেখলা প্রকাশ পাইতেছিল ॥২৭॥

আর তাহার চরণযুগলে আশ্চর্য্য দৃশ্য ও রবকারী দুইটী বস্ত্র শোভা পাইতেছিল
 এবং আমার যেমন এই জপের মালা, তেমন তাহারও হস্তযুগলে দুইটী অলঙ্কার বদ্ধ
 ছিল এবং শব্দ করিতেছিল ॥২৮॥

তার পর সরোবরে যেমন মন্ত হংসগণ রব করে, চলিবার সময়ে তাহার
 (২৬) আধাররূপা—বা ব কা, আধারভূতঃ—নি । (২৭)....অতিকৃতপ্রমাণা—বা ব কা নি ।

বজ্রং তস্মাদ্ভুতদর্শনীয়ং প্রবাহতং হ্লাদয়তীব চেতঃ ।

পুংস্কোকিলশ্চেব চ তস্ম বাণী তাং শৃণ্বতো মে ব্যথিতোহস্তরাব্ধা ॥৩০॥

যথা বনং মাধবমাসমধ্যে সমীৱিতং শ্বসনেনাবভাতি ।

তথা স ভাত্যুত্তমপুণ্যগঙ্গৌ নিষেব্যমাগঃ পবনেন তাত ! ॥৩১॥

স্বসংযতাশ্চাপি জটা বিভক্তা বৈধৌকৃতা ভাস্তি ললাটদেশে ।

কর্ণৌ চ চিত্রৈরিব চক্রবাকৈঃ সমাবৃতৌ তস্ম সুরূপবদ্বিঃ ॥৩২॥

তথা ফলং বৃত্তমথো বিচিত্রং সমাহরং পাণিনা দক্ষিণেন ।

তদ্বীমমাসাগ পুনঃ পুনশ্চ সমুৎপতত্যদ্বুতরূপমুদৈঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

বজ্রমিতি । প্রবাহতম্ উক্তিঃ । পুংস্কোকিলশ্চেতি স্বরমাত্রৈ সাদৃশ্যম্ ॥৩০॥

যথেনি । মাধবমাসমধ্যে বৈশাখে মাসি, সমীৱিতং সঞ্চালিতম্, শ্বসনেন বায়ুনা । স ব্রহ্মচারী ।
পবননিষেবণেন সৌরভসঞ্চারাদিতি ভাবঃ ॥৩১॥

জটাত্মেন বৈধীবিবৃণোতি—স্বসমিতি । স্বসংযতাঃ স্ববন্ধাঃ । কর্ণয়োঃ কুণ্ডলানি বর্ণয়তি—
কর্ণাবিতি । চিত্রৈশ্চক্রবাকৈরিব সুরূপবদ্বিভূষণৈস্তস্ম কর্ণৌ সমাবৃতৌ ॥৩২॥

কন্দুকক্রীড়াং বর্ণয়তি—তপেতি । ফলং ফলাকাৱং কন্দুকম্, বৃত্তং গোলাম্ ॥৩৩॥

সেই অলঙ্কারগুলিও তেমনই রব করিয়াছিল এবং তাঁহার কৌপীনগুলি অদ্ভুত দৃশ্য ;
কিন্তু আমার এ কৌপীনগুলি সেরূপ সুন্দর নহে ॥২৯॥

আর, তাঁহার মুখখানি অদ্ভুত দৃশ্য, বাক্যোচ্চারণ যেন চিত্তে আহ্লাদ জন্মায় এবং
কোকিলের শ্রায় তাঁহার বাক্য ; তাহা স্ননিবার সময়ে আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত
হইয়াছিল ॥৩০॥

পিতঃ ! বৈশাখমাসে বায়ুসঞ্চালিত বন যেমন (সৌরভ বিস্তার করিতে থাকিয়া)
শোভা পায়, তিনিও তেমন বায়ুসেবিত হইয়া উত্তম ও পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতে
থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন ॥৩১॥

তাঁহার জটাগুলি পরিপাটীরূপে বন্ধ এবং ললাটদেশে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল ;
আর বিচিত্র চক্রবাকপক্ষীর শ্রায় অতি সুন্দর কতকগুলি বস্ত্র (কুণ্ডল) দ্বারা তাঁহার
কাণ দু'খানি আবৃত ছিল ॥৩২॥

তাঁহার পর তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটা গোলাকার ফলকে (গোঁড়ুকে) আঘাত
করিতে লাগিলেন ; তখন সেই ফলটা বার বার ভূতলে পড়িয়া আবার অদ্ভুতভাবে
উপরে উঠিতে লাগিল ॥৩৩॥

(৩১)...মাধবমাসি মধ্যে...শ্বসনেনৈব ভাতি—বা ব কা নি । (৩২)...বৈধৌকৃতা নাতিসমা
ললাটে—বা ব কা, ...বিধৌকৃতাশ্চাপি সমা ললাটে—পি ।

তচ্চাভিহ্বা পরিবর্ততেহসৌ বাতেরিতো বৃক্ষ ইবাথ ঘূর্ণন্ ।

তং প্রেক্ষতঃ পুত্রবিবামরাণাং প্রীতিঃ পবা তাত ! রতিশ্চ জাতা ॥৩৪॥

স মে সমাপ্লিষ্য পুনঃ শরীরং জটাস্থ গৃহ্যভ্যবনাম্য বক্তৃন্ ।

বক্ত্রেণ বক্তং প্রণিধায় শব্দং চকার তন্মেহজনয়ং প্রহর্ষন্ ॥৩৫॥

ন চাপি পাগুং বহু মন্যতেহসৌ ফলানি চেমানি ময়াহুতানি ।

এতৎব্রতোহস্মীতি চ মামবোচং ফলানি চান্ধানি স চাদদম্মে ॥৩৬॥

ময়োপযুক্তানি ফলানি যানি নেমানি তুল্যানি রসেন তেষাম্ ।

ন চাপি তেষাং হৃগিৎ যথৈমাং সারানি নৈমামিব সন্তি তেষাম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । তচ্চ ফলঞ্চ, অভিহ্বা আহত । অসৌ ব্রহ্মচারী । রতিবহুরাগঃ ॥৩৪॥

স ইতি । গৃহ্য পুত্রাঃ । বক্তৃমভ্যবনামোক্ত্যনেন ঋগ্‌শৃঙ্গশ্চ দীর্ঘশরীরহম্, তেন চ যৌবনং
সুচিতম্ । প্রণিধায় পুত্রা বিচুস্বোত্যর্থঃ, শব্দং চুস্বনববন্ ॥৩৫॥

বৃক্ষপাণ্ডাদিপ্রাথমাঃ—মাহ—নেতি । আহুতানি আহুত্য দত্তানি ॥৩৬॥

মমেনি । উপযুক্তানি ভক্ষিতানি, ফলানি তদ্বদানি । ইমানি অশ্মদাশ্রমজাতানি । তেষাং
তদ্বদফলানাম্, স্বগ্ বহু নাস্তি যথা এযামশ্মদাশ্রমজাতানাং ফলানামিৎ স্বগন্তি । সারানি
অষ্টয়ঃ সন্তি । এতেন্দানীমিব তদানীমপি শকরাদিমিশ্রণেনামিঞ্চালজুকাদিনিষ্কাশ্যতীতিসী-
দিতি প্রতীয়তে ॥৩৭॥

ভাবপ্রভাবদীপঃ

ভূষণবিশেষো । স্বার্থে কঃ । “কলাপঃ সংহতে বর্হে ভূগীবে ভূষণে হরে” ইতি বিশ্বঃ । কল্পণ-
বিতারঃ ॥২৮—৩২॥ তথা যলং ফলসুদৃশং কন্দুকম্ ॥৩৩॥ প্রীতিরাস্বাদঃ, রতিরাসক্তিঃ

সেই ফলটাকে আঘাত করিয়া ক'রিয়া সেই ব্রহ্মচারী বায়ুসঞ্চালিত বৃক্ষের ছায়
ঘুবিতে থাকিয়া ফিবিতে থাকিলেন । বাবা ! তখন দেবপুত্রের ছায় তাঁহাকে
দেখিয়া আমার পবন প্রীতি ও পশম অনুবাহ জন্মিল ॥৩৪॥

তা'র পর আবাব তিনি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, আমার জটা ধরিয়া
মুখখানিকে নোয়াইয়া, মুখদ্বাৰা আমাব মুখখানিকে ধরিয়া (চুস্বন করিয়া) একরকম
শব্দ করিলেন, তাহা আমাব অত্যন্ত আনন্দ জন্মাইল ॥৩৫॥

আমার প্রদত্ত পাণ্ড কিংবা আমার ৮ দত্ত এই সকল ফল তিনি গ্রহণ করিলেন
না ; আমাকে বলিলেন—‘এই প্রকাবই আমাদেব ব্রত ।’ পরে তিনিও আমাকে
অগ্ৰাণ্ড ফল দিলেন ॥৩৬॥

তাঁহার প্রদত্ত যে সকল ফল আমি ভোজন করিয়াছি, আমাদের আশ্রমের এই
সকল ফল, রক্তে সে ফলের তুল্য নহে ; এই ফলগুলির যে রকম বাকল আছে, সে
ফলগুলির সেই রকম বাকল নাই এবং এই ফলগুলির যে রকম আঠি আছে, সে
ফলগুলির সেই রকম আঠি নাই । ॥৩৭॥

তোয়ানি চৈবাতিরসানি মহং প্রাদাৎ স বৈ পাতুমুদাররূপঃ ।
 পীত্বৈব যাত্ত্যধিকঃ প্রহর্ষো মমভবদ্বৃশ্চলিতেব চাসৌৎ ॥৩৮॥
 ইমানি চিত্তানি চ গন্ধবন্তি মাল্যানি তস্যোদ্গ্রথিতানি পট্টৈঃ ।
 যানি প্রকীর্যেহ গতঃ স্বমেব স আশ্রমং তপসা দ্ব্যতমানঃ ॥৩৯॥
 গতেন তেনাস্মি কৃতো বিচেতা গাত্রঞ্চ মে সম্পরিদহতীব ।
 ইচ্ছামি তস্যান্তিকমাশু গন্তুং তথৈহ নিত্যং পরিবর্তমানম্ ॥৪০॥
 গচ্ছামি তস্যান্তিকমেব তাত ! কা নাম সা ব্রহ্মচর্যা নু তস্য ।
 ইচ্ছাম্যহং চরিতুং তেন সার্কং যথা তপঃ স চরত্যার্যধর্ম্মা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তোয়ানীতি । উদাররূপঃ স্বতীব্রমুন্দরঃ । তোয়ানি হাসবরূপাণীতি প্রতীয়তে ॥৩৮॥

ইমানীতি । পট্টৈঃ পট্টসূত্রৈঃ । প্রকীর্য বিক্ষিপ্য । স ব্রহ্মচারী ॥৩৯॥

গতেনেতি । বিচেতা বিকৃতচিত্তঃ । সম্পরিদহতীব পরশ্চৈষদমার্ষম্ ॥৪০॥

গচ্ছামীতি । আর্যধর্ম্মা সজ্জননিয়মশালী । অহো ! ধন্যমিদং কবিশ্রমং, ধন্যং তদাশ্রমপদম্, ধন্যচাসৌ যুবা ঋগ্শৃঙ্গঃ ; যেন বারবনিতায়ামেব ব্রহ্মচারিপ্রকার ঋগ্শৃঙ্গাশ্রমি দর্শিতঃ ; যত্র চ তাবতি কালেহপি স্ত্রীদর্শনং নাসৌৎ ; যন্ত যুবাপি বারবনিতায়ামেব ব্রহ্মচারিণং জানাতি স্ম ॥৪১॥

সেই পরমশুন্দর ব্রহ্মচারী আমাকে পান করিবার জন্ত অতিশুশ্রাস্ত ভুল দিয়াছিলেন ; যাহা পান করিবার পরেই আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল এবং পৃথিবীটাই যেন ঘুরিতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল ॥৩৮॥

পট্টসূত্রদ্বারা গ্রথিত সৌরভশালী এই সকল বিচিত্র মালা তাঁহারই ; যেগুলি এই-খানে ফেলিয়া সেই তপস্কার প্রভাবে উজ্জলকান্তি ব্রহ্মচারী নিজেরই আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন ॥৩৯॥

তিনি চলিয়া গিয়া আমাকে বিকৃতচিত্ত করিয়া গিয়াছেন এবং আমার গাত্র যেন দগ্ধ হইতেছে ; অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি সত্ত্বরই তাঁহার নিকট যাই, কিংবা তিনি সর্বদাই এখানে থাকেন ॥৪০॥

বাবা ! আমি তাঁহার নিকটেই যাই ; তাঁহার সেই ব্রহ্মচর্যাটার নাম কি ? সেই সজ্জন যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সহিত সেই রূপ তপস্যা করিতে আমি ইচ্ছা করি” ॥৪১॥

(৪১) স্নোকাৎ পরম্ ‘চর্তুং ভবেচ্ছা জদয়ে মমাস্তি হ্রনোতি চিন্তা যদি তং ন পশ্যে’ ইতি চরণষয়ধিকং—বা ব কা নি । তৎপরঞ্চ ‘...ব্রাহ্মশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...ব্রাহ্মশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

বিভাণ্ডক উবাচ ।

রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র ! রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন ।
অতুল্যবীৰ্যাণ্যতিরূপবন্তি বিহ্বং সদা তপসশ্চিন্তয়ন্তি ॥৪২॥
স্বরূপরূপাণি চ তানি তাত ! প্রলোভয়ন্তে বিবিধৈরুপায়ৈঃ ।
সুখাচ্চ লোকাচ্চ নিপাতয়ন্তি তান্যুগ্ররূপাণি মুনীন্ বনেষু ॥৪৩॥
ন তানি সেবেত মুনির্যতাহ্মা সতাং লোকান্ প্রার্থয়ানঃ কথঞ্চিৎ ।
কৃত্বা বিহ্বং তাপসানাং রমন্তে পাপাচারাস্তাপসস্তান্ ন পশ্যেৎ ॥৪৪॥
অসজ্জনেনাচরিতানি পুত্র ! পানাগ্রপেয়ানি মধুনি তানি ।
মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং স্মৃতানি চিত্রোজ্জ্বলগন্ধবন্তি ॥৪৫॥

লোমশ উবাচ । †

রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য্য পুত্রং বিভাণ্ডকস্তাং যুগয়াশ্চভূব ।
নাসাদয়ামাস যদা ত্র্যহেণ তদা স পর্য্যাববৃতে শ্রমায় ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষাংসীতি । তেন ইন্দ্রেপ্রকারেণ । অতিরূপবন্তি পরমসুন্দরাণি ॥৪২॥
স্বরূপেতি । স্বরূপরূপাণি পরমসুন্দরাকৃতানি, তানি রক্ষাংসি । লোকাং স্বর্গাং ॥৪৩॥
নেতি । তানি রক্ষাংসি, যতাত্মা সংযতচিত্তঃ । পাপাচার্য্য রাক্ষসাঃ ॥৪৪॥
অগদ্যিতি । আচরিতানি কৃতানি । যেন হি তানি মধুনি মত্তানি ॥৪৫॥

বিভাণ্ডক বলিলেন—“পুত্র ! উহারা রাক্ষস ; উহাব! সেই রূপ অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে এবং পরমসুন্দর রূপ ধারণ করিয়! সর্বদা তপস্তার বিহ্ব করিবার চিন্তা করে ॥৪২॥

বৎস ! সেই রাক্ষসেরা পরমসুন্দর আকৃতি ধারণ করিয়া নানাবিধ উপায়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে এবং সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরাই তপোবনে আসিয়া মুনিগণকে সুখ ও স্বর্গ হইতে নিপাতিত করে ॥৪৩॥

যিনি সাধুদিগের লোক প্রার্থনা করেন, সেই সংযতচিত্ত মুনি সেই রাক্ষসদের সেবা করিবেন না । সেই পাপকারীরা তপস্বিগণের বিহ্ব করিয়াই আনন্দ অনুভব করে ; সুতরাং তপস্বী লোক তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না ॥৪৪॥

পুত্র ! অসজ্জনেরাই মত্তপান করিয়া থাকে ; কিন্তু সে মত্ত সজ্জনদিগের পান করা উচিত নহে । আর বিচিত্র, উজ্জ্বল ও সৌরভশালী এই মালাগুলি মুনিদের ব্যবহার্য্য নহে” ॥৪৫॥

যদা পুনঃ কাশ্যপো বৈ জগাম ফলান্ভাহৰ্ত্তুং বিধিনাশ্রমেহসৌ ।
 তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম সা বেশ্যোষা মুনিমৃগ্যশৃঙ্গম্ ॥৪৭॥
 দৃষ্টেইব তামৃগ্যশৃঙ্গঃ প্রহর্যকঃ সম্ভ্রাস্তরূপোহভ্যপতত্তদানৌম্ ।
 প্রোবাচ চৈনাং ভবতোশ্রমায় গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমৈতি ॥৪৮॥
 ততো রাজন্ ! কাশ্যপশ্চৈকপুত্রং প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবম্ ।
 প্রলোভয়ন্ত্যো বিবিধৈরুপায়ৈরাজ্ঞম্মুরঙ্গাধিপতেঃ সমৌপম্ ॥৪৯॥
 সংস্থাপ্য তামাশ্রমদর্শনে তু সম্ভারিতাং নাবমথাতিশুভ্রাম্ ।
 তীরাছুপাদায় তথৈব চক্রে রাজ্ঞাশ্রমং নাম বনং বিচিত্রম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষাসীতি । তাং বেশ্যাকন্তাম্ । শ্রমায় আশ্রমায়, আকারলোপ আৰ্ঘ্যঃ ॥৪৭॥
 যদেতি । বেশ্যোষা বেশ্য, “বেশ্যো বেশ্যজনসমাশ্রয়ঃ” ইত্যম্ : ॥৪৮॥
 দৃষ্টেইতি । অভ্যপতং তামভিগতবান । ভবতোশ্রমাথেতি সঙ্ঘিকারনোপশ্চাৰ্ঘ্যঃ ॥৪৮॥
 তত ইতি । প্রবেশ্য নৌকাস্থিতাশ্রমে, যোগেন যোগ্যোপায়েন ॥৪৯॥
 সংস্থাপোতি । অথ রাজা লোমপাদঃ, সম্ভারিতাং নাবিকৈর্নদোজ্জলে সংস্থাপিতাম্,

ভারতভাবদীপঃ

৥৪৪—৪৭॥ ভৃশ্চলিতেবেতি মধুপানজা ভ্রান্তিঃ স্মৃতিত ॥৪৭—৪৮॥ শ্রমায় আশ্রমায় ॥৪৬॥
 অজ্ঞাবগেন অপাষণেন বৈদিকেন । “শ্রবণো মাসি পাবণে” ইতি বিধিঃ । অজ্ঞাবগেনেতি

লোমশ বলিলেন—“তাহারা রাক্ষস’ এই কথা বলিয়া পুত্র ঋগ্যশৃঙ্গকে নিবারণ করিয়া বিভাগকমুনি সেই বেশ্যাতীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তিনি তিন দিনেও তাহাকে পাইলেন না, তখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ॥৪৬॥

তা’র পর যখন সেই বিভাগকমুনি যথাবিধানে আশ্রমে ফল আহরণ করিয়া আনিবার জন্ত পুনরায় গমন করিলেন, তখন সেই বেশ্যাটা ঋগ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিবার জন্ত পুনরায় আশ্রমে গমন করিল ॥৪৭॥

তাহাকে দেখিয়াই ঋগ্যশৃঙ্গ আনন্দিত ও চকিত হইয়া তখনই তাহার সম্মুখে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন—“যে পর্য্যন্ত আমার পিতা না আইসেন, তা’হার মধ্যেই আমরা আপনার আশ্রমে যাইব” ॥৪৮॥

রাজা ! তাহার পর সেই বেশ্যারা বিভাগকের একমাত্র পুত্র ঋগ্যশৃঙ্গকে সঙ্গত উপায়ে নৌকায় উঠাইয়া, নৌকা ছাড়িয়া, নানা উপায়ে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে থাকিয়া লোমপাদের নিকটে আগমন করিল ॥৪৯॥

(৪৭)....বিধিনাশ্রমণেন—পি, ...বিধিনাশ্রমণেন—বা ব ক। (৫০)....নীরাছুপাদায়...
 নাব্যশ্রম নাম—বা ব ক।

অন্তঃপুৰে তং তু নিবেশ্য রাজা বিভাণ্ডকস্তাত্ত্বজমেকপুত্রম্ ।
 দদৰ্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্টমাপূৰ্ণ্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥৫১॥
 স লোমপাদঃ পরিপূৰ্ণকামঃ স্ততাং দদারশ্বশৃঙ্গায় শাস্তাম্ ।
 ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ চক্রে গাশ্চৈব মাৰ্গেষু চ কৰ্ষণানি ॥৫২॥
 বিভাণ্ডকস্তাত্ত্বজতঃ স রাজা পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্ ।
 সমাদিশং পুত্রগৃহী মহর্ষিবিভাণ্ডকঃ পরিপৃচ্ছেদ্যদা বঃ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

অতিশুভ্রাং তাং নাবম্, রাজধানীসমীপে সংস্থাপ্য, আশ্রমদৰ্শনে ঋগ্বেদশৃঙ্গায় আশ্রমপ্রদৰ্শনার্থে, তীরাং
 নদীতটং, উপাদায় আরভ্য, তথৈব বিভাণ্ডকশ্রমবদেব আশ্রমং নাম বিচিত্রং বনং চক্রে, অস্ত্রাশ্বা
 ঋগ্বেদশৃঙ্গায় বৈমনস্তাশ্বকৈতি ভাবঃ ॥৫০॥

অন্তরিতি । দেবমিচ্ছাম্, প্রবৃষ্টং প্রকর্ষণে মেঘবারি বর্ষন্তম্ ॥৫১॥

স ইতি । বিভাণ্ডকস্ত ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ উপায়ং চক্রে । কোহসাবুপায় ইত্যাহ—গাশ্চৈতি ।
 মাৰ্গেষু বিভাণ্ডকস্তাগমনপথেষু, গাশ্চ এবঞ্চ, কৰ্ষণানি চ কুধৰ্কে: কারয়ামাস ; তদীয়স্বজ্ঞাপনেন
 তৎক্রোধনিবারণার্থমিত্যাশয়ঃ ॥৫২॥

ভাবতভাবদীপঃ

প্রাক্তনেষু তু ইষ্ট্যাগ্ধরং তত্রাশ্রাবণে ত্যাগিষ্যপ্রয়োগাৎ, বেষ্যযোষা বেজ্ঞা ॥৪৭-৪৮॥ আশ্রমো
 যত্রৈবদৃশ্যতে তাবতি দেশে অশ্রমদৰ্শনে ॥৫০—৬৬।

হতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে চতুৰ্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৪॥

তৎপরে লোমপাদরাজা নাবিকসঞ্চালিত সেই অতিশুভ্র নৌকাখানাকে রাজধানীর
 নিকটে সংস্থাপিত করিয়া, ঋগ্বেদশৃঙ্গকে দেখাইবাব নিমিত্ত বিভাণ্ডকের আশ্রমেরই
 তুল্য নদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমনামক একটা বিচিত্র কৃত্রিম বন
 করিলেন ॥৫০॥

তাহার পর রাজা, বিভাণ্ডকের একমাত্রপুত্র ঋগ্বেদশৃঙ্গকে অন্তঃপুৰে প্রবেশ
 করাইয়া তৎক্ষণাৎই দেখিলেন যে, দেবরাজ প্রচুরপরিমাণে জল বর্ষণ করিতেছেন
 এবং জগৎটাই জলে পরিপূর্ণ হইতেছে ॥৫১॥

তাহাতে লোমপাদরাজার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল ; তাই তিনি ঋগ্বেদশৃঙ্গকে
 শাস্তানায়ী কন্যা দান করিলেন এবং বিভাণ্ডকমুনির ক্রোধের প্রতীকারের জন্ত তাহার
 আসিবার পথে বহুতর গরু রাখিয়া দিলেন এবং কৃষকগণদ্বারা ভূমিকর্ষণ করাইতে
 লাগিলেন ॥৫২॥

আর তিনি, বিভাণ্ডকমুনির আসিবার পথে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রাশ্ব পশু
 । পশুপালনগণকে থাকিতে আদেশ করিলেন (এক তাহাদিগকে

স বক্তব্যঃ প্রাজ্ঞলিভির্ভবন্তিঃ পুত্রস্ত তে পশবঃ কৰ্ষণক ।

কিং তে প্রিয়ং বৈ ক্রিয়তাং মহর্ষে । দাসাঃ স্ম সর্বে তব বাচি বন্ধাঃ ॥৫৪॥

(যুগ্মকম্)

অথোপায়াং স মুনিশ্চণ্ডকোপঃ স্বমাশ্রমং মূলফলং গৃহীত্বা ।

অশ্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং দদর্শ চুক্রোধ ততো হৃশং সঃ ॥৫৫॥

ততঃ স কোপেন বিদৌর্য্যমাণ আশঙ্কমানো নৃপতের্ব্বিধানম্ ।

জগাম চম্পাং প্রতি ধক্ষ্যমাণস্তমঙ্গরাজং সপুত্রং সরাস্ত্রম্ ॥৫৬॥

স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপস্তান্ বোধান্ সমাসাদিতবান্ সমুদ্রান্ ।

গৌপৈশ্চ তৈবিধিবং পূজ্যমানো বাজেব তাং বাত্রিমুখাস তত্র ॥৫৭॥

ভাবতকৌমুদী

বিভেতি । আত্রজতো রাজধান্যমাগচ্ছতঃ পথি । সমাদিশ্চ হ পথিতং হ তুষ্ণেতি শেখঃ ।

পুত্রগৃহী পুত্রগ্রহণাকাজ্ঞী । বোধুমান্ । ক্রিয়তামস্মাভিঃ ॥৫৪—৫৫॥

অথেতি । উপায়াদাগচ্ছং, চণ্ডকোপো মহাকোপনঃ । পুত্রমুগ্ধশৃঙ্গম্ ॥৫৫॥

তত ইতি । নৃপত্রেসৌমপাদস্ত, বিধানং কাযমাণকমানঃ, তুষ্ণৈব জ্যে বর্ষাভাবেন
তৎপ্রতীকারায়ৈব হবণসম্ভবাদিতি ভাবঃ । চম্পাং নাম লোমপাদরাজধানীম্ ॥৫৬॥

স ইতি । বোধান্ অভীষপত্নীঃ, সমাসাদিতবান্ গচ্ছন প্রাপ্তবান্ ॥৫৭॥

বলিয়া দিলেন যে,) পুত্রপ্রিয় মহর্ষি বিভাণ্ডক যখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা কৃতাজ্ঞ লইয়া তাঁহাকে বলিবে—“মহর্ষি । এই সকল পশু আপনার পুত্রের এবং এই ভূমিকর্ষণও আপনার পুত্রের জন্তই হইতেছে ; আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব, আমরা সকলেই আপনার দাস এবং আপনার আদেশের অধীন” ॥৫৩—৫৪॥

এ দিকে মহাক্রোধী বিভাণ্ডকমুনি ফলমূল লইয়া নিজেব আশ্রমে আসিলেন এবং অশ্বেষণ করিয়াও পুত্র স্বগ্ধশৃঙ্গকে দেখিতে পাইলেন না ; তাহাব পব তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৫৫॥

তাহার পর তিনি ক্রোধে বিদৌর্ণ হইতে থাকিয়া, উহা লোমপাদরাজারই কার্য্য এইরূপ ধারণা করিয়া, রাজধানী ও রাজ্যের সহিত সেই অঙ্গরাজকে দক্ষ করিবেন ভাবিয়া, চম্পানগরীর দিকেই গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

ক্রমে সেই বিভাণ্ডকমুনি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, সমৃদ্ধিসম্পন্ন সেই গোপপল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; তখন সেই গোপালেরা যথাবিধানে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, তিনি রাজার স্তায় সেইখানেই সেই কৃত্রি রাত্রি বাস করিলেন ॥৫৭॥

অৰাপ্য সৎকারমতীৰ তেভ্যঃ প্রোবাচ কস্ম প্রথিতং স্ব গোপাঃ । ।
 উচুস্ততস্তেহভ্যুপগম্য সৰ্বৈ ধনং তবেদং বিহিতং স্ব কস্ম ॥৫৮॥
 এবং স দেশেষ্মভিপজ্যমানস্তাংশ্চৈব শৃণু মধুরান্ প্রলাপান্ ।
 প্রশান্তভূযিষ্ঠরজাঃ প্রজন্টঃ সমাসমাদান্গপতিং পুত্রস্বম্ ॥৫৯॥
 স পূজিতস্তেন নবনভেণ দদর্শ পুত্রং দিব দেবং যথেন্দ্রম্ ।
 শান্তাং স্মৃশ্যৈব দদর্শ তত্র সৌদামিনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥৬০॥
 গ্রামাংশ্চ ঘোমাংশ্চ স্ততস্ম দৃষ্ট্বা শান্তাঞ্চ শান্তোহস্ম পরঃ স কোপঃ ।
 চকার তস্মৈব ধনং প্রসাদং বিভাণ্ডকো ভূমিপতেৰ্নবেন্দ্র । ॥৬১॥
 স তত্র নিক্ষিপ্য স্তঃ মর্যিকবাচ সূৰ্য্যায়িসমপ্রভাবঃ ।
 জাতে তু পুত্রে বনমেবাব্রজেণা বাজঃ প্রয়াণ্যস্ত সৰ্বানি কুতা ॥৬২॥

ভাবতকৌমুদা

অৰাপোতি । প্রথিতা অবিনোদে প্রসিদ্ধা, স্ব স্বম্ বিহিতং ন জা ॥৫৮॥
 এবমিতি । মধুরান্ পুত্রস্বমিহ জাং নেন মনোভয়ান, প্রলাপান্ বাঃ । প্রশস্তং নিবৃত্তং ভূযিষ্ঠং
 বহুসমেব নজো বজোঃপলম্প দিতঃ বোধো যস্য সঃ ॥৫৯॥
 স হতি । নরষভেণ লোমপাদেন । স্মৃশ্য পুত্রস্বম্ । উচ্চস্তাং গগনে ॥৬০॥
 গ্রামানিতি । শান্তাং গ্রামাং পুত্রস্বম্, শান্তো নিবৃত্তঃ, পরঃ অবশিষ্টঃ ॥৬১॥
 স হতি । নিক্ষিপ্য নিক্ষেপকপেন সস্তপা । আব্রজেণা আগচ্ছঃ ॥৬২॥

সেই গোপালগণেব নিকট অসম সন্ধ্যাবহাব পাইয়া বিভাণ্ডক বলিলেন—
 “গোপালগণ । তোমরা কাহার প্রজা । তাহার ব তাহাবা সকলে নিকটে
 যাইয়া বলিল—“মহর্ষি ! আপনার পুত্রের জন্মই বাজা এই সকল ধন নিদিষ্ট
 কবিয়া দিয়াছেন” ॥৫৮॥

এইভাবে সেই দেশে সম্মানিত হইতে থাকায় এবং সেইকপ মধুর বাকা
 শুনিতে থাকায় বিভাণ্ডকমুনির ক্রোধ অধিক পবিমাণেই নিবৃত্তি পাইল এবং তিনি
 ক্রটিচিহ্ন হইয়াই বাজবানীস্থ লোমপাদেব নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৫৯॥

তখন লোমপাদবাজা পূজা কবিলে বিভাণ্ডকমুনি স্বর্গে দেবরাজের আশ্রয় সেখানে
 পুত্র ঋগ্বেদকে দেখিতে পাইলেন এবং আকাশে বিচরণশীল সৌদামিনীকে আশ্রয়
 পুত্রবধু শান্তাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন ॥৬০॥

যুধিষ্ঠির । গ্রাম, গোপল্লী ও শান্তা—পুত্র ঋগ্বেদের হইয়াছে দেখিয়া
 বিভাণ্ডকমুনিব অবশিষ্ট ক্রোধটুকুও নিবৃত্তি পাইল, তখন বিভাণ্ডকমুনি সেই
 লোমপাদবাজার উপরে অত্যন্ত অমুগ্রহ করিলেন ॥৬১॥

সূর্য্য ও মণির তুলা প্রভাবশালী মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্র ঋগ্বেদকে বাজার
 বন-১২৩ (৮)

স তব্ধচঃ কৃতবান্শুশৃঙ্গো যযৌ চ যত্রাস্ত পিতা বভূব ।
 শাস্তা চৈনং পর্য্যচরমরেন্দ্র ! খে রোহিণী সোমমিবানুকূলা ॥৬৩॥
 অরুন্ধতী বা স্তভগা বশিষ্ঠং লোপামুদ্রা বাপি যথা হ্রগস্ত্যম্ ।
 নলস্ত বা দময়ন্তী যথাভূদ্যথা শচী বজ্রধরস্ত চৈব ॥৬৪॥
 নারায়ণী চেন্দ্রসেনা যথৈব বশ্য। নিত্যং মুদগলস্ত্যাজমৌঢ় ! ।
 তথা শান্তাপ্যশৃঙ্গং বনস্থং প্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচরমরেন্দ্র ! ॥৬৫॥ (বিশেষকম)
 তস্ত্যশ্রমঃ পুণ্য এষোহবভাতি মহাহুদং শোভয়ন্ পুণ্যকীর্ত্তেঃ ।
 অত্র স্নাতঃ কৃতকৃত্যো বিশুদ্ধস্তীর্থান্গন্যানুসংযাহি রাজন্ ! ॥৬৬॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি
 তীর্থযাত্রায়াম্শুশৃঙ্গোপাখ্যানেন চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বভূবেত্যন্তেঃ প্রয়োগঃ । খে আকাশে । বাশব ইবার্থে, “বা স্তাধিকল্পোপময়ো-
 রেবার্থে চ সমুচ্চয়ে” ইতি বিশ্বঃ । মুদগলস্ত স্বঃ । হে আজমৌঢ় ! অজমৌঢবংশোৎপন্ন ! ।
 তথা বক্তা সতীতার্থঃ ॥৬৩—৬৫॥

তন্ত্বেতি । পুণ্যঃ পবিত্রঃ । মহাহুদং সমুখবন্তিনম্ । বিস্তৃকো নিষ্পাপঃ ॥৬৬॥
 ইতি মহামহোপাখ্যান ভারতাসাধা-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহৃদ্বাসদেবদাসবাসুদেবগীশভট্টাচাৰ্য্যবিদিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

নিকটেই গচ্ছিতভাবে রাখিয়া বলিলেন—“ঋগ্শুশৃঙ্গ ! তোমার পুত্র জন্মিলে পর
 তুমি এই রাজ্যে সমস্ত প্রিয় কার্য্য করিয়া আবার বনেই আসিও” ॥৬২॥

ঋগ্শুশৃঙ্গও সে বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ যেখানে উঁহার পিতা ছিলেন,
 উনিও সেইখানেই গিয়াছিলেন । রাজা ! ওদিকে আকাশে রোহিণী যেমন
 চন্দ্রের, ভাগ্যবতী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের এবং লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের
 পরিচর্যা করেন, তেমন শান্তাও অনুকূলা থাকিয়া ঋগ্শুশৃঙ্গের পরিচর্যা করিতে
 লাগিলেন এবং আজমৌঢ়রাজা ! দময়ন্তী যেমন নলের, শচী যেমন ইন্দ্রের এবং
 নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদগলঋষির বশবর্ত্তিনী ছিলেন, শান্তাও তেমনই
 ঋগ্শুশৃঙ্গের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া বনবাসী সেই ঋগ্শুশৃঙ্গের
 পরিচর্যা করিতেন ॥৬৩—৬৫॥

রাজা ! সেই পুণ্যকীর্ত্তি ঋগ্শুশৃঙ্গের এই পবিত্র আশ্রম সমুখবর্ত্তী মহাহুদের
 শোভা জন্মাইতে থাকিয়া শোভা পাইতেছে ; তুমি এইখানে স্নান করিয়া কৃতকার্য্য
 ও নিষ্পাপ হইয়া অত্যাগ্র ভীর্থে গমন কর” ॥৬৬॥

(৬৬)...পুণ্যকীর্ত্তিঃ—বা ব কা । * ‘...ত্রয়োদশাধিকশততমঃ...’—বা ব কা ।
 ‘চতুদশাধিকশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চদশাধিকশততমঃ...’—নি ।

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:৩:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রযাতঃ কোশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয় ! ।

আনুপূর্ব্যেণ সৰ্ব্বাণি জগামায়তনাগ্ৰথ ॥১॥

স সাগরং সমাসাণ্ড গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ ! ।

নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্নবম্ ॥২॥

ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বহুধাধিপঃ ।

ভ্রাতৃভিঃ সৰ্ব্বতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত ! ॥৩॥

লোমশ উবাচ ।

এতে কলিঙ্গাঃ কোন্তেয় ! যত্র বৈতরণী নদী ।

যত্রাবজত ধর্ম্মোহপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ ॥৪॥

ঋষিভিঃ সমুপায়ুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্ ।

উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং বিজসেবিতম্ ॥৫॥

ভারতঃকৌমুদী

তত ইতি । কোশিকা নগাঃ সকাশাং, প্রযাতঃ প্রস্থিতঃ । আনুপূর্ব্যেণ ক্রমেণ ॥১॥

স ইতি । স যুধিষ্ঠিরঃ । সমাপ্নবং স্নানম্ ॥২॥

তত ইতি । কলিঙ্গান্ কলিঙ্গদেশম্, “বহুবচনাদেঃ” ইত্যাদিনা বহুবচনম্ ॥৩॥

এত ইতি । শরণমেত্য আশ্রিতেত্যর্থঃ । এতেন বৈতরণ্যা মহাপুণ্যং সূচিতম্ ॥৪॥

ঋষিভিরিতি । যজ্ঞিয়ং যজ্ঞাহম্ । উত্তরং তীরং বৈতরণ্যা এব ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! তাহার পর যুধিষ্ঠির সেই কোশিকী নদী হইতে প্রস্থান করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন ॥১॥

রাজা ! তিনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া পাঁচ শত নদীর মধ্যবর্তী গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিলেন ॥২॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর বীর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া কলিঙ্গদেশের দিকে গমন করিলেন ॥৩॥

লোমশ বলিলেন—“কুন্তীনন্দন ! এই কলিঙ্গদেশ ; যে দেশে বৈতরণী নদী রহিয়াছে এবং যে বৈতরণী নদীর তীরে ঋষি ধর্ম্মও দেবগণকে লইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৪॥

সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেযুষঃ ।
 অত্র বৈ ঋষয়োহন্তো চ পুরা ক্রতুভিরৌজিরে ॥৬॥
 অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র ! পশুমাদত্তবান্ মথৈ ।
 পশুমাদায় রাজেন্দ্র ! ভাগোহয়মিতি চাত্রবীৎ ॥৭॥
 হতে পশৌ তদা দেবাস্তমুচুর্ভরতর্ষভ ! ।
 মা পরস্বমভিদ্রোক্ষা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বশীঃ ॥৮॥
 ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্তবন্ ।
 ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াক্রুরে তদা ॥৯॥
 ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্ ।
 তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠিব ! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সমানমিতি । স্বর্গমুপেযুষো যিযাসোরিতার্থঃ, জনস্ত, দেবযানেন পথা সমানমিৎ স্থানম্ ॥৬॥
 অত্রৈতি । মথৈ যাজ্ঞিকৈরহুষ্ঠীয়মানে যজ্ঞে । অং ভাগো মমেতি শেষঃ ॥৭॥
 হত ইতি । মা অভিদ্রোক্ষা গ্রহণেন ন নাশয়, সকলান্ যজ্ঞস্ত ধর্ম্মাংচ মা বশীর্ন কাময় ।
 বশীবিতি “বশ কাস্তো” ইত্যাত্মতত্ত্বাঃ দৌ রূপম্, মাযোগাক্ষাভাগমাত্যবঃ ॥৮॥
 তত ইতি । কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিবিতার্থঃ । তে দেবাঃ । ইষ্ট্যা যজ্ঞেন ॥৯॥

ভাবতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪। উক্তবং তীরং বৈতরণ্যাঃ ॥৫—৭॥ মা পরস্বমভিদ্রোক্ষা পরভাগস্ত
 নাশং মা কুর্ষিতার্থঃ । ধর্ম্মান্ মা বশীঃ ধর্ম্মসাধনান্ যজ্ঞভাগান্ সর্কান্ কাময়েথাঃ । “বশ

পর্বতপরিশোভিত, সর্বদা ব্রাহ্মণগণসেবিত, ঋষিগণসমষ্টিত এবং যজ্ঞেব
 উপযুক্ত এই বৈতরণী নদীর উত্তর তীর ॥৫॥

এই স্থানটী স্বর্গাভিলাষী লোকের পক্ষে দেবযানপথের তুল্য এবং এই স্থানেই
 পূর্বকালে ঋষিরা ও অগ্ন্যাত্ম ধার্ম্মিক লোকেরা বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এই স্থানেই রুদ্র একটী যজ্ঞে তাহার পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন
 এবং তিনি সেই পশু গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘ইহা আমার অংশ’ ॥৭॥

ভবতশ্রেষ্ঠ ! রুদ্র পশু হরণ করিলে, তখন দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন—
 “আপনি পরকায় বস্তু গ্রহণ করিয়া নষ্ট করিবেন না এবং যজ্ঞের সমস্ত ধর্ম্ম লাভ
 করিবারও ইচ্ছা করিবেন না” ॥৮॥

তাহার পর তখনই দেবতারা মধুর বাক্যে রুদ্রের স্তব করিলেন এবং পূজা-
 দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ॥৯॥

অযাতযামং সৰ্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুক্তমম্ ।

দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাস্ত্ৰ্যাদ্রুদ্রস্য শাখতম্ ॥১১॥

ইমাং গাথামত্র গয়ন্ পস্পৃশতি যো নরঃ ।

দেবযানোহস্ম পন্থাশ্চ চক্ষুসাহভিপ্রকাশতে ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো বৈতরণীং সৰ্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা ।

অবতীৰ্য্য মহাভাগাস্তপস্পাঞ্চক্ৰিবে পিতৃন্ ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উপস্পৃশ্যেহ বিধিবদস্থাং নগ্যাং তপোবলাং ।

মানুসাদগ্নি বিষয়াদপেতঃ পশু লোমশ ! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । 'অত্রাশ্বশবো ভাগাথে বংশশব্দশ্চ পরম্পরাকাথে । 'ততশ্চ' অমুবংশো ভাগপরম্পরা
তদ্বোধকঃ শ্লোকঃ কশ্চিদন্ত্যর্থঃ ॥১০॥

অযাতেতি । দেবা কদ্রশ্চ ভয়াং, ন যাতোহতীতঃ যামঃ প্রহরো যস্ম তং সন্তোনিম্মিতমিত্যর্থঃ,
সৰ্বেভ্যো ভাগেভ্য উক্তমং ভাগম্, শাখতং চিরকালীনম্, কল্পয়ামাস্ত্ৰঃ, কদ্রায় দেয়ত্বেনেতি শেধঃ ;
অস্তথা বলাদেবানৌ গুহ্মীয়াদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

ইমামিতি । গাথাং শ্লোকম্ । উপস্পৃশতি স্নতি । চক্ষুযা তদ্বিষয়তয়েব ॥১২॥

তত ইতি । দ্রৌপদী পিতৃন্ 'তপস্পাঞ্চক্য' স্নানদানাদিনা তোষয়ামাসেত্যর্থো বাচ্যঃ,
“তপ্পণং প্রত্যহং কার্য্যং তর্হুস্তিনবশোদকৈঃ । তৎপিতৃতন্তৎপিতৃশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্বকম্ ॥”
ইতি শুদ্ধিতত্ত্বতত্ত্বত্যা সম্বাগাস্তপ্পানধিকারছোভনাং ॥১৩॥

তৎপরে রুদ্র সেই পশু পরিত্যাগ করিয়া দেবযানে আবোহনপূর্বক চলিয়া
গেলেন । যুধিষ্ঠির ! যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ-পরম্পবাবোধক একটি শ্লোক আছে, তাহা
তুমি শ্রবণ কর ॥১০॥

“দেবতারা রুদ্রের ভয়ে সন্তোনিম্মিত এবং সমস্ত ভাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি
ভাগ চিরকাল তাঁহাকে দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ॥১১॥

যে লোক এই গাথা গান করিতে থাকিয়া (উক্ত শ্লোকটা পড়িতে থাকিয়া) এই
নদীতে স্নান করে, দেবযানপথ তাহার দৃষ্টিগোচর হয়” ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে বৈতরণী নদীতে
নামিয়া পিতৃতপ্পণ করিলেন এবং দ্রৌপদীও নামিয়া স্নান-দানাদি করিয়া
পিতৃলোককে সন্তুষ্ট করিলেন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি লোমশ ! আপনি দেখুন—আমি যথাবিধানে এই
বৈতরণী নদীতে স্নান করিয়া তপোবলে মনুষ্যভাব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি ॥১৪॥

সর্ববাল্লোকান্ প্রপশ্যামি প্রসাদাত্তব সূত্রত ! ।

বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাঅনাম্ ॥১৫॥

লোমশ উবাচ ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির ! ।

যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেণং তৃষণীমাস্ম বিশাংপতে ! ॥১৬॥

এতৎ স্বয়ম্ভুবো রাজন্ ! বনং দিব্যং প্রকাশতে ।

যত্রায়জত রাজেন্দ্র ! বিশ্বকশ্মা প্রতাপবান্ ॥১৭॥

যস্মিন্ যজ্ঞে হি ভূর্দত্তা কশ্যপায় মহাঅনে ।

সপর্কবনোদেশা দক্ষিণার্থে স্বয়ম্ভুবা ॥১৮॥

অবাসীদচ্চ কোন্তেয় । দত্তমাত্রা মহী তদা ।

উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্ববিমদং প্রভুদ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । উপস্থাপ্য স্মৃত্বা, বিধিবৎ উকুগাথাং গায়ত্রিতার্থঃ । বিষয়াস্তাবাং ॥১৪॥

সর্বানিতি । ২ে সূত্রত । তব প্রসাদাৎ উকুগাথাগানেন স্তানোপদেশরূপাহুগ্রহাৎ, সর্বান্ লোকান্ ভুবনানি প্রপশ্যামি ; তথা মহাঅনাম্ জপতাম্ অক্ষুঃ মন্ত্রমুচ্চারয়তাম্, বৈখানসানাং বানপ্রস্থানাম্, এষ শব্দঃ ক্রযতে । “বানপ্রস্থো বৈখানসোহগ্রহঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥১৫॥

ত্রীতি । ত্রিশতং ত্রিশতগুণীকৃতানি সহস্রাণি ত্রীণি লক্ষাণি ত্যাগঃ । যত্র উৎপত্তমানমিতি শেষঃ । তৃষণীং নীরবঃ সন, আস্ম ত্রিষ্ট, তচ্চবণায়ৈতি তাবঃ ॥ ৬॥

এতদ্বিতি । প্রকাশতে তব দৃষ্টিপথ ইতি শেষঃ । বিশ্বং কশ্ম যন্ত স ব্রহ্মা ॥১৭॥

যস্মিন্বিতি । পর্কবনোদেহঃ উদ্দেশৈশ্চ দ্বিত্বৈঃ স্থানৈশ্চ সচেতি সা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কাক্তো” অস্ত নৃদ্ভি রূপম ॥৮—১ ॥ অযাতযামং তাৎকালিকম্ ॥১—১৬॥ “ভূমির্হি জগা-
বিতৃদাদাহরন্তি ন মা মর্ত্যঃ কশ্চন দাতুমর্হতি বিশ্বকশ্মন্ ভৌবন মাং দিদাসিথ নিমজ্জ্যেহং

মহর্ষি ! আপনার অমুগ্রহে আমি সমস্ত জগৎ দেখিতেছি এবং জপপ্রবৃত্ত মহাত্মা বানপ্রস্থগণের এই শব্দ শুনিতেছি !” ॥১৫॥

লোমশ বলিলেন—“নরনাথ ! যুধিষ্ঠির ! তুমি যে স্থানের এই শব্দ শুনিতেছ, উহা এ স্থান হইতে তিন লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত । (এই শব্দ শুনিবার জন্য তুমি একটু কাল) নীরব হইয়া থাক ॥১৬॥

রাজা ! তোমার দৃষ্টিপথে এই ব্রহ্মার দিব্য কানন প্রকাশ পাইতেছে ; রাজশ্রেষ্ঠ ! যেখানে প্রতাপশালী বিশ্বশ্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

যে যজ্ঞে ব্রহ্মা মহাত্মা কশ্যপকে পর্বত, বন ও প্রান্তরাদির স্ফুটিত সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন ॥১৮॥

ন মাং মৰ্ত্যায় ভগবন্ ! কশ্চিচ্চিদ্বাতুমৰ্হসি ।
 প্রদানং মোহমেতত্তে যাস্ত্যামোষা রসাতলন্ ॥২০॥
 বিষদন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কশ্চাপো ভগবানৃষিঃ ।
 প্রসাদয়াম্ভূবাণ ততো ভূমিং বিশাংপতে ! ॥২১॥
 ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তস্মৈ পাণ্ডব । ।
 পুনরুন্মজ্য সলিলাদ্বৈদৌরুপা স্থিতা বভৌ ॥২২॥
 সৈম্মা প্রকাশতে বাজন্ । বেদী সংস্থানলক্ষণা ।
 আরুহ্যত্র মহাবাজ । বৌর্গ্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি ॥২৩॥
 সৈম্মা সাগবমাসাগ বাজন্ । বেদী সমাশ্রিতা ।
 এতামারুহ্য ভদ্রং তে হ্মৈকন্তব সাগবন্ ॥২৪॥

ভাবতকৌমুদী

অবেতি । অবাসীদ্বিষমভব । লোনেশ্বং ব্রহ্মণম্ ॥১৯॥
 নেতি । মোহং ব্যর্থম । তথ্যেত কাম্যমাত্ৰ যাস্ত্যামিতি ॥২০॥
 বিষদন্তীমিতি । ভূমিঃ স্বা পৃথিবীম্, প্রসাদয়াম্ভূব, তপসেতি শেষঃ ॥২১॥
 তত ইতি । উন্মজ্য উখায়, বেদীকপা পলিঙ্গমৃত্তিকানৃপকপা ॥২২॥
 সেতি । সংস্থানং মৃত্তিকামাত্রকপেণ স্থিতিনেব লক্ষণং স্বকপং যস্তাঃ সা ॥২৩॥
 সেতি । হে বাজন্ । সা পৃথিবী, স পুনঃসাজ্জ এ । বেদী সঙ্গী, এতৎ স্থানং সমাশ্রিতা ।
 এতামারুহ্য স্থিতস্মৈ তে ভদ্রং ভবেৎ, অতঃপৰং এব সাগব তং প্রবিশ ॥২৪॥

কুন্তীনন্দন ! দান করিবামাত্র পৃথিবী বিমল হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই
 প্রভু ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন—॥১৯॥

“ভগবন ! আপনি আমাকে কোন মানুষ্যেব হস্তে দান কবিতে পারেন না ।
 (সে যাহা হউক,) আপনার এই দান ব্যর্থ । কাবণ, আমি এই পাতালে
 যাইতেছি” ॥২০॥

নরনাথ ! পৃথিবীকে বিমল দেখিয়া ভগবান্ কণ্ঠপমুনি তপস্শাস্ত্রাবা তাঁহাকে
 প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন ॥২১॥

পাণ্ডুনন্দন ! তাহার পব পৃথিবী কণ্ঠপেব তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া, পুনবায় জল
 হইতে উঠিয়া, বেদীরূপে থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন ॥২২॥

রাজা ! সেই পৃথিবীই এই কেবল মৃত্তিকাকপা বেদী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ;
 অতএব মহাবাজ ! তুমি উহাতে আবোহণ করিয়া বলবান্ হইতে পারিবে ॥২৩॥

রাজা ! সেই পৃথিবীই সমুদ্রে আসিয়া এই বেদী হইয়া এইখানে রহিয়াছেন ;

অহংগে তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ত্য যথা ত্বমেনানধিরোহসেহত ।

স্পৃষ্টা হি মর্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেবা বেদী প্রবিশত্যাঙ্গমৌঢ় ! ॥২৫॥

ওঁ নমো বিশ্বগুণায় নমো বিশ্বপরায তে ।

সাম্বিধ্যং কুরু দেবেশ ! সাগরে লবণাস্ত্রসি ॥২৬॥

অগ্নিমিত্রো যোনিরাপোহথ দেব্যো বিষ্ণে রেতস্ত্বমমৃতশাস্ত্রা নাভিঃ ।

এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব ! সত্যবাক্যং বেদৌমিমাং ত্বং তরসাধিরোহ ॥২৭॥

ভাবতকৌমুদী

অহমিতি । স্বস্তি মঙ্গলম্ অয়তে প্রাপ্নোত্যনেনেতি স্বস্ত্যয়নং জপাদি ॥২৫॥

বেদ্যাবোহগমস্ত্রমাহ—ও নম ইতি । বিশ্বং জগৎ গুপ্তং বক্ষিৎ যেন তস্মৈ, বিশ্বপরায ত্রিভুবন-
শ্রেষ্ঠায় । হে দেবেশ ! নাবাষণ । ॥২৬॥

অগ্নিরিতি । ত্বম্, অগ্নি, মিত্রঃ সূর্য্যঃ, যোনিজগৎকারণম্, দেবাশ্চপনাত্মকক্ৰীডনশীলাঃ,
আপো জলম্, “আপো নারাষণঃ সাক্ষাৎ” ইতি স্মৃতে, বিষ্ণোঃ ব্যাপকস্তা পরমাত্মনঃ, রেতঃ-
পারিণতিরূপাকাবধান, তথা অস্ত্র অমৃতস্ত্রা মোক্ষস্ত, নাভিঃ প্রবান্ কাবণম্, ব্রজ্জ্ঞানেনৈব
তৎসাধনাং ॥২৭॥

ভাবতভাবদীপঃ

সলিলস্ত মধ্যো মোক্ষস্ত এষ কল্পপায়াস মঙ্গলঃ” ইতি শ্রুতং, সংগৃহীত—“যত্রায়জত
রাজ্জেন্দ্রে” ত্যাদিনা ॥১৭—২৫॥ স্নানান্তঃ সন্দ্রপ্রার্থনামন্ত্রমহ—ও নম ইতি । বিশ্বং গুপ্তং
লীনমগ্নিন্ প্রণয়ে ইতি বিশ্বগুপ্তঃ, বিশ্বাত্মা, পরায় শ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণুঃ ইত্যর্থঃ । লবণাস্ত্রসি
ক্ষারোদকে ॥২৬॥ অগ্নিমিত্রশ্চ তেজঃসাদগ্নিবৎ, সূর্য্যোঃ পাপাং যোনিঃ, অপমিতি শেতঃ,
বিষ্ণোঃ ব্যাপকস্তাত্মনো রেতঃ শরীরাকারপরিণতমভিবি্যাক্তস্থানং ত্বম্, হে সমুদ্র ! অমৃতস্ত্র
ইহাতে আরোহণ করিলে তোমাব মঙ্গল হইবে ; অতএব তুমি একাকীই সমুদ্রে
অবতরণ কব ॥২৪॥

আমি তোমাব জন্ত স্বস্ত্যয়ন করিব ; যাহাতে তুমি এখনই ইহাতে আরোহণ
কবিতে পার । অঙ্গমৌঢ়বংশোদ্ভব ! এ বেদী মানুষস্পৃষ্ট হইলে সমুদ্রে প্রবেশ
কবিয়া থাকে ॥২৫॥

“দেবদেব নারাষণ ! আপনি জগতের বক্ষক, আপনাকে নমস্কার ; আপনি
জগতের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার । আপনি এই লবণসমুদ্রে সন্নিহিত হউন ॥২৬॥

আপনি অগ্নি, আপনি সূর্য্য, আপনি জগতের কারণ, আপনি ক্রীড়াশীল জল,
আপনি পরমাত্মার সাকার অবস্থা এবং আপনিই মুক্তির প্রধান কারণ ।” যুধিষ্ঠির
তুমি এইরূপ সত্যবাক্য বলিতে বলিতে সত্তর এই বেদীতে আরোহণ কর ॥২৭॥

অগ্নিশ্চ তে ঘোনিরিড়া চ দেহো রেতোধা বিষ্ণোরমৃতশ্চ নাভিঃ ।

এবং জপন্ পাণ্ডব ! সত্যবাক্যং ততোহবগাহেত পতিং নদীনাম্ ॥২৮॥

অনুথা হি কুরুশ্রেষ্ঠ ! দেবঘোনিরপাংপতিঃ ।

কুশাগ্রেণাপি কোন্তেয় ! ন স্প্রাক্টব্যো মহোদধিঃ ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কৃতশ্চস্ত্রয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ ।

কুত্বা চ তচ্ছাশনমশ্চ সৰ্বং মহেন্দ্রমাসাত্ত নিশাম্বাস ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং মহেন্দ্রাচলগমনে পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥ *

ভাবতকৌমুদী

অগ্নিনিঃ । হে নীলশৰণ ! অগ্নিস্থেজে .য নিঃকাসং ব্রহ্ম চ তে ঘোনিঃ কারণম্, “নিবাপানং নিবাপানং নিবাপানং” ইতি প্রকৃতি নিগত আকারো যস্মাদিতি ব্যাপ্তেন্দ্ৰিতি ভাবঃ । ইডা ‘দৃ’ ক দেহঃ, “চহানি শুদ্ধাসনোত্তম পদ” বে শীর্ষে সপ্ত হস্তসঃ ত্রিদাবল্লো বৃষভো বোধবীণি ২:৩১ দেবো মৰ্ত্ত্যা আবিদেহ” ইতি শ্রুতেন্দ্ৰিতি শব্দঃ । কিঞ্চ, অমৃতস্তা নিত্যমুক্তস্তা, নিষেধার্থ্য পদস্তা ব্রহ্মণঃ, নাভিঃ প্রধানভাগশ্চ, তে রেতোধা বিশাডবস্বাজনকজ্ঞানিধেয়, পিতৃরিব পুত্রস্তেত্রিপ্রাণঃ । নদীনাং পতিং সমুদ্রম্ । তদস্তা নানাদৃগশ্চ শব্দাশ্রয়তয়া সমুদ্রস্তা স্বতঃ স্বমি তাদধেয়ম্ ॥২৮॥

অনুত্তমঃ । দেবানাং চক্ষুদীনাং ঘোনিঃ কারণম্ । ন স্প্রক্যঃ, ধৰ্ম্মার্থজ্ঞানাদৌ, মহাত্মা-প্রবাসাভ্যে তদ্ব্যমুক্তিভাবঃ, অস্বাদিতি ভাবঃ । তেঃ কমস্তাভ্যেহপি বাণিজ্যাত্মং পোতাদিনা গমনম্ ॥২৯॥

০৩ ইতি । কৃতশ্চস্ত্রয়নঃ, মোহেন্দ্রেনৈতি শব্দঃ । শাসনমা গম্ । মহেন্দ্র পৰ্ব্বতম্ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাঃ ০৫৭১ মহাকবি পদ্মভূত-বৈদ্যনাথসিদ্ধান্তব-গীশভট্টাচাৰ্য্যবিবচিতায়াং মহাভাবতটীকায়াং ভাঃ ০৫৭১ কৌমুদাসংখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি ত্রৈয়াত্রাবাং পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

ভাবতভাসদীপঃ

নাভিঃ শুদায়া গন্তস্থানম্ ॥২৭॥ ইড যজ্ঞঃ, বিষ্ণু রেতোধাঃ বিষ্ণুবেতঃ জীবঃ স ধীয়তেহস্মিন্ দেহে অমৃতস্তা নাভিঃ মে ক্ষুপ সাধনম্ ॥২৮॥ দেবঘোনিঃ দেববৃহনম্ ॥২৯-৩০॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপৰ্ব্বণি নৈনকষ্টীয়ে ভারতভাবতঃ । পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

‘নারায়ণ ! পরমাত্মা আপনাব ‘বগ, বাকা আপনার মূর্ত্তি এবং নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের অংশ আপনাব বিবট্ট অবস্থাব জনক ।’ পাণ্ডুনন্দন ! এইরূপ সত্যবাক্য জপ করিতে করিতে সমুদ্রে অবগাহন করিবে ॥২৮॥

কুরুশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! উক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়া দেবগণের কারণ ও জলের অধিপতি মহাপ্রমত্তকে কুশাগ্রদ্বারাও স্পর্শ করিবে না” ॥২৯॥

* ‘...চতুর্দশাধিকশততমঃ...’—বা ব কা, ‘...পঞ্চদশাধিকশততমঃ...’—পি নি

বল্লবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তত্র তামুষিষ্টৈকাং রজনীং পৃথিবীপতিঃ ।

তাপসানাং পরং চক্রে সৎকারং ভ্রাতৃত্বিঃ সহ ॥১॥

লোমশস্তস্মৈ তান্ সৰ্বানচখৌ তত্র তাপসান্ ।

ভৃগুনগ্নিরসশ্চৈব বাশিষ্ঠানথ কাশ্যপান্ ॥২॥

তান্ সমেত্য স রাজর্ষিবিভিবাণ কৃতাজ্জলিঃ ।

রামস্তানুচবং বীরমপৃচ্ছদকৃতব্রণম্ ॥৩॥

কদা ন বামো ভগবাংস্তাপসান্ দর্শয়িষ্যতি ।

তেনৈবাহং প্রদগ্ধেন দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভার্গবন্ ॥৪॥

—

ভারতকৌমুদী

স ইতি । উষিষ্টা বাস' কহা । পবমতাস্তম্, সৎকাং পূজাম্ ॥১॥

লোমশ ইতি । আচখৌ পরিচায়িতবন ' ভৃগুং ওষশীযান । এবমজ্ঞাদপি ॥২॥

তানিতি । স যুধিষ্ঠিঃ । বামস্ত জামদগ্ন্যস্ত । অকৃতবণং নাম ॥৩॥

কদেতি । দর্শয়িষ্যতি আস্থানমিতি শেষঃ । ভার্গব' তং বামম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহাব পব লোমশ স্বস্তায়ন কবিলে যুধিষ্ঠির সমুদ্রে গমন করিলেন এবং লোমশের আদেশ অনুসারে সেই সমস্ত কার্য্য কবিয়া, মহেন্দ্রপর্ব্বতে যাইয়া রাত্রিতে বাস করিলেন ॥৩০॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বতে সেই একরাত্রি বাস করিয়া তত্রত্য তপস্বিগণের প্রতি অত্যন্ত সদ্ভাবহার করিলেন ॥১॥

তখন লোমশমুনি ভৃগু, অগ্নিবা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপেব বংশসমুত্ত সেই তপস্বি-গণকে যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত করাইয়া দিলেন ॥২॥

তখন রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদের নিকট যাইয়া অভিবাদন করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া পরশুরামের অনুচর বীর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৩॥

“ভগবান্ পরশুরাম কখন তপস্বীদিগকে দর্শন দান করিবেন ; আমি সেই এসঙ্গেই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি” ॥৪॥

অকৃতব্রণ উবাচ ।

আয়ানেবাসি বিদিতো রামস্য বিদিতাশ্চনঃ ।
 প্রীতিস্থয়ি চ রামস্য ক্ষিপ্রং ত্বাং দর্শয়িষ্যতি ॥৫॥
 চতুর্দশীমষ্টমৌল্যে বামং পশ্যন্তি তাপসাঃ ।
 অশ্রাং বাত্ৰ্যাং ব্যতীত্যাং ভবিত্রৌ শ্বশ্রুচতুর্দশী ॥৬॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভবাননুগতো বামং জামদগ্ন্যং মহাবলম্ ।
 প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য পূর্ববৃত্তস্য কর্মণঃ ॥৭॥
 স ভবান্ কথয়ত্বৈতদযথা বামেণ নিজ্জিতাঃ ।
 আহবে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে কথং কেন চ হেতুনা ॥৮॥

অকৃতব্রণ উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্ ।
 ভৃগুগাং বাজ্রশাস্ত্রল । বংশে জাতস্য ভাবত । ॥৯॥

ভাবতকৌমুদী

আযানিতি । আযান্ অত্রাগচ্ছন বিদিতাশ্চনো জ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বা । প্রীতিবর্ধতে ॥৫॥
 চতুর্দশী । চতুর্দশীমষ্টমৌল্যে প্রাপোতি শেষঃ । অ পশ্যদিনে ॥৬॥
 ভবানিতি । অতো ভবান্ যথা নবুলাস্তং বক্তুং শঙ্কুদানন্তস্ত ন তথ্যেতি ভাবঃ ॥৭॥
 স হতি । আহবে যুধে । যথ বেন প্রকারেণ ॥৮॥
 হস্তেতি । হস্তশাস্ত্রে চর্ষে । জাতস্য হেতুতেতি শেষঃ ॥৯॥

অকৃতব্রণ বলিলেন—“আপনি যখন অগ্নিতেছিলেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞ বাম আপনাকে জানিতে পারিয়াছেন এবং আপনার প্রতি বামেব প্রীতিও বহিয়াছে ; সুতরাং সম্ভবই তিনি আপনাকে দর্শন দান করবেন ॥৫॥

তপস্বীবা চতুর্দশী ও অষ্টমৌল্যে বামকে দেখিয়া থাকেন, এই বাত্রি অতীত হইলে আগামী কলা চতুর্দশীও থাইবে” ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আপনি, মহাবল জামদগ্ন্যনন্দন বামেব অনুচর এবং তাঁহার পূর্বজাত সকল কার্যেবই প্রত্যক্ষদর্শী ॥৭॥

অতএব আপনি ইহা বলুন যে, বাম কি কাৰণে এবং কি প্রকারে যুদ্ধে সকল ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন” ॥৮॥

অকৃতব্রণ বলিলেন—“ভবতনন্দন বাজ্রশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নিকট ভৃগুবংশজাত রামের বিশাল ও উৎকৃষ্ট উপাখ্যান বলিব ॥৯॥

(৮) স ভবান্ কথয়ত্ব—বা ব কানি । (৯) অহং তে—সি ।

রামস্য জামদগ্ন্যস্য চরিতং দেবসম্মিতম্ ।
 হৈহয়াধিপতেশ্চৈব কার্ত্তবীৰ্য্যস্য ভারত ! ॥১০॥
 বামেণ চার্জ্জুনো নাম হৈহয়াধিপতির্হতঃ ।
 তস্য বাহুশতান্যাসংস্রীণি সপ্ত চ পাণ্ডব ! ॥১১॥
 দন্তাত্রেয়প্রসাদেন বিমানং কাঞ্চনং তথা ।
 ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বভূতেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ॥১২॥
 অব্যাহতগতিশ্চৈব রথস্তস্য মহাত্মনঃ ।
 বথেন তেন তু সদা বরদানেন বীৰ্য্যবান্ ॥১৩॥
 যমর্দ্দ দেবান্ যক্ষাংশ্চ ধাষীংশ্চৈব সমন্ততঃ ।
 ভূতান্শ্চৈব স স ধাংস্ত পীড়য়ামাস সর্ব্বতঃ ॥১৪॥ (যুধামন্যুঃ)
 ততো দেবাঃ সমেত্যাহুর্ধ্বয়শ্চ মহাব্রতাঃ ।
 দেবদেবং স্রবাবিহ্নং বিষ্ণুং সত্যপবাক্রমম্ ॥১৫॥

ভাবতকৌমুদী

রামস্তেতি । কার্ত্তবীৰ্য্যস্য চ চরিতমিতি সম্বন্ধঃ । দেবসম্মিতং দেবচরিত্বত্বনাম্ ॥১০॥
 বামেণেতি । ত্রীণি সপ্ত চ বাহুশতানি সহস্রং বাহব ইত্যর্থঃ ॥১১॥
 দত্তেতি । কাঞ্চনং স্বর্ণমযম্ । ঐশ্বর্য্যম্ আধিপত্যম্ ॥১২॥
 অব্যাহতেতি । বরদানেন দন্তাত্রেয়মুনেনঃ । ভূতান্ প্রাণিনঃ ॥১৩—১৪॥
 তত ইতি । আহুঃ পববচনং ক্রবন্তি স্ম । স্রবাবিহ্নম্ অস্রবহস্তান্ম ॥১৫॥

ভবতনন্দন ! জমদগ্নিপুত্র রামের চবিত্র দেবচবিত্রের তুল্য এবং হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুনের চরিত্রও দেবচরিত্রেরই তুল্য ছিল ॥১০॥

পাণ্ডুনন্দন ! রাম, হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিয়াছিলেন ; তাঁহার একসহস্র বাহু ছিল ॥১১॥

রাজা ! দন্তাত্রেয়মুনির অমুগ্রহে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুনের স্বর্ণময় বিমান এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর উপরে আধিপত্য ছিল ॥১২॥

এবং সেই মহাত্মার রথের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল । বলবান্ কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুন দন্তাত্রেয়মুনির বরগ্রভাবে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা সকল দিকের দেবতা, যক্ষ ও ঋষিগণের উৎপীড়ন করিতেন এবং সকল দিকের সকল প্রাণীদিগের উপদ্রব করিতেন ॥১৩—১৪॥

তাঁহার পর দেবগণ ও দূতব্রতপরায়ণ ঋষিগণ—দেবদেব, ৭ অশুরহস্তা ও যথার্থ পরাক্রমশালী বিষ্ণুর নিকট যাইয়া বলিলেন—॥১৫॥

ভগবন্ ! ভূতরক্ষার্থমর্জুনং জহি বৈ প্রভো ! ।

বিমানেন চ দিব্যেন হৈহয়াধিপতিঃ প্রভুঃ ।

শচীসহায়ং ক্রৌড়ন্তং ধ্বংয়ামাস বাসবম্ ॥১৮॥

ততস্ত ভগবান্ দেবঃ শক্রেণ সহিতস্তদা ।

কার্ত্তবীৰ্য্য্যবিনাশার্থং মন্ত্ৰয়ামাস ভারত ! ॥১৭॥

যন্তদ্ভুতহিতং কার্য্যং স্তরেন্দ্রেণ নিবেদিতম্ ।

স প্রতিশ্রুত্য তং সৰ্ব্বং ভগবান্নৌকপূজিতঃ ॥১৮॥

জগাম বদরীং রম্যাং স্বমেবাস্রমমণ্ডলম্ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু পৃথিব্যাং পৃথিবৌপতিঃ ॥১৯॥

কান্ধকুঞ্জে মহানাসৌ পার্থিবঃ স্তমহাবলঃ ।

গাধৌতি বিশ্রুতো লোকে বনবাসং জগাম হ ॥২০॥ (বিশেষকম্)

বনে তু তস্মৈ বসতঃ কন্যা জজ্ঞেহম্পরঃসমা ।

ঋচীকৌ ভার্গবস্তাপ বয়ামাস ভারত ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ভগবব্রিতি । ভূতানাং প্রাণিনাং রক্ষাপম । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

তত ইতি । দেবো বিষ্ণুঃ, শক্রেণ ইন্দ্রেণ ॥১৭॥

যদिति । প্রতিশ্রুত্য বর্জব্যহ্নেনাকীকৃত্য । স্বং স্বক'য়ম্ । কান্ধকুঞ্জে দেশে ॥১৮—২০॥

বন ইতি । ঋচীকৌ নাম ভার্গবো ভৃগুঃশজাঃ কশিৎ ॥২১॥

“ভগবন্ ! প্রভু ! আপনি প্রাণিগণকে রক্ষা ক'বার জন্য কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনকে বধ করুন । কারণ, হৈহয়াধিপতি প্রভাবশালী কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন দিব্য বিমানে ষাইয়া শচীর সহিত ক্রৌড়ায় প্রবৃত্ত ইন্দ্রকে বিদলিত করিয়া আসিয়াছেন” ॥১৬॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু তখনই ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনকে বিনাশ করিবার জন্য মন্ত্ৰণা করিলেন ॥১৭॥

তখন দেবরাজ জগতের হিতের জন্য যে কর্ত্তব্য বিষয় জানাইলেন, সে সমস্তই করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ জগৎপূজ্য নারায়ণ স্বকীয় মনোহর বদরিকান্ত্রমে গমন করিলেন । এই সময়ে পৃথিবীতে কান্ধকুজদেশে ‘গাধি’-নামে বিখ্যাত প্রবলপরাক্রান্ত এক মহারাজ ছিলেন ; তিনি বনবাসে গিয়াছিলেন ॥১৮—২০॥

ভরতনন্দন ! বনে বাস করিবার সময়ে সেই গাধিরাজার অঙ্গরার তুল্য একটা কন্যা জন্মিয়াছিল, যথাকালে ভৃগুংশীয় ঋচীক সেই কন্যাটিকে প্রার্থনা করেন ॥২১॥

তমুবাচ ততো গাধিব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ।
 উচিতং নঃ কুলে কিকিৎ পূৰ্বৈর্ষৎ সম্প্রবর্তিতম্ ॥২২॥
 একতঃ শ্রামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।
 সহস্রং বাজিনাং শুঙ্কমিতি বিদ্ধি দ্বিজোত্তম ! ॥২৩॥
 ন চাপি ভগবান্ বাচ্যো দীয়তামিতি ভার্গব ! ।
 দেয়া মে ছুহিতা চৈব হৃদ্বিধায় মহাত্মনে ॥২৪॥

ঋচীক উবাচ ।

একতঃ শ্রামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।
 দাস্ত্রাম্যশ্বসহস্রং তে মম ভাৰ্য্যা স্ত্রতাস্ত্র তে ॥২৫॥
 অকৃতব্রণ উবাচ ।
 স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় রাজন্ । বরুণমব্রবীৎ ।
 একতঃ শ্রামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তবস্বিনাম্ ॥২৬॥

ভাবতকৌমুদী

তমিতি । উচিতং যমাপি তদ্রক্ষিতং শ্রাম্যাম্ । পূৰ্বৈঃ পূৰ্বপুরুষৈঃ ॥২২॥
 একত ইতি । একতো বহির্দেশে শ্রামকর্ণানাম্, অন্তর্গে তু বক্তবর্ণানামিতি ভাবঃ, পাণ্ডুরাণাং
 সমুদায়েন শ্বেতবক্তবর্ণানাম্, তবস্বিনাং বেগবতাম্ ॥২৩॥
 নেতি । ভগবান্ ভবান্ । দীয়তাং তাদৃশমবদ্যমিতি শেবঃ ॥২৪॥
 একত ইতি । অশ্বৈতি লুপ্তবস্ত্রীবহবচনাস্তং পদম্, তল্লোপস্চাঃ । অগ্ৰথা অশ্বৈঃ স্ত্র
 শ্রামকর্ণানামিত্যাदिना सहाय्येन न श्रात् । अथर्वाश्वैर्बहुविधैकदेशाय एव वाचाः ॥२५॥

তদনন্তর গাধিরাজা সেই দৃঢ়ব্রত ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“পূর্বপুরুষেবা আমাদের
 কংশে যে কিছু বীতি প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা আমাদের
 উচিত ॥২২॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি ইহা অবগত হউন যে, কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ
 ও বাহিরটা শ্রামবর্ণ থাকিবে, অগ্ন সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী
 হইবে, এহেন সহস্র অশ্ব আমাদের কন্যাশুভ ॥২৩॥

কিন্তু ভৃগুনন্দন ! আপনাকে আমি এ কথা বলিতে পারি না যে, আপনি সেই-
 রূপ সহস্র অশ্ব আমাকে শুঙ্করূপে দান করুন ; অথচ আপনার মত মহাত্মাকেই
 কন্যা দান করা আমার উচিত” ॥২৪॥

ঋচীক বলিলেন—“কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ ও বাহিরটা শ্রামবর্ণ থাকিবে, অগ্ন
 সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী হইবে, এইরূপ সহস্র অশ্বই
 আপনাকে দান করিব ; আপনার কন্যা আমার ভাৰ্য্যা হউন” ॥২৫॥

সহস্রং বাজিনামেকং শুদ্ধার্থং মে প্রদীয়তাম্ ।

তস্মৈ প্রাদাৎ সহস্রং বৈ বাজিনাং বরুণস্তদা ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)

তদাশ্বতীর্থং বিখ্যাতমুখিতা যত্র তে হয়াঃ ।

গঙ্গায়াং কাণ্ডকুঞ্জে বৈ দদৌ সত্যবতীং তদা ॥২৮॥

ততো গাধিঃ স্নতাকাশৈশ্চ জন্ত্যাশ্চাসন্ স্নরাস্তদা ।

লব্ধ্বা হ্রস্বসহস্রস্ত তাম্শ্চ দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ ॥২৯॥

ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা তাং ভার্য্যামুচীকৌ দ্বিজসত্তমঃ ।

যথাকামং যথাজ্যোষং তয়া রেমে স্নমধ্যয়া ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স তথা প্রতিজ্ঞায় ইতি বরুণমব্রবীৎ । তস্মৈ ঋচীকায় ॥২৬—২৭॥

তদ্বিতি । তে তাদৃশা বরুণদত্তাঃ । গঙ্গায়াং গঙ্গাতীরে, দদৌ গাধিরিতি শেষঃ ॥২৮॥

তত ইতি । গাধিঃ, তত ঋচীকাং, হ্রস্বসহস্রং লব্ধ্বা, ‘অস্মৈ ঋচীকায় চ স্নতং দদাবিতি শেষঃ । তদা চ স্নঃ, ২৭তঃ, জন্তা বরপ্রিয়া বরযাত্রা ইত্যর্থঃ আসন্ । “জন্তো বরবধুজ্ঞাপ্রিয়ভৃত্যহিতে-
হপি চ” ইতি বিশ্বঃ । তে দিবৌকসশ্চ তান্ বরকন্তোভয়পক্ষান্ দৃষ্ট্বা জগ্মুরিতি শেষঃ ।
গতাস্তবাতাবাদীদৃশী ব্যাখ্যা ॥২৯॥

ধর্ম্মেণেতি । যথাজ্যোষং যথাস্নতম্, “তৃক্ষীমর্থো স্নত্বে জ্যোষম্” ইত্যমরঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স ইতি ॥১—৪॥ অগ্নান্ আগচ্ছন্ ॥৫—২৪॥ একত ইতি । বহিঃ জ্ঞানো অন্তরারক্তাঃ
কর্ণা যেষাং তে একতঃ জ্ঞানকর্ণাস্তেদাম্ ॥২৫—২৮॥ জন্তা বরপক্ষীয়াঃ ॥২৯—৩০॥

অকৃতব্রণ কহিলেন—“রাজা ! ঋচীকমুনি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বরুণের
নিকট যাইয়া বলিলেন—“কাণের ভিতরটা রক্তবর্ণ ও বাহিরটা শ্যামবর্ণ থাকিবে,
অগ্ন সমস্ত অগ্ন পাণ্ডববর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী হইবে, এইরূপ সহস্র অশ্ব
আমাকে শুদ্ধের জন্ত দান করুন ।” বরুণ তখনই তাঁহাকে সেই এক সহস্র অশ্ব
দান করিলেন ॥২৬—২৭॥

সেই অশ্বগুলি সমুদ্রের যেস্থানে উঠিয়াছিল, সেই স্থানটা ‘অশ্বতীর্থ’ বলিয়া
বিখ্যাত হইয়াছে । তদনন্তর গাধিরাজা কাণ্ডকুঞ্জে গঙ্গাতীরে যাইয়া ঋচীকের হস্তে
সত্যবতীনাম্নী নিজকন্তাটিকে দান করিলেন ॥২৮॥

গাধিরাজা ঋচীকের নিকট হইতে এক সহস্র অশ্ব লাভ করিয়াই তাঁহাকে কন্তা
দান করিয়াছিলেন ; তখন দেবতার বরযাত্র হইয়াছিলেন এবং সেই দেবতার বর
ও কন্তাপক্ষকে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন ॥২৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋচীক ধর্ম্ম অনুসারে সেই গাধিরাজার কন্তাকে ভার্য্যারূপে লাভ
করিয়া ইচ্ছানুসারে এবং যথাস্নত্বে সেই স্নমধ্যমার সহিত বিহার করিতে
লাগিলেন ॥৩০॥

তং বিবাহে কৃতে রাজন্ ! সভার্যামবলোককঃ ।

আজগাম ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং পুত্রং দৃষ্ট্ৱা ননন্দ চ ॥৩১॥

ভার্যাপতী তমাসীনং গুরুং স্বরগণাচ্চিত্তম্ ।

অর্চিহ্না পর্যুপাসীনৌ প্রাঞ্জলৌ তদ্বতুস্তদা ॥৩২॥

ততঃ স্নুযাং স ভগবান্ প্রহৃষ্টৌ ভৃগুরব্রবৌৎ ।

বরং বৃণীষ্ম স্বভগে ! দাতা হস্মি তবেপ্সিতম্ ॥৩৩॥

সা বৈ প্রসাদয়ামাস তং গুরুং পুত্রকারণাৎ ।

আত্মনশ্চৈব মাতুশ্চ প্রসাদঞ্চ চকার সং ॥৩৪॥

ভৃগুরুবাচ ।

ঋতৌ ত্বকৈব মাতা চ স্নাতে পুংসবনায় বৈ ।

আলিঙ্গ্যেতাং পৃথগ্ বৃক্ষৌ সাহস্রখং ত্বগুদ্বন্দ্বরম্ ॥৩৫॥

চরুদ্বয়মিদং ভদ্রে ! জনন্যাশ্চ তবৈব চ ।

বিশ্বমাবর্তয়িত্বা তু ময়া যত্নেন সাধিতম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । অবলোককঃ অবলোকয়িতুম্, “বৃংক্তমৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়াখ্যায়াম্” ইতি বৃণ্ ॥৩১॥

ভার্য্যেতি । গুরুং স্বত্তরং পিতরঞ্চ । পর্যুপাসীনৌ সম্রিধ্যাদৃশ্যবিশেষৌ ॥৩২॥

তত ইতি । স্নুযাং পুত্রবধুম্ । হে স্বভগে ! ভাগ্যবতি ! ॥৩৩॥

সেতি । গুরুং স্বত্তরম্ । স ভৃগুশ্চ প্রসাদমতুগ্রহং চকার ॥৩৪॥

ঋতাবিতি । স্নাতে ভবত্যৌ, পুংসোঃ পুত্রদ্বয়োঃ সবনায় প্রসবায় ॥৩৫॥

রাজা ! ঋচীক বিবাহ করিলে পর একদিন মহর্ষি ভৃগু, ভার্য্যার সহিত সেই ঋচীককে দেখিবার জন্ত আগমন করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩১॥

দেবগণপূজিত পিতা ভৃগু উপবেশন করিলে, পতি ও পত্নী উভয়েই তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর ভগবান্ ভৃগু আনন্দিত হইয়া পুত্রবধুকে বলিলেন—“ভাগ্যবতি ! তুমি বর গ্রহণ কর, আমি তোমার অষ্টাষ্ট বস্ত্র দান করিব” ॥৩৩॥

তখন সেই পুত্রবধু, নিজের ও নিজমাতার পুত্রের জন্ত স্বত্তরকে প্রসন্ন করিলেন ; স্বত্তরও প্রসন্ন হইলেন ॥৩৪॥

ভৃগু বলিলেন—“তুমি ও তোমার মাতা দুই জনেই ঋতুমান করিয়া পুত্র প্রসব করিবার জন্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুইটা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে—তোমার মাতা অশ্বখবৃক্ষকে এবং তুমি উদুগ্নবৃক্ষকে ॥৩৫॥

প্রাণিতব্যং প্রযত্নেন চেতু্যক্ত্বাহদর্শনং গতঃ ।
 আলিঙ্গনে চরৌ চৈব চক্রভুস্তে বিপর্যয়ম্ ॥৩৭॥
 ততঃ পুনঃ স ভগবান্ কালে বহুতিথে গতে ।
 দিব্যজ্ঞানাদ্বিদিহা তু ভগবানাগতঃ পুনঃ ॥৩৮॥
 অথোবাচ মহাতেজা ভৃগুঃ সত্যবতীং স্নুযাম্ ।
 উপযুক্তশ্চরুর্ভদ্রে ! বৃক্ষে চালিঙ্গনং কৃতম্ ॥৩৯॥
 বিপরীতেন তে শূদ্র ! মাত্ৰা চৈবাসি বঞ্চিতা ।
 ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রবৃন্তিবৈ তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

চক্ষিতি । বিশ্বং জগৎ, আবর্জয়িত্বা অমুসন্ধায়, উপাদানসংগ্রহার্থমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥
 প্রেতি । প্রাণিতব্যং ভোক্তব্যম্ । চরৌ চক্রভক্ষণে । তে জননীতনয়ে ॥৩৭॥
 তত ইতি । স ভৃগুঃ, ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্, স্পর্শোদ্রোহপত্তৌ ভগবান্ যত্নবাংস্ত ॥৩৮॥
 অথেতি । হে শূদ্র ! তে স্নয়া, বিপরীতেন ভাবেন, চরুঃ, উপযুক্তো ভক্ষিতঃ, বৃক্ষে
 চালিঙ্গনং কৃতম্ । বঞ্চিতাসি বিপর্যয়োপদেশেনেতি ভাবঃ । ব্রাহ্মণো জাত্য ॥৩৯—৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

অবলোককোহবলোকনার্থী ॥৩৬—৩৭॥ বিশ্বং বিরাট্পুরুষমাবর্জয়িত্বা মুহুমূর্ছরমুসন্ধায় এতয়ো-
 শ্চকৌর্ভক্ষণেন বিশ্বস্বইতুল্যো পুত্রো ভবিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥৩৬॥ তে উভে প্রতীত্যাশ্রিতীকারলোপঃ
 সন্ধিব্যর্থঃ, আলিঙ্গনে অশ্বখোদুশয়োঃ ॥৩৭ ৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥২৬॥

ভদ্রে ! আমি তোমার ও তোমার জননীর জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অমুসন্ধান করিয়া
 'যত্নপূর্বক এই দুই ভাগ চরু নির্মাণ করিয়াছি ॥৩৬॥

তোমরাও যত্নপূর্বক ইহা ভক্ষণ করিবে ।" এই কথা বলিয়া ভৃগু অন্তর্হিত
 হইলেন । এদিকে তাঁহারা বৃক্ষ আলিঙ্গনে ও চরুভক্ষণে বিপর্যয় কবিলেন । (অর্থাৎ
 সত্যবতী অশ্বখবৃক্ষকে এবং তাঁহার মাতা উদুম্বরবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেন ; আর
 সত্যবতী তাঁহার মাতার চরু এবং তাঁহার মাতা সত্যবতীর চরু ভক্ষণ করিলেন) ॥৩৭॥

তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, সংপৌত্রোৎপাদনে যত্নশীল ভগবান্ ভৃগু
 দিব্যজ্ঞানে সেই বিপর্যয় জানিতে পারিয়া পুনরায় আগমন করিলেন ॥৩৮॥

তৎপরে মহাতেজা ভৃগু পুত্রবধু সত্যবতীকে বলিলেন—“ভদ্রে ! তুমি
 বিপরীতভাবে চরু ভক্ষণ ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ ; সুতরাং হে শূদ্র ! তোমার
 মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন ; অতএব তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও
 ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইবে” ॥৩৯—৪০॥

ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাচারো মাতুস্তব হুতো মহান্ ।
 ভবিষ্যতি মহাবীৰ্য্যঃ সাধুনাং মার্গমাস্থিতঃ ॥৪১॥
 ততঃ প্রসাদয়ামাস শ্বশুরং সা পুনঃ পুনঃ ।
 ন মে পুত্রো ভবেদৌদৃক্ কামং পৌত্রো ভবেদিতি ॥৪২॥
 এবমস্তিতি সা তেন পাণ্ডব । প্রতিনন্দিতা ।
 কালং প্রতীক্ষতী গৰ্ভং ধারয়ামাস যত্নতঃ ॥৪৩॥
 জমদগ্নিং ততঃ পুত্রং জজ্ঞে সা কাল আগতে ।
 তেজসা বর্চসা চৈব যুক্তং ভার্গবনন্দনম্ ॥৪৪॥
 স বর্কমানন্তেজস্বী বেদস্তাধ্যয়নেন চ ।
 বহুর্নৃশীন্ মহাতেজাঃ পাণ্ডবেয়াত্যবর্তত ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রিয় ইতি । ক্ষত্রিয়ো জাত্যা । মার্গং পন্থানং বীতিমিতার্থঃ, আস্থিত আশ্রিতঃ ॥৪১॥
 তত ইতি । সা পুত্রবধূঃ সত্যবতী । ঐদৃক্ ক্ষত্রিয়বৃত্তিঃ । কামং বরম্ ॥৪২॥
 এবমিতি । তেন ভৃগুণা । প্রতিনন্দিতা অভিনন্দিতা ॥৪৩॥
 জমদগ্নিমিতি । জজ্ঞে জনয়ামাস । তেজসা ব্রাহ্মণ্যায়, বর্চসা কাস্ত্যায় ॥৪৪॥
 স ইতি । তেজস্বী বুদ্ধিপ্ৰভাবশালী । অত্যবর্তত অতিক্রান্তবান্ ॥৪৫॥

আব, তোমাব মাতাব পুত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণাচার, মহাত্মা, মহাবল ও সাধুপথাবলম্বী হইবে” ॥৪১॥

তাহার পর সত্যবতী বাব বার এই কথা বলিয়া শ্বশুরবেব নিকট অমুনয় কবিতে লাগিলেন যে, “আমাব পুত্র যেন এ প্রকাব হয় না, বরং পৌত্র যেন হয়” ॥৪২॥

“এইকপট্ট হউক” এই কথা বলিয়া ভৃগু সত্যবতীকে আনন্দিত করিলেন । তাহার পর সত্যবতী কাল প্রতীক্ষা কবিতে থাকিয়া যত্নপূর্বক গৰ্ভ ধারণ করিলেন ॥৪৩॥

তদনন্তব কাল উপস্থিত হইলে, সত্যবতী ভৃগুবংশেব আনন্দজনক এবং তেজ ও কাস্তিসম্পন্ন ‘জমদগ্নি’-নামক একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥৪৪॥

পাণ্ডুনন্দন ! সেই জমদগ্নি বুদ্ধি পাইতে থাকিয়া ক্রমে বুদ্ধিমান ও মহাতেজা হইয়া বেদাধ্যয়নদ্বারা বহু ঋষিকে অতিক্রম করিলেন ॥৪৫॥

তস্তু কৃৎস্নো ধনুর্বেদঃ প্রত্যভাদুরতৰ্ভ ! ।

চতুৰ্বিধানি চাত্ৰাণি ভাস্করোপমবর্চসম্ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং জমদগ্ন্যুপভৌ ষষ্ঠবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

অকৃতব্রণ উবাচ ।

স বেদাধ্যয়নে যুক্তো জমদগ্নির্হাতপাঃ ।

তপস্তপে ততো দেবান্ নিয়মাদ্বশমানয়ৎ ॥১॥

স প্রসেনজিতং রাজন্ ! অধিগম্য নরাধিপম্ ।

রেণুকাং বরয়ামাস স চ তস্মৈ দদৌ নৃপঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । তং প্রতি, অভ্যং আবিবর্তনং । চতুৰ্বিধানি ছেদন-ভেদন-স্তম্বন-সমোহন-জনকানি । ভাস্করোপমবর্চসং সূর্য্যতুল্যতেজস্বম্ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং ষষ্ঠবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

স ইতি । যুক্তো ব্যাপ্তঃ । ততো নিয়মাং তপস্তাত এব ॥১॥

স ইতি । প্রসেনজিতং তদাখ্যম্ । রেণুকাং তন্নায়ীং কন্যাম্ ॥২॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! ক্রমশঃ সমস্ত ধনুর্বেদ ও চতুৰ্বিধ অস্ত্র সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী জমদগ্নির হৃদয়ে প্রকাশ পাইল” ॥৪৬॥

—:~:—

অকৃতব্রণ বলিলেন—“হাতপা জমদগ্নি বেদপাঠে প্রবৃত্ত থাকিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন ; তাহাতেই দেবগণকে বশে আনিয়ন করিলেন ॥১॥

রাজা ! তিনি একদা প্রসেনজিতরাজার নিকট যাইয়া তাঁহার কন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলেন, প্রসেনজিও তাঁহার হস্তে রেণুকাকে দান করিলেন ॥২॥

রেণুকাং ত্বথ সম্প্রাপ্য ভার্গ্যাং ভার্গবনন্দনঃ ।
 আশ্রমস্থস্তয়া সাক্ষিঃ তপস্তপেহনুকূলয়া ॥৩॥
 তস্তাঃ কুমারাশ্চত্বারো জজ্ঞিবে রামপঞ্চমাঃ ।
 সর্বেষামজঘন্যস্ত রাম আসীজ্জঘন্যজঃ ॥৪॥
 ফলাহারেষু সর্বেষু গতেষথ স্ততেষু বৈ ।
 রেণুকা স্নাতুমগমৎ কদাচিম্মিতব্রতা ॥৫॥
 সা তু চিত্ররথং নাম মার্তিকাবতকং নৃপম্ ।
 দদর্শ রেণুকা রাজমাগচ্ছন্তী যদৃচ্ছয়া ॥৬॥
 ক্রৌড়ন্তং সলিলে দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পদ্মমালিনম্ ।
 ঋদ্ধিমন্তং ততস্তস্মাৎ স্পৃহয়ামাস রেণুকা ॥৭॥
 ব্যভিচারাক্ষ সা তস্মাৎ ক্লিমাহস্তসি বিচেতনা ।
 প্রবিবেশাশ্রমং ত্রস্তা তাং বৈ ভর্তাঃস্ববুধ্যত ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

রেণুকামিতি । ভার্গবনন্দনঃ স জমদগ্নিঃ । অনুকূলয়া বশবর্তীয়া ॥১॥
 তস্তা ইতি । কুমারাঃ পুত্রাঃ, রামঃ পঞ্চমো যোবাং তে । অজঘন্যঃ গুণৈবনিকৃষ্ট উৎকৃষ্টঃ
 এবোত্যর্থ, জঘন্যঃ অন্যজাতঃ, “জঘন্যোহন্ত্যোহধমেহপি চ” ইত্যমরঃ ॥৪॥
 ফলেতি । ফলানামাহারেষু আহবণেষু । ব্যক্তিভেদেন ক্রিগাভেদাৎস্বচনম্ ॥৫॥
 সেতি । ঋদ্ধিকাঃস্ত্রীতি ঋদ্ধিকাবান্ প্রশস্তমুদিকো দেশস্তস্যায়মিতি মার্তিকাবতঃ, ততঃ
 সঃজায়াং কপ্রত্যয়ন্তম্, যদৃচ্ছয়া সঙ্কল্পশ্চবুধ্যতা গমনপ্রসঙ্গেনেতার্থঃ ॥৬॥
 ক্রৌড়ন্তমিতি । দৃষ্ট্বা তীরপথেনাগমনসময় ইত্যশয়ঃ । পদ্মমালিনঃ হেমপদ্মমালালঙ্ঘিতকণ্ঠম্,
 ঋদ্ধিমন্তং কান্তিসম্পদ্যুক্তম্, তত ঋদ্ধিমন্তাদেব ॥৭॥

তাহার পব ভার্গবনন্দন জমদগ্নি বেণুকাকে ভার্গ্যা পাইয়া আশ্রমে থাকিয়া সেই
 অনুকূলা ভার্ঘ্যার সহিত তপস্তা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

ক্রমে রেণুকার পাঁচটা পুত্র জন্মিল ; তাঁহাদের মধ্যে রাম ছিলেন—পঞ্চম ; কিন্তু
 রাম বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সর্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট ছিলেন ॥৪॥

তাহার পর কোন সময়ে পুত্রেরা সকলে ফলাহারণ করিবার জন্ত বাহিরে গেলে,
 ব্রতপরায়ণা রেণুকা স্নান করিতে গেলেন ॥৫॥

রাজা ! সেই রেণুকাদেবী স্নান করিয়া আসিবার সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে মার্তিকাবত-
 দেশের রাজা চিত্ররথকে দেখিলেন ॥৬॥

রেণুকাদেবী (তীরপথ দিয়া আসিবার সময়ে) স্বর্ণপদ্মের মালাধারী ও পরমশুন্দর
 চিত্ররথকে জলের ভিতরে ভার্ঘ্যার সহিত ক্রৌড়া করিতে দেখিয়াই তাঁহার উপরে
 কামস্পৃহা করিলেন ॥৭॥

স তাং দৃষ্ট্বা চ্যুতাং ধৈর্য্যাদব্রাহ্মণ্য লক্ষ্ম্যা বিবৰ্জিতাম্ ।
 ধিক্শব্দেন মহাতেজা গৰ্হয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ॥৯॥
 ততো জ্যেষ্ঠো জামদগ্ন্যো রুমধান্ নাম নামতঃ ।
 আজগাম সুষেণশ্চ বহুবিশ্বাবহুস্তথা ॥১০॥
 তানানুপূৰ্ব্ব্যা ভগবান্ বধে মাতুরচোদয়ৎ ।
 নৃচ তে জাতসংস্নেহাঃ কিক্বিদূচুৰ্বিচেতসঃ ॥১১॥
 ততঃ শশাপ তান্ ক্রোধাত্তে শপ্তাশ্চেতনাং জহুঃ ।
 মৃগপক্ষিসধৰ্ম্মাণঃ ক্ষিপ্ৰমাসন্ জড়োপমাঃ ॥১২॥
 ততো রামোহভয়াৎ পশ্চাদাশ্রমং পরবীরহা ।
 তমুবাচ মহাবাহুর্জমদগ্নিমহাতপাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ব্যভীতি । অন্তসি ক্লিষ্টা আত্মীভূতদেহা “ক্লিদু আত্মীভাবে” ইতি ধাত্বার্থানুসারাৎ তদানী-
 মপ্যস্ত্রোহিঃগাতীত্যর্থঃ, সঃ রেণুকা, তস্মাৎ সূন্দরপরপুরুষস্পৃহারূপাভিচারাদেব, বিচেতনা
 কামমুখা, অতএব তস্তা চ সত্যে আশ্রমং প্রবেশ । ভর্তা জমদগ্নিঃ তাং তাদৃশীম্, অস্ববৃত্তা,
 কম্পরোমাঞ্চাদিসাধিকভাবদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

স ইতি । ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা চিরধীরত্বরূপয়া শ্রিয় । বীৰ্য্যবান্ তপসা বলবান্ ॥৯॥

তত ইতি । জামদগ্ন্যো জমদগ্নিপুত্রঃ । সুষেণাদয়শ্চ জামদগ্ন্যা এব ॥১০॥

তানিতি । আনুপূৰ্ব্ব্যা জ্যেষ্ঠক্রমেণ । ভগবান্ জমদগ্নিঃ । বিচেতসঃ স্নেহাদেব মুখাঃ ॥১১॥

তত ইতি । শশাপ জমদগ্নিঃ । চেতনাং মনুষ্টোচিতং প্রকৃষ্টচৈতন্যম্, জহুঃ ততাজুঃ । মৃগাণাং
 পশূনাং পক্ষিণাঞ্চ সমানো ধন্থো যেষাং তে, পশুপক্ষিতুল্যা ইত্যর্থঃ ২৥

জলে আর্দ্রদেহা রেণুকা সেই ব্যভিচারবশতই মুখা ও তস্তা হইয়া আশ্রমে
 প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু জমদগ্নি তাঁহাকে বুঝিয়া ফেলিলেন ॥৮॥

মহাতেজা ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন জমদগ্নি রেণুকাকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্রাহ্মস্ত্রীবিহীন
 দেখিয়া ধিক্ ধিক্ শব্দে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তাহার পর জমদগ্নির জ্যেষ্ঠপুত্র রুমধান্, দ্বিতীয় পুত্র সুষেণ, তৃতীয় পুত্র বহু ও
 চতুর্থ পুত্র বিশ্বাবহু আশ্রমে আসিলেন ॥১০॥

তখন জমদগ্নি জ্যেষ্ঠক্রমে তাঁহাদিগকে মাতৃবধে প্রণোদিত করিলেন ; কিন্তু
 প্রবল স্নেহ উপস্থিত হওয়ায় আকুল হইয়া তাঁহারা কিছুই বলিলেন না ॥১১॥

তখন জমদগ্নি ক্রোধবশতঃ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন ; তাহাতে
 তৎক্ষণাৎ মনুষ্যযোগ্য চৈতন্য ত্যাগ করিলেন এবং পশু-পক্ষীর সমান হইয়া জড়ের
 মত থাকিলেন ॥১২॥

জহীমাং মাতরং পাপাং মা চ পুত্র ! ব্যথাং কৃথাং ।
 তত আদায় পরশুং রামো মাতুঃ শিরোহহরং ॥১৪॥
 ততস্তস্ম মহারাজ ! জমদগ্ন্যৈর্মহাত্মনঃ ।
 কোপোহভ্যগচ্ছং সহসা প্রসন্নশ্চাত্রবৌদিদম্ ॥১৫॥
 মমেদং বচনাত্তাত ! কৃতং তে কশ্ম ত্বক্ষবম্ ।
 বৃগীষ কামান্ ধর্ম্যজ্ঞ ! যাবতো বাঙ্কসে হৃদা ॥১৬॥
 স বত্রে মাতুরুত্থানমশ্মুতিঞ্চ বধস্য বৈ ।
 পাপেন তেন চাম্পার্ষং ভ্রাতৃণাং প্রকৃতিং তথা ॥১৭॥
 অপ্রতিবন্দ্যতাং যুদ্ধে দীর্ঘমায়ুশ্চ ভারত ।
 দদৌ চ সর্কান্ কামাংস্তান্ জমদগ্ন্যৈর্মহাতপাঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

ভাবঃকৌমুদী

তত ইতি । অভ্যাগচ্ছং ১৫ । পববীবহেতি ভাবিনি ভূতবদ্রুপচাশাহুক্রম্ ॥১৩॥
 জহীতি । পাপামিত্যনেন বধঃকৃত্য স্মৃতিত । তপঃপ্রভাবাৎ কামদাতা পিতা নিষ্কিবাদ-
 মাদেশপালনাং প্রসন্নঃ পুনর্বপোনামুজ্জীবয়িত্বাতি মৈত্র্যব যামো মাতৃহত্যায়াং প্রবৃত্ত ইতি
 বোধ্যম্ ॥১৪॥

তত ইতি । অভ্যাগচ্ছং ত্রিবোহভ২২ । প্রসন্নশ্চ নিষ্কিবাদমাদেশপালনাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

মমেতি । তে ত্বয়া । পিতৃবাদেশস্য সর্গথা পালনীং হুজ্ঞানাক্ষয়জ্ঞেঃ সন্দোধানম্ ॥১৬॥

স ইতি । তেন মাতৃহত্যাংকৃতেন । প্রকৃতিং স্বভাবম্ । কামান্ অভীষ্টবিষয়ান্ ॥১৭—১৮॥

ভাবঃভাবদীপঃ

স বেদেতি ॥১—১। ততস্তস্ম স্পৃহয়ামাস তমৈচ্ছং ১৭ ॥ অস্তসি সবস্তেব ক্লিষ্টা জনত ।
 তথা চোক্তং—“স্বন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং পিতরং স্মৃতম্ । যোনিপ্রবৃতি নাবীণাং সত্যং

তদনন্তর বিপক্ষবীবহন্তা রাম সকলের পবে আশ্রমে আসিলেন , তখন মহাবাহু
 ও মহাতপা জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন—৥১৩॥

“পুত্র ! তোমার এই পাপিষ্ঠা মাতাকে বধ কর, ত্বং কবিও না ।” তাহার
 পর রাম কুঠার লইয়া মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন ॥১৪॥

মহারাজ ! তাহার পর তখনই সেই মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ নিবৃত্তি পাইল এবং
 তিনি প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন—৥১৫॥

“বৎস ! তুমি আমার আদেশমাত্রেই এই ত্বক্ষর কার্য্য কবিয়াছ ; অতএব তুমি
 মনে যতগুলি বিষয় ইচ্ছা কর, তাহাই বর লও” ॥১৬॥

মাতার জীবিত হইয়া উত্থান, তাঁহান্ন সেই হত্যা স্মরণ না কবা, আপনাতে সেই
 পাপম্পর্শ না হওয়া, ভ্রাতাদের স্বাভাবিক অবস্থা এবং নিজের যুদ্ধে

কদাচিদ্ধু তথৈবাস্তু বিনিক্রান্তাঃ স্ততাঃ প্রভো ! ।
 অথানুপপত্তির্বীরঃ কার্তবীৰ্য্যোহভ্যবর্তত ॥১৯॥
 তমাশ্রমপদং প্রাপ্তুমুষেভার্গ্যা সমাৰ্চয়ৎ ।
 স যুদ্ধমদসম্মত্তো নাভ্যনন্দন্তথার্চনম্ ॥২০॥
 প্রমথ্য চাশ্রমাত্মস্বাক্ষোমধেনোন্ততো বলাৎ ।
 জহার বৎসং ক্রোশন্ত্য বভঞ্জ চ মহাদ্রুমান্ ॥২১॥
 আগতায় চ রামায় তদাচম্য পিতা স্ময়ম্ ।
 গাঞ্চ রোরুদতীং দৃষ্ট্বা কোপো রামং সমাবিশৎ ॥২২॥
 স মৃত্যুবশমাপন্নং কার্তবীৰ্য্যমুপাদ্ৰবৎ ।
 তস্মাৎ যুধি বিক্রম্য ভার্গবঃ পরবীরহা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

কদাচিদ্ভিত্তি । তথৈব কলাহবগার্থমেব । অনুপপত্তিঃ সমুদ্রজলপ্রায়দেশস্ত রাজা ॥১৯॥

তমিতি । তং কার্তবীৰ্য্যম্ । ঋতুর্ভার্গ্যা রেণুকা, সমাৰ্চয়ৎ আতিথ্যেন ॥২০॥

প্রমথ্যতি । প্রমথ্য হোমধেনুমেব নিপীড়্য । ক্রোশন্ত্য আর্তনাদং কুরুত্যাঃ ॥২১॥

আগতায়ৈতি । আচম্য উক্তবান, পিতা ভ্রমদগ্নিঃ । রোরুদতীং ভৃশং ক্রন্দন্তীম্ ॥২২॥

অপ্রতিদ্বন্দ্বতা ও দীর্ঘ আয়ু—এই সকল বর রাম চাহিলেন ; মহাতপা ভ্রমদগ্নিও সেই সমস্ত বরই দিলেন ॥১৭—১৮॥

রাজা ! তাহার পর কোন সময়ে ভ্রমদগ্নির পুত্রগণ সেই ফলাহরণের জন্যই নির্গত হইয়া গেলেন : এমন সময়ে সমুদ্রের শব্দদেশের রাজা কার্তবীৰ্য্যার্জুন সেই আশ্রমে আসিলেন ॥১৯॥

তখন রেণুকাদেবী সেই আশ্রমাগত রাজার যথোচিত সৎকার করিলেন ; কিন্তু যুদ্ধমদসম্মত্ত রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না ॥২০॥

কিন্তু তিনি উৎপীড়ন করিয়া সেই আশ্রম হইতে বলপূর্বক হোমধেনুর বৎসটাকে হরণ করিলেন, তখন হোমধেনুটি আর্তনাদ করিতে লাগিল ; আবার তিনি আশ্রমের উত্তম বৃক্ষগুলিকেও ভগ্ন করিলেন ॥২১॥

তাহার পর রাম আশ্রমে আসিলে. ভ্রমদগ্নি নিজেই তাঁহাব নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিলেন ; তাহা শুনিয়া এবং হোমধেনুকে আর্তনাদ করিতে দেখিয়া রামের ক্রোধ জন্মিল ॥২২॥

তাহার পর বিপক্ষবীরহস্তা রাম, আসন্নমৃত্যু কার্তবীৰ্য্যার্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং মনোহর ধনু ধারণ করিয়া যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশপূর্বক নিশিত ভল্ল-সমূহ দ্বারা কার্তবীৰ্য্যার্জুনের পরিঘতুলা সহস্র বাহু ছেদন করিলেন । রাজা !

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈবাহূন্ পরিঘসম্মিতান্ ।
 সহস্রসম্মিতান্ রাজান্ ! প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ।
 অতিভূতঃ স রামেণ সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)
 অর্জুনস্তাথ দায়াদা রামেণ কৃতমন্যবঃ ।
 আশ্রমস্থং বিনা রামং জমদগ্নিমুপাদ্রবন্ ॥২৫॥
 তে তং জঘ্নূর্মহাবীর্য্যমযুধ্যস্তং তপস্বিনম্ ।
 অসকৃদ্রাম রামেতি বিক্ৰোশন্তমনাথবৎ ॥২৬॥
 কার্ত্তবীর্য্যস্ত পুত্রাস্ত জমদগ্নিং যুধিষ্ঠির ! ।
 পীড়য়িত্বা শরৈর্জঘ্নূর্যথাগতমরিন্দমাঃ ॥২৭॥
 অপক্রান্তেষু চৈতষু জমদগ্নৌ তথা গতে ।
 সমিৎপাণিরুপাগচ্ছদাশ্রমং ভৃগুনন্দনঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । উপাদ্রবং অভ্যধাবৎ । অতিভূতঃ আক্রান্তঃ স কার্ত্তবীর্য্যঃ, কালঃ কলনমেব ধর্ম্মো
 যস্ত তেন মৃত্যুনা সংযুক্তঃ মমারেত্যর্থঃ । পরশ্লোকঃ ষট্‌পাদঃ ॥২৩—২৪॥
 অর্জুনস্তেতি । দায়াদাঃ পুত্রাঃ । কৃতো মহ্যঃ ক্রোধো যেধাং তে ॥২৫॥
 ত ইতি । তপস্বিনং তপঃপ্রবৃত্তম্ । অতএবাভিশাপাদপি নিবৃত্তমিতি ভাবঃ ॥২৬॥
 কার্ত্তবীর্য্যস্তেতি । গম্যত ইতি গতং স্থানং যথাগতং যথাস্থানম্ ॥২৭॥
 অপেতি । তথা মৃত্যুবশং গতে সতি । ভৃগুনন্দনো রামঃ ॥২৮॥

এইভাবে রামকর্ত্তক আক্রান্ত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মৃত্যুমুখে পতিত
 হইলেন ॥২৩—২৪॥

তদনন্তর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রেরা রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া—রাম যখন আশ্রমে
 ছিলেন না, সেই সময়ে আশ্রমস্থিত জমদগ্নির প্রতি ধাবিত হইল ॥২৫॥

তখন জমদগ্নি বলবান্ হইয়াও তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ করিলেন না,
 কেবল অনাথের আশ্রয় বার বার ‘রাম’ ‘রাম’ বলিয়া আর্শ্বনাদ করিতে থাকিলেন ;
 সেই অবস্থায়ই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রেরা তাঁহাকে বধ করিল ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির ! শত্রুহন্তা অর্জ্জুনপুত্রগণ বাণদ্বারা জমদগ্নিকে বধ করিয়া যথাস্থানে
 চলিয়া গেল ॥২৭॥

তাহারা চলিয়া গেল, জমদগ্নিরও মৃত্যু হইলে, রাম সমিধ লইয়া আশ্রমে
 আসিলেন ॥২৮॥

স দৃষ্ট্ৱ। পিতরং বীরসুতা যুত্ব্যবশং গতম্ ।

অনর্হন্তং তথা ভূতং বিললাপ স্ত্রুতুঃখিতঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং জমদগ্নিবধে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

রাম উবাচ ।

মমাপরাধাত্তেঃ ক্ষুদ্রৈর্হতস্বং তাত ! বালিশৈঃ ।

কার্ত্তবীৰ্য্যস্য দারাদৈবনে নৃপ ইবেষুভিঃ ॥১॥

ধর্ম্মজস্য কথং তাত । বর্ত্তমানস্য সংপথে ।

নৃত্যবেবংবিধো বুদ্ধঃ সর্দভূতেশ্বনাগসঃ ॥২॥

ভাবতকৌমুদী

স ইতি । অনর্হন্তং অপরিব্রাজ্যাদাদৃশমতোব্যয়োগাম্, তথা ভূতং ভূপতিতম্ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাট্টাচার্য্য-মহাবি পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদ্যাসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

বিনাপপ্রকান্মাত মমেতি । বালিশৈর্মুখৈঃ, পবাপরাধে । ব্রহ্মনাদিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভাবতভাবদীপঃ

সত্যং জনাৰ্দ্দন ! ॥” ইতি ॥৮—২৩। কালধর্ম্মণা মৃত্যুনা ॥২৪—২৮। ভাৰ্য্যাবধদোষাং স্বয়মপি

তাদৃশমেব মরণং প্রাপেত্যশয়ঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩৭॥

পিতা জমদগ্নি সেইকপ মৃত্যব অযোগ্য ছিন্দন, তথাপি তিনি মৃত ও ভূতল-পতিত রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া বীর রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন” ॥২৯॥

—:~:—

রাম বলিলেন—“পিতঃ ! ক্ষুদ্রপ্রকৃতি এবং মুখ সেই কার্ত্তবীৰ্য্যপুত্রেরা আমারই অপরাধে বনের ভিতবে হরণের আয় আপনাকে বাণদ্বারা বধ করিয়া গেল । ॥১॥

* ‘...ষোড়শাধিকশততমঃ...’—বা ব কা, ‘...সপ্তদশাধিকশততমঃ...’—পি নি ।

বন-১২৬ (৮)

কিং নু তৈর্ন কৃতং পাপং যৈর্ভবান্ তপসি স্থিতঃ ।
 অযুষ্যমানো বৃদ্ধঃ সন্ হতঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥৩॥
 কিং নু তে তত্র বক্ষ্যন্তি সচিবেষু স্তূহন্তু চ ।
 অযুষ্যমানং ধর্মজ্ঞমেকং হত্বাহনপত্রপাঃ ॥৪॥
 বিলপ্যৈবং স করুণং বহু নানাবিধং নৃপ । ।
 প্রেতকার্য্যাণি সর্বানি পিতৃশচক্রে মহাতপাঃ ॥৫॥
 দদাহ পিতরঞ্চাগ্নৌ বামঃ পরপুত্রজয়ঃ ।
 প্রতিজ্ঞে বধঞ্চাপি সর্বকৃত্যু ভারত । ॥৬॥
 সংক্রুদ্ধোহতিবলঃ সংখ্যে শত্রুমাধায় বীর্য্যবান্ ।
 জ্বলিবান্ কার্ত্তবীর্য্যশ্চ স্ততানেকোহন্তুকোপমঃ ॥৭॥

ভাবতকৌমুদী

ধ্বংসিতি । কথং যুদ্ধঃ, অপি তু কথমপি নেত্যর্থঃ । 'অন'গমো নিবপবোধস্ত ॥২॥
 কিমিতি । কিং পাপং ন কৃতং স্ত, অপি তু সর্বং পাপমেব কৃতমিতিত্যাঃ ॥৩॥
 কিমিতি । তত্র স্ববাক্ষধাত্য়াম্ । অনপত্রপা নির্লজ্জাঃ ॥৪॥
 বিলপোতি । বহু প্রচুবম । মহাতপা বামঃ ॥৫॥
 দদাহেতি । 'অগ্নৌ তদীয়শ্রোতাগ্নৌ, তদর্থমেবাগ্নিপদোপাদানাত্ ॥৬॥
 সংক্রুদ্ধ ইতি । অতিবলঃ সাত্তিশযকাযিকবলবান্, বীর্য্যবান্ ম'নসিকবলবান্ ॥৭॥

হা পিতঃ! আপনি ধর্মজ্ঞ ছিলেন, চব্বিদিন সংপথে বহিয়াছিলেন এবং সকল প্রাণীর প্রতিই নিবপপ্রাধ ছিলেন, স্তূহবাং আপনার এই প্রকাব যুহা কি সঙ্গত হইয়াছে! ॥ ৩ ॥

আপনি বৃদ্ধ, তাহাতে আবার তপস্তায় প্রবৃত্ত ছিলেন, যুদ্ধ কবিত্তেছিলেন না, এই অবস্থায় যাহারা নিশিত বাণসমূহদ্বাবা আপনাকে বধ কবিয়া গিয়াছে, তাহাবা কোন পাপ না কবিয়াছে? ॥ ৪ ॥

আপনি যুদ্ধ কবিত্তেছিলেন না, অথচ ধর্মজ্ঞ ও একাকী ছিলেন, এই অবস্থায় আপনাকে বধ কবিয়া রাজধানীতে যাইয়া সেই নির্লজ্জ পাপিষ্ঠেরা মন্ত্ৰিগণ ও বহুগণের নিকট কি বলিবে!" ॥ ৫ ॥

রাজা! মহাতপা বাম এইকপ নানাবিধ বহুতর স করুণ বিলাপ কবিয়া পিতার সমস্ত প্রেতকার্য্য কবিলেন ॥ ৬ ॥

ভরতনন্দন শক্রনগরবিজয়ী রাম তাহাব পিতাকে (শ্রোত) অগ্নিতে দাহ কবিলেন, তাহার পর সমস্ত ক্ষত্রিয়-বধের প্রতিজ্ঞা কবিলেন ॥ ৭ ॥

তেনাঞ্চানুগতা মে চ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ! ।
 তাংশ্চ সর্বানবায়ুদ্বাদ্যমঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৮॥
 ত্রিংশপুরুষঃ পৃথিবাং কৃহ্না নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ ।
 সমন্তপক্ষকে পক্ষ চকার রৌধিরান্ হৃদান্ ॥৯॥
 স তেষু তর্পয়ামাস পিতৃন্ ভগ্নকুলোদ্ধহঃ ।
 সাক্ষাদ্দদর্শ চচ্চাকাং স চ বামং আবায়য়ৎ ॥১০॥
 ততো যজ্ঞেন মহতা জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
 তর্পয়ামাস দেবেন্দ্রনৃহিগ্ভ্যঃ প্রদদৌ মহীন্ ॥১১॥
 বেদৌপ্যাপ্যদদৈক্মগৌ কশ্যপায় মহাত্মনে ।
 দশন্যামায়তাং কৃহ্না নবোৎসেধং বিশাংপতে ! ॥১২॥

ভাদ্র-কোব্ৰা

তেদামিতি । অব্যয়ং । অব্যক্তিবাং, প্রত্যয়ং যোক্তৃণাম্ ॥৮॥
 ত্রিঃ । ত্রিঃপদার্থ একবিংশতিতম্ । সমস্তপঞ্চকে তদাথ্যে স্থানে ॥৯॥
 স হি । সপাৎ নাম অপিচান্ধম্ । তদাত্মকং সত্রিঃপদার্থাদিতি শেষঃ ॥১০॥
 তত ইতি । ততঃ কালক্ৰমং ভূমি, জলেন জিতম্বেষ্য স্বঃ আদ্যাং ॥১১॥
 বেদামিতি । বেদোঃ স্বর্গঃ যম্ । অতঃ প্রত্যয়ঃ, “ব্যাং বাহোঃ সৰ্ব্বয়োস্তত্তয়ো-
 স্তিধ্যাংস্তম্” ইত্যম্ । অতঃ পদার্থঃ । অতঃ পদার্থঃ, বিস্তাবেহপি তাবতীমেব, সমান-
 চতুষ্কোণবেদ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ, বেদোঃ স্বর্গঃ । অতঃ পদার্থঃ, অতঃ পদার্থঃ, অতঃ পদার্থঃ, অতঃ পদার্থঃ ॥১২॥

ভাদ.ভাদনাপ;

মর্মো • ১১—১১। দ্যন্যাম্মিতাং বাহুঃ স্ত্যক্তুয়ম্, তং বিংশস্ত্যাম্বিস্ত্যাম্, নবোৎ-
সেধাং স্ত্যক্তুয়ম্, স্ত্যক্তুয়ম্ ১১২। থঙশঃ থঙানি

অতঃপু দৈহিকদল ও মানসকলশালা বাম ত্রুণ হইয়া, অস্ত্র লইয়া, যমের
 ন্যায় একাকী যাইয়া, যুদ্ধ কাণ্ডব্যাঙ্গনের পুত্রদিগকে সংহার করিলেন ॥৭॥

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যে সকল ক্ষত্রিয় গ্রাহাদের অনুগত ছিল, যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ রাম
তাহাদের সকলকেও বিনাশ করিলেন ॥৮॥

প্রভাবশালী রাম এইভাবে একুশ বার পৃথিবীতে নিক্ষেপিত করিয়া (কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত) সমস্তপক্ষকে পাণ্ডা কর্ণিবৎ দ দ করিলেন ॥৯॥

ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ নাম সেই হৃদগ্ৰাণ্যে পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন এবং নিজের পিতামহ ঋচীকে প্রত্যক্ষ দেখিলেন ; তখন ঋচীক রামকে ক্ষত্রিয়বিনাশ হইতে নিবারণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর প্রত্যাশালী রাম এক মহাযজ্ঞ করিয়া দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং পুরোহিতকে ভূমি দান করিলেন ॥১১॥

তাং কশ্যপশ্চানুমতে ব্রাহ্মণাঃ খণ্ডশস্তদা ।

ব্যভজংস্তেন তে রাজন্ ! প্রথ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ ॥১৩॥

স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্মনে ।

তপঃ স্তমহদাস্বায় ক্ষত্রিয়ান্তকরো নৃপ ! ।

অগ্নিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দ্রে বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৪॥

এবং বৈরমভূতশ্চ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবাসিভিঃ ।

পৃথিবী চাপি বিজিতা রামেণামিতোজসা ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত্শচতুর্দশীং রামঃ সময়েন মহামনাঃ ।

দর্শয়ামাস তান্ বিপ্রান্ ধর্মরাজঞ্চ সানুজম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদা

তামিতি । খণ্ডশঃ খণ্ডানি খণ্ডানি কৃৎ । ব্যভজন্ বিভজ্য গৃহীতঃস্তঃ ॥১৩॥

স ইতি । মহীং জয়লক্ষ্যং পৃথিবীম্ । পূর্বত্র ক্ষত্রিগ্ভ্যো যজ্ঞদক্ষিণাকপেণ পৃথিব্যাঃ
কিয়দংশদানম্, অত্র তু তদিতরসমগ্রপৃথিবীদানমিতিবিবোধঃ । আস্বায় অবলম্ব্য, ক্ষত্রিয়ান্তকরো
রামঃ । অনেন চ প্রবন্ধেন রামে যুদ্ধবীরত্বং দানবীরত্বং ধর্মবীরত্বকোতি ত্রয়মেব দর্শিতমন্তঃক্ষেয়ম্ ।
ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

উপসংহরতি—এবমিতি । তস্মৈ রামস্মৈ ॥১৫॥

তত ইতি । চতুর্দশীং প্রাপ্যোতি শ্রেয়ঃ । সময়েন নির্দিষ্টবেলং ॥১৬॥

এবং নরনাথ ! দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে চল্লিশ রাত্ৰ এবং উচ্চতায় ছাত্রিশ রাত্ৰ একটা
স্বর্ণবেদী নির্মাণ করিয়া তাহা মহাত্মা কশ্যপকে দান করিলেন ॥১২॥

রাজা ! তখন কশ্যপের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই বেদীটাকে খণ্ড খণ্ড
করিয়া বিভক্ত করিয়া লইয়া গেলেন ; তাহাতেই তাঁহারা ‘খাণ্ডবায়ন’-নামে বিখ্যাত
হইয়া গেলেন ॥১৩॥

রাজা ! তাহার পর অসাধারণ পরাক্রমশালী ও ক্ষত্রিয়ান্তকারী রাম মহাত্মা
কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া গুরুতর তপস্যা অবলম্বনপূর্বক এই মহেন্দ্রনামক
পর্বতশ্রেষ্ঠে বাস করিতেছেন ॥১৪॥

এইভাবে জগদ্বাসী ক্ষত্রিয়গণের সহিত রামের শত্রুতা জন্মিয়াছিল এবং
অমিতোজা রাম পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর মহামনা রাম চতুর্দশীর দিন নির্দিষ্ট সময়ে
আসিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে এবং ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দান
করিলেন ॥১৬॥

স তমানৰ্চ রাজেন্দ্র ! ভ্রাতৃত্বঃ সহিতঃ প্রভুঃ ।

দ্বিজানাঞ্চ পরাং পূজাং চক্রে নৃপতিসত্তমঃ ॥১৭॥

অচ্চিহ্না জামদগ্ন্যাং স পূজিতস্তেন চোদিতঃ ।

মহেন্দ্র উগ্য তাং রাত্রিং প্রযবৌ দক্ষিণামুখঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যোপাখ্যানে অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

স ইতি । আনৰ্চ পূজয়ামাস । দ্বিজানামন্তেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ॥১৭॥

অচ্চিহ্নতি । তেন জামদগ্নোন চ, পূজিতঃ সম্মানিতঃ, উদিতঃ—অথ অত্রৈব স্থায়তা-
মিত্যুক্তং স যুধিষ্ঠিরঃ । মহেন্দ্রে পৰ্ব্বতে, উগ্য বাসং কুহা ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতকাব্যে ভারতকৌমুদীসমাপ্তায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

যশস্বিনী কুহা, বাভজন্ বিভাপ কুহবন্তঃ ॥১৩—১৬॥ আনৰ্চ অচ্চিতবান্ ॥১৭॥ তেন চ উদিত
ইতি ছেদঃ । উগ্য উষিহা ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

রাজশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে প্রভাবশালী ও নৃপতিপ্রভুঃ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত
মিলিত হইয়া রামের পূজা করিলেন এবং অগ্ন্যাণ্ড ব্রাহ্মণদেরও সংকার করিলেন ॥১৭॥

রামের পূজা করার পরে, রামও যুধিষ্ঠিরের সম্মান করিলেন এবং সেদিন সেখানে
থাকিবার জন্ত বলিলেন : সুতরাং যুধিষ্ঠির সে রাত্রি সেই মহেন্দ্রপৰ্ব্বতেই থাকিয়া
পরদিন দক্ষিণমুখে প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

—:~:—

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গচ্ছন্ স তীর্থানি মহানুভাবঃ পুণ্যানি রম্যানি দদর্শ রাজা ।
সৰ্ব্বাণি বিপ্রৈরুপশোভিতানি কচিৎ কচিদ্ভারত ! সাগরস্থ ॥১॥
স বৃদ্ধবাংস্তেষু কৃতাভিষেকঃ সহানুজঃ পার্থিবপুত্রপৌত্রঃ !
সমুদ্রগাং পুণ্যতমাং প্রশস্তাং জগাম পারিক্ৰিত ! পাণ্ডুপুত্রঃ ॥২॥
তত্রাপি চাপ্লুত মহানুভাবঃ সন্তপ্যামাস পিতৃন্ স্তরাংশ্চ ।
দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ ॥৩॥
ততো বিপাপ্লা দ্রবিড়েষু রাজন্ ! সমুদ্রমাসাগ চ লোকপুণ্যম্ ।
অগস্ত্যতীর্থঞ্চ মহাপবিত্রং নারীতীর্ণান্যথ বীরো দদর্শ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্নতি । মহান্ অনুভাবঃ প্রভাবো যন্ত সঃ “অনুভাবঃ প্রভাবেহপি” ইত্যমরঃ ॥১॥
স ইতি । হে পারিক্রিত ! পরিক্রিতঃ পুত্র ! । বৃদ্ধবান্ সদবৃত্তিশালী । পার্থিবঃ শাস্ত্র-
স্তস্ত পুত্রো বিচিত্রবীৰ্য্যস্তস্ত পৌত্র ইতি বংশানুক্রমেণ রাজস্বর্গকর্তৃনামহাগৌরবং সূচিতম্ । প্রশস্তাং
নাম তীর্থভূতাং নদীম্ ॥২॥
তত্রৈতি । আপ্লুত স্নাত্বা । বিসৃজ্য দত্ত্বা, গোদাবরীং নাম নদীম্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছন্নতি ॥১॥ বৃদ্ধবান্ সদবৃত্তঃ, পার্থিবঃ পৃথ্বীপতিঃ কণ্ঠপস্ত্রস্ত পুত্রঃ সূর্য্যাস্ত্রস্ত পৌত্রো
যুধিষ্ঠিরঃ, তৎপিতৃধর্ম্যস্ত সূর্য্যপুত্রহাং, প্রশস্তাং নাম নদীম্ ॥২—৩॥ নারীতীর্থানি গ্রাহকৃপাঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয় ! মহাপ্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠির
মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিয়া পবিত্র ও মনোহর তীর্থসকল দর্শন করিলেন ।
সমুদ্রের কোন কোন তীর্থে সমস্ত স্থানই ব্রাহ্মণগণে পরিশোভিত ছিল ॥১॥

জনমেজয় ! সদবৃত্তিশালী, রাজপুত্রের পৌত্র এবং পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের
সহিত সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়া সমুদ্রগামিনী পরমপবিত্রা প্রশস্তানদীতে গমন
করিলেন ॥২॥

মহাপ্রভাবশালী যুধিষ্ঠির সেখানেও স্নান করিয়া দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিলেন,
পরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া সমুদ্রগামিনী গোদাবরীনদীতে গমন
করিলেন ॥৩॥

তত্রাজ্জুনশ্যাগ্র্যধমুর্দ্ধরশ্চ নিশম্য তৎ কস্ম নরৈরশক্যম্ ।
 সম্পূজ্যমানঃ পরমর্ষিসংবৈঃ পরাং মৃদং পাণ্ডুহৃতঃ স লেভে ॥৫॥
 স তেষু তীর্থেষুভিষিক্তগাত্রঃ কৃষ্ণাসহায়ঃ সহিতোহমুজৈশ্চ ।
 সম্পূজয়ন্ বিক্রমমর্জ্জুনশ্চ রেমে মহীপাল ! পতিঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬॥
 ততঃ সহস্রাণি গবাং প্রদায় তীর্থেষু তেষুধরোত্তমশ্চ ।
 হৃষ্টঃ সহ ভ্রাতৃত্বিরজ্জুনশ্চ সঙ্কীর্ত্যামাস গবাং প্রদানম্ ॥৭॥
 স তানি তীর্থানি চ সাগরশ্চ পুণ্যানি চাত্মানি বহূনি রাজন্ ! ।
 ক্রমেণ গচ্ছন্ পরিপূর্ণকামঃ স্পর্শাবকং পুণ্যতমং দদর্শ ॥৮॥
 তত্রোদধেঃ কিঞ্চিদতীত্য দেশং খ্যাতং পৃথিব্যাং বনমাসসাদ ।
 তপ্তং স্রৈররত্র তপঃ পুবস্তাদিক্যং তথা পুণ্যপটৈর্নরৈর্নৈঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কল ইতি । যত্র বর্গাদয়ঃ পঞ্চাঙ্গবসো ব্রাহ্মণশাপাদ্গ্রাহা হৃদ্বা জলে স্থিতাঃ পুন-
 রজ্জুনোত্তোলনাং স্বস্বরূপং প্রাপ্তাঃ, তানি নাবীতীর্থানি । এতজ্জুপাখ্যানমাদিপর্কণি নবাধিক-
 দ্বিশততমাধ্যায়াদৌ দ্রষ্টব্যম্ । বৌবো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯॥

তত্র ইতি । অগ্র্যধমুর্দ্ধরশ্চ শ্রেষ্ঠধাতৃশ্চ । ৩২ বর্ষ গ্রাণামুত্তোলনরূপং কাষ্যম্ ॥৫॥

স ইতি । অভিষিক্তগাত্রঃ স্পর্শিতশরীরঃ, কৃষ্ণাসহাযো দ্রৌপদীসহিতঃ ॥৬॥

তত ইতি । অমুববাঃ সমুদ্রাস্তেব উদ্ভবঃ । সঙ্কীর্ত্যামাস যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭॥

স ইতি । পরিপূর্ণকামঃ স্নানদানাদিনা । স্পর্শাবকং নাম প্রাগ্ভবিতং তীর্থম্ ॥৮॥

রাজা ! তাহার পর বীর যুধিষ্ঠির এবিড়দেশে জল পবিত্র সমুদ্রে যাইয়া নিষ্পাপ
 হইয়া, তৎপরে মহাপবিত্র অগস্ত্যতীর্থ (ইহাও একটা নাবীতীর্থ) এবং অপর চারিটা
 নারীতীর্থ দর্শন করিলেন ॥৪॥

সেখানে শ্রেষ্ঠধমুর্দ্ধর অজ্জুনব সেই জলজন্তু উত্তোলনরূপ মানুষের অসাধ্য
 কষ্মের বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং মহাবিগলকর্তৃক সম্মানিত হইতে থাকিয়া যুধিষ্ঠির পরম
 আনন্দ লাভ করিলেন ॥৫॥

রাজা ! পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই
 তীর্থগুলিতে স্নান করিয়া এবং অজ্জুনে বিক্রমের প্রশংসা করিতে থাকিয়া আনন্দ
 অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৬॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির সমুদ্রের সেই সকল তীর্থে সহস্র সহস্র গো দান করিয়া
 আনন্দিত হইয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে অজ্জুনের গো দানের আলোচনা করিলেন ॥৭॥

রাজা ! তদনন্তর যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ সমুদ্রের সেই সকল তীর্থে ও অগ্ন্যাশ্রয় বহুতর
 তীর্থে গমন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া পুণ্যতম স্পর্শাবকতীর্থ দর্শন করিলেন ॥৮॥

স তত্র তামগ্র্যধনুর্ধ্বরশ্চ বেদীং দদর্শায়তপীনবাহুঃ ।
 ঋচৌকপুত্রশ্চ তপস্বিসংঘৈঃ সমারুতাং পুণ্যকৃদর্চনৌয়াম্ ॥১০॥
 ততো বসূনাং বহুধাধিপঃ স মরুদগণানাঞ্চ তথাশ্বিনোশ্চ ।
 বৈবস্বতাদিত্যধনেশ্বরানামিন্দ্রশ্চ বিষ্ণোঃ সবিতুর্বিভোশ্চ ॥১১॥
 ভবশ্চ চন্দ্রশ্চ দিবাকরশ্চ পতেরপাং সাধ্যগণশ্চ চৈব ।
 ধাতুঃ পিতৃগাঞ্চ তথা মহাত্মা রুদ্রশ্চ রাজন্ ! সগণশ্চ চৈব ॥১২॥
 সরস্বত্যাঃ সিদ্ধগণশ্চ চৈব পুষ্পশ্চ যে চাপ্যমরাস্তথান্যে ।
 পুণ্যানি চাপ্যায়তনানি তেষাং দদর্শ রাজা স্তমনোহরাণি ॥১৩॥ (বিশেষকম্)
 তেষু পবাসান্ বিবিধানুপোষ্য দত্ত্বা চ রত্নানি মহাস্তি রাজা ।
 তীর্থেষু সর্কেষু পরিপ্লুতাস্তঃ পুনঃ স সূর্যারকমাজগাম ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । স্বরৈর্দেবৈঃ, অত্র বনে, পুরস্তাং পূর্বম্ । ইষ্টং যজ্ঞঃ কৃতঃ ॥১০॥

স ইতি । অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠো ধনুর্ধ্বরস্তত্ । ঋচৌকপুত্রশ্চ জমদগ্নিঃ ॥১০॥

তত ইতি । বৈবস্বতো যমঃ, আদিত্যা সবিতৃদিবাকরপুণ্ড্রেরে নব । ভবশ্চ শিবশ্চ । অপাং-
 পতেরব্রহ্মণশ্চ । ধাতুর্জ্ঞানঃ । সগণশ্চ প্রমথবর্গসহিতশ্চ । পুষ্প আদিত্যবিশেষশ্চ । আয়তনানি
 তপস্কেন্দ্রাণি ॥১১—১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

পঞ্চাপ্ররসো মনিশাপবশাদ্যত্র স্থিতা অর্জুনে চ শাপারোচিতান্তানি নারীতীর্থানি ॥৩—৬॥
 অশ্বধরোত্তমশ্চ সমুদ্রশ্চ ॥৭—১৩॥ তেষু তীর্থেষু, উপবাসান্ সমাপবাসিনো বিবুধান্ পতিতা-

সে স্থান হইতে সমুদ্রতীরের কিছু দেশ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীবিখ্যাত একটি
 বনে উপস্থিত হইলেন; সেই বনে পূর্বের দেবতারার তপস্তা করিয়াছিলেন এবং
 ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১০॥

আয়ত-স্থলবাহু যুধিষ্ঠির সেই বনের ভিতরে শ্রেষ্ঠধনুর্ধ্বর জমদগ্নির তপস্তার বেদী
 দর্শন করিলেন; সে বেদীটী ধার্ম্মিকগণের পূজনীয় বলিয়া তখনও তপস্বিসমূহে
 পরিবেষ্টিত ছিল ॥১০॥

রাজা! তাহার পর বসুগণ, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম, আদিত্যগণ, কুবের,
 ইন্দ্র, প্রভু বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব, চন্দ্র, দিবাকর, ব্রহ্মা, পিতৃগণ, প্রমথগণের
 সহিত রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ ও পুষা এবং অশ্ব যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের
 পুণ্য ও মনোহর আয়তনগুলিকে পৃথিবীপতি মহাত্মা যুধিষ্ঠির দর্শন
 করিলেন ॥১১—১৩॥

স তেন তীর্থেন তু সাগরস্ত পুনঃ প্রয়াতঃ সহ সোদরীয়েঃ ।
 দ্বিজৈঃ পৃথিব্যাং প্রতিতং মহন্তিস্তীর্থং প্রভাসং সমুপাজগাম ॥১৫॥
 তত্রাভিষিক্তঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ সহানুজৈর্দেবগণান্ পিতৃশ্চ ।
 সন্তপয়ামাস তথৈব কৃষ্ণা তে চাপি বিপ্রাঃ সহ লোমশেন ॥১৬॥
 স দ্বাদশাহং জলবায়ুভক্ষঃ কুর্বন্ ক্ষপাহঃসু তদাভিষেকম্ ।
 সমস্ততোহয়ীনুপদৌপয়িত্বা তেপে তপো ধর্মভূতাং বরিষ্ঠঃ ॥১৭॥
 তমুগ্রমাস্থায় তপশ্চরন্তং শুশ্রাব রামশ্চ জনার্দনশ্চ ।
 তৌ সর্ববৃক্ষিপ্রবরৌ সসৈন্তৌ যুধিষ্ঠিরং জগ্মতুরাজমীঢ়ম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তেষিতি । অত্রোদ্দেশ্যানাং বিবিধত্বাদুপবাসানামপি বিবিধত্বম্ । অত্র “উপবাসান্ সমীপ-
 বাসিনঃ, বিব্ধান্ পণ্ডিতান্, বিবিধানিতাপপাঃ, উপোস্ত বৈশ্রবাস্ত” ইতি নীলকণ্ঠঃ । তন্ম্বয়ম্,
 কণ্ঠরি উপবাসপনাম্পনপন্তে: “বস আচ্ছাদনে” ইত্যস্ত যজ্ঞাদিভাভাং সম্প্রসারণাসম্ভবেন
 উপোন্তেতি পদাসম্ভবাক । উপোস্ত বিধায়, মহাস্তি প্রচুরাগীতার্থঃ । পরিপ্লুতাক্ষঃ স্নাতঃ,
 সূর্পারকং তীর্থম্ ॥১৪॥

স ইতি । সোদরীয়ের্ভ্রাতৃভিঃ । দ্বিজৈঃ সহচরৈর্ভ্রাতৃকৈঃ ॥১৫॥

তত্রৈতি । পৃথুনী বিশালে লোহিতে চ অক্ষিণী যন্ত সঃ । কৃষ্ণা দ্রৌপদৌ ॥১৬॥

স ইতি । জলবায়ুভক্ষ ইত্যবধারণপবম্ । ক্ষপাহঃসু রাত্রিষু দিবসেষু চ ॥১৭॥

রাজা যুধিষ্ঠির সেই আয়তনগুলিতে নানাবিধ উপশাস এবং প্রচুর রত্ন দান
 করিয়া এবং সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় সূর্পাবকতীর্থে আগমন
 করিলেন ॥১৪॥

তিনি ভ্রাতৃগণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রের সেই
 তীর্থপথ দিয়া যাইতে থাকিয়া পৃথিবীবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন ॥১৫॥

বিশাল লোহিতনয়ন যুধিষ্ঠিব ভ্রাতৃগণের সহিত সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া
 দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন ; আব দ্রৌপদী এবং সেই সকল ব্রাহ্মণেরাও
 লোমশের সহিত (যথাসম্ভব) স্নান ও তর্পণ করিলেন ॥১৬॥

তদনন্তর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বার দিন পর্য্যন্ত জল ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া,
 রাত্রিতে ও দিনে স্নান করিতে থাকিয়া এবং সকল দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া
 তপস্তা করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর রাম ও কৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন যে, যুধিষ্ঠির ঘোরতর তপস্তা আরম্ভ
 করিয়া তাহা সম্পাদন করিতেছেন ; তখন বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ সসৈন্তে
 অজমীঢ়কশসম্ভূত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥১৮॥

তে বৃষগ্নঃ পাণ্ডুহতান্ সমীক্ষ্য ভূমৌ শয়ানান্ মলদিগ্ধগাত্তান্ ।
 অনহতৌঃ দ্রৌপদীকপি দৃষ্ট্বা। হৃদ্বঃখিতাশ্চ ক্রুশ্বরার্তনাদম্ ॥১৯॥
 ততঃ স রামঞ্চ জনার্দনঞ্চ কার্ষিণঞ্চ শাম্বঞ্চ শিনেশ্চ পৌত্রম্ ।
 অন্ধ্যাংশ্চ বৃষ্ণীনুপগম্য পূজাং চক্রে যথাধর্ম্মদীনসত্ত্বঃ ॥২০॥
 তে চাপি সর্বান্ প্রতিপূজ্য পার্থান্ তৈঃ সংকৃতাঃ পাণ্ডুহতৈস্তথৈব ।
 যুধিষ্ঠিরং সংপরিবার্য রাজন! উপাविशन् देवगणा यथेन्द्रम् ॥২১॥
 তেষাং স সর্বং চরিতং পরেষাং বনে চ বাসং পরমপ্রতীতঃ ।
 অদ্রার্থমিন্দ্রস্তা গতঞ্চ পার্থং নিবেশনং হৃষ্টমনাঃ শশংস ॥২২॥

ভাবতকৌমুদী

তমিতি । আশ্বায অবলগ্না । চবস্তমস্ততিষ্ঠম্ । আজমৌচমজমৌচবংশম্ ॥১৮॥
 ত ইতি । অনহতৌঃ তাদৃশভুঃখভোগাযোগ্যাম্ । যার্হৌ নাদৌ যস্মিন্ কর্ম্মণি তৎ ॥১৯॥
 তত ইতি । কার্ষিঃ প্রত্নায়ঞ্চ । শিনেঃ পৌত্রং সাত্যকিঞ্চ । অদীনসত্ত্বঃ অনল্লাধ্যবসায়ঃ ॥২০॥
 ত ইতি । পার্থান্ পাণ্ডবান্ । সংকৃতা অদৃতাঃ । সংপরিবার্য পরিবেষ্ট্য ॥২১॥
 তেষামিতি । পবেসং হৃদ্যোধনাদীনাম্ । ইন্দ্রস্তা নিবেশনমিতি সত্বন্ধঃ ॥২২॥

ভাবতভাবদীপঃ

হৃদ্যোস্তা নষ্টদ্রব্যাস্তা নষ্টানি চ ভেদ্য এব দৃষ্টা ॥১৪॥ তেন শীর্ষেন সিদ্ধ প্রবেশার্গেণ ॥১৫—১৬॥
 কার্ষিঃ প্রত্নায়ম্, পৌত্রং সাত্যকিম্ ॥২০—২৩॥

ইতি ব্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

পাণ্ডবগণ ভূতলে শয়ন কবেন এবং তাঁহাদের অঙ্গসকল ধূলিতে পরিপূর্ণ, ইহা দেখিয়া, আর তাদৃশ ভুঃখভোগেব অযোগ্য দ্রৌপদকেও দেখিয়া সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা অত্যন্ত ভুঃখিত হইয়া আত্মনাদ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তদনন্তর অত্যন্ত অধ্যবসায়শালী যুধিষ্ঠিব—রাম, কৃষ্ণ, প্রত্নায়, শাম্ব, সাত্যকি এবং অন্ধ্যাশ্চ বৃষ্ণিবংশীয়গণের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন ॥২০॥

তখন তাঁহারাও পাণ্ডবদেব সকলকেই প্রতिसম্মানিত করিলে, পাণ্ডবেরাও আবার সেইরূপই তাঁহাদের আদর করিলেন । রাজা ! তখন দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন কবেন, তেমন বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন ॥২১॥

তাহার পর হৃষ্টচিত্ত যুধিষ্ঠির বিশেষ আশ্বস্তভাবেই তাঁহাদের নিকটে হৃদ্যোধন-প্রভৃতির আচরণ, নিজেদের বনবাস এবং অস্ত্রশিক্ষার জন্য ইন্দ্রভবনে অর্জুনের গমন ইত্যাদি সংবাদ বলিলেন ॥২২॥

শ্রদ্ধা তু তে তস্য বচঃ প্রতীতাস্তাংশ্চাপি দৃষ্ট্বা স্মৃশানতীব ।
 নেত্রোদ্ভবং সংযুচুর্গহার্হা ছুঃখাভিজং বারি মহানুভাবাঃ ॥২৩॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি
 তীর্থযাত্রায়াং বাৰ্ণেয়যুধিষ্ঠিরসমাগমে নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

শততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

প্রভাসতীর্থমাসাং পাণ্ডবা বৃক্ষয়ন্তথা ।
 কিমকুৰ্বন্ কথাসৈচমাং কান্তত্ৰাসংস্তপোধন ! ॥১॥
 তে হি সৰ্ব্ব মহাত্মানঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
 বৃক্ষয়ঃ পাণ্ডবাসৈচব স্মৃদদশ্চ পরম্পরন্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বৈতি । প্রতীতাঃ রূপপ্রত্যয়াঃ, তান্ পাণ্ডবান্ । মহার্হা মহামাত্মাঃ ॥২৩॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসদিক্কান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিদচিহ্নায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বনি তীর্থযাত্রায়াং নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

- প্রভাসেতি । কথা আলাপাঃ, এষামুভয়েষাং পরম্পরম্ ॥১॥
 • ত ইতি । অতো বিবিধবিষয়ালোচনা ঋবৈবাসীদিতি ভাবঃ ॥২॥

তখন মহামান্ন ও মহাপ্রভাবশালী সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া,
 তাহা বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়া ছুঃখপীড়াবশতঃ অশ্রু
 মোচন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—“তপোধন ! পাণ্ডবগণ ও বৃষ্ণিগণ প্রভাসতীর্থে যাইয়া
 কি করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহাদের পরস্পর কি আলাপ হইয়াছিল ? ॥১॥

তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ও সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন এবং বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবগণ
 পরস্পর স্মৃদদও ছিলেন” ॥২॥

* ‘...অষ্টাদশাধিকশততমঃ...’—বা ব কা, ‘...উনবিংশত্যাধিকশততমঃ...’—পি নি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রভাসতীর্থং সম্প্রাপ্য পুণ্যং তীর্থং মহোদধেঃ ।

বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবান্ বীরাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে ॥৩॥

ততো গোকীরকুন্দেন্দু যুগালরজতপ্রভঃ ।

বনমালী হলী রামো বভাষে পুরুষৈক্ৰমং ॥৪॥

ন কৃষ্ণ ! ধর্মশ্চরিতো ভবায় জন্তোরধর্মশ্চ পরাভবায় ।

যুধিষ্ঠিরো যত্র জটী মহাত্মা বনাশ্রয়ঃ ক্লিষ্টতি চীরবাসাঃ ॥৫॥

দুর্যোধনশ্চাপি মহীং প্রশান্তি ন চাস্ত ভূমিবিবরং দদাতি ।

ধর্মাদধর্মশ্চরিতো গরীয়ানীতীব মন্ত্রেত নবোহল্লবুদ্ধিঃ ॥৬॥

দুর্যোধনে চাপি বিবর্দ্ধমানে যুধিষ্ঠিরে চাত্তম্যমাত্রাজ্যে ।

কিং নত্র কর্তব্যমিতি প্রজ্ঞাভিঃ শঙ্কা মিথঃ সংজনিতা নরাণাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি । পরিবার্য পরিবেষ্টা, উপতস্থিরে সমীপে স্থিতাঃ ॥৩॥

তত ইতি । হলী হলবৎ : । পুরুষৈক্ৰমং পুণ্ডরীকাকং কৃষ্ণম্ ॥৪॥

নেতি । ভবায় উন্নতয়ে, জন্তোমাত্মসম্ভ । জটী জটাজুং, চীরবাসাঃ কৌপীনভূং ॥৫॥

দুর্যোধন ইতি । অল্লবুদ্ধিরি ত্যেনেন মহাবুদ্ধিস্ত নৈব মন্ত্রেতেতি স্ফুটতম্ ॥৬॥

দুর্যোধন ইতি । অমৃতং যথা স্ত্রীকথা, আকং পরৈগৃহীতং রাজ্যং যস্ত তস্মিন্ মতি, অত্র পুণ্যপাপয়োর্মধ্যে অস্মভিঃ, কিং পুণ্যং পাপং বা বর্দ্ধয়ামিতি শঙ্কা সন্দেহঃ, প্রজ্ঞাভিঃ,

ভাবতভানুদীপঃ

প্রভাসেতি ॥১—৩॥ হনোতি হলধরত্বাং ধর্মশ্চাপি নিন্দাং করিষ্যতীতি ধ্বনিতম্ ॥৪॥

ভবায় অভ্যাদযায় ॥৪॥ বিবরং শরীবগ্গহনায ন দদাতিতার্থঃ ॥৬॥ মিথঃ শঙ্কা, ধর্মাদধর্ময়োঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বীৰ বৃষ্ণিগণ মহাসমুদ্রেব পুণ্যতীর্থ প্রভাসতীর্থে যাইয়া পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৩॥

তাহার পর গোহৃৎ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, যুগাল ও বোপ্যের জ্যায় শুভ্রবর্ণ এবং বনমালাধারী হলধর বাম কৃষ্ণকে বলিলেন—॥৪॥

“কৃষ্ণ ! ধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও মানুষের উন্নতি হয় না, আবার অধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অবনতি ঘটে না । যেহেতু মহাত্মা যুধিষ্ঠির জটী ও কৌপীন ধারণ করিয়া বনে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন ॥৫॥

আবার দুর্যোধন পৃথিবী শাসন করিতেছে ; কিন্তু পৃথিবী উহাকে (প্রবেশ করিবার জন্ত) বিবর দিতেছেন না ; অতএব ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা অধর্মানুষ্ঠানই ভাল ; ইহাই যেন অল্লবুদ্ধি লোক মনে করিবে ॥৬॥

(৩)...পুণ্যতীর্থং মহোদধেঃ—বা ব কা । (৭)...কিং তত্র—পি, ...কিঞ্চ—বা ব কা ।

অয়ং স ধর্মপ্রভবো নরেন্দ্রো ধর্ম্যে ধৃতঃ সত্যধৃতিঃ প্রদাতা ।
 চলেক্ষি রাজ্যাক্ষ সুখাক্ষ পার্থো ধর্ম্যাদপেতস্ত কথং বিবর্কেৎ ॥৮॥
 কথং নু ভীষ্মশ্চ কৃপশ্চ বিপ্রো দ্রোণশ্চ রাজ্ঞা চ কুলশ্চ বৃদ্ধঃ ।
 প্রব্রাজ্য পার্থান্ স্তম্বমাপ্নুবন্তি ধিক্ পাপবুদ্ধীন ভরতপ্রধানান্ ॥৯॥
 কিং নাম বক্ষ্যত্যবনিপ্রধানঃ পিতৃন্ সমাগম্য পরত্র পাপঃ ।
 পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ময়েতি পুত্রানপাপান্ ব্যবরোপ্য রাজ্যাত্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নরাণাং মধ্যে, মিথঃ পরস্পরং সংজনিতা । তথা চ পাপে সতি দুর্গোপধনস্ত বৃদ্ধিঃ, তন্নিম্নসতি চ যুধিষ্ঠিরস্ত ক্ষয় ইতি প্রত্যক্ষদর্শনাৎ পাপমেব কর্তব্যম্ ? আহোশ্বিং অদ্বয়ব্যভিচারমঙ্গীকৃত্যপি ‘পুণ্যং শ্রেয়সঃ কারণম্’ ইতি বুদ্ধোপদেশাৎ পুণ্যমেব কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৭॥

অথ কৃতামপি প্রতিজ্ঞামুৎক্রম্য যুধিষ্ঠিবো বলেন কথং ন রাজ্যং গৃহীতবানিত্যাহ — অযমিতি । ধর্ম্যপ্রভবো ধর্ম্যপুয়ঃ । ধর্ম্যে যতোহবস্থিতঃ, “পুঙ্ অদস্থানে” ইত্যস্ত রূপম্ । সত্যধৃতির্ধর্মার্থধৈর্য্যঃ । চলেদ্রষ্টোৎ । বিবর্কেৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গেন রাজ্যলাভাৎ ॥৮॥

পাণ্ডবনিবাসনে ভীষ্মদানামপি সম্মতিঃ সম্মাপ্য হান্ নিন্দতি—কথমিতি । রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ । পাপবুদ্ধীন, পক্ষপাতাদিত্যাশয়ঃ । ভবতেতি তু দ্রোণরূপযোগোপপলক্ষণম্ ॥৯॥

কিমিতি । পাপঃ, অবনিপ্রধানো ধৃতরাষ্ট্রঃ, অপাপান্, পুত্রান্, পুত্রস্থানীয়ান্ পাণ্ডবান্, বাক্যাত্ ব্যবরোপা নির্বাসিত, পরত্র পরলোকে, পিতৃন্ সমাগম্য, যথা পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ব্যবহৃতম্, ইতি কিং নাম বক্ষ্যতি বক্তুং শঙ্ক্যতি ? কথমপি ন ॥১০॥

ভাবতভাবদীপঃ

কিং বলীয় ইতি শাস্ত্রসুভবযোগ্যবিবেচনাৎ সংশয়ঃ ॥৭॥ রাজ্যাক্ষ তথাচ চলেন্ন তু ধর্ম্যাদিতি শেষঃ, তত্র হেতুঃ ধর্ম্যাদিতি । কথমিত্যুপস্থাপনম্ ॥৮-৯॥ ৭ নিপ্রধানো ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥১০॥

দুর্গোপধনের উন্নতি হইতেছে, আর দুঃখ দিয়া রাজা হরণ করায় যুধিষ্ঠিরের ক্ষয় হইতেছে ; সুতরাং পুণ্য ও পাপের মধ্যে আমাদের কোনটা কত্তব্য, এইভাবে লোকেরা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছে ॥৭॥

ধর্ম্যের পুত্র, ধর্ম্যে অবস্থিত, যথার্থ ধীরপ্রকৃতি ও দাতা—এই রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য ও সুখ হইতে বিচ্যুত হইতে পাবেন বটে ; কিন্তু ধর্ম্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কি করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন ॥৮॥

ভীষ্ম, ব্রাহ্মণ দ্রোণ ও কৃপ এবং বংশের মধ্যে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র—ইহারা পাণ্ডবগণকে নির্বাসিত করিয়া কি করিয়া সুখ পাইতেছেন : সুতরাং পাপবুদ্ধি ভরতবংশীয় বৃদ্ধদিগকে ধিক্ ॥৯॥

পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিষ্পাপ পুত্রস্থানীয় পাণ্ডবগণকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া পরলোকে পিতৃলোকদের নিকটে যাইয়া ইহা কি বলিতে পারিবে যে, ‘আমি পুত্রগণের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যবহার করিয়াছি ?’ ॥১০॥

নামৌ ধিয়া সম্প্রতি পশ্চতি স্ম কিং নাম কৃত্বাহমচক্ষুরেবম্ ।

জাতঃ পৃথিব্যামিতি পাথিবেষু প্রব্রাজ্য কৌন্তেয়মিতি স্বরাজ্যাৎ ॥১১॥

নূনং সমৃদ্ধান্ পিতৃলোকভূমৌ চামীকরাভান্ ক্ষিতিজান্ প্রফুল্লান্ ।

বিচিত্রবীর্যাস্ত স্ততঃ সম্পূত্রঃ কৃত্বা নৃশংসং বত পশ্চতি স্ম ॥১২॥

ব্যাটোত্তরাংশান্ পৃথুলোহিতাক্ষান্ ইমান্ স্ম পৃচ্ছন স শৃণোতি নূনম্ ।

প্রাস্থাপয়দ্ব্যং স বনং হৃশঙ্কো যুধিষ্ঠিরং সানুজমাত্তপস্রম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ধৃতরাষ্ট্রাভিমুখ্যকারিতাং নিন্দতি—নেতি । অহং পূর্বজন্মনি কিং নাম পাপং কৃত্বা এবমিখম্, অচক্ষুরকো জাতঃ ; তন্ন জানামীতি ভাবঃ । সম্প্রতি তু কৌন্তেয়ং স্বরাজ্যাৎ প্রব্রাজ্য, পৃথিব্যাং পাথিবেষু মধ্যে কিং নাম কৌদ্রশো জাতো ভবেয়মিতি, ধিয়া ন পশ্চতি স্ম নালোচিতবান্ । অতীবঘ্নিতো জাত ইতি ভাবঃ ॥১১॥

ইহলোক ইব পরলোকেহপি ধৃতরাষ্ট্রস্ত নিন্দাং সম্ভাবয়তি—নূনমিতি । সম্পূত্রো বিচিত্রবীর্যাস্ত পুত্রো ধৃতরাষ্ট্রঃ, নৃশংসং পাণ্ডবনির্কাসনরূপং নিষ্টরং কথ্য কৃত্বা, পিতৃলোকভূমৌ পরলোকে, সমৃদ্ধান্ ধর্মসমৃদ্ধিসম্পন্নান্, অতএব চামীকরাভান্ কান্ধনবর্ণান্, ক্ষিতিজান্ অগ্ন্যাত্তান্ নৃপতীন, নূনং নিশ্চিতমেব, প্রফুল্লান্ সং প্রতাপল্লগ্ননহাশ্বেন প্রফুল্লবদনান্, পশ্চতি ত্রক্ষ্যাতীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ভমানা । অতো ধিগিম্মুভয়লোকনিন্দা—ধৃতরাষ্ট্রমিতি ভাবঃ । বতেতি খেদে, স্মেতি পাদপূরণে ॥১২॥

তেভ্যঃ প্রত্যক্ষত এব ধৃতরাষ্ট্রঃ বনিন্দাং শ্রোত্বাতীত্যাহ—ব্যাচেতি । স ধৃতরাষ্ট্রঃ, ব্যাটো প্রগাঢ়ো উত্তরো উত্তরো চ অংশৌ স্বকৌ যেমাং তান্, পৃথুলোহিতাক্ষাংশ, ইমান্ উক্তান্

ভারতভাবদীপঃ

নাসাবিতি । কিং নাম পাপং কৃত্বাহমচক্ষুরাতঃ, কৌন্তেয়ং প্রব্রাজ্য কৌদ্রশো ভবিষ্যামিতি ধিয়া নামো পশ্চতীত্যধ্যাক্ষত্যা যোজ্যম্ ॥১১॥ চামীকরাভান্ কনকপ্রভান্, এতন্নরগচ্ছিম্, নৃশংসং নিন্দ্য কথ্য ॥১২॥ ইমান্ ভীষ্মাদীন শৃণোতি হিনস্তি, শৃণোতীতি লেখকপ্রমাদঃ, ন শৃণোতীতি গোড়পাঠে তু—“অয়মগ্নিবৈশ্বানরো যোহয়মন্তঃ পুরুষো যেনেদমন্তঃ পচ্যাতে যদিদমন্ততে তত্শিব

‘আমি পূর্বজন্মে কি পাপ করিয়া ইহজন্মে এইরূপ অন্ধ হইয়াছি, (তাহা জানি না) ; আবার এখন যুধিষ্ঠিরকে তাহার আপন রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কিরূপ হইব’ ইহা বোধ হয় তখন ধৃতরাষ্ট্র মনে মনেও আলোচনা করে নাই ॥১১॥

হায় ! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই নৃশংস কার্য্য করিয়া, পরলোকে যাইয়া, ধার্মিক ও স্বর্ণবর্ণ অগ্ন্যাত্ত রাজাকে নিশ্চয়ই (বিজ্ঞপের হাসিতে) প্রফুল্লমুখ দেখিতে পাইবে ॥১২॥

যোহয়ং পরেষাং পূতনাং সমৃদ্ধাং নিরায়ুধো দৌৰ্ঘভুজো নিহন্তাৎ ।

শ্রুত্বৈব শব্দং হি বৃকোদরস্তা গৃধ্বন্তি সৈন্তানি শক্লুং সমূত্রম্ ॥১৪॥

স ক্ষুৎপিপাসাধ্বকৃশস্তরস্বী সমেত্য নানায়ুধবাণপাণিঃ ।

বনে স্মরন্ বাসমিমাং স্তবোরং শেষং ন কুৰ্য্যা'দতি নিশ্চিতং মে ॥১৫॥

ন হ্যস্ত বীৰ্য্যেণ বলেন কশ্চিৎ সমঃ পৃথিব্যামপি বিগৃতেহন্যঃ ।

স শীতবাততপকর্ষিতাপ্তো ন শেষমাজ্জাবয়ন্তঃ স কুৰ্য্যাৎ ॥১৬॥

প্রাচ্যান্ নৃপানেকরণেন জিহ্না বৃকোদরঃ সানুচরান্ রণেষু ।

স্বস্ত্যাগমদ্যোহতিরথস্তরস্বী সোহয়ং বনে ক্লিষ্ট্যতি চৌরবাসাঃ ॥১৭॥

ভাবতকৌমুদী

পরলোকস্থান্ ক্রিতিজান্, পৃচ্ছন্ তেষাং হস্তকাংগং জিজ্ঞাসমানঃ সন্, ননং নিশ্চিতমেব, শৃণোতি
এতৎ শ্রোত্বাতি, যৎ, স পুত্রবাষ্টং, অশক্বে নিরুদ্বৈগ এব, আন্তশস্ত্রং নক্সাত্ত্বিচ্ছমপি সানুজং যুধিষ্ঠিরম্,
বনং প্রাস্থাপয়ৎ । পক্ষপাতেন গুণবতামেব যুধিষ্ঠিবাদিনাং নিকাসনমেব তেষাং হস্তকারণমিতি
ভাবঃ ॥১৩॥

ইদানীং ভ'নবিদয়ং বিবৃণোতি—য ইতি । পৃ'তনাং সেনাম্ । 'ক্লুং পু'সীষম্ ॥১৪॥

স ইতি । 'তরস্বী বলবান্ । শেষং ন কুৰ্য্যাৎ অপি তু নিঃশেষমেব কুৰ্য্যাৎ ॥১৫॥

নেতি । বীৰ্য্যং মানসিক শক্তিঃ, বলঞ্চ কাযিকা শক্তিঃ । অজৌ যুদ্ধে, অস্থত্বং
শত্রুবলম্ ॥১৬॥

ভাবতভাবদীপঃ

ঘোষো ভবতি । যমেতৎ বর্ণাবলিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্ঠান্ ভবতি নৈনং ঘোষণ
শৃণোতি" ইতি শ্রুতার্থোক্তসঙ্ক্ষেপঃ ১৩—১৭ ॥ শেষং ন কুৰ্য্যাৎ নিঃশেষমেব নাশয়েদিত্যর্থঃ

তা'র পব সেই দৃঢ় পীতবস্কন্ধ ও বৃশাল লোহিতনে' বাজগণকে সেই হস্তের
কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে, পুত্রবাষ্ট্র নিশ্চয়ই ইহা শুনিবে যে, 'তুমি ভ্রাতাদেব স'হিত
• অস্ত্রবিছায় সুশিক্ষিত যুধিষ্ঠিবকে নিকরাসিত কবিয়াছিলে কি না, (তাহা ভাবিয়াই
আমরা হাসিতেছি)' ॥১৭॥

যে দৌর্ঘবাহু ভীমসেন নিরস্ত্র হইয়াও, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিপক্ষসৈন্যকে সংহাব
করিতে পারেন, সেই ভীমসেনের শব্দ শুনিয়াই বিপক্ষসৈন্যেবা ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ
করিয়া থাকে ॥১৪॥

ক্ষুধা, পিপাসা ও পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত সেই বলবান্ ভীমসেন নানাবিধ অস্ত্র ও
বাণ ধারণ করিয়া যাইয়া, বনবাসের এই ভয়ঙ্কর কষ্ট স্মরণ করিয়া শত্রুপক্ষের শেষ
রাখিবেন না ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা ॥১৫॥

কি মানসিক বল, কি দৈহিক বল, কোনটাতেই উহার সমান অপব কোন
লোক পৃথিবীতে নাই ; শীত, বায়ু ও রৌদ্রে কৃশীকৃতদেহ সেই প্রসিদ্ধ এই ভীমসেন
যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিঃশেষই করিবেন ॥১৬॥

যঃ সিন্ধুকূলে ব্যাজয়মৃদেবান্ সমাগতান্ দাক্ষিণাত্যান্ মহীপান্ ।
 তং পশ্যতেমং সহদেবমগ্ন তরশ্বিনং তাপসবেশরূপম্ ॥১৮॥
 যঃ পার্থিবানেকরথেন জিগ্যে দিশং প্রতীচীং প্রতি যুদ্ধশৌণ্ডঃ ।
 সোহয়ং বনে মূলফলেন জীবন্ জটী চরত্যগ্ন মলাচিতাক্ষঃ ॥১৯॥
 সত্রে সমুদ্বৈতীরথস্ত রাজ্ঞো বেদীতলাদুৎপতিতা স্ততা যা ।
 সেয়ং বনে বাসমিমং স্তুত্বঃ কথং সহত্যগ্ন সতী স্তথার্বা ॥২০॥
 ত্রিবর্গমুখ্যস্ত সমীরণস্ত দেবেশ্ববস্ত্যাপ্যথ চাশ্বিনোশ্চ ।
 এষাং স্তরাণাং তনয়াঃ কথং নু বনেহচরন্ হস্তস্তথাঃ স্তথার্বাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

প্রাচ্যানিতি । শস্তি মঙ্গলেন । তবশী বলবান্ । চীববাসাঃ কোপীনধাবী ॥১৭॥
 অথ প্রাচ্যা ভৌমবিজয়ং বর্ণয়িত্বা তৎক্রমেণ বর্ণয়ন্ জ্যোষ্ঠমপি প্রতীচীবিজয়িনং নকুলমুলজ্ঞা
 অবাচীবিজয়িনং সহদেবং বর্ণয়তি—য ইতি । নৃষু দেবা ইব নৃদেবাস্তান্ ॥১৮॥
 ইদানীং নকুলং বর্ণয়তি—য ইতি । যুদ্ধে শৌণ্ডঃ মন্তঃ । মলাচিতাক্ষো ধূলিব্যাগ্তাক্ষঃ ॥১৯॥
 দ্রৌপদীং বিবৃণোতি—সত্র ইতি । সত্রে যজ্ঞে । বাজ্ঞো রূপদস্ত ॥২০॥
 জীতি । ত্রিবর্গে ধর্ম্মার্থকামেষু মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্ম ইত্যর্থস্তস্ত, সমীরণস্ত বায়োঃ, দেবেশ্বরস্ত
 ইন্দ্রস্ত । অন্তস্তথাস্তিরোহিতস্তথাঃ, স্তথার্বাঃ স্তুত্বভোগযোগ্যাঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

১৫—১৬। শস্তি ক্ষেমেণ, আগমং আগতঃ ॥১৭—১৮॥ সোহয়ং নকুলঃ ॥১৯॥ রাজ্ঞো
 রূপদস্ত ॥২০॥ ত্রিবর্গমুখ্যস্ত ধর্ম্মস্ত । ‘ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থঃ’ ইত্যমরঃ । বনে অচবন্ হি,

অতিবথ ও বলবান্ যে ভৌমসেন একমাত্র বথে, অনুচরবর্গের সহিত পূর্বদেশীয়
 রাজগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া কুশলেই আগমন করিয়াছিলেন, এই সেই ভৌমসেন
 কোপীন পরিধান করিয়া বনবাসেব কষ্ট ভোগ করিতেছেন ॥১৭॥

যিনি সমুদ্রের তীরে সম্মিলিত মনুষ্যশ্রেষ্ঠ দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণকে জয়
 করিয়াছিলেন, এই সেই বলবান্ সহদেবকে আপনারা আজ তপস্বিবেশে দর্শন
 করুন ॥১৮॥

যুদ্ধমন্ত যে বীর একরথে পশ্চিমদিকের রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন, এই সেই
 নকুল ফল-মূল-ভক্ষণে জীবিত থাকিয়া, জটী ধারণ করিয়া এবং ধূলিধূসরাক্ত হইয়া
 আজ বনে বিচরণ করিতেছেন ॥১৯॥

অতিরথ রূপদরাজার যে কন্যা আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞবেদী হইতে উথিত
 হইয়াছিলেন ; এই সেই দ্রৌপদী স্তুত্বভোগের যোগ্য হইয়াও আজ এই বনবাসের
 গুরুতর দুঃখ কি করিয়া সত্ত্ব করিতেছেন ! ॥২০॥

ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ পুত্র স্তুত্বভোগের
 যোগ্য হইয়াও কি করিয়া বনের ভিতরে দুঃখে বিচরণ করিলেন । ॥২১॥

জিতে হি ধৰ্ম্মস্ত স্তুতে সভাৰ্য্যে সভাতৃকে সানুচরে নিরন্তে ।
দুর্য্যোধনে চাপি বিবৰ্দ্ধমাণে কথং ন সৌদত্যবনিঃ সশৈলা ॥২২॥

সাত্যকিরূবাচ ।

ন রাম ! কালঃ পৰিদেবনায় যদুত্তরং তত্র তদেব সৰ্ব্বৈ ।
সমাচরামো হনতীতকালং যুধিষ্ঠিরো যতপি নাহ কিঞ্চিৎ ॥২৩॥
যে নাথবন্তো হি ভবন্তি লোকান্তে নাত্মনা কৰ্ম্ম সমারভন্তে ।
তেষাস্তু কার্য্যেষু ভবন্তি নাথাঃ শিবিদায়ো রাম ! যথা যযাতেঃ ॥২৪॥
যেষাং তথা রাম ! সমারভন্তে কার্য্যাণি নাথাঃ স্মতেন লোকে ।
তে নাথবন্তঃ পুরুষপ্রবীরা নানাথবৎ কৃচ্ছ্রমবাণ্ণু বন্তি ॥২৫॥
কস্মাদিমৌ রামজনাদিনৌ চ প্রত্ন্যস্তশাপৌ চ ময়া সমেতৌ ।
বসন্ত্যরণ্যে সহ সোদরৌ যৈঃ স্ত্রলোক্যনাথানধিগম্য পার্থাঃ ॥২৬॥

ভাবতকৌমুদী

আক্ষেপাদ্ভবাতি—জিৎ ইতি । নিরন্তে নিরাসিতে । সৌদতি বিদৌর্হাতে ॥২২॥
নেতি । পৰিদেবনায় বিলাপায়, যৎ উত্তরং পবকর্তব্যম্ । নাহ ন ব্রবীতি ॥২৩॥
য ইতি । নাথঃ সহায়ঃ । আত্মনা স্বয়ম্ । ভবন্তি প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ ॥২৪॥
যেষামিতি । নাথাঃ সহায়ঃ । অনাথবৎ নিঃসাহায়া ইব, কৃচ্ছ্রং কষ্টম্ ॥২৫॥
কস্মাদিতি । ত্রৈলোক্যনাথান্ বসন্ত্যভাবেণ ত্রিভুবনপ্রভুস্বযোগ্যান্ বামাদীন ॥২৬॥

ভাৰ্য্যা, ভ্রাতা ও অনুচববৰ্গেব সহিত ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিজিত ও নিৰ্ব্বাসিত হইয়াছেন ; আর (পাপাত্মা) দুর্য্যোধন বন্ধি পাইতেছে . ইহাতে পৰ্ব্বতসমস্থিতা পৃথিবী বিদৌৰ্ণ হইতেছেন না কেন ?” ॥২২॥

সাত্যকি বলিলেন—“বলদেব ! এটা বিলাপ পরিবার সময় নহে । যদিও যুধিষ্ঠির কিছু বলিতেছেন না, তথাপি আমরা সকলেই অবিলম্বে সেখানে যাইয়া—যাহা পরকর্তব্য, তাহাই কবি ॥২৩॥

কারণ, যে সকল লোক সহায়সম্পন্ন হন, তাঁহারা নিজেরা কোন কৰ্ম্ম করেন না । যেহেতু শিবিপ্রভৃতি যেমন যযাতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তেমন সহায় লোকেরাই তাঁহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥২৪॥

বলদেব ! জগতে সহায় লোকেরা আপন আপন মত অনুসারে যাহাদের কার্য্য করে, সেই সহায়সম্পন্ন প্রধান পুরুষেরা নিঃসহায়ের গ্রায কষ্ট অনুভব করেন না ॥২৫॥

আমার সহিত এই রাম ও কৃষ্ণ এবং প্রত্ন্যস্ত ও শাপ, আমরা এই কয়

(২২) ইতঃ পরম্ ‘...একোবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব ক, ‘...বিংশত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ’—পি নি । (২৩) ...শৈব্যাদয়ো রাম !—নি ।

নিৰ্যাতু সাধ্বগ্য দশার্হসেনা প্রভৃতনানায়ুধচিত্রবৰ্ম্মা ।
 যমক্ষয়ং গচ্ছতু ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রঃ সবাঙ্কবো বৃষ্ণিবলাভিভূতঃ ॥২৭॥
 ত্বং হে ব কোপাৎ পৃথিবীমপীমাং বিনাশয়েন্তিষ্ঠতু শাক্ষধন্বা ।
 স ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রং জহি সানুবক্ষং বৃত্রং যথা দেবপতির্মহেশ্বরঃ ॥২৮॥
 ভ্রাতা চ মে যঃ স সখা গুরুশ্চ জনার্দনস্তাত্মসমশ্চ পার্থঃ ।
 যদর্থমৈচ্ছামনুজঃ সুপুত্রং শিষ্যং গুরুশ্চাপ্রতিকূলবাদম্ ॥২৯॥
 যদর্থমভ্যুগতমুত্তমং তৎ করোতি কৰ্ম্মাগ্র্যমপারণীয়ম্ ।
 তস্তাস্ত্রবৰ্ষাণাহমুত্তমাস্ত্রবিহত্য সৰ্ব্বানি রণেহভিভূয় ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

নিৰ্যাত্বিতি । দশার্হাণাং বৃষ্ণীনাং সেনা । যমক্ষয়ং যমানয়ম্ ॥২৭॥

ঘমিতি । স্বমেক এবৈতি ভাবঃ । শাক্ষধন্বা কৃষ্ণঃ । বৃত্রং বৃত্রাসুরম্ ॥২৮॥

ভ্রাত্তেতি । যো মে ভ্রাতা পিতৃবৃন্দপুত্রসম্পর্কাৎ, সখা সৌহৃদ্যং, গুরুশ্চ অঙ্গশিক্ষাদানাত্,
 জনার্দনস্ত কৃষ্ণশ্চ আত্মসমঃ সখা, স পার্থোহর্জুনশ্চ, তিষ্ঠতি পূৰ্ব্বায়ুৰ্বৃদ্ধিঃ । যেন হি মনুজঃ,
 যদর্থং স্বকাৰ্য্যকরণার্থম্, সুপুত্রম্, ঐচ্ছৎ, গুরুশ্চ অপ্ৰতিকূলবাদং শিষ্যম্ ঐচ্ছৎ । অর্জুনশিষ্যো-
 হহমর্জুনশ্চ তৎ কাৰ্য্যং করিষ্যামীতি শেষঃ ॥২৯॥

অথ বিপক্ষঃ কর্ণোহস্তীতি চেষ্টভ্রাতৃহ—যদর্থমিতি । যেন কর্ণেন যদর্থং দুর্যোধনবিপক্ষ-

ভারতভাবদীপঃ

অন্তস্থখা ইতি ছেদঃ ॥২১—২৩॥ নাথবন্ত ঐশ্বর্যবন্তঃ । ভাবে ঘৎ, নাথানা ন স্বয়ং নাথাঃ
 কাৰ্য্যসাধকাঃ, শিষ্যাদয় ইত্যেবপাঠঃ, শৈষ্যাদয় ইতি পাঠে তু স্বার্থে ঞ্জৎ ॥২৪—২৯॥ স

জনই ত্রিভুবনেরও প্রভু করিতে পারি ; সুতরাং আমাদেরগকে পাইয়া পাণ্ডবগণ
 কেন আত্মীয়গণের সহিত বনে বাস করিতেছেন ? ॥২৬॥

সুতরাং অতাই বৃষ্ণিসেনা বিচিত্র বর্ষ পরিধান করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে
 নানাবিধ অস্ত্র লইয়া সুন্দরভাবে নির্গত হউক ; পরে বাঙ্কবগণের সহিত দুর্যোধন
 বৃষ্ণিসৈন্তে আক্রান্ত হইয়া যমালয়ে গমন করুক ॥২৭॥

অথবা কৃষ্ণ (প্রভৃতি) থাকুন ; আপনি একাই ত ক্রোধে এই পৃথিবীটাকেও
 বিনাশ করিতে পারেন ; সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন,
 তেমন আপনিই অমুচরবর্গের সহিত দুর্যোধনকে বধ করুন ॥২৮॥

যিনি আমার ভ্রাতা, সখা ও গুরু এবং কৃষ্ণের আত্মতুল্য মুহুৎ, সেই অর্জুনও
 থাকুন । কারণ, মানুষ যে জন্তু সুপুত্র ইচ্ছা করে এবং গুরু যে জন্তু অপ্ৰতিকূলবাদী
 শিষ্য ইচ্ছা করেন, তাহা আমিই করিব ; কেন না, আমি অর্জুনের শিষ্য ॥২৯॥

(২৮)...সংবেষ্টয়েন্তিষ্ঠতু শাক্ষধন্বা—বা ব কা নি । (২৯)...যদর্থমৈচ্ছন্ মনুজাঃ—বা ব কা ।

কোপাচ্ছিন্নঃ সৰ্পবিষাগ্নিকল্পৈঃ শরোত্তমৈরুন্মথিতাশ্মি রাম ! ।

থড়্গেন চাহং নিশিতেন সংখ্যে কায়াচ্ছিন্নস্তস্ত বলাৎ প্রমথ্য ॥৩১॥

ততোহস্ত সৰ্বানলুগান্ হনিষ্যে দুৰ্য্যোধনঞ্চাপি কুরুংশ্চ সৰ্বান্ ।

আত্মাযুধং মামিহ রোহিণেয় । পশ্যন্তু ভৈমা যুধি জাতহৰ্ষাঃ ॥৩২॥

নিঘ্নন্তমেকং কুরুযোধমুখ্যানগ্নিং মহাকঙ্কমিবালুকালে ।

প্রত্যন্নমুক্তান্ নিশিতান্ ন শক্তাঃ সোঢ়্যং কৃপদ্রোণবিকৰ্ণকর্ণাঃ ॥৩৩॥

(কলাপকম্)

জানামি বীৰ্য্যঞ্চ জয়াত্মজস্য কাঞ্চিভবত্যেষ যথা রণস্থঃ ।

শাস্ত্রং সসূতং সরণং ভুজাভ্যাং দৃশ্যাসনং শাস্ত্র বলাৎ প্রমথ্য ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

জয়ার্থম্, উত্তমমস্ত্রম্ অভ্যুত্থাত্ম, যশ্চ কৰ্ণঃ অস্ত্রেরপারণীয়ম্, অগ্রাৎ শ্রেষ্ঠং তৎ দুৰ্য্যোধনবিপক্ষবিজয়-
রূপং কঞ্চ করোতি, অহমুত্তমাস্ত্রৈঃ স্ত্রৈঃ তস্ত সৰ্পাণি অস্ত্রবৰ্গাণি বিহত্যা, তজ্জাতিভূয়, কোপাৎ,
সৰ্পবিষাগ্নিকল্পৈঃ শরোত্তমৈঃ, তস্ত শিরঃ উন্মথিতাশ্মি বিদলিচ্ছামি। অথবা হে রাম। অহং
সংখ্যে যুদ্ধে বলাৎ নিশিতেন থড়্গেন তস্ত কায়াংশ্চিৎ প্রমথ্য নিপাত্য, ততঃ অস্ত্র কৰ্ণস্ত সৰ্বান্
অলুগান্, দুৰ্য্যোধনঞ্চ, অলুগান্ সৰ্বান্ কুরুংশ্চাপি হনিষ্যে। হে রোহিণেয়। রাম! ভৈমা ভীমপক্ষীয়
যোধ্যাঃ, জাতহৰ্ষাঃ সন্তঃ, অস্ত্রকালে মহাকঙ্কং মহাভয়বনম্, নিঘ্নন্তং দহন্তমগ্নিমিব, ইহ যুধি,
আত্মাযুধং গৃহীতাস্ত্রম্, কুরুযোধমুখ্যান্ নিঘ্নন্তম্ এবং মামেব পশ্যন্তু। কিঞ্চ, কৃপদ্রোণবিকৰ্ণকর্ণা
অপি প্রত্যন্নমুক্তান্ নিশিতান্ বাণান্ সোঢ়্যং ন শক্তা ভবেয়ুঃ ॥৩০ ৩১॥

জানামীতি। এষ কাঞ্চিঃ কৃষ্ণপুত্রঃ প্রহ্লাদঃ, বণস্থো যথা ভবতি, তথা ভূতস্ত জয়াত্মজস্ত
অৰ্জুনপুত্রস্ত অভিমন্ত্রোশ্চ বীৰ্য্যং জানামি ॥৩৪॥

বলদেব! যে কৰ্ণ যে জয়া উত্তম অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছে এবং যে কৰ্ণ
অস্ত্রের অসাধ্য সেই শ্রেষ্ঠ কার্যা সম্পাদনও করিয়া থাকে, আমি উত্তম উত্তম
অস্ত্রদ্বাৰা যুদ্ধে সেই কৰ্ণের সমস্ত অস্ত্রবধন প্রতিহত কবিয়া এবং তাহাকে পরাভূত
করিয়া, সৰ্পবিষ ও অগ্নিব তুল্য তীক্ষ্ণ উত্তম বাণসমূহ দ্বারা ক্রোধে তাহার মস্তক
বিদীৰ্ণ করিব; কিংবা আমি নিশিত তববারিদ্বারা যুদ্ধে বলপূৰ্ব্বক তাহার দেহ
হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন কবিয়া, তৎপবে তাহার সমস্ত অলুচর, দুৰ্য্যোধন এবং সমস্ত
কৌববকে বিনাশ কবিব। বোহিণীনন্দন! তৎকালে ভীমপক্ষীয় লোকেরা
আনন্দিত হইয়া দেখিবে যে, প্রলয়কালে অগ্নি যেমন শুষ্ক মহাবন দহন করে, আমি
একাকী অস্ত্র ধারণ করিয়া সেইরূপই সেই যুদ্ধে কুরুপক্ষীয় যোদ্ধাশ্রেষ্ঠদিগকে
বিনাশ করিতেছি। তা'র পর, কৃপ, দ্রোণ, বিকৰ্ণ ও কৰ্ণ—ইহারা প্রত্যন্ননিষ্কিপ্ত বাণ
সহ করিতে পারিবেন না ॥৩০—৩৩॥

ন বিগতে জাম্ববতীস্বতস্ত রণেহবিষছং হি রণোৎকটস্ত ।
 এতেন বালেন হি শম্বরস্ত দৈত্যস্ত সৌভং সহসা প্রণুমম্ ॥৩৫॥
 বৃত্তোরুত্তরত্যাগতপীনবাহুরেতেন সংখ্যে নিহতোহশ্বচক্রঃ ।
 কো নাম শাম্বস্ত মহারথস্ত রণে সমক্ষং রথমভ্যুদীয়াৎ ॥৩৬॥
 যথা প্রবিষ্টান্তরমন্তকস্ত কালে মনুষ্যো ন বিনিজ্ঞমেত ।
 তথা প্রবিষ্টান্তরমস্ত সংখ্যে কো নাম জীবন্ পুনরাব্রজেচ্চ ॥৩৭॥
 দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ মহারথৌ তৌ স্ততৈবৃত্তপাথ্য সোমদত্তম্ ।
 সর্বাণি সৈন্যানি চ বাসুদেবঃ প্রধক্ষ্যতে সায়কবহির্জালৈঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । জাম্ববতীস্বতস্ত শাম্বস্ত, অবিষহুমজ্জয়ামিতার্থঃ । সৌভং বিমানম্ ॥৩৫॥
 বৃত্তেতি । বৃত্তৌ গোলৌ উরু যস্ত সঃ, অত্যাগ্ননপীনৌ অতিদীর্ঘস্থূলৌ বাহু যস্ত সঃ । সংখ্যে
 যুদ্ধে, অশ্বচক্রো নাম বীরঃ । রথম্ আদিয়েতি শেষঃ ॥৩৬॥
 যথেনি । অস্তকস্ত অন্তরং বাহুমধ্যম্ । সংখ্যে অন্তরং যুদ্ধস্ত মধ্যম্ ॥৩৭॥
 দ্রোণমিতি । বাসুদেবস্ত সর্কসংহারসামর্থ্যমেনেন স্মৃতিতম্ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

পাথোহপি তিষ্ঠতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ, যদর্থং শত্রুধার্থম্ ॥২২॥ তৎ স্পৃহাদিকম্ অশ্রাকমস্তীতি
 শেষঃ ॥৩০—৩১॥ ভৈষ্মা ভীমকর্ণকর্তৃণ্যে । ভীমবংশজা বা ॥৩২—৩৩॥ জয়ান্ধজস্তাভিমত্তো:

অৰ্জুনের পুত্র অভিমত্তার বলও আমি জানি,—যুদ্ধে থাকিয়া এই প্রহ্মা যেন
 হয়, অভিমত্ত্যও তেমনই হইতে পারিবে । তা'র পর, শাম্ব বাহুযুগলদ্বারা বলপূর্বক
 অভিভূত করিয়া রথ ও সারথির সহিত দুঃশাসনকে নিগৃহীত করুক ॥৩৪॥

যুদ্ধে যুদ্ধমন্ত শাস্ত্রের কিছুই অসহ্য নাই । কারণ, এই শাস্ত্রই বাল্যকালে
 শম্বরাসুরের বিমানখানাকে হঠাৎ বিনষ্ট করিয়াছিল ॥৩৫॥

তা'র পর, যাহার উরুযুগল গোল এবং বাহুযুগল অতিশয় দীর্ঘ ও স্থূল ছিল,
 সেই অশ্বচক্রকেও এই শাস্ত্রই যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিল ; সুতরাং যুদ্ধে মহারথ
 শাস্ত্রের সমক্ষে কোন্ ব্যক্তি রথ লইয়া আসিতে পারিবে ? ॥৩৬॥

আয়ুঃশেষকালে যমের বাহুযুগলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষ যেন নির্গত
 হইতে পারে না, তেমন শাস্ত্রের যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবিত
 অবস্থায় আবার ফিরিয়া আসিতে পারিবে ? ॥৩৭॥

তা'র পর, কৃষ্ণ বাণবহিসমূহদ্বারা মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে এবং পুত্রগণে
 পরিবেষ্টিত সোমদত্তকে, আর সমস্ত সৈন্যকে দগ্ধই করিয়া ফেলিবেন ॥৩৮॥

কিং নাম লোকেষ্বিষহ্মন্তি কৃষ্ণস্য সৰ্বেষু সদেবকেষু ।
 আভায়ুধস্তোত্তমবাণপাণেশ্চক্রায়ুধস্তা প্রতিমস্য যুদ্ধে ॥৩৯॥
 ততোহনিরুদ্ধোহপ্যসিচশ্মপাণির্মহীমিমাং ধার্তরাষ্ট্রবিসংজ্ঞৈঃ ।
 কৃত্তোত্তমাস্তৈর্নিহিতৈঃ করোতু কীর্ণং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরেষু ॥৪০॥
 গদোল্লুকৌ বাহুকভানুনীথাঃ শরশ্চ সংখ্যে নিশঠঃ কুমারঃ ।
 রণোৎকটো সারণচারুদেধৌ কুলোচিতং বিপ্রথয়ন্তু কশ্ম ॥৪১॥
 সর্বাধোভোজাঙ্ককযোধমুখ্যা সমাগতা সাত্ততণবসেনা ।
 হস্তা রণে তান্ ধৃতবাস্ত্রপুত্রান্ লোকে যশঃ স্মৃত্যুপাকরোতু ॥৪২॥
 ততোহভিমন্ত্যঃ পৃথিবীং প্রশান্ত যাবদব্রতং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
 যুধিষ্ঠিরঃ পারয়তে মহাত্মা দ্যুতে যথোক্তং কুরুসভমেন ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । দেবৈঃ সহতি সদেবকাস্তেষু, বহুবীহৌ কপ্রত্যয়ঃ ॥৩৯॥

তত ইতি । কৃত্তোত্তমাস্তৈর্দ্বিমন্ত্যৈঃ, নিহিতৈভূতলপাতিতৈঃ । কীর্ণং ব্যাপ্তাম্ ॥৪০॥

গদেতি । গদাদীনি বৃষ্ণবীরাণাং নামানি । বিপ্রথয়ন্তু প্রকাশয়ন্তু ॥৪১॥

সেতি । সাত্ততন্ত যদ্বংশস্য শূরসেনা বাবৈমন্তম্ । উপাকরোতু উৎপাদয়তু ॥৪২॥

‘অথ ধার্তরাষ্ট্রান্ বিজিত্বা বয়মেব কিং তদৌগলজ্য’ গৃহীতম্ । যেন বনবাসব্রতসমাপ্তেঃ পূর্ব্বং যুধিষ্ঠিরো রাজ্যং ন গৃহীযাদিত্যাহ—তত ইতি । পারয়তে সমাপয়তি ॥৪৩॥

কৃষ্ণ যখন উত্তম বাণ, চক্র বা অশ্রাশ্র অস্ত্র ধাবণ কবেন, তখন যুদ্ধে উনি অতুলনীয়ই হন ; সুতবাং দেবগণেব সহিত সমস্ত হস্তে কৃষ্ণের অসহ্য কি আছে ? ॥৩৯॥

তা’র পর, যাজ্ঞিকৈবা যেমন কুশদ্বারা যন্ত্রবেদি আন্তীর্ণ করেন, সেইরূপ অনিরুদ্ধও অসি-চশ্ম ধাবণ কবিয়া, মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ভূশায়িত করিয়া অচৈতন্ত্য ধার্তরাষ্ট্রগণদ্বারা এই পৃথিবীকে আন্তীর্ণ করুক ॥৪০॥

বীর গদ, উল্লুক বাহুক, ভানু, নীথ, কুমার নিশঠ এবং যুদ্ধমন্ত সারণ ও চারুদেধৌ—ইহারা যুদ্ধে বংশোচিত কার্য্য প্রকাশ করুক ॥৪১॥

যদ্বংশীয় বীরবাহিনী বৃষ্ণি, ভোজ ও অঙ্ককবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধার সহিত মিলিত হইয়া যাইয়া যুদ্ধে সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া জগতে বিপুল যশ উৎপাদন করুক ॥৪২॥

তাহার পর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ার সময়ে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই অনুসারে যে পর্য্যন্ত বনবাসব্রত সমাপ্ত না করেন, সে পর্য্যন্ত অভিমন্ত্য যাইয়া কুরুরাজ্য শাসন করুক ॥৪৩॥

অস্মৎ প্রযুক্তৈর্বিশিথৈর্জিতারিস্তুতো মহীং ভোক্ত্যতি ধর্মরাজঃ ।

নির্ধার্তরাষ্ট্রাং হতসূতপুত্রামেতন্ধি নঃ কৃত্যতমং যশস্রাম্ ॥৪৪॥

বাহুদেব উবাচ ।

অসংশয়ং মাধব ! সত্যমেতদগৃহ্ণাম তে বাক্যমদীনসত্ত্ব ! ।

স্বাভ্যাং ভুজাভ্যামজিতাস্তু ভূমিং নেচ্ছেৎ কুরুণামৃষভঃ কথাক্ষৎ ॥৪৫॥

ন হেষ কামাম ভয়াম লোভাদযুধিষ্ঠিরো জাতু জহাৎ স্বধর্মম্ ।

ভীমার্জুনৌ চাতিরথৌ যমৌ চ তথৈব কৃষ্ণা দ্রুপদান্নজেষম্ ॥৪৬॥

উভৌ হি যুদ্ধেহপ্রতিমৌ পৃথিব্যাং বরকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ ।

কস্মাম কৃৎস্নাং পৃথিবীং প্রশাসেন্মাদ্রৌহত্যভ্যাক্ষ পুরস্কৃতোহয়ম্ ॥৪৭॥

যদা তু পাঞ্চালপতির্মহাত্মা সকেকয়শ্চেদিপতির্বয়ঞ্চ ।

যুধ্যেম বিক্রম্য রণে সমেতাস্তদৈব সনৈব রিপবো হি ন স্ত্যঃ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বদ্বিতি । জিতা অবয়ঃ অপরেহপি শত্রবো যস্ত সঃ । যশস্রং যশস্ববম্ ॥৪৪॥

অসংশয়মিতি । হে মাধব ! মধুদেশজাত ! সাত্যকে ! হে অদীনসত্ত্ব ! অনল্পবল ! ।
কুরুণামৃষভঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ, নেচ্ছেৎ, কাপুরুষতাপাতাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৫॥

তর্হি স্বয়ময়মেব নির্ধাতিত্যাং—নেতি । জাতু কদাচিৎ, জহাৎ ত্যজ্যেৎ ॥৪৬॥

অজ্ঞায়া যুদ্ধদ্রুপদেশং বিনাপি স্বয়মেবাসৌ রাজ্যং গৃহীয়াদিত্যাং—উভাবিতি ॥৪৭॥

তর্হি কদাসৌ রাজ্যং গৃহীয়াদিত্যাং—য়দেতি । সমেতা মিনিতাঃ । ন স্থান তিষ্টেয়ঃ ॥৪৮॥

তা'র পর (বনবাসত্রত সমাপ্ত হইয়া গেলে), যুধিষ্ঠির যাইয়া রাজ্য পালন করিবেন; তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও কর্ণ থাকিবে না এবং আমরা বাণদ্বাবা তৎকালীন শত্রুদিগকেও জয় করিয়া দিব । ইহাই আমাদের কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য এবং কৌণ্ডিনক কার্য্য” ॥৪৪॥

কৃষ্ণ বলিলেন—“মহাবল সাত্যকি ! তোমার এই সত্য বাক্য আমরা নিঃসন্দেহেই গ্রহণ করিতাম বটে; কিন্তু কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই যে আপন বাহুবলে অবিজিত রাজ্য কোন প্রকারেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না ॥৪৫॥

এই যুধিষ্ঠির ইচ্ছা, ভয় বা লোভবশতঃ কখনও স্বধর্ম ত্যাগ করিবেন না কিংবা অতিরথ ভীম ও অর্জুন এবং নকুল ও সহদেব, আর দ্রুপদনন্দিনী এই কৃষ্ণা—ইহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিবেন না ॥৪৬॥

না হইলে, ভীম ও অর্জুন—ইহারা দুই জনই পৃথিবীর মধ্যে যুদ্ধে অতুলনীয়; তা'র পর নকুল-সহদেবও উ'হার (যুধিষ্ঠিরের) পিছনে রহিয়াছেন, এ অবস্থায় উনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করেন না কেন ॥৪৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নেদং চিত্তং মাধব ! যদব্রবীষি সত্যস্তু মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্ ।
 কৃষ্ণস্তু মাং বেদ যথাবদেকঃ কৃষ্ণঃ বেদাহমথো যথাবৎ ॥৪৯॥
 যদৈব কালং পুরুষপ্রবীরো বেৎসৃত্যয়ং মাধব ! বিক্রমস্তু ।
 তদা রণে ত্বঞ্চ শিনিপ্রবীর ! অযোধনং জ্যেষ্ঠাসি কেশবশ্চ ॥৫০॥
 প্রতিপ্রযাস্তু দশার্হবীরা দৃষ্টোহস্মি নাথৈর্নরলোকনাথৈঃ ।
 ধর্ম্মেহ প্রমাদং কুরুতা প্রমেয়াঃ ! দ্রষ্টাঙ্গি ভূয়ঃ স্থখিনঃ সমেতান্ ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

তেহ্যোন্মামন্ত্য তথাভিবাগ্ন রুদ্ধান্ পরিষজ্য শিশুংশ্চ সর্বান্ ।
 যত্ব প্রবীরাঃ সগৃহাণি জগ্মুস্তে চাপি তীর্থান্নুসংবিচেরুঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । রক্ষ্যতমং রক্ষ্যেষু প্রধানম্ । বেদ জানাতি । বেদ জানামি ॥৪৯॥
 যদৌত । পুরুষপ্রবীরঃ কৃষ্ণঃ । বেৎসৃতি জ্ঞাতৃতি । হে শিনিপ্রবীর ! সাতাকে ! ॥৫০॥
 প্রতীতি । দশার্হবীরা যাদববীরা ভবন্তঃ । অপ্রমাদম্ অনবধানতারাহিত্যম্ ॥৫১॥
 ত ইতি । রুদ্ধানভিবাগ্ন, সর্বান্ শিশুংশ্চ পরিষজ্য আলিঙ্গ্য ॥৫২॥

অতএব মহাত্মা দ্রুপদ, কেকয়রাজ, চেদিরাজ এবং আমরা—এই সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া যখনই যুদ্ধ করিব, তখনই সমস্ত শত্রু তিরোহিত হইবে (এবং তখনই উনি রাজ্য গ্রহণ করিবেন)” ॥৪৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সাতাকি ! ‘তুমি যাহা বলিলে, তাহা আশ্চর্য্য নহে ; কিন্তু সত্যই আমার রক্ষণীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজ্য নহে । একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথাযথভাবে জানেন, আমিও কৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানি ॥৪৯॥

অতএব সাতাকি ! এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখনই বিক্রমপ্রকাশের সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন, তখনই তুমি ও কৃষ্ণ যুদ্ধে দুর্ব্যোধনকে জয় করিবে ॥৫০॥

অতএব আজ যত্ববংশীয় বীরগণ প্রতিগমন করুন ; কেন না, তোমরা মর্ত্যালোকের মধ্যে প্রভু এবং আমার সহায়, তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে । হে অসাধারণ বীরগণ ! আপনারা ধর্ম্মের প্রতি সাবধান থাকিবেন ; আবার আমি আপনাদিগকে সুখী ও সমাগত দেখিব” ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্ভাষণ, বৃদ্ধদিগকে অভিবাदन এবং সকল কনিষ্ঠদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে

বিশ্বজ্য কৃষ্ণং ত্বথ ধৰ্ম্মরাজো বিদৰ্ভরাজোপচিতাং স্তূতীর্থাম্ ।
 অগাম পুণ্যাং সরিতং পয়োক্ষীং সভাতৃভৃত্যঃ সহ লোমশেন ॥৫৩॥
 স্তুতেন সোমেন বিমিশ্রতোয়াং ততঃ পয়োক্ষীং প্রতি সৌহৃদ্যবাস ।
 দ্বিজাতিমুধ্যমুর্দিতৈর্মহাত্মা সংস্তুয়মানঃ স্তুতিভির্বরাভিঃ ॥৫৪॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি
 তীর্থযাত্রায়াং যাদবগমনে শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

বিশ্বজ্যোতি । বিদৰ্ভরাজেন উপচিতাং বন্ধিতাম্, শোভনানি তীর্থানি ঘটানি যস্তাং
 তাম্ ॥৫৩॥

স্তুতেনেতি । স্তুতেন যজ্ঞার্থে নিষ্মিতেন, সোমেন সোমরসেন ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়া
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্কণি তীর্থযাত্রায়াং শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

১৩৪—৪৪। মাধব ! মধুদেশো মথুরাপ্রদেশস্তত্র জাত ! ১৪৫—৫৩। স্তুতেন অতিস্তুতেন, যজ্ঞে
 সোমপানতুলাং তজ্জলপানমিতার্থঃ । পয়োক্ষীং প্রতি পয়োক্ষ্যাম্, পয়োমাত্রমধুবাস ভক্ষিত-
 বান্ ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে শততমোহধ্যায়ঃ ॥১০০॥

—:~:—

যাদবগণ আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন ; আর পাণ্ডবগণ তীর্থের দিকেই প্রস্থান
 করিলেন ॥৫২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণ, ভৃত্যগণ ও লোমশমুনির
 সহিত মিলিত হইয়া বিদৰ্ভরাজকর্তৃক বন্ধিত ও সুন্দর ঘটযুক্ত পবিত্র পয়োক্ষীনদীতে
 গমন করিলেন ॥৫৩॥

যাহার জলে যজ্ঞীয় সোমরস মিশ্রিত ছিল, সেই পয়োক্ষীনদীতে যাইয়া মহাত্মা
 যুধিষ্ঠির তাহার তীরে বাস করিতে লাগিলেন ; তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত
 হইয়া মনোহর স্ততিবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে থাকিলেন ॥৫৪॥

—:~:—

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ ।

নৃগেণ যজ্ঞমানেন সোমেনেহ পুরন্দরঃ ।
তর্পিতঃ শ্রুয়তে রাজন্ ! স তৃপ্তো মৃদমভ্যাগাৎ ॥১॥
ইহ দেবৈঃ সহৈন্দ্রেচ্চ প্রজ্ঞাপতিভিরেব চ ।
ইচ্ছং বহুবৈধৈর্যজ্ঞৈর্মহন্তি ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২॥
আমূর্তরয়সশ্চেহ রাজা বজ্রধরং প্রভুম্ ।
তর্পয়ামাস সোমেন হর্যমেধেষু সপ্তহ ॥৩॥
তস্য সপ্তহ যজ্ঞেষু সর্ষমাসৌদ্ধিরগ্নয়ন্ ।
বানস্পত্যঞ্চ ভৌমঞ্চ যদ্দ্রব্যং নিয়তং মথৈ ॥৪॥
চমালযূপচমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্রাঃ ক্রচ্চঃ ক্রবাঃ ।
তেষেব চাস্ত যজ্ঞেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

নৃগেণতি । নৃগেণ নৃগনাম্না রাজ্ঞা, যজ্ঞমানেন যজ্ঞং কুর্ষতা, সোমেন সোমরসেন ॥১॥
ইহেতি । ইন্দ্রেণ সহতি সহৈন্দ্রেচ্চ, প্রজ্ঞাপতিভিঃ কল্পপাদিভিঃ ॥২॥
আমূর্তেতি । অমূর্তরয়সোহপত্যম্ আমূর্তঃরসো গয়ঃ, বজ্রবহিন্দ্ৰম্ ॥৩॥
তন্তেতি । হিরণ্ময়ং স্বর্ণময়ম্ । বানস্পত্যং কাষ্ঠময়ম্, ভৌমং মৃন্ম ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! আমরা শুনিতে পাই যে, এইখানে নৃগরাজা
যজ্ঞ করিবার সময়ে সোমরস দ্বারা ইন্দ্রকে পবিত্রপু করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও তৃপ্ত
হইয়া সর্বপ্রকারে আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥১॥

আর, ইন্দ্রের সহিত দেবতারা এবং প্রজ্ঞাপতিবাও এইখানেই প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত
নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥২॥

এক অমূর্তরয়ার পুত্র গয়রাজাও এইখানেই সাতটি অশ্বমেধযজ্ঞে সোমরসদ্বারা
দেবরাজকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥৩॥

যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য নিয়মিতভাবে কাষ্ঠময় ও মৃন্ময় হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই
গয়রাজার সেই সাতটি যজ্ঞে স্বর্ণময় হইয়াছিল ॥৪॥

(১) গয়েন যজ্ঞমানেন—নি ।

বন-১২৩ (৮)

সপ্তৈকৈকশ্চ যুপশ্চ চালাশ্চোপরিস্থিতাঃ ।

তশ্চ স্ম যুপান্ যজ্ঞেষু ভ্রাজমানান্ হিরণ্যদান্ ॥৬॥

স্বয়মুত্থাপয়ামাস্তদেবাঃ সেন্দ্ৰা যুধিষ্ঠির ! ।

তেষু তশ্চ যথাগ্রোষু গয়শ্চ পৃথিবীপতেঃ ॥৭॥

অমাত্যদিস্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্বিজাতয়ঃ ।

প্রসংখ্যানানসংখ্যেয়ান্ প্রত্যগৃহ্ণন্ বিজাতয়ঃ ॥৮॥ (বিশেষকম্)

সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ ।

যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ ॥৯॥

তথৈব তদসংখ্যেয়ং ধনং যৎ প্রদদৌ গয়ঃ ।

সদশ্চেভ্যো মহারাজ ! তেযু যজ্ঞেষু সপ্তম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ কিং কিং নাম তদ্রব্যমিত্যাহ—চযানেতি । অশ্চ গয়শ্চ, তেযু সপ্তম্বেব যজ্ঞেষু, চযালো যুপকটকঃ যুপোপরিনির্মিতো বলয়রূপো ভ্রমররূপো বা কাষ্ঠবিশেষ ইত্যর্থঃ, যুপো যজ্ঞীয়পত্বে বন্ধনস্তম্ভঃ, চমসঃ সোমরসপানপাত্রং তে, স্থান্যঃ পাকপাত্রাণি, পাত্রাঃ পকত্বব্যবক্ষণপাত্রাণি, ক্ষতো হবিঃপ্রক্ষেপপাত্রাণি, ক্ষবা হবিঃস্থাপনপাত্রাণি চ, এতে সপ্তৈব, প্রযুক্তান্ত ইতি প্রয়োগা উপকরণ-জ্ঞাব্যাণি, বিজ্ঞতা হিরণ্যদ্বেন আকর্ষিতাঃ ॥৫॥

সপ্তেতি । সপ্তম্ যুপেষু একৈকশ্চেতি সপ্তৈকৈকশ্চ । উপরিস্থিতা আসন্ । যথাগ্রোষু যজ্ঞশ্রেষ্ঠেষু । প্রসংখ্যানান্তে অত্রৈর্গণ্যন্তে যে তে প্রসংখ্যানাঃ স্ববর্ণাক্তান্, “পঞ্চকুললকো মাযন্তে স্ববর্ণস্ত বোড়শ” ইতি মন্ত্রপরিভাষিতাঃ স্বর্ণমুদ্রা ইত্যর্থঃ । অতএব পুংস্বম্ ॥৬—৮॥

সিকতা ইতি । সিকতা বালুকাঃ । বর্ষতো মেঘশ্চ । গয়ো রাজা ॥৯—১০॥

ভারতভাবদীপঃ

নুগেণেতি ॥১—২॥ আযুক্তরয়সো গয়নামা ॥৩॥ বানস্পত্যং বৃক্ষজং চযালানি, ভোমং শ্রুয়ং স্থান্যাদি ॥৪॥ চযালো যুপকটকঃ । যুপো যজ্ঞস্তম্ভঃ । চমসাঃ সোমপানপাত্রাণি । পাত্রো হবিঃস্থাপনার্থানি শ্রুয়ানি পাত্রাণি । ক্ষচঃ হবিঃপ্রদানার্থাঃ । ক্ষবাঃ হবিরবদানার্থাঃ

সুতরাং গয়রাজার সেই সাতটি যজ্ঞেই চযাল, যুপ, চমস, স্থালী, পাত্র, ক্ষক্ ও ক্ষব—এই সাতটি বস্তুই স্বর্ণময় হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় ॥৫॥

সাতটি যুপের মধ্যে প্রত্যেক যুপের উপরেই চযাল ছিল এবং যুধিষ্ঠির ! গয়রাজার যজ্ঞের সেই স্বর্ণময় উজ্জ্বল যুপগুলিকে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা নিজেরাই তুলিয়াছিলেন এবং গয়রাজার সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞগুলিতে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া, আর ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লাভ করিয়া আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন ; আর ব্রাহ্মণেরা অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন ॥৬—৮॥

মহারাজ ! ভূতলের বালি, আকাশের নক্ষত্র এবং মেঘের বৃষ্টিধারা যেমন

ভবেৎ সংখ্যেয়মেতদ্ধি যদেতৎ পরিকীর্তিতম্ ।
 ন তস্মা শক্যাঃ সংখ্যাতুং দক্ষিণা দক্ষিণাবতঃ ॥১১॥
 হিরণ্ময়ীভির্গোভিশ্চ কৃত্যভির্বিষকর্ষণা ।
 ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়ামাস নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতান্ ॥১২॥
 অল্লাবশেষা পৃথিবী চৈতৈরাসৌম্যহাস্থনঃ ।
 গয়স্মা যজ্ঞমানস্মা তত্র তত্র বিশাংপতে ! ॥১৩॥
 স লোকান্ প্রাপ্তবানৈন্দ্রান্ কর্ষণা তেন ভারত ! ।
 সলোকতাং তস্মা গচ্ছেৎ পয়োঋগ্যাং য উপস্পৃশেৎ ॥১৪॥
 তস্মাদ্বমত্র রাজেন্দ্র ! ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহচ্যুত ! ।
 উপস্পৃশ্য মহীপাল ! ধৃতপাপু ভবিষ্যসি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ভবেদিতি । এতৎ সিকতাং দিকম্ । দক্ষিণাবতঃ প্রাশস্তদক্ষিণাস্থা যজ্ঞস্মা ॥১১॥
 হিরণ্ময়ীভিরিতি । হিরণ্ময়ীভিঃ স্বর্ণময়ীভিঃ । তর্পয়ামাস ত্রৈযয়ামাস ॥১২॥
 অল্লৈতি । চৈতৈর্যজ্ঞশালাভিঃ । যজ্ঞমানস্মা যজ্ঞং কুৰ্বতঃ ॥১৩॥
 স ইতি । স গয়ঃ । সলোকতাং সমানলোকবাসিন্ । উপস্পৃশেৎ অয়াং ॥১৪॥
 তস্মাদিতি । হে অচ্যুত ! স্বর্ণপদভ্রষ্ট ! উপস্পৃশ্য স্বাহ, ধৃতপাপু । নিম্পাপঃ ॥১৫॥

কেহই গণনা করিতে সমর্থ হয় না, তেমন সেই সাঁতী যজ্ঞে গয়রাজা সদস্যদিগকে
 যে ধন দান করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ গণনা করিতে সমর্থ : হই নাই ॥১—১০॥

এই যেগুলি বলিলাম, যদিও এগুলির সংখ্যা করা যায়, তথাপি সেই প্রাশস্ত
 দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞের দক্ষিণাগুলির সংখ্যা করা যায় নাই ॥১১॥

আর, গয়রাজা বিশ্বকর্ষনির্মিত স্বর্ণময় গো দান করিয়া নানাদিগ্ হইতে আগত
 ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥১২॥

নরনাথ ! মহাশয়! গয়রাজা সেই সেই স্থানে যে সকল যজ্ঞ করিয়াছিলেন,
 তাহার গৃহগুলিতে প্রায় ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর অল্পস্থানই অবশিষ্ট
 ছিল ॥১৩॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর গয়রাজা সেই সকল যজ্ঞের ফলে ইন্দ্রলোক লাভ
 করিয়াছিলেন । এই পয়োঋনদীতে যিনি স্নান করেন, তিনিও গয়রাজার সমান
 লোক লাভ করেন ॥১৪॥

অতএব ধার্মিক রাজশ্রেষ্ঠ ! তুমিও ভ্রাতাদের সহিত এই পয়োঋনদীতে স্নান
 করিয়া নিম্পাপ হইবে” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স পয়োষ্ণ্যাং নরশ্রেষ্ঠঃ স্নাত্বা বৈ ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 বৈদূর্য্যপর্ব্বতকৈব নৰ্মদাঞ্চ মহানদীম্ ।
 সমাজগাম তেজস্বী ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহনঘ ! ॥১৬॥
 তত্রাস্ত সৰ্ব্বাণ্যাচথ্যো লোমশো ভগবানৃষিঃ ।
 তীর্থানি রমণীয়ানি পুণ্যান্ভায়তনানি চ ॥১৭॥
 যথাযোগং যথাশ্রীতি প্রযযৌ ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 তত্র তত্রাদদদ্বিতং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥১৮॥

লোমশ উবাচ ।

দেবানামেতি কোন্তেয় ! তথা রাজ্ঞাং সলোকতাম্ ।
 বৈদূর্য্যপর্ব্বতং দৃষ্ট্বা নৰ্মদামবতীৰ্য্য চ ॥১৯॥
 সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রেতায়া দ্বাপরশ্চ চ ।
 এতমাসাং কোন্তেয় ! সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পয়োষ্ণ্যাং নদীম্ । নরশ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
 তত্রৈতি । অস্ত্র যুধিষ্ঠিরস্তান্তিকে, আচথ্যো বর্ণধামাস ॥১৭॥
 যথৈতি । যথাযোগং যথোপায়ম্ । বিস্তং ধনম্ ॥১৮॥
 দেবানামিতি । এতি প্রাপ্নোতি । সলোকতাং সমানলোকম্ ॥১৯॥
 সন্ধিরিতি । এষ বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ, সন্ধিঃ সন্ধিসময়োৎপন্নঃ । অতএব মহাপুণ্যঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন - নিষ্পাপ রাজা ! তাহার পর তেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত পয়োষ্ণীনদীতে স্নান করিয়া ভ্রাতাদের সহিতই বৈদূর্য্যপর্ব্বত ও মহানদী নৰ্মদায় আগমন করিলেন ॥১৬॥

সেখানে উহার নিকটে ভগবান্ লোমশমুনি সকল মনোহর তীর্থ ও পুণ্য আয়তনগুলির বিষয় বলিলেন ॥১৭॥

তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য উপায়ে এক-
 শ্রীতিসহকারে সেই সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র ধন
 দান করিলেন ॥১৮॥

লোমশ বলিলেন—“কুন্তীনন্দন ! বৈদূর্য্যপর্ব্বত দর্শন করিয়া এবং নৰ্মদানদীতে
 অবতীর্ণ হইয়া মানুষ দেবলোক ও রাজলোক লাভ করে ॥১৯॥

কারণ, :নরশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! এই বৈদূর্য্যপর্ব্বত ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের
 সন্ধিসময়ে জন্মিয়াছিল ; সুতরাং এই পর্ব্বতে যাইয়া মানুষ সমস্ত পাপ হইতে
 মুক্ত হয় ॥২০॥

এষ শৰ্য্যতিযজ্ঞস্ত দেশস্তাত ! প্রকাশতে ।
 সাক্ষাদযত্রাপিবৎ সোমমশ্বিত্যাং সহ কৌশিকঃ ॥২১॥
 চুকোপ ভার্গবশ্চাপি মহেন্দ্রস্ত মহাতপাঃ ।
 সংস্তুয়ামাস চ তং বাসবং চ্যবনঃ প্রভুঃ ॥২২॥
 শুকন্যাঞ্চাপি ভাৰ্য্যাং স রাজপুত্ৰীমবাপ্তবান্ ।
 নাসত্যো চ মহাভাগ ! কৃতবান্ সোমপীথিনো ॥২৩॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 কথং বিষ্ণুস্তিতস্তেন ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
 কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং চক্রে মহাতপাঃ ॥২৪॥
 নাসত্যো চ কথং ব্রহ্মান্ ! কৃতবান্ সোমপীথিনো ।
 এতৎ সৰ্ব্বং যথাবৃত্তমাখ্যাতু ভগবান্ মম ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । শৰ্য্যতির্নাম রাজা তদযজ্ঞস্ত । সোমং সোমরসম্, কৌশিক ইন্দ্রঃ ॥২১॥
 চুকোপেতি । মহেন্দ্রস্ত উপরি । বাসবমিন্দ্রম্ । প্রভুঃপঃপ্রভাবশালী ॥২২॥
 শুকন্যামিতি । শুকন্যাং নাম । স চ্যবনঃ । নাসত্যো অশ্বিনীকুমারো । সোমস্ত সোমরসস্ত
 পীতং পানমনয়োরসাস্তীতি তে, পুৰোদদাদিহিত্বাকারস্ত থকারঃ ॥২৩॥
 কথমিতি । বিষ্ণুস্তিতো বিশেষেণ স্তকীকৃতঃ, তেন চ্যবনেন ॥২৪॥
 নাসত্যাবিতি । বৃত্তং ঘটতমনতিক্রমেতি যথাবৃত্তম্, আখ্যাতু ব্রবীতু ॥২৫॥

বৎস । এই শৰ্য্যতিরাজার যজ্ঞস্থান প্রকাশ পাইছে; যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত প্রত্যক্ষতঃ সোমরস পান করিয়াছিলেন ॥২১॥

এবং মহাতপা ও প্রভাবশালী ভৃগুনন্দন চ্যবন ইন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ॥২২॥

মহাভাগ ! আর তিনি রাজকন্যা শুকন্যাকে ভাৰ্য্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদিগকে সোমপায়ী করিয়াছিলেন” ॥২৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহাতপা চ্যবনমুনি, মাহাত্ম্যশালী ইন্দ্রকে কেন স্তক করিয়াছিলেন ? কি জ্ঞানই বা তাঁহার উপরে কুপিত হইয়াছিলেন ? ॥২৪॥

ব্রহ্মান্ ! আর তিনি কেন অশ্বিনীকুমারদিগকে সোমপায়ী করিয়াছিলেন ? এই সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথভাবে আমার নিকট বলুন” ॥২৫॥

(২৩) বিতীৰ্ণাঃ বা ব কা পি নান্তি । (২৫) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—পি নি ।

লোমশ উবাচ ।

ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রোহভূচ্চ্যবনো নাম ভারত ! ।
 সমীপে সরসঃ সোহস্ম তপস্তপে মহাছ্যতিঃ ॥২৬॥
 স্থাণুভূতো মহাতেজা বীরস্থানেন পাণ্ডব ! ।
 অতিষ্ঠে স্ফচিরং কালমেকদেশে বিশাংপতে ! ॥২৭॥
 স বন্মীকোহভবদৃষিলতাভিরভিসংবৃতঃ ।
 কালেন মহতা বাজন্ । সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ ॥২৮॥
 তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সৰ্ব্বশঃ ।
 তপ্যতে স্ম তপো ঘোরং বন্মীকেন সমাবৃতঃ ॥২৯॥
 তথ দীর্ঘস্ম কালস্ম শর্যাতির্নাম পার্থিবঃ ।
 আজগাম সর্বো রমাং বিহতুর্মদমুত্তমম্ ॥৩০॥
 তস্ম দ্রুণাং সহস্রাণি চত্ৰাণ্যাসন্ পবিগ্রহে ।
 একৈব চ স্তুতা স্তব্রঃ স্তবক্যা নাম ভাবত ! ॥৩১॥

ভাবতকৌমুদী

ভৃগোর্গতি । সবসো জলশয়স্ম । মহাছ্যতির্মহাতেজাঃ ॥২৬॥
 স্থাণুভূতঃ নিম্পত্রশাখবৃক্ষবল্লিশ্চলঃ, বীরস্থানেন বীরাসনে ॥২৭॥
 স ইতি । বন্মীকে বন্মীকং বৃত্তম্ভঃ । সমাকীর্ণো ব্যাপ্তঃ ॥২৮॥
 তথ্যেতি । সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাশ্চ দিক্ষু, সংবৃতো স্তাভিগ্ৰাবৃতঃ, অতএব মৃৎপিণ্ড ইব স্থিতঃ ॥২৯॥
 অথ্যেতি । দীর্ঘস্ম কালস্ম অতিক্রমে স্তীতি শেষঃ ॥৩০॥

লোমশ বলিলেন—“ভবতনন্দন ! মহর্ষি ভৃগুর ‘চ্যবন-’নামে একটা পুত্র হইয়াছিল, সেই মহাতেজা চ্যবন এই সরোবরের নিকটেই তপস্থা করিয়া-
 ছিলেন ॥২৬॥

নরনাথ পাণ্ডুনন্দন ! মহাতেজা চ্যবন এই সরোবরেরই এক স্থানে বীরাসনে
 বসিয়া দীর্ঘকাল স্থাণুব স্থায় অচল ছিলেন ॥২৭॥

রাজা ! বহুকাল পরে তিনি উয়ীর মাটিতে আবৃত, লতায় আচ্ছাদিত এবং
 পিপীলিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২৮॥

সেইভাবে লতা ও উয়ীর মাটিতে সকল দিকে আবৃত ; সুতরাং মৃত্তিকাজুপের
 স্থায় অবস্থিত চ্যবন ভয়ঙ্কর তপস্থা করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, ‘শর্যাতি’-নামে এক রাজা এই মনোহর
 উত্তম সরোবরে বিহার করিতে আসিলেন ॥৩০॥

সা সখীভিঃ পরিত্যক্তা। দিব্যাভরণভূষিতা ।
 চংক্রম্যমাণা বন্যাকং ভার্গবস্ত্র সমাসদং ॥৩২॥
 সা বৈ বস্ত্রমতীং তত্র পশ্যন্তী স্তম্বনোরমাম্ ।
 বনস্পতীন্ বিচিন্ত্যন্তী বিজহার সখীকৃত্য ॥৩৩॥
 রূপেণ বয়সা চৈব মদনেন মদেন চ ।
 বভঞ্জ বনবৃক্ষাণাং শাখাঃ পরমপুষ্পিতাঃ ॥৩৪॥
 তাং সখীরহিতামেকামেকবদ্রামলঙ্কৃতাম্ ।
 দদর্শ ভার্গবো ধীমাংশ্চরন্তীমিব বিদ্যুতম্ ॥৩৫॥
 তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমদ্যুতিঃ ।
 ক্রামকণ্ঠশ্চ বিপ্রমিস্ত্রপোবলসমস্নিতঃ ॥৩৬॥
 তামাবভাষে কল্যাণীং সা চাস্ত্র ন শৃণোতি বৈ ।
 ততঃ স্কন্ধা বন্যাকৈ দৃষ্টা ভার্গবচক্ষুষী ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তন্তেতি । পরিগ্রহে কলত্রস্থানে, “পরিগ্রহঃ কলত্রেহপি মূলান্বীকারয়োরপি” ইতি মেদিনী ॥৩১॥

সেতি । বন্যাকম্ আবরণকাঃ দ্বিগম্যীকামুক্তিকাস্তৃপম্ ॥৩২॥

সেতি । বস্ত্রমতীং সমস্ততঃ স্থানম্ । বিচিন্ত্যন্তী ফলানি বিচিন্ত্যন্তী ॥৩৩॥

রূপেণেতি । রূপাদিনা সমন্বিতেতি শেখঃ ॥৩৪॥

তামিতি । একবদ্রামিত্যনেন বায়ুনা বস্ত্রচালনে তদঙ্গদর্শনসম্ভব ইতি স্মৃতিতম্ ॥৩৫॥

তামিতি । রেমে আনন্দ । ক্রামকণ্ঠঃ ‘অতিক্রীণস্বঃ’, চিরং ব্রনাতাবেনাতিদুর্কলঙ্ঘ-

• ভরতনন্দন । সেই শর্যাপ্তিরাক্তার চারি হাজার ভোগ্য স্ত্রী এবং ‘সুকণ্ঠা’-নামে পরমসুন্দরী একটা কন্যা ছিল ॥৩১॥

দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সেই সুকণ্ঠা সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে চ্যবনের সেই বন্যাকমুক্তিকাস্তৃপের নিকটে আগমন করিল ॥৩২॥

সখীগণবেষ্টিতা সুকণ্ঠা তখন অতিমনোহর স্থানগুলি দেখিতে থাকিয়া এবং বৃক্ষের ফল চয়ন করিয়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল ॥৩৩॥

রূপ, বয়স, কাম ও মদসম্পন্ন সুকণ্ঠা ক্রমে পুষ্পসমন্বিত বহু বৃক্ষের শাখাগুলিকে ভগ্ন করিতে লাগিল ॥৩৪॥

তখন জ্ঞানী চ্যবন—সখীরহিতা, একাকিনী, একবদ্রা ও অলঙ্কৃত সেই সুকণ্ঠাকে বিচরণশীলা বিদ্যুতের দ্বারা দর্শন করিলেন ॥৩৫॥

মহাতেজা চ্যবন নির্জনে তাহাকে দেখিয়াই আনন্দিত হইলেন এবং

কৌতূহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎ কৃত।
 কিম্বু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নিবিভেদাশ্চ লোচনে ॥৩৮॥ (বিশেষকম)
 অক্রোধাৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যমান্।
 ততঃ শর্যাতিসৈন্যশ্চ শকৃন্মূত্রে সমাবরণেৎ ॥৩৯॥
 ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে সৈন্যমানাহতুঃখিতম্।
 তথাগতমভিপ্রেক্ষ্য পর্যাপৃচ্ছৎ স পার্থিবঃ ॥৪০॥
 তপোনিত্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ রোষণশ্চ বিশেষতঃ।
 কেনাপকৃতমগ্রেহ ভার্গবশ্চ মহাত্মনঃ।
 জ্ঞাতং বা যদি বাহজ্ঞাতং তদ্রুতং কৃত মা চিরম্ ॥৪১॥

ভাবতকৌমুদী

দিত্যাশয়ঃ। অতএব সা সুকৃত্যা অস্ত চ্যবনস্তাভাষণং ন শৃণোতি স্য। বুদ্ধিমোহবলাৎ কৃত
 বুদ্ধিমোহাবিষ্টা। অস্ত চ্যবনস্ত ॥৩৮—৩৮॥

অক্রোধাদিতি। পরমমন্যমান্ অতীবদৈজ্ঞাশ্বিতঃ। সমাবরণেৎ রুদ্ধবান্ ॥৩৯॥
 তত ইতি। আনাহেন মলমূত্রবন্ধেন দুঃখিতম্। তথা তদ্রূপেণৈব আগতম্ ॥৪০॥
 তপ ইতি। তপ এব নিত্যং সদাতনং যন্ত তস্ত। ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥

ভাবতভাবদীপঃ

১৫—১। প্রসংখ্যানান্ একযজেন ভূয়ঃস্বর্ণমুদ্রাদারোপকান্ খারীজ্রোণাদীন ॥৮—২৩॥ সোমস্ত
 পীথঃ পানঃ তদ্বস্তো সোমপীথিনো ॥২৪॥ বীরস্থানেন বীরাসনেন ॥২৫—৩৫॥ ক্রামকণ্ঠঃ
 ক্রৌঞ্চধ্বনিঃ ॥৩৬॥ অতএব সা তদ্বচনং ন শৃণোতি ॥৩৭—৩৯॥ আনাহো মলবিষ্টস্তঃ ॥৪০—৪৩॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০১॥

তপোবলযুক্ত ব্রহ্মর্ষি সেই চ্যবন ক্রৌঞ্চস্ববে সেই কল্যাণী সুকৃত্যাব সহিত কথা বলিয়া
 উঠিলেন ; কিন্তু সুকৃত্যা চ্যবনের সে কথা শুনিতে পাইল না। তাহার পর সুকৃত্যা
 উন্নীর মাটির ভিতরে চ্যবনের চোখ দুইটা দেখিয়া, ‘এটা কি রে !’ এই কথা বলিয়া
 কৌতুক ও বুদ্ধিমোহবশতঃ কণ্টক দ্বাৰা চ্যবনের নয়ন বিদ্ধ করিল ॥৩৮—৩৮॥

সুকৃত্যা নয়ন বিদ্ধ করিলে, চ্যবন অত্যন্ত বেদনা পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ; তৎপরে
 তিনি তপঃপ্রভাবে শর্যাতিরাজার সৈন্যগণের মল-মূত্র রুদ্ধ করিলেন ॥৩৯॥

মল-মূত্র রুদ্ধ হইলে, সৈন্যগণ আনাহরোগে পীড়িত হইয়া সেইভাবেই বাইয়া
 রাজার নিকট উপস্থিত হইল ; রাজা তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৪০॥

“সর্বদা তপস্তাকারী, বৃদ্ধ, বিশেষতঃ কোপনস্বভাব মহাত্মা চ্যবনের কোন
 অপকার আজ এখানে কেহ করিয়াছে কি ? জ্ঞান বা না জ্ঞান, তাহা সন্দেহ বল ;
 বিলম্ব করিও না” ॥৪১॥

তমুচুঃ সৈনিকাঃ সৰ্ব্বৈ ন বিদ্বোহপকৃতং বয়ম্ ।
 সৰ্ব্বোপায়ৈৰ্যথাকামং ভবাংস্তদধিগচ্ছতু ॥৪২॥
 ততঃ স পৃথিবীপালঃ সান্না চোগ্ৰেণ চ স্বয়ম্ ।
 পর্যাপৃচ্ছৎ স্তম্ভবর্গং পর্যাজানন্ ন চৈব তে ॥৪৩॥
 আনাহার্তং ততো দৃষ্ট্ৱা তং সৈন্যমস্বখাদিতম্ ।
 পিতরং দুঃখিতং দৃষ্ট্ৱা স্তকন্তেদমথাত্ৰবীৎ ॥৪৪॥
 ময়াহটন্ত্যেহ বন্ধ্যাকৈ দৃষ্টং সত্তমভিজ্ঞলৎ ।
 খন্তোতবদভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্ধমন্তিকাতং ॥৪৫॥
 এতচ্ শ্রুত্বা তু বন্ধ্যাকং শর্যতিস্তূৰ্ণমভ্যগাৎ ।
 তত্রাপশ্যন্তপোবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্ ॥৪৬॥
 অযাচদথ সৈন্যার্থং প্রাপ্তজিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 অজ্ঞানান্ভালয়া যত্নে কৃতং তং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪৭॥

ভাবতকৌমুদী

ভমিতি । যথাকামং যথেষ্টম্, অধিগচ্ছতু জ্ঞানাতু ॥৪২॥
 তত ইতি । সান্না কোমলবাক্যেন, উঃগ্ৰেণ কক্ষবাক্যেন চ । তে স্তম্ভবর্গঃ ॥৪৩॥
 আনাহেতি । আনাহার্তং মূলমুত্রবন্ধরোগপীড়িতম্ ॥৪৪॥
 ময়েতি । অটন্ত্য বিচরন্ত্য । সন্তং কিমপি ত্রয়াম্ ॥৪৫॥
 এতদ্বিতি । বন্ধ্যাকম্ উয়ীকামৃতিকাতৃপম্ । ভার্গবং চাবনম্ ॥৪৬॥
 অযাচদ্বিতি । পৃথিবীপতিঃ শর্যতিঃ । যং পীড়নম্ ॥৪৭॥

তখন সৈন্তেরা সকলেই রাজাকে বলিল—“আমরা উহাব কোন অপকারের বিষয় জানি না ; আপনি ইচ্ছানুসারে সর্বপ্রকারে তাহা জাহ্নুন” ॥৪২॥

তাহার পর শর্যতিরাজা নিজেই কোমল ও কঠোর বাক্যে বন্ধুবর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহারাও জানে না (বলিল), ॥৪৩॥

তৎপরে সেই সৈন্যগণকে আনাহবোগে পীড়িত ও যাতনাগ্রস্ত এবং পিতাকেও
 • দুঃখিত দেখিয়া স্নকন্তা এই কথা বলিল—॥৪৪॥

“আমি এইখানে বিচরণ করিবার সময়ে উয়ীব মাটির ভিতরে উজ্জ্বল একটা বস্তু দেখিয়াছিলাম এবং সেটাকে জোনাকিপোকাব মত মনে করিলাম ; তাই নিকটে যাইয়া উহা আমি বিদ্ধ করিয়াছি” ॥৪৫॥

ইহা শুনিয়া শর্যতিরাজা সম্বরই সেই উয়ীব মাটির নিকট গেলেন এবং তাহার ভিতরে তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ চাবনকে দেখিলেন ॥৪৬॥

তাহার পর তিনি কৃতজ্ঞলি হইয়া সৈন্যগণের জন্ত প্রার্থনা করিলেন যে,
 বন-১৩০ (৮)

ততোহব্রবীশহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তদা ।
 অপমানাদহং বিদ্ধো হুনা দর্পপূর্ণয়া ॥৪৮॥
 রূপোদার্য্যসমায়ুক্তাং লোভমোহবলাং কৃতাম্ ।
 তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ ! দুহিতরং তব !
 কংস্লামৌতি মহীপাল ! সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥৪৯॥

লোমশ উবাচ ।

ঋষের্বচনমাজ্জায় শর্যাতিরবিচারয়ন্ ।
 দদৌ দুহিতরং তস্মৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥৫০॥
 প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং ভগবান্ প্রসাদ হ ।
 প্রাপ্ত প্রসাদো বাজা বৈ সসৈন্যঃ পুরমাত্রজং ॥৫১॥
 স্ককন্যাপি পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা ।
 নিত্যং পর্য্যচরং প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥৫২॥

ভাবতকৌমুদী

তত ইতি । অপমানাং অপমানবমজ্জাং কুৎসেতি ল্যবলোপে পক্ষ্মী ॥৪৮॥

রূপেতি । রূপং দৌন্দর্য্যম্ ঔদার্য্যং বংশগুণাং সম্ভাব্যমানং মহত্বঞ্চ তাভ্যাং সমায়ুক্তাম্, লোভঃ
 কৌতুকচরিতার্থতাপ্রবণতা মোহশ্চ মম নয়ন এব খতোত্তমমস্তাভ্যাং বলাং কৃতং বলেনাবিষ্টাম্ ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥

ঋষেরিতি । আজ্জায় শ্রয়া । অবিচারয়ন্ মূনেবীর্ধ্বকাদিকম্, সৈন্যপীডাদর্শনাং ॥৫০॥

প্রীতি । প্রাপ্তঃ প্রসাদঃ প্রসন্নতানিবন্ধনং সৈন্তস্বাস্থ্যং যেন সঃ ॥৫১॥

স্ককন্তেতি । নিয়মেন বৈধম্মানাদিনা পর্য্যচরং, পত্যম্মসারিত্বাং পত্ন্যা ইতি ভাবঃ ॥৫২॥

“মহর্ষি ! বালিকা অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে যে পীড়ন করিয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা
 করুন” ॥৪৭॥

তদনন্তর ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে বলিলেন—“রাজা ! এই দর্পিতা বালিকা
 অবজ্ঞা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে ॥৪৮॥

রাজা ! রূপ ও উদারতায়ুক্তা এবং লোভ ও মোহসমাবিষ্টা আপনার সেই
 কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়াই আমি ক্ষমা করিব ; ইহা আপনার নিকট সত্য
 বলতেছি” ॥৪৯॥

লোমশ বলিলেন—“চ্যবনের উক্তি শুনিয়া শর্যাতিরাজা কোন বিবেচনা না
 করিয়াই সেই মহাত্মা চ্যবনকে কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥৫০॥

চ্যবনও সেই কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন ; রাজাও তাঁহার প্রসন্নতা
 লোভ করিয়া সৈন্তগণের সহিত রাজধানীতে চলিয়া গেলেন ॥৫১॥

অগ্নীনাংমতিথীনাঞ্চ শুক্রায়রনসূয়িকা ।

সমারাধয়ত ক্ষিপ্রং চ্যবনং সা শুভাননা ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং শ্রুকন্যোপাখ্যানে একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

কশ্চচিদ্রথ কালশ্চ ত্রিদশাবধিনৌ নৃপ ।।

কৃত্যভিষেকাং বিরূতাং শ্রুকন্যাং তামশ্যতান ॥১॥

তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াক্ষীং দেবরাজশ্রুতামিব ।

উচ্যতঃ সমভিধৃত্য নাসত্যাবধিনাবিদম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নীনাংমতি । অগ্নীনাং শুক্রবুঃ প্রজলনাদিনা, অতিথীনাঞ্চ শুক্রবুঃ সংকারেণ । অন-
সূয়িকা পরদোষাবিদাররহিতা । সমারাধয়ত শুক্রবুয়া বশভূতমকরোং ॥৫৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভাবতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসদিক্‌স্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

কশ্চচিদ্রতি । কশ্চচিৎ কালশ্চ অতিক্রমে মতিতি শেষঃ, ত্রিদশো দেবো । কৃত্যভিষেকাং
কৃতত্নানাম্, অতএব বিরূতাং বসনপরিধানাং প্রাগ্নবৃতাঙ্গীম্ ॥১॥

তামিতি । সমভিধৃত্য দ্রুতমুপেশ, নাসত্যং মিথ্যা চিকিৎসা যোক্তো ॥২॥

এদিকে অনিন্দিতা শ্রুকন্যাও তপস্বী পতি লাভ করিয়া তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা
শ্রীতিসহকারে সর্বদা তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥১২॥

এইভাবে পরদোষামুসন্ধানরহিতা সুমুখী শ্রুকন্যা অগ্নি ও অতিথিগণের শুক্রবায়
প্রবৃত্ত থাকিয়া সত্বরই সেবা দ্বারা চ্যবনকে বশীভূত করিলেন” ॥৫৩॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“বাজা! তাহার পর কিছু কাল অতীত হইলে, একদা
দেবতা অশ্বিনীকুমাবেরা, স্নান কবিবার 'রে নগ্ন অবস্থায় সেই শ্রুকন্যাকে দর্শন
করিলেন ॥১॥

দেবরাজের কন্যার শ্রায় সুদৃশ্যাক্ষী সেই শ্রুকন্যাকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারেরা সত্বর
তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—৥২॥

* ‘...দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’
—পি নি ।

কশ্চ ত্বমসি বামোরু ! বনেহস্মিন্ কিং করোষি চ ।
 ইচ্ছাব ভদ্রে ! জ্ঞাতুং ত্বাং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে ! ॥৩॥
 ততঃ শ্রুত্বা সত্রীড়া তাবুবাচ সুরোত্তমো ।
 শর্যাতিতনয়াং বিত্তং ভার্য্যাং মাং চ্যবনশ্চ চ ॥৪॥
 অথান্বিনৌ গ্রহস্টোতামক্ৰতাং পুনরেব তু ।
 কথং ত্বমসি কল্যাণি ! পিত্রা দত্তা গতান্বনে ॥৫॥
 ভ্রাজসেহস্মিন্ বনে ভীৰু ! বিদ্ব্যৎ সৌদামিনী যথা ।
 ন দেবেষ্যপি তুল্যাং হি ত্বয়া পশ্চাব ভাবিনি ! ॥৬॥
 অনাভরণসম্পন্না পরমান্বরবর্জিতা ।
 শোভয়স্বধিকং ভদ্রে ! বনমপ্যনলঙ্কতা ॥৭॥
 সর্বানাভরণসম্পন্না পরমান্বরধারিণী ।
 শোভসে ত্বনবগ্যাস্তি ! ন ত্বেবং মলপঙ্কিনী ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কহেতি । হে বামোরু ! স্বন্দরোরুগলে ! । ইচ্ছাব আবাম্ ॥৩॥
 তত ইতি । সত্রীড়া পরপুরুষদৃষ্টমর্কাদ্বাৎ সলজ্জা । বিত্তং যুবাং জানীতম্ ॥৪॥
 অথেতি । গতান্বনে অতীতযৌবনকালায়, “সাদম্বা কালবস্ত্রানোঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৫॥
 ভ্রাজস ইতি । বিদ্ব্যৎ তড়িৎ, সৌদামিনী তদাখ্যা স্বর্বেষ্ঠা চ । পশ্চাব আবাম্ ॥৬॥
 অনেতি । অনাভরণসম্পন্না, অতএবানলঙ্কতাপি বনমধিকং শোভয়সি ॥৭॥
 সর্কেতি । মলপঙ্কো শরীরশ্বেদাদিকর্দ্দমো অস্তান্ত ইতি মলপঙ্কিনী ॥৮॥

“বামোক ! তুমি কাহার ? এ বনেই বা কি কর ? ভদ্রে ! আমরা তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, সুন্দরি ! তাহা বল” ॥৩॥

তাহার পর শ্রুত্বা লজ্জিত হইয়া সেই দেবশ্রেষ্ঠ দুইজনকে বলিলেন—
 “আপনারা অবগত হউন যে, আমি শর্যাতিরাজার তনয়া এবং মহর্ষি চ্যবনের ভার্য্যা” ॥৪॥

তৎপরে অশ্বিনীকুমারেরা হাস্ত করিয়া আবারও তাঁহাকে বলিলেন— ‘কল্যাণি ! তোমার পিতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে দান করিয়াছেন কেন ?’ ॥৫॥

ভীৰু ! তুমি এই বনের ভিতরে বিদ্ব্যৎ ও সৌদামিনীনাগ্নী অগ্নিরায় স্থায় শোভা পাইতেছ ; ভাবিনি ! দেবতাদের মধ্যেও তোমার মত সুন্দরী আমরা দেখিতে পাই না ॥৬॥

ভদ্রে ! তোমার কোন অলঙ্কার নাই, সুতরাং তুমি অনলঙ্কতা এক ঔৎকৃষ্ট বস্ত্ররহিতা ; তথাপি তুমি এই বনটার পরম শোভা লগ্নাইতেছ ॥৭॥

কস্মাদেবংবিধা ভূহা জরাজৰ্জ্জ্বিতং পতিম্ ।
 ত্বমুপাস্ম্যে হ কল্যাণি : কামভোগবহিক্তম্ ॥৯॥
 অসমর্থং পরিত্রাণে পোষণে চ শুচিস্মিতে ।।
 সা ত্বং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥১০॥
 পত্যর্থং দেবগর্ভাতে ! মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ ।
 এবমুক্তা স্ককন্যাপি সুরৌ তাবিদমব্রবীৎ ॥১১॥ (বিশেষকম্)
 রতাহং চ্যবনে পত্যৌ মৈবং মাং পর্যাশঙ্কতম্ ।
 তাবক্রতাং পুনস্তেনামাবাং দেবভিষগ্ বরৌ ॥১২॥
 যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব ।
 ততস্তস্মাবযোশৈচব বৃগীষ্মান্যতমং পতিম্ ।
 এতেন সময়েনৈনমামন্থয় পতিং শুভে । ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 সা তয়োর্বচনাদ্রাজম্মুপসঙ্গম্য ভার্গবম্ ।
 উবাচ বাক্যং যভাভ্যামুক্তং ভৃগুস্ততং প্রতি ॥১৪॥

ভাবতকৌমুদী

কস্মাদিতি । উপাস্ম্যে সেবসে । হশব্দঃ । দাদপূরণে । হে শুচিস্মিতে । শুভহাস্তে ।।
 পত্যর্থং বরয়স্বেতি সম্বন্ধঃ । হে দেবগর্ভাতে । দেববংশিকাতুল্যে ।।২—১১॥

রতেতি । এবং বৃদ্ধত্বাচ্চ্যবনবিরক্তাম । সমগেন প্রতিজ্ঞয়া । পরঃ শ্লোকঃ ঘটপাদঃ ॥১২—১৩॥

সুন্দরি ! তুমি—সমস্ত অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র ধারণ করিয়াই শোভা পাইতে
 পাব, কিন্তু এইরূপ মল-কর্দম-যুক্ত হইয়া নহে ॥৯॥

কল্যাণি ! তুমি এমন সুন্দরী হইয়া—জরাজৰ্জ্জ্বিত, কামভোগশক্তিশূন্য এবং
 রক্ষা করিতে ও ভরণ-পোষণ করিতে অসমর্থ পতিব সেবা করিতেছ কেন ?
 শুভ্রহাসিনি ! তুমি চ্যবনকে পবিত্র্যাগ কবিয়া পতিকপে আমাদের একজনকে বরণ
 কর ; দেববালিকাতুল্যে ! তুমি তোমাব যৌবনটিকে বৃথা কবিও না ।”
 অশ্বিনীকুমারেরা এইরূপ বলিলে, শূকন্যাও সেই দেবতা ছই জনকে এই কথা
 বলিলেন—॥৯—১১॥

“আমি—পতি চ্যবনের প্রতি অমুরক্ত, কিন্তু আপনারা আমাকে তাঁহাব প্রতি
 বিরক্ত বলিয়া মনে করিবেন না ।” তখন অশ্বিনীকুমারেবা পুনর্বার শূকন্যাকে
 কহিলেন—“কল্যাণি ! আমরা দেবচিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান ; সুতরাং আমরা
 তোমার পতিকে যুবক ও রূপবান্ করিয়া দিব ; তাহার পর তিনি এবং আমরা—
 এই তিন জনের মধ্যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করিও ; অতএব এই সৰ্ব্ব
 জানাইয়াই তোমার সেই পতিকে ডাক” ॥১২—১৩॥

তচ্শ্রদ্ধা চ্যবনো ভাৰ্য্যামুবাচ ক্ৰিয়তামিতি ।
 ভব্রী সা সমনুজ্জাতা ক্ৰিয়তামিত্যথাত্ৰবৌৎ ॥১৫॥
 শ্রদ্ধা তদাশ্বিনৌ বাক্যং তত্তত্ৰাঃ ক্ৰিয়তামিতি ।
 উচতু বাজপুত্রৌ তাং পতিস্তুব বিশত্বপঃ ॥১৬॥
 ততোহন্তশচ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ ।
 অশ্বিনাবপি তদ্ভাজন্ ! সরঃ প্রাবিশতাং তদা ॥১৭॥
 ততো মুহূর্তাদুত্তীর্ণাঃ সৰ্বে তে সরসস্তদা ।
 দিব্যরূপধরাঃ সৰ্বে যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ॥১৮॥
 তুল্যবেশধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবৰ্দ্ধনাঃ ।
 তেহব্রুবন্ সহিতাঃ সৰ্বে বৃগীষ্মাত্মতমং শুভে ! ॥১৯॥
 অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে ! পতিত্বৈ বরবৰ্গিনি ! ।
 যত্র বাপ্যভিকামাসি তং বৃগীষ্ম স্তশোভনে ॥২০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

সেতি । ভার্গবং চ্যবনং তদন্তিকমিত্যর্থঃ ॥১৪॥

তদ্বিতি । ক্ৰিয়তাম্, উক্তরূপং কাৰ্য্যমশ্বিনৌকুমারভাৰ্য্যামিতি শেষঃ ॥১৫॥

শ্রদ্ধেতি । তত্ৰাঃ শ্রুতগ্ৰায়াঃ । অপো জলম্ ॥১৬॥

তত ইতি । রূপার্থী যৌবনার্থী চ । প্রাবিশতাং প্রবিষ্টবন্তৌ ॥১৭॥

তত ইতি । মুহূর্তাৎ পরম্ । মুষ্টকুণ্ডলাঃ পরিকৃতকুণ্ডলাঃ । অস্মাকং মধ্যে ঈপ্সিতমন্ততমং জনং পতিত্বৈ বৃগীষেতি সম্বন্ধঃ । অভিকামা আদিতঃ কামকৌ ॥১৮—২০॥

রাজা ! অশ্বিনীকুমারদের সেই কথা অনুসারে শ্রুতগ্ৰা চ্যবনের নিকট যাইয়া—তাঁহার প্রতি তাঁহারা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন ॥১৪॥

তাহা শুনিয়া চ্যবন শ্রুতগ্ৰাকে বলিলেন—“অশ্বিনীকুমারেরা উক্তরূপ কাৰ্য্যই করুন ।” তখন শ্রুতগ্ৰা ভর্তার অনুমতি পাইয়া যাইয়া অশ্বিনীকুমারদিগকে বলিলেন—“আপনারা তাহাই করুন” ॥১৫॥

তখন শ্রুতগ্ৰার মুখে ‘কল্পন’—এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহাকে বলিলেন—“তবে তোমার পতি জলে প্রবেশ করুন” ॥১৬॥

তাহার পর রূপ ও যৌবনার্থী চ্যবন সহরই জলে প্রবেশ করিলেন । রাজা ! তখন অশ্বিনীকুমারেরাও সেই সরোবরে প্রবেশ করিলেন ॥১৭॥

তদনন্তর তাঁহারা সকলেই মুহূর্তকাল পরে সরোবর হইতে উঠিলেন ; তখন তাঁহারা সকলেই দিব্য-রূপ-সম্পন্ন, সুবক, পরিমার্জিত কুণ্ডলধারী, সমান বেশ-সম্বিত এবং মনের আনন্দবৰ্দ্ধক হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । পর,

সা সমীক্য তু তান্ সর্কাংস্তল্যরূপধরান্ স্থিতান্ ।
 নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধা দেবী বত্রে স্ককং পতিম্ ॥২১॥
 লব্ধ্বা তু চ্যবনো ভার্ঘ্যাং বয়ো রূপঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ।
 হৃষ্টোহব্রবীশ্মহাতেজ্ঞান্তৌ নানত্যাবিদং বচঃ ॥২২॥
 যথাহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ ।
 কৃতো ভবন্ত্যাং বুদ্ধঃ সন্ ভার্ঘ্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্ ॥২৩॥
 তস্মাদ্যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপীথিনৌ ।
 মিমতো দেবরাজস্তু সত্যমেতদব্রবীমি বাম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সেতি । নিশ্চিত্য বুদ্ধা যোগিযোগানয়নভাবাদিনা নিশ্চয়েনাবগম্য ॥২১॥
 লব্ধ্বতি । বয়ো যৌবনম্ । নাস্তৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥২২॥
 যথেন্তি । যথা যস্মাৎ । সোমপীথিনৌ যজ্ঞে সোমপায়িনৌ । মিমতঃ পশ্চতঃ পশ্চন্তঃ
 তম্নাদৃতোত্যর্থঃ । এতেনাশ্বিনৌ পূৰ্ব্বমসোমপাবাস্তামিতি স্মৃতিতম্ ॥২৩—২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কশ্চচিদিতি । বিবৃত্যমনাচ্ছাদিতাম্ ॥১—১॥ গতধ্বনে অতীতবয়সে ইত্যর্থঃ ॥৫—২৩॥
 “অশ্বিনৌ বৈ দেবানামসোমপাবাস্তাম্” ইতি শ্রুতং তস্মৈতদুপবৃৎসং, তস্মাদ্যুবাংমিতি । যুবয়ো-
 রসোমপজ্ঞঃ মিমতঃ পশ্চতঃ দূরীকরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বে নিলকগ্নিয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । .০২॥

—:—

তাহারা সকলেই সম্মিলিত হইয়া সুকণ্ঠ্যাকে বলিলেন—“কল্যাণি ! তুমি
 আমাদের মধ্যে তোমার অভীষ্ট কোন একজনকে পতিত্বে বরণ কর, অথবা ভদ্রে !
 বরনর্গিনি ! সুন্দরি ! যাহার উপরে তোমার পূর্ব হইতেই অভিলাষ আছে,
 তাঁহাকেই বরণ কর” ॥১৮—২০॥

তখন সুকণ্ঠ্যাদেবী তাহাদের সকলকেই সমানরূপধারণপূর্বক থাকিতে দেখিয়া
 মনে মনে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া আপন পতিকেই বরণ করিলেন ॥২১॥

তাহার পর মহাতেজা চ্যবন ভার্ঘ্যা, অভীষ্ট বয়স ও রূপ লাভ করিয়া আনন্দিত
 হইয়া সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই কথা বলিলেন— ॥২২॥

“আমি বুদ্ধ ছিলাম, তথাপি আপনারা যখন আমাকে যুবা ও রূপবান্ করিলেন
 এবং আমি এই ভার্ঘ্যাটী লাভ করিলাম ; তখন আমিও প্রণয়বশতঃ দেবরাজের
 সাক্ষাতেই আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব ; ইহা আপনাদিগকে সত্য
 বলিলাম” ॥২৩—২৪॥

তচ্শ্রুত্বা হৃষ্টমনসৌ দিবং তৌ প্রতি জগ্নতুঃ ।

চ্যবনশ্চ সুকন্যা চ সুর্য্যবিব বিজহ্নতুঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং সুকন্যোপাখ্যানে দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

ততঃ শুশ্রাব শর্যাতির্বয়স্থং চ্যবনং কৃতম্ ।

সংহৃষ্টঃ সেনয়া সার্কমুপায়াদ্ভাগবান্শ্রমম্ ॥১॥

চ্যবনঞ্চ সুকন্যাঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবহুতাবিব ।

রেমে সভার্য্যঃ শর্যাতিঃ কুংস্নাং প্রাপ্য মহীমিব ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । তৌ অশ্বিনৌ । সুর্য্যশ্চ সুরী চ সুরৌ দেবদেব্যাবিবেতার্থঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসমিষ্টাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

তত ইতি । বয়স্থং তরুণম্, “বয়স্থস্তরুণো যুবা” ইত্যমরঃ ॥১॥

চ্যবনমিতি । দেবশ্চ হুতশ্চ হুতা চ দেবহুতো । রেমে আনন্দ ॥২॥

তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের দিকে চলিয়া গেলেন ;
এদিকে চ্যবন এবং সুকন্যাও দেব-দেবীর আয় বিহার করিতে লাগিলেন” ॥২৫॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর শর্যাতিরাজা শুনিলেন যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়
চ্যবনকে যুবা করিয়াছেন; ইহা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া সৈন্তগণের
সহিত চ্যবনের আশ্রমে গমন করিলেন ॥১॥

শর্যাতিরাজা ভার্য্যার সহিত যাইয়া চ্যবনকে ও সুকন্যাকে দেবতার পুত্র-
কন্তার আয় দেখিয়া, সমগ্র পৃথিবীর রাজহু পাাইয়াই যেন আনন্দ লাভ
করিলেন ॥২॥

* ‘...ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’
—পি নি ।

ঋষিণা সংকৃতস্তেন সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 উপোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ॥৩॥
 অথৈনং ভার্গবো রাজম্ণুবাচ পরিসাম্বয়ন্ ।
 যাজ্ঞয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সম্ভারানুপকল্পয় ॥৪॥
 ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ শর্গাতিরবনৌপতিঃ ।
 চ্যবনশ্চ মহারাজ । তদ্বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥৫॥
 প্রশস্তেহহর্নি মন্ত্রীয়ে সর্বকামসমৃদ্ধিমৎ ।
 কারয়ামাস শর্গাতির্গজ্জাতনয়নুত্তমম্ ॥৬॥
 তত্রৈনং চ্যবনো বাজন্ । বাজয়ামাস ভার্গবঃ ।
 অমৃতানি চ তত্রাসন্ যানি তানি নিবোধ মে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ঋষিণেতি । উপ সমীপে, কল্যাণার্থকল্পময়ীঃ, কথা আলাপন ॥৩॥
 অথেতি । পরিসাম্বয়ন্ অন্বয়ন্ । সম্ভারান্ যজ্ঞোপযোগিজব্যানি ॥৪॥
 তত ইতি । প্রত্যপূজয়ৎ অঙ্গীকারেণাদৃতবান্ ॥৫॥
 প্রশস্ত ইতি । কাম্যন্ত ইতি কাম্য অঙীষ্টব্যানি । যজ্ঞায়তনং যজ্ঞশালাম্ ॥৬॥
 তত্রৈতি । এনং শর্গাতিম্ । অমৃতানি আশ্বব্যাপায়াঃ । নিবোধ শৃণু ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । বয়ং যুবানম্, “যুবং চ্যবানমগ্নিনা জ্বরন্তং পুনর্যুবানং চরথায় চক্রুঃ” ইতি
 মন্ত্রলিঙ্গাৎ । চ্যবানং চ্যবনম্, চরথায় শর্গাচরণার্থম্ ॥১—৩॥ সম্ভারান্ যজ্ঞোপকরণানি ॥ ৪—৭॥

তখন চ্যবন তাঁহাদের সংবন্ধনা করিলে, শর্গাতিরাজা ভার্গ্যার সহিত নিকটে
 বসিয়া মঙ্গলকর ও মনোহর আলাপ করিলেন ॥৩॥

যুধিষ্ঠির ! তাহার পর চ্যবন অন্বয় করিয়া শর্গাতিরাজাকে বলিলেন—
 “রাজা ! আমি আপনাকে যজ্ঞ কবাইব, আপনি তাহার দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ
 করুন” ॥৪॥

মহারাজ ! তদনন্তর শর্গাতিরাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া চ্যবনের সেই
 বাক্যের সমাদর করিলেন ॥৫॥

তৎপরে শর্গাতিরাজা যজ্ঞের প্রশস্ত দিনে সর্বদ্রব্যসম্পন্ন উত্তম যজ্ঞশালা
 নির্মাণ করাইলেন ॥৬॥

রাজা ! ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই যজ্ঞশালায় শর্গাতিরাজাকে যজ্ঞ করাইতে
 লাগিলেন ; তাহাতে যে সকল অমৃত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট
 জ্ঞাপন কর ॥৭॥

অগ্ন্বাহ্ন্যচ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দেবয়োস্তদা ।

তমিস্রো বারয়ামাস গৃহ্নানং স তয়োত্রাহ্ম ॥৮॥

ইন্দ্র উবাচ ।

উভাবেতো ন সোমাহোঁ নাসত্যাবিত্তি মে মতিঃ ।

ভিষজৌ দিবি দেবানাং কৰ্ম্মণা তেন নাইতঃ ॥৯॥

চ্যবন উবাচ ।

মহোৎসাহৌ মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবত্তরৌ ।

যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্ ! বৃন্দারকমিভাজরম্ ॥১০॥

ঋতে ত্বাং বিবৃধাংশ্চান্ধান্ কথং বৈ নাইতঃ সবম্ ।

অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র ! দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর ! ॥১১॥

ইন্দ্র উবাচ ।

চিকিৎসকৌ কৰ্ম্মকরৌ কামরূপসমশ্বিতৌ ।

লোকে চরন্তৌ মর্ত্যানাং কথং সোমমিহাইতঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অগ্ন্বাহ্ন্যচ্যবনঃ । অশ্বিনোরথঃ । গৃহ্মতে অনেনেতি গ্রহঃ সোমপাত্রম্, তম্ ॥৮॥

উভাবিত্তি । নাসত্যাবশ্বিনৌ । ভিষজৌ চিকিৎসকমাত্রেৌ ন পুনর্দেবাবিত্তি ভাবঃ ॥৯॥

মহেতি । রূপদ্রবিণবত্তরৌ প্রাধান্তেন সৌন্দর্যধনবন্তৌ । বৃন্দারকং দেবম্ ॥১০॥

ঋত ইতি । সবং যজ্ঞং যজ্ঞীয়সোমমিত্যর্থঃ । দেবৌ বিদ্ধি, অন্তঃ সোমমহিতঃ ॥১১॥

চিকিৎসকাবিত্তি । কামরূপসমশ্বিতৌ, মায়ামাত্রেণ ন পুনর্দেবত্বেনেত্যশয়ঃ ॥১২॥

চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের জন্ত সোমদস লইবাব সঙ্গল কবিলেন, এমন কি তিনি তাঁহাদিগকে দিবাব জন্ত সোমপাত্র গ্রহণই কবিলেন ; তখন ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ॥৮॥

ইন্দ্র বলিলেন—“ঋষি ! আমাদের ধারণা এই যে, এই অশ্বিনীকুমারেরা দুইজনই সোমরস পাইতে পারেন না । কারণ, ইহারা স্বর্গে দেবগণের চিকিৎসকমাত্র ; সুতরাং সেই কার্যবশতই সোমরস পাইতে পারেন না” ॥৯॥

চ্যবন বলিলেন—“দেবরাজ ! ইহারা অত্যন্ত উৎসাহী ও মহাত্মা এবং বিশেষ রূপবান্ ও ধনবান্ ; বিশেষতঃ, যাহারা আমাদের দেবতার জ্ঞায় জরাবিহীন করিয়াছেন ॥১০॥

অতএব দেবরাজ ! আপনি বা অজ্ঞাত দেবতা ব্যতীত ইহারা কেন যজ্ঞীয় সোমরস পাইবেন না । পুরন্দর ! আপনি এই অশ্বিনীকুমার দুইজনকে দেবতা বলিয়াই জ্ঞানুন” ॥১১॥

লোমশ উবাচ ।

এতদেব যদা বাক্যমাত্ৰেড়য়তি দেবরাট্ ।
 অনাদৃত্য ততঃ শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ॥১৩॥
 গ্রহীণ্যন্তু তং সোমমগ্নিনোরুদ্ভবং তদা ।
 সমীক্ষ্য বলভিদেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪॥
 আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রহীণ্যসি যদি স্বয়ম্ ।
 বজ্রং তে প্ৰহবিণ্যামি ঘোররূপমনুদ্ভবম্ ॥১৫॥
 এবমুক্তঃ শ্ৰুয়ন্নহুদমভিবীক্ষ্য স ভার্গবঃ ।
 জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমগ্নিভ্যামনুদ্ভবং গ্রহম্ ॥১৬॥
 ততোহসৌ পাতবরজং ঘোররূপং শচীপতিঃ ।
 অস্ত্য প্রহরতো বাজ্রং শূন্যমাস সৰ্ব্বতঃ ॥১৭॥

ভাবতকৌমুদী

এতদ্বিতি । ‘আমেষন্তয়তি দ্বি’দ্বন্দ্বিৎ, “আম্বেডিকং বিস্তিরক্কম” ইত্যমরঃ ॥১৩॥
 গ্রহীণ্যন্তমিতি । অগ্নিনোরুপে । নপুংসং ঈকঃ ॥১৪॥
 আভ্যামিতি । আভ্যাম অনস্ত্যাহবিনোঃ অস্ত্য প্রয়োজনায় ॥১৫॥
 এনমিতি । শ্বশন ঈশঙ্কসন সোমং সোমাদারভূতম্, গ্রহং পাত্রম্ ॥১৬॥
 তত ইতি । প্রাহরং প্রহর্জুদযচ্চৎ অস্বযামাস চাবন ইতি শেষঃ ॥১৭॥

ইন্দ্র বলিলেন—“ঋষি । ইহাব দেবগণের চিকিৎসক ও কার্যকারী এক
 মায়া কবিতা কামরূপী তন, বিশেষতঃ মর্ত্যলোকে বিচরণ করেন ; সুতরাং
 ইহারা কি করিয়া সোমরস পাইতে পাবেন ?” ॥১২॥

লোমশ বলিলেন—“দেবরাজ যখন এই কথাই দুই তিন বার বলিলেন, তখন
 চাবন তাঁহাকে অগ্রাহ্য কবিতা সোমপাত্র গ্রহণ কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৩॥

চাবন অগ্নিনীকুমারদেব জগ্না উত্তম সোমরস গ্রহণই কবিলেন, ইহা দেখিয়া
 তখন দেবরাজ এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

“তুমি যদি অগ্নিনীকুমারদেবের জগ্না নিজেই সোমরস গ্রহণ কর, তবে তোমার
 উপরে দাক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ বজ্র প্রহাব কবিল” ॥১৫॥

ইন্দ্র এইকপ বলিলে, চাবন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া
 অগ্নিনীকুমারদেব জগ্না যথাবিধানে উত্তম সোমপাত্র গ্রহণ করিলেন ॥১৬॥

তাঁহার পর ইন্দ্র চাবনের উপরে ভয়ঙ্কর বজ্র প্রহাব করিবার উত্তম করিলেন ;
 উত্তম করিবামাত্র চাবন তাঁহার বাহু সর্বপ্রকায়ে শূন্য করিলেন ॥১৭॥

তং স্তম্ভয়িত্বা চ্যবনো জুহবে মন্ত্রতোহনলম্ ।
 কৃত্যার্থী হুমহাতেজা দেবং হিংসিতুমুত্তমঃ ॥১৮॥
 ততঃ কৃত্যথ সংজ্ঞে মুনেস্তস্য তপোবলাৎ ।
 মদো নাম মহাবীর্যো বৃহৎকায়ো মহাসুরঃ ॥১৯॥
 শরীরং যস্য নির্দেষ্ঠুমশক্যন্ত সুরাসুরৈঃ ।
 তস্তাস্তমভবদধোরং তীক্ষ্ণাগ্রদশনং মহৎ ॥২০॥
 হনুরেকা স্থিতা তস্য ভূমাবেকা দিবং গতা ।
 চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতং শতম্ ॥২১॥
 ইতরে তস্য দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ ।
 প্রাসাদশিখরাকারাঃ শূলাগ্রসমদর্শনাঃ ॥২২॥
 বাহু পর্বতসঙ্কশাবায়তাবযুতং সমো ।
 নেত্রে রবিশশিপ্রথ্যে বক্তং কালাগ্নিসম্ভিতম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ভয়িত্বিতি । মন্ত্রতো মন্ত্রং পঠিত্বা । কৃত্যার্থী মারণদেবভোগ্যপাদনার্থী ॥১৮॥
 তত ইতি । কৃত্য কাচিমারণদেবতা, “কৃত্য ক্রিয়াদেবতয়োঃ” ইত্যমরঃ ॥১৯॥
 শরীরমিতি । আস্তং বদনম্, তীক্ষ্ণাগ্রা দশনা দস্তা যত্র তৎ ॥২০॥
 হনুরিতি । হনুরোষ্ঠ ইত্যর্থঃ, দিবম আকাশম্ । আয়তা দীর্ঘাঃ, দংষ্ট্রা দস্তাঃ ॥২১॥
 ইতর ইতি । দশনা দস্তাঃ । প্রাসাদশিখরাকারা দেবমন্দিরচূড়াভূত্যাঃ ॥২২॥
 বাহু ইতি । অযুতম্ অযুতযোজনম্, সমো সমানপরিমাণো ॥২৩॥

অতিমহাতেজা চ্যবন ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভ করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য কোন মারণদেবতা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর চ্যবনমুনির তপশ্চাণ্ড প্রভাবে মহাসুরের আয় মহাবীর ও বৃহৎকায ‘মদ’-নামে একটা মারণদেবতা জন্মিল ॥১৯॥

দেবগণ ও দানবগণ যাহার শরীরের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই । তাহার মুখখানা বিশাল ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং তাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণাগ্র ছিল ॥২০॥

তাহার একটা ওষ্ঠ ভূতলে ছিল, আর একটা আকাশে উঠিয়াছিল এবং সম্মুখের চারিটা দাঁত শত শত যোজন দীর্ঘ ছিল ॥২১॥

তাহার অপর দন্ত সকল দশযোজন দীর্ঘ, মন্দিরের চূড়ার আয় ক্রমিক সর এক শূলাগ্রের আয় তীক্ষ্ণ ও উজ্জল ছিল ॥২২॥

আর তাহার পর্বততুল্য বাহুযুগল সমান ও অযুতযোজন দীর্ঘ, নয়নযুগল

লেলিহন্ জিহ্বয়া বক্তুং বিদ্যুচ্চপললোলয়া ।
 ব্যাত্তাননো বোরদৃষ্টির্গ্রাসমিব জগদ্বলাৎ ॥২৪॥
 স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্ৰুদ্ধঃ শতক্রতুগুপাদ্রবৎ ।
 মহতা বোররূপেণ লোকান্ শব্দেন নাদয়ন্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
 তং দৃষ্ট্বা বোরবদনং মদং দেবঃ শতক্রতুঃ ।
 আয়ান্তং ভক্ষয়িষ্যন্তং ব্যাত্তাননমিবাস্তকম্ ॥২৬॥
 ভয়াৎ সংস্তুম্ভিতভৃজঃ স্কন্ধগী লেলিহন্মুহঃ ।
 ততোহব্রবীদেবরাজশ্চ্যবনং ভয়পীড়িতঃ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
 সোমার্গাবগ্নিনাবেতাবগ্নপ্রভাত ভার্গব ।।
 ভবিষ্যতঃ সত্যমেতবচো বিপ্র ! প্রসাদ মে ॥২৮॥
 ন তে মিথ্যা সমারম্ভো ভবত্বেম পরো বিধিঃ ।
 জানামি চাহং বিপ্রর্ষে । ন মিথ্যা ত্বং করিষ্যসি ।
 সোমার্গাবগ্নিনাবেতৌ যথৈবাগ্ন কৃতৌ ত্বয়া ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

লেলিহরিত্তি । অত্র নকারলোপসম্ভবে ত্কারলোপ আৰ্হঃ । বিদ্যাদিব চপলা চকলা লোলা
 নদ্বিতা চ তয়া । ব্যাত্তাননো বিবৃতমুখঃ । শতক্রতুমিস্তম্ ॥২৪—২৫॥

ভমিত্তি । মদং তদাখ্যামম্ববম্ । স্কন্ধগী ওষ্ঠপ্রাস্তবধম্ ॥২৬—২৭॥

নোমেতি । নোমাহৌ যজ্ঞায়সোমপ্রাপ্তিযোগ্যো । হে ভার্গব । চ্যবন ! ॥২৮॥

চন্দ্র ও সূর্য্যের আয় উজ্জ্বল এবং সুখের ভিতরটা প্রাণকালীন অগ্নির আয়
 ছিল ॥২৩॥

* সেই ধোরদর্শন গম্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বিদ্যাহের আয় চকল ও ললিত
 জিহ্বা দ্বারা মুখ লেহন করিতে থাকিয়া, বিশাল ও ভয়ঙ্কর শব্দে ত্রিভুবন নিনাদিত
 করিয়া বলপূর্ব্বক জগৎ গ্রাসেই যেন প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁ করিয়া, ইন্দ্রকে ভক্ষণ
 কারবার জন্ত ধানিত হইল ॥২৪—২৫॥

প্রকটিত মুখ যমেব আয় ভয়ঙ্কর মুখ সেই মদাসুর ভক্ষণ করিতে আসিতেছে
 দেখিয়া স্তম্ভিতবাহ দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, বার বার ওষ্ঠপ্রাস্ত লেহন
 করিয়া ভয়বশতঃ চ্যবনকে বলিলেন—৥২৬—২৭॥

“ভৃগুনন্দন ! আজ হইতে এই অশ্বিনীকুমারেরা যজ্ঞে সোমভাগী হইবেন ; এই
 কথা ধ্রুব সত্য ; অতএব ব্রাহ্মণ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥২৮॥

(২৫) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । লোমশ উবাচ ।’—বা ব কা,

‘...পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । লোমশ উবাচ ।’—পি নি ।

ভূয় এব তু তে বীৰ্য্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব ! ।
 স্ককন্তায়াঃ পিতৃশ্চাস্ত্র লোকে কৌৰ্ত্তিঃ প্রথেদিতি ॥৩০॥
 অতো ময়ৈতদ্বিহিতং তব বীৰ্য্যপ্রকাশনম্ ।
 তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে ভবত্বেবং যথেষ্টমসি ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
 এবমুক্তস্য শক্রেণ ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ।
 স মন্যুৰ্য্যগমচ্ছীঘ্রং মুমোচ চ পুরন্দরম্ ॥৩২॥
 মদঞ্চ ব্যভজদ্ভাজন্ ! পানে স্ত্রীষু চ বীৰ্য্যবান্ ।
 অক্ষেষু মৃগয়াযাঞ্চ পূৰ্ব্বস্বষ্টং পুনঃ পুনঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । সমায়ত্তো মদস্বষ্টিঃ । পরো বিধিঃ উক্তমা স্বষ্টিঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥
 ভূয় ইতি । বীৰ্য্যং তপঃপ্রভাবঃ । প্রথং বিস্তৃতা ভবেৎ ॥৩০—৩১॥
 এবমিতি । মন্যুঃ ইন্দ্রং প্রতি ক্রোধঃ । মুমোচ বাহন্তস্তাৎ ॥৩২॥
 মদমিতি । ব্যভজৎ বিভজ্য নিহিতবান্ । পানে স্ত্রীয়াঃ । অক্ষেষু দ্যুতক্রীড়াষু ।
 অনর্থকারিণঃ খলু পানাদয়ঃ, তদ্বর্জনায়া চ মদাশ্রয়ীকরণম্, অতএব চ মদস্বষ্টিঃ পরো বিধি-
 রিত্যাশয়ঃ । পুনঃ পুনরিত্যনেন পানাদিষু মদাধিক্যং প্রদর্শিতম্ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এহং সোমস্ত, গুহ্যং তস্মৈব ॥৩০—৩১॥ সবং সোমম্ ॥৩১—৩২॥ আশ্রিত্যতি পুনঃ
 পুনরাবর্তয়তি ॥৩৩—৩৪॥ স্বকলৌ গলগতো ॥৩১—৩২॥ মদকেতি । স্ত্রীপান-স্ত্রী-দ্যুত-

ব্রহ্মবি । আপনার এই মদস্বষ্টি যেন মিথ্যা হয় না, বরং ইহা প্রধান কার্য্যে
 পরিণত হউক । আমিও জানি যে, আপনি আজ যেমন এই অশ্বিনীকুমারদিগকে
 যথার্থই সোমরসভাগী করিলেন, তেমন এই মদকেও মিথ্যা করিবেন না,
 (যথার্থই করিবেন) ॥৩২॥

ভৃগুনন্দন ! আপনার পেশ্যাপ ২ ভাব অধিক পৰ্ব্বমাণেই প্রকাশিত
 হউক এবং স্ককন্তার পিতা শর্ঘ্যাত্রাজ্যব কাৰ্ত্তিও জগতে বিস্তৃতি লাভ করুক ;
 এইরূপ ভাবিয়াই আমি এইভাবে আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়াছি , অতএব
 আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ; এবং আপনি যেমন ইচ্ছা করেন, মদ
 তেমনই হউক” ॥৩০—৩১॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, মহাত্মা চাবনের ক্রোধ সত্ত্বরই শিবোহিত হইল এবং
 তিনি ইন্দ্রকে (বাহন্তস্ত হইতে) ছাড়িয়া দিলেন ॥৩২॥

রাজা ! তাহার পর তপঃপ্রভাবশালী চাবন পূৰ্ব্বস্বষ্ট মদকে বিভক্ত করিয়া
 স্ত্রীপান, স্ত্রী, দ্যুতক্রীড়া ও মৃগয়াতে বারবার স্থাপিত করিলেন ॥৩৩॥

তথা মদং বিনিষ্কিপ্য শত্রুং সন্তপ্য চেন্দুনা ।
 অধিত্যাং সহিতান্ দেবান্ বাজয়িত্বা চ তং নৃপম্ ॥৩৪॥
 বিখ্যাপ্য বৌগ্যং লোকেণু সন্দেণু বদতাং বরঃ ।
 ঞ্চকন্তয়া সহারণ্যে বিজ্ঞহারাণুকূলয়া ॥৩৫॥ যুগ্মকম্
 তৈশ্চৈতদ্ভিঃসংযুক্তং সরো রাজন্ ' প্রকাশতে ।
 অত্র হং সহ সৌদর্ঘ্যে পিতৃন দেবাংশ্চ তপয় ॥৩৬॥
 এতদৃষ্ট্বা মহাপাল । সিকতাক্ষক ভারত ! ।
 সৈন্ধবারণ্যামাগ্র কুল্যানাং কুরু দর্শনম্ ॥৩৭॥
 পুষ্করেষু মহারাজ । সন্দেযু চ জলং স্পৃশন্ ।
 স্থাগোর্মন্ত্রাণি চ জপন্ সিদ্ধিং যাস্ম্যসি ভারত ! ॥৩৮॥
 সন্ধিৰ্ভায়োঁর্নরশ্রেষ্ঠ । ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ ।
 অয়ং হি দৃশ্যতে পার্থ ! সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তথোক্তি । চেন্দুনা সোমেন, অধিত্যাং সহিতান্ দেবান্ শত্রুক সন্তপোতি সম্বন্ধঃ । নৃপং
 শৰীতিম্ । বিখ্যাপ্য বৌগ্যং, বৌগ্যমা য়নস্তপঃপ্রভাবম্ ॥৩৪—৩৫॥

তশ্চোক্তি । বিজ্ঞহারাণুকূলয়া পক্ষিশব্দশব্দতম্ । দোদযৌত্রীভূতিঃ ॥৩৬॥

এতদ্বিতি । 'সিকতাক্ষক' নাম তীর্থম্ । কুল্যানাং ক্ষুদ্রকৃত্রিমসরিতি ॥৩৭॥

পুষ্করোষ'ত । পুষ্করেণু স্থাপ্তক স্নানমকর্তব্যম্ । স্থাগোঃ শিবস্ত ॥৩৮॥

বাগ্মিপ্রবচ্য চ্যবন মদকে সেইভায়ে স্থাপিত করিয়া, সোমদ্বারা অশ্বিনী-
 কুমারদেব সহিত দেবগণকে এবং ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া, শরীতিরাজার যজ্ঞ
 সমাপ্ত করিয়া এবং সমস্ত জগতে আপন প্রভাব প্রচারিত করিয়া, অমুকূলা
 ভাৰ্য্যা সুকন্থার সহিত বনে বিহাব কবিত্তে লাগিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা ! সেই চ্যবনমুনিব সর্বোবদ এই প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে পক্ষি-
 গণ রব করিয়া বেড়াইতেছে ; তুমি ভ্রাতাদেব সহিত ইহাতে পিতৃতর্পণ ও
 দেবতর্পণ কব ॥৩৬॥

ভরতনন্দন রাজা ! এই সর্বোবদ ও সিংহাসনতীর্থ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে
 যাইয়া ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীগুলিকে দর্শন কর ॥৩৭॥

ভবননন্দন মহারাজ ! সকল পুষ্করতীর্থের জলে স্নান এবং শিবের মন্ত্র জপ
 করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ॥৩৮॥

নরশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন । ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে উৎপন্ন সৰ্ব্বপাপ-
 নাশক এই সেই বৈদূৰ্য্যপৰ্ব্বত দেখা যাইতেছে ॥৩৯॥

আর্চীকপর্বতশৈব নিবাসো বৈ মনৌষিণাম্ ।
 সদাফলঃ সদাশ্রোতো মরুতাং স্থানমুত্তমম্ ॥৪০॥
 চৈত্যাশৈচতে বহুবিধাদ্বিদশানাং যুধিষ্ঠির ! ।
 এতচ্চন্দ্রমসস্তীর্থমুষয়ঃ পর্যুপাসতে ।
 বৈধানসা বালখিল্যাঃ পাবকা বায়ুভোজনাঃ ॥৪১॥
 শৃঙ্গাণি ত্রীণি পুণ্যানি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ ।
 সর্বাণ্যনুপরিভ্রম্য যথাকামমুপস্পৃশ ॥৪২॥
 শাস্তনুশ্চাত্র রাজেন্দ্র ! শুনকশ্চ নরাধিপঃ ।
 নরনারায়ণো চোভৌ স্থানং প্রাপ্তাঃ সনাতনম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

সঙ্ঘিরিতি । সঙ্ঘিঃ সঙ্ঘিকালোৎপন্নঃ প্রাপ্তকো বৈদূর্যপর্বতঃ ॥৩৯॥
 আর্চীকৈতি । সর্বা ফলানি যত্র সঃ । সদাশ্রোতো যত্র তৎ ॥৪০॥
 চৈত্যা ইতি । চৈত্যা যজ্ঞায়তনানি । পাবকা অগ্নিতুল্যাঃ । ষট্‌পাদমিদং পশুত্ব ॥৪১॥
 শৃঙ্গাণীতি । শৃঙ্গাণি উক্তার্চীকপর্বতস্তোতব্যঃ । উপস্পৃশ স্নাহি ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

যুগ্ম-বাসনানি, মদকরত্যাং ত্যাজ্যনীতি ভাবঃ ॥৩৯—৪০॥ সঙ্ঘিষ্যোহিতি । সম্প্রতি কলি-
 ষাণ্মসম্ভাবপাত্র তীর্থে ত্রেতাষাণ্মসঙ্ঘিতুল্যাঃ কালোহন্তি, অত্র স্নাতানাং কলিম্পর্শো নাস্তীতি
 ভাবঃ ॥৪০॥ সদাশ্রোতঃ সদাপ্রবাহযুক্তম্ ॥৪০॥ পাবকা ইব দীপ্যমানাঃ পাবকাঃ ॥৪১॥
 ত্রীণি শৃঙ্গাণীতি । প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতরাত্যা ত্রিকোণং বায়বসীক্ষেত্রম, ত্রীণি প্রস্রবণানীতি চ
 প্রায়গম্ । এতানি সর্বাণ্যনু পৰ্যক্রম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য যথাকামমিহ স্নাহি । যথাকামমিত্যন্ত কলি-
 প্রায়গমেবিনাং চন্দ্রতীর্থসেবনমৈচ্ছিকর্মতরেবামিত্যাবশ্যকর্মিতি ভাবঃ । গোষ্ঠান্ত—“ত্রীণি
 শৃঙ্গাণি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ । পুঙ্করাণ্যাদিসিদ্ধানি ন বিদ্যন্তত্র কারণম্ ॥” ইতি শ্লোকমত্রাপি

জ্ঞানিগণের বাসস্থান আর্চীকপর্বতঃ এবং দেবগণের উত্তম স্থানও দেখা
 যাইতেছে ; এখানে সর্বদাই ফল পাওয়া যায় এবং সর্বদাই শ্রোত বহিয়া
 থাকে ॥৪০॥

যুধিষ্ঠির ! এই দেবগণের নানাবিধ যজ্ঞস্থান এবং এই চন্দ্রের তীর্থ ;
 অগ্নির ছায় তেজস্বী এবং বায়ুভোজী বনবাসী বালখিলা ঋষিরা এই চন্দ্রতীর্থের
 সেবা করিয়া থাকেন ॥৪১॥

আর্চীকপর্বতের তিনটী শৃঙ্গ ও তিনটী প্রস্রবণ আছে ; তুমি ইচ্ছানুসারে
 সেই সকলগুলিতে বিচরণ করিয়া স্নান কর ॥৪২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এখানে শাস্তনু ও শুনকরাজা এবং নরনারায়ণ ঋষি (স্নান
 করিয়া) সনাতন স্থান লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

ইহ নিত্যশয়া দেবাঃ পিতরশ্চ মহর্ষিভিঃ ।
 আচ্চীকপৰ্বতে তেপুস্তান্ যজস্ব যুধিষ্ঠির ! ॥৪৪॥
 ইহ তে বৈ চক্ৰন্ প্রাশম্ কৃষ্যশ্চ বিশাংপতে ! ।
 যমুনা চাক্ষয়শ্ৰোতাঃ কৃষ্যশ্চ তপোরতঃ ॥৪৫॥
 যমৌ চ ভৌমসেনশ্চ কৃষ্য চামিত্রকৰ্ষণ ! ।
 সৰ্বে চাত্ৰ গমিষ্যামস্ত্বয়ৈব সহ পাণ্ডব ! ॥৪৬॥
 এতৎ প্রশ্রবণং পুণ্যমিদ্ৰস্য মনুজেশ্বর ! ।
 যত্র ধাতা বিধাতা চ বরুণশ্চোদ্ধিমাগতাঃ ॥৪৭॥
 ইহ তেহপ্যবসন্ রাজন্ ! ক্ষান্তাঃ পরমধাম্নিগঃ ।
 মৈত্রাণাম্ভুবুদ্ধীনাময়ং গিরিবরঃ শুভঃ ॥৪৮॥
 এষা সা যমুনা বাজন্ । মহর্ষিগণসেবিতা ।
 নানায়জ্ঞচিতা রাজন্ । পুণ্যা পাপভয়াপহা ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

শাস্ত্রস্থিতি । নরনারায়ণৌ ঋষী । সনাতনং স্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥৪৩॥
 ইহেতি । নিত্যং শেরতে অবতিষ্ঠন্ত ইতি নিত্যশয়াঃ । তেপুস্তপশ্চক্ৰঃ ॥৪৪॥
 ইহেতি । প্রাশন্ বৃক্কবন্তঃ । যমুনা বর্ধতে । তপোরত আসীৎ ॥৪৫॥
 যমাবিতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ । সৰ্বে বয়ম্ ॥৪৬॥
 এতদ্বিতি । উদ্ধম্ উদ্ধবর্ভিনং স্বশ্লোকম্, আগতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥৪৭॥
 ইহেতি । ক্ষান্তাঃ ক্ষমাসীনাঃ । মৈত্রাণাং মিত্রমুনিবংশানাম্ ॥৪৮॥

দেবগণ ও পিতৃগণ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া এই আচ্চীকপৰ্বতেই সৰ্ব্বদা থাকিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন ; অতএব যুধিষ্ঠির ! তুমি তাঁহাদের পূজা কর ॥৪৪॥

নরনাথ ! এইখানেই সেই দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ চক্ৰ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । এই অক্ষয়শ্রোতা যমুনা, ইহার তীবেই কৃষ্য তপস্তায় নিরত হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

শত্রুনাশন পাণ্ডুনন্দন ! ভৌম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং আমরা সকলে তোমার সহিতই এই সকল স্থানে যাইব ॥৪৬॥

রাজা ! এই ইন্দ্রের পুণ্য প্রশ্রবণ, যেখানে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ (তপস্তা করিয়া) উদ্ধবর্তী আপন আপন লোকে গমন করিয়াছেন ॥৪৭॥

রাজা ! ক্ষমাসীল ও পরমধাম্নিক সেই ধাতাপ্রভৃতিও এখানে বাস করিয়াছিলেন । সরলবুদ্ধ মিত্রবংশীয়গণের এই মঙ্গলময় পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠ ॥৪৮॥

অত্র রাজা মহেশাসো মাক্ষাতাহযজত স্বয়ম্ ।

সাহদেবশ্চ কৌন্তেয় ! সোমকো দদতাং বরঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং স্কন্ধোপাখ্যানে ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মাক্ষাতা রাজশার্দূলদ্রিসু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।

কথং জাতো মহাব্রহ্মন্ ! যৌবনাথো নৃপোত্তমঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবেতি । নানায়জ্ঞৈশ্চিত্তা ব্যাপ্তা ॥৪৭॥

অজ্ঞেতি । মহেশাসো মহাধর্মুর্ধরঃ । এবামাখ্যানং পরস্তাধক্ষতি ॥৫০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশতট্টাচার্যাবরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

মাক্ষাতেতি । হে মহাব্রহ্মন্ ! শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ !, যৌবনাথো যুবনাথপুত্রঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

পঠন্তি, স চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ । অত্র পাঠস্ত কাণ্ঠাদিস্বত্যা পূর্বোক্তার্থস্ত দৃঢ়ীকারার্থঃ

॥৪২—৪৩॥ নিত্যশয়ঃ—নিত্যং শয়নাঃ সন্নিহিতা ইত্যর্থঃ । তেপুস্তপস্ক্রুঃ ॥৪৪—৪৫॥

সাহদেবিঃ স্বল্পয়পুত্রস্ত পুত্রঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০০॥

রাজা ! মহর্ষিগণসেবিতা এই যমুনা নদী ; ইহার তীরে নানাবিধ যজ্ঞ
হইয়াছিল ; সুতরাং এই নদী পুণ্য জন্মায় এবং পাপভয় নষ্ট করে ॥৪৯॥

কুন্তীনন্দন ! এইখানে মহাধর্মুর্ধর রাজা স্বয়ং মাক্ষাতা, সহদেবরাজার পুত্র
এবং দাতৃশ্রেষ্ঠ সোমকরাজ যজ্ঞ করিয়াছিলেন” ॥১০॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ত্রিভুবনবিখ্যাত রাজশ্রেষ্ঠ এবং বস্তুতও
নৃপপ্রধান যুবনাথপুত্র মাক্ষাতা কি প্রকারে জন্মিয়াছিলেন ? ॥১॥

কথঞ্চৈনাং পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তবানমিতদ্ব্যতিঃ ।
 যস্য লোকাস্ত্রয়ো বশ্যা বিষ্ণোরিব মহাত্মনঃ ॥২॥
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং চরিতং তস্য ধীমতঃ ।
 সত্যকৌর্ভেই মাঙ্কাতুঃ কথ্যমানং ত্বয়াহনঘ ! ॥৩॥
 যথা মাঙ্কাতৃশব্দচ্চ তস্য শক্রসমদ্ব্যতেঃ ।
 জন্ম চাপ্রতিবীৰ্য্যস্য কুশলো হসি ভাষিতুম্ ॥৪॥

লোমশ উবাচ ।

শৃণুধাবহিতো রাজন্ । রাজন্তস্য মহাত্মনঃ ।
 যথা মাঙ্কাতৃশব্দো বৈ লোকেষু পরিণীয়তে ॥৫॥
 ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যুবনাশ্বো মহৌপতিঃ ।
 সোহযজ্ঞং পৃথিবীপাল । ক্রতুভিভূরিদক্ষিণৈঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । পরাং কাষ্ঠাং উৎকর্ষন্ত চরমামবস্থাম্, অমিতদ্ব্যতির্মাঙ্কাতা ॥২॥
 এতদিতি । সত্যকৌর্ভেরনারোপিতযশসঃ । লোকা হি প্রভোমিথ্যাপি যশো ক্রবন্তি ॥৩॥
 যথেনি । মাঙ্কাতৃশব্দো মাঙ্কাতেনিতি নাম, যথাহভবৎ । কুশলো দক্ষঃ ॥৪॥
 শৃণুযেতি । অবহিতঃ শ্রবণে কৃতমনোযোগঃ । তস্য মাঙ্কাতুঃ ॥৫॥
 ইক্ষ্বাকুতি । মহৌপতিরাসীদতি শেষঃ । অযজ্ঞং দেবান্ পূজিতবান্ ॥৬॥

এবং সেই অসাধবণ হেজন্ম কি কবিয়াই বা সেটরূপ উৎকর্ষের পরা-
 কাষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন? সমস্ত ত্রিভুবন বিষ্ণুরই মত য মহাত্মাব বশীভূত
 হইয়াছিল ॥২॥

নিষ্পাপ ব্রহ্মষি! জ্ঞানবান্ ও সত্যকীৰ্ত্তি সেই মাঙ্কাতার চরিত্র আপনি
 বলুন, আমি তাহা শুনিব। ইচ্ছা করি ॥৩॥

ইন্দ্রের তুলা হেজন্ম ও অসাধবণ বলবান্ সেই বাজ্রাব যেভাবে ‘মাঙ্কাতা’-
 নাম ও জন্ম হইয়াছিল, তাহা আপনি বলুন। কারণ, আপনি ইতিহাস বলিতে
 বড়ই নিপুণ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“বাজ্রা যাহাতে সেই মহাত্মাব ‘মাঙ্কাতা’-নাম জগতে
 কীর্ত্তন কবে, তাহা তুমি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর ॥৫॥

রাজা! ইক্ষ্বাকুবংশোৎপন্ন ‘যুবনাশ্ব’-নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি প্রচুর
 দক্ষিণাসম্পন্ন বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৬॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ প্রাপ্য বর্ষাভূতাং বরঃ ।
 অশ্বৈশ্চ ক্রতুভিঃ পুণ্যৈরযজ্ঞং স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৭॥
 অনপত্যস্ত রাজর্ষিঃ স মহাত্মা মহাত্রতঃ ।
 মন্ত্ৰিষাধায় তদ্রাজ্যং বননিত্যো বভূব হ ।
 শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সংযোজ্যাত্মানমাত্মবান্ ॥৮॥
 স কদাচিম্পো রাজম্পুবাসেন দুঃখিতঃ ।
 পিপাসাশুকহৃদয়ঃ প্রবিবেশাশ্রমং ভৃগোঃ ॥৯॥
 তামেব রাত্রিং রাজেন্দ্র ! মহাত্মা ভৃগুনন্দনঃ ।
 ইষ্টিককার সৌদ্র্যশ্লেষহৃষিঃ পুত্রকারণাৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বৈতি । প্রাপ্য অহুষ্ঠায় । স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ পর্যাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৭॥

অনপত্য ইতি । মহাত্রতো দৃঢ়তাবেন শাস্ত্রোক্তনিয়মশালী । বনম্বেব নিত্যং সৰ্ব্বদাধি-
 ষ্টেয়ং যন্ত সঃ । আত্মবান্ যোগসাধনে যত্ববান্, আত্মানং স্বজীবম্, সংযোজ্য পরমাত্মনি
 আধায়, “সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপৰমাত্মনোঃ” ইতি যোগিষাশ্রবণব্যবচনাৎ ।
 বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

স ইতি । স যুবনাশ্বঃ । ভৃগোভৃগুপুত্রস্ত চ্যবনস্ত ॥৯॥

ভামিতি । ইষ্টিং যাগম্ সৌদ্র্যেঃ স্বহৃদয়পুত্রস্ত যুবনাশ্বস্ত ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

মাত্মাতেতি । যৌবনাশ্বো যুবনাশ্বপুত্রঃ ॥১॥ পরাং কাষ্ঠাং অগিষেব শ্রেষ্ঠং স্থানম্ ॥২—৩॥
 আত্মানং চিত্তম্, আত্মবান্ জিতচিত্তঃ, সংযোজ্যেষ্টদেবতয়া ঐক্যং নীত্বা ॥৮—৯॥ সৌদ্র্যে:

সেই ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুবনাশ্ব বহুতর অশ্বমেধযজ্ঞ কবিতা প্রচুব দক্ষিণায়ুক্ত
 পুণ্যজনক আবণ্ড অনেক যজ্ঞ কবিতাছিলেন ॥৭॥

মহাত্মা ও মহাত্রতপবায়ণ সেই রাজর্ষি যুবনাশ্ব নিঃসন্তান ছিলেন ; তাই
 তিনি মন্ত্ৰিগণের উপরে রাজ্যভাব হস্ত করিয়া, বনে যাইয়া, যোগসাধনে যত্ববান্
 হইয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানে পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

রাজা ! কোন সময়ে সেই যুবনাশ্ব উপবাসে ক্লান্ত ও পিপাসায় শুককণ্ঠ হইয়া
 চ্যবনের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এদিকে মহাত্মা ও মহর্ষি চ্যবন সেই যুবনাশ্বরাজারই পুত্রের
 জন্ত সেই রাত্রিতেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১০॥

(৮)...স্বমহাত্মা মহাত্মাঃ—নি

সম্ভূতো মন্ত্ৰপুতেন বারিণা কলসো মহান্ ।
 তত্রাতিষ্ঠত রাজেন্দ্র ! পূৰ্বমেব সমাহিতঃ ॥১১॥
 যৎ প্রাশ্য প্রসবেত্তস্য পত্নী শত্রুসমং স্নতম্ ।
 তং স্ত্য বেষ্টাং কলসং স্তম্বপুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥১২॥
 রাত্রিজাগরণশ্রান্তান্ সৌদ্যম্নিঃ সমতীত্য তান্ ।
 শুককণ্ঠঃ পিপাসার্তঃ পানীয়ার্থী ভৃশং নৃপঃ ।
 তং প্রবিশ্যাশ্রমং শ্রান্তঃ পানীয়ং সোহভ্যযাচত ॥১৩॥
 তস্য শ্রান্তস্য শুক্লেণ কণ্ঠেন ক্রোশতস্তদা ।
 নাত্রৌষীৎ কশ্চন তদা শকুনেরিব বাশতঃ ॥১৪॥
 ততস্তং কলসং দৃষ্ট্বা জলপূৰ্ণং স পার্থিবঃ ।
 অভ্যদ্রবত বেগেন পীত্বা চাস্তো ব্যাস্থজং ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সম্ভূত ইতি । সম্ভূতঃ পূৰ্ণঃ । সমাহিতঃ তদ্যাগবিধ্যুক্তনয়মেন যক্ষিতঃ ॥১১॥
 যদ্বিতি । যৎ যৎকলসজলম্, প্রাশ্য পীত্বা । তে যজ্ঞব্যাপৃতাঃ ॥১২॥
 রাত্রীতি । সৌদ্যম্নিঃ সুবনাশ্বঃ । পানীয়ং জলম্ । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৩॥
 তন্ত্ৰেতি । ক্রোশত আহ্বয়তঃ । নাত্রৌষীৎ শুককণ্ঠতয়া যদৃশ্বরত্নাৎ । বাশতো কবতঃ ॥১৪॥
 ভূত ইতি । অভ্যদ্রবত কলসাস্তিকমগমৎ । ব্যাস্থজং অবশিষ্টমন্তঃ ॥১৫॥

সুতরাং রাজশ্রেষ্ঠ ! মন্ত্ৰপুত্র জলে পরিপূর্ণ বৃহৎ একটা কলস পূৰ্ব্ব হইতেই সেই স্থানে স্থাপিত ছিল ॥১১॥

যে কলসের জল পান করিয়া যুবনাশ্বের পত্নী ইন্দ্রতুলা পুত্র প্রসব করিবেন, সেই কলস যজ্ঞবেদীর উপরে রাখিয়া সেই বৃত্ত মহর্ষিরা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥১২॥

সেই সময়ে পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত, শুককণ্ঠ এবং অত্যন্ত জলপ্রার্থী সেই যুবনাশ্বরাজা—রাত্রিজাগরণে পরিশ্রান্ত ঋষিগণকে অতিক্রমপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তখন পরিশ্রান্ত যুবনাশ্ব শুককণ্ঠে ডাকতেছিলেন বলিয়া ক্ষুদ্র-পক্ষিরবের ছায় তাঁহার সেই ডাক কেহই শুনিতে পান নাই ॥১৪॥

তাঁহার পর যুবনাশ্বরাজা জলপূর্ণ কলস দেখিয়া তাঁহার নিকট বেগে গমন করিলেন এবং তাঁহার জল পান করিয়া অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিলেন ॥১৫॥

(১৩)...পানীয়ার্থং ভৃশং নৃপঃ—পি

স পীত্বা শীতলং তোয়ং পিপাসার্তো মহৌপতিঃ ।
 নির্ব্বাণমগমকৌমান্ সুশ্রবী চাভবতদা ॥১৬॥
 ততস্তে প্রত্যবুধ্যস্ত মুনয়ঃ সতপোধনাঃ ।
 নিস্তোয়ং তঞ্চ কলসং দদৃশুঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥১৭॥
 কস্ম কশ্মেদমিতি তে পর্যাপৃচ্ছন্ সমাগতাঃ ।
 যুবনাশ্বো মমেত্যেবং সত্যং সমভিপগত ॥১৮॥
 ন যুক্তমিতি তং প্রাহ ভগবান্ ভার্গবস্তদা ।
 স্তূতার্থং স্থাপিতা হ্যাপস্তপসা চৈব সংভূতাঃ ॥১৯॥
 ময়া হত্ৰাহিতং ব্রহ্ম তপ আশ্রায় দারুণম্ ।
 পুত্রার্থং তব রাজর্ষে ! মহাবলপরাক্রম ! ॥২০॥
 মহাবলো মহাবীৰ্য্যস্তপোবলসমগ্নিতঃ ।
 যঃ শক্রমপি বৌর্য্যেণ গময়েদ্যমসাদনম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । নির্ব্বাণং পিপাসাহঃখনিবৃত্তিম্ । সুশ্রবী অতীব শ্রবী ॥১৬॥
 তত ইতি ! প্রত্যবুধ্যস্ত আগবিতবস্তঃ, তপোধনেन চাবনেन সহতি সঃ ॥১৭॥
 কস্তেতি । সমভিপগত অঙ্গীকৃতবান্ ॥১৮॥
 নেতি । স্তূতার্থং তবৈব পুত্রার্থম্, আশো জলম্, তপসা তপঃপ্রভাবেন ॥১৯॥
 ময়েতি । আহিতং স্থাপিতম্, ব্রহ্ম তেজঃ, আশ্রয় অবলম্ব্য ॥২০॥

পিপাসার্ত যুবনাশ্বরাজা সেই শীতল জল পান করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিলেন
 এবং অত্যন্ত শ্রবী হইলেন ॥১৬॥

তৎপরে চাবনের সহিত সেই মুনিরা জাগরিত হইলেন এবং তাঁহারা
 সকলেই সেই কলসটাকে জলশূণ্য দেখিলেন ॥১৭॥

তখন তাঁহারা আসিয়া—‘ইহা কাহার কার্য্য’ এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে
 লাগিলেন ; তখন যুবনাশ্ব—‘ইহা আমার কার্য্য’ এইরূপ সত্য স্বীকার
 করিলেন ॥১৮॥

তখন চাবন বলিলেন—“রাজা ! আপনি ইহা সঙ্গত কার্য্য করেন নাই ।
 কারণ, আপনার পুত্রের জন্তই তপস্কার তেজে পূর্ণ এই জল রাখিয়াছিলাম ॥১৯॥

হে মহাবলপরাক্রম রাজর্ষি ! আপনার পুত্রের জন্তই ভয়ঙ্কর তপস্কা করিয়া
 আমি এই জলে ব্রহ্মতেজ স্থাপিত করিয়াছিলাম ॥২০॥

আপনার যে পুত্র মহাবল, মহাবীৰ্য্য ও তপোবলযুক্ত হইয়া আপন শক্তি-
 প্রভাবে ইন্দ্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত ॥২১॥

অনেন বিধিনা রাজন্ ! ময়ৈতদ্বপপাদিতম্ ।
 অত্তুৰ্দ্ধগাঙ্গয়া রাজন্ ! ন যুক্তং কৃতমগ্ৰ বৈ ॥২২॥
 ন ত্বগ্ৰ শক্যমস্মাভিরেতং কৰ্ত্তুমতোহন্যথা ।
 নূনং দৈবকৃতং হ্যেতদ্যদেবং কৃতবানসি ॥২৩॥
 পিপাসিতেন যাঃ পীতা বিধিমন্ত্ৰপুৰস্কৃতাঃ ।
 আপস্ত্রয়া মহারাজ ! মন্ত্ৰপোবৌৰ্গ্যসংভূতাঃ ॥২৪॥
 তাভ্যস্ত্রমাত্মনা পুত্ৰমৌদৃশং জনয়িষ্যসি ।
 বিধাস্থামো বয়ং তত্র তবেষ্টিং পরমাদ্ভুতাম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
 যথা শক্রসমং পুত্ৰং জনয়িষ্যসি বৌৰ্ঘ্যবান্ ।
 গৰ্ভধারণতশ্চাপি ন খেদং সমবাপ্স্যসি ॥২৬॥
 ততো বর্ষশতে পূৰ্ণে তস্মৈ রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ।
 বামপার্শ্বং বিনিভিগ্ৰ স্ততঃ সূৰ্য্য ইব স্থিতঃ ॥২৭॥
 নিশ্চক্ৰাম মহাতেজা ন চ তং মৃত্যুরাবিশৎ ।
 যুবনাথং নরপতিং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

মহেতি । বলং দৈহিকসামর্থ্যম্, বৌৰ্ঘ্যঃ মানসসামর্থ্যমিতি ভেদঃ ॥২১॥
 অনেনেতি । অত্তুৰ্দ্ধগাং তত্শিব জলস্ত পানাত্ । যুক্তং সঙ্গতম্ ॥২২॥
 নেতি । অতন্তদ্বদগমনাত্, অগ্ৰথা ত্বংপদ্যদগমনম্ । নূনং নিশ্চিন্তম্ ॥২৩॥
 পিপেতি । পিপাসিতেন সজ্জাতপিপাসেন আপো জলম্ তাত্যঃ অস্ত্যঃ, আত্মনা
 স্বয়মেব, উদৃশম্ ইন্দ্রজয়িনম্ । ষষ্টিং যোগ্যম্ ॥২৪—২৫॥

যথেতি । খেদং পুরুষতয়া সম্ভাব্যমানং ক্লেশম্ ॥২৬॥

রাজ্ঞা ! আমি ঠিক বিধানে এই জলকে উপযোগী করিয়াছিলাম ; সুতরাং
 আপনি সেই জল পান করিয়া গাজ সঙ্গত কার্য্য করেন নাই ॥২২॥

অতএব এখন আমরা এ ঘটনাটাকে ইহার অগ্ৰরূপ করিতে সমর্থ হইব না ।
 নিশ্চয়ই এ ঘটনা দৈবকৃত, যাহা আপনি করিয়াছেন ॥২৩॥

মহারাজ ! যথাবিধানে অভিমন্ত্রিত এবং আমার তপঃপ্রভাবে পরিপূর্ণ যে
 জল আপনি পিপাসার্ন্ত হইয়া পান করিয়াছেন, সেই জল হইতে আপনি
 নিজেই ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র প্রসব করিবেন ; তাহাতে আপনার সম্বন্ধে আমরা
 একটা পরম অদ্ভুত যাগ করিব ॥২৪—২৫॥

যে যাগের ফলে আপনি ইন্দ্রতুলা পুত্র প্রসব করিবেন, অথচ গৰ্ভধারণের
 কষ্ট পাইবেন না ॥২৬॥

ততঃ শক্রো মহাতেজাস্তং দিদৃক্ষুরুপাগমৎ ।
 ততো দেবা মহেন্দ্রং তমপৃচ্ছন্ ধাস্ততীতি কিম্ ॥২৯॥
 প্রদেশিনীং ততোহস্থ্যাস্তে শক্রঃ সমাভিসন্দধে ।
 মাময়ং ধাস্ততীত্যেবং ভাষিতে চৈব বজ্রিণা ।
 মাক্ষাতেতি চ নামাস্ত্য চক্রুঃ সেন্দ্রা দিবৌকসঃ ॥৩০॥
 প্রদেশিনীং শক্রদত্তামাস্মাগ্ স শিশুস্তদা ।
 অবর্দ্ধত মহাতেজাঃ কিঞ্চূন্ রাজঃস্রয়োদশ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দ্বিত উদয় এব । আবিশং আক্রামং ॥২৭—২৮॥

তত ইতি । ইতি এষ শিশুঃ, কিং ধাস্ততি পাস্ততি ; পুরুষপ্রসূততয়া তস্ত স্তন্যভাবেন
 স্তন্যদুর্ভাবাদিতি ভাবঃ । ধাস্ততীতি “খেট্ পা পানে” ইত্যস্ত রূপম্ ॥২৯॥

শ্রেতি । ততঃ শক্রঃ, অস্ত শিশোঃ, আস্তে মুখে, প্রদেশিনীম্ আজ্ঞানন্তর্জ্ঞনীমঙ্গুলীম্,
 সমভিসন্দধে সমপিত্তবান্ । পরঞ্চ ইত্যেবংরূপেণ, অয়ং শিশুঃ, মাম্, ধাস্ততি পাস্ততি ;
 অদৃষ্টরূপেণাপি ময়েথং প্রদেয়ত্বাৎ অঙ্গুল্যাগ্রাচ্চ সূধাক্ষরণাৎ অতএব চ প্রায়েণ শিশুভিঃ
 বাঙ্গুলীনামপি পানাদিত্যাশয়ঃ । বজ্রিণা শক্রেণ । ধাতেতি পানার্থকখেট্ ধাতোত্ত্বনপ্রত্যয়ান্ত-
 তয়া কণ্ঠবি ষষ্ঠীনিষেধাদলুক্সমাসাশ্রয়ণাচ্চ মাক্ষাতেতি রূপম্ । ষট্ পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

শ্রেতি । অবর্দ্ধত ততঃ সূধাষাদনাদিতি ভাবঃ । কিঞ্চূন্ বিতস্তীন, “কিঞ্চূর্হস্তে
 বিভক্তৌ চ” ইত্যমরঃ । দেবপ্রভাবোহয়ং বলীয়ানিত্যাশয়ঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

যুবনাশ্ত ॥১০—১৫॥ বাশতঃ শব্দঃ কুর্ভন্তঃ ॥১৪—১৫॥ নির্ঝাণং তপঃকলম্ ॥১৬—২৪॥ ইষ্টমিচ্ছিতম্
 ॥২৫—২৮॥ কিং ধাস্ততি পাস্ততি স্তন্যভাবাৎ ॥২৯॥ মাং ধাস্ততি মাক্ষাতা ধাতেতি লুঙন্ত

তাহার পর একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, সূর্য্যের ঞ্চায় তেজস্বী একটা পুত্র
 মহাত্মা যুবনাশ্বরাজ্যার বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হইল ; কিন্তু তাহাতে
 যুবনাশ্বরাজ্যার মৃত্যু হইল না ! । এই ঘটনাটা আশ্চর্য্যই হইয়াছিল ॥২৭—২৮॥

তাহার পর মহাতেজা ইন্দ্র সেই বালকটাকে দেখিতে আসিলেন ; তখন
 দেবতারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ বালকটা কি পান করিবে ?” ॥২৯॥

তখন ইন্দ্র সেই বালকটীর মুখে নিজের তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া
 দিলেন (এবং বলিলেন—) “এ, এইভাবে আমাকে পান করিবে” । ইন্দ্র এই
 কথা বলিলে, তাঁহার সহিত দেবতারা সেই বালকটীর নাম করিলেন—
 ‘মাক্ষাতা’ ॥৩০॥

রাজা ! তখন সেই বালকটা ইন্দ্রদত্ত তর্জ্জনী অঙ্গুলী চোষণ করিয়া অত্যন্ত
 তেজস্বী হইয়া ত্রয়োদশ বিত্তন্তি (সাড়ে ছ’হাত) বৃদ্ধি পাইল ॥৩১॥

বেদাস্তং সধনুর্বেদা দিব্যান্যদ্রাণি চেশ্বরম্ ।

উপতস্থূর্মহারাজ ! ধ্যাতমাত্রাণি সৰ্ব্বশঃ ॥৩২॥

আজগবং নাম ধনুঃ শরাঃ শৃঙ্গোদ্ভবাশ্চ যে ।

অভেগং কবচৈশ্চৈব সগস্ত্রপাশিশ্রিয়ুঃ ॥৩৩॥

দোহভিমিস্তো ভগবতা স্বয়ং শক্রেণ ভারত ! ।

ধৰ্ম্মেণ ব্যাজয়ল্লোকাংস্ত্রীন্ বিযুগ্ধিৰি বিক্রমৈঃ ॥৩৪॥

তস্তাপ্রতিহতং চক্রং প্রাবর্তত মহাত্মনঃ ।

রত্নানি চৈব রাজসিং স্বয়মেবোপতস্মিন্বে ॥৩৫॥

তস্তোয়ং বস্তুসম্পূর্ণা বস্তুধা বস্তুধাধিপ ।

তেনেকং বিবৈধৈর্গাঞৈর্বহুভিঃ সাপুদক্ষিণৈঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

বেদা ইতি । ঈশ্বরং প্রভুম্ ঈশ্বরাত্তগৃহীতং বা । ধ্যাতমাত্রাণি তেনৈব ॥৩২॥

আভেতি । অজস্র ব্রহ্মণো গোস্তেজস্তেজদমিত্যাজগবম্ ॥৩৩॥

স ইতি । অভিষিক্তো যৌবরাজ্য ইতি শেষঃ । ব্যাজয়দ্বিতি পরশ্রমপদমার্বম্ ॥৩৪॥

তস্তেতি । অপ্রতিহতং শক্রভিরিতি শেষঃ, চক্রং গাষ্ট্রম্ ॥৩৫॥

তস্তেতি । বস্তুভির্দনৈঃ সম্পূর্ণা । ইষ্টং যজনং কৃতম্ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যাখ্যানং ধাত্তভীতি ॥৩০॥ প্রদেশিনীং তর্জনীম্ দিক্কূন হস্তান্ বিতস্তীন্ বা ।

“কিছুইন্তে বিতস্তৌ চ” ইত্যময়ঃ ॥৩১॥ ধ্যাতমাত্রা ইঞ্জেনাপ্রমেরংবিধো ভবত্বিতি সঙ্কলিত্ত

৥৩২॥ শৃঙ্গোদ্ভবাঃ স্বর্গজাঃ । “শৃঙ্গং প্রভৃষে শিখরে” ইত্যাদিঃ “স্বর্গমীনবিষয়ো”রিত্তি বিশ্বঃ,

মহারাজ ! সেই বালকটী ঈশ্বরাত্তগৃহীত হইয়াছিল ; তাই সে ধ্যান করিবামাত্র ধনুর্বেদের সহিত সকল বেদ এবং স্বর্গীয় সকল অস্ত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল ॥৩১॥

আর, ‘আজগব’-নামে একখানা ধনু, শৃঙ্গোৎপন্ন বাণ এবং একটী অভেদ্য কবচ সগ্ধই আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল ॥৩২॥

ভরতনন্দন ! তখন ভগবান্ স্বয়ং দেবরাজ মাক্ষাতাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ; ক্রমে সেই মাক্ষাতা বিযুগ্ধ হুয়া আপন বিক্রমে ধর্ম্মানুসারে ত্রিভুবন জয় করিলেন ॥৩৪॥

ক্রমে মহাত্মা মাক্ষাতার রাজ্য অপ্রতিহত হইল এবং রত্ন সকল নিজে নিজে আসিয়াই রাজসিং মাক্ষাতার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৩৫॥

(৩২)...ধ্যাতমাত্রা সৰ্ব্বশঃ—বা ব বা

বন-১৩৩ (৮)

চিত্তৈত্যো মহাতেজা ধৰ্ম্মান্ প্রাপ্য চ পুঙ্কলান্ ।
 শক্রশ্রাদ্ধাসনং রাজন্ ! লব্ধবানমিতদ্ব্যতিঃ ॥৩৭॥
 একাহাং পৃথিবী তেন ধৰ্ম্মনিত্যেন ধীমতা ।
 বিজিতা শাসনাদেব সত্ত্বাকরপত্তনা ॥৩৮॥
 তস্ম্য চৈতৈর্মহারাজ ! ক্রতুনাং দক্ষিণাবতাম্ ।
 চতুরস্তা মহী ব্যাপ্তা নাসৌ কিঞ্চিদনাবৃত্তম্ ॥৩৯॥
 তেন পদ্মসহস্রাণি গবাং দশ মহাত্মনা ।
 ব্রাহ্মণানাং মহারাজ ! দত্তানৌতি প্রচক্ষতে ॥৪০॥
 তেন দ্বাদশবার্ষিক্যামনার্ষ্ট্যাং মহাত্মনা ।
 বৃষ্টিং শস্যবিরুদ্ধার্থং মিশতো বজ্রপাণিনঃ ॥৪১॥
 তেন সোমকুলোৎপন্নো গান্ধরাধিপতির্মহান্ ।
 গজ্জম্বিব মহামেঘঃ প্রমথ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ছিত্তৈতি । চিত্তানি বিহিতানি চৈত্যানি যজ্ঞশালা যেন নঃ । পুঙ্কলান্ প্রচুরান্ ॥৩৭॥
 একেতি । শাসনাদাদেশাদেব, সত্ত্বাকরৈঃ সমুদ্রৈঃ পত্তনৈর্নগরৈশ্চ সছেতি সা ॥৩৮॥
 ভজেতি । চৈতৈর্মহারাজাভিঃ, “চৈতামায়ত্তনং তুলো” ইত্যমরঃ ॥৩৯॥
 তেনেতি । পদ্মসহস্রাণীত্যনেন বহুত্বং স্থচিতম্ । প্রচক্ষতে অধুনাশি লোকাঃ ॥৪০॥
 তেনেতি । মিশতঃ পশ্যতঃ, বজ্রেণ পণিতুং ব্যবহৃত্বং শীলমন্তেতি তস্ম্য, পণেগিন্ ॥৪১॥
 তেনেতি । সোমকুলোৎপন্নশ্চন্দ্রবংশীয়ঃ । মহান্ প্রবলঃ ॥৪২॥

রাজা ! ধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী মাক্ষাতারই ছিল এবং তিনি প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত নানাবিধ বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির ! অত্যন্ত তেজস্বী ও অমিতবিক্রম মাক্ষাতা অসংখ্য যজ্ঞশালা নির্মাণপূর্ব্বক প্রচুর ধর্ম্ম লাভ করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

ধর্ম্মনিরত ও বুদ্ধিমান্ মাক্ষাতা কেবল আদেশ করিয়াই সমুদ্র ও নগর-প্রভৃতির সহিত সমগ্র পৃথিবী একদিনেই জয় করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

মহারাজ ! মাক্ষাতার প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত নানাবিধ যজ্ঞভবনে চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীই ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কোন স্থানই অনাবৃত ছিল না ॥৩৯॥

মহারাজ ! এখনও লোকে বলে যে, মহাত্মা মাক্ষাতা ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গো দান করিয়াছিলেন ॥৪০॥

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিলে, মহাত্মা মাক্ষাতা শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রের সাক্ষাতেই বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৪১॥

প্রজাশ্চতুৰ্বিধান্তেন ত্রাতা রাজন্ ! কৃতান্ননা ।

তেনান্নতপসা লোকাঃ স্থাপিতাশ্চাতিতেজসা ॥৪৩॥

তস্মৈতদ্দেবযজ্ঞনং স্থানমাদিত্যবর্চসঃ ।

পশ্য পুণ্যতমে দেশে কুরুক্ষেত্রস্ত মধ্যতঃ ॥৪৪॥

এতন্তে সৰ্বমাখ্যাতং মাক্ষাতুশ্চরিতং মহৎ ।

জগ্ম চাগ্র্যং মহীপাল ! গম্যাং হং পরিপূচ্ছসি ॥৪৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স কৌন্তেয়ো লোমশেন মহর্ষিণা ।

পপ্রচ্ছানন্তুরং ভূয়ঃ সৌমকং প্রতি ভারত ! ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং মাক্ষাক্রপাখ্যানেন চতুৰধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

প্রজা ইত্য । চতুৰ্বিধাঃ জহাবৃদ্ধ-শ্বেদজাওজোহুজ্জাঃ । কৃতান্ননা যত্নবতা ॥৪৩॥

ভন্তেতি । দেবা ইজ্যন্তে অশ্বিরিতি দেবযজ্ঞনম্ । মধ্যতো মধ্যো ॥৪৪॥

এতদ্বিতি । আখ্যান্তং সংকেপেণোক্তম্ । অগ্র্যং ভার্গবান্ধ্রগ্রহনিম্পন্নজাচ্ছ্রীম্ ॥৪৫॥

এবমিতি । ভূয়ঃ পুনঃ, সৌমকং প্রাপ্ত প্রাপ্ততদোমকরাজবিষয়ে ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাষ্যতাচার্য্য-মহাশয়-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসদ্বিক্রান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীর্থযাত্রায়াং চতুৰধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্বিবিদ্য ইত্যর্থঃ ॥৩৩—৩৪॥ চক্রমাজ্ঞা ১২ঃ ৩৬। চিত্তচৈতন্য কৃতচরনক্রতুঃ ১৩৭—৩৯।

পদ্ম শতকোটয়ন্তেষামপি সহস্রাণি দশ ১২০—১২২। চতুৰ্বিধাঃ স্থরনবতিধ্যাক্ষবরাঃ ১৪৩—১৪৬।

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুৰধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

মাক্ষাতা, গর্জ্জনকারী মহামেঘের আয় চন্দ্রবংশীয় প্রবল গাক্ষাররাজকে বাণ-
দ্বারা জর্জরিত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন ॥৪২॥

আর, রাজা ! তিনি সর্বদা যত্নবান্ থাকিয়া চতুৰ্বিধ প্রাণীকে রক্ষা
করিতেন এবং অত্যন্ত তেজস্বী সেই মাক্ষাতা আপন তপোবলে লোকদিগকে
স্বস্বপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

যুষ্টিরি ! দেখ, পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সেই সূর্যাতুলা তেজস্বী
মাক্ষাতার এই যজ্ঞস্থান রহিয়াছে ॥৪৪॥

রাজা ! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার
নিকট সেই মাক্ষাতার মহনীয় চরিত্র ও উত্তম জন্মের বিষয় বলিলাম” ॥৪৫॥

* ‘...বহুবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—পি নি ।

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ । *

কথংবীৰ্য্যঃ স রাজাহভূং সোমকো বদতাং বর ! ।

কৰ্ম্মাণ্যস্ত প্রভাবঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১॥

লোমশ উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরাসৌম্ পতিঃ সোমকো নাম ধার্ম্মিকঃ ।

তস্য ভার্য্যা শতং রাজন্ ! সদৃশীনামভূতদা ॥২॥

স বৈ যত্নেন মহতা তাস্ম পুত্রং মহৌপতিঃ ।

কঞ্চিন্নাসাদয়ামাস কালেন মহতা হপি ॥৩॥

কদাচিত্তস্য বৃদ্ধস্য ঘটমানস্য যত্নতঃ ।

জন্তুর্নাম স্ততস্তস্মিন্ দ্রৌশতে সমজায়ত ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কথং কীদৃশং বীৰ্য্যং যন্ত স কথংবীৰ্য্যঃ । তত্ত্বতো যাথার্থেন ॥১॥

যুধীতি । ভাৰ্য্যেত্যার্ষ্ণত্বাধ্বন্যবহুবচনাস্তং পদং সদৃশীনামিত্যব্রাহ্মরোধাৎ ॥২॥

স ইতি । যত্নেন দেবার্চনাদিচেষ্টয়াপি । নাসাদয়ামাস ন লেভে ॥৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন— ভারতনন্দন ! মহর্ষি লোমশ এইরূপ বলিলে, তৎপরে যুধিষ্ঠির পুনরায় সোমকরাজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ! সেই সোমকরাজার কিরূপ শক্তি, কি কি কার্য্য এবং কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা যুধিষ্ঠির ! ‘সোমক’-নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য একশত ভার্য্যা ছিল ॥২॥

কিন্তু সেই রাজা বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহুকালেও সেই ভার্য্যাদের গর্ভে কোন পুত্র লাভ করেন নাই ॥৩॥

ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে লাগিলে, সেই একশত স্ত্রীর মধ্যে ‘জন্তু’-নামে একটা পুত্র জন্মিল ॥৪॥

তং জাতং মাতরঃ সৰ্ব্বাঃ পরিবার্য্য সমাসতে ।
 সততং পৃষ্ঠতঃ কৃদ্ধা কামভোগান্ বিশাংপতে ! ॥৫॥
 ততঃ পিপীলিকা জন্তুং কদাচিদদশং স্ফিচি ।
 স দক্ষৌ বান্দনাদং তেন দুঃখেন বালকঃ ॥৬॥
 ততস্তা মাতরঃ সৰ্ব্বাঃ প্রাক্রোশন্ ভৃশদুঃখিতাঃ ।
 প্রবার্য্য জন্তুং সহিতাঃ স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥৭॥
 তমার্তনাদং সহসা শুশ্রাব স মহৌপতিঃ ।
 অমাত্যপৰ্ষদো মধ্যে উপবিষ্টঃ সহস্ৰিজা ॥৮॥
 ততঃ প্রস্থাপয়ামাস কিমেতদिति পার্থিবঃ ।
 তস্মৈ ক্রভা যথার্তমাচচক্ষে স্ততং প্রতি ॥৯॥
 ত্বরমাণঃ স চোখ্যায় সোমকঃ সহ মন্ত্ৰিভিঃ ।
 প্রবিশ্যান্তঃপুরং পুত্রমাশ্বাসয়দরিন্দমঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কদাচিহিতি । ঘটমানস্ত চেষ্টমানস্ত । স্ত্রীশতে স্ত্রীশতमध्ये একস্তামিত্যর্থঃ ॥৫॥
 তমিতি । পরিবার্য্য পরিবেষ্টা, সমাসতে উপবিশন্তি অ । পৃষ্ঠতঃ কৃদ্ধা বিহায় ॥৬॥
 তত ইতি । জন্তুং তদাখ্যং পুত্রম্, স্ফিচি নিতম্বদেশে । নাদমার্তনাদম্ ॥৭॥
 তত ইতি । প্রবার্য্য পরিবেষ্ট্য । তুমুলো মিশ্রিতস্বাধিশালঃ ॥৮॥
 তমিতি । অমাত্যপৰ্ষদো মন্ত্রিসভায়াঃ । পৰ্ষদिति পূবোদয়াদিভ্যং পরেরিকারলোপঃ ॥৮॥
 তত ইতি । প্রস্থাপয়ামাস দ্বারপানমিতি শেষঃ । ক্রভা স ভাবপালঃ ॥৯॥

নরনাথ ! মাতারা সকলেই কামভোগ পিছনে রাখিয়া সৰ্ব্বদাই সেই বালকটাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিতেন ॥৫॥

তাহার পর কোন সময়ে একটা পিপীলিকা সেই জন্তুর নিতম্বদেশে দংশন করিল ; তখন সেই যাতনায় সেই বালক আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ॥৬॥

তদনন্তর সেই মাতারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, জন্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া, সম্মিলিতভাবে রোদন করিয়া উঠিলেন ; তাহাতে সেই শব্দ তুমুল হইয়া পড়িল ॥৭॥

সুতরাং মন্ত্রিসভার মধ্যে যাজকের সহিত উপবিষ্ট সেই রাজা তৎক্ষণাৎ সেই আৰ্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন ॥৮॥

তাহার পর 'এটা কি' ইহা জানিবার জন্ত রাজা একজন দৌবারিককে পাঠাইয়া দিলেন ; সে দৌবারিক জানিয়া আসিয়া রাজার নিকট পুত্রের বিষয় যথাবৎ বৃত্তান্ত বলিল ॥৯॥

সাস্বয়িষ্ঠা তু তং পুত্রং নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাম্ পঃ ।
ঋত্বিজা সহিতো রাজন্ ! সহামাত্য উপাविशन् ॥১১॥
সোমক উবাচ ।

ধিগন্ত্বিহৈকপুত্রত্বমপুত্রত্বং বরং ভবেৎ ।
নিত্যাভুরত্বাদ্ভূতানাং শোক এবৈকপুত্রতা ॥১২॥
ইদং ভাৰ্য্যাশতং ব্রহ্মন্ ! পরীক্ষ্য সদৃশং প্রভো ! ।
পুত্রার্থিনা ময়াহবোঢ়ং ন তাসাং বিগতে প্রজা ॥১৩॥
একঃ কণাঞ্চিছুৎপন্নঃ পুত্রো জন্তুরয়ং মম ।
যতমানাস্ত সৰ্ব্বাস্ত্ৰ কিম্ দুঃখমতঃপরম্ ॥১৪॥
বয়শ্চ সমতীতং মে সভাব্যস্ত দ্বিজোত্তম ! ।
আসাং প্রাণাঃ সমায়তা মম চাত্রেকপুত্রেকে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বরেতি । সোমকো রাজা । পুত্রং পিপীলিকাদষ্টং জন্তুম্ ॥১০॥
সাস্বয়িষেতি । অমাত্যৈঃ সহিতঃ সহামাত্যঃ, বিকল্পাৎ সহশব্দস্ত সভাব্যভাবঃ ॥১১॥
ধিগতি । নিত্যাভুরত্বাৎ সন্তাব্যমাননিত্যরোগিত্বাৎ । শোকঃ শোকস্থানম্ ॥১২॥
ইদমিতি । সদৃশং কুলাদিনা যোগ্যম্ । অবোঢ়ং ব্যুঢ়ং পদ্বিগতমিতি যাবৎ ॥১৩॥
এক ইতি । যতমানাস্ত্ৰ পুত্রপ্রসবায় চেষ্টমানাস্ত্ৰ, সৰ্ব্বাস্ত্ৰ ভাৰ্য্যাস্ত্ৰ ॥১৪॥

তখন অর্জুন সোমকরাজা সহর উঠিয়া মাস্ত্রবর্গের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ
করিয়া পুত্রকে আশ্রয় করিলেন ॥১০॥

যুধিষ্ঠির ! তাহার পর সোমকরাজা সেই পুত্রকে সাধুনা করিয়া, অন্তঃপুর
হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া ঋত্বিক্ ও মাস্ত্রবর্গের সহিত উপবেশন
করিলেন ॥১১॥

সোমক বলিলেন—“পুত্র না হওয়া বরং ভাল ; কিন্তু একটীমাত্র পুত্র
হওয়াকে আমি ধিকার দি । কারণ, প্রাণিগণের সর্বদাই পীড়া হওয়া সম্ভব বলিয়া
একটীমাত্র পুত্র কেবল উদ্বেগেরই বিষয় ॥১২॥

হে প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ! আমি পুত্রার্থী হইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া
নিজের যোগ্য এই একশত ভাৰ্য্যা গ্রহণ করিলাম ; কিন্তু তাহাদের সন্তানই
হইল না । ॥১৩॥

তা’র পর সকল ভাৰ্য্যাই পুত্রের জন্ত যত্নপরায়ণ হইলে, ‘জন্তু’-নামে আমার
এই একটীমাত্র পুত্র কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল । ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয়
কি আছে ? ॥১৪॥

স্মাতু কৰ্ম্ম তথা যুক্তং যেন পুত্রশতং ভবেৎ ।

মহতা লঘুনা বাপি কৰ্ম্মণা তুষ্করেণ বা ॥১৬॥

খাদ্বিগুবাচ ।

অস্তি চৈতাদৃশং কৰ্ম্ম যেন পুত্রশতং ভবেৎ ।

যদি শক্রেণামি তৎ কৰ্ত্তুমথ বক্ষ্যামি সোমক ! ॥১৭॥

সোমক উবাচ ।

কাৰ্গ্যং বা যদি বাহকাৰ্গ্যং যেন পুত্রশতং ভবেৎ ।

কৃতমেবেতি তদ্বিক্তি ভগবন্ ! প্রব্রবীতু মে ॥১৮॥

খাদ্বিগুবাচ ।

যজ্ঞস্য জন্তুনা রাজ্ঞঃস্বঃ ময়া বিততে ক্রতো ।

ততঃ পুত্রশতং শ্রীমদ্রুবিদ্যাচ্যচিরেণ তে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অথাপ্যেহপি পুত্রা ভবিতুমর্হন্তীত্যচ—বয় ইতি । সমায়ত্ত্বাঃ তুল্যমধীনা জাতাঃ ॥১৫॥

স্মাদিতি । কৰ্ত্তুং যুক্তং স্মাতুং অপি শব্দাং স্বক্রেণ বেত্যপি বোধ্যম্ ॥১৬॥

অন্তীতি । বিদ্যমানপুত্রবিনাশাবশ্যকতয়া তৎ কৰ্ম্ম এব তুষ্করমেবেত্যশয়ঃ ॥১৭॥

কাৰ্গ্যমিত । কাৰ্গ্যং কৰ্ত্তুম্ভিতম্, অকাৰ্গ্যং কৰ্ত্তুং নোভিতম্ । বিক্তি জানৌহি ॥১৮॥

যস্মেবেতি । জন্তুনা তদাখ্যেন নিজপুত্রেণ । বিততে বিস্তুতভাবেনাদিকে ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

কৰ্ম্মমিতি ১১—১৫। ফিচি কট্যাম্ ১৬—১৭। অমাত্যপঞ্চ মধ্য মন্ত্রিপভাষাঃ ১৮।

কন্তা দৌবারিকঃ ১৩—১৮। জন্তুনা পশুভূতেন । “স বরুণঃ রাজানমুপসসার পুত্রো মে

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমার ও আমার ভাষ্যাগণের যৌবনবয়স অতীত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং আমার ও তাহাদের প্রাণগুলি সমানভাবে এই একটি পুত্রেরই অধীন হইয়া পড়িয়াছে ॥১৫॥

অতএব বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এবং সুকর বা তুষ্কর যে কৰ্ম্ম দ্বারা আমার একশত পুত্র হইতে পারে, তেমন কৰ্ম্ম করা সম্ভব হয় কি ?” ॥১৬॥

যাজক বলিলেন—“মহারাজ ! এ-ন কৰ্ম্ম আছে, যাহাতে একশত পুত্র হইতে পারে ; আপনি যদি তাহা করিতে সমর্থ হন, তবে বলিব” ॥১৭॥

সোমক বলিলেন—“কৰ্ত্তব্যই হউক বা অকৰ্ত্তব্যই হউক, যাহাতে শত পুত্র হইতে পারে, তাহা আমি করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আপনি মনে করুন ; আপনি আমার নিকট তাহা বলুন” ॥১৮॥

যাজক বলিলেন—“রাজা ! আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, আপনি তাহাতে

বপায়াং হুয়মানায়াং ধূমমাস্রায় মাতরঃ ।

ততস্তাঃ স্মমহাবীৰ্য্যান্ জনয়িষ্যন্তি তে স্ততান্ ॥২০॥

তস্তামেব তু তে জন্তুর্ভাবতা পুনরাভ্রাজঃ ।

উত্তরে চাস্ত সৌবর্ণং লক্ষ্ম পার্শ্বে ভবিষ্যতি ॥২১॥

সোমক উবাচ ।

ব্রহ্মন্ ! যদ্যদ্যথা কার্য্যং তৎ কুরুষ্ব তথা তথা ।

পুত্রকামতয়া সর্বং করিষ্যামি বচস্তব ॥২২॥

লোমশ উবাচ ।

ততঃ স যাজয়ামাস সোমকং তেন জন্তুনা ।

মাতরস্ত বলাৎ পুত্রমপাকার্ষঃ কৃপান্বিতাঃ ॥২৩॥

হা হতাঃ শ্যোতি বাশন্ত্যস্তৌত্রশোকসমাহতাঃ ।

রুদত্যাঃ করুণঞ্চাপি গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বপায়ামিতি । বপায়াং ছিন্নস্ত তস্ত পুত্রস্ত মেদসি ॥২০॥

ভ্রাস্তামিতি । যস্তাং জাতস্তস্যামেব, জন্তুর্নাম । উত্তরে বামে, লক্ষ্ম চিহ্নম্ ॥২১॥

ব্রহ্মমিতি । পুত্রকামতয়া শতপুত্রকামনয়া । বচো বাক্যানুরূপং কার্য্যম্ ।

অহো ! ধন্তস্তাবদয়মুদ্বিক্, যঃ খল্বাভ্যযোগ্যতয়া যজ্ঞস্ত চ বহুধা প্রত্যক্ষীকৃতফলকতয়া ভাদৃশ-
পুত্রহত্যায়ামপি রাজানং ত্রয়ং । পন্তস্ত্যমৌ রাজো বিশ্বাসঃ, যঃ কিলান্ত্র শতধা পরীক্ষণা-
দুৎপন্নঃ । অতএবৈনমুদ্বিজং ব্রহ্মভূল্যামেব যন্তুমানো রাজা ব্রহ্মমিতি সম্বোধয়ামাস ॥২২॥

তত ইতি । স ঋত্বিক্ । জন্তুনা তদাথেন পুত্রেন । বাশন্ত্যঃ শব্দং কুরুত্যাঃ । “বাশ্
শব্দে” ইতি দৈবাদিকত্বেহপি আর্ষবাদে ঘন্, আত্মনেপদিষ্বেহপি শব্দে, চ ১২৩-২৪ ॥

আপনার পুত্র জন্তুদ্বারা হোম করিবেন ; গ্রাহ্য হইলেই অচিরকাল মধ্যে আপনার
সুন্দর একশত পুত্র হইবে ॥২১॥

জন্তুর বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে, সেই ধূম আভ্রাণ করিয়াই সেই
মাতৃগণ আপনার অতিবলবান্ শত পুত্র উৎপাদন করিবেন ॥২০॥

এবং আপনার পুত্র জন্তু সেই ভাৰ্য্যার গর্ভেই আবার উৎপন্ন হইবে ; (তবে
এইটুকু বিশেষ হইবে যে,) উহার বামপার্শ্বে একটী স্বর্ণচিহ্ন হইবে” ॥২১॥

সোমক বলিলেন—“ব্রহ্মন্ ! যে যে কার্য্য যে যে ভাবে করিতে হয়, সেই
সেই কার্য্য সেই সেই ভাবেই করুন ; আমি শতপুত্র কামনাবশতঃ আপনার
বাক্যানুসারে সমস্তই করিব” ॥২২॥

(২১) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...অষ্টাবিংশত্যাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

সব্যে পাণৌ গৃহীত্বা তু যাজকোহপি স্ম কৰ্ষতি ।
 কুররীগামিবর্তনানাং সমাকৃষ্য তু তং স্ততম্ ॥২৫॥
 বিশস্ত চৈনং বিধিনা বপামস্তা ভূহাব সঃ ।
 বপায়াং হুয়মানায়াং গন্ধমাত্রায় মাতরঃ ॥২৬॥
 অৰ্ত্তা নিপেতুঃ সহসা পৃথিব্যাং কুরুনন্দন ! ।
 সৰ্ব্বাশ্চ গৰ্ভানলভংস্ততস্তাঃ পরমাস্তনাঃ ॥২৭॥ (বিশেষকম)
 ততো দশম্ মাসেষু সোমকস্তা বিশাংপতে ! ।
 জজ্ঞে পুত্রশতং পূৰ্ণং তাস্ত সৰ্ব্বাস্ত ভারত ! ॥২৮॥
 জন্তুর্জ্যেষ্ঠঃ সমভবজ্জনিত্র্যামেব পার্থিব ! ।
 স তাসামিষ্ঠ এবাসীন্ন তথা তে নিজাঃ স্ততাঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

সব্য ইতি । সব্যে বামে । বিশস্ত ছিত্বা । বপাং মেদোধাতুত্বম্, “মেদজ্জ বপা বসা” ইত্যমরঃ । পৃথিব্যাং নিপেতুঃ, নিরতিশয়শোকাদিত্যাশয়ঃ ॥২৫—২৭॥

স্তত ইতি । দশম্ মাসেষু দশমে মাসীত্যর্থঃ । তাস্ত পরমাস্তনাস্ত ॥২৮॥

জন্তুরিতি । জনিত্র্যামেব ভূতপূৰ্ব্বজনন্ত্র্যামেব । তাসাম্ অপরমাজভাষণাম্ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

জায়তাং তেন ‘দ্বা যজ্ঞে’ ইতি পুত্রস্তাদি পদকরণং বহুচত্রাক্ষণে পরামৃষ্টম্, ততো ন শাস্ত্র-
 বিবোধঃ ॥২৫—২৬॥ বাশস্ত্যঃ ক্রোশস্ত্যঃ ॥২৭—২৮॥ বপাং দেহাস্তগতমপূপাকারং মাংসম্

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর যাজক জন্তুনাংক সেই পুত্রদ্বারা সোমক-
 রাজাকে যজ্ঞ করাইতে আরম্ভ করিলেন । তখন ‘হা- আমরা হত হইলাম’
 এইরূপ আৰ্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, তীব্রশোকে আকুল হইয়া, করুণস্বরে
 রোদন করিতে থাকিয়া, সেই বালকটীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, দয়ার্দ্রচিত্তে
 মাতারা তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৭—২৮॥

যাজকও বালকটীর বামহস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলেন ।
 তাহার পর যাজক, কুররীপক্ষীগণের হ্রায় আৰ্ত্তনাদকারিণী জননীগণের হস্ত
 হইতে সেই পুত্রটীকে নিয়া, ছেদন করিয়া, তাহার বসাদ্বারা যথাবিধানে
 হোম করিতে লাগিলেন কুরুনন্দন ! বসাদ্বারা হোম করিতে লাগিলে,
 তাহার গন্ধ আত্মাণ করিয়া অত্যন্ত শোকাগত হইয়া জননীরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে
 পতিত হইলেন ; তাহার পর তাহারা সকলেই গৰ্ভ ধারণ করিলেন ॥২৯—৩০॥

নরনাথ ভরতনন্দন ! তাহার পর দশম মাসে সেই একশত ভাৰ্য্যা
 হইতে সোমকরাজার পূর্ণ একশত পুত্র জন্মিল ॥৩০॥

তচ্চ লক্ষণমশ্বাসীং সৌবর্ণং পার্শ্ব উত্তরে ।

তস্মিন্ পুত্রশতে চাশ্র্যঃ স বভূব গুণৈরপি ॥৩০॥

ততঃ স লোকমগমৎ সোমকস্য গুরুঃ পরম্ ।

অথ কালে ব্যতীতে তু সোমকোহপ্যগমৎ পরম্ ॥৩১॥

অথ তং নরকে ঘোরে পচ্যমানং দদর্শ সঃ ।

তমপৃচ্ছৎ কিমর্থং ত্বং নরকে পচ্যসে দ্বিজ ! ॥৩২॥

তমব্রবীদগুরুঃ সোহথ পচ্যমানোহগ্নিনা ভূষম্ ।

ত্বং ময়া যাজ্ঞিতো রাজ্ঞঃস্তুশ্চোদং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিত্তি । তৎ ঋষিগুরুম্, অগ্ন জ্যেষ্ঠাঃ, উত্তরে বামে । অশ্র্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৩০॥

তত ইতি । গুরুঃ ঋষিক্ পরং লোকমগমদ্বিত্তি সম্বন্ধঃ । পরং লোকম্ ॥৩১॥

অগ্নেতি । তম্ ঋষিজম্ । স সোমকঃ । অপৃচ্ছৎ সোমক এব ॥৩২॥

তস্মিত্তি । অগ্নিনা নরকাগ্নিনা । যাজ্ঞিতঃ পুত্রবধেন যজ্ঞং কারিতঃ । নহু “স বরুণং রাজানমুপসসার পুত্রো মে জায়তাং তেন ত্বা যজে” ইতি বহুচত্রাক্ষণেন যজ্ঞে পুত্রবধ-বিধানাৎ কথমত্র পাপম্, পাপাভাবে চ কথং নরকপাক ইতি চেহ “মা হিংস্রাং সর্ক্সা ভূতানি” ইতি ঋত্যা হিংসামাত্রৈর্নৈব পাপমুপজায়ত ইতি দর্শিতম্ । অতএব “অভিচারো মূলকর্ম্ম চ” ইতি ক্রবতা মনুনাপি শ্রোমযাগান্ত্তিচারকর্ম্ম উপপাতকমধ্যে গণিতম্ । “দষ্টেকদাহুশ্রবিকঃ স হবিত্ত্বিক্রিয়াতিশয়যুকঃ” ইতি সাংখ্যকারিকাব্যাখ্যানে বাচস্পতিমিশ্রেনাপি হিংসামাত্র এব পাপমভিহিতম্ । এতদুপাখ্যানদর্শনেন ব্যাসজ্ঞাপি তথৈব মতমবগম্যতে । এবঞ্চ স্মার্ত্তেন তিথিতত্ত্বে বৈধহিংস্রায়াং যৎ পাপাভাবো দর্শিতস্তত্ত্বস্তিষ্ঠাম্ ॥৩৩॥

রাজা ! তাহাদের মধ্যে জন্ম তাহার ভূতপূর্ব্ব জননীর গর্ভেই জ্যেষ্ঠ হইয়া জন্মিল এবং সেই-ই অপর রাজমহিষীদেরও প্রিয় হইল ; কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রেরাও তেমন প্রিয় হইল না ॥২৯॥

এক জন্তুর বামপার্শ্বে সেই সর্গর্ভিহও ছিল, আর সে, সেই একশত পুত্রের মধ্যে গুণেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ॥৩০॥

তাহার পর সোমকরাজার সেই যাজক পরলোকগমন করিলেন ; তৎপরে কিছু কাল অতীত হইলে সোমকও লোকান্তরে গেলেন ॥৩১॥

তদনন্তর সোমকরাজা সেই যাজককে ঘোর নরক ভোগ করিতে দেখিলেন ; তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আপনি নরক ভোগ করিতেছেন কেন ?” ॥৩২॥

তাহার পর নরকভোগকারী সেই যাজক রাজাকে বলিলেন—“রাজা ! আমি আপনাকে যে যজ্ঞ করাইয়াছিলাম, তাহারই এই ফল ভোগ করিতেছি” ॥৩৩॥

এতচ্ছূত্বা স রাজর্ষির্ধর্ম্মরাজানমব্রবীৎ ।

অহমত্র প্রবেক্ষ্যামি মুচ্যতাং মম যাজকঃ ।

মৎকৃতে হি মহাভাগঃ পচ্যতে নরকায়িনা ॥৩৪॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ ।

নাশ্চ্যঃ কর্ত্তুঃ ফলং রাজম্মুপভূঙ্ত্বে কদাচন ।

ইমানি তব দৃশ্যন্তে ফলানি বদতাং বর ! ॥৩৫॥

পুণ্যান্ ন কাময়ে লোকানুতেহং ব্রহ্মবাদিনম্ ।

ইচ্ছাম্যহমনেনৈব সহ বস্তুং স্তরালয়ে ॥৩৬॥

নরকে বা ধর্ম্মরাজ ! কশ্মণাহস্থ সমো হহম্ ।

পুণ্যাপুণ্যফলং দেব ! সমমস্তুবয়োরিদম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ধর্ম্মরাজ উবাচ ।

যগ্নেবমৌপ্সিতং রাজন্ ! ভূঙক্ষ্যাস্তু সহিতঃ ফলম্ ।

তুল্যকালং সতানেন পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি সদগতিম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । ধর্ম্মরাজানং যমম্ । প্রবেক্ষ্যামি অস্ত প্রতিনির্দেহয়েন । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৪॥

নেতি । কর্ত্তুঃ পাপকারকাদন্তো জনঃ, ফলং তৎপাপফলম্, নোপভূঙ্ত্বে ॥৩৫॥

পুণ্যান্বিতি । ব্রহ্মবাদিনং বেদবক্তারমমুর্ষিধম, কৃতে বিনা । স্তরালয়ে স্বর্গে, নরকে বা, বস্তুং বাসং কর্ত্তুম্ । হি যস্মাদহং কশ্মণা পুণ্যেন তেন নরহত্যাযাপারেষ চ অস্ত্র সমঃ । তথা চ মৎপুত্রহত্যায়াময়ং কর্ত্তুঃ, অহং প্রযোজক হতে তাবঃ ॥৩৬—৩৭॥

ইহা শুনিয়া রাজর্ষি সোমক ধর্ম্মরাজকে (যমকে) বলিলেন—“আমি উহার প্রতিনিধিরূপে নরকে প্রবেশ করিব; আপনি আমার যাজককে মুক্ত করুন । কারণ, ঐ মহাত্মা আমার জন্যই নরক ভোগ করিতেছেন” ॥৩৪॥

ধর্ম্মরাজ বলিলেন “রাজা ! অতুল্য লোক কখনও অস্ত্রের পাপের ফল ভোগ করে না । আপনার এই সকল (স্বর্গলাভ) ফল দেখা যাইতেছে” ॥৩৫॥

ধর্ম্মরাজ ! এই বেদবক্তা যাজক ব্যতীত আমি পুণ্যলোক কামনা করি না ; সুতরাং আমি উহার সহিতই স্বর্গে বা নরকে বাস করিতে ইচ্ছা করি । কারণ, আমি কশ্ম্মদ্বারা উহার তুল্য । অতএব দেব ! এই পুণ্য-পাপের ফলও আমাদের উভয়েরই সমান হউক” ॥৩৬—৩৭॥

ধর্ম্মরাজ বলিলেন—“রাজা ! আপনার যদি এমনই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনি ইহার সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে এক সময়েই এই পাপের ফল ভোগ করুন, পরে আবার ইহার সহিতই সদগতি লাভ করিবেন” ॥৩৮॥

লোমশ উবাচ ।

স চকার তথা সর্বং রাজা রাজীবলোচনঃ ।
 ক্ষীণপাপশ্চ তস্যাং স বিমুক্তো গুরুণা সহ ॥৩৯॥
 লেভে লোকান্ শুভান্ রাজন্ ! কৰ্ম্মণা নিৰ্জ্জিতান্ স্বয়ম্ ।
 সহ তেনৈব বিপ্রেণ গুরুণা স গুরুপ্রিয়ঃ ॥৪০॥
 এষ তস্মাশ্রমঃ পুণ্যো য এবোহগ্রে বিরাজতে ।
 কাস্ত উয্যাত্র ষড়্ৰাত্রং প্রাপ্নোতি স্মৃতিং নরঃ ॥৪১॥
 এতস্মিন্নপি রাজেন্দ্র ! বৎসামো বিগতজ্বরাঃ ।
 ষড়্ৰাত্রং নিয়তাত্মানঃ সজ্জীভব কুরুদ্রহ ! ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি
 তীর্থযাত্রায়াং জন্তুপাখ্যানেন পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

ষদীতি । সহিতো মনিতঃ সন্নেব স্বয়ং, অস্ত হিংসাকৰ্ম্মণঃ কলং তুঃক্, ॥৩৮॥
 স ইতি । তস্মান্নবকভোগাং ক্ষীণপাপঃ । গুরুণা স্বয়িজ্ঞা ॥৩৯॥
 লেভ ইতি । কৰ্ম্মণা যোগাদিনা, নিৰ্জ্জিতান্ আয়ত্তীকৃতান্ । স সোমকঃ ॥৪০॥
 এষ ইতি । অগ্রে সম্মুখে । কাস্তঃ কমানীলঃ, উক্ত বাসং কৃত্বা ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

১২৬—২২। লক্ষণং চিহ্নম্ ॥৩০॥ সোমকস্ত স্বভিগিতি শেষঃ ॥৩১—৪০॥ কাস্তঃ কমা-
 বান্, উক্ত উবিষা ॥৪১॥ অভিচারপাপং কুমারগোপদেহীষু যাজকেষেব, যাজ্ঞাত্ৰ নিপাতস্ত গুরো
 কল্পাপ্রযুক্তঃ স্বয়ং কৃতো ন তু স্তাধ্য ইত্যধ্যায়তাৎপর্যম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৫॥

লোমশ বলিলেন—“পদ্মনয়ন সোমকরাজা সেইভাবেই সমস্ত করিলেন ;
 তাহাতে পাপক্ষয় হওয়ায় স্বয়ংকৈর সহিতই নরক হইতে মুক্ত হইলেন ॥৩৯॥

রাজা ! তাহার পর গুরুপ্রিয় সোমকরাজা সেই যাজক ব্রাহ্মণের সহিতই
 আপন কৰ্ম্মনিৰ্জ্জিত সমস্ত শুভ লোক লাভ করিলেন ॥৪০॥

সম্মুখে এই যে আশ্রম শোভা পাইতেছে, ইহাই সেই সোমকরাজার পুণ্য
 আশ্রম । মানুষ এখানে কমানীল হইয়া ছয় রাত্রি বাস করিয়া সদৃগতি লাভ
 করে ॥৪১॥

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ ! এখানে আমরাও সম্ভাপবিহীন ও সংযতচিত্ত হইয়া
 ছয় রাত্রি বাস করিব ; স্মৃতরাং কুরুশ্রেষ্ঠ ! তুমি তাহার জন্ত সজ্জিত হও” ॥৪২॥

* ‘...অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...একোনিত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’
 — সি নি । ইত্যঃ পরক নির্ণয়সাগরপুস্তকে ‘অধ্যায়ান্তরমধিকং দৃষ্টতে ।

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

অগ্নিন্ কিল স্ময়ং রাজমিষ্টবান্ বৈ প্রজাপতিঃ ।

সত্রমিষ্টীকৃতং নাম পুরা বর্ষসহস্রিকম্ ॥১॥

অম্বরীষশ্চ নাভাগ ইষ্টবান্ যমুনামনু ।

যত্রেষ্ঠা দশ পদ্মানি সদস্ত্রেভ্যো বিসৃষ্টবান্ ॥২॥

যজ্ঞৈশ্চ তপসা চৈব পরাং সিদ্ধিমবাপ সঃ ।

দেশশ্চ নাহুষস্তায়ং যজ্ঞনঃ পুণ্যকর্মণঃ ॥৩॥

সার্বভৌমস্য কৌন্তেয় ! যমাতেরমিতৌজসঃ ।

স্পর্দ্ধমানস্য শক্রেণ যন্তোদং যজ্ঞবাস্ত্বিহ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিরিতি । অপি বয়মপি । বিগতজরাস্তিরোহিতসস্তাপাঃ, নিয়তাত্মানঃ সংযত-
চিত্তাঃ ॥১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্কণি তীর্থযাত্রায়াং পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

অগ্নিরিতি । ইষ্টবান্ কৃতবান্, প্রজাপতিব্রহ্মা । সত্রং যাগম্ ।

অম্বরীষ ইতি । যমুনামনু লক্ষীকৃত্য তদ্বীৰ্য ইত্যর্থঃ । পদ্মানি সংখ্যাবিশেষাঃ ॥২॥

যজ্ঞৈরিতি । সৌহৃদ্যরীষাঃ । যজ্ঞনো বিধিনেষ্টবতঃ । যজ্ঞস্য বাস্ত্ব ভূমিঃ ॥৩—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অগ্নিরিতি ॥১॥ দশ পদ্মানি গণ্যমিতি শেষঃ, তস্মাৎ ষাটশতং দক্ষিণা ইতি যাগীয়-
দক্ষিণার্দৌ সর্বত্র গোপদষ্টৈরাধ্যাত্যাহবদর্শনাৎ, অভিসৃষ্টবান্ দত্তবান্ ॥২—৩॥ যজ্ঞবাস্ত্ব

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! এই স্থানে পূর্বকালে স্ময়ং ব্রহ্মা সহস্রবর্ষ-
ব্যাপী ‘ইষ্টীকৃত’-নামে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১॥

এবং নাভাগনন্দন অম্বরীষও যমুনার তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তিনি যেখানে
যজ্ঞ করিয়া সদস্ত্রদিগকে দশ-পদ্ম-সংখ্যক গো দান করিয়াছিলেন. (এই সেই
স্থান) ॥২॥

এবং সেই যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।
কুন্তীনন্দন ! যিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যিনি পুণ্যকর্ম্ম, সজ্ঞাট ও

পশ্য নানাবিধাকারৈরগ্নিভিনিচিতাং মহীম্ ।
 মজ্জন্তীমিব চাক্রান্তাং যযাতের্ষজ্ঞকস্মৃতিঃ ॥৫॥
 এষা শম্যেকপত্না যা সরকৈষ্ঠতদুত্তমম্ ।
 পশ্য রামহৃদানেনান্ পশ্য নারায়ণাশ্রমম্ ॥৬॥
 এতচ্চর্চাকপুত্রস্ত যোগৈর্বিচরতো মহীম্ ।
 প্রসর্পণং মহীপাল ! রৌপ্যায়ামমিতৌজসঃ ॥৭॥
 অত্রানুবংশং পঠতঃ শৃণু মে কুরুনন্দন ! ।
 উলখলৈরাভরণৈঃ পিশাচী যদভাষত ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যতি । অগ্নিভিঃ অগ্নিহাপনস্থানৈরগ্নিকারচিহ্নৈঃ স্থিতৈঃ, নিচিতাং ব্যাপ্তাম্ ॥৫॥

এবেতি । একপত্না যা শমী লোকৈর্গায়তে, এষা সা শমী । অজ্ঞাত একস্মিন্নেব বৃক্ষে
 বহুপত্না, অত্র যেকপত্নোতি স্থানমাহাশ্রমমেতদ্বিতি তাবঃ । সরকং সরোবরঃ, “সরকং সরোবরঃ”
 ইতি শব্দব্রতাবলী ॥৬॥

এতদ্বিতি । ঋচীকপুত্রস্ত জমদগ্নেঃ । প্রসর্পণং নাম তীর্থম্ । রৌপ্যায়ান্ নট্যাম্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞভূমিঃ, ইহ অগ্নিন্ বাস্তুনি, ঈদমুদ্রাঘনি ॥৩॥ অগ্নিভিরগ্নিহাপনার্থৈরগ্নিকারচিহ্নৈঃ
 স্থিতৈঃ ॥৫॥ শমী আমিক্ষাং দধ্যুৎপাদনার্থমানীতা শমীশাখা, একপত্না শান্তিপত্না
 “অন্তর্বেদিশাখায়াঃ পলাশান্তসর্কানি প্রশাত্য মূলতঃ শাখাঃ পরিবাস্তোপবেশং করোতী”তি
 শ্রুত্যাং যা পূর্বমেকপত্নাশাখাভূং সৈব উপবেশরূপেণাবশিষ্টা দৃষ্টতে অগ্রভাগস্ত বহৌ প্রকৃত-
 ত্বাৎ, পরিবাস্ত জিহ্বা, সরকং সুরাগ্রহপাত্রম্ । “সবকোহস্মী সুরাপাত্রে” ইতি মেদিনী ॥৬॥
 প্রসর্পণং সফারভূমিঃ, রৌপ্যায়ান্ রূপাবৎ বেতবর্ণায়ান্ ফল্যাম্, নট্যান্ বা, সামীপো নটমী,
 প্রসর্পণং তীর্থমিত্যুক্তে ॥৭॥ অহুবংশং পরম্পরাগতমাখ্যানম্লোকম্ । উলখলৈরিভি উল-
 খলসদৃশানি স্তোপাঃ কর্ণাভরণানি ভবন্তীতি স্বয়মূলখলৈরেবাভরণৈর্ষুক্তা সত্যীতি শেষঃ,
 অমিততেজা ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের সহিত স্পর্ধা করিতেন এবং এইখানে ধাঁহার
 এই যজ্ঞভূমি রহিয়াছে, সেই নহুষনন্দন যযাতির এই দেশ ॥৩—৪॥

যুধিষ্ঠির ! দেখ—নানাপ্রকার স্থূল-ব্যাপ্ত এই স্থানটা যযাতির যজ্ঞদ্বারা
 আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই যেন মগ্ন হইয়া যাইতেছে ॥৫॥

যাহাকে একপত্না শমী বলিয়া লোকে বলে, এই সেই শমী (বৃক্ষ) এবং এই
 একটি উত্তম সরোবর । আর এই দেখ—পরশুরামের হৃদ সকল এবং এই দেখ—
 নারায়ণের আশ্রম ॥৬॥

রাজা ! যোগী, পরিব্রাজক ও আমিততেজা জমদগ্নির রৌপ্যানদীতে এই
 ‘প্রসর্পণ’-নামক তীর্থ ॥৭॥

যুগন্ধরে দধি প্রাপ্ত উষিহা চাচ্যতস্থলে ।

তদ্বদভূতলয়ে স্নাত্বা সপুত্রা বস্তুমর্হসি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অত্রোক্তি । হে কুরুন্দন ! উলুথলৈঃ মনঃসৈয়দং নৈবোভবৈশিষ্ট্যে, অত্রোক্তি কাচিং
শিশাচী, পুত্রদহিতায়াং কস্তাকিং স্নিহাং বস্তুমাগতায়াং সত্যাম্ অত্র প্রসর্পণতীর্থবিষয়ে,
যদ্বচনম্ভবভাবত, অন্তবংশঃ বংশবৎ নোক্তাক্রমপ্রাপ্তং তদ্বচনম্ভবং পঠতো মে সকাশাৎ শৃণু ॥৮॥

প্রথমঃ বচনমাহ— যুগতি । যুগন্ধরে তদাখ্যে পরীতে, “নিষধো মাল্যবান্ বিজ্যো হেমকূটো
যুগন্ধরঃ” ইতি শকরত্বাবলী, উষ্ট্রীপ্রভৃতিঃ গন্ধভীতগন্ধজাতকং দধি, প্রাপ্ত ভূক্তা, তত্র হি তাদৃশ-
মেব দধি ক্রিয়তে ; ন বিজ্যে চ্যুতা বর্ষভৃতা যেভ্যস্তে অচ্যুতা স্নেচ্ছাদয়ন্তেবাং স্থলে, উষিহা
বাসং কৃত্বা, তথ্যং তথা, ভূতানাং মনুষ্যাদিপ্রাণিশবানাং লয়ো নিক্ষেপেণ লোপো যত্র তস্মিন্
যত্রাদিক্ এব মনুষ্যশবো নিক্ষিপাতে তস্মিন্ নদীভূতঃ ইত্যর্থঃ স্নাত্বা চ, সপুত্রা স্বম্, বস্তুং
তত্ত্বংপাপক্ষয়ার্থমত্রৈকগ্রাহ্যমবস্থাভূমর্হসি । অত্রোদমবধেঃ যুগন্ধরপরীতপ্রদেশে উষ্ট্রীচুগ্ধেন
গন্ধভীতপ্রভৃতিচুগ্ধেন চ দধি ক্রিয়তে, তত্রোক্তকং পাপজনকম্, “ঐষ্ট্রীমৈকশকং ক্ষীরং স্বরাতুল্য-
মিতি স্বভূতম্” ইতি নীলকণ্ঠসংস্কৃতঃ ক্ষীরপদস্ত চ দগ্ধোহপ্যাপলক্ষণাৎ । এবঞ্চোক্ত দধিপদ-
মভোজ্যমাত্রোপলক্ষণম্, “চাণ্ডালায় ন চান্নীয়াৎ” ইত্যাদৌ চাণ্ডালপদস্ত চাণ্ডালতুল্য-
জাতাস্তরায়মাত্রোপলক্ষণবৎ । অচ্যুতস্থলো উষিহেত্যেতচ্চ স্নেচ্ছাত্মজাতানাপগাত্রসংস্পর্শাদ্বক-
সংসর্গকরণপরম্, তত্র তথৈব সম্ভবাৎ । ভূতলয়ে নাহেত্যেতচ্চ দূষিতজলমাত্রো স্নানপরম্,
শবদূষিতজলস্নানমাত্রপরম্ তাৎপর্যাভাবাৎ । একরাত্রিবাসেন চ তত্ত্বংপাপক্ষয়ঃ, পরবচনে
তত্ত্বংপাপক্ষয়ার্থমেব একরাত্রিবাসদ্বিকারক্যোক্তানাৎ । ইথঞ্চ অভোজ্যভোজনম্, অস্পৃশ্যলাপ-
স্পর্শো, দূষিতজলে স্নানক, এষামন্ততমস্তা সমুদিতস্ত বা করণে তৎপাপক্ষয়ার্থং প্রসর্পণতীর্থে
একরাত্রিবাসঃ প্রারম্ভিতমিতি নিরূপঃ সূচিতঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এতেন বিকৃতবেশম্ শিশাচ্যাঃ ॥৮॥ উক্তং ভাবণমেবাহ দ্যত্যং—যুগন্ধর ইতি । অত্র
প্রাঞ্চঃ—অশ্লিষ্টতীর্থে কাচিং সপুত্রা ব্রাহ্মণী স্নাতুমাগতা তাং প্রতি শিশাচী বদতি—স্বহা
যুগন্ধরে পরীতে দেশে বা, দধিপ্রাশনং কৃত্যং তত্রোষ্ট্রীক্ষীরং গন্ধভ্যাদিক্ষীরকং দধি ক্রিয়তে । তথা
অচ্যুতস্থলাখ্যে মনুষ্যজানাং গ্রামে বাসন্ত কৃতঃ । তথা ভূতিলল্লাখ্যে দহ্যগ্রামেহনগ্নিদহানাং

কুরুন্দন ! (একটি স্ত্রীলোক বাস করিবার জন্য আপন পুত্রকে লইয়া
এখানে আসিলে) উদ্বলভূষণে ভূষিতা একটা শিশাচী (তাহাকে) যাহা বলিয়া-
ছিল, কিংবদন্তীস্বরূপ সেই বচন দুইটী আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৮॥

“যুগন্ধরপরীতে (উষ্ট্রীপ্রভৃতির) দধি ভোজন করিয়া, অন্ত্যজস্থানে বাস করিয়া
এবং ভূতলয়ে (দূষিতজলে) স্নান করিয়া (সেই সেই পাপক্ষয়ের জন্য কেবল এক
রাত্রি) তুমি পুত্রের সহিত এখানে বাস করিতে পার ॥৯॥

ଭାରତଭାବଦୀପ:

ସ୍ୱତୀନାଂ କ୍ଷେପଣଂ ସ୍ତ୍ରୀଂ ଚାଂ କ୍ରିୟତେ ସ୍ତ୍ରୀଂ ଜ୍ଞାତାସି, ଆତ୍ମା ଦୋଷଦ୍ୱୟବତୀ ବସ୍ତୁ, ଏତଦ୍ୱୟକ୍ଷେପେ
 ହି ଶ୍ରୀକ୍ଷିତଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୋଽପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍—“ଉତ୍ତମେବଶ୍ୟଂ କ୍ଷୀରଂ ସ୍ୱରାତୁଲ୍ୟମିତି ସ୍ୱତମ୍ । ସଂସ୍କୃତ୍ୟା ସନ୍ଧୈରଃ
 ସାର୍ଦ୍ଧଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାପତ୍ୟଂ ବ୍ରତଂ ଚରେଂ ॥” ଇତି । “ପ୍ରୋକ୍ତୋ ଭୂତିଲ୍ୟେ ବିଦ୍ଧଃ ପ୍ରାଜ୍ଞାପତ୍ୟଂ ବ୍ରତଂ ଚରେ” ଶ୍ଳୋକଃ
 ଚ । ତତ୍ତ୍ୱଂ ସ୍ତ୍ରୀ ନ କୃତଃ ତତଃ ବ୍ୟକ୍ତଂ ବସ୍ତୁମିଚ୍ଛାସି ? ଦୋଷବତ୍ୟାମିହ ତୀର୍ଥେ ବାସୋ ଦୂର୍ଲ୍ଲଭ
 ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଏବଂ ପିଶାଚୀବାକ୍ୟଂ ଶ୍ରୀମାତା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଜ୍ଞାନାଦିକଂ କୃତବତୀ, ତତ୍ତ୍ୱଂ ସ୍ତ୍ରୀ
 ବାକ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀପିଠାଦିକଂ ନାସିତମ୍ । ଉକ୍ତଃ—“ଏତଦ୍ୱୟ ଦିବା ବୃକ୍ତଂ ରାତ୍ରୋ ବୃକ୍ତଂ
 ଜ୍ୟୋତିଃ” ଇତି, ବୃକ୍ତଂ ଜାତମ୍, ରାତ୍ରୋ ତୁ ତବ ପୁତ୍ରମପି ନାଶୟିଷ୍ୟାମିତି ଭାବଃ । ଅଥାପି
 ବିତୀର୍ଣ୍ଣଂ ରାତ୍ରିଂ ବସ୍ତୁମିଚ୍ଛାସି ଚେଽତ୍ତବ ଭୃଶଂସମ୍ପରକାରଂ କରିଷ୍ୟାମିତି ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ୱୟାଦିଦେଶଦ୍ୱୟନିନ୍ଦା-
 ପରଦ୍ୱେନ ବ୍ୟାଚକ୍ଷୁଃ । ଅର୍ଶାଂଶୁ-ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ୱୟାଦୌ ଦର୍ଶିତ୍ୱାଦିକଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ୱିକାରକାରଣଂ କୃତ୍ୱା
 ଏକବାକ୍ୟମିହ ଯଦି ବସ୍ତୁମିଚ୍ଛାସି ଚେଦସ । ଅତ୍ର ପିଶାଚୀବଚନାଦ୍ୟାତ୍ମନିବରାତ୍ରବାସୋ ନିହମାତେ, ଯଦି
 ତୁ ବିତୀର୍ଣ୍ଣଂ ଦିବାରାତ୍ରଂ ବଂଶୁଃସି ତତ୍ତ୍ୱି ଏତଦ୍ୱୟ ଦିବା କାଳେ ବୃକ୍ତଂ ଉପସ୍ଥାପି, ଏତଦ୍ୱିତି ବସ୍ତୁପାତ୍ରା-
 ହାରଯାତ୍ନନାଦିକମଭିନୀୟ ଦର୍ଶୟତି । ରାତ୍ରୋ ତୁ ଇତୋଽନ୍ୟଥା ପ୍ରାଣାପହାରାସ୍ତମିତ୍ୟର୍ଥଃ ଇତି । ବ୍ରହ୍ମ-
 ଜ୍ଞାନିବଂଶାବତଂସଲକ୍ଷଣାଦ୍ୱଚାରାନ୍ତ “ଦ୍ୱାରମେତତ୍ତୁ କୌହ୍ମେଽ । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରୋଽସ୍ତ୍ୟାପନଂହାରାଦନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରୋଽ
 ଦ୍ୱିବିଧକୃତ୍ତ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରାପକତ୍ୱସ୍ତବଗତମ୍, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରସ୍ତବଂ ଏକଂ ଶତପଥେ ପ୍ରବର୍ଗ୍ୟାକାଂଶେ—“ତେଷାଂ
 କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଂ ଦେବଯଜନସ୍ୟା ତନ୍ମାଦାହଃ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଂ ଦେବାନାଂ ଦେବଯଜନମ୍” ଇତି କର୍ତ୍ତାଂଶୁଂ କୁରୁ-
 ଦେଶାନ୍ତର୍ଗତଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ । ଅପରଂ—“ଅବିମୁକ୍ତଂ ବୈ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରମ୍” ଇତ୍ୟାଦିନା ଜ୍ଞାନାଦିବିମୁକ୍ତାଦ୍ୟାଂ
 ଜୀବାଲକ୍ଷଣାତାପନୀୟୋପନିସଦୋଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ । ତତ୍ତ୍ୱଂ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରୋଽଜ୍ଞମୁକ୍ତୋ ମତ୍ୟୋମୁକ୍ତୋ
 ପରମ୍ପରସ୍ୟା ହେତୁଦ୍ୱାଦତ୍ର ବାସେ ଦେବା ବିଶ୍ୱମାଚରନ୍ତି : ମୁକ୍ତୋ ହି “ଦେବମତ୍ୟାଦିବର୍ତ୍ତତ” ଇତି ।
 ତଥା ବ୍ରହ୍ମହର୍ୟାକେ—“ଆତ୍ମୋତ୍ୟୋବୋପାମୀତେତ୍ୟାକାନ୍ତାଂ ଜ୍ଞେୟ”ମିତ୍ୟାକାଂଶୁଂ ଯୋଽନ୍ତାଂ ଦେବତା-
 ମୁକ୍ତାନ୍ତେହୋତ୍ତମାବତ୍ତେହହିମିତି ନ ସ ବେଦ ଯଥା ପଥରେବ ସ ଦେବାନାମିତି ଭେଦଦର୍ଶିନୋ ଦେବମତ୍ୟ-
 ମୁକ୍ତା ତନ୍ମାଦେଷାଂ ତତ୍ର ପ୍ରିୟଂ ଯଦେତ୍ୟନ୍ତତ୍ୟା ବିଦ୍ୱାଦିତ୍ୟାକାନ୍ତାଜ୍ଞାନଂ ଦେବାନାମପ୍ରିୟଂ ପଥନାଶ ଇବ
 ପଥପତେରିତ୍ୟାକ୍ତମ୍ । ଜାତୈତ୍ୟାକାନ୍ତା ତୁ ଦେବା ଅପ୍ରିୟଂ କର୍ତ୍ତୃମୟମର୍ଥାନ୍ତଥା ଚ ତତ୍ତ୍ୱେବ କ୍ଷୟତେ—
 “ତତ୍ତ୍ୱଂ ହ ନ ଦେବାଂଶ ନାଭୂତ୍ୟା ଟ୍ରିପତ ଆତ୍ମା ହେଷାଂ ସ ଭବତୀ”ତି, ଦେବାଂଶ ନ ଦେବା ଅପି,
 ଅଭୂତ୍ୟା ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଃ, ଏବଂ ସତି “ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାସି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଚିରକାଳଂ ବସ୍ତୁମର୍ତ୍ତମୀ”ତି ପିଶାଚୀ
 କାଂଶୁଂ ସମୁଦ୍ରଂ ସ୍ତ୍ରୀମିହ ବସ୍ତୁମିଚ୍ଛାସି ଶ୍ରୀମତ୍ର ପ୍ରବ୍ରବୀତି—ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ୱୟ ଇତି । ସ୍ୱପ୍ନାନି କୃତଜ୍ଞେତାହାପର-
 କଳିଂସଜ୍ଞାନି ହାରୟତୀତି ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ୱୟଃ ସ୍ୱପ୍ନଶରୀରାଭିମାନୀ ଜୀବଃ, ତଥା ହି ଶ୍ରୀମତ୍ର—“କଳିଃ ପରାନ୍ତୋ
 ଭବତି ମଞ୍ଜିହାନନ୍ତଃ ହାପରଃ । ଉଚ୍ଛିନ୍ନଶ୍ଚେତା ଭବତି କୃତଂ ସମ୍ପାଦ୍ୟତେ ଚରନ୍ ॥” ଇତି । ପରାନ୍ତୋ
 ଧର୍ମସାଚାର୍ଯ୍ୟାଦିମୁଖାଦଜ୍ଞାନନ୍ ପୁରୁଷଃ କଳିଃ, ସ ଏବ ମଞ୍ଜିହାନନ୍ତଃ ଜ୍ଞାନନ୍ ହାପରୋ ଭବତି,
 ଉଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ ଧର୍ମାତ୍ତୀନାର୍ଥଃ ଯତ୍ତମାନଶ୍ଚେତା ଭବତି, ଧର୍ମଂ ଚରନ୍ ଅତ୍ତୀତଶ୍ଚେତା କୃତଂ ଭବତୀତି ପୁଂସ
 ଏବ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ୱୟମାହ । ଦର୍ଶିତ୍ୱାଦିକଂ ଧର୍ମପ୍ରଜ୍ଞାସମ୍ପାଦ୍ୟାର୍ଥୋ ଦାସ୍ୟୋଗ ଉଚ୍ୟତେ । ତଥାହି
 ଗୃହ୍ୟସ୍ତୋତ୍ରୋ—“ସମଗ୍ରତଃ ବିଷ୍ଣୋ ଦେବା ଇତି ନୟଃ ପ୍ରାଗ୍ ପ୍ରତିପ୍ରସଞ୍ଚେଽ” ଇତି, ବିବାହାନ୍ତେ ନମ୍ପତ୍ୟୋ-
 ଦ୍ୱୟସମ୍ପାଦ୍ୟାର୍ଥଂ ଦର୍ଶିତ୍ୱାଦିକଂ ବିଧିରତେ, ତତ୍ର “ସମାପୋ ହୟାନି ନୌ ସମାଭବିଷା ନକାତା ନମ୍ପଦ୍ୱୟ
 ଦଧାତୁ ନୌ” ଇତି ସମ୍ପ୍ରଦେଶଃ । ସମ୍ପ୍ରଦେଶ—ବିଷ୍ଣୋଦେବାଃ ନୌ ଆବୟୋହୟାନି ବେଦି, ବୃଦ୍ଧିବହବାଂ
 ବହବଚନମ୍, ସମଗ୍ରତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନି ବୃଦ୍ଧା । ସଂସକାରାଦ୍ୱୟା ସମଗ୍ରଦ୍ୱିତ୍ୟାତ୍ୟାପ୍ୟାବୁଦ୍ଧିର୍ଜେୟଃ । ଆପୋ

একরাত্রিমুষ্ণিত্বাহ দ্বিতীয়ং যদি বৎস্মনি ।

এতন্নি তে দিবা বৃত্তং রাত্রৌ বৃত্তমতোহন্থথা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিতীয়ং বচনমাহ— একেতি : একরাত্রিমুষ্ণিত্বাহত্যেনে উক্তত্রিবিধপাপক্ষয়ার্থং প্রসৰ্পণ-
তীর্থে একরাত্রিবাসো নিষ্কিয়মঙ্গীকৃত ইতি বোধ্যম । অয়মর্থস্ত “অথ চান্ন নিবৎস্মানঃ কপাং
ভবতসন্তম ।” ইতি পরশ্রোকপূৰ্কার্দ্দং ক্রবতা লোমশেনৈব হৃচিহ্নঃ । দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়রাত্র-
যদি বৎস্মসি, তদা তে সপ্তরাত্রাঃ এতং তব, এতৎ— অনেন হস্তমক্কেতেন প্রদৰ্শ্যমানং প্রহরণম্,
দিবা বৃত্তং দিনবৃত্তাস্তো ভবিষ্যতি; রাত্রৌ তু অতোহস্তপা ইতোহপি গুরুতরমেব কৰ্ণমোটনা-
দিকং বৃত্তং বৃত্তাস্তো ভবিষ্যতি, এতদীর্ণরাসস্ত উক্তত্রিবিধপাপক্ষয়মাত্রার্থক স্বাং একরাত্রিরাত্র-
বাসেনৈব চ তৎসিদ্ধ্যা দ্বিতীয়রাত্রাদিবাসস্থানাদোদয়াং বচনানীম্মদাদিহিঃ শৈবচরণাচ্চেতি
ভাবঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

নৌ জদয়ানি সমস্তস্থিতার্থঃ । অঙ্গয়োতি দ্বয়োঃ সন্ধানং ভবতীতি । মাতৃবিশ্বা প্রাণ-
বায়ুনৌ জদয়ানি সন্ধয়াত । এবং মাতা সন্ধয়াত । উ নিক্ততম্, দেষ্টী বস্তুধামিনী
দেবতা চ সন্ধয়াত । আবাবহিতাক্ষেতি সন্ধয়সি বাবহিতোপসর্গেণাপি ক্রিয়ায়াঃ সম্বন্ধঃ ।
পূৰ্ব্ববহুপসর্গাবৃত্ত্যা ক্রিয়াপদস্বার্থবিশিষ্টে । তথা চ “কৌমে বসানৌ জায়াপতৌ সহোভৌ
চরতাং ধম্যং প্রজাং প্রজনয়াবতা” ইতি শ্রুতিলিঙ্গাত্যাং ধর্ম্যপ্রজোৎপাদনে সহাবিকার্যং ।
“জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্তিথির্ধর্ম্যজাতকং ব্রহ্মচর্যেণ কুর্নিত্য যজ্ঞেন দেবেভ্যাঃ প্রজয়া পিতৃভ্যাঃ”
ইতি চ শ্রুতানামুণানামপাকরণং দাবসংযোগঃ বিনা ন ভবতীতি দধিপ্রাশনশব্দেন লক্ষিত-
লক্ষণয়া আনুগাং গ্রাহম, তেন স্বপদ্ব্যনর্ধঃ প্রজাব্যবহিতকৌমে সেবিতুমর্হতীতি পূৰ্ব্বপাদার্থঃ ।
অচ্যুতশ্চলে চ্যুতিযোগাঙ্গুলশরীরাপেক্ষয়া অচ্যুতঃ সঃ লিঙ্গশরীরঃ তত্র উষিত্বা স্ত্রীজাখ্যান-
মুপাস্তোভার্থঃ । ভূতানি বিয়দাদীনী নীয়েহুহ্মম্মাক কাবণং এক ভূতলয়ঃ । ভূতিলয়
ইতি পাঠে ভূতিবৈশ্বাং তস্যাপি চ পয়োহশ্মিত্বিতি শুদ্ধং ব্রহ্ম তয়োবস্ততয়ত্র সাত্বা মলং
তাক্ষা যথৈবীকতুলয়য়ো প্রোতং প্রদ্যেতৈবং তস্য সর্কে পাপানঃ প্রদ্যন্ত্যইতি তজ্জ্ঞান-
ফলপ্রবণাং । তদ্বদিত তচ্ছব্দেন পূৰ্ব্বাকৌমে কৰ্মোপাস্তে উচ্যোতে, তাত্যাং যুক্তং যথা
জ্যাং তথা ভূতলয়ে স্নানম্, তেন দৈনন্দিনমুষ্ণুয়েনিবৃত্তিঃ । তত্রাপি প্রত্যহঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
ক্রয়তে, যৈজ্ঞতৎপুরুষঃ বপিতি নাম সত্য সোমা তদা সম্প্রসে ভবতীতি । সত্য ব্রহ্মণা ।
“তথা চ কৰ্মোপাস্তিপুরুষং যো বন্ধ জানাতি সোহত্র বস্তুমর্হতি তস্য পিশাচাদিবাধা
নাশীত্যর্থঃ ॥১০॥ ব্রহ্ম অত্রাবিদেবরাত্রমেবাত্র বৎসং যোগাঃ, যদি দ্বিতীয়ং বস্তুমিচ্ছসি

এখানে একরাত্রি বাস করিবার পরে যদি দ্বিতীয় রাত্রি বাস কর, তবে
দিনের বেলায় তোমার এই ঘটনা (হস্তপ্রহার) ঘটিবে; আর রাত্রিতে ইহা
অপেক্ষা অল্পরূপ ব্যবহার (ঘাড় মোচড়ান প্রভৃতি) হইবে” ॥১০॥

(১০)...রাত্রৌ বৃত্তং ব্রহ্মসি —কা ।

বন-১৩৫ (৮)

অত্র চাত্র নিবৎশ্রামঃ কৃপাং ভরতসত্তম ! ।
 দ্বারমেতত্তু কোন্তেয় ! কুরুক্ষেত্রস্য ভারত ! ॥১১॥
 অত্রৈব নাহ্মো রাজা রাজন্ ! ক্রতুভিরিষ্টবান্ ।
 যযাতির্বহুরদ্বৌঘৈর্যত্রেন্দ্রো মৃদমভ্যাগাৎ ॥১২॥
 এতৎ প্রক্ষাবতরণং যমুনাতীর্থমুত্তমম্ ।
 এতস্মৈ নাকপৃষ্ঠস্য দ্বারমাহ্মর্মনীষিণঃ ॥১৩॥
 অত্র সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ ।
 যুপোলৃখলিকাস্তাত ! গচ্ছন্ত্যবভূথপ্রবম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

অজেতি । কৃপাম্ আগামিনীমেকামেব রাজিং নিবৎশ্রামঃ, অস্মাকমপি উক্তত্রিবিধ-
 পাশপতাসত্তবাং পিশাচ্যা তথাবিধপাশিনামেকরাত্রবাসাভিধানাচ্ছেতি ভাবঃ । এতৎ প্রসর্পণং
 নাম তীর্থম্, কুরুক্ষেত্রস্য দ্বারং প্রবেশপথমুখম্ ॥১১॥

অজেতি । নাহ্মো নহ্মপুত্রঃ । ইষ্টবান্ যজ্ঞনং কৃতবান্ ॥১২॥

এতদ্বিতি । প্রক্ষাবতরণং নাম, যমুনাস্তীর্থং ঘটঃ । নাকপৃষ্ঠস্য স্বর্গস্য ॥১৩॥

অজেতি । হে তাত ! বৎস ! অত্র প্রক্ষাবতরণে, যুপৈরুলুখলৈশ্চ চরন্তীতি তে তাদৃশাঃ
 পরমর্ষয়ঃ, সারস্বতৈঃ সরস্বতীদেবতাকৈর্যজ্ঞৈঃ, ঈজানা যজমানাঃ সন্তঃ, অবভূথপ্রবং তদ্বিস্তিন্নানম্,
 গচ্ছন্তি প্রাপ্তবন্তি কুর্কস্তুতীত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তর্হি তে তব এতদ্বাদীযং বৃকঃ ভবিষ্যতি মধ্যং পিশাচী ভূত্বাত্র আনং ন লপ্যসে, এতদ্বিতি
 স্ববৃত্তান্তাভিনীয় প্রদর্শনং দ্বিতীয়দিনবাসন্তৈবৈতৎকলং দ্বিতীয়রাত্রিবাসে তু ইতোহন্তথা
 অহল্যাদিবয়োহপ্রাপ্ত্যা শিলাভাবো ভবিষ্যতি, তেন তীর্থদর্শনমপি ন লপ্যসে ইতি ॥১০॥
 অতোহত্র কৃপাং রাজিমেব একাং বৎশ্রামঃ প্রোক্তবৈব প্রহাস্তাম ইতি ভাবঃ । দ্বারমিত্যর্দ্বস্ত
 উক্তার্থম্ভি ॥১১॥ অত্রৈব কুরুক্ষেত্রদ্বারে ॥১২—১৩॥ সারস্বতৈর্যজ্ঞৈঃ ঈজৈঃ সারস্বত-
 তীর্থম্ভি ॥১৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আজ আমরা এখানে একরাত্রি বাস করিব। কুন্তীনন্দন !
 এইটাই কুরুক্ষেত্রের দ্বার ॥১১॥

রাজা ! এইখানেই নহ্মনন্দন যযাতিরাজা বহু রত্নসমূহদ্বারা বহুতর
 যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; যাহাতে ইন্দ্র আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥

এই ‘প্রক্ষাবতরণ’-নামে যমুনার উত্তম তীর্থ । এইটাকেই জ্ঞানীরা স্বর্গের
 দ্বার বলিয়া থাকেন ॥১৩॥

বৎস ! মহর্ষিরা যুপ ও উদূখলপ্রভৃতি যজ্ঞীয় অব্যাসামগ্ৰী লইয়া সারস্বত
 যজ্ঞ শেষ করিয়া এইখানেই অবভূথন্নান করিয়া থাকেন ॥১৪॥

অত্রৈব ভরতো রাজা রাজন্ ! ক্রতুভিরিষ্টবান্ ।

হয়মেধেন যজ্ঞেন মেধ্যমগ্নমবাসৃজৎ ॥১৫॥

অসকৃৎ কৃষ্ণসারঙ্গং ধর্মোণাপ্য চ মেদিনীম্ ।

অত্রৈব পুরুষব্যাত্ ! মরুভঃ সত্রমুত্তমন্ ।

প্রাপ চৈবষ্মিষ্মেথ্যেন সংবর্তেনাভিপালিতঃ ১৬॥

অত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র ! সর্বাল্লোকান্ প্রপশ্যতি ।

পূয়তে তুঙ্গতাচ্চৈব অত্রাপি সমুপস্পৃশ ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত্র সভাতকঃ স্নাত্বা স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ।

লোমশং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ উদং বচনমব্রবীৎ ॥১৮॥

সর্বাল্লোকান্ প্রপশ্যামি তপসা সত্যবিক্রম ! ।

ইহম্ভঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং পশ্যামি শ্বেতবাহনম্ ॥১৯॥

ভাবতকৌমুদী

অত্রৈতি । হয়মেধেন চ ইষ্টবান্ । মেধ্যং হিংসনীয়মগ্নম, অবাসৃজন্ত্যক্তবান্ ॥১৫॥

অসকৃদ্বিত্তি । অসকৃৎ প্রাপেতি সগন্ধঃ । কৃষ্ণসারঙ্গং কৃষ্ণসারমৃগমিবাস্বম্ । মরুভো নাম রাজা, সত্রম্ অশ্বমেধযজ্ঞম্ । স্টূপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

অত্রৈতি । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা । পূয়তে পরিভ্রোতবতি । সমুপস্পৃশ স্নাহি ॥১৭॥

তত্রৈতি । তত্র প্রজ্ঞাবতরণতীর্থে । পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

রীজানাঃ, ষ্পোলুখলিকাঃ ষ্পোহলুখলানি চ ইজসাধনাভাদদতে য্ লুখলিকাঃ পশুভিঃ পুরো-
ভাশৈশ্চ ইষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ ॥১৫—১৬॥ কৃষ্ণসারঙ্গং কৃষ্ণহরিণসদৃশম্, একদেশে কৃষ্ণবর্ণং ভ্রামকর্ণ-

যুধিষ্ঠির ! ভারতরাজাও এইখানেই বহুতর অশ্রাণ্ড যজ্ঞ ও অশ্বমেধযজ্ঞ
করিয়াছিলেন এবং তাহার অশ্বও এইখানেই প্রথম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ॥১৫॥

নরশ্রেষ্ঠ ! মরুস্তরাজাও ধর্ম অনুসারে পৃথিবী এবং কৃষ্ণসারমৃগের স্নায়
অশ্ব লাভ করিয়া, ঋষিশ্রেষ্ঠ সংবর্তকর্তৃক রক্ষিত হইয়া, এইখানেই বার বার
উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! মানুষ এইখানে স্নান করিয়া সমস্ত লোক দেখিতে পায়
এবং পাপ হইতে মুক্ত হয় ; অতএব তুমিও এখানে স্নান কর ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—মহাবীরা প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন অবস্থায়
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সেই প্রজ্ঞাবতরণতীর্থে স্নান করিয়া লোমশমুনিকে
এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

(১৯)...ধর্মোণাপি চ মেদিনীম্—বা ব, ধর্মোণাবাপ্য মেদিনীম্—কা পি ।

লোমশ উবাচ ।

এবমেতস্মহাবাহো ! পশ্যন্তি পরমর্ষয়ঃ ।

ইহ স্নাত্বা তপোযুক্তাস্ত্রীল্লোকান্ সচরাচরান্ ॥২০॥

সরস্বতীমিমাং পুণ্যাং পুণ্যৈকশরণাবৃতাম্ ।

যত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ ! ধূতপাপা ভবিষ্যসি ॥২১॥

ইহ সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরিষ্টবস্তুঃ স্মরর্ষয়ঃ ।

ঋষয়শ্চৈব কোন্তেয় ! তথা রাজর্ষয়োহপি চ ॥২২॥

বেদৌ প্রজাপতেরেষা সমস্তাং পঞ্চযোজনা ।

কুরৌর্বে যজ্ঞশীলস্য ক্ষেত্রেমেতস্মহাত্মনঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং প্ৰক্ষাবতরণগমনে ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

স্নানকলমাহ—সর্কানিতি । ইহস্থঃ প্ৰক্ষাবতরণস্থ এব । শেতবাহনং স্বর্গস্থমর্জুনম্ ॥১০॥

স্বোক্তমপ্যর্থঃ যুধিষ্ঠিরপ্রত্যক্ষপ্রবণাং পুনঃ সমর্থয়তি—এবমিতি । ইহ প্ৰক্ষাবতরণে ॥২০॥

সরস্বতীমিতি । পুণ্যানাং ধার্মিক্যণামেকৈকনিরবচ্ছিন্নৈঃ শরণৈর্গৃহৈর্যাবৃতং পশ্যন্তি

শেষঃ ॥২১॥

ইহেতি । সারস্বতৈঃ প্রাধান্তেন সরস্বতীদেবতাকৈঃ । ইষ্টবস্তো যজনঃ কৃতবস্তুঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যর্থঃ ॥১৬—১৮॥ ইহস্থো যমুনাস্তগতপ্ৰক্ষাবতরণস্থঃ ॥১০—২০॥ তীর্থান্তরমাহ—সরস্বতী-
মিতি ॥২১—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

“হে যথার্থ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি ! আমি এইখানে থাকিয়াই সমস্ত
জগৎ দেখিতেছি এবং স্বর্গস্থিত অর্জুনকেও দেখিতেছি ।” ॥১০॥

লোমশ বলিলেন—“মহাবাহু ! ইহা যথার্থ বটে । তপস্বী মহর্ষিরা
এইখানে স্নান করিয়া স্তাবর-জঙ্গমাশ্রক ত্রিভুবনই দেখিয়া থাকেন ॥২০॥

নরশ্রেষ্ঠ ! এই দেখ—একমাত্র ধার্মিকদিগের আশ্রমে পরিপূর্ণ পবিত্র
সরস্বতী নদী ; যাহাতে স্নান করিয়া তুমি পাপবিহীন হইবে ॥২১॥

কুন্তীনন্দন ! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা এইখানেই বহুতর সারস্বত
যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥২২॥

(২০) দ্বিতীয়ার্ধঃ বা ব কা পি নান্তি । * ‘...একোনিজ্জিশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব
কা পি, ‘...একজ্জিশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

লোমশ উবাচ ।

ইহ মর্ত্যাস্তনৃত্যন্তু স্বর্গং গচ্ছন্তি ভারত ! ।

মর্তুকামা নরা রাজমিহায়াস্তি সহস্রশঃ ॥১॥

এবমালীঃ প্রযুক্তা হি দক্ষেন যজ্ঞতা পুরা ।

ইহ যে বৈ মরিষ্যন্তি তে বৈ স্বর্গজিতো নরাঃ ॥২॥

এষা সরস্বতী রম্যা দিব্যা চৌধবতী নদী ।

এতদ্বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাংপতে ! ॥৩॥

দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেমাং দ্বেমাং সরস্বতী ।

প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর ! মা নিষাদা হি মাং বিদুঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বেদীতি । সমস্তাং সর্গাং দিক্ষু । “স্বান্বয়োজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন” ইতি লীলাবতী ॥২৩॥

ইতি মহামতোপাধ্যায়-ভারতচাণা মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীহরদাসমিকাদ্বাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং ষড়্বিধকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃ*ঃ—

ইহেতি । ইহ কুরুক্ষেত্রে, মর্ত্য নরাঃ । স্বর্গং গচ্ছন্তীত্যন্ত এবাহ—মর্তুকামা ইতি ॥১॥

এবমিতি । স্বর্গং জয়ন্তীতি স্বর্গজিতঃ কিম্ব, স্বর্গাং বকারিণো ভাঃ স্ত্রীত্যাৰ্থঃ ॥২॥

এথেতি । চৌধবতী প্রবাহশালিনী । বিনশত্যশ্মিন্ পাপমিতি বিনশনং নাম সরস্বত্যা নদ্যাঃ
জানম্, নিষাদরাষ্ট্রস্য স্নেহদ্রাজ্যস্য দ্বারম্ । যেমাং নিষাদানাম্ ॥৩—৪॥

চারি দিকেই পঞ্চ-যোজন-পরিমিত এই ব্রহ্মার বেদী ; ইহাই যজ্ঞশীল
মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র” ॥১৩॥

—ঃ*ঃ—

লোমশ বলিলেন—“ভরতনন্দন রাজা ! মানুষ এই কুরুক্ষেত্রে দেহত্যাগ
করিয়া স্বর্গলাভ করে ; এইজগ্গই সহস্র সহস্র লোক মরিবার ইচ্ছায় এখানে
আসিয়া থাকে ॥১॥

পূর্বকালে দক্ষপ্রজাপতি যজ্ঞ করিবার সময়ে এইরূপ আলীক্বাদ করিয়া-
ছিলেন যে, এখানে যাহারা মরিবে, তাহারা স্বর্গলাভ করিবে ॥২॥

নরনাথ ! মনোহর, অলৌকিক ও প্রবাহযুক্ত এই সরস্বতী নদী ; আর

(২)...তে বৈ স্বর্গজিতা নরাঃ—বা ব কা ।

এষ বৈ চমসোদ্ভেদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী ।
 যত্রৈনামভ্যবৰ্ত্তন্ত সৰ্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রগাঃ ॥৫॥
 এতৎ সিন্ধোর্মহতীর্থং যত্রাগন্ত্যমরিন্দম ! ।
 লোপামুদ্রো সমাগম্য ভর্তারমরুগীত বৈ ॥৬॥
 এতৎ প্রকাশতে তীর্থং প্রভাসং ভাস্করদ্ব্যতে ! ।
 ইন্দ্রস্ত দয়িতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥৭॥
 এতৰিষ্পদং নাম দৃশ্যতে তীর্থমুত্তমম্ ।
 এষা রম্যা বিপাশা চ নদী পরমপাবনৌ ॥৮॥
 অত্র বৈ পুত্রশোকেন বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
 বদ্ধাত্মানং নিপতিতো বিপাশঃ পুনরুৎথিতঃ ॥৯॥
 কাশ্মীরমণ্ডলকৈতৎ সৰ্ব্বপুণ্যমরিন্দম ! ।
 মহর্ষিভিষ্চাধ্যুষিতং পশ্চাদং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । এনাং সরস্বতীম্, অভ্যবৰ্ত্তন্ত অভ্যাগচ্ছন্ । সমুদ্রগা নদাঃ ॥৫॥

এতদ্বিতি । সিন্ধোর্মহতীর্থং প্রশস্তো যত্রঃ ॥৬॥

এতদ্বিতি । প্রভাসং প্রভাসান্তরম্, হে ভাস্করদ্ব্যতে ! সূর্য্যতুল্যাভেজস্বিন্ ! ॥৭॥

এতদ্বিতি । এতদিত্যাদিকঞ্চ অঙ্গুনীনির্দেশেন দশিতমিতি বোধাম্ ॥৮॥

অত্রোতি । আত্মানং ব্ৰহ্মেণ পাপেন বদ্ধা । বিপাশঃ পাপমুক্তঃ । অতএব বিপাশা ॥৯॥

‘বিনশন’-নামক সরস্বতী নদীর এই স্থানটা স্নেচ্ছরাজ্যের দ্বার ; যাহাদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সরস্বতী নদী-‘আমাকে স্নেচ্ছেরা যেন জানিতে না পারে’ (ইহা ভাবিয়াই যেন) পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন ॥৩—৪॥

এই চমসোদ্ভেদতীর্থ ; যেখানে সরস্বতীকে দেখা যায় এবং যেখানে এই সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়াই (তির্থবিশেষে) সকল পবিত্র নদী আসিয়া থাকে ॥৫॥

অরিন্দম ! এই সিদ্ধুনের মহাতীর্থ ; যেখানে আসিয়া লোপামুদ্রা মহর্ষি অগস্ত্যকে পতিত বরণ করিয়াছিলেন ॥৬॥

হে সূর্য্যতুল্যাভেজস্বী ! এই অপর প্রভাসতীর্থ প্রকাশ পাইতেছে ; ইহা দেবরাজের প্রিয়, পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশক ॥৭॥

এই ‘বিষ্পদ’-নামক উত্তম তীর্থ দেখা যাইতেছে এবং এই মনোহরা ও পরমপবিত্রা বিপাশা নদী দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥৮॥

ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি পুত্রশোকবশতঃ আপনাকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া এই নদীতে পতিত হইয়া আবার পাশমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥৯॥

অক্রৌন্তরাণাং সৰ্বেষামুষীণাং নাল্লবস্ত ৮ ।

অমৌশৈবাত্র সংবাদঃ কাশ্যপস্ত ৮ ভারত ! ॥১১॥

এতদ্বারং মহারাজ ! মানসস্ত প্রকাশতে !

বর্ষমস্ত গিরের্মধ্যে রামেণ শ্রীমতা কৃতম্ ॥১২॥

এষ বাতিকষণ্ডো বৈ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমঃ ।

নাত্যবর্তত যদ্বারং বিদেহাহুন্তরং জয়ঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কাশ্যেতি । যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ প্রকাবতরণে স্বাস্থ্য অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিগন্ধেতি পশ্চোক্ত্যুক্তিঃ ॥১০॥

অত্রোক্তি । অত্র কাশ্যায়মণ্ডলে, উত্তরাণাম্ উত্তরদেশীয়ানাম্ ॥১১॥

এতদ্বিতি । হে মহারাজ ! শ্রীমতা রামেণ জামদগ্ন্যেণ, অস্ত্র ক্রৌঞ্চনায়ে গিরের্মধ্যে বর্ষ রক্ষণ কৃতম্, এতচ্চ মানসস্ত সরোবরস্ত দ্বারং গমনপথমুখং প্রকাশতে । “বর্ষং বৃষ্টৌ বিলাসয়োঃ” ইতি ব্যাভিঃ ॥১২॥

এষ ইতি । সত্যো বিক্রমো যত্র স তাদৃশঃ, প্রখ্যাত এষ বাতিকষণ্ডো নাম দেশঃ ; জয়োজ্জুনঃ, বিদেহাদেশাহুন্তরং যত্র বাতিকষণ্ডদেশস্ত দ্বারম্, নাত্যবর্তত দিগ্বিজয়কালে নাত্যক্রামং । উত্তরকুরুদেশদ্বারাদজ্জুনো নিবৃন্তঃ, স এব বাতিকষণ্ডদেশঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ইহেতি ॥১—৮॥ বন্ধা পাঠৈরিত্যি শেষঃ । বিপাশঃ পাশহীনঃ, অভএব বিপাশা নাম ॥২—১০॥ উত্তরাণামৌদীচ্যানাম্ ॥১১॥ বর্ষঃ বসতিস্থানম্ ॥১২॥ এষ ইতি । যো স্বামঃ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমশ্চ বিদেহাহুন্তরঞ্চ যদ্বারং যদ্বর্ষস্ত দ্বারমেবোহুত্বূয়মানো বাতিকষণ্ডো বাতানীতঃ পদ্মাদিসমূহো নাত্যবর্তত তেন রামেণ কৃতমিতি পূর্বেণাঙ্কঃ, অনেন বারোবপ্য-
শ্বিন্ বর্ষে প্রবেশো নাস্তি—কিমুতেত্তরস্তেতি । পদ্মাদেবোহুত্বানীতস্তাত্ৰাপ্রবেশাভ্রামসামর্থ্য

এই সর্বপুণ্যের আধার কাশ্মীরমণ্ডল । অরিন্দম যুধিষ্ঠির ! তুমি ভ্রাতা-
দের সহিত মিলিত হইয়া এই মহাবিগণের অধুষিত স্থানটী দর্শন কর ॥১০॥

ভরতনন্দন ! এই স্থানেই উত্তরদেশীয় সকল ঋষি ও যযাতির এবং অগ্নি
ও কাশ্যপের সংবাদ হইয়াছিল ॥১১॥

মহারাজ ! শ্রীমান্ পরশুরাম এই ক্রৌঞ্চপর্বতের মধ্যে একটা রক্ত
করিয়াছিলেন ; ইহাই মানসসরোবরের দ্বার প্রকাশ পাইতেছে ॥১২॥

এই যথার্থবিক্রমের আধার প্রখ্যাত বাতিকষণ্ডদেশ ; দিগ্বিজয়কালে
অজ্জুনও বিদেহদেশের উত্তরবর্তী যাহার দ্বারা অতিক্রম করিতে পারেন
নাই ॥১৩॥

ইদমাশ্চর্য্যমপরং দেশেহগ্নিন্ পুরুষর্ষভ ! ।
 ক্ষীণে যুগে তু কৌন্তেয় ! শর্ক্বস্ত্য সহ পার্শ্বদৈঃ ।
 সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ ॥১৪॥
 অগ্নিন্ সরসি সত্রেবৈ চৈত্রে মাসি পিনাকিনম্ ।
 যজ্ঞস্তে যাজকাঃ সম্যক্ পরিবারশুভার্থিনঃ ॥১৫॥
 অত্রোপস্পৃশ্য সরসি শ্রদ্ধধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 ক্ষীণপাপঃ শুভাল্লৌকানাগ্নুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬॥
 এষ উজ্জানকো নাম যবক্রৌর্ধ্বত্ৰ শান্তবান্ ।
 অরুন্ধতীসহায়শ্চ বশিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ ॥১৭॥
 হ্রদশ্চ কুশবানেষ যত্র পদাং কুশেশয়ম্ ।
 আশ্রমশ্চৈব রুক্মিণ্যা যত্রাশ্রম্যদকোপনা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । যুগে সত্যত্রেতাদৌ । শর্ক্বস্ত্য শিবস্ত্য । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥
 অগ্নিরিতি । সত্রেয়গৈঃ । যজ্ঞস্তে অর্চয়ন্তি । পরিবারাণাং পরিজনানাং শুভার্থিনঃ ॥১৫॥
 অত্রোতি । উপস্পৃশ্য স্নাত্ব । শ্রদ্ধধানঃ তীর্থস্নানজগৎপ্রযে বিশ্রাসী ॥১৬॥
 এষ ইতি । উজ্জানকো নাম হ্রদঃ, যবক্রৌর্ধ্বমুনিঃ, শান্তবান্ সিদ্ধাঃ শান্তিং লেভে ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রত্যক্ষমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১৩॥ যুগং পঞ্চমং বৎসরং যজ্ঞম্, তস্মিন্ ক্ষীণে সমাপ্তে সতি যদা সৌব-
 নাবনবার্হস্পত্যনাক্ষত্রচান্দ্রাঃ সংবৎসর এককালঃ সমাপ্যন্তে স যুগক্ষয়কালস্তস্মিন্নিতিত্বার্থঃ । যুগে
 ক্ষীণে ইত্যন্ত সংবৎসরাস্ত ইতি বার্থঃ । চৈত্রে প্রতিপদং যুগাদির্দ্রাবতি ব্যবহারায় ॥১৪॥ অতএব
 পূর্ক্বদিনে শিবং দৃষ্ট্বা প্রতিপদমারভ্য মাসমাত্রাঃ পিনাকিনঃ যজ্ঞস্ত ইতি সঙ্গচ্ছতে ॥১৫—১৬॥
 পার্বকিঃ স্বদ্যঃ শান্তবান্ শমং প্রাপ, বশিষ্ঠোহপি শান্তবান্ ॥১৭॥ কুশবান্ জলবান্ । “শরৎ

পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ! এই দেশে আর একটী আশ্চর্য্য এই যে, প্রত্যেক
 যুগের অবসানের সময়ে পারিবর্গগ ও পার্বতীর সহিত কামরূপী মহাদেবের
 দর্শন পাওয়া যায় ॥১৪॥

পরিজনবর্গের মঙ্গলার্থী যাজকগণ চৈত্রমাসে এই সরোবরের তীরে যথা-
 নিয়মে যজ্ঞদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥১৫॥

শ্রদ্ধাশীল ও জিতেন্দ্রিয় লোক এই সরোবরে স্নান করিয়া পাপবিহান
 হইয়া শুভলোক লাভ করেন ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

এই ‘উজ্জানক’-নামক হ্রদ ; যাহাতে যবক্রৌর্ধ্বমুনি এবং অরুন্ধতীর সহিত
 ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি (সিদ্ধিলাভকরায়) শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

(১৭)...পার্বকির্জ্ঞ শান্তবান্—বা ব কা নি ।

সমাধীনাং সমাসস্ত পাণ্ডবেয় ! শ্রুতস্ত্বয়া ।
 তং দ্রক্ষ্যসি মহারাজ ! ভৃগুতুঙ্গং মহাগিরিম্ ॥১৯॥
 বিতস্তাং পশ্য রাজেন্দ্র ! সৰ্ব্বপাপপ্রমোচনৌম্ ।
 মহর্ষিভিষ্চাধ্যুষিতাং শীততোয়াং স্তনির্মলাম্ ॥২০॥
 জলাক্ষোপজলাঈকং যমুনামভিতো নদীম্ ।
 উশীনরো বৈ যত্রেষ্ঠ ! বাসবাদত্যরিচ্যত ॥২১॥
 তাং দেবসমিতিং তস্মা বাসবশ্চ বিশাংপতে ! ।
 অভ্যগচ্ছম্ পবরং ছাত্তুমগ্নিশ্চ ভারত ! ॥২২॥
 জিজ্ঞাসমানৌ বরদৌ মহাত্মানমুশীনরম্ ।
 ইন্দ্রঃ শ্যেনঃ কপোতোহগ্নির্ভূত্বা যজ্ঞেহভিজগ্মতুঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ভৃদ ইতি । কুশবান্ নাম । অতএব কুশে কুশবতি ভৃদে শেতে তিষ্ঠতীতি কুশেশয়-
 মিত্যুচ্যতে । অস্তথা তদ্ব্যাপ্তবৃত্তপতিয়িত্যাশয়ঃ । অশাম্যং নিবৃত্তাতবৎ ॥১৮॥

সমিতি । সমাধীনাং যোগানাং সমাসঃ সংক্ষেপঃ সংক্ষিপ্তযোগেনৈব সিদ্ধিলাভঃ ॥১৯॥

বিতস্তামিতি । বিতস্তাং নাম নদীম্ । অধ্যুষিতামধিষ্ঠিতাম্ ॥২০॥

জলামিতি । অভিত উভয়পার্শ্বে পঙ্কজঃ । ইদং যাগঃ কৃত্বা । অত্যরিচ্যত প্রধানো-
 হতবৎ ॥২১॥

তামিতি । দেবসমিতিং রাজসভাম, “মেঘে রাজি হুবে দেবঃ” ইতি ত্রিকাংশেষঃ ॥২২॥

এই ‘কুশবান্’-নামক ভৃদঃ যাহাতে পদ্ম জন্মিয়া ‘কুশেশয়’-নামে প্রসিদ্ধি
 লাভ করিয়াছে, যাহার তীরে রুক্মিণীর আশ্রম রহিয়াছে এবং যে আশ্রমে
 • অকোপনা রুক্মিণী শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

মহারাজ পাণ্ডুনন্দন ! যেখানে অল্পমাত্র যোগ করিলেই সিদ্ধিলাভ করা
 যায় বলিয়া তুমি শুনিয়াছ, সেই ‘ভৃগুতুঙ্গ’-নামক মহাপৰ্ব্বত দেখিতে
 পাইবে ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! যাহার তীরে মহাবীরা বাস করেন এবং যাহার জল শীতল ও
 নির্মল, সেই সৰ্ব্বপাপনাশিনা বিতস্তানদী দর্শন কর ॥২০॥

যমুনানদীর দুই পাশ্বে ‘জলা’ ও ‘উপজলা’-নামে দুইটী নদী রহিয়াছে
 দেখ ; যাহার তীরে যজ্ঞ করিয়া উশীনররাজা ইন্দ্র অপেক্ষা প্রধান হইয়া-
 ছিলেন ॥২১॥

নরনাথ ভরতনন্দন ! তখন ইন্দ্র এবং অগ্নি রাজশ্রেষ্ঠ উশীনরকে পরীক্ষা
 করিবার জন্ত তাঁহার সেই রাজসভায় গমন করিয়াছিলেন ॥২২॥

উরুং রাজঃ সমাসাশ্র কপোতঃ শ্বেনজাস্তয়াৎ ।

শরণার্থী তদা রাজন্ ! নিলিল্যে ভয়পীড়িতঃ ॥২৪॥

শ্বেন উবাচ ।

ধৰ্ম্মাত্মানং ত্বাহ্বৈকং সৰ্ব্বৈঃ রাজন্ ! মহীক্ষিতঃ ।

স বৈ ধৰ্ম্মবিরুদ্ধং ত্বং কস্মাৎ কস্মৈ চিকীৰ্ষসি ॥২৫॥

বিহিতং ভক্ষণং রাজন্ ! পীড়্যমানস্ত মে ক্ষুধা ।

মা রক্ষৌর্ধৰ্ম্মলোভেন ধৰ্ম্মমুৎসৃষ্টবানসি ॥২৬॥

রাজোবাচ ।

সন্তস্তরূপভ্রাণার্থী ত্বন্তো ভীতো মহাদ্বিজ ! ।

মৎসকাশমনুপ্রাপ্তঃ প্রাণগৃধ্রুরয়ং দ্বিজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

জিজ্ঞেতি । জিজ্ঞাসমানো পরীক্ষিতুমিচ্ছন্তো । অগ্নিচ কপোতো ভূষেতি সৰ্ব্বদ্বঃ ॥২৩॥

উক্মিতি । রাজা উদীনরস্ত । শরণার্থী আশ্রয়ার্থী, নিলিল্যে লুকায়িতঃ ॥২৪॥

ধৰ্ম্মেতি । সৰ্ব্বৈঃ মহীক্ষিতো রাজানঃ, ত্বা ত্বাম্, একং মূখ্যম্, ধৰ্ম্মাত্মানমাহঃ ॥২৫॥

বিহিতমিতি । বিহিতং বিধাজ্ঞেতি শেষঃ, ভক্ষণম্ এতৎকপোতাদেঃ ॥২৬॥

সন্তস্তেতি । হে মহাদ্বিজ ! মহাপক্শিন্ শ্বেন ! । প্রাণগৃধ্রুঃ প্রাণরক্ষাকামী ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বনং কুশং নীরম্” ইতি ধনঞ্জয়ঃ । অকোপনা দ্বিতক্রোধা ॥১৮॥ সম্বাসঃ সংক্ষেপঃ, যস্মিন্ দৃষ্টে সমাধিক্ষণং ভবতীত্যর্থঃ ॥১৯—২১॥ দেবসমিতং রাজসভাম্ ॥২২—২৩॥ নিলিল্যে

মহাত্মা উদীনরকে পরীক্ষা করিবার জন্ত বরদাতা ইন্দ্র শ্বেনপক্ষী হইয়া এবং বরদাতা অগ্নি কপোতপক্ষী হইয়া যজ্ঞস্থানে গমন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

রাজা ! তখন কপোত শ্বেনের ভয়ে আশ্রয়লাভের জন্ত রাজার উরুদেশে ঘাইয়া ভয়ার্ত হইয়া লুকায়িত হইল ॥২৪॥

তখন শ্বেন বলিল—“রাজা ! সকল রাজাই আপনাকে প্রধান ধার্ম্মিক বলিয়া থাকেন ; সেই আপনি কি জন্ত ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥২৫॥

রাজা ! বিধাতা আমার ক্ষুধার্ত অবস্থায় এই সকল পক্ষীকেই খাড়া বিধান করিয়াছেন ; অতএব আপনি ধৰ্ম্মলোভে ইহাকে রক্ষা করিবেন না ; (যাহা করিয়াছেন, ইহাতেই) ধৰ্ম্মত্যাগ করিয়াছেন” ॥২৬॥

(২৪) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...জিহাদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা পি, ‘...দ্বাজিহাদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

এবমভ্যাগতশ্চেহ কপোতশ্চাভয়ার্থিনঃ ।

অপ্রদানে পরং ধর্ম্যং কথং শ্চেন ! ন পশ্যসি ॥২৮॥

প্রস্পন্দমানঃ সম্ভ্রাস্তঃ কপোতঃ শ্চেন ! লক্ষ্যতে ।

মৎসকাশে জীবিতার্থী তস্য ত্যাগো বিগর্হিতঃ ॥২৯॥

যো হি কশ্চিদ্ভিজান্ হন্যাৎগাং বা লোকস্য মাতরম্ ।

শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুলাং তেষাং হি পাতকম্ ॥৩০॥

শ্চেন উবাচ ।

আহারাৎ সর্বভূতানি সম্ভবন্তি মহীপতে ! ।

আহারেণ বিবর্দ্ধন্তে তেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥৩১॥

শক্যতে দুস্ত্যজেষুপ্যর্থে চিরব্রাত্মায় জীবিতুম্ ।

ন তু ভোজনমুৎসৃজ্য শক্যং বর্ভয়িতুং চিরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি ! অপ্রদানে অধীশ্বরে কপোতশ্চাভয়ার্থণে । পরমুত্তমম্ ॥২৮॥

প্রোতি । প্রস্পন্দমানো ভয়েন কম্পমানঃ, সম্ভ্রাস্তঃ অস্থিরচিত্তঃ ॥২৯॥

য ইতি । ভিজান্ ব্রাহ্মণান্ । মাতরং মাতৃকল্যাণং স্তম্ভদানেন পালনাৎ ॥৩০॥

আহারাদিতি । আহারান্নাত্মপিত্রোঃ, সম্ভবন্তি জায়ন্তে । তেন আহারেণ ॥৩১॥

শক্যত ইতি । দুস্ত্যজে অর্থে বিষয়ে, ত্যজেহীতি শেষঃ, চিরব্রাত্মায় চিরায় জীবিতুং শক্যতে । কিন্তু ভোজনমুৎসৃজ্য চিরং বর্ভয়িতুং জীবিতুং ন শক্যম্ ॥৩২॥

উশীনররাজা বলিলেন—“মহাপক্ষী ! প্রাণরক্ষার্থী এই কপোতপক্ষী তোমার ভয়েই অত্যন্ত ভীত ও আত্মরক্ষার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে ॥২৭॥

অতএব হে শ্চেন ! অভয়প্রার্থী হইয়া এইভাবে উপস্থিত এই কপোত-পক্ষীকে না দেওয়াই গুরুতর পর্ম্ম ; ইহা তুমি বুঝিতেছ না কেন ? ॥২৮॥

শ্চেন ! এই কপোতটি ভয়ে কম্পিত কলেবর এবং অস্থির চিত্ত হইয়াছে—দেখিতেছি এবং আমার নিকটে জীবনরক্ষার্থী হইয়াছে ; এ অবস্থায় ইহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য ॥২৯॥

কারণ, যে কোন লোক ব্রহ্মহত্যা করে, বা যে ব্যক্তি লোকমাতা গো হত্যা করে, কিংবা যে লোক শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহাদের সমান পাপ হয়” ॥৩০॥

শ্চেন বলিল—“রাজা ! মাতা-পিতার আহারের ফলেই সমস্ত প্রাণী জন্মিয়া থাকে, আহারেই বৃদ্ধি পায় এবং আহারের গুণেই জীবিত থাকে ॥৩১॥

সুতরাং দুস্ত্যাজ্য অগ্রাশ্রয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও দীর্ঘকাল জীবিত

ভক্ষ্যাদ্বিযোজিতস্তাং মম প্রাণা বিশাংপতে ! ।

বিসৃজ্য কায়মেঘাস্তি পশ্চানমকুতোভয়ম্ ॥৩৩॥

শ্রমতে ময়ি ধৰ্ম্মাশ্রম ! পুত্রদারাদি নজ্জ্যতি ।

রক্ষমাণঃ কপোতং ত্বং বহুন্ প্রাণান্ ন রক্ষসি ॥৩৪॥

ধৰ্ম্মং যো বাধতে ধৰ্ম্মো ন স ধৰ্ম্মঃ কুধৰ্ম্ম তৎ ।

অবিরোধাতু যো ধৰ্ম্মঃ স ধৰ্ম্মঃ সত্যবিক্রম ! ॥৩৫॥

বিরোধিসু মহাপাল ! নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্ ।

ন বাধা বিগতে যত্র তং ধৰ্ম্মং সমুপাচরেৎ ॥৩৬॥

গুরুলাঘবমাদায় ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিনিশ্চয়ে ।

যতো ভূয়াংস্ততো রাজন্ ! কুরুষ ধৰ্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ষ্যাদ্বিতি । বিযোজিতস্ত ত্বয়া । এযাস্তি যাতাস্তি, পশ্চানং পরলোকপদম্ ॥৩৩॥

শ্রেতি । নজ্জ্যতি, মর্ষেব তেবাং পোষণাদিত্যাশয়ঃ । ন রক্ষসি বিনাশয়দীত্যর্থঃ ॥৩৪॥

ধৰ্ম্মমিতি । ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মাস্তবম্ । বাধতে হিনস্ति । কুধৰ্ম্মেতি নকারান্তধৰ্ম্মশব্দরূপম্ ॥৩৫॥

বীতি । বিরোধিসু পরস্পরবাধকেষু ধৰ্ম্মেষু মধ্যে । তথা চাত্র একত্র শরণাগতৈক-
রক্ষণজ্ঞো ধৰ্ম্মঃ, অপরত্র চ বহুরক্ষণজ্ঞো ধৰ্ম্ম ইতি গুরুনা বহুরক্ষণজ্ঞত্বধৰ্ম্মেণ একরক্ষণজ্ঞত্বধৰ্ম্মস্ত
বাধনাং কপোতমেব ত্যজেতি ভাবঃ ॥৩৬॥

থাকিতে পারা যায় ; কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে
পারা যায় না ॥৩২॥

অতএব নরনাথ ! আপনি আজ আমাকে সেই খাণ্ড হইতে বিল্লিষ্ট
করিলেন ; সুতরাং আমার প্রাণ এ দেহ ত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে পরলোকের
পথে গমন করিবে ॥৩৩॥

ধৰ্ম্মাশ্রম ! আমি মরিয়া গেলে, আমার পুত্র-কলত্রপ্রভৃতিও মরিয়া
যাইবে ; সুতরাং আপনি একটা কপোতকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বহু
প্রাণ রক্ষা করিলেন না ॥৩৪॥

সত্যবিক্রম রাজা ! যে ধৰ্ম্ম অপর ধৰ্ম্মকে নষ্ট করে, সেটা ধৰ্ম্মই নহে ;
সেটা কুধৰ্ম্ম । আর, যে ধৰ্ম্ম অণ্ড ধৰ্ম্মের বাধা না জন্মাইয়া উৎপন্ন হয়, সেইটাই
বাস্তবিক ধৰ্ম্ম ॥৩৫॥

রাজা ! বিরোধী ধৰ্ম্মের মধ্যে লাঘব ও গৌরব নিরূপণ করিয়া—যাহাতে
কোন বাধা না থাকে, সেই ধৰ্ম্ম আচরণ করিবে ॥৩৬॥

(৩৪)...পুত্রদারঃ বিনজ্জ্যতি—পি । (৩৫)...ন স ধৰ্ম্মঃ কুধৰ্ম্ম তৎ—নি

রাজোবাচ ।

বহুকল্যাণসংযুক্তং ভাষসে বিহগোত্তম ! ।

সুপর্ণঃ পক্ষিরাট্ কিং ত্বং ধৰ্ম্মভক্ত্যস্তসংশয়ম্ ॥৩৮॥

তথাহি ধৰ্ম্মসংযুক্তং বহুচিত্তঞ্চ ভাষসে ।

ন তেহন্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিতি ত্বাং লক্ষয়াম্যহম্ ।

শরণৈষিপরিত্যাগং কথং সাক্ষিৱতি মন্যসে ॥৩৯॥

আহারার্থং সমারম্ভস্তব চায়ং বিহঙ্গম ! ।

শক্যশ্চাপ্যনুথা কৰ্ত্তুমাহারোহপ্যাধিকস্তয়া ॥৪০॥

গৌৰ্বমো বা বরাহো বা যুগো বা মহিমোহপি বা ।

ত্বদর্থমগ্ন ক্রিয়তাং যদ্বানুদাহ কাঙ্ক্ষসি ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমৰ্থমধৰ্ম্মেহপ্যতিদিশতি—ভুক্তিৱতি । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিশিষ্টয়ে গুরুলাঘবমাধায়, যতো যস্মিন্ পক্ষে ভূতানধিকঃ ধৰ্ম্মঃ অধৰ্ম্মো বা, ততন্তজ পক্ষে, ধৰ্ম্ময়োঃ কৰ্ত্তব্যত্বাকৰ্ত্তব্যত্বয়োনিস্কয়ং কুরুষ । এবঞ্চ একবক্ষণধৰ্ম্মাবহবক্ষণধৰ্ম্মোহধিকঃ একনাশপাপাবহনাশপাপক্ষাধিকমিতি একং কণোত্তং দত্তা বহুনস্মান্ বক্ষ্যেত্যশয়ঃ ॥৩৭॥

বহ্নিৱতি । বহুকল্যাণসংযুক্তং যুক্তিযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ । সুপর্ণো গরুড়ঃ ॥৩৮॥

তথাহীতি শরণৈষিণঃ কণোত্তস্ত পরিত্যাগম্ । “গবিতায়মাত” ইতি শ্রীশত্বাদ্রজতবৎ সাক্ষিৱতীতি কথ্যবিত্ত্যর্থ এবোত্তলক্ষণপ্রয়োগেন সা বভাক্তঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

আহারৱতি । সমারম্ভ উত্তমঃ । ইতোহধিকোহপি আহারঃ কৰ্ত্তুঃ শক্যঃ ॥৪০॥

সুতরাং ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম নিরূপণের বিষয়ে লাঘব ও গৌরব পর্যালোচনা করিয়া—যে দিকে অধিক হয়, সে দিকে কৰ্ত্তব্যতা বা অকৰ্ত্তব্যতা স্থির করুন” ॥৩৭॥

রাজা বলিলেন —“পক্ষিশ্রেষ্ঠ ! তুমি অগ্ন্যস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা বলিতেছ । সুতরাং তুমি কি পক্ষিরাজ গরুড় ? (অথবা তুমি যে-ই হও না কেন) তুমি যে ধৰ্ম্মভক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৮॥

কারণ, তুমি ধৰ্ম্মসঙ্গত ও অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ ; সুতরাং তোমার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই বলিয়াই আমি তোমাকে ধারণা করিতেছি । তবে তুমি শরণাগত ত্যাগ করাটাকে কি করিয়া ভাল মনে করিতেছ ? ॥৩৯॥

বিহঙ্গম ! ভোজনের জন্তই তোমার এই উত্তম ; সুতরাং তুমি সে ভোজন অগ্ন প্রকারেও এবং ইহা অপেক্ষা অধিকও করিতে পার ॥৪০॥

আজ তোমার জন্ত বৃষ, বরাহ, হরিণ, অথবা মহিষ খাওয়া করিব, অথবা অগ্ন যাহা ইচ্ছা কর, তাহা খাওয়া করিব, (বল) ॥৪১॥

শ্চেন উবাচ ।

ন বরাহং ন চোক্ষাণং ন যুগান্ বিবিধাংস্তথা ।

ভক্ষয়ামি মহারাজ ! কিং মমান্ধেন কেনচিৎ ॥৪২॥

যন্তু মে দেবাবিহিতো ভক্ষ্যঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গব ! ।

তমুৎসৃজ মহীপাল ! কপোতমিমমেব মে ॥৪৩॥

শ্চেনঃ কপোতানভৌতি স্থিতিরেষা সনাতনৌ ।

মা রাজন্ ! সারমজ্জাত্বা কদলীস্তম্ভমাসজ ॥৪৪॥

রাজোবাচ ।

রাষ্ট্রং শিবীনাযুদ্ধং বৈ দদানি তব খেচর ! ।

যং বা কাময়সে কামং শ্চেন ! সর্বং দদানি তে ।

বিনেমং পক্ষিণং শ্চেন ! শরণার্থিনমাগতম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অন্তথাপদার্থং প্রকটয়তি—গবিতি । গোবৃষঃ গোজাভিষু মধ্যে পুঙ্গবঃ, “অবধ্যাক্ষ স্মিৎ প্রাহস্তির্ধাগ্‌ঘোনিগন্তেষপি” ইতি স্মৃত্য স্মিৎ গোবর্ধনিষেধাদতি ভাবঃ । ক্রিয়ভাং বধেন খাত্তো মরেতি শেষঃ ॥৪১॥

নেতি । উক্ষাণং বৃষম্ । যুগান্ পশূন্ । অতো মহিষস্তাপি গ্রহণম্ ॥৪২॥

তহি কিং প্রার্থয়সীত্যাহ—য ইতি । দেববিহিতো বিধাতৃনির্দিষ্টঃ ॥৪৩॥

শ্চেন ইতি । অস্তি কুণ্ডলেক্তে, স্থিতিনিয়মঃ, সনাতনৌ চিরকালীনা । সারং প্রাধান্তম্ অত্যন্তরপতস্থিরাংশক । মা আসজ ন গৃহাণ । তথা চ সারার্থী যথা সারং নাত্তীত্যজ্ঞাৎস্বৈব কদলীস্তম্ভং গৃহ্নতি, তথা ধর্মার্থী ত্বং ধর্মপ্রাধান্তমজ্ঞাত্বা একতরং ধর্মং ন গৃহাণেতি ভাবঃ ॥৪৪॥

রাষ্ট্রমিতি । শিবীনাং শিবিবংশানাম্ মমেত্যর্থঃ । ঋতং সম্পন্নম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৫॥

শ্চেন বলিল—“মহারাজ ! বরাহ, বৃষ, কিংবা অন্য নানাবিধ পশু—ইহার কোনটাই আমি ভক্ষণ করিব না, কিংবা অন্য কোন বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই ॥৪২॥

কিন্তু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা । বিধাতা আমার যে খাওয়া বিধান করিয়াছেন, সেই এই কপোতটাই আমাকে দান করুন ॥৪৩॥

কারণ, ‘শ্চেনপক্ষী কপোতপক্ষীকে ভোজন করে’ এই নিয়ম চিরকালই চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং রাজা ! সার আছে কিনা তাহা না জানিয়া কদলীস্তম্ভ গ্রহণ করিবেন না ॥৪৪॥

(৪৩) যন্তু মে দৈববিহিতঃ...পি, যন্তু মে দৈববিহিতো ভক্ষ্যঃ—নি । (৪৪)...কদলী-স্তম্ভমাসজ—বা ব কা নি ।

যেনেমং বৰ্জয়েথাস্তং কৰ্ম্মণা পক্ষিসত্তম ! ।

তদাচক্ষু করিষ্যামি নহি দাস্তে কপোতকম্ ॥৪৬॥

শ্বেন উবাচ ।

উলীনর ! কপোতে তে যদি স্নেহো নরাধিপ ! ।

আত্মনো মাংসমুৎকৃত্য কপোততুলয়া ধৃতম্ ॥৪৭॥

যদা সমং কপোতেন তব মাংসং নৃপোত্তম ! ।

তদা দেয়স্তু তন্মহং সা মে তুষ্টির্ভবিষ্যতি ॥৪৮॥ (যুগ্মকম্)

রাজোবাচ ।

অমুগ্রহমিমং মন্তে শ্বেন ! যস্মাভিযাচসে ।

তস্মান্তেহৃদ প্রদাশ্যামি স্বমাংসং তুলয়া ধৃতম্ ॥৪৯॥

লোমশ উবাচ ।

উৎকৃত্য স স্বয়ং মাংসং রাজা পরমধর্ম্মবিৎ ।

তুলয়ামাস কৌন্তেয় ! কপোতেন সমং বিভো ! ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

যেনেতি । করিষ্যামি তদেব কৰ্ম্ম । কপোতকমিত্যত্ৰকল্পায়াঃ কল্পভাষ্যঃ ॥৪৬॥

উলীনয়েতি । উৎকৃত্য ছিঁড়া উৎখাপ্য, কপোততুলয়া একস্মিন্ পার্শ্বে কপোতযুক্তয়া তুলয়া, অপরস্মিন্ পার্শ্বে গুত্তং বক্ষিতম্ । সা তদাননিবন্ধনা ॥৪৭--৪৮॥

অস্মিতি । মা মাম্ । তুলয়া গুত্তম্ এতৎকপোতসমানপরিমাণমিত্যর্থঃ ॥৪৯॥

রাজা বলিলেন—“আকাশচর, শ্বেন ! তোমাকে শিবিরংগীয়াদিগের সমৃদ্ধি-যুক্ত রাজ্য দান করিব ; কিংবা শরণার্থী হইয়া আগত এই কপোতপক্ষী ব্যতীত অগ্নি যে কিছু বস্তু প্রার্থনা কর, সে সমস্তই তোমাকে দিব ॥৪৫॥

অথবা পক্ষিশ্ৰেষ্ঠ ! যে কার্য্য করিলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর, সেই কার্য্যের কথা বল, আমি তাহাই করিব ; কিন্তু এ কপোতটাকে দিব না” ॥৪৬॥

শ্বেন বলিল “নরনাথ উলীনর ! এই কপোতের উপরে যদি আপনার স্নেহই জন্মিয়া থাকে, তবে নিজের মাংস ছেদন করিয়া তুলিয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে এই কপোত এবং অপরদিকে আপনার সেই মাংস দিন ; তাঁর পর আপনার মাংস যখন এই কপোতের সমান হইবে, তখন তাহা আমাকে দিবেন, তাহা হইলেই আমার সন্তোষ হইবে” ॥৪৭--৪৮॥

রাজা বলিলেন—“শ্বেন ! তুমি আমাকে যে রূপ প্রার্থনা করিলে, এটাকে আমি অমুগ্রহ বলিয়া মনে করি ; অতএব আজ আমি তোমাকে নিজের মাংসই কপোতের সহিত মাণিয়া প্রদান করিব” ॥৪৯॥

ধ্রিয়মাণঃ কপোতস্ত মাংসেনাত্যতিরিচ্যতে ।

পুনশ্চোৎকৃত্য মাংসানি রাজা প্রাদাদুশীনরঃ ॥৫১॥

ন বিগতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্ ।

তত উৎকৃত্যমাংসোহসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্ ॥৫২॥

শ্বেন উবাচ ।

ইন্দ্রোহহমস্মি ধর্মজ্ঞ ! কপোতো হব্যবাড়য়ম্ ।

জিজ্ঞাসমানো ধর্ম্যে ত্বাং যজ্ঞবাটমুপাগতো ॥৫৩॥

যত্তে মাংসানি গাত্রেভ্য উৎকৃতানি বিশাংপতে ! ।

এষা তে শাস্তী কীর্তিলোকানভিভবিষ্যতি ॥৫৪॥

যাবল্লোকে মনুষ্যাস্থাং কথয়িষ্যন্তি পার্থিব ! ।

তাবৎ কীর্তিঞ্চ লোকাশ্চ স্বাস্ত্যন্তি তব শাস্ততাঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

উৎকৃত্যেতি । উৎকৃত্য হিবা ! তুল্যমাংস তুলাযন্ত্রেণ মাপয়ামাস ॥২০॥

ধ্রিয়মাণ ইতি । অত্যতিরিচ্যতে অতিশয়েনাধিকঃ ক্রিয়তে ॥৫১॥

নেতি । যত্তং তুলয়েতি শেষঃ । উৎকৃত্যমাংসঃ ছিন্নমদেহমাংসঃ ॥৫২॥

ইন্দ্র ইতি । হব্যবাট অগ্নিঃ । জিজ্ঞাসমানো পরীক্ষিতুমিচ্ছন্তো ॥৫৩॥

যদिति । উৎকৃতানি ছিন্নানি । এষা এতদ্বিবন্ধনা । অতিভবিষ্যতি আক্রমিষ্যন্তি ॥৫৪॥

যাবদिति । ত্বাং কথয়িষ্যন্তি অদ্বিষয়মালোচয়িষ্যন্তি । কীর্তিঃ স্বাস্ত্যন্তীতি সম্ভবপরমুক্তম্,
লোকাঃ স্বর্গাঃ, শাস্ততা ক্রবাঃ সন্তঃ স্বাস্ত্যন্তীতি তু বহুপ্রদানম্ ॥৫৫॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা কুন্তীনন্দন ! তাহার পর পরমধর্মজ্ঞ উশীনর
নিজেই নিজের মাংস ছেদন করিয়া কপোতের সঙ্গে মাপিতে লাগিলেন ॥৫০॥

একদিকে কপোত এবং অপরদিকে মাংস দিলে পর যখন কপোত অত্যন্ত
অধিক হইয়া গেল, তখন উশীনররাজা আবার নিজের মাংস ছেদন করিয়া
দিলেন ॥৫১॥

যখন মাংস (কিছুতেই) কপোতের সমান হইল না, তখন ছিন্নমাংস রাজা
নিজেই তুলাযন্ত্রের উপরে আরোহণ করিলেন” ॥৫২॥

তখন শ্বেন বলিল—“ধর্মজ্ঞ ! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত অগ্নি ; আমরা
আপনাকে ধর্মবিষয়ে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় যজ্ঞস্থানে আসিয়াছিলাম ॥৫৩॥

নরনাথ ! আপনি যখন নিজের গাত্র হইতেই মাংস ছেদন করিয়াছেন, তখন
আপনার এই কীর্তি চিরকালই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া থাকিবে ॥৫৪॥

(৫৫)....এষা তে শাস্তী কীর্তিঃ—ব ক ।

ইত্যেবমুক্তা রাজানমারুরোহ দিবঃ পুনঃ ।

উনীনরোহপি ধর্মাত্মা ধর্মোণাবৃত্য রোদসৌ ।

বিভাজমানো বপুশা প্রারব্রোহ ত্রিপিষ্টপম্ ॥৫৬॥

তদেতৎ সদনং রাজান ! রাজস্বস্ত্য মতাত্মনঃ ।

পশ্যাস্মৈতয়া সার্কং পুণ্যং পাপপ্রমোচনম্ ॥৫৭॥

অত্র বৈ সত্যং দেবা মনশ্চ মনাত্মনঃ ।

দৃশ্যন্তে ব্রাহ্মণৈঃ বাজান্ । পুণ্যবদ্বির্ভূতান্নভিঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতমাতন্ত্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং শ্যেনকপোতীয়ে সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫৯॥ *

ভাবতভাবদীপী

যাবদ্বিত্তি । ত্রাঃ পদ্যিক্কা ইতিমহাভারতম্ । কবিঃ স্বাস্তীতি সন্তবপমুক্তম্,
লোকাঃ স্বর্গাঃ, শাস্ত্রাঃ ধর্মঃ সত্যং স্বাস্তীতি তৎ পরমদানম্ ॥৫৬॥

উত্তীতি । প্রারব্রোহ উৎকোচগ্ৰাস্তি শেখঃ । ধর্মো দানধর্মোহুযশসঃ, আবৃত্য ব্যাপ্ত্য,
রোদসৌ স্বর্গমর্শৌ । ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্ । সটপাদেহমং শ্লোকঃ ॥৫৬॥

তদ্বিত্তি । সদনং যজমন্দিরস্থানম্ । পশ্যন্ত পশ্য ॥৫৭॥

অহোহি । মনাত্মনঃ দীর্ঘজীবনঃ পুণ্যবদ্বিষ্টানেনাপুণ্যবত্মদর্শনং সূচিতম্ ॥৫৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভাবতভাবদীপী মহাভারতপদ্মভূষণশ্রীহরিনাসিকাস্বর্গাঙ্গীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভাবতভাবদীপীয়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

ভাবতভাবদীপী

নীনঃ ॥২৪—৪৩॥ কদলীকক্ষমাসকোহু কদলীকক্ষতলো নিঃসারোহুযশঃ ধর্মো মা সজ্জা
ভবেত্যর্থঃ ॥৪৪—৫৭॥ স্বদেহত্যাগেনাপি শরবাগতো বক্ষগীষ ইত্যধ্যায়তাপর্ধ্যম্ ॥৫৮॥

* ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপীয়ে সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০০॥

এবং রাজা ! মানুষেরা জগতে যে পদ্যান্ত আপনাদের বিষয় আলোচনা
করবে, সেই পর্য্যন্তই আপনার কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ থাকবে” ॥৫৫॥

উনীনররাজাকে এইরূপ বলিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ।
ধর্মাত্মা উনীনররাজাও আপন ধর্মের যশে স্বর্গ ও মত্তা ব্যাপ্ত করিয়া এবং
আপন কান্তিতে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া যথাকালে স্বর্গাবোহণ করিলেন ॥৫৬॥

যুষ্টিরি ! এই সেই মহাত্মা উনীনররাজাব যজ্ঞস্থান ; আমার সহিত তুমি
এই পুণ্যজনক ও পাপনাশক যজ্ঞস্থান দর্শন কর ॥৫৭॥

রাজা ! মহাত্মা পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণেরা এখানে সর্বদাই দেবগণকে ও দীর্ঘজীবী
মুনিগণকে দেখিয়া থাকেন” ॥৫৮॥

* ‘...একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...ত্রয়ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

যঃ কথ্যতে মন্তবিদগ্ৰাবুদ্ধিরৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ।
তস্মাশ্রমং পশ্য নরেন্দ্র ! পুণ্যং সদাকলৈরুপপন্নং মহীজৈঃ ॥১॥
সাক্ষাদিত্র শ্বেতকেতুর্দর্শনং সরস্বতীং মানুষদেহরূপাম্ ।
বেৎসামি বাণীমিতি সম্প্রবৃত্তাং সরস্বতীং শ্বেতকেতুর্বভাষে ॥২॥
তস্মিন্ যুগে ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠাবাস্তাং মুনৌ মাতুলভাগিনেয়ো ।
অষ্টাবক্রশৈব কহোড়সূনুরৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ॥৩॥
বিদেহরাজস্তু মহীপতেস্তৌ বিপ্রাবুভৌ মাতুলভাগিনেয়ো ।
প্রবিশ্য যজ্ঞায়তনং বিবাদে বন্দিং নিজগ্রাহতুরপ্রমেয়ো ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । মন্তবিং বৈদিকমন্ত্রজ্ঞঃ, অগ্রাবুদ্ধিঃ শ্রেষ্ঠবুদ্ধিঃ, ঔদ্দালকিঃ উদ্দালকাত্মমুনিপুত্রঃ,
শ্বেতকেতুর্যমুনিঃ । সদা ফলং যেষু তৈঃ, মহীজৈবৃক্ষৈঃ ॥১॥
সাক্ষাদিতি । বেৎসামি সাকল্যেন জ্ঞাস্যামি, বাণীং ভবতীম্, সম্প্রবৃত্তাং আগতাম্ ॥২॥
তস্মিন্মিতি । তস্মিন্ যুগে ত্রেতাযাম্, ব্রহ্মবিদাং বেদজ্ঞানাম্, কহোড়সু মুনৈঃ সূচ্যঃ ॥৩॥
বিদেহেতি । বিদেহরাজস্তু জনকস্ত । বন্দিং বন্দি নামকং বরণপুত্রম্ । বন্দিশব্দ
ইকারান্তো নকারান্তস্ত দৃশ্যভে । নিজগ্রাহতুঃ নিজগৃহতুঃ । আর্ষমিদং পদম্ ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! উদ্দালকমুনির পুত্র যে শ্বেতকেতুকে
পৃথিবীতে সকলেই মন্ত্রজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া থাকে, সেই শ্বেতকেতুর এই পবিত্র
আশ্রম দর্শন কর ; এ আশ্রমের বৃক্ষগুলিতে সর্বদাই ফল থাকে ॥১॥

শ্বেতকেতু এই আশ্রমেই মানুষমুন্দিধাবিণী সরস্বতীদেবীকে প্রত্যক্ষ দর্শন
করিয়াছিলেন এবং শ্বেতকেতু আশ্রমাগতা সেই বাগদেবীকে বলিয়াছিলেন যে,
“আমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানিব” ॥২॥

সেই ত্রেতাযুগে কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্রমুনি এবং উদ্দালকের পুত্র শ্বেত-
কেতুমুনি—এই দুই ভাগিনেয় ও মাতুল পৃথিবীর মধ্যে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥৩॥

অসাধারণ বিদ্বান্ মাতুল ও ভাগিনেয়-সম্পর্কী সেই দুই ব্রাহ্মণ বিদেহাধি-

উপাস্থ্য কৌন্তেয় ! সহানুজন্তুং তস্মাত্ৰামং পুণ্যতমং প্রবিশ্য ।
 অষ্টাবক্রং যস্য দৌহিত্রমার্জুর্গোহসৌ বন্দিং জনকস্মাৎ যজ্ঞে ।
 বাদৌ বিপ্রাগ্র্যো বাল এবাভিগম্য বাদে ভঙ্ক্তৃ মজ্জয়ামাস নগ্ৰাম্ ॥৫॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং প্রভাবঃ স বভূব বিপ্রস্তৃণা ভূতং যো নিজগ্রাহ বন্দিম্ ।
 অষ্টাবক্রঃ কেন বাহসৌ বভূব তং সর্বং মে লোমশ ! শংস তত্ত্বম্ ॥৬॥
 লোমশ উবাচ ।

উদালকস্য নিয়তঃ শিষ্য একো নাম্না কহোড় ইতি বিপ্রগতোহভূৎ ।
 শুশ্রূষরাচাৰ্য্যবশানুবর্তী দৌৰ্য্য কালং মোহধায়নং চকার ॥৭॥
 তং বৈ বিপ্রঃ পর্য্যচরং স শিষ্যস্তাপ্ত জ্ঞান্য পরিচর্য্যাং গুরুঃ সঃ ।
 তস্মৈ প্রদাতুং সত্য এব ব্রহ্মত্বং ভাৰ্য্যাং বৈ তুতিতরং স্যঃ সূজাতাম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

উপাস্থ্যতি । উপাস্থ্য ধম্মং দেবম্ । ভঙ্ক্তৃ বিজ্ঞতা । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

কথমিতি । কথং কৌন্টমঃ প্রভাবো যস্য সঃ । কেন বা হেতুন ॥৬॥

উদালকস্যেতি । 'নয়তো ব্রহ্মচর্য্যনিয়মবান্ । ব্রহ্মত্বং পরিচর্য্যাকারী ॥৭॥

পতি জনকরাজার যজ্ঞভবনে প্রবেশ কবিয়া বাদবিচারে (বরুণপুত্র) বন্দিকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥৫॥

কুন্তীনন্দন ! মহাবাদী ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যে অষ্টাবক্র বালক অবস্থাতেই জনকরাজার যজ্ঞে যাইয়া বাদবিচারে পরাভূত করিয়া বরুণপুত্র বন্দিকে নদী-জলে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, লোকে সেই অষ্টাবক্রমুনিকে যাহার দৌহিত্র বলে, সেই উদালকমুনির পুণ্যতম আশ্রমে প্রবেশ কবিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তুমি ধর্ম্মসেবা কর" ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি লোমশ ! সেই ব্রাহ্মণ কৌন্টম প্রভাবশালী ছিলেন, যিনি সেইরূপ বন্দিকে পরাভূত করিয়াছিলেন; আর তিনি কি কারণেই বা অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন; আপনি সেই সমস্ত আমার নিকট বলুন” ॥৬॥

লোমশ বলিলেন - “উদালক ঋষির ‘কহোড়’-নামে বিখ্যাত এক ব্রহ্মচারী শিষ্য ছিলেন; তিনি গুরুর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত ও বশবর্তী থাকিয়া দীর্ঘকাল বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥৭॥

সেই ব্রাহ্মণশিষ্য কহোড় বিশেষভাবে গুরুর পরিচর্যা করিয়াছিলেন; গুরু উদালক সেই পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্য কহোড়কে শাস্ত্রজ্ঞান এবং আপন কন্যা সূজাতাকে ভাৰ্য্যারূপে দান করিয়াছিলেন ॥৮॥

তস্মা গৰ্ভঃ সম্ভবদগ্নিকল্পঃ সোহধীমানং পিতরক্ষাপ্যুবাচ ।
 সৰ্বাং রাত্রিমধ্যায়নং করোষি নেদং পিতঃ ! সম্যগিবোপবর্ততে ॥৯॥
 বেদান্ সাস্ত্রান্ সৰ্ব্বশাস্ত্রৈরুপেতান্ অধীতবানস্মি তব প্রসাদাৎ ।
 ইহৈব গৰ্ভে তেন পিতরবৌষি নেদং ত্বন্তঃ সম্যগিবোপবর্ততে ॥১০॥
 উপালকঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ স তং কোপাদুদবস্থং শশাপ ।
 যস্মাৎ কুলৌ বর্তমানো ব্রবৌষি তস্মাদ্ভ্রকো ভবিতাস্ত্রফৈব ॥১১॥
 স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ ।
 তস্মাসৌনৈ মাতুলঃ শ্বেতকেতুঃ স তেন তুল্যো বয়সা বভূব ॥১২॥
 সংপীড়্যমানা তু তদা সৃজাতা সা বর্দ্ধমানেন স্তনেন কুলৌ ।
 উবাচ ভর্তারমিদং রহোগতা প্রসাদা হীনং বহুনা ধনর্থিনৌ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । তমুদালকম্ । শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানম্ । সৃজাতাং সৃজাতানাম্মৌ ॥১০॥
 তস্মা ইতি । স গৰ্ভঃ শিশুঃ, অধীমানং বেদান্ পঠন্তম্ । ইদমধ্যায়নম্ ॥১১॥
 বেদানিতি । অধীতবান্ তবৈব সকাশাদিতি ভাবঃ । ত্বন্তস্তব মুখাৎ ॥১২॥
 উপেতি । উপালকস্তিরস্কৃতঃ, শিষ্যমধ্যে গুরুশিষ্যমধ্যে সতীর্থমধ্য ইত্যর্থঃ । স কহোভঃ,
 তং নিজপুত্রম্ । অষ্টৈব দেহস্য অষ্টাভিঃ প্রকাবৈবৈব ॥১৩॥
 স ইতি । তথা অষ্টধা, বক্র এব, অভ্যাজায়ং অভ্যায়ত ; তেনাষ্টাবক্রঃ প্রথিতঃ ॥১৪॥

যথাকালে সেই সৃজাতার অগ্নিতুল্য তেজস্বী গৰ্ভ হইল ; একদা সেই
 গৰ্ভস্থ বালক বেদপাঠপ্রবৃত্ত পিতা কহোড়কে বলিল—“পিতা ! আপনি সমস্ত
 রাত্রি বেদ পাঠ করেন, অথচ এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না ॥৯॥

পিতা ! আমি এই গৰ্ভে থাকিয়াই আপনার অন্তঃকরণে সকল শাস্ত্র ও
 সকল অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি ; তাহাতেই বলিতেছি—আপনার
 এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না” ॥১০॥

সেই মহর্ষি কহোড় সতীর্থবর্গের মধ্যে পুত্রকর্তৃক (এইভাবে) তিরস্কৃত হইয়া
 সেই গৰ্ভস্থ বালককে অভিসম্পাত করিলেন—“যখন তুই উদরে থাকিয়াই
 আমার নিন্দা করিতেছিস, তখন তুই শরীরের আট জায়গায় বক্র হইবি” ॥১১॥

তাহাতেই সেই বালকটী শরীরের আট জায়গায় বক্র হইয়াই জন্মিয়াছিল,
 সেই জন্মই সেই বালক যথাকালে মহর্ষি হইয়াও ‘অষ্টাবক্রঃ’-নামেই প্রসিদ্ধ
 হইয়াছিল । তাঁহার মাতুল ছিলেন—শ্বেতকেতু ; অষ্টাবক্র বয়সে সেই মাতুলের
 সমান ছিলেন ॥১২॥

(৯) তস্মা গৰ্ভঃ—পি নি । (১১)---ভবিতাস্ত্রফৈবঃ—বা ব কা নি

কথং করিষ্যাম্যধনা মহর্ষে ! মাসশ্চায়ং দশমো বর্ততে মে ।
 নৈবাস্তি মে বহু কিঞ্চিৎ প্রদাতা যেনাহমেতামাপদং নিস্তরেয়ম্ ॥১৪॥
 উক্তস্তেবং ভাৰ্য্যা বৈ কহোড়ো বিত্তস্থার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছৎ ।
 স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ্য নিমজ্জিতো বন্দিনেহাপ্সু বিপ্রঃ ॥১৫॥
 উদ্দালকস্তং তু তদা নিশম্য সূতেন বাদেহাপ্সু নিমজ্জিতং তদা ।
 উবাচ তাং তত্র ততঃ স্তজাতামক্টাবক্রে গৃহিতব্যোহয়মর্থঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রতাকাষণমুক্তা বন্দিনিগ্রহং বক্ষ্যন্ অষ্টাবক্রজন্মনঃ প্রাগবধিবৃদ্ধান্তমাহ—সংপীড্য-
 মানেন্দি । তদা কুক্ষৌ বর্ধমানেন সূতেন সংপীড্যমানা সা স্তজাতা স্তজাতানায়ী কহোড়-
 ভাৰ্য্যা, ধনাধিনী বহোগতা নিজ্জনঃ গত। চ সতী, বহুনা ধনেন হীনং দরিদ্রমিত্যর্থঃ, ভৰ্ত্তারং
 কহোড়ং প্রসাদ্য ইদমুবাচ ॥১৩॥

কথমিতি । হে মহর্ষে ! অধনা দরিদ্রাহম্, কথং কেন প্রকারেণ, করিষ্যামি উৎপৎস্ত-
 মানস্ত স্মৃতস্ত পালনমিতি শেখঃ । অয়ং মে দশমো মাসো বর্ততে । অতো ধনচেষ্টায়
 বিনম্রোহিপাসস্তব ইতি ভাবঃ । কিঞ্চিদপি বহু ধনং প্রদাতা জনোহপি মে নৈবাস্তি ।
 প্রদাতেতি তাক্কালো তন্ । যেনাহম্, এতাং প্রসবাবধি ব্যয়রূপামাপদম্, নিস্তরেয়ম্ ॥১৪॥

উক্ত ইতি । বিত্তস্ত ধনস্ত । বাদবিদা বাদবিচারজ্ঞেন । অপ্সু জলে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

যঃ কথ্যতে হ্যত ॥১—৩॥ বন্দিং বন্দিনম্, নিজগ্রাহতুনিজগৃহতঃ, সম্প্রসারণভাবাত্মকম্ ।
 নিস্তরং গ্রাহবদ্যেবতুং ইতি বা ॥৪—১০॥ অষ্টাবক্রোহষ্টবারমষ্টে স্থানেষিতার্থঃ ॥১১—১৩॥
 স্তজাতা প্রসূতা ॥১৪—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৮॥

(ওদিকে পূৰ্বে) উদরের ভিতরে পুত্র বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, তাহার ভাৱে
 পীড়িতা স্তজাতা একদা ধনাধিনী হইয়া নিজ্জনে যাইয়া ধনহীন ভৰ্ত্তা কহোড়কে
 এই কথা বলিলেন - ॥১৩॥

“মহর্ষি ! আমার ধন নাই ; সূত্রাং আমি কি করিয়া সম্মান পালন
 করিব ; অথচ এইটা আমার দশম মাস চলিতেছে ; আমাকে কিছু ধন দান
 করে এমন লোকও আমার নাই যে, আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব” ॥১৪॥

ভাৰ্য্যা স্তজাতা এইরূপ বলিলে, কহোড় ধনের জন্ত জনকরাজার নিকট
 গমন করিলেন ; তখন বাদবিচারবিং বন্দি কহোড়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া
 জলে ডুবাইয়া দিল ॥১৫॥

বরক্ষ সা চাপি তমস্ম মন্ত্ৰং জাতোহসৌ নৈব শুভ্রাব বিপ্রঃ ।
 উদ্দালকং পিতৃবচ্চাপি মেনে তথাহৃষ্টাবক্রো ভ্রাতৃবচ্ছ্বতকেতুশ্চ ॥১৭॥
 ততো বর্ষে দ্বাদশে শ্বেতকেতুরষ্টাবক্রং পিতুরক্কে নিষগম্ ।
 অপাকর্ষদগৃহ পাণৌ রুদন্তঃ নাযং তবাক্ষঃ পিতুরিত্যুক্তবাংশচ ॥১৮॥
 যতেনোক্তং দুরুক্তং তত্তদানৌ হৃদি স্থিতং তস্ম স্নহুঃখমাসীৎ ।
 গৃহং গম্মা মাতরং সোহভিগম্য পপ্রচ্ছেদং ক নু তাতো মমৈতি ॥১৯॥
 ততঃ স্নজাতা পরমার্ভরূপা শাপাদ্রোতা সর্বমেবাচচক্ষে ।
 তনৈ তদ্বং সৰ্বমাজ্জায় রাত্রাবত্যব্রবৌচ্ছ্বতকেতুং স বিপ্রঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

উদ্দালক ইতি । সূতেন সূতবৎ ব্যাকপট্টনা বন্দিনা । অর্থঃ কহোড়নিমজ্জনম্ ॥ ১৬ ॥
 বরক্ষেতি । সা স্নজাতা, অস্ম উদ্দালকস, অসৌ ষ্টাবক্রঃ ॥ ১৭ ॥
 তত ইতি । পিতুরুদ্দালকস, অক্কে ক্রোড়ে, নিষগমুপবিষ্টম্ । গৃহ গৃহীত্বা ॥ ১৮ ॥
 যদ্বিতি । তেন শ্বেতকেতুনা । তস্ম অষ্টাবক্রস্ত, স্নহুঃখমতীবহুঃখজনকম্ ॥ ১৯ ॥
 তত ইতি । শাপাৎ অকপনে অষ্টাবক্রস্তৈবভিমম্পাতাৎ ॥ ২০ ॥

বন্দি বাদবিচারে পরাভূত করিয়া তখনই কহোড়কে জলে ডুবাইয়া দিয়াছে, ইহা শুনিয়া উদ্দালকও তখনই সেইখানে স্নজাতাকে বলিলেন—“স্নজাতা! এই ঘটনা অষ্টাবক্রের নিকট গোপন রাখিও” ॥১৬॥

স্নজাতাও পিতা উদ্দালকের উপদেশ অনুসারে সেই ঘটনা গোপনই করিলেন ; সুতরাং অষ্টাবক্র জন্মিয়া সে ঘটনা শুনিতে পাইলেন না ; কিন্তু তিনি মাতামহ উদ্দালককে পিতার মত এবং মাতুল শ্বেতকেতুকে ভ্রাতার মত মনে করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তাহার পর বার বৎসরের সময়ে একদিন অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্বেতকেতু যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—“এ --তোমার পিতার ক্রোড় নহে” : তখন অষ্টাবক্র কাঁদিতে লাগিলেন ॥১৮॥

শ্বেতকেতু তখন যে কটু কথা বলিলেন, তাহা অষ্টাবক্রের হৃদয়ে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইতে লাগিল ; তাই তিনি ঘরে যাইয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা ! আমার পিতা কোথায় ?” ॥১৯॥

তাহার পর স্নজাতা অত্যন্ত দুঃখিত এবং অষ্টাবক্রের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত ঘটনাই বলিলেন । তখন অষ্টাবক্র সেই সমস্ত ঘটনা যথার্থরূপে জানিয়া রাত্রিতে শ্বেতকেতুকে এই কথা কহিলেন—॥২০॥

গচ্ছাব যজ্ঞং জনকস্য রাজ্ঞো বহ্বাশ্চর্য্যঃ শ্রয়তে তস্য যজ্ঞঃ ।

শ্রোয়্যাবোহত্র ব্রাহ্মণানাং বিবাদমন্নকাণ্যং তত্র ভোক্ত্যাবহে চ ।

বিচক্ষণজ্ঞঃ ভবিষ্যতে নো শিবশ্চ সৌম্যশ্চ হি ব্রহ্মবোধঃ ॥২১॥

তো জগ্মতুর্মাতুলভাগিনেয়ো যজ্ঞং সমৃদ্ধং জনকস্য রাজ্ঞঃ ।

অষ্টাবক্রঃ পথি রাজ্ঞাং সমেত্য প্রোৎসার্য্যমাণো বাক্যমিদং জগাদ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বনি

তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রৌয়ে অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

গচ্ছাবেতি । অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্ । নো আবয়োঃ, বিচক্ষণং বেদবাদে প্রাজ্ঞত্বম্, ভবিষ্যতে ভবিষ্যতি । হি যস্মাৎ, শিবো মঙ্গলকরঃ, ব্রহ্মবোধো বেদধর্ম্মনিঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

ভাবিত্তি : প্রোৎসার্য্যমাণো যজ্ঞভবনগমনে দৌবারিকৈরপসার্য্যমাণঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বনি তীর্থযাত্রায়ামষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

‘মাতুল ! চল, আমরা জনকরাজার যজ্ঞে যাই ; শুনিতে পাই—তঁাহার যজ্ঞে নাকি বহুতর আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে । আমরা সেখানে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় বিবাদ শুনিব এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিব ; আর সেখানে গেলে আমাদের বিচক্ষণতাও জন্মিবে । কারণ, সেখানে অনবরতই মঙ্গলকর ও মনোহর বেদধর্ম্মান হইতেছে ॥২১॥

তাহার পর মাতুল ও ভাগিনেয় (শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র) দুই জনে জনক-রাজার সমৃদ্ধিপূর্ণ যজ্ঞে গমন করিলেন । তদনন্তর অষ্টাবক্র রাজপথে উপস্থিত হইলেই দৌবারিক আসিয়া যাইতে বাধা দিল ; তখন অষ্টাবক্র এই কথা বলিলেন ॥২২॥

—:~:—

০. ‘...ব্রাহ্মিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—বা ব কা, ‘...চতুত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

নবাবিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অন্ধস্য পন্থা বধিরস্য পন্থাঃ স্ত্রিয়াশ্চ পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ ।

রাজ্যঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য সমেত্য তু ব্রাহ্মণশ্চৈব পন্থাঃ ॥১॥

রাজোবাচ । ৭*

পন্থা অয়ং তেহং ময়া নিশ্চয়ৌ যেনেচ্ছসে তেন কামং ব্রজস্ব ।

ন পাবকৌ বিগতে বৈ লঘীয়ানিদ্রোহপি নিত্যং নমতে ব্রাহ্মণানাম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অন্ধশ্চেতি । হে ভারপান ! ব্রাহ্মণেন সহ অসমেত্য অমিলিত্বা ব্রাহ্মণমগ্রাপ্যেত্যর্থঃ, অন্ধস্য পন্থা মোক্তব্যঃ সর্বোচ্চিয়শাসননা অভাববাহিণ্য চ জনেনেতি শেষঃ । এবং সন্ধস্ত অস্তথা অন্ধো বিপথেন গচ্ছন্ কুপ্যদৌ পতেৎ । বধিরস্য পন্থা মোক্তব্যঃ, ইত্যর্থঃ ভ্রমররব-মশ্বৰ্ণন ওত্র গচ্ছন্ তেন দত্তোত । স্ত্রিয়াঃ পন্থা মোক্তব্যঃ, ন চেৎ সা কুপথং গত্যা দুৰ্দ্ধনেন স্থিরেত । ভারবাহস্য পন্থা মোক্তব্যঃ, অস্তথা বিপথং গচ্ছতস্তস্য ভারঃ পতিত্বা নন্তোত । রাজ্যস্য পন্থা মোক্তব্যঃ, ইত্যর্থঃ তস্য রক্ষা সৈন্তো হস্তাং, কিন্তু সমেত্য ব্রাহ্মণং প্রাপ্য, তস্য ব্রাহ্মণশ্চৈব পন্থাঃ সন্ধাগ্রে মোক্তব্যঃ, সন্ধাহবীয়ত্বাং । অতো ব্রাহ্মণস্ত মে পন্থা মূঢ়্যতা-মিতি ভাবঃ ॥১॥

* রাজ্জেতি । যুক্তিযুক্তমিদং বচনং দূষাষ্টাঙ্গণয়ন্ যজ্ঞভবনস্থ এব রাজা জনক উবাচ ।

পন্থা ইতি । হে ব্রাহ্মণ ! অত ময়া অয়ং তে পন্থা নিশ্চয়ৌ দত্তঃ । অত এব যেন পন্থা ইচ্ছসে ইচ্ছসি, তেনৈব পন্থা কামং যথেষ্টং ব্রজস্ব ব্রজ । যেন হি পাবকৌ বাকঃ, লঘীয়ান্ ন বিগতে অল্পমাত্রোহপি নাবজ্ঞেয়ৈ ভবত্য, বানকৌহপি ব্রাহ্মণাভ্যেব নাবজ্ঞায়স ইতি ভাবঃ । তথা চ ইন্দ্রোহপি নিত্যং ব্রাহ্মণানাম্ নমতে ব্রাহ্মণাশ্চক্রে অবনতো ভবতি ॥২॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“ভারপাল ! যদি ব্রাহ্মণ উপাস্ত হইত না থাকেন, তবে অন্ধের পথ, বধিরের পথ, স্ত্রীলোকের পথ, ভারবাহার পথ এবং রাজার পথ ছাড়িয়া দিবে ; আর যদি ব্রাহ্মণ উপাস্ত হইত থাকেন, তবে তাঁহার পথই সকলের আগে ছাড়িয়া দিবে” ॥১॥

(দূর হইতে এই যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া যজ্ঞভবনস্থ জনক-) রাজা বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আজ আমি এই আপনাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম ; সুতরাং আপনি যে পথে ইচ্ছা করেন, সেই পথেই ইচ্ছানুসারে গমন করুন । কারণ, অগ্নি ক্ষুদ্র হইলেও অবজ্ঞেয় নহে ; ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের নিকট অবনত থাকেন” ॥২॥

(২)...মহাভিহীষ্টো যেনেচ্ছসি—বা ব কা,...মহাভিস্টো যেনেচ্ছসি—পি ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

প্রাপ্তৌ স্ব যজ্ঞং নৃপ ! সন্দিদৃক্ষু কোতুহলং নৌ বলবন্নরেন্দ্র ! ।

প্রাপ্তাবিহাবামতিথী প্রবেশং কাঙ্ক্ষ্যাবতে দ্বারপতেত্ত্বাজ্ঞাম ॥৩॥

ঐন্দ্রহ্যস্মে ! যজ্ঞদৃশাবিহাবাং বিবক্ষু বৈ জনকেন্দ্রং দিদৃক্ষু ।

তৌ বৈ ক্রোধব্যাধিনা দহ্যমানাবয়ক নো দ্বারপালৌ কুণক্ষি ॥৪॥

দ্বারপাল উবাচ ।

বন্দেঃ সমাদেশকরা বয়ং স্য নিবোধ বাক্যঞ্চ ময়ৈর্য্যমাণম্ ।

ন বৈ বালাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রা বুদ্ধা বিদগ্ধাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রাপ্তাবিহাঃ । হে নৃপ ! অবাং যজ্ঞং সন্দিদৃক্ষু, সমাগ্, ত্রুষ্টিমিচ্ছু, সন্তৌ প্রাপ্তৌ আগতো বা । বিসর্গলোপ আধঃ । যেন তি হে নরেন্দ্র ! নৌ অবতোঃ, যজ্ঞদর্শনে বলবৎ সাত্ত্বিক্যং কোতুহলং বসন্তে । ইতঃ প্রত্যয়ঃ প্রবেশং প্রাপ্তৌ অতিথী আবাম্, ইদানীং দ্বারপতেত্বদ্বারপালৌপদি এব আজ্ঞাম্ অবতোঃ প্রবেশস্য সমাদেশম্, কাঙ্ক্ষ্যাবতে ইচ্ছাবঃ ॥৩॥

ঐন্দ্রহ্যস্মে । হে ঐন্দ্রহ্যস্মে । যজ্ঞদৃশপটে । যজ্ঞদর্শো যজ্ঞদর্শনামিহা অবাং, ইত জনকেন্দ্র জনকবংশশ্রেষ্ঠং রাজানম্, বিবক্ষু দিদৃক্ষু, চ জ্ঞানৌ । কব তৌ আবাম্, ক্রোধ-ব্যাধিনা ক্রোধবদ্যবৎ দহ্যমানৌ জাতৌ । যেন তি অত্র দ্বারপালঃ নঃ অস্মান প্রবেশবিষয়ে কুণক্ষি ॥৪॥

বন্দেবিত্তি । বয়ং বন্দেবন্দিনামবশ্য পরমপুত্রঃ সমাদেশকরাঃ দ্বারপতঃ । অতোহস্মান্ প্রতি রাজা কিমপি নাদিশেদভ্যাস্থঃ । কিন্তু মহা ঐশ্যমানবুদ্ধ্যামাবং বাক্যক নিবোধ শূন্য । কিং তদ্বাক্যমিত্যতঃ নোতি । বালাঃ বিপ্রা অত্র ন প্রবিশন্তি ; কিন্তু বুদ্ধা বিদগ্ধা বিপ্রাঃ এবাত্র প্রবিশন্ত ॥৫॥

অষ্টাবক্রঃ বলিলেন - “রাজা ! আমরা আপনার যজ্ঞ দেখবার ইচ্ছায় আসিয়াছি । কাবল, নরশ্রেষ্ঠ ! যজ্ঞ দেখিতে । আমরাও গুরুতর কোতুহল জন্মিয়াছে । আমরা রাজপথে প্রবেশ নাভি করিয়াছি ; আমরা অতিথি : সুতরাং এখন ইহাই ইচ্ছা কার যে, আমাদেরকে যজ্ঞভবনে প্রবেশ করাইবার জন্য আপনি এই দ্বারপালের উপরে আদেশ ককন ॥৩॥

ঐন্দ্রহ্যস্মনন্দন ! আমরা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি, এখন জনকরাজাকে কিছু বলিতে এবং দেখিতে ইচ্ছা করি-ছি ; কিন্তু এই দ্বারপালবেটা আমাদেরকে বাধা দিতেছে ; তাহাতে আমরা ক্রোধানলে দগ্ধ হই-ছি” ॥৪॥

দ্বারপাল বলিল - “আমরা বন্দী-মহাশয়েব আজ্ঞাকারী ; সুতরাং তুমি আমার কথা শোন—এখানে বালক ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিতে পারেন না, বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাই এখানে প্রবেশ করিতে পারেন” ॥৫॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

যদুত্র বুদ্ধেষু কৃতঃ প্রবেশো যুক্তঃ প্রবেষ্টুং মম দ্বারপাল ! ।

বয়ং হি বুদ্ধাশ্চরিতব্রতাস্চ বেদপ্রভাবেন সমন্বিতাস্চ ॥৬॥

শুশ্রূষবশ্চাপি জিতেন্দ্রিয়াশ্চ জ্ঞানাগমে চাপি গতাঃ স্ম নিষ্ঠাম্ ।

ন বাল ইত্যবমন্তব্যমাহ্ণবালোহপ্যগ্নির্দহতি স্পৃশ্যমানঃ ॥৭॥

দ্বারপাল উবাচ ।

সবস্বতীমীরয় বেদজুষ্ঠামেকাক্ষরাং বহুরূপাং বিরাজম্ ।

অঙ্গাভ্রানং সমবেক্ষস্ব বালং কিং শ্লাঘসে তুল্যভো বৈ মনৌষী ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । হে দ্বারপাল ! অত্র যজ্ঞভবনে যদি বুদ্ধেষু মধ্যে অনৈকৈরেব যুগদহুজ্ঞানাং প্রবেশঃ কৃতঃ, তদা মমাপি প্রবেষ্টুং যুক্তম্ । হি যস্মাং, বয়ম্, চরিতব্রতা বিহিতব্রতচর্যা-
নিয়মাস্চ, বেদপ্রভাবেন বেদোক্তপঃশক্ত্যা সমন্বিতাস্চ, অতো বুদ্ধা এব ॥৬॥

কিঞ্চাহ—শুশ্রূষ ইতি । শুশ্রূষবো বাদিনাং বাদান্ শ্রোতুমিচ্ছব এব, ন তু প্রার্থিন ইত্যশয়ঃ ; জিতেন্দ্রিয়াশ্চ, অতো ন চৌরা ইতি ভাবঃ ; জ্ঞানাগমে জ্ঞানশাস্ত্রে বেদান্তে, নিষ্ঠাং সমন্বিতং গতাস্চাপি । আস্তাং তাবন্তথাপি ত্বং বয়সা বাল এবেত্যাহ—নেতি । বয়সা বাল ইতি ন অবমন্তব্যমাহঃ । তথা চ বালঃ অল্লোহপি অগ্নিঃ স্পৃশ্যমানঃ সন্ দহতি । অতো মমাপি প্রভাবো বুদ্ধান্ জেজ্বতীতি ভাবঃ ॥৭॥

পরীক্ষিতমাহ—সবস্বতীমিতি । হে বালক ! ত্বং জ্ঞানাগমে নিষ্ঠাং গর্তীশ্চেৎ, তদা, বেদজুষ্ঠাং বেদসেবিতাম্, “ওমিত্যেকাক্ষরমুদগীথমুপানীত” ইতি শ্রুতেঃ ; একম্ অক্ষরং

ভারতভাবদীপঃ

অন্ত্যন্তেতি । অঙ্গাদীনামক্ষরদ্বার্মার্গো দেয় ইত্যর্থঃ । অসমেতা সমীপমপ্রাপ্য ১১—৩। ঐন্দ্রজ্যে ! হে জনক ! ১৪—৬। জ্ঞানাগমে জ্ঞানশাস্ত্রে বেদান্তেতিত্বার্থঃ । নিষ্ঠাং নিশ্চয়ম্ ১৭। বেদ জানীতে, যদি তর্হি ঈরয় জুষ্ঠাং মুনিসেবিতাম্ একমেবাক্ষরং ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যং যস্তাং তামেকাক্ষরাং বহুরূপাং মন্ত্রার্থবাদাদিরূপাং বিরাজং বিশেষণ কৰ্ম্মকাণ্ডাদাধিক্যেন রাজমানাম্ ।

অষ্টাবক্র কহিলেন—“দ্বারপাল ! এখানে যদি বুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে আমারও প্রবেশ করা উচিত । কারণ, আমি যথানিয়মে ব্রতচরণ করিয়াছি এবং বেদোক্ত তপস্কার প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হইয়াছি ; সুতরাং আমিও বুদ্ধ ॥৬॥

আমরা বাদিগণের বাদবিচার শুনিতে ইচ্ছা করি এবং আমরা জিতেন্দ্রিয় ও বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী । তা’র পর জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, বালক হইলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না । কারণ, স্পর্শ করিলে ক্ষুদ্র অগ্নিও দহু করিয়া থাকে” ॥৭॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ন জায়তে কায়বুদ্ধ্যা বিরুদ্ধির্থথাহীলা শাল্মলেঃ সম্প্রবুদ্ধা ।

ব্রহ্মোহল্লকায়ঃ ফলিতো বিরুদ্ধো যশ্চাফলশূন্য ন বুদ্ধভাবঃ ॥৯॥

দ্বারপাল উবাচ ।

বুদ্ধেভ্য এবেষ মতিং স্যা বালা গৃহ্ণন্তি কালেন ভবন্তি বুদ্ধাঃ ।

ন হি জ্ঞানমল্লকালেন শক্যং কস্মাদ্বালঃ স্বেবির ইব প্রভাষসে ॥১০॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ন তেন স্বেবিরো ভবতি সেনাস্থ পলিতং শিরঃ ।

বালোহপি যঃ প্রজ্ঞান্নাতি তং দেবাঃ স্বেবিরং বিদুঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মৈব বাচ্যং যস্যাত্মা, “ভক্ত বাচকঃ প্রণবঃ” ইতি পাতঞ্জলমত্যাং; তথা বহুনি রূপাণি অকারোকারমকারাত্মকাস্তয়ো বর্ণা যস্য তাক, মনস্বতঃ প্রণবরূপাং বাণীম্, বিশেষণ রাজতে শোভা ইতি বিরাজং যদা স্যাদ্বদা মৰ্যদা “বু” কৃত্তেত্যর্থঃ, ঈদং উচ্চারণ । অহ ! হে গৃষ্ট ! “সমাখ্যান” বালং সমবেক্ষণ । “অতো বুদ্ধয়েন কিং প্রাঘসে । মনোবী জ্ঞানী জনো দুর্লভ এব ॥৮॥

নেতি । যথা শাল্মলেবুক্ষিত সম্প্রবুদ্ধাঃ অষ্টালা (তুলকোষ), বুদ্ধা ন জায়তে অন্তঃসার-শূন্যত্বাৎ, তথা কায়বুদ্ধ্যা মাতৃযস্য বিরুদ্ধিরুদ্ধিত্বং ন জায়তে । কিন্তু ব্রহ্মঃ খৰ্ব্বঃ, অল্লকায়ঃ কৃশশরীরোহপি যঃ, ফলিতঃ বিজ্ঞানফলবৎশ্চ স এব বিশেষণ বুদ্ধঃ; যশ্চ দীর্ঘশূন্যশরীরোহপি অফলঃ বিজ্ঞাশূন্যঃ ফলশূন্যঃ, তস্য ন বুদ্ধভাবো বুদ্ধ ইন্ ॥৯॥

বুদ্ধেভ্য হাত । শকাঃ লক্ষুণীত শেষঃ । তং গৃষ্ট এবাসীত ভাবঃ ॥ ১০ ॥

দ্বারপাল বলিল—“আচ্ছা বালক ! তুমি বেদোক্ত, ব্রহ্মবোধক এবং বহু বর্ণঘটিত একটা শব্দ সুন্দরভাবে উচ্চারণ কর দেখি । হে বালক ! তুমি আপনাকে বালক বলিয়াই মনে কর; কেন আত্মপ্রাধা করিতেছ ! জ্ঞানী লোক বড়ই দুর্লভ” ॥৮॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“শাল্মলিবুদ্ধের অষ্টালা (তুলকোষ) বৃহৎ ইইয়া উঠিলেও তাহাকে যেমন বুদ্ধ বলিয়া জানা যায় না, তেমন মাতৃষের দেহ বুদ্ধি পাইলেও তাহাকে বুদ্ধ বলিয়া জানা যায় না; কিন্তু খৰ্ব্ব ও কৃশদেহ ইইয়াও যে লোক বিদ্বান্ হয়, সে লোক বিশেষ বুদ্ধ; আর যে লোক দীঘ ও স্থূল দেহ ইইয়াও বিদ্বান্ নহে, তাহার বুদ্ধত্ব নাই” ॥৯॥

দ্বারপাল বলিল—“বালকেরা বুদ্ধদের নিকট ইহিতেই বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যথাকালে বুদ্ধ হয় । কারণ, অল্পকালে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না; অতএব তুমি বালক ইইয়াও বুদ্ধের ন্যায় বলিতেছ কেন ?” ॥১০॥

(৯)...যথাহীলাঃ শাল্মলেঃ সম্প্রবুদ্ধাঃ—পি নি ।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিতৈর্ন চ বন্ধুভিঃ ।

ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্যং যোহিনুচানঃ স নো মহান্ ॥১২॥

দিদৃক্ষুরস্মি সংপ্রাপ্তো বন্দিনং রাজসংসদি ।

নিবেদয়স্ব মাং দ্বাস্থ ! রাজ্ঞে পুঙ্করমালিনে ॥১৩॥

দ্রষ্টাস্তাত্ত বদতোহস্মান্ দ্বারপাল ! মনৌষিভিঃ ।

সহ বাদে বিরুদ্ধে তু বন্দিনঞ্চাপি নির্জিতম্ ॥১৪॥

পশ্যন্তু বিপ্রাঃ পারিপূর্ণবিদ্যাঃ সত্বেব রাজ্ঞা সপুরোধমুখ্যাঃ ।

উতাহো বাহপুচ্ছতাং নীচতাং বা তুষীভূতেষেব সর্বেষ্বথাগ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । পলিতং পঙ্ককেশঃ গুরুম্ । প্রজান্নাতি শাস্ত্রাদিকমিতি শেষঃ । প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমাধম্, “মধুৈকটভৌ দুগাঙ্ঘ্রানৌ” ইতি সপ্তশতীস্তোত্রবৎ ॥১১॥

নেতি । হায়নৈরস্মিকৈবৎসদৈঃ, পলিতৈঃ কেশপাকেন শৌক্লৈঃ । ধর্ম্যং বুদ্ধত্বং তদ্বিক্র-
পণমিত্যর্থঃ । অনুচানঃ সাক্ষবেদাবৎ, “অনুচানো বিনীতে স্যৎ সাক্ষবেদবিচক্ষণে” ইতি বিখ্যঃ ।
নঃ অস্বাকম্ ॥১২॥

দিদৃক্ষুরিতি । হে দ্বাস্থ ! দ্বারপাল ! অহং রাজসংসদি বন্দিনং দিদৃক্ষুঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ
সন, সংপ্রাপ্ত আগতোহস্মি । তথা ভূতং মাম্, পুঙ্করমালিনে স্বর্ণপদ্মমালাধারিণে রাজ্ঞে
নিবেদয়স্ব, কাস্থেতি “শিষ্টাঘোষে বিদগ্ধজনীরস” ইতি বিসর্গলোপঃ ॥১৩॥

দ্রষ্টানীতি । হে দ্বারপাল ! তমাত্ম মনৌষিভিঃ সহ বদতো বাদবিচারং কুরুতঃ অস্মান্,
তস্মিন্ বিরুদ্ধে বাদে বন্দিনঞ্চাপি নির্জিতং ময়া পরাজিতম্, দ্রষ্টাসি ত্রক্ষাসি ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অক্লেতি সম্বোধনে ॥১১॥ শাস্ত্রান্বেষণা শাস্ত্রলিপিকলাস্তগতগ্রন্থঃ, স হি কেবলভূতময়আগ্নিঃসারঃ,
অতো দেহবুদ্ধিব্যাখ্যা, অল্পমাতঃ কণঃ ॥১২—১১॥ অনুচানঃ সাক্ষবেদাধ্যায়ী ॥১২॥ পুঙ্কর-

অস্তীবক্র কহিলেন “দ্বারপাল ! বাহাতে মানুষের মস্তক শুভ্রবর্ণ হয়,
তাহাতেই মানুষ বুদ্ধ হয় না ; সুতরাং যে ব্যক্তি বালক হইয়াও শাস্ত্রাদি
জ্ঞানে, তাহাকেই দেবতারী বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞানেন ॥১১॥

ঋষিরা বৎসর, কেশপকত, ধন ও বন্ধু দ্বারা বুদ্ধত্ব নিরূপণ করেন নাই ;
কিন্তু যিনি সাক্ষবেদ জ্ঞানেন, তিনিই আমাদের মধ্যে প্রধান (এই কথা
বলিয়াছেন) ॥১২॥

দ্বারপাল ! আমি রাজসভায় বন্দীকে দেখিবার ইচ্ছায়ই আসিয়াছি । তুমি
আমার বিষয় স্বর্ণপদ্মমালাধারা রাজাকে জানাও ॥১৩॥

দ্বারপাল ! তুমি আজ আমাকে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে দেখিবে
এবং সেই গুরুতর বিচারে বন্দীকেও পরাজিত দেখিবে ॥১৪॥

দ্বারপাল উবাচ ।

কথং যজ্ঞং দশবর্ষো বিশেষ্যঃ বিনীতানাং বিদ্রুমাং সম্প্রবেশ্যম্ ।

উপায়তঃ প্রযতিষ্যে তবাহং প্রবেশনে কুরু যত্নং যথাবৎ ॥১৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ভো ভো রাজন্ ! জনকানাং বরিষ্ঠ ! ত্বং বৈ সম্রাট্ ত্বয়ি সৰ্বং সমুদ্রম্ ।

ত্বং বা কর্তা কর্মণাং যজ্ঞিয়ানাং যযাতিরেকো নৃপতির্বা পুরস্তাৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যতি । অথাত্ম সর্গোষেব সদশেষে তুষ্ণীভূতেন্দ্রিয়ার্থে পুত্রোৎপাদ্যৈঃ পুরোহিতৈঃ
সহৈতি সম্প্রবেশ্যঃ পুত্রাঃ সর্গোষে অর্চনং পরিপূর্ণাচ্ছা বিদ্রুমাঃ রাজ্যে সর্গোষে, বাদে মম
উচ্চতাং শ্রেষ্ঠতাম, নীচতাং ন্যূনতাং বা পশ্যত্ব ॥১৬॥

কথমিতি । হে বালক ! দশবর্ষো দশবর্ষবয়স্কম্, ইন্দ্রিয়মানমাত্রেণোক্তম্, বহুতত্ত্ব
দ্বাদশবর্ষবয়স্ক এবাষ্টাবক্রঃ, “ভতো বর্ষে দ্বাদশে শ্বেতকেতুর্দষ্টাবক্রঃ পিতৃভ্যে নিষগম্” ইতি
পূর্বমুক্তত্বাৎ । বিনীতানাং বিনয়ান্বিতানাং বিদ্রুমাং সম্প্রবেশং সম্ভাব্যপ্রবেশযোগ্যং যজ্ঞং
কথং বিশেষঃ । তথাপাতম্ উপায়ত উপায়বিশেষেণ তব প্রবেশনে প্রযতিষ্যে ; ত্বমপি
যথাবদ্যত্নং কুরু ॥১৬॥

যত্নমেব করোতি—ভো ইতি । ভো ভো রাজন্ ! জনকানাং জনকবংশজানাং বরিষ্ঠ ! ত্বং
সম্রাট্, ত্বয়ি সৰ্বং কার্যমেব সমুদ্রং সমুদ্রিয়ুক্তম্ । পুরস্তাৎ পূর্বম্, যযাতি নাম নৃপতির্বা নৃপতিরিব,
“বা ত্যাগিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুদ্রয়ে” ইতি বিশ্বে, একস্ত বা ত্বমেব যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞযোগ্যানাং
কর্মণাং কর্ত্তেতি রাজস্বত্বঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মালিনে স্বর্ণমালাধারিণে ॥১৩—১৫॥ উপায়তঃ প্রযতিষ্যে ইত্যুক্তা যজ্ঞবাটাদিত্যন্ত ভক্ত
রাজদর্শনং কারয়িত্বা আত প্রবেশনে কুরু যত্নমিতি রাজ্ঞঃ পুরস্তাৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানং প্রকাশয়েত্যর্থঃ

আজ্ঞ সদশ্চোরা সকলেই নীরব থাকিবেন, তখন প্রধান পুরোহিতগণ এবং
রাজার সহিতই পরিপূর্ণ বিজাশালী ব্রাহ্মণেরা আমার শ্রেষ্ঠতা বা ন্যূনতা দর্শন
করিবেন” ॥১৫॥

দ্বারপাল বলিল--“তুমি দশবর্ষবয়স্ক বালক হইয়া বিনয়ী বিদ্বান্দিগের
প্রবেশযোগ্য যজ্ঞস্থানে কি করিয়া প্রবেশ করিবে। সে যাহা হউক, আমি
তোমার প্রবেশের জন্ত বিশেষ উপায়ে চেষ্টা করিব ; তুমিও যথানিয়মে
চেষ্টা কর” ॥১৬॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“ভো ভো জনকশ্রেষ্ঠ রাজা ! আপনি সম্রাট্ এবং
আপনার সমস্ত কার্য্যই সমুদ্রিয়ুক্ত ; আর পূর্বকালের যযাতিরাজার স্তায়
একমাত্র আপনিই যজ্ঞকার্য্য করিবার যোগ্য ॥১৭॥

বৃদ্ধান্ বন্দৌ বাদবিদৌ নিগৃহ্য বাদে ভয়ানপ্রতিশঙ্কমানঃ ।

ত্ৰয়াভিস্বষ্টৈঃ পুরুষৈরাপুরুষৈর্জলে সৰ্বান্ মজ্জয়তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮॥

সতাং শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণানাং সকাশে ব্রহ্মোক্তং বৈ কথয়িতুমাগতৌ স্বঃ ।

কাসৌ বন্দৌ যাবদেনং সমেত্য নক্ষত্রাণীব সবিতা নাশয়ামি ॥১৯॥

রাজোবাচ ।

আশংসসে বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞায় ত্বং বাক্যবলং পরস্ত ।

বিজ্ঞাতবীৰ্য্যৈঃ শক্যমেবং প্রবক্তুং দৃষ্টশ্চাসৌ ব্রাহ্মণৈর্বাদনীলৈঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বৃদ্ধানিতি । হে রাজন ! বন্দী, বাদে বিচারে, ভয়ান্ আত্মনা পরাজিতান্, বাদবিদৌ বাদবিচারজ্ঞান্, সৰ্বান্ বৃদ্ধান্ বিদুষঃ, নিগৃহ্য বন্ধনাদিনাং দময়িত্বা, অপ্রতিশঙ্কমানো ব্রহ্মহত্যায়ামপি পাপমসম্ভাবয়ন, ত্ৰয়া অভিস্বষ্টৈর্নিস্বষ্টৈঃ আপুরুষৈর্বিষমকারণাদিভিঃ পুরুষৈঃ কল্পণৈঃ, জলে মজ্জয়তি, ইতি নঃ অশ্রুতম্, শ্রুতমাসীৎ । সৰ্বথৈব দারুণমিদং কার্যমিত্যাশয়ঃ ॥১৮॥

সতামিতি । সতাং সাধুনাং ব্রাহ্মণানাং সকাশে ইদং শ্রদ্ধা । অতো ন মিথ্যাভ্যাসম্ভব ইতি ভাবঃ । ব্রহ্মোক্তং বেদবাক্যম্ “বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম” ইত্যমরঃ, কথয়িতুমাগতৌ স্ব আবার, তন্ত বন্দিনঃ পরাভবায়ৈত্যাশয়ঃ । অসৌ বন্দৌ ক ? যাবদেনং সমেত্য প্রাপ্য, সবিতা সূর্য্যো নক্ষত্রাণীব, তমহং নাশয়ামি ॥১৯॥

আশংসস ইতি । হে বালক ! ত্বং পরস্ত বন্দিনো বাক্যবলমবিজ্ঞায় ত্বং বন্দিনং বিজেতুমাশংসসে অভিলষসি । বিজ্ঞাতং বীৰ্য্যং বিপক্ষশক্তিস্থৈস্তৈরেব জ্ঞানৈঃ এবং বক্তুং শক্যম্ ; ন বিজ্ঞাতবীৰ্য্যবিতান্তিপ্রায়ঃ । কিঞ্চ বাদনীলৈর্নরীক্ষণৈঃ অসৌ বন্দৌ, দৃষ্টঃ পরীক্ষিতঃ ॥২০॥

মহারাজ ! আমরা শুনিয়াছি যে, বন্দী—বাদে পরাজিত সমস্ত বাদজ্ঞ বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বন্ধন করিয়া আপনার নিযুক্ত বিগ্নস্ত লোকদিগের দ্বারা জলে নিমগ্ন করিতেছে ॥১৮॥

সাধুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগণের নিকট এই ঘটনা শুনিয়া আমি (বন্দীর সহিত) বেদবাক্য বলিবার জন্য (বাদবিচার করিবার জন্য) এখানে আসিয়াছি । ঐ বন্দীবেটী কোথায় ! আমি উহার সহিত বিচার করিয়া—সূর্য্য যেমন নক্ষত্র বিনষ্ট করেন, তেমন উহাকে বিনষ্ট করিব” ॥১৯॥

রাজা বলিলেন—“বালক ! তুমি বন্দীর বাক্যশক্তি না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছ । মহারাজা তাঁহার শক্তি জানিয়াছেন, তাঁহারাই এক্রপ বলিতে পারেন ; বাদজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণই উহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ॥২০॥

(১৮) নিষান্ বন্দৌ—পি । (১৯)...ব্রহ্মাষ্টৈস্তং কথয়িতুমাগতোহস্মি—বা ব কা, ...ব্রহ্মাষ্ট বৈ—নি ।

আশংসসে স্বং বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞাত্বা তু বলং বন্দিনোহস্থ ।
 সমাগতা ব্রাহ্মণাস্তেন পূৰ্ব্বং ন শোভন্তে ভাস্করেণেব তারাঃ ॥২১॥
 আশংসস্তো বন্দিনং জেতুকামাস্তস্মাত্তিকং প্রাপ্য বিলুপ্তশোভাঃ ।
 বিজ্ঞানমন্তা নিঃসৃতাস্চ তাত ! কথং সদ্যৈশ্বৰ্যচনং বিস্তরেয়ুঃ ॥২২॥
 অষ্টাবক্র উবাচ ।

বিবাদিতোহসৌ নহি মাদৃশৈর্হি সিংহীকৃতস্তেন বদত্যভীতঃ ।
 সমেত্য মাং নিহতঃ শেষ্যতেহগ্ন মার্গে ভয়ং শকটমিবাচলাক্ষম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অন্ত বাদশীলানাং তেবাং তৎপরীক্ষায়াঃ কিং ফলমাসীদিত্যাহ—আশংসস ইতি । হে
 বালক ! ত্বম্ অস্ত বন্দিনো বলমবিজ্ঞাত্বা তং বন্দিনং বিজেতুমাশংসসে । কিন্তু পূৰ্ব্বং তেন
 বন্দিনা সহ সমাগতা বাদে মিসিতা ব্রাহ্মণাঃ, ভাস্করেণ তারা ইব ন শোভন্তে স্ম, তিরো-
 হিতাস্তপ্রভাবস্বাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

তৎপরীক্ষায়া এব ফলাস্তরমাহ—আশংসস্ত ইতি । হে তাত ! বৎস ! বিজ্ঞানমন্তা
 অন্তএব বন্দিনং জেতুকামা বহব এব ব্রাহ্মণাঃ, অশংসস্তো বন্দিনো নিগ্রহমভিলষন্তঃ, তস্তা-
 স্তিকং প্রাপ্য বাদে তৎকর্তৃকপর্যাবেষণ বিলুপ্তশোভাঃ সন্তো নিঃসৃতাস্তাঃ সভাতো নির্গতাঃ ।
 অন্তঃ কথং সদ্যৈঃ সহ বচনং বিস্তরেয়ুর্নালপেয়ুঃ ॥২২॥

বিবাদিত ইতি । মাদৃশৈর্বিষয়িঃ সহ অসৌ বন্দী নহি বিবাদিতো ভবতেতি শেষঃ ।
 তেনৈব চেতুনা, তবৈতৎ সিংহীকৃতঃ সিংহসদৃশীকৃতো বন্দী, অভীতঃ সন্ বদতি বাদং
 কৰোতি । কিন্তু বন্দী অগ্ন মাং সমেত্য প্রাপ্য, নিহতো মগ্না পরাজিতঃ সন্, মার্গে পথি,
 ভয়ম্, অন্তএব অচনো অকৌ চক্রবৰ্গঃ যস্মৈ তাদৃশং শকটমিব, শেষ্যতে শয়িত ইব জড়ীভূতঃ
 হ্যস্ততি ॥ ৩১ ॥

ভারতভাবদীপঃ

• ১১৩। সত্রাট্ সাক্ষ্যভৌমঃ ১১৭—১৮। সোহহমধৈতং ব্রহ্ম কথয়িতুমাগতোহস্মি । এতেন
 কৃৎস্নস্তাত্ প্রবক্ষ্যত্বা তাত্‌পথ্যমুপলভ্যম্ ১১৯—২১। বিজ্ঞানমন্তা অপি পরাজয়ং প্রাপ্য
 সভাতো নিঃসৃতাস্তাঃ ১২২। নিহতো নিচ্ছিতঃ, শেষ্যতে প্রস্তুপুষ্কবন্ধকো ভবিষ্যতি ১২৩।

বালক ! তুমি বন্দীর শক্তি না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা
 করিতেছ এবং তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার আশা করিতেছ !। পূৰ্ব্বে অনেক
 ব্রাহ্মণই বন্দীর সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইয়া—সূর্যের নিকট নক্ষত্রের স্থায় বন্দীর
 নিকট শোভা পান নাই ॥২১॥

বন্দীকে জয় করিবার অভিলাষী জ্ঞানমদে মন্ত অনেক পণ্ডিতই তাঁহাকে
 নিগৃহীত করিবার আশা করিয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া, পরাজিত হইয়া,
 চলিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার আর অন্ত্যাত্ম সদস্যের সহিত আলাপ
 করিবেন কি করিয়া” ॥২২॥

রাজোবাচ ।

ত্রিংশক-দ্বাদশাংশস্ত চতুर्वিংশতিপৰ্বণঃ ।

যন্ত্রিষষ্টিশতারস্ত বেদার্থং স পরঃ কবিঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রৈশ্চদশং গর্ভমসহমানন্তং পরীক্ষিতুমাহ—ত্রিংশকেতি । ত্রিংশৎ পরিমাণমন্তেতি ত্রিংশকম্, পঞ্চকাহিবৎ পরিমাণার্থে কন্থপ্রত্যয়ঃ পূর্বোদ্বাদিছাচ্চ তকারলোপঃ, ত্রিংশকেন প্রত্যেকতজ্জিশতা দ্বির্দৈনুজ্ঞা দ্বাদশেতি ত্রিংশকদ্বাদশ শাকপার্বিবাধিছাধ্যাপদলোপী সমাসঃ । তথা চ প্রত্যেকতজ্জিশতদিনযুক্তা দ্বাদশ মাসা অংশা যন্ত তন্ত, চতুर्वিংশতিঃ পর্কানি প্রাধান্তাদ্ভাবমাত্মাপূর্ণিয়ারূপাণি যত্র তন্ত, তথা ষষ্ঠ্যা সহিতানি শতানি ষষ্টিশতানি পূর্ববয়ধ্য-পদলোপী সমাসঃ, তথা চ ত্রীণি ষষ্টিশতানি ষষ্ঠ্যধিকানি ত্রীণি শতানি দিনরূপাণি অয়াণি চক্রান্তর্গতশলাকারূপতির্ধ্যাক্ষাণি যন্ত তন্ত তাদৃশস্ত বৎসরচক্রস্ত, অর্থং প্রয়োজনম্, যো জনো বেদ জানাতি, স এব পরঃ প্রধানঃ কবিঃ পণ্ডিতঃ । ততশ্চ যমস্ত প্রয়োজনং ন জানাসীতি ন প্রধানঃ পণ্ডিতঃ । তেন চ বন্দিনা সহ বান্ধ কণ্ঠুং ন শক্যসীত্যাশয়ঃ । “অয়ং শীঘ্রে চ চক্রাক্ষে শীঘ্রগে পুনরন্তবৎ” ইতি বিধঃ ।

অজ্ঞেদমবধেয়ম্—ত্রিষষ্টিশতারন্তেভ্যনেন ষষ্ঠ্যধিকত্রিশস্তমাত্রদিনাশ্বকো বৎসরঃ সূচিতঃ । এবঞ্চ নাক্ষত্রসাবনবৎসর এবাবসায়তে । তথা চ চাক্ষে বৎসরে উক্তাপেক্ষয়া দ্বাদশভিবি-বৃদ্ধিঃ, সৌরে পঞ্চদিনবৃদ্ধিঃ, সৌরসাবনে একদিনবৃদ্ধিঃ, নাক্ষত্রে চ ষট্‌ত্রিংশদিনন্যূনতা । নাক্ষত্রসাবনবৎসরে তু ষষ্ঠ্যধিকত্রিশতদিনেভ্যঃ পলেনাপি নাধিকতা ন বা ন্যূনত্বং ত্রাৎ । এবঞ্চ তাদৃশবৎসরষটকতয়া ত্রিংশদ্বিবসা দ্বাদশ মাসাশ্চাপি নাক্ষত্রসাবনা এব গ্রাহ্যঃ । তে চ “নাড়ীষষ্ঠ্যা তু নাক্ষত্রমহোবাজং প্রচক্ৰতে । তজ্জিশতা ভবেদ্যাসঃ সাবনোহর্কোদরৈস্তথা ॥” ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তবচনাদুৎপন্নঃ । তাদৃশবৎসরে চ দ্বাদশাবন্তাঃ পূর্ণিমাশ্চ ভবন্তীতি মিলিত্বা চতুर्वিংশতিঃ পর্কানি জায়ন্ত ইতি স্তবপরম্বেনোক্তম্, ন তু ষটকম্বেনেতি সংকেপঃ । এবাং বিশেষত্ব অক্ষ-প্রাণীভবতিচিহ্নামণিগ্রহে মলমাসভবাদৌ চ সমুদ্রেরঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্র্যম্বৈতং কথয়িতুমাগতোহস্মীতি প্রতিজ্ঞানানমষ্টাবক্রং প্রতি গৃহ্ণতি রাজা—ত্রিংশকেতি । উত্তমতত্ত্বীকৃত্যপ্রাতিঃ বৃদ্ধিঃ শলাকাভিরেকস্মিন্ শকৌ প্রোতমধ্যাতিঃ পৃথগ্ভূতভির্দ্বাদশাং বর্গাভিচক্রং জায়তে, তত্র দ্বাদশ রাশয়ঃ, অরাঃ রাশিহর্যাশ্বানঃ, ষট্ ঋতবো নাতয়ঃ একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশত্রিংশদংশস্তদেতত্তচক্রং ষষ্ঠ্যা নাড়ীভিঃ পরিবর্ততে । অস্ত ষষ্ঠ্যধিকশতজর-পরিবর্তেঃ সাবনঃ সংবৎসরো ভবতি । অক্ষিচ্চক্রে কুলালচক্রবৎ প্রদক্ষিণমাবর্তমানে

অষ্টাবক্রং বলিলেন—“রাজা ! আপনি আমার মত লোকের সঙ্গে বন্দীকে বিচারে প্রবৃত্ত করাইয়া দেন নাই ; তাহাতেই আপনি উহাকে সিংহের তুল্য করিয়া দিয়াছেন ; তাই সে নির্ভয়ে বিচার করিতেছে ; কিন্তু আজ সে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইবে এবং নিশ্চলচক্রে ভগ্ন শকট যেমন পথে পড়িয়া থাকে, তেমন সভায় পড়িয়া থাকিবে” ॥২৩॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

চতুर्विंशतिপৰ্ব্ব ত্ৰাং যগ্নাভি দ্বাদশপ্রতি ।

তত্রিষষ্টিশতাব্দং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সবিশেষয়েন তমর্থমবগচ্ছামী ন্যাশীবপদেষ্টেনাশ চতুर्वিंशति । চে রাজন । চতুर्वিंशতিঃ পৰ্ব্বানি শ্রাণ্ডক্রামাবস্তাপূর্ণিমাৰূপানি যত্র তৎ, স্ট বসন্তাদয স্বতব এব নাভয়ো নাভিনম্মধ্য-বৰ্ত্তিনো যস্ত তৎ, দ্বাদশ মাসা এব প্রথয়ো । নেমদশ্চলপ্রাসভাগা যত্র তৎ, ত্রীণি যষ্টিসূক্তশতানি যষ্টাধিকত্রিশংসংখ্যকদিনানি অবাণি অভ্যন্তবগ পূর্ণিমানাষ্টানি যত্র তৎ, তথা সदैব গতি-গমনং যস্ত তচ্চ, চক্রং বৎসবরূপং চক্রং তত্র বিহিতো বিবিধে ধর্ম ইত্যর্থঃ, ত্ৰাং পাতু বক্ষতু । অহো । ত্রিংশকেতাদিনা তয়োক্তস্ত পদার্থস্ত অর্থ এবমতঃ জ্ঞানামোহ ঈদৃগতিধানাং, পরন্তু যগ্নাভি দ্বাদশপ্রতি সদাগতী-ন্যধিক বিশেষ্যেণ যোপাদানান্নম্মাতিজ্ঞহমধিকম্, তদম্-পাদানান্তব স্বল্পমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পিপীলিকাপঙ্কিবৎ প্রদীপং সূর্যাদাসঃ পলিভ্রমন্তি ইত্য চন্দ্রস্তা সম্প্রবিশত্যাহোরাত্রৈ-ভগণভাগঃ । সূর্যাস্ত সপাদপক্ষসষ্টাধিকেনাকাং শতরূপেণ স এব সৌরঃ সংবৎসবঃ । অশ্বিন-শ্বকে স্বস্বগন্তা গচ্ছন্তোঃ সূর্য্যচন্দ্রঃ সর্ষদ গন্ত্যন্ত প্রককর্মদা পৌর্ণমাসী, যদা অত্যন্তঃ সন্নিকর্ষন্তদা দর্শয়ে দে পৰ্ব্বণি এব চতুर्वিंशতিঃ পৰ্ব্বভিশ্চতুঃপঞ্চাশদধিকেনাকাং শত-ত্রয়েণ চাস্তঃ সংবৎসবতন্ত্রয়ং পৃচ্ছতি ত্রয়াণামপি পৃথককর্মস্ত বিনিয়োগাৎ তথ্যোক্তোক্ত মাধবে—“অকঃ পঞ্চবিধশ্চাত্রে ব্রতাদৌ শ্লিলাদিবৈ । স্বজন্মাদিত্রৈ সৌবো গোসত্রাদিষু সাবনঃ ॥” ইতি । ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্ত ত্রিংশতো গণস্থিঃশ্বকন্তে এব দ্বাদশসংখ্যাকা অংশা যন্তেতি সৌরসংবৎসবপ্রস্থঃ । চতুर्वিंशতিপৰ্ব্বণি ইতি চান্দ্রস্তা ত্রীণি যষ্টা সহিতানি শতান্তরা যন্তেতি সাবনস্তা । ত্রিবিধস্তান্ত কালচক্রস্ত যোহর্থঃ প্রয়োজনং বেদে স পরঃ কবিরূৎকৃষ্টঃ ক্রান্তদশী ॥২৪॥ ইতি পৃষ্টোহপব আহোন্তরং যগ্নাভীতি । বিশেষার্থোক্ত্যা বিধতাপ্রকাশঃ “শেবোহম্ভবাদঃ, প্রথয়ো মাসা বাশযো বা তেষু তি ত্রিংশদহোবাত্রা অংশা বা প্রত্যেকং প্রত্যেকং প্রধীয়ন্তে । চক্রং পাতু—অশ্বিন্ কালে যথাকালং বিহিতো ধর্মস্বাং পাস্তিত্যর্থঃ । এতেন ধর্মস্ত শ্রেয়ঃসাধনত্বং বিধীয়তে কেবলকালজ্ঞানস্তাপুর্কথার্থত্বাৎ । মানান্তরানবগত প্রয়োজনবদর্থং প্রতিপাদয়ন্তি শাস্ত্রং ভবতি অত্রথা শাস্ত্রতন্মাতাঃ । এবমন্তত্রাপি বিধানং ব্রট্যম্ । “রাশিস্থিঃশবন্তান্ বিষড্রুপতত্রাক্ষেণ সৌরোহম্ভ উষ্টঃ সোমেষিষ্ঠৌ তু চাস্ত্রী শবদপি চ চতুर्वিंशতিং পৰ্ব্বণাং ত্ৰাং । গোসত্রে সাবনোহম্ভো গগনরসগুণৈরাত্র্যাহৈরাশি-

রাজা কহিলেন—“যাহাতে প্রত্যেকতঃ ত্রিশটি ভাগ (দিন) যুক্ত বারটি অংশ (মাস) আছে, চব্বিশটি পৰ্ব্ব (বারটি অমাবস্তা ও বারটি পূর্ণিমা) রাহিয়াছে এবং সমুদায়ে তিন শত ষাটটি অর (দিন) আছে, তাহার অর্থ যিনি জানেন, তিনিই প্রধান পণ্ডিত” ॥২৪॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“যাহাতে চব্বিশটি পৰ্ব্ব (বারটি অমাবস্তা ও বারটি

রাজোবাচ ।

বড়বে ইব সংযুক্তে শ্বেনপাতে দিবৌকসাম্ ।

কন্তরোগর্ভমাধস্তে গর্ভং হুব্বতুচ্চ কন্ ॥২৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

মান্ম তে তে গৃহে রাজন্ ! শাক্ত্রবাণামপি ধ্রুবম্ ।

বাতসারথিরাগস্তা গর্ভং হুব্বতুচ্চ তন্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবক্রঃ পরীক্ষিতুমিদানীং শষ্টং পৃচ্ছতি—বড়বে ইতি । বড়বে ইব রথবন্ধঃ ঘোটকীঘ্ন-
মিব, সংযুক্তে পরস্পরমিলিতে, তথা শ্বেনয়োঃ পক্ষিণোরিব পাতে ক্ষতগমনং যঃস্বাস্তে তাৎপৰ্য্য-
চ যে ব্যক্তী স্তঃ যদ্বস্তদ্বয়ং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, দিবৌকসাং দেবানাং মধ্যে কো জনঃ, তয়োঃ গর্ভ-
বীজম্, আধস্তে জনয়তি তদ্বস্তদ্বয়মুৎপাদয়তীত্যর্থঃ, তে ব্যক্তী চ, কং গর্ভং বিং বস্তুতি তাৎ-
পর্যম্, হুব্বতুচ্চ উৎপাদয়ামাসতুঃ ॥২৬॥

পুনরপ্যানীমুখেনৈব সকৌতুকং নিপুণকৌন্তরং দদে—মাশ্নেতি । হে রাজন্ ! তে
শাক্ত্রবাণামপি গৃহে—তব কা কথা তব শত্রুগামপি ভবনে, তে ব্যক্তী বিদ্যাদশনী ইত্যর্থঃ,
এবং মান্ম পতন্তমিতি শেষঃ । তথা চ রথে ঘোটকাবিব আকাশে বিদ্যাদশনী সংযুক্তে
জাতাং শ্বেনয়োঃ পক্ষিণোরিব চ তয়োজ্ঞাতমেব পতনং জ্ঞাৎ । কিঞ্চ গৃহে অশনিপাতঃ
সর্বথা সম্ভবতি, দারিত্র্যাচ্ছপৰ্য্যাবরণাভাবে বিদ্যাংপাতোহপি নিত্যং সম্ভবতি নয়নন্তজজননা-
দিনা অকস্মাদনর্থকরশ্চ জ্ঞাদিত্যাশিষশ্চলেন “বড়বে ইব সংযুক্তে শ্বেনপাতে” ইত্যন্তার্থাব-
গতিরাত্মনঃ সূচिता । ইদানীং রুতয়োঃ প্রস্নয়োঃ ক্রমাদুত্তবধয়মাহ—বাতেতি । আগস্তা
প্রাবৃষ্টকালাদাবাগমনশীলঃ, বাতো বায়ুঃ সারথিশ্চালকো যস্ত স মেঘরূপ ইচ্ছো দেবঃ, তয়ো-
গর্ভমাধস্তে ইত্যাহুস্তি, তথা চ দিবৌকসাং মধ্যে মেঘরূপ ইচ্ছো দেবন্তে বিদ্যাদশনী জনয়-
তীত্যর্থঃ । তথা তে পুনর্বিদ্যাদশনী এব তং বাতসারথিং মেঘম্, গর্ভমাত্মনোরৈব বীজম্,

ভারতভাবদীপঃ

বুদ্ধাদৃশ্যাস্তর্ভূতাজ্ঞাং স্বসময়বিহিতাঃ প্রেষসে স্বার্থথাগ্ৰ্যাঃ ॥” ॥২৫॥ রথসংযুক্তে অশ্বে ইব
সহচারিণ্যো, শ্বেনপাতে শ্বেনবদকস্মাৎ পতনশীলে যে উভে বর্ষেতে দিবৌকসাং দেবানাং
মধ্যে তয়োঃ সম্বন্ধিনং গর্ভং কো ধস্তে কস্ত গর্ভে তে উৎপত্তেতে কঞ্চ জনয়ত ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

পূর্ণিমা), ছয়টা নাভি(শুভ্র), বারটা (মাসরূপ) চক্রপ্রাপ্ত এবং তিন শত বাটটী
(দিনরূপ) অর আছে, নিরন্তর গমনশীল সেই (বৎসররূপ) চক্র আপনাকে রক্ষা
করুক” ॥২৫॥

রাজা বলিলেন—“ছইটা ঘোটকীর জায় বাহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে
এক ছইটা শ্বেনপকীর জায় বাহাদের অতিদ্রুত পতন হয়, দেবতাদের মধ্যে
কোন দেবতা সেই ছইটা বস্তুকে উৎপাদন করেন? এক সেই ছইটা বস্তুই
বা কোন বস্তুকে উৎপাদন করিয়াছিল ।” ॥২৬॥

স্বাজোবাচ ।

কিং স্থিং স্পৃগং ন নিমিষতি কিং স্থিজ্জাতং ন চোপতি ।

কস্ত স্থিচ্ছৃদয়ং নাস্তি কিং স্থিষেগেন বর্জতে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

স্ববৃত্তঃ আদিদর্শ এবোৎপাদয়ামাসতঃ । তথা চ বিদ্যাদশজ্ঞাদিজ্যোতিষা মেঘোৎপত্তিঃ, মেঘেন চ বিদ্যাদশজ্ঞাৎপত্তিরিতি পরস্পরমেবাং জ্ঞানজনকভাবো বীজবৃক্ষবদिति ভাবঃ । তথা চোক্তং মেঘদূতেপি—“ধূমজ্যোতিঃসলিলমকৃতং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ” ॥২৭॥

কিমিতি । সর্বত্র স্থিতিতি প্রাপ্তে । কিং ভূতং প্রাগীতি যাবৎ, স্পৃগং নিদ্রিতং সৎ, ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মুদ্রয়তি স্থিং । কিং ভূতং জাতং সৎ, ন চোপতি ন স্পন্দতে স্থিং ।

ভারতভাবদীপঃ

উক্তরং—তয়োর্নামাপ্যমঙ্গলমিতি মহা পরোক্ষেন নির্দিশতি, তে উভে অধিদেবং বিদ্যা-দশনী । অধ্যাত্মঃ হৃৎখমৃত্যু । বিদ্যাদচ্ছিরশনিরঙ্গার ইতি পঞ্চাশিবিদ্যায়াং তয়োর্ভেদেন ব্যাপদেশাৎ ক্রমাদাকারশেন দেহেন চ রথেন বদবে ইব নিত্যসংযুক্তে স্তেনপাতে চ তে তব গৃহে মা স্ম স্মাতাম্ । হে রাজন ! তব শাস্ত্রবাণ্যমপি গৃহে মা স্ম স্মাতামিত্যামঙ্গলং তয়ো-র্দশিতম্ । বাতসারথির্যেযো মনশ্চ আগচ্চ আকাশাদবৃষ্টার্থং স্বমুপাখ্যাৎ কারণাৎ কথংকলভোগার্থমুদেহ্যন্তে উভে পূর্বোক্তে বিদ্যাদশনী হৃৎখমৃত্যু চ গর্তে ধত্ত ইত্যেকমুত্তরম্ । তে চ তমেব বাতসারথিং বৈদ্যুতমগ্নিং মনশ্চ স্বমুবতুবিদ্যাপরম্ । যথা ধূমজ্যোতিরাদি-সন্নিপাতরূপবাদয়িকপো মেঘোহগ্নিমিব বিদ্যাদাদিহারা সূত্রে এবং মনঃপ্রভবৌ হৃৎখমৃত্যু স্বাসনারূপেণ মনসঃ কারণে ভবতঃ, তথা চ বীজাকুরবয়নসো হৃৎখাদেচ হেতুহেতুমন্তাবাং মনসো লগ্নো হৃৎখাতাবাখমভাসনীয় ইত্যর্থঃ । এতেন “অশ্মা পিনদ্ধং মধু পযাপশ্চন্মৎসং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্ত”মিতি মন্ত্রবর্ণ উপবৃংহিতঃ । অশ্মা অশনবতা জলং পোষয়তা মেঘেন বিষয়ান্ ভুজ্ঞানেন মনসা বা মধু সলিলং তৰ্দেকরসং ব্রহ্ম বা পিনদ্ধমাচ্ছাদিতম্ । মনসো হৃৎখহেতুত্বং দৃষ্টান্তমুখেনাহ—মন্তুমিতি । নেতুপমাখো নিপাতঃ । দীনেহল্লো, উদনি উদকে, ক্ষিয়ন্ত নিবসন্তং মৎসং ন যৌনমিবাকুলমিত্যর্থঃ । ক্ষিয়ন্তমিত্যন্তেব বা ক্লিষ্টমানমিত্যর্থঃ । “হ্রয়েযো হৃৎখমৃত্যু তড়িদশনিসমে স্তেনবচ্ছীঘ্রপাতে নিত্যোদকে রথেশ্বে ইব করণস্বরা-ধীশ্বরঃ প্রোজ্জখোখঃ । য়ে গর্তে ধত্ত এনং স্বমুবতুরিতরে বাসনাতত্ত্বজ্ঞাৎ চেতঃশাটী নিরুদ্যাদস্পবনবশাৎ বিশ্বচিহ্নাং মুমুঃ” ॥২৭॥ স্বপ্নভিত্তি স্বপ্নিহর্ষোর্মজিত্তি জকারান্তস্ত

অষ্টাবক্ কহিলেন—“রাজা ! সেই দুইটা বস্তু (বিদ্যাৎ এক বজ্র,) নিশ্চয়ই যেন আপনার শত্রুগৃহেও পতিত হয় না । প্রায় বর্ষাকালেই আগমনশীল বায়ু-চালিত একপ্রকার বস্তু (মেঘ) সেই বস্তু দুইটাকে (বিদ্যাৎ এক বজ্রকে) উৎ-পাদন করে, আবার সেই বস্তু দুইটাই (বিদ্যাৎ ও বজ্রই) সেই বস্তুকে (মেঘকে) উৎপাদন করিয়াছিল” ॥২৭॥

রাজোবাচ ।

ন স্বাং মন্ত্রে মানুষং দেবসত্ত্ব ! ন স্বং বালঃ স্ববিরস্তুং মতো মে ।

ন তে তুল্যো বিদ্বতে বাক্‌প্রলাপে তস্মাদ্ভারং বিতরাম্যেষ বিদ্বন্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি

তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অত্রোগ্রসেন ! সমিতেষু রাজন্ ! সমাগতেষু প্রতিমেষু রাজন্ ।

নাবৈমি বন্দিং বরমত্রে বাদিনাং মহাজলে হংসমিবাদদামি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বিস্ময়মান আহ—নেতি । হে দেবসব ! দেবত্বাপ্রভাব ! । বাচঃ প্রলাপে কথনে ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিক্কাশ্রুবাগীশভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বনি তীর্থযাত্রায়াম্

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

অত্রোতি । উগ্রা ভাষণা সেনা যন্ত সঃ । হে উগ্রসেন ! রাজন্ ! অত্রেনানীম্,
অত্র সভায়াম্, সমাগতেষু, সমিতেষু সন্মিলিতেষু চ, অপ্রতিমেষু নিরুপমেষু, রাজন্ মথো,

ভারতভাবদীপঃ

“যেন লোহাশ্রনীত্যা । যন্তাকায়ন্ত নাস্তি কচিদপি হৃদয়ং শোকনীড়ং সমাধৌ, যৎস্বা মায়ানদীস্বং দ্রুতমহমিদমাভ্রানোদেতি সোহস্মি ॥” ॥২২॥ বাক্‌প্রলাপে বাচাং প্রকৃষ্টে সংলাপে, এষ বন্দী দৃষ্টভামিতি শেষঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০২॥

—:~:—

রাজা বলিলেন—“হে দেবত্বাপ্রভাবসম্পন্ন বালক ! আমি তোমাকে
মানুষ বলিয়া মনে করিতেছি না । এবং আমার ধারণা হইতেছে যে, তুমি
বালক নহ, তুমি পরম বৃদ্ধ । বাক্‌পটুতায় তোমার তুল্য লোক নাই ; অতএব
হে বিদ্বন্ । এই আমি তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলাম” ॥৩০॥

(৩০)...বিভ্রাম্যেষ বন্দী—বা ব ক্কা । * ‘...ত্রয়স্বিংশদধিকশততম...’—বা ব ক্কা,
‘...পঞ্চত্রিংশদধিকশততম...’—নি ।

ন মেহন্ত বক্ষ্যন্তিবাধিমানিন্ ! গ্রহং প্রপন্নঃ সরিতামিবাগমঃ ।
 হতাশনস্তেব সমিক্তেজসঃ স্থিরো ভবস্নেহ মমাত্ম বন্দিন্ ! ॥২॥
 ব্যাভ্রং শয়ানং প্রতি বা প্রবোধ আশীবিষং স্কন্ধী সংলিহানম্ ।
 পদাহতস্তেহ শিরোহভিহত্য নাদটৌ বৈ মোক্ষ্যসে তন্নিবোধ ॥৩॥
 যো বৈ দর্পাৎ সংহননোপপন্নঃ স্তম্ভক্লবলঃ পর্বতমাবিহন্তি ।
 তন্ত্বেব পাণিঃ সনথো বিনীৰ্য্যতে ন চৈব শৈলস্ত হি দৃশ্যতে ভ্রণঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বাধিনাং বরং বন্দিম্, নাইবমি ন পরিচিনোমি ; অবৈমি চেত্তদা মহাজলে হংসমিব আদদামি ।
 বন্দিশব্দ ইকারান্তো নকারান্তচাক্ষরীকৃত ইত্যুক্তম্ ॥১॥

নেতি । হে অতিবাধিমানিন্ ! বন্দিন্ ! গ্রহং বাদে পরাজিতো জলে মজ্জনীয় ইতি
 পণম্, প্রপন্নঃ প্রাপ্তস্বম্, অথ মে মমাস্তিক্, সরিতামাগম আগমনমিব, ন বক্ষ্যসি অপ্রতিহতং
 বাদং কর্ত্বুং ন শক্ষ্যসি, প্রবাহং ন প্রাপ্যতি চ । অথ সমিক্তেজসো হতাশনস্তেব মম সমীপে,
 ইহেদানীম্, স্থিরো ভবস্নেহ ভব ॥২॥

ব্যাভ্রমিতি । প্রতি ইখন্তুতম্, মা মাম্, শয়ানং ব্যাভ্রম্, স্কন্ধী সংলিহানম্, আশীবিষক্,
 প্রবোধ জানাহি । অতএব পদাহতঃ স্তম্ভক্লবলঃ শিরোহপ্যভিহত্য নাদটঃ সন্ ন মোক্ষ্যসে,
 তন্নিবোধ জানাহি । পিতরং বিজয়মানো ময়া বিজেষ্যস এবেতি ভাবঃ । “প্রতীখন্তুতভাগয়োঃ”
 ইত্যাদি হৈমঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্রোক্তি ॥১॥ গ্রহং পরাজিতস্ত জলে নিপাতনরূপং পণং প্রপন্নঃ স্বীকৃতবান্ মে মম
 পুরতো ন বক্ষ্যসি প্রত্যুত্তরমিতি শেষঃ । সমিক্তেজসঃ প্রলয়কালেহত্যন্তং প্রদীপ্তজায়েঃ
 পুরো যথা নদীবগেঃ শুভ্রতি তথা শুক্লো ভবিষ্যসাত্যর্থঃ ॥২॥ মা মাং প্রবোধ জানাহি,
 ভৌবাদিকস্ত বুধেলোটি রূপম্, অসন্ধিগাধঃ, পদাহতস্ত মংপিভূনিগ্রহণাদহং পূর্বমেব ইয়া

অষ্টাবক্র বলিলেন—“উগ্রসেন । রাজা । এখন এই সভায় আগত ও
 সম্মিলিত অসাধারণ রাজাদের মধ্যে বাদিপ্রধান বন্দিকে আমি চিনিতে
 পারিতেছি না ; যদি চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে মহাজলে হংসের দ্বায়
 তাহাকে ধরিতাম ॥১॥

হে অতিবাধিমানস্ত বন্দি । নদীর স্রোত যেমন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত
 হয়, তেমন তুমি পণ স্বীকার করিয়া আজ আমার নিকটে অপ্রতিহতভাবে বাদ
 চালাইতে পারিবে না । আমি—প্রজলিত অগ্নির তুল্য ; স্তম্ভরাজ তুমি আজ
 আমার নিকটে স্থির থাক দেখি ॥২॥

তুমি এইরূপ আমাকে শাস্তি ব্যাভ্র এক ওষ্ঠপ্রান্ত লেহনকারী সর্প বলিয়া
 মনে কর ; তুমি পদাঘাত করিয়া আবার স্তম্ভকেও আঘাত করিয়াছ ; অতএব
 দংশন না পাইয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, তাহা জানিয়া রাখ ॥৩॥

সৰ্বে রাজ্যো মৈথিলস্ত মৈনাকস্তেব পৰ্বতাঃ ।

নিকৃষ্টভূতা রাজানো বৎসা হনুহো যথা ॥৫॥

যথা মহেন্দ্রঃ প্রবরঃ সুরাণাং নদীষু গঙ্গা প্রবরা যথৈব ।

তথা নৃপাণাং প্রবরস্ত্রিমেকো বন্দিং সমভ্যানয় মৎসকাশম্ ॥৬॥

লোমশ উবাচ ।

এবমষ্টাবক্রঃ সমিতৌ হি গৰ্জ্জন জাতক্রোধো বন্দিনমাহ রাজন্ ! ।

উক্তে বাক্যে চোত্তরং মে ব্রবীহি বাক্যস্ত চাপ্যুত্তরং তে ব্রবীমি ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । যঃ সূদূৰ্বলঃ সংহননোপপন্নঃ শরীরী, দৰ্পাৎ পৰ্বতম্, আবিহন্তি পানিনা তাড়য়তি, তন্ত্ৰেব সনথঃ পানিবির্লীৰ্য্যতে, কিন্তু শৈলস্ত ব্রণঃ ক্ষতম্, নৈব দৃশ্যতে । ময়া সহ বাদে স্বপরাঙ্গয়োঃ প্রব এবোত্যাশয়ঃ ॥৪॥

বন্দিপরিচয়লাভায় রাজানাং স্তোতি স্বাভ্যাম্—সৰ্ব ইতি । মৈনাকস্ত পৰ্বতস্তান্তিকে অস্ত্রে পৰ্বতা ইব, অনুহো ব্রবস্তান্তিকে বৎসা যথা চ, তথা মৈথিলস্ত জনকস্ত রাজ্যোহস্তিকে অস্ত্রে সৰ্বে রাজানো নিকৃষ্টভূতাঃ ॥৫॥

যথেন্তি । এতৎস্বপ্রয়োজনং মৎসকাশে বন্দেঃ সমানয়নমেবেতি ভাবঃ ॥৬॥

এবমিতি । হে রাজন্ ! যুধিষ্ঠির ! জলে পিত্রাদীনাং নিক্ষেপাজাতক্রোধঃ অষ্টাবক্রঃ, সমিতৌ সভায়াম্, এবং গৰ্জ্জন বন্দিনম্, আহ ব্রবীতি স্ব । মে ময়া কশ্মিচ্চিৎকাক্যে উক্তে, স্বকৃ তস্তোত্তরং ব্রবীহি ক্রহি ; তথা তে তব বাক্যস্ত চ অহমপি উত্তরং ব্রবীমি । আবয়োরশ্বিন্ বাদে পক্ষদ্বয়ং সুলক্ষ্যতমেবাস্তামিত্যাশয়ঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পদাহতস্তস্ত মে শিরোহতিহতা স্বং ন মৃচ্যসে অদষ্টে সন্ ইত্যর্থঃ ॥৩॥ সংহননেন দেহেন দৃঢ়কায়-
হেনোপপন্নঃ ॥৪—৫॥ বন্দিং বন্দিনম্, বিভক্ত্যালোপে নকারলোপ আধঃ ॥৬—৭॥ পূৰ্ব্বং

যে লোক অত্যন্ত দুৰ্বল হইয়াও হস্তদ্বারা পৰ্বতকে আঘাত করে, তাহারই হস্ত নখের সহিত বিলীর্ণ হইয়া যায় ; কিন্তু সে পৰ্বতের কোন ক্ষত দেখা যায় না ॥৪॥

মৈনাকপৰ্বতের নিকটে যেমন অস্ত্রাস্ত্র পৰ্বত এবং মহাবৃষের নিকটে যেমন বৎস সকল নিকটে, তেমন জনকরাজার নিকটে অস্ত্র সকল রাজাই নিকটে ॥৫॥

রাজা ! ইন্দ্র যেমন দেবতাদের মধ্যে প্রধান এবং গঙ্গা যেমন নদীসমূহের মধ্যে প্রধান, তেমন একমাত্র আপনিই রাজাদের মধ্যে প্রধান ; অতএব আপনি বন্দিকে আমার নিকটে আনয়ন করুন ॥৬॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা ! জাতক্রোধ অষ্টাবক্র সভার মধ্যে এইরূপ

বন্দ্যুবাচ ।

এক এবাগ্নিবহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি ।

একো বীরো দেবরাজোহরিহস্তা যমঃ পিতৃণামৌশ্বরশ্চৈক এব ॥৮॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

দ্বাবিভ্রায়ী চরতো বৈ সথার্যৌ দ্বৌ দেবর্ষী নারদপর্ব্বতো চ ।

দ্বাবশ্বিনৌ হে রথস্তাপি চক্রে ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাতা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইথৈকৈকাদিসংখ্যাক্রমেণৈব বাদে মন্ত্রী স্থবিধা আদিত্যশযেন পূর্ব্বপক্ষমাত্মন্যেব বন্দ্যু-
বাচ—এক ইতি । এক এবাগ্নিঃ, বহুধা দক্ষিণায়াদিকপেণ, সমিধ্যতে যাজ্ঞনৈরুদ্দীপ্যতে ,
একঃ সূর্য্যঃ, ইদং সর্ব্বং জগৎ, বিভাতি বিভাপয়তি প্রকাশযতীতি যাবৎ, একো বীরো
দেববাজঃ, অবীণাং বহুনাং শক্রাণাং হস্তা, এক এব যমশ্চ বহুনাং পিতৃণাং লোকানাং, ঈশ্বরঃ
অধিপতিঃ । একদ্বাবচ্ছিন্নাঃ কিশকঃ পদাথা মবা প্রদর্শিতাঃ, ঐমিদানাং দ্বিদ্ধাবচ্ছিন্নান
প্রদর্শযেতি ভাবঃ । এবমগ্নস্তাপি বোধ্যম্ ॥৮॥

দ্বাবিতি । ইভ্রায়ী দ্বৌ, সথার্যৌ মিলিতৌ সন্তৌ, দর্শনাগাদৌ চরতঃ, “চভ্রায়ী যত্র হুয়েতে
মাসাদিঃ স প্রবীক্ৰিতঃ” চ ভ্রাদিস্বরঃ । নারদপর্ব্বতাবেতো দ্বৌ দেবর্ষী, সথার্যৌ সহচরৌ,
দময়ন্তীশ্বয়ংববকানাদৌ তথৈব দেববাজাণিকোপস্থিতৌ । দ্বৌ অশ্বিনৌ অগ্নিনাকুমারৌ
সথার্যৌ সহচরৌ, তথৈব স্তনুগ্ৰ দিনা দর্শনাং । রথস্তাপি হে চক্রে, সখিনাং সহচরে, সর্ব্বত্র
তথা প্রত্যক্ষাৎ । তথা বিধাতা ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ সখিভেদে সহচরভেদে সন্তৌ,
প্রায়েণ সর্ব্বত্রৈব তথা দর্শনাং ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতিজ্ঞাতঃ ব্রহ্মাঐতম্যেব বাদকথামুখেন প্রপঞ্চয়ন বন্দ্যুখেন বৌদ্ধপক্ষমুখাপযতি—এক
এবেতি । যথা একোহগ্নিঃ সূর্য্যো বা চ এবাপ্রসাদোহগ্নপ্রকাশকশ্চ এবং দেবানামিন্দ্রিয়াণাং
রাজা প্রধানভূতো ধীধাতুবহমিদমাগ্ণ্যাদি প্রকাশমানে বীরোহরিহস্তেও পরাভি
মততদ্বাস্তুরাভিভাবকো যমঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নিয়ন্তা পিতৃণাং বিধায়োপহাবদ্বারা পালয়িতৃণা-
গর্জ্জন করিয়া বন্দিকে বলিলেন—“আমি কোন বাক্য বলিলে, তুমি তাহার উত্তর
বল এবং তোমার বাক্যের উত্তর আমি বলি” ॥৮॥

বন্দি বলিলেন—“যাভিকেরা এক অগ্নিকেই বহুভাবে প্রজ্জলিত করেন, এক
সূর্য্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করিয়া থাকেন, একমাত্র বীর ইন্দ্র বহু শক্র বধ
করেন এবং একমাত্র যম বহু পিতৃলোকের অধিপতি” ॥৮॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—“ইন্দ্র ও অগ্নি দুই জন মিলিত হইয়া বিচরণ করেন,
নারদ ও পর্ব্বত দুই জন সহচর দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেয়া দুই জন সর্ব্বদা সহচর
থাকেন, রথের চক্র দুইটা নিরন্তর সহচর থাকে এবং বিধাতা—ভার্য্যা ও ভর্তা—
এই দুই জনকে সহচর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন” ॥৯॥

त्रिः सूर्यते कर्मणा वै प्रजेयः त्रयो युक्ता बाजपेयः बहसु ।

अध्वर्यावन्त्रिसवनानि तन्मये त्रयो लोकान्द्रौणि ज्योतींषि चाहः ॥१०॥

ত্রিবিধি। কৰ্মণা ধৰ্মাধৰ্মৰূপেণ, ইং প্রজা জনঃ, ত্রিবিধি। স্মরণে স্মরণবিধি।
 রূপা উৎপাদ্যতে। তত্র ধৰ্মেণ স্বৰঃ, ধৰ্মাধৰ্মাভ্যাং নরঃ, অধৰ্মেণ চ ত্রিবিধি। স্মরণে
 ইত্যর্থঃ। ত্রয় স্বৰ্গযজুঃসামরূপা বেদাঃ, যুক্তা মিত্রিতাঃ সমঃ, বাজপেয়ঃ যজুঃ কৰ্মমাত্র-
 মিতার্থঃ, বহন্তি নিস্পাদয়ন্তি। অধৰ্মাধৰ্ম উপলক্ষণমিদম স্বত্বজঃ, ত্রিসবনানি উদ্ভিতাভূত-
 সায়ংহোমান্, ত্রয়তে বিত্তারেণ কৰ্মবিধি। স্বৰ্গমৰ্হাপাতলায়াকাসয়ো লোকাঃ।
 চন্দ্রস্বৰ্ঘ্যামিহুৰূপাণি ত্রিবিধি। জ্যোতিঃবিভেজ্য। সি চ গনয় যাহঃ ॥১০॥

[illegible]

বন্দী বালিলেন—“ধন্য ও অধন্যরূপ কন্য (দেবতা, মনুষ্য ও তিৰ্য্যক্ এই) ত্ৰিবিধ লোক সৃষ্টি করে, (সাম, ঋক্ ও যজু) এই তিনটি বেদ মিলিত হইয়া যজ্ঞাদিকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করে, যাজকেরা তিন বেলা হোম করেন, (স্বৰ্গ, মৰ্ত্ত্য ও পাতাল) এই তিনটি ভুবন এবং মুনিরা বলেন (চন্দ্র, সূৰ্য্য ও অগ্নি) এই তিনটি তেজ” ॥১০॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

চতুষ্টিং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিৎ বহন্তি ।

দিশশ্চতস্ত্রো বর্ণচতুষ্টিং চতুষ্পদা গৌরপি শব্দহুতা ॥১১॥

বন্দ্যুবাচ ।

পঞ্চায়ঃ পঞ্চপদা চ পণ্ডিত্বিজ্ঞাঃ পঞ্চবাহপ্যথ পঞ্চক্রিয়ানি ।

দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াহম্বরাশ্চ লোকে খ্যাতিং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

চতুষ্টিমিতি । ব্রাহ্মণানাং নিকেতমাত্রম্ । নপুংসকস্বমার্থম্ । চতুষ্টিং চতুঃসংখ্যকং ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষুরূপচতুর্বিধমিত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররূপাশ্চত্বারো বর্ণাঃ, ইমং যজ্ঞ-জ্ঞানযজ্ঞম্, বহন্তি নিষ্পাদয়ন্তি । প্রাচ্যবাচীপ্রতীচ্যদীচীরূপাশ্চতস্ত্রো দিশঃ । বর্ণ-চতুষ্টিং ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররূপাশ্চত্বারো বর্ণাঃ । বর্ণচতুষ্টিসাধ্যা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চতুর্বিধা ইতি পূর্ববাক্যার্থঃ, অত্র তু বর্ণাশ্চত্বার ইতি তাৎপর্যভেদোক্তেদঃ । গৌরপি শব্দং সর্বদা চতুষ্পদা উক্তা ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভোগভূময়ঃ । ত্রীণ্যেব বেদে জ্যোতিষ্যতাং জ্যোতীষি স্বখমার্গপ্রকাশকানি জাগ্রদাদীনি । “তস্ত ত্রয় আবসথাসয়ঃ স্বপ্না” ইতি শ্রুতেঃ, নাস্তি ততোহস্ত্যং তদ্ব্যমিত্যর্থঃ । “দেবঃ স্বাগ্নরঃ স্ত্রাং স্বকৃতকৃদিতরো নারকস্থাণ্ডতির্থাগ্জন্মা ত্রৈবর্ণিকঃ স্ত্রাং শ্রতিবৃগধিক্রতো বাহুপেয়াদি-যজ্ঞে । কালে কালে যজ্ঞেষু কলমপি চ তথা ভূততে যজ্ঞভাজঃ সর্বাষ্টৈর্ধান্তি লোকান্ স্বরবনিনরকান্ স্বপ্নজাগ্রৎস্বপ্নাঃ ॥” ॥১০॥ অষ্টাবক্র এতদ্বদ্ব্যমিত্যর্থঃ—চতুষ্টিমিতি । ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদ্যাং নিকেতং জ্ঞানোপলব্ধিস্থানং চতুষ্টিং, চতুঃসংখ্যারয়বোপেতম্ । আশ্রমত্রয়া-দন্তোহস্তু মোক্ষাশ্রমো “যদহরেব বিরজ্যেং তদহরেব প্রব্রজে”দিতি শ্রুতিসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । যজ্ঞ-জ্ঞানযজ্ঞ-শূদ্রস্তাপ্যন্ত্যাদিকারোহকর্মকপদ্যদিত্যর্থঃ । দিশঃ দিশস্ত ইতি দিশ উপদিষ্টাঃ, সন্তি চতস্ত্রোহবস্থাঃ বিরাটশূদ্রাস্ত্র্যামিতুর্ধ্যাসাক্ষাৎকারকপাঃ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেভাঃ সর্ব-প্রাণিপ্রাণিস্থেভ্যোহস্তা ইত্যর্থঃ । অতএব তাসাং বাচকং চতুষ্টিমকার-উকারমকারাক্ষমাত্রা-রূপমুপনিবংপ্রসিদ্ধম্ । ন চার্কমাভ্রায় অপ্রসিদ্ধং বাচ্যং যস্মাচ্চতুষ্পদা পরা পশুস্তী মধ্যমা বৈখরীতি পাদচতুষ্টিবতী গোবাণী শব্দং সর্দৈবোক্তা । “চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানী”তি মন্ত্রে ইতি শেষঃ । “জিজ্ঞাসুঃ ব্রহ্ম সন্তি”তিবিনিযতিভির্জ্ঞানযজ্ঞেহধিকারি, চাতুর্কর্ণ্যং চতুষ্পাং তদুপদিশতি বাগ্জ্যেজ্ঞেশবাক্যম্ । চত্বারো বাট বর্ণা অ-উ-ম-কললা বৈখরীমধ্যমাখ্যো পশুস্তাখ্যাঃ পরাখ্যাঃ স চতুঃসংখ্যকঃ প্রত্যয়োহস্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥১১॥ তুরীয়-

অষ্টাবক্র বলিলেন—“ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিটি ব্রাহ্মণের আশ্রম ; ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণই জ্ঞানযজ্ঞ করিতে পারেন ; পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটি দিক, ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ, গরুরও চারিখানি চরণ” ॥১১॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

যদাধানে দক্ষিণায়াহ্নয়েকে যড়্ বৈ চেমে ঋতবঃ কালচক্রম্ ।

যড়্ভিন্নিয়াণ্যত যট্ কৃত্তিকাশ্চ যট্ সাত্তক্ষাঃ সৰ্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

পঞ্চতি । অগ্নয়ঃ পঞ্চ দক্ষিণায়ি-গার্হপত্যাহবনীয়-সভ্যাবসথ্যাক্রপাঃ । পঙক্তিনাম চন্দ্রশ্চ পঞ্চপদা পঞ্চাক্ষরপাদা । যজ্ঞাঃ পঠৈব অধ্যাপন-তর্পণ-হোম-বল্যতিথিসেবারূপাঃ । অথ ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ণ-শ্রব-চক্ষুর্জিহ্বা-নাসিকারূপাণি । বেদে চ পঞ্চচূড়া নামাঙ্গরা দৃষ্টা । লোকে পুণ্যং পঞ্চনদং নাম নগরঞ্চ খ্যাতম্ ॥১২॥

যড়্ভিত্তি । একে মনয়ঃ, আধানে অগ্ন্যাধানে কৰ্ম্মণি, যড়্ গাঃ, দক্ষিণায়াহ্নঃ । ইমে বসন্তা-দয়ঃ যট্ ঋতবশ্চ কালচক্রং চক্রবদ্বর্গমানং বৎসরায়ুক্তং কালং নির্বর্তয়ন্তীতি শেষঃ । যট্ ইন্দ্রিয়াণি কর্ণ-শ্রব-চক্ষুর্জিহ্বা-নাসিকাখ্যানি পঞ্চ মনশ্চৈকম্, “মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” ইতি গীতোক্তেঃ । যট্ কৃত্তিকান্তারা গগনে দৃশ্যন্তে । সৰ্ববেদেষু যট্ সাত্তক্ষা নাম একাহসাধ্যা যজ্ঞা দৃষ্টাঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মপলপন বন্দ্যুবাচ—পঞ্চায়য়ো গার্হপত্যদক্ষিণায়াহবনীয়সভ্যাবসথ্যাঃ । পঞ্চপদাহষ্টাক্ষরৈঃ পাদৈঃ পঙক্তিচ্ছন্দঃ । যজ্ঞাঃ পঞ্চ “অগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্মান্তানি পশুঃ সোমঃ” ইতি ক্রতাঃ । এতে ত্রয়ঃ পঞ্চকা যথা এবং পঠৈবেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিপঞ্চকগ্রাহকাণি ন বর্তো বিষয় ইন্দ্রিয়ং বাস্তুত্যাখঃ । দৃষ্টা বেদে অঙ্গরা “আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী”তি শ্রুতেঃ । শরীরাকারপরিণতেষু জলপ্রধানেষু ভূতেষু সরত্যন্তগচ্ছন্তীত্যঙ্গরান্ধিত্তিঃ পঞ্চচূড়া পঠৈব তত্ত্ববিষয়াকারতয়া প্রমাণবিপর্ধ্যায়বিকল্পনিব্রাশ্চত্রিপূর্ব্বত্ৰিপঞ্চকসারূপোণ শিথাপঞ্চকবতোব দৃষ্টা বৃত্তিনিরোধন্ত সমাধেরপি নিদ্রায়ামেবান্তর্ভাব ইতি ভাবঃ । লোকেহপি পঞ্চানাং বিষয়-স্রোতসাং সমাহারঃ পঞ্চনদমুপেয়মেবমেব চিতিশক্তেরেব কত্বহতোক্তয়ে ইত্যন্তরাঙ্কাখঃ । “অগ্নিচ্ছন্দঃ ক্রতুনামিব খলু মনসঃ খানি পঠৈব ভাগা, ভ্রান্তিনিহা বিকল্পঃ স্মৃতিরয়লমতি-বৃত্তয়ঃ পঞ্চ তস্তা । তাভিঃ শাখাবর্তৈব স্বরিহ জলপর্য্যামকায়ামুকত্রৌ শুদ্ধা শুদ্ধপ্রবাহা ভবতি চিতিনদী তচ্ছসৌখ্যাদিভোক্তা ॥” ॥১২॥ কত্বহাদিধর্ম্মকমত্ৰি যট্ভিন্নিয়াণ্য মনঃ হৃষীপ্তা-বিভরবন্তল্লয়স্তাপ্যমুভূয়মানভ্যাং কত্বহাদেত্তৎসহভাবনিয়তত্বদৃষ্টেচ । চিত্তাভাবসাক্ষী ভাড়া ততঃ পৃথক্কর্তৃদ্বিরূপঃ সপ্তমোহস্তীত্যাহষ্টাবক্রঃ—যদাধানে ইতি । যট্ গা ইতি শেষঃ, দক্ষিণায়াহ্নো মনসশ্চক্ষুরাদিসাজাতো দৃষ্টান্তাঃ । সাত্তক্ষা যজ্ঞবিশেষাঃ । “গোনক্কর্ত্বর্জ্জ্বজ্জা

বল্লি বলিলেন—“দক্ষিণায়ি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—এই পাঁচটি অগ্নি; পঙক্তিচ্ছন্দের পাদে পাঁচটি করিয়া অক্ষর থাকে; অধ্যাপন, তর্পণ, হোম, বলি ও অতিথিসেবা—এই পাঁচটি যজ্ঞ; কর্ণ, শ্রব, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বেদে পঞ্চচূড়া অঙ্গরার কথা দেখা যায় এবং জগতে পবিত্র পঞ্চনদনগর বিখ্যাত রহিয়াছে” ॥১২॥

বন্দ্যুবাচ ।

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্তাঃ সপ্ত চন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি ।

সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

সংগ্ৰহেতি । সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ প্রাণিনঃ প্রাধান্ত্যং, সপ্ত বন্তাঃ পশবঃ । তে চ—“গৌর-
বিরজোহস্বোহশ্বতরো গর্দভো মনুষ্যশ্চেতি সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ । মহিষ-বানর-ঋক্ষ-সরীসৃপ-
ক্ক-পৃষত-শৃগাশ্চেতি সপ্তাবাণ্যাঃ পশবঃ ।” ইতি তিথিতত্ত্বতপৈঠীনসিবাচনোক্তাঃ । এতচ্চ
সংজ্ঞামাত্রম্, অন্তেষামপি সত্ত্বাৎ । সপ্ত চন্দাংসি তদৃঘটিতা মজ্জা ইত্যর্থঃ, একং ক্রতুং
যজ্ঞম্, বহন্তি নিষ্পাদয়ন্তি । সপ্ত চন্দাংসি চ গাঘাত্রী, উষ্কিক্, অশ্বষ্টপ্, বৃহতী, পঙ্কতিঃ,
জিহ্বপ্, জগতী, ইত্যেতন্নামানি । সপ্ত ঋষয়ঃ । তে চ—“তত্র সপ্তর্ষয়ঃ সন্তি বিনিযুক্তাঃ
প্রজাপত্যা । মরীচিবজ্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ । বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ ! ব্রহ্মণো
মানসাঃ স্ততাঃ ।” ইতি পদ্মপুরাণোক্তাঃ । সপ্ত সপ্তকল্পানি, অর্হণানি শারদীয়দুর্গা-
পূজনানি । তে চ কল্পাঃ—কৃষ্ণবম্যাদিঃ, শুক্লপ্রতিপদাদিঃ, ষষ্ঠ্যাদিঃ, সপ্তম্যাদিঃ, অষ্টম্যাদিঃ,
কেবলাষ্টমী, কেবলনবমী চ । এষাং প্রমাণানি অস্বত্বপ্রণীতস্মৃতিচিন্তামণৌ তিথিতত্ত্বাদৌ
চ দ্রষ্টব্যানি । বীণা চ সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ইব সমবপুষঃ ষট্ ষডেবং সচিন্তাঃ, প্রোক্তাত্মা দুঃখশ্রদ্ধাত্মভবিন ইতোহন্তানুভূতিঃ স শাক্তী ।
ধীযোগাৎ সপ্তভিত্তৈবভবকবণৈবত্র সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষুঃ চন্দোহভিধানানপরিমিতবপুষাদ-
কানষ্টেমোহর্থান ॥” ॥১৩॥ অথ তর্কমতেন বন্দা প্রত্যাবতিষ্ঠতে সপ্ত গ্রাম্যাঃ মনঃষষ্ঠৈরিন্দ্রিয়ে-
বুজ্ঞা চাক্রাণ্ডভূত্যা সমর্পিতা মন্তব্যবোক্তবাক্যাদযো বিষয়াস্তেইকৈকশিষ্টাসক্ত এতৈকঃ
পুরুষপত্তন্তে চ গ্রাম্যা ঐহিকা বন্তা আনুগ্ৰীকা বিষয়াস্তেষাসক্তত্যা প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত পুরুষ-
পশবঃ সপ্ত চন্দাংসি চ্ছাদয়ন্তি স্বস্বকপার্পজাতস্থলেশেন পরমাত্মানং গৃহ্যন্তীতি তান্
সপ্ত বিষয়ান্ একং ক্রতুং কর্তারমাত্মানং বহন্তি প্রাপয়ন্তি, কে সপ্তর্ষয়ঃ ? “প্রাণা বা ঋষয়ঃ”
ইতি শ্রুতে: সপ্তৈবোক্তা । মন-আদয়ন্তদুপনীতানি সপ্ত চৈবার্হণানুর্হণীয়ানি স্থানানি । যথা
সপ্তভিত্ততন্ত্রীভির্বাচ্যমানা একা বাণা শব্দং নির্বর্তয়তি এবমেতৈঃ সপ্তভিবাচ্যা স্থখমভ্যুভবতি ।
অন্তথাহকরণত্বাৎ স্থপৌ জড় এব জ্ঞাত্বাস্তত্ত্বকৎ অবাদিতবীণাবচ্চ তিষ্ঠতি । ন তাব-
তান্ত কর্তৃত্বাপগম ইত্যর্থঃ । “ভোমেধর্ষেষু দিবোষপি নরপশবঃ সপ্ত সপ্তৈব বন্তাঃ, ভোক্তার
প্রাপয়ন্তি ক্রতুপদবিদিতং সপ্ত তান্ সপ্ত স্থানি । সপ্তৈবৈষাং স্থানানি প্রতিবিব্রাজত-
ত্তেববীণেব দেহী, ভোগং ত্র্যাস্রিয়াচ্যো বরমিব কুরুতে যোহত্র কর্তা স ভোক্তা ॥” ॥১৪॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—“একশ্রেণীর মুনিগণ বলেন—অগ্নিগ্রহণকার্যে ছয়টি গরু
দক্ষিণা দিবে, ছয়টি ঋতু বৎসর নির্বাহ করে, (জ্ঞানে) অগ্নি পাঁচ ও মন—এই
ছয়টি ইন্দ্রিয়, ছয়টি কৃত্তিকানক্ষত্র এবং সকল বেদে ছয়টি ‘সাত্ত্বিক’-নামক যাগ
দেখিতে পাওয়া যায়” ॥১৩॥

বলি বলিলেন—“(গরু, মেঘ, ছাগল, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ ও মনুষ্য—এই)

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি তথাহকাপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী ।

অষ্টৌ বসুন শুশ্রুম দেবতাস্ত যুগশ্চাষ্ট্যাবিহিতঃ সর্বযজ্ঞে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টাবিতি । অষ্টৌ শাণাঃ শনস্বত্রনির্মিতা গোণাঃ, শতমানং শতসম্ভিকাপরিমিতং জব্যং বহন্তি, প্রত্যেকং সার্কদ্বাদশসেভিকা বহনাদিত্যাশয়ঃ । তথা অষ্টৌ পাদাশ্চবর্ণা যস্ত সঃ, শবভন্তদাখ্যো দাক্ষণঃ পশুঃ, সিংহঘাতী । দেবতাস্ত মধ্যে অষ্টৌ বসুন শুশ্রুম । সর্বযজ্ঞে, অষ্টৌ অশ্বয়ঃ কোণা যস্ত গাদশো যুগো বিহিতশ্চ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তানেব সপ্তকর্ষদ্বাদ্বিধবর্ণাহকাবর্ণে সার্কদ্বাদশে অষ্টাবক্রঃ “অষ্টৌ গ্রন্থা অষ্টাবিতিগ্রন্থা” ইতি শ্রুতেঃ স্ত্রিয়বিধবপগ্রন্থাতিগ্রন্থকপং বন্ধনমুপকৃত্য তদনুমানানং পূৰ্ণকং কৰোতি— অষ্টৌ শাণা ইতি । শাণাঃ শনস্বত্রেণ নিরুতা গোণা আবপনবিশেষান্তা ইব ঈশ্বরপ্রবেশ-যোগ্যা বিষয়া অষ্টৌ তে শতমানমনন্তং প্রমাণং ধারয়ন্তি । সংক্ষেপেণাষ্টাবপানস্তা বিষয়া ইত্যর্থঃ । সার্ক পাদাঃ বিষয়দেশঃ প্রতি গমিসাধনানীন্দ্রিয়াণি যস্ত সঃ, শবভঃ শং নভজ্ঞে-হম্বাৎ । “এতজ্জৈবানন্দস্যাত্মানি ভূতানি যানানপজীবন্তী”তি শ্রুতেঃ, পবমানন্দকপঃ পরমাত্মা সৌহৃদ্যং জ্ঞাতঃ সন সিংহঘাতী হিনস্তি দুঃখং দদাতীতি সিংহোহষ্টহম্ম । “দ্বিতীয়াহৈ তস্মৈ ভবতী”তি শ্রুতেঃ, তস্তা দৈবন্ত্য ঘাৎকঃ । স্মৃপুৰ্ণো জডয়ে স্তমহমস্বাপ্নমিতি ব্যুখিতস্ত স্বরূপস্তমপবামর্শাত্তপপতিঃ । ন চ দুঃখাতাবশ্টবৈব পবামর্শঃ তৎপ্রকাশকস্ত সাক্ষিণঃ সবে তস্ত তদানীং জডমোক্ষাযোগাৎ । অতএবাষ্টৌ বসুন বামনাঃ দেবতাস্থেব তন্ত-দিস্ত্রিয়াধিষ্ঠাত্রীষু লিঙ্গায়নীতি যাবৎ, শুশ্রুম বেদে ন জাত্বনীতাঃ । যপশ্চ যোপয়তি নোহযতীতি যুগো নুপশার্ভন্ধনস্থানমজ্ঞানং তদেবাষ্ট্যাবিষ্টকোণমষ্টধাবং সঃ সর্বযজ্ঞেযু গ্রন্থাতিগ্রন্থসংস্করবিধয়েস্ত্রিয়সংযোগেষু নষ্ট ইতি শেষঃ । “শাণা গোণোহষ্ট তেহর্থাঃ শতমঞ্চ শবভঃ প্রনাগানন্দ এতৌ, পূর্বোক্তৈকঃ সাহমর্থেত্রৈজতি স বিষয়ান থানি তাত্ত্বজ্ঞ-য়োহস্তা । সিংহয়ে হিংস্রভেদদ্বিভিতি বহুপদং ভেদসংস্কারজাতং লিঙ্গম্ দেবতৌষে সাষ্টী গ্রামা পশু, (মহিষ, বানব, ভল্লুক, সর্প, কক্ক, পৃথত ও যুগ—এই) সাতটি বজ্র পশু, (গায়ত্রী, উক্কিক্, অম্বুষ্টপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টপ ও জগতী—এই) সাতটি ছন্দ এক একটা যজ্ঞ নির্বাহ কবে, (মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অজিরা ও বশিষ্ঠ—এই) সাত জন ঋষি, শাবদীয় তুর্গাপূজায় সাতটা কল আছে এবং বোণা সপ্ততন্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ” ॥১৪॥

অষ্টাবক্র কহিলেন—“আটটা গোণী (শনস্বত্রনির্মিত থলি) এক শত সেড় জব্য রহন করে, অষ্টপদ শরভ (পার্বত্য ভীষণ জন্তু) সিংহ বধ করে, দেবতাদের মধ্যে আট জন বসু আছেন বলিয়া শুনিতে পাই এবং সকল যজ্ঞেই অষ্টকোণবিশিষ্ট যুগ বিহিত আছে” ॥১৫॥

বন্দ্যুবাচ ।

নবৈবোক্তাঃ সামিধেয়ঃ পিতৃণাং তথা প্রাহ্নবযোগং বিসর্গম্ ।

নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিতা নবৈব যোগো গণনামেতি শব্দং ॥১৬॥

অকৌবজ উবাচ ।

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্ত লোকে সহস্রমাহর্দশ পূর্ণং শতানি ।

দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো দশৈরকা দশ দাশা দশাহাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নবেতি । পিতৃণাং যজ্ঞে, সামিধেয়ঃ অগ্নিসমিধ্বনমন্ত্রাঃ, “ঋক্ সামিধেনী ধায়া চ যা ত্রাঙ্গিসমিধ্বনে” ইত্যমরঃ, নবৈব মূনিভিরুক্তাঃ । তথা পুরুষ-প্রকৃতি-মহদহকারাশ্চত্বারঃ ত্রয়াত্রাণি চ পক্ষেতি নবানাং ত্রয়ানাং যোগো যস্মিন্ তৎ তাদৃশম্, বিসর্গং বিবিধাং সৃষ্টিং প্রাহ্নমূনয়ঃ । “পঙ্কজবদন্তয়োরপি সংযোগন্তৎকৃতঃ সর্গঃ” ইতি সাংখ্যকারিকোক্তেঃ পুরুষো-
হপি সন্নিধিযোগাৎ সৃষ্টেঃ কারণম্ । বৃহতী নাম চন্দ্রঃ, প্রত্যেকপাদে নবাক্ষরা সম্প্রদিতা । তথা একাদশো নবপর্ষদা নবৈবাক্ষাঃ, তেষাং যোগঃ পুরঃ পঞ্চাশা মেননম্, শব্দং পুনঃ, সর্বাং গণনাম্ এতি সর্বসংখ্যাপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্নোতি ॥১৬॥

দিশ ইতি । লোকে পুরুষস্ত দশ দিশ উক্তাঃ । প্রাচী, অবাচী, প্রতীচী, উদীচী,

ভারতভাবদ্বীপঃ

বসতি স নৃপশোর্বন্ধনে মোহযুগে ॥” ॥১৫॥ তত্র দ্বৈতব্রহ্মত্বং শরভস্তাহুপপন্নং সর্বৈবাং যুগপৎ সংসারোচ্ছেদাপত্তিরিত্যাশঙ্কতে বন্দা—নবৈবেতি । যথা পিতৃণামিষ্ঠো “ঐকৈব “উশন্তানিধীমহী”তি ঋক্ ত্রিভাষ্যে প্রত্যেকং ত্রিসমিত্কা নব সামিধেস্তোহগ্নিসমিধ্বনাখা স্বচঃ সম্প্রস্তুতে তথা একা প্রকৃতিরৈব ত্রয়ো গুণাঃ স্বশ্বেতরপ্রধানগুণভাবেন প্রত্যেকং ত্রিবিধাঃ সন্তো নবৈব সংযুক্ত্যমানা অংশানাং বহুভাবভারতম্যেন বিবিধং সর্গং কুর্কন্তি । যথা নবাক্ষরৈশ্চতুর্ভিঃ পাদৈর্বৃহতীসংজ্ঞকং চন্দ্রো ভবতি যথা বা নবৈবাক্ষাঃ ক্রমভেদেন স্থিতা যথেষ্ট সংখ্যাবাচিনো ভবন্ত্যেব গুণা নবৈবোক্তবিধয়া সন্তোহনেকথা তাবৎ ভজ্যন্তে তন্মাৎ প্রধাননিত্যতায়্য অবশ্যাত্ম্যগন্তব্যাদ্বৈতং সত্যমেবেতি ভাবঃ । “ত্রিঃপাঠে-
নানুপাঠে ত্রিসমিধিতি যথা সামিধেন্যক্ নবদ্বং প্রাপ্নোত্যেব প্রধানং ত্রিগুণমহুগুণং ত্রিপ্রবেশান্নবদ্বম্ । গদ্যাহংস্তং নবাক্ষী গণিতমিব মহামুখ্যমেতৎ প্রসূতে তন্মাত্রৈস্তং

বন্দী বলিলেন—“পিতৃযজ্ঞে নয়টি অগ্নিসমিধ্বনের মন্ত্র উক্ত আছে ; মূনিরা বলেন—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অর্ধাকার ও পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এই নয়টি পদার্থের যোগে নানাবিধ সৃষ্টি হয়, বৃহতীচন্দ্রের প্রত্যেক পাদে নয়টি করিয়া অক্ষর উক্ত হইয়া থাকে এবং এক হইতে নয় পর্য্যন্ত নয়টি-মাত্র অক্ষর, সেগুলির পরস্পর যোগে আবার সমস্ত সংখ্যাই হয়” ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

আয়েদী, নৈঋতী, বায়বী, ঐশানী, উৰ্দ্ধা, অধশ্চেতি দশ দিশঃ । দশ শতানি পূৰ্ণমেকং
সহস্রমাহ্মনয়ঃ । গৰ্ভব্যঃ ত্রিঃ, দশ মাসান্ যাবদেব গৰ্ভান বিভ্রতি । দশ এরকা নিন্দকাঃ ।
আঙ্ পূৰ্ণাং “দৈব ক্ষেপে” ইতীরধাতোৰ্ণি রূপম্ । তে যথা—“আময়ী দুৰ্গতঃ শোকী
দণ্ডিতশ্চ শঠঃ খলঃ । নষ্টবৃত্তিমদী চেৰ্গী কামী চ দশ নিন্দকাঃ ॥” ইতি নীতিশাস্ত্রম্ । দশ
দাশা দশাঃ শরীরজাবস্থা ইতি যাবৎ । দশৈব দশ ইতি প্রজ্ঞাদিহাং স্বার্থে অণ্ । তাস্চ
গৰ্ভবাসঃ, জন্ম, বাল্যম্, কৌমারম্, পৌগণ্ডম্, কৈশোরম্, যৌবনম্, প্রৌঢ়ম্, বার্দ্ধকম্,
মৃত্যুশ্চেতি । দশ অর্হাঃ পূজ্যা গুরব ইতি যাবৎ । তে চ “উপাধ্যায়ঃ পিতা ‘জ্যেষ্ঠভ্রাতা
চৈব মহীপতিঃ । মাতুলঃ শ্বশুরশ্চৈব মাতামহপিতামহৌ । বন্ধুজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্তেতে
গুরবো মতাঃ ॥” ইতি কুৰ্মপুরাণম্ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রধানাধিকমিহ বৃহতীবাঙ্করেভ্যো নবভাঃ ॥” ॥১৬॥ তদেতৎ“দিক্সো মায়্যভিঃ পুরুষপ ঈয়তে
যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশ” ইতি শ্রুতানুসারাদদৈতস্মানির্বচনয়মায়্যাসহায়ে ব্রহ্মণোব ভানোপ-
পত্তৌ ন সত্য। প্রকৃতিরত্বাপেয়েত্যাশয়বানষ্টাবক্রঃ পরিহরন্নাহ—দিশ ইতি । “তা বা এত
দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞ দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূত”মিতি “তস্মা বাচা সৃষ্টৌ পৃথিবী চান্নিস্তে”তি
কৌষীতকীয়েতরেয়কয়োদর্শনাৎ দশৈব বাগাচ্চাঃ প্রজ্ঞামাত্রা অগ্নাদীনাং ভূতমাত্রাণাং সৃষ্টাঃ ।
দিশস্তি বিষয়স্বরূপমতিস্বজস্তি তা দিশো বাগাচ্চা দশৈব পুরুষস্ব দেহাখ্যে পুরে বসতো জীবন্ত
পূৰ্ণং পরং ব্রহ্মৈব দশ শতানি সহস্রকং বিভূতিভেদেন মায়য়া বহুরূপাং ভূতাহন্তীত্যাহবৈদ্যাঃ ।
এতেনায়ং বৈ হরয়ো যং বৈ দশ সহস্রাণি প্রযুক্তান্বর্দনীতি যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশে-
ভ্যেবমন্ত্যাপাদস্ত শ্রোতী ব্যাখ্যা দর্শিতা । তথা চ বজ্ররূগবম্বায়্য বৃহন্ত বাধিতাহণী-
তরজাতীতি বক্তুং শক্যম্ । পরমতে তু বিভোরলুপ্তদশঃ পুরুষস্ব মুক্তৌ তদদর্শনোক্তি-
রমুপপন্ন। দৃষ্টান্তভাবাদিতি ভাবঃ, পরা, পূর্বেষাং সংখ্যা বৃণক্তি বিতর্করূপো অপরেভিরেতি ।
অনানুভূতীরবধুনাঃ পূর্বারিভ্রঃ শরদন্তর্গতীতি । “রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব তদন্ত
রূপং প্রবিচক্ষণায় । ইহো মায়্যভিঃ পুরুষপ ঈয়তে যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশ ॥” ইতি দশ
তম্যাম্ । অষ্টকাধ্যায়বর্গে “ঋচাবৈজ্যো আয়্যস্মেতে অনয়োবর্ধঃ ষয়া হ প্রোজাপত্যা দেবাচ্চা-

অষ্টাবক্র কহিলেন—“জগতে মানুষের পক্ষে দশটি দিক্ উক্ত হইয়াছে
(যথা—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, উৰ্দ্ধ, ও অধ) ।
শত সংখ্যাকে দশ গুণ করিলে পূর্ণ এক সহস্র হয় । গৰ্ভবতী রমণীরা দশ
মাস যাবৎ গৰ্ভ ধারণ করে । দশপ্রকার লোক পরের নিন্দা করে (যথা—
রোগী, দরিদ্র, শোকাক্ত, রাজদণ্ডিত, শঠ, খল, নষ্টবৃত্তি, মন্ত, ঈর্ষাপরায়ণ ও
কামুক) । মানুষের দশটি অবস্থা (যথা—গৰ্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড,
কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক ও মৃত্যু) । এবং দশ জন গুরু (পুরুষের মধ্যে
এই দশ জন গুরু । যথা—অধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর,
মাতামহ, পিতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ মামাততাই প্রভৃতি এক পিতৃব্য) ” ॥১৭॥

বন্দ্যুবাচ ।

একাদশৈকাদশিনঃ পশুনাএকাদশৈবাত্র ভবন্তি যুগাঃ ।

একাদশ প্রাণভূতাং বিকারা একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । একাদশ ইন্দ্রিয়াণি । বাক-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থকপাণি কশ্মেস্ত্রিয়াণি পঞ্চ, কর্ণ-অক-চক্ষু-জিহ্বা-নাসিকাকপাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চেতি । গ্রাহ্যতাসম্বন্ধেন তানি একাদশ ইন্দ্রিয়াণি এথাং সঙ্গীতি একাদশিনঃ । তেষামেকাদশানামিন্দ্রিয়াণাং বিধয়া অপি একাদশৈবেত্যর্থঃ । তে চ কশ্মেস্ত্রিয়াণাং বচনাদানবিহবণবিমগানন্দাঃ পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ, মনসশ্চ সর্বম্ । অত্র সত্রয়াগাদৌ একাদশৈব পশুনাং যুগা বন্ধনস্তত্ত্বা ভবন্তি । প্রাণভূতাম্ একাদশ বিকারা একাদশানামিন্দ্রিয়াণামগুণা বৃত্তয়ো ভবন্তি । দিবি স্বর্গে, দেবেষু মধ্যে একাদশ রুদ্রাশ্চ উক্তাঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বাশ্চ তত্র কানীয়সা এব দেবা জ্যাযাংসো অন্তরা ইতি প্রতিপ্রসিদ্ধাঃ পূৰ্বেদেবাঃ স্বাভা-
বিকাসরূপাপ্যুপা কামকোষাদযশেষাং সখ্যা সখ্যানি পবাবৃণক্তি দ্বাবদ্বজ্জয়তি । বিতৰ্জ-
রাণঃ তত্বারেতি তৰ্জ্বাণঃ স্তীর্ণবান্ । তরুণৈচাশেঃ কানচ দ্বিহং বহুলাং ছন্দসী-
তু্যকারোহস্তাদেশো রপবঃ ত্রিবৈবাগ্যাভ্যাসাদিমান্ যপবেতিঃ অপরৈর্দেবৈঃ শাস্ত্রীয়ৈঃ
শমদমাদিভিরেতি প্রাপ্পোমি সখ্যোত্যমুখ্যভ্যতে কামাদান্ জিহ্বাহত্যাদরেণ শমাদিপরে
ভবতীত্যর্থঃ । এবভূতঃ অনাহভূতীরনহভবান্ ভ্রান্তিজ্ঞানানি শুক্লিরজতজ্ঞানতুল্যানি
দেহাত্মজ্ঞানান্তবধ্বানোহপমুদ্রান্ননস্তরতুপাধ্যাকাবতাং নিবেধমিষ্টঃ পরমেশ্বরোহপ্যবিজ্ঞয়া
জীবভাবমাপন্নঃ সন্ লভাত্তত্বো বিধান পূৰ্ব্বাঃ শরদঃ অনাদিকালপ্রবৃত্তকৰ্ম্মবাসনাস্তৰ্জরীতাতি-
শয়েন তরতি বীতবন্ধো ভবতীত্যর্থঃ । অত্র অনহভূতিপদেন শুক্লো রজতঃ পশুন্ রজতঃ
বা শুক্লিং বা নাহভবতীতি লৌকিকপ্রযত্নেন দেহাত্মজ্ঞানস্তানহভূতিঃ বদন্তী প্রতি-
দেহাদেমিথ্যাস্বং সূচয়তি । তদ্ব্যাপাদনায় মদ্রো রূপং রূপমিত্যাদিস্তত্র মায়য়েতি অনূতেনা-
জ্ঞানেনেত্যর্থঃ । সত্যে তৎকার্যপদার্থদর্শনস্তানহভূতিহাযোগাদিতি । শেষং স্পষ্টার্থম্ ।
অনাহভূতীরিত্যত্র আব্রাদীন্ প্রকৃত্য আত্মকরং শূন্তং তেবামনস্তিত্যস্ত মধ্যমিত্যেনানা-
নহ ইতি বর্ণজ্ঞস্ত মধ্যং শূন্তং দীর্ঘং ভবতীতি প্রাতিশাখ্যে দীর্ঘবিধানাদনহভূতীরিত্যর্থঃ ।
পদপাঠশ্চৈবমেবেতি দিক্ । দশৈব মাসানিতি যথা স্ত্রিয়ো গর্ভেণাস্তরালিকঃ সখ্যকো
বীজকুমলস্তায়নৈবমপক্কস্ত চিদাত্মনোহহঙ্কারেণেত্যর্থঃ । দশৈরকাঃ আসমস্তাদীরয়ন্ত্যপ-
দিশন্তি তষ্মিত্যেকান্তদর্শিন উপদেষ্টারঃ । দশ মাসান্তস্ত ক্লেপকাঃ । দশ অর্হান্ত-
বিজ্ঞাধিকারিণঃ । এবমুক্তবিধং ব্রহ্মাভৈতং ব্ধানামহভবসিদ্ধং মূঢ়ানাং বিবেকং চিত্তশুদ্ধি-
মতাং প্রক্লেপমিত্যর্থঃ । “স্বোখপ্রজ্ঞাদিশোহস্মিন্ দশ পুরি বসতঃ পূরবিজ্ঞাষ্টকায়া তাঃ
পূর্ণং বন্ধনস্তাঃ স্রগহিসমপূরাং ব্যাপনাং পূর্ণতাত্ত । পুংপুংযোগর্ভমাত্তোরিব পৃথগ-
পৃথগকেন সত্যানুতে স্তঃ কেহল্যাক্ষাঃ পদং তৎ কতিচন বিমুখাঃ কেহপি তৎপ্রাপ্তি-
যোগ্যাঃ ॥” ১১৭ একাদশেতি । প্রাণভূতাং পশুনাং জীবপশুনাং একাদশিনঃ একাদশে-

অকৌবজ্জ উবাচ ।

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহর্জগত্যাঃ পাদে দ্বাদশৈবাক্ষরাণি ।

দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতো যজ্ঞ উক্তে দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি । মুনয়ঃ সংবৎসরম্, দ্বাদশ মাসা যত্র তৎ তাদৃশমাহঃ, “দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ কচ্ছিন্নদ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ” ইতি শ্রুতেঃ । জগত্যা জগতী নামচ্ছন্দসঃ, প্রত্যেকঃ পাদঃ, দ্বাদশৈবাক্ষরাণি দ্বাদশদ্বাদশাক্ষরবিংশতিঃ । প্রাকৃতো যাজ্ঞিকানাং স্বভাবসিদ্ধ উপসদাখ্যা যজ্ঞঃ, দ্বাদশাহো দ্বাদশাহসাধ্য উক্তঃ, “উপসদ্বিংশতি মাসমগ্নিহোজ্ঞঃ জুহোতি” ইত্যাদিশ্রুত্যেতি শেষঃ । তথা ধীরা ইহ আদিত্যান্ সূর্য্যান্ দ্বাদশ কথয়ন্তি ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

জিহ্বাণি প্রকাশকানি যেষু তে বিষয়াঃ শব্দাদয়স্তে একাদশৈব সংখ্যাভাঃ, ত এব সর্বেইপি প্রত্যেকং যুগা বন্ধকা রাগাদয়ঃ, নৈবাং কশ্চিদপ্যবন্ধকোহস্তীতি বক্তুং পুনরেকাদশগ্রহণম্ । অতোহত্র অবিশৃষ্টবিধেয়াংশতা দোষো নাস্তীতি জ্ঞেয়ম্ । বিকারাঃ শব্দাদিগ্রহজ্ঞা হর্ষবিবাদাঃ, ত এতে দ্বিবি সর্গেইপি রূপা রোদয়িতারো দেবানামপি সন্তি কিমূত মহত্ত্বাণাম্ । তথা চ সত্যাত্মনোহিসদ্ব্যং কথং স্তাং প্রত্যক্ষেণ দুঃখানুভবাদিত্যাক্ষেপঃ । “রূপা একাদশোক্তাঃ স্বপি স্বরূপান্ রোদয়ন্তীজিহ্বাণি তেবামেকাদশার্থা নৃপত্তনিগড়নে যুগভূতা ভবন্তি । রাগ-দেববরানি প্রতিবিষয়মমী তদযুক্তাং স্বাধিকারান্তবস্তুস্তেইপি চৈকাদশ যদিহ সিনোত্যেক ঐকৈকমেবাম্” ॥৮॥ দৃষ্টান্তমুৎপেদনৈব দাষ্টান্তিকং নির্দিষ্টম্ পরিহরতাষ্টাবজ্জঃ—যজ্ঞপাঠ সংবৎসরজগত্যা মাসাক্ষরেভ্যোহনতিরিক্তে এবং সজ্জাতাদন্তঃ শুদ্ধশ্চেতনো মূঢ়ানামপ্রসিদ্ধ-স্তথাপি । “আনন্দাচ্ছ্যেব শ্বিমানি ভূতানি জায়ন্ত” ইতি শ্রুতবধা অহর্গণানাং দ্বাদশাহ এবং সজ্জাতস্ত কৃৎসন্ত শুদ্ধং ব্রহ্মৈব প্রকৃতিঃ, এতদেব কূত ইত্যপেক্ষায়াং চিত্তত্বকৌকগম্যোহি-মর্থো ন শুদ্ধতর্কগমা ইত্যাহ—দ্বাদশাদিত্যানিতি । ধীরা ধ্যানবন্তো যোগিনাঃ । আদিত্যান্ আদদতে ইজিহ্বাণি স্ববিষয়েভ্যো ব্যাবর্তয়ন্তি তদ্বারা প্রত্যক্ তত্ত্বমধিগময়ন্তি তান্ দ্বাদশসংখ্যাকানাহঃ সনৎসজ্জাতাত্মা উদ্ভোগার্হো । “ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাংসবাং হ্রীতিভিচ্ছানস্বরা । যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতির্বমো মহান্ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণশ্চ” ইতি ।

বন্দী বলিলেন—“এগারটি ইন্দ্রিয় (যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ; কর্ণ, স্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা—এই পাঁচটি জ্ঞানে-ন্দ্রিয় এবং মন) । এগারটি ইন্দ্রিয়বিষয় (যথা—বাক্য, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয় ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়বিষয় এবং সমস্তই মনের বিষয়) । সত্রযোগে এগারটি পশুবন্ধনস্তত্ত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে । প্রাণিগণের এগারটি ইন্দ্রিয়ের এগার প্রকার বিকার হইতে পারে (যথা—অস্পষ্ট বাক্য, অসম্যক্ গ্রহণ ইত্যাদি) । আর, সর্গে দেবগণের মধ্যে এগার জন রুদ্র উক্ত হইয়াছেন” ॥১৮॥

বন্দ্যুবাচ ।

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ ।

লোমশ উবাচ ।

এতাবদ্রুক্তা বিররাম বন্দী শ্লোকশাস্ত্রং ব্যাজহারাক্তবক্রঃ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী ত্রয়োদশাদৌত্ৰিচ্ছন্দাংসি চাছঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ত্রয়োদশীতি । ত্রয়োদশী তিথিঃ প্রশস্তা উক্তা, “সর্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী” ইতি জ্যোতি-
র্বালাদিনেতি শেষঃ । মহী পৃথিবী চ ত্রয়োদশদ্বীপবতী । তত্র জম্ব-প্রক্ষ-শাল্লি-কুশ-
কোক-শাক-পুষ্করাধ্যাঃ সপ্ত মহাদ্বীপাঃ, লঙ্কা-যব-শ্রামান্তমান-সিংহল-লগুনাধ্যাঃ ষড়্ভূপদ্বীপা ইতি
মিলিত্বা ত্রয়োদশ দ্বীপাঃ । অত্র বিরামেণেতোহধিকাধ্যানে বন্দিনস্তাবদসামর্থ্যং সূচিতম্ ।
অর্জুং দ্বিতীয়ার্জম্ । অষ্টবক্রঃ অষ্টাবক্রঃ । কেশী তদাখ্যো দানবঃ, ত্রয়োদশাহানি দ্বাবং,
সসার বিষ্ণুনা সহ বোদ্ধুং জগাম, “বুগুধে বিষ্ণুনা সার্কিং ত্রয়োদশ দিনান্তসৌ” ইতি নার-
সিংহপুরাণাৎ । কিঞ্চ পণ্ডিতাঃ, অতিচ্ছন্দাংসি অতিশব্দাঘিতজগত্যাশিষ্যোপস্থাপিতানি
চ্ছন্দাংসি অতিজগতী অতিশর্করী অত্যষ্টৈঃ অতিপুতিঃ কতি চত্বারি চ্ছন্দাংসীত্যর্থঃ, ত্রয়োদশ
ত্রয়োদশাক্ষরবিশিষ্টঃ পাদ আদৌ যেষাং তানি । তথা চ অতিজগত্যাং ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাদঃ,
অতিশর্কর্যাং পঞ্চদশাক্ষরঃ, অত্যাঃ সপ্তদশাক্ষরঃ, অতিপুত্যাং উনবিংশত্যাক্ষরঃ । এবাং বিশেষন্ত
চ্ছন্দঃশাস্ত্রে দ্রষ্টব্যঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

“বহুপ্রত্যক্ষমেতৎ দৃঢ়মথ জগতী বর্ষবর্ষণমাংসং সম্ভাতাং প্রত্যগাস্ত্রানধিক ইতি বহুপাতি
লোকে তথাহপি । বাগারভো্য বিকারঃ প্রকৃতিরবিকৃতির্ষাদশাহানিবং কোহপ্যন্ত্যোবাং
সান আত্মা শমিত্তিরধিগতো বৈকৃত্য নৈনমীহু ।” ১১০। ব্রহ্মলোকং গতানামেব জ্ঞানং
তবতীতি কেবাকির্নির্লব্ধঃ কৃতযুগাদাবেব জ্ঞানং ভবতি ন কলাবিত্যপি কেচিৎ তান্

অষ্টাবক্র বলিলেন—“প্রত্যেক বৎসরে বারটী করিয়া মাস থাকে, জগতী-
চ্ছন্দের প্রত্যেক চরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবার নিয়ম আছে, ‘উপসদ’-
নামক বস্তু বার দিনে সম্পন্ন করিতে হয় এবং পণ্ডিতেরা বলেন—বারটী সূর্য
আছে” ১১০।

বন্দী বলিলেন—“ত্রয়োদশীতিথিকে প্রশস্ত বলা হইয়াছে এবং পৃথিবীতে
ত্রয়োদশটী দ্বীপ আছে—”

লোমশ বলিলেন—“বন্দী এইটুকু বলিয়াই বিরত হইলেন ; পরে অষ্টাবক্রই
এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্জ বলিলেন” ।

অষ্টাবক্র কহিলেন—“কেশীদানব বিষ্ণুর সহিত ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ করিয়া-
ছিল এবং অতিজগতীপ্রভৃতি চ্ছন্দের চরণে ত্রয়োদশপ্রভৃতি অক্ষর থাকে” ১২০।

লোমশ উবাচ । *

ততো মহানুদতিষ্ঠমিনাদভূক্ষীভূতং সূতপুত্রং নিশম্য ।

অধোমুখং ধ্যানপরং তদানীমকীবক্রকাপ্যদীর্ঘাস্তমেব ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ, সূতো বন্দী চার্দো পুত্রো বরুণপুত্রশ্চেতি তং বরুণপুত্রং বন্দিন-
মিত্যর্থঃ, “সূতঃ পারদবন্দিনোঃ” ইতি বিখঃ, ভূক্ষীভূতম্ অধোমুখং ধ্যানপরং ত্রয়োদশসংখ্যা-
বিশিষ্টপদার্থভ্রমসংগ্রহে চিন্তাপরায়ণকং, অষ্টাবক্রকাপি, উদীর্ঘাস্তমেব চতুর্দশসংখ্যাবিষয়মপি
উদীরয়ন্তমেব, নিশম্য দৃষ্ট্বা তদানীমেব মহান্ নিনাদঃ সভ্যানাং কোলাহল উদতিষ্ঠং ।
উদীর্ঘাস্তমিতি যন্ নিশম্যোতি দর্শনার্থে হৃৎস্পর্শঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

নিরাচটে—ত্রয়োদশীতি । দেশকালাপেক্ষা চিত্তভুজির্ন পুরুষবত্বসাধ্যোত্যাক্ষেপো বন্দিন-
প্রোক্তপূর্ব্বার্জেন । “ন ত্রৈতর্ক্যে স ধর্ম্মং সকলবসময়ে নাপি ভূতাদিষট্কে নো পাতালেষু
সপ্তধি তু কৃতযুগে সত্যলোকে চ সোহিতি । তস্মাদ্ধ্যা সর্ব্বসিদ্ধা তিথিরিয়মপি ন
বাপ্তয়েতীব শতা নো বা লোকান্তপোক্তা ইতি মথতপসী শ্রেয়সে নাস্বচর্চা ॥” উত্তরাঙ্কে
তু—“কেশী অগ্নিবাহুঃ সূর্য্যশ্চ কেশিনঃ” ইতি বৈদিকপ্রসিদ্ধেরয়াদিবদসক আত্মা । ত্রয়োদশ-
সংখ্যানি দশেজ্জিরাপি বুদ্ধিমনোহিহকারাখ্যানি, অহঃশব্দোহিহ কৃত্বাচ্যপি লক্ষণয়া বিবয়ে-
জ্জিরসবন্ধরূপভোগাথে যজ্ঞে বর্ত্ততে, অসকস্তাপ্যাত্মনো বুদ্ধাদিসিদ্ধাৎ “ধ্যায়তীব লেনার-
তীবে”তাদি ক্রতেঃ সজ্জিবিব ভাতি অতো বুদ্ধাদিহঃ শোখনীয় এব ন তুদাসীত । “ন তস্ত
প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়েন্তে তদিন্নমপ্যেতাহি য এবং বেদাহং ব্রহ্মানী”তি ক্রত্য-
বষ্টন্তেনেহৈব দেশে কালে চ মুক্তিরসীতি ভাবঃ । যতোহিতিচ্ছন্দাংসি ছাদকমজ্ঞানমতি-
ক্রান্তানি ধর্ম্মানীনি ছাদন । ত্রয়োদশাদীনি ত্রয়োদশানাং বুদ্ধাদীনামাদৌগদমনীলানি
ধর্ম্মাদিবলাতুংপরে জ্ঞানে বুদ্ধাদিহো নিবৃত্তন্ত ইত্যর্থঃ । তেষু বুদ্ধাদিষু নিবৃত্তেষু ব্রহ্মা-
বৈষতঃ কথয়িতুমাগতেহসীতি প্রাক্প্রতিজ্ঞাতং তদ্বিহ স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যুক্তমিতি
ভাবঃ । “এতর্হীজৈব দেবা ইব মুনিমহুজা যান্তি সার্কীন্দ্ৰা”মিত্যাহ্যুক্তেঃ “সোহিং মনোযীথ-
দশকমহুযয়িবাবৃকতুল্যঃ । সজীবাসক্যপি ত্রাং জিশদগগনমন্ত্যোব ধর্ম্মাদিহন্তে যেহিতি-
চ্ছন্দোহিতিথানান্তিমিরমতিগতা এবমবৈষতসিদ্ধিঃ ॥” তদ্বয়ং সংগ্রহঃ—“তব্বদী সাকি-
সাক্যে ক্রতিষু কৃতিপরোহিহ্যত্র কর্ত্তাপি সোহিত্তা পক্ষানাং বষ্টমেতৎ স্বমথ সমতিকৈতৈঃ
করোত্যট্টোহিহিঃ । সোহিং সাকী ততোহিত্তে গুণময়মখিলং চিন্নান্তে সত্বঃখা চিং ত্রাং
ত্বঃখীতরা সা শমযুগিহ চিদবৈষতভাগষ্টবক্রঃ ॥” গ্রন্থবিস্তরভাট্টাহ্যুক্তোপক্রমানহুপাৎ
ক্রিষ্টবাৎ প্রয়োজনবদধর্মাণস্যবসারিষাক্ষ টীকাভরোক্তা অর্থা নেহ প্রদশিতাঃ ॥২০॥ সূত-

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর বন্দীকে নীরব, অধোমুখ ও চিন্তাসক্ত দেখিয়া
এবং অষ্টাবক্রকে তাহার পরেও বলিতে উদ্ভত দর্শন করিয়া তখনই সভ্যগণের মধ্যে
মহাকোলাহল উখিত হইল ॥২১॥

* অন্নং পাঠঃ বা ব কা নান্তি

তস্মিন্তথা সঙ্কলে বর্তমানে ক্ষীণে যজ্ঞে জনকস্তোত্র রাজ্ঞঃ ।

অষ্টাবক্র পূজয়ন্তোহত্মাপেয়ুর্বিপ্রাঃ সর্কে প্রাজ্ঞলয়ঃ প্রতীতাঃ ॥২২॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অনেনৈব ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসো বাদে জিহ্বা সলিলে মজ্জিতাঃ প্রাক্ ।

তানৈব ধর্মানয়মন্ত বন্দী প্রাপ্নোতু গৃহাপ্নু নিমজ্জয়ৈনম্ ॥২৩॥

বন্দ্যুবাচ ।

অহং পুত্রো বরুণস্তোত্র রাজ্যন্তব্রাহ্ম সত্রং দ্বাদশবার্ষিকং বৈ ।

সত্রেণ তে জনক ! তুল্যকালং তদর্থং তে প্রহিতা মে দ্বিজাগ্র্যাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্ভিত্তি । উতপদ্যঃ পাদপূরণে, “উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ । সমুচ্চয়ে বিতর্কে চ প্রপ্নে চ পাদপূরণে-” ইতি মেঘিনী । জনকস্ত রাজ্ঞঃ, ক্ষীণে প্রবৃদ্ধে তস্মিন্ যজ্ঞে, তথা সঙ্কলে কোলাহলৈকমূলে বর্তমানে সতি, প্রতীতাঃ সন্তটাঃ সর্কে বিপ্রাঃ পূজয়ন্তঃ সম্মানয়ন্তঃ প্রাজ্ঞ-লয়ন্ত সন্তাঃ, অষ্টাবক্রম্, অত্মাপেয়ুঃ উপগতাঃ ॥২২॥

অনেনৈতি । প্রাক্ অনেন বন্দিনৈব, শুশ্রুবাংসঃ শ্রুতবন্তঃ শাস্ত্রজ্ঞা ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণাঃ, বাদে জিহ্বা সলিলে মজ্জিতাঃ । অতঃ অহং বন্দী অস্ত তানৈব ধর্মান্ নিগ্রহ-বন্ধন-মজ্জন-রূপান্ ব্যবহারান্ প্রাপ্নোতু । তেন চ এনং বন্দিনম্, গৃহ গৃহীত্বা, অপ্নু জলে মজ্জয় ইতি ককিং প্রত্যাহরোথঃ ॥২৩॥

অহমিতি । উত পাদপূরণে । অহং বরুণস্ত রাজ্ঞঃ পুত্রঃ, অতো মে জলমজ্জনভয়ং নাতীতি ভাবঃ । হে জনক ! তে তব সত্রেণ অনেন যজ্ঞেন তুল্যকালঃ দ্বাদশবার্ষিকম্ অস্ত বরুণস্ত সত্রং যজ্ঞঃ তত্র পাতালে বর্ততে । তদর্থং তদর্শনার্থমেব, মে ময়া, তে দ্বিজাগ্র্যা

ভারতভাবদীপঃ

পুত্রঃ শোভনঃ উতঃ গটন্তব্যং প্রকৃতিবিকৃত্যাত্মকস্তত্ত্বভিরোতুভিচ্চ প্রোতদ্বাদুতঃ ক্রতুরপি নৃতঃ শোভনযজ্ঞো বরুণস্ত পুত্রম্ । স ইতস্তঃ স বিজানাত্যোতুভিতি মন্ত্রবর্ণিতদ্বাদুত-কস্ত ক্রতোব্রতশব্দবাচ্যম্ উদাহৃতমুদাহরণং তুয়মানমিত্যর্থঃ ॥২১—২২॥ শুশ্রুবাংসঃ

জনকরাজ্যায় সেই আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ সেই কোলাহলে ব্যাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণেরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টাবক্রকে সম্মানিত করিবার জন্য কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন” ॥২২॥

তখন অষ্টাবক্র বলিলেন—“ব্রাহ্মণগণ ! এই বন্দীবেটাই পূর্বে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে বাদে জয় করিয়া তাঁহাদিগকে জলে ডুবাইয়া দিয়াছে ; অতএব আজ এই বন্দীবেটাকে সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হউক ; সুতরাং আপনারা ইহাকে ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিন” ॥২৩॥

তে তু সৰ্ব্বৈ বরুণস্তোত যজ্ঞং দ্রুতং গতা ইম আয়াস্তি ত্বয়ঃ ।

অষ্টাবক্রং পুজয়ে পূজনীয়ং যন্ত হেতোর্জনিতারং সময়ে ॥২৫॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

বিপ্রাঃ সমুদ্রোস্তাস মজ্জিতা যে বাচা জিতা মেধয়া বা বিদানাঃ ।

তাং মেধয়া বাচমথোজ্জহার যথা বাচমবচিস্তি সন্তঃ ॥২৬॥

.....

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ, গ্রহিতা বামে বিজিতা ইতঃ প্রেরিতাঃ, তে চ বেদয়া ন বাস্তবীতি বাদবিজয়-
রূপং পণং বিধায় তত্র বিজিতা চ তে জলে নিপাতিতা ইত্যশয়ঃ ॥২৪॥

ত ইতি । তে তু সৰ্ব্ব এব বিজ্ঞাগ্ৰাঃ, বরুণস্ত তং যজ্ঞং দ্রুতং গতাঃ, ইমে তে ত্বয়ঃ
পূনরায়ান্তি । অতো ন মে ব্রহ্মহত্যাপাপমিতি ভাবঃ । উপকারিত্বাৎ, পূজনীয়মষ্টাবক্রম্
অহং পুজয়ে, যন্ত হেতোরহং জনিতারং জনয়িতারং বরুণং সময়ে প্রাপ্যামি ॥২৫॥

বিপ্রা ইতি । হে জনক । ভবদীয়লোকৈর্বিপ্রাঃ সমুদ্রোস্তাসি মজ্জিতাঃ, যে বিদানা
জানিনো বিপ্রাঃ, বাচা, মেধয়া বা বুদ্ধ্যা চ বন্দিনা জিতাঃ । অথাহং মেধয়া স্ববুদ্ধ্যা, যথা তাং
বন্দিনো বাচম্, উজ্জহার উদ্ধৃতবান্ বিজিতবানস্মি, তথা মম বাচম্, সন্তঃ অসী সন্তাঃ
পণ্ডিতাঃ, অবচিস্তি পরিচিস্তি জানন্তীত্যর্থঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পণ্ডিতাঃ ॥২৩ - ২৪॥ জনিতারং বরুণম্ ॥২৫॥ বিপ্রা ইতি । বাচা উচৈঃ পার্শ্বেনৈব উত
মেধয়া উহাপোহকৌশলেন বিপ্রা বিদানাঃ পণ্ডিতা অপি জিতা মজ্জিতান্, তাং প্রসিদ্ধাং
বাচং বেদময়ীং মেধয়া সহিতাং বন্দিনা কৃতকারণে মজ্জিতামহং যথা উজ্জহারোদ্ধৃতবানস্মি
তথা সন্তঃ সদস্যচনবিবেককুশলা অবচিস্তি, পরীক্ষয়ন্তি, লোড়র্থে লট পরীক্ষয়ন্তীত্যর্থঃ ॥২৬॥

বন্দী বলিলেন—“মহারাজ জনক ! আমি বরুণদেবের পুত্র ; (স্মৃত্ত্বাং
আমার জন্মমজ্জনের ভয় নাই) । এদিকে যখন আপনার যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া-
ছিল, বরুণরাজ্যের দ্বাদশবর্ষব্যাপক যজ্ঞ আরম্ভও তখনই সেখানে হইয়াছিল ;
স্মৃত্ত্বাং সেই যজ্ঞ দর্শনের জন্তই আমি সেই প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ
করিয়াছি ॥২৪॥

সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই বরুণদেবের যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন,
এই আবার আসিতেছেন ; কিন্তু পূজনীয় অষ্টাবক্রকে আমি পূজা করি । কারণ,
ঐহার জন্য আমি পিতাকে দেখিতে পাইব” ॥২৫॥

অষ্টাবক্র বলিলেন—“জনকরাজ ! বন্দী বাক্যের কোশলে ও বুদ্ধির প্রভাবে
যে সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে জয় করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে আপনার লোকেরা সমুজ্জের
জলে নিমগ্ন করিয়াছে । তাঁর পর আমি আবার বুদ্ধিবলে যেভাবে বন্দীর বাক্য
জয় করিয়াছি, তাহা এই পণ্ডিতেরা জানেন ॥২৬॥

অগ্নির্দহন জাতবেদাঃ সত্যং গৃহান্ বিসর্জয়ন্তেজসা মান্দ্রধাকীং ।

বালেশু পুত্রেষু কৃপণং বদন্ত তথা বাচমবচিস্তি সন্তঃ ॥২৭॥

শ্লেষ্মাতকী ক্রীণবর্চাঃ শৃণোষি উতাহো হ্যং স্ততয়ো মাদয়ন্তি ।

হস্তৌব স্তং জনক ! বিভুগমানো ন মামিকাং বাচমিমাং শৃণোষি ॥২৮॥

ভাষ্যতকৌমুদী

অগ্নিরিতি । জাতং বৃত্তং সাধুত্বমসাধুত্বং বা বেদীতি জাতবেদা অগ্নিঃ, সত্যং গৃহান্ বিসর্জয়ন্ত সাধুগৃহস্থাদেব পরিত্যজন্ত, বনং দহন্ত, তেজসা মান্দ্রধাকীং সংপাদনমপি ন দহতু । অত্রায়মায়ঃ—তপঃপ্রভাবাদহং ক্রমেবায়িকরঃ, লোকানাং সাধুত্বমসাধুত্বঞ্চ জানামি । এবঞ্চ বাদবিজিতব্রাহ্মণগণববাদবিজিতমেনং বন্দিনমপি জলে নিমজ্জয়সি চেত্তদা স্ত্রায়পরাশ্রয়তয়া সাধুত্বং ভবন্তং শাপেন ন দহামি, ইতরথা তু বন্দিনং দহন্ত ভবন্তমপি দহামীতি । অথ বালস্ত তে বচনং ন ময়া গ্রাহমিত্যাহ—বালোষতি । তথা সন্তঃ সাধবঃ, বালেশু পুত্রেষু চ, কৃপণময়ং বদন্তমপি, তেবাং বাচম, অবচিস্তাস্ত গৃহান্তি, বালবাচঃ স্পৃহণীয়ত্বাৎ পুত্রবাচস্ত হেহাকর্ষণাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

আকর্ণিতি—শ্রোয়েতি । হে জনক ! শ্লেষ্মাতকং বহবারকলমভ্যাতীতি শ্লেষ্মাতকী বহবারকলভোজী । বহবারাখ্যকলভোজনে হি শ্লেষ্মাতিরেকেণ লোকঃ স্তব্ধো ভবতীতি বৈশ্বকপ্রসিদ্ধিঃ । অতএব ক্রীণবর্চাঃ ক্রীণবৃদ্ধিশক্তিঃ সন্ শৃণোষি, অতএব চ কর্তব্যমুদ্বোধসীতি ভাবঃ । উতাহো অথবা, বন্দিনাং স্ততঃস্বাং মাদয়ন্তি । অতএব তম্, তুগমানো মল্লিনয়া ব্যাখ্যমানোহপি, হস্তৌব, মামিকাং মদীয়াম্, ইমাং বাচং ন শৃণোষি । “শেলুঃ শ্লেষ্মাতকঃ শীত উদালো বহবারকঃ” ইত্যমরঃ ॥২৮॥

ভাষ্যতভাবদীপঃ

নহ বন্দিনোক্ততাং বাচং স্বমেব কৃত্তর্কার্ণবে মজ্জিতবানসি তত্র কিং সন্তিঃ পরীক্ষণীয়-মিত্যাপহ্যাহ—অগ্নির্দহন্তি । অগ্নির্দহন্ত বভাবেন দাহকোহপি জাতবেদাঃ জাতানি সত্যামসত্যঞ্চ বৃত্তানি বেদ জানাতীতি জাতবেদাঃ সত্যং সত্যান্তিসন্ধীনাং গৃহান্, শরীরানি বিসর্জয়ন্ত বর্জয়ন্তেজসা যথা অধাকীং স্য অর্ধাদনৃত্তান্তিসিদ্ধিগৃহান্, নশক উপমার্ধে । অপো ন নাবা ছরিতান্তরেমেত্যাদিবৎ । যথা তপ্তপরন্তগ্রহণে বহিঃ সত্যান্তিসিদ্ধিং ন দহতি সত্যপক্ষপাতী ন তু জাতিবয়োবিজ্ঞানপক্ষপাতী এবং সন্তোহপি বালাদিযু, অতো বালবচনমিতি মধাক্যং নাবমন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২৭॥ শ্লেষ্মাতকীশক্তিঃ স্তব্ধবিশেষতস্ত পুত্রেষু ভোজনং তৎকলতক্ষণঞ্চ বৃদ্ধয়ঃ দৌষকরকতি-

সুতয়াং অবস্থাভিজ্ঞ আশ্রয় সজ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, বন দহ করিতে থাকিয়া উৎকৃষ্ট বৃক্ষও যেন দহ না করেন । তা'র পর রাজা । বালক বা পুত্র অল্প কথা বলিলেও সজ্জনেরা তাহাদের সে কথা অবশ্যই গ্রহণ করেন ॥২৭॥

জনকরাজা । আপনি কি চালিতাকল খাইয়া (শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ) বৃদ্ধিশ্রুত হইয়া শুনিতেছেন ? অথবা বন্দিগণের স্ততিবাদ আপনাকে একেবারে মত্ত

জনক উবাচ ।

শৃণোমি রাচং তব দিব্যরূপামমামুযৌং দিব্যরূপোহসি সাক্ষাৎ ।
অজৈষৌর্যবান্ধিনং ত্বং বিবাদে নিশ্চয়ঃ এষ তব কামেহং বন্দী ॥২২॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

নানেন জীবতা কশ্চিদর্থো মে বান্ধিনা নৃপ ! ।
পিতা যদ্যস্ত বরুণো মজ্জয়ৈনং জলাশয়ে ॥৩০॥

বন্দ্যুবাচ ।

অহং পুত্রো বরুণস্তোত রাজ্ঞো ন মে ভয়ং বিদ্যতে মজ্জিতস্ত ।
ইমং মুহূর্তং পিতরং দ্রক্ষ্যতেহয়মষ্টাবক্রশ্চিরনয়ং কহোড়ম্ ॥৩১॥

লোমশ উবাচ ।

ততস্তে পূজিতা বিপ্রা বরুণেন মহাত্মনা ।
উদতিষ্ঠংস্তথা সৰ্ব্বে জনকস্য সমীপতঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

শৃণোমীতি । হে বালক ! দিব্যরূপামত্যন্তমাম, অমাত্যমৌক্য তব বাচঃ শৃণোমি ; স্বক
সাক্ষাৎ দিব্যরূপঃ স্বর্গীয়তুলোহসি । কিঞ্চ তং বিবাদে বান্ধিনঃ যদজৈষৌঃ, তদন্ত এষ বন্দী, তব
কামে ইচ্ছায়াম, নিশ্চয়ঃ দত্তঃ । যথৈচ্ছামস্মিন্নাচরতি ভাবঃ ॥২২॥

নেতি । অর্থঃ প্রয়োজনম্ । মজ্জয়. বাদবিজ্ঞহকলস্তাবক্রকর্তব্যাদ্বাদ্ধিত্তি ভাবঃ ॥৩০॥

অহমিতি । অত্রাপি উত্তমকঃ পাদপূরণে । চিরনয়ঃ দ্বাদশবর্ষঃ যাবদদর্শনং গতম্ ॥৩১॥

করিয়া ফেলিয়াছে । যেহেতু, আপুনাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলেও আপনি
হস্তীয় জ্ঞায় আমার এই সকল কথা শুনিতেছেন না” ॥২৮॥

• জনক বলিলেন—“বালক ! তোমার বাক্য অলৌকিক ও অতি উত্তম ; সুতরাং
তাহা শুনিতেছি । আর, তুমিও সাক্ষাৎ দেবতার তুলা । তা’র পর তুমি যখন
বাদে বন্দীকে জয় করিয়াছ, তখন আমি আজ এই বন্দীকে তোমার ইচ্ছার অধীনই
করিয়া দিলুম” ॥২৯॥

• অষ্টাবক্র বলিলেন—“রাজা ! এই বন্দীকে জীবিত রীথিয়া ইহা দ্বারা আমার
কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না ; সুতরাং যদিও উহার পিতা বরুণ, তথাপি
আপনি উহাকে জলে নিমগ্ন করুন” ॥৩০॥

বন্দী বলিলেন—“আমি বরুণদেবের পুত্র ; সুতরাং আমার জলমজ্জনের
ভয় নাই । আর, এই মুহূর্তেই অষ্টাবক্র—চিরবিনষ্ট আপন পিতা কহোড়কে
দেখিতে পাইবেন” ॥৩১॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর কহোড়প্রভৃতি সেই সকল ভ্রাক্ষণ, মহাত্মা

কহোড় উবাচ ।

ইত্যর্থমিচ্ছন্তি স্ততান্ জনা জনক ! কর্শ্ণণা ।

যদহং নাশকং কর্তুং তৎ পুত্রঃ কৃতবান্ মম ॥৩০॥

উতাবলস্ত বলবান্ উত বালস্ত পণ্ডিতঃ ।

উত বাহবিদুষো বিদ্বান্ পুত্রো জনক ! জায়তে ॥৩৪॥

বন্দ্যুবাচ ।

শিতেন তে পরশুনা স্বয়মেবাস্তকো নৃপ ! ।

শিরাংস্তপহরহাজৌ রিপুণাং ভদ্রমস্ত তে ॥৩৫॥

মহদৌকধ্যং গীয়তে সাম চাথ্যং সম্যক্ সোমঃ পীয়তে চাত্র সত্রে ।

শুচান্ ভাগান্ প্রতিজগৃহ্ষচ হৃষ্টাঃ সাক্ষাদ্বেবা জনকস্তোত রাজঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তে কহোড়াদয়ঃ । এতেন সমুদ্রাসরদেশ এব জনকবজ্র আসীদ্বিতি বোধ্যম্ ॥৩২॥

ইতীতি । ইত্যর্থম্ এতদর্থং স্বকর্তব্যাকরণার্থমিত্যর্থঃ । কর্শ্ণণা পুত্রযোগাদিনা ॥৩৩॥

উতেতি । প্রথম উতপদ্যঃ পাদপূরণে, দ্বিতীয়তৃতীয়ো চ সমুচ্চরে । “উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ ।

সমুচ্চরে বিতর্কে চ প্রস্নে চ পাদপূরণে” ইতি মেদিনী । বালস্ত বৃথস্ত “বালঃ কচে শিশো নৃপে” ইতি বিশ্বঃ । অবিদুষঃ অজানিনঃ, বিদ্বান্ জানী ॥৩৪॥

বরুণবজ্রসম্পাদনার ব্রাহ্মণপ্রেরণে সাহায্যকরণাজনকং প্রত্যাশিষ্যং প্রযুক্তস্তে—শিতেনেতি । হে নৃপ । আজৌ যুদ্ধে অস্তকো যমঃ স্বয়মেব, শিতেন হৃদ্যরেণ পরশুনা, তে তব রিপুণাং শিরাংসি অপহরতু ; তে তব চ ভদ্রং মঙ্গলমস্ত ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রসিদ্ধম্ ॥২৮॥ অস্ত তব কামো নিষ্ফলঃ, এব বন্দী দৃশ্যতামিতি শেষঃ ॥২৯—৩২॥ ইত্যর্থ-
বেতদর্থম্ ॥৩৩—৩৪॥ শিতেন তীক্ষ্ণেন, তে তব রিপুণামিত্যর্থঃ, যদ্যপি তব শত্রু-

বরুণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া (সমুদ্র হইতে) জনকরাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন” ॥৩২॥

কহোড় বলিলেন—“মহারাজ জনক ! এইজন্তই মানুষ পুত্রযোগপ্রভৃতি কর্ম দ্বারা পুত্র কামনা করে । দেখুন—আমি বাহা করিতে সমর্থ হই নাই, আমার পুত্র তাহা করিল ॥৩০॥

জনকরাজা । দুর্বল লোকেরও বলবান্ পুত্র, মূর্খ লোকেরও পণ্ডিত পুত্র এবং অজানী লোকেরও জানী পুত্র অদ্বিত্য থাকে” ॥৩৪॥

বন্দী বলিলেন—“রাজা ! যুদ্ধের সময়ে যম নিজেই তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা আপনার শত্রুগণের মস্তক ছেদন করুন ; আপনার মঙ্গল হউক ॥৩৫॥

লোমশ উবাচ ।

সমুখিতেষধ সৰ্বেষু রাজন্ ! বিপ্ৰেষু তেষধিকং হুপ্রভেষু ।
 অনুজ্ঞাতো জনকেনাধ রাজ্ঞা বিবেশ তেয়ং সাগরন্তোত বন্দী ॥৩৭॥
 অষ্টাবক্রঃ পিতরং পূজয়িত্বা সম্পূজিতো ব্রাহ্মণৈস্তৈৰ্ঘথাবৎ ।
 প্রত্যাজগামাশ্রমমাশু চাগ্র্যং জিত্বা সৌতিং সহিতো মাতুলেন ॥৩৮॥
 ততোহষ্টাবক্রং মাতুরধাস্তিকে পিতা নদীং সমঙ্গাং নীত্বমিমাং বিশস্ব ।
 প্রোবাচ চৈনং স তথা বিবেশ সমৈরদৈশ্চাপি বভূব সগঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

জনকযজ্ঞঃ সৌতি—মহদ্বিতি । উত পাদপূরণে । জনকস্ত রাজ্ঞঃ, অত্র সত্তে যজ্ঞে, ঐক্যম্ উক্থাদিচ্ছন্দোবদ্ধম্, মহং বিশালম্, অগ্র্যমুত্তমঞ্চ সাম পীয়তে ; সোমঃ সোমরসস্ত সম্যক পীয়তে । উভয়ত্রাপি ব্রাহ্মণৈরুতি শেষঃ । তথা দেবাস্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষা হৃষ্টা সন্তঃ, ততান্ পবিত্রান্ ভাগান্ প্রতিজগৃহঃ ॥৩৬॥

কুয়িতি : হে রাজন্ ! যুধিষ্ঠির । অথ তেহু কহোড়াদিষু সৰ্বেষু বৰুণসম্মাননাদধিকং হুপ্রভেষু বিপ্ৰেষু সমুখিতেষু সংহ, অথ জনকেন রাজ্ঞা অনুজ্ঞাতো বন্দী, সাগরস্ত তেয়ং বিবেশ । অত্রাপ্যুতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৩৭॥

অষ্টেতি । পূজয়িত্বা অভিবাচ । অগ্র্যং শ্রেষ্ঠম্ । সৌতিং বন্ধিনম্ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সংহরণশক্তিধিকৃতি ভাবঃ ॥৩৫॥ ঐক্যমুক্থাধাক্রতুবিশেষে গেয়ং সাক্ষাদ্বিত্যপরোক্ষং দেবভাসান্নিধামুচ্যতে ॥৩৬—৩৭॥ সৌতিং হৃষ্টস্ত বরুণস্ত পুত্রম্ ॥৩৮॥ সমান্তদানি

সভ্যগণ ! জনকরাজ্যের এই যজ্ঞে উক্থাপ্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ, বিশাল ও মনোহর সামবেদ গীত হইতেছে এবং যথাযথভাবে সোমরস পীত হইতেছে ; আর দেবতার প্রত্যক্ষ ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন পবিত্র ভাগ সকল গ্রহণ করিয়াছেন” ॥৩৬॥

লোমশ বলিলেন—“রাজা যুধিষ্ঠির ! সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই বরুণের নিকট সম্মান লাভ করার অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন হইয়া সমুদ্র হইতে উদ্ভিত হইলে, জনকরাজ্যের অনুমতিক্রমে বন্দী যাইয়া সমুদ্রের জলে প্রবেশ করিলেন ॥৩৭॥

এদিকে অষ্টাবক্রও বন্দীকে জয় করিয়া, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বধানিয়মে সম্মানিত হইয়া, পিতা কহোড়কে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার ও মাতুল ষেত-কেতুর সহিত মিলিত হইয়া, (মাতামহ উদ্দালকের) শ্রেষ্ঠ আশ্রমে সশ্রব ই প্রত্যাগমন করিলেন ॥৩৮॥

(৩৮)...আশ্রমমেব চাগ্র্যম্—বা ব কা নি ।

বন-১৪২ (৮)

নদী সমস্তা চ বভূব পুণ্যা বস্তাং স্নাতো মুচ্যতে কিস্বিবাঙ্কি ।

স্বমপ্যেনাং স্নানপানাবগাহৈঃ সজাতৃকঃ সহভার্যো বিশম্ব ॥৪০॥

অত্র কোস্তেয় ! সহিতো ভ্রাতৃভিস্ত্বং সুখোষিতঃ সহ বিপ্রৈঃ প্রভীতঃ ।

পুণ্যান্ত্যানি শুচিকশ্মৈকভক্তির্ময়া সার্ব্ধং চরিতান্তাজমীঢ় ! ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সাহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ পিতা কহোড়ঃ, মাতুঃ স্নজাতায়া অস্ত্রকে, এনমষ্টাবক্রং প্রোবাচ । কিং প্রোবাচেতাহ—নদীমিতি । হে অষ্টাবক্র ! স্বমিমাং সমস্তাং সমস্তানান্না এতদাশ্রম-মাজ্জপ্রসিদ্ধাং নদীং শীত্ৰং বিশম্ব প্রবিশ ; বক্রাণামনান্নাঃ সমীকরণার্থমিত্যশয়ঃ । তথা আদেশেন, সোষ্টাবক্রোহপি বিবেশ, সন্তঃ সন্মৈরকৈবিশিষ্টচাপি বভূব ॥৩৯॥

নদীতি । পুণ্যা সা চ নদী, সমস্তা এতন্নান্না জগতি বিখ্যাতা বভূব, সমানি অন্নানি বস্তাঃ সকাশাৎ সেতি যোগাদিতি ভাবঃ । সমস্তেতি শকঙ্কাদিদ্বাদবশকন্ত অকারলোপঃ । স্নানপানাবগাহৈহন্তত্তদুদ্দেশৈঃ, বিশম্ব প্রবিশ ॥৪০॥

অজ্ঞেতি । প্রভীতঃ সন্তুষ্টঃ । শুচিষ্ পবিত্রেষ্ কশ্মহ স্নানাদিষ্ একা মুখ্যা ভক্তির্ষন্ত সঃ । অন্নানি পুণ্যানি কৰ্ম্মানি, চরিতাসি করিষ্যসি, যে অভ্রমীঢ় ! অভ্রমীঢ়বংশোদ্ভব ! ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াম্

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

করোতীতি সমস্তেতি যোগো দশিতঃ, শকঙ্কাদিদ্ভাৎ পররূপম্ ॥৩৯—৪০॥ প্রভীতো বিপ্রকঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১০॥

তাহার পর কহোড় স্নজাতার নিকটে অষ্টাবক্রকে বলিলেন—“অষ্টাবক্র ! তুমি সমস্ত এই নদীতে প্রবেশ কর” । তখন অষ্টাবক্রও সেই নদীতে প্রবেশ করিলেন এবং সন্তুষ্টই সমান (বক্রতাবিহীন) অঙ্গ হইয়া উথিত হইলেন ॥৩৯॥

সেই পবিত্র নদীটাও ‘সমস্তা’-নামে প্রসিদ্ধ হইল ; যে নদীতে স্নান করিয়া মাহুৰ পাপ হইতে মুক্ত হয় । যুধিষ্ঠির ! তুমিও ভার্য্যা এবং ভ্রাতৃগণের সহিত স্নান, পান ও অবগাহন করিবার উদ্দেশে এই নদীতে প্রবেশ কর ॥৪০॥

হে অভ্রমীঢ়বংশোদ্ভব কুন্তীনন্দন ! তাহার পর তুমি ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপুত্রগণ ও আমার সহিত মিলিত হইয়া সুখে বাস করিতে থাকিয়া, পবিত্র কার্য্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া সন্তুষ্টভাবে এখানে অস্ত্রান্ত পুণ্য কার্য্য করিবে” ॥৪১॥

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

এসা মধুবিলা রাজন্ । সমঙ্গা সম্প্রকাশতে ।
এতৎ কর্দমিলং নাম ভরতশ্চাভিষেচনম্ ॥১॥
অলক্ষ্ম্যা কিল সংযুক্তো বৃত্রং হত্বা শচীপতিঃ ।
আপ্নু তঃ সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ সমঙ্গায়াং ব্যমুচ্যত ॥২॥
এতদ্বিনশনং কৃক্ষৌ মৈনাকস্ত নরবৰ্ভ ! ।
অদিত্যিত্র পুত্রার্থং তদম্মমপচৎ পুরা ॥৩॥
এনং পৰ্ব্বতরাজানমারুহ্য ভরতৰ্ভতাঃ ! ।
অযশশ্চামসংশক্যামলক্ষ্ম্যাং ব্যপনোৎশ্রুথ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এবেতি । মধুভির্মধুতুলৈঃ সালিলৈঃ পূর্ণং বিলং যাতক্লেণা বস্তাঃ সা মধুবিলেতি
সমঙ্গায়া এব নামাস্তবম্ । ন চ “মধুবিলেতি অষ্টাবক্রাজসমীকরণাং পূৰ্ণং সমঙ্গায়া এব
নাম” ইতি নীলকণ্ঠোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যম, পূৰ্ব্বাধ্যায়ং অষ্টাবক্রাজসমীকরণাং পূৰ্ব্বমপি
“নদীং সমঙ্গাং শত্ৰুমিমাং বিশথ” ইতি সমঙ্গানামশ্রুতঃ । ভরতস্ত রাজঃ, অতিবিচ্যতে
অগ্নিহিত্যভিষেচনং তীৰ্থং ষট্ ইতি যাবৎ ॥১॥

অলক্ষ্মোতি । আপ্নুতঃ স্নাতঃ, সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ অলক্ষ্মীসংযোগভনকেভ্যঃ ॥২॥

এতদ্বিত্তি । বিনশনং নাম তীৰ্থম, কৃক্ষৌ অভাস্তবে । তৎ পুত্রবাগনিমিত্তকম্ ॥৩॥

এনমিতি । অযশশ্চাম অযশস্করীম, অসংশক্যাং নান্যাপ্যহুন্নেষ্যাম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবেতি । মধুবিলেতি অষ্টাবক্রাজসমীকরণাং পূৰ্ণং সমঙ্গায়া এব নাম ॥১—২॥ অঙ্গ
ব্রহ্মোদনম অদিতিঃ পুত্রকামা । “সাধোভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মোদমপচৎ ইতি শ্রুতঃ ॥৩॥

লোমশ বলিলেন “রাজা । এই সমঙ্গানদী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার
‘মধুবিলা’-নামও আছে ; আর এই ‘কর্দমিল-’ নামে ভরতরাজার তীর্থ ॥১॥

ইহা ব্রহ্মাসুরকে বধ করিয়া অলক্ষ্মীসমাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর
তিনি এই সমঙ্গানদীতে স্নান করিয়াই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ॥২॥

নরশ্রেষ্ঠ ! মৈনাকপৰ্ব্বতের নিকটে এই বিনশনতীর্থ ; পূৰ্ব্বকালে অদিতি-
দেবী যেখানে পুত্রের জন্ত পুত্রবাগের অঙ্গ পাক করিয়াছিলেন ॥৩॥

এতে কনখলা রাজমুখীণাং দয়িতা নগাঃ ।
 এষা প্রকাশতে গঙ্গা যুধিষ্ঠির ! মহানদী ॥৫॥
 সনৎকুমারো ভগবানত্র সিদ্ধিমগাং পুরা ।
 আজমীঢ়াবগাহৈনাং সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥৬॥
 অপাং হৃদঞ্চ পুণ্যাখ্যং ভৃগুভৃঙ্গঞ্চ পৰ্বতম্ ।
 তুষ্ণীগঙ্গে চ কোন্তেয় ! সাগুহঃ সমুপস্পৃশ ॥৭॥
 আশ্রমঃ শুলশিরসো রমণীয়ঃ প্রকাশতে ।
 অত্র মানঞ্চ কোন্তেয় ! ক্রোধকৈব বিসর্জয় ॥৮॥
 এষ রৈভ্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবেয় ! প্রকাশতে ।
 ভারদ্বাজো যত্র কবিৰ্যবক্রীতো ব্যনশ্রুত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এত ইতি । কনখলা নাম, দয়িতাঃ প্রিয়াঃ, নগাঃ পৰ্বতাঃ ॥৫॥
 সনতি । হে আজমীঢ় । আজমীঢ়াখ্যানুপতিবংশোদ্ভব । এনাং গঙ্গাম্ ॥৬॥
 অশামিতি । পূৰ্ব্বাঙ্গে গচ্ছেতি শেবঃ । তুষ্ণীগঙ্গে তদাখ্যে তীৰ্থে, সমুপস্পৃশ রাহি ॥৭॥
 আশ্রম ইতি । শুলশিরসো নাম মূনেঃ । মানং রাজদ্বাদিনিবন্ধনমভিমানম্ ॥৮॥
 এষ ইতি । রৈভ্যশ্রমঃ মূনোঃ, শ্রীমান্ হৃদয়ঃ । যবক্রীতো নাম ॥৯॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা এই পৰ্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাকে আরোহণ করিয়া
 নিন্দাজনিকা ও অমুল্যেখনীয়া অলঙ্কারকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে ॥৫॥

রাজা ! ঋষিগণের প্রিয় এই সকল কনখল পৰ্বত এবং যুধিষ্ঠির ! এই
 মহানদী গঙ্গা প্রকাশ পাইতেছেন ॥৬॥

এইখানেই পূৰ্বকালে ভগবান্ সনৎকুমার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ;
 অতএব যুধিষ্ঠির ! তুমিও এই গঙ্গায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত
 হইবে ॥৭॥

কুন্তীনন্দন ! তুমি ভ্রাতাদের সহিত পুণ্যাখ্য জলহৃদ ও ভৃগুভৃঙ্গপৰ্বতে
 বাইরা তুষ্ণীগঙ্গানামক তীৰ্থে স্নান কর ॥৮॥

ঐ মনোহর শুলশিরা মূনির আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইতেছে । কুন্তীনন্দন !
 তুমি এখানে অতিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর ॥৯॥

পাণ্ডুনন্দন ! এই মনোহর রৈভ্যমূনির আশ্রম প্রকাশ পাইতেছে ;
 যেখানে ভরদ্বাজমূনির পুত্র কবি যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন ॥১০॥

(৭)---তুষ্ণীগঙ্গেতি কোন্তেয় । সাগুহঃ সমুপস্পৃশ—বা য,---তুষ্ণীং গঙ্গাঞ্চ কোন্তেয় ।
 সগুহঃ উপস্পৃশ—পি, তুষ্ণীং গঙ্গাঞ্চ কোন্তেয় । সাগুহঃ—মি ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথংযুক্তোহভবদৃষির্ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

কিমর্থক যবক্রীতঃ পুত্রোহনশ্চ্যত বৈ যুনেঃ ॥১০॥

এতৎ সৰ্বং যথাবৃত্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

কশ্মভির্দেবকল্পানাং কীর্ত্যমানৈর্ভৃশং যমে ॥১১॥

লোমশ উবাচ ।

ভরদ্বাজশ্চ রৈভ্যশ্চ সখায়ৌ সংবভূবতুঃ ।

তাবৃষতুরিহাত্যস্তং প্রীয়মাণাবনস্তরম্ ॥১২॥

রৈভ্যশ্চ তু স্ততাবাস্তামর্ক্যাবশ্ব-পরাবশ্ ।

আসীদ্যবক্রীঃ পুত্রস্ত ভরদ্বাজশ্চ ভারত ! ॥১৩॥

রৈভ্যো বিদ্বান্ সহাপত্যস্তপস্বী চেতরোহভবৎ ।

তয়োশ্চাপ্যতুলা প্রীতির্বান্যাৎ প্রভৃতি ভারত ! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কথং কৌদৃশং যুক্তং যোগো সঃ । যুনেভরদ্বাজশ্চ ॥১০॥

এতদ্বিতি । তত্ত্বতো যথাঃখেন । দেবকল্পানাং দেবসদৃশানাং জনানাম্ ॥১১॥

ভরতি । অনস্তরম্ অব্যবধানং যথা শ্রান্ত্বা, উষতুঃ বাসং চক্রতুঃ ॥১২॥

রৈভ্যস্তেতি । আস্তাম্ অভূতাম্, অর্ক্যাবশ্ব-পরাবশ্ব নাম । যবক্রীষবক্রীতঃ ॥১৩॥

রৈভ্য ইতি । সহাপত্যঃ সপুত্রঃ, রৈভ্যশ্চ পুত্রাবাপি বিধাঃসাবভূতামিত্যর্থঃ ॥১৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহাবি ! প্রতাপশালী ভরদ্বাজমুনি কি প্রকার যোগী ছিলেন ? কি জন্তাই বা তাঁহার পুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন ? ॥১০॥

যথাবধভাবে এই সকল বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । কারণ, দেবতার তুল্য ব্যক্তিগণের চরিত্র কীর্তন করিলে, তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করি” ॥১১॥

লোমশ বলিলেন—“ভরদ্বাজ ও রৈভ্য পরস্পর সখা ছিলেন এবং তাঁহার্য্য অত্যন্ত প্রীতি সহকারে পরস্পর নিকটেই বাস করিতেন ॥১২॥

ভরতনন্দন ! রৈভ্যমুনির ‘অর্ক্যাবশ্ব’ ও ‘পরাবশ্ব’-নামে দুইটি পুত্র ছিল এবং ভরদ্বাজমুনির ‘যবক্রীত’-নামে একটি পুত্র ছিল ॥১৩॥

রৈভ্যমুনি ও তাঁহার পুত্রদ্বয়—সকলেই বিদ্বান্ ছিলেন ; আর ভরদ্বাজমুনি কেবল তপস্বী ছিলেন ; বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের পরস্পর অতুলনীয় ভালবাসা ছিল ॥১৪॥

যবক্রীঃ পিতরং দৃষ্ট। তপস্বিনমসংকৃতম্ ।

দৃষ্ট। চ সংকৃতং বিপ্রৈ রৈভ্যং পুত্রৈঃ সহানঘ ! ॥১৫॥

পর্য্যতপ্যত তেজস্বী মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ।

তপস্তপে ততো ঘোরং বেদজ্ঞানায় পাণ্ডব ! ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

স সমিক্ষে মহত্য্যৌ শরীরমুপতাপয়ন্ ।

জনয়ামাস সন্তাপমিস্তস্ম শুমহাতপাঃ ॥১৭॥

তত ইক্ষ্ণে যবক্রীতমুপগম্য যুধিষ্ঠির ! ।

অত্রবীৎ কশ্য হেতোস্তমান্বিতস্তপ উত্তমম্ ॥১৮॥

যবক্রীত উবাচ ।

দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সুরগণার্চিত ! ।

প্রতিভাস্থিতি তপ্যেহহমিদং পরমকং তপঃ ॥১৯॥

স্বাধ্যায়ার্থং সমারম্ভো মমায়ং পাকশাসন ! ।

তপসা জ্ঞাতমিচ্ছামি সর্বজ্ঞানানি কৌশিক ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ববেতি । অসংকৃতম্ অগৌরববিষয়ীকৃতম্, অবিদ্বাং, সংকৃতঃ গৌরববিষয়ীকৃতম্, বিদ্বাদিতি ভাবঃ । মহানা দৈন্তেন, অতিপরিপ্লুত আক্রান্তঃ ॥১৫—১৬॥

স ইতি । সমিক্ষে প্রজলিতে । সন্তাপমুৎসেগম্, স্বপদগ্রহণাশয়েত্যানয়ঃ ॥১৭॥

তত ইতি । আহ্বিতঃ অবলম্বিতবানসি ॥১৮॥

দ্বিজানামিতি । দ্বিজানাং ব্রাহ্মণানাম্ । প্রতিভাস্থিতি আন্তর্যাবির্ভবন্ত ॥১৯॥

নিম্পাপ পাণ্ডুনন্দন ! ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তপস্বী ভরদ্বাজের কোন গৌরবই করেন না, অথচ পুত্রদের সহিতই বিদ্বান্ রৈভ্যের সর্বপ্রকার গৌরবই করেন ; ইহা দেখিয়া তেজস্বী যবক্রীত অত্যন্ত দৈন্ত-সম্বিত হইয়া হৃৎখণ্ডোগ করিতে লাগিলেন ; তাহার পর তিনি বেদ জানিবার জন্য ভরদ্বাজ তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৫—১৬॥

ক্রমে অতিমহাতপা যবক্রীত প্রজলিত বিশাল অগ্নিতে শরীর সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া ইক্ষ্ণের উদ্বেগ জন্মাইয়া ফেলিলেন ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির ! তাহার পর ইক্ষু যবক্রীতের নিকট আসিয়া বলিলেন—“ঋষিকুমার ! আপনি কি জন্য এই দারুণ তপস্তা করিতেছেন ?” ॥১৮॥

যবক্রীত বলিলেন—“দেবরাজ ! অধ্যয়ন না করিলেও বেদ সকল স্বভাবতই ব্রাহ্মণগণের চিন্তে আবির্ভূত হউক, ইহা কামনা করিয়াই আমি এই গুরুতর তপস্তা করিতেছি” ॥১৯॥

কালেন মহতা বেদাঃ শক্যা গুরুমুখাষিভো ! ।

প্রাপ্তুং তস্মাদয়ং যত্নঃ পরমো মে সমাপ্নিতঃ ॥২১॥

ইন্দ্র উবাচ ।

কুমার্গ এব বিপ্রার্ধে ! যেন ত্বং যাতুমিচ্ছসি ।

কিং বিঘাতেন তে বিপ্র ! গচ্ছাধৌহি গুরোর্মুখাৎ ॥২২॥

লোমশ উবাচ ।

এবমুক্ত্বা গতঃ শক্ৰো যবক্রীরপি ভারত ! ।

ভূয় এবাকরোদ্যত্বং তপশ্চামিতবিক্রম ! ॥২৩॥

ঘোরেন তপসা রাজংস্তপ্যমানো মহতপঃ ।

সস্তাপয়ামাস ভূশং দেবেন্দ্রমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

যেতি । বাখ্যার্যার্থং সৰ্ব্বেবেদজ্ঞানলাভার্থম্ । সৰ্ব্বেজ্ঞানানি সৰ্ব্বান্ বেদান্ ॥২০॥

কালেনেতি । গুরুমুখাৎ প্রাপ্তুং শক্যা ইতি সত্বকঃ । মে যত্না ॥২১॥

কুমার্গ ইতি । কুমার্গঃ, শিক্সাসম্ভবাদিতি ভাবঃ । বিঘাতেন আশ্বহত্যায়া ॥২২॥

এষমিতি । ভূয় এব পুনরপি ॥২৩॥

ঘোরেনেতি । ঘোরেন তপসা সস্তাপয়ামাসেতি সত্বকঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অযশস্ত্রাযশস্করীম্, অসংশয়ামকীৰ্ত্তনীয়াম্ ॥৪—১৩॥ ইত্যুবাচ ভরতজন্তপশ্চাব, ন তু
শিক্সাদিসম্পন্নঃ ॥১৪—১৯॥ সৰ্ব্বেজ্ঞানানি সৰ্ব্বেশাস্ত্রাণি ॥২০—২১॥ বিঘাতেন আশ্বনাশনেন

পাকশাসন ! বেদের অস্ত্রই আমার এই উত্তম ; আমি তপস্তা দ্বারা ই
সমস্ত বেদ জানিতে ইচ্ছা করি ॥২০॥

দেবরাজ ! বেদ সকল দীর্ঘকালেই গুরুমুখ হইতে লাভ করিতে পারা
যায় ; সেই অস্ত্রই আমি এই গুরুতর যত্ন অবলম্বন করিয়াছি” ॥২১॥

ইন্দ্র বলিলেন—“ব্রহ্মর্ষি ! আপনি যে পথে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন,
এটা কুপথ ; অতএব ত্রাস্তপ ! আপনার আশ্বহত্যা প্রয়োজন কি ?
আপনি বান, বাইরা গুরুমুখ হইতেই বেদ অধ্যয়ন করুন” ॥২২॥

লোমশ বলিলেন—“অমিতবিক্রম ! ভয়তনন্দন ! ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া
চলিয়া গেলেন ; যবক্রীতও পুনরায় তপস্তার প্রতিই যত্ন করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

রাজা ! আমাদের শুনা আছে যে, যবক্রীত গুরুতর তপস্তা করিতে
থাকিয়া সেই ভয়ঙ্কর তপস্তা দ্বারা ইন্দ্রকে অত্যন্ত সন্তপ্ত করিয়া তুলিলেন ॥২৪॥

তং তথা তপ্যমানস্ত তপস্তীত্রং মহামুনিম্ ।
 উপেত্য বলভিদ্দেবো বারয়ামাস বৈ পুনঃ ॥২৫॥
 অশক্যোহর্থঃ সমারকো নৈতদ্বুদ্ধিকৃতং তব ।
 প্রতিভাস্তিস্তি বৈ বেদাস্তব চৈব পিতুশ্চ তে ॥২৬॥
 যবক্রীত উবাচ ।

ন চেত্তদেবং ক্রিয়তে দেবরাজ ! মমৈপ্সিতম্ ।
 মহতা নিয়মেনাহং তপ্যে যোরতমং তপঃ ॥২৭॥
 সমিদ্ধোহগ্নাবপাকৃত্যঙ্গমঙ্গং হোষ্ঠা ম বা মঘবংস্তম্নিবোধ ।
 যদ্বৈতদেবং ন করোষি কামং মমৈপ্সিতং দেবরাজেহ সৰ্ব্বম্ ॥২৮॥
 লোমশ উবাচ ।

নিশ্চয়ং তমভিজ্ঞায় যুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ।
 প্রতিবারণহেতুর্থং বুদ্ধ্যা সঙ্কিস্ত্য বুদ্ধিমান্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । মহামুনিং যবক্রীতম্ । বলভিদ্ভিঃ ॥২৫॥
 অশক্য ইতি । অর্থো বিবরঃ । প্রতিভাস্তীত্যত্র নঞ, অম্ববর্তনীয়ঃ ॥২৬॥
 নেতি । তং বেদজ্ঞানম্, এবং তপসা । নিয়মেন প্রকারেণ ॥২৭॥
 সমিদ্ধ ইতি । সমিদ্ধে প্রজলিতে, অপাকৃত্য দ্বিবা, অঙ্গমঙ্গং প্রত্যঙ্গম্ ॥২৮॥

মহর্ষি যবক্রীত সেইরূপ তীত্র তপস্তা করিতে লাগিলে, ইন্দ্র আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে বারণ করিলেন (বলিলেন—) ॥২৫॥

“মহর্ষি! আপনি অসাধ্য বিষয় আরম্ভ করিয়াছেন, এটা আপনার বুদ্ধির কার্য্য নহে; ইহাতে আপনার বা আপনার পিতার বেদজ্ঞান হইবে না” ॥২৬॥

যবক্রীত বলিলেন—“দেবরাজ! আপনি যদি এই তপস্তা দ্বারা আমার অতীষ্ট বেদজ্ঞান সম্পাদন না করেন, তবে আমি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর নিয়মে অতি ভয়ঙ্কর তপস্তা করিব ॥২৭॥

দেবরাজ! আপনি যদি এই তপস্তা দ্বারা আমার সমস্ত অতীষ্ট পর্যাণ্ড-
 ক্ষণে পূরণ না করেন, তবে মঘবন্! আপনি ইহা জানিয়া রাখুন যে, আমি
 নিজের অঙ্গ সকল ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা প্রজলিত অগ্নিতে হোম
 করিব” ॥২৮॥

তত ইন্দ্রোহকরোজ্জ্বলং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ ।
 অনেকশতবর্ষস্য দুর্বলস্য সযক্ষণঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম)
 যবক্রীতস্য যত্তীর্থমুচিতং শৌচকর্ম্মণি ।
 ভাগীরথ্যাং তত্র সেতুং বালুকাভিশ্চকার সঃ ॥৩১॥
 যদাহস্য বদতো বাক্যং ন স চক্রে দ্বিজোত্তমঃ ।
 বালুকাভিস্তুতঃ শক্ৰো গঙ্গাং সমভিপূরয়ন্ ॥৩২॥
 বালুকামুষ্টিমনিশং ভাগীরথ্যাং ব্যসর্জয়ৎ ।
 সেতুমভ্যারভচ্ছক্ৰো যবক্রীতং নিদর্শয়ন্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম)
 তং দদর্শ যবক্রীতো যত্নবন্তং নিবন্ধনে ।
 প্রহসংশ্চাত্রবীধাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩৪॥
 কিমিদং বর্ততে ব্রহ্মন্ ! কিঞ্চ তে হ চিকার্ষিতম্ ।
 অতীব হি মহান্ যত্নঃ ক্রিয়তেহয়ং নিরর্থকঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নিশ্চয়মিতি । প্রতিবারণহেতুর্ধ্বং তপসো নিবারণার্থম্ । সযক্ষণো যক্ষরোগিণঃ ॥২১—৩০॥
 যবেতি । তীর্থং ষট্, উচিতমভ্যাস্তম্, শৌচকর্ম্মণি স্নানাদৌ চকার কর্ত্তুমায়তে ॥৩১॥
 যদেতি । অস্ত ইন্দ্রস্ত, বাক্যং নিষেধবচনম্ । নিদর্শয়ন্ দৃষ্টান্তত্বেন ॥৩২—৩৩॥
 তমিতি । তং ব্রাহ্মণম্ । নিবন্ধনে সেতুবন্ধনে ॥৩৪॥
 কিমিতি । ইদং কাব্যম্ । তে স্বরা । সেতুবন্ধনানুমানান্নিরর্থক ইত্যুক্তিঃ ॥৩৫॥

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর বুদ্ধিমান ইন্দ্র মহাত্মা যবক্রীতমুনির তপস্তার প্রতিই সেই নিশ্চয় জানিয়া, তাহা হইতে বারণ করিবার জন্য বুদ্ধিদ্বারা একটি উপায় স্থির করিয়া, বহুশত বর্ষব্যয়, দুর্বল ও যক্ষরোগগ্রস্ত এক তপস্বী ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন ॥২১—৩০॥

তার পর যবক্রীতমুনির স্নানপ্রভৃতি কার্যে যে ষাটটি অভ্যাস ছিল, গঙ্গার সেই ষাটে বাইরা সেই ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র বালুকা দ্বারা একটি সেতু নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩১॥

যবক্রীত যখন ইন্দ্রের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিলেন না, তখন ইন্দ্র বালুকা-দ্বারাই যেন গঙ্গা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়া অনবরত গঙ্গাঅঙ্গে বালুকামুষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন; এইভাবে তিনি যবক্রীতকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে থাকিয়া সেতুবন্ধন আরম্ভ করিলেন ॥৩২—৩৩॥

তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ যবক্রীত সেই ব্রাহ্মণকে সেতুবন্ধনে যত্নবান্ দেখিলেন; তখন তিনি হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—॥৩৪॥

ইন্দ্র উবাচ ।

বন্ধিষ্যে সেতুনা গঙ্গাং স্তম্ভঃ পদ্মা ভবিষ্যতি ।

ক্রিষ্টতে হি জনস্তাত ! চরমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৬॥

যবক্রীত উবাচ ।

নায়ং শক্যস্তুয়া বন্ধুং মহানোষস্তপোধন ! ।

অশক্যাধিনিবর্ত্তস্ব শক্যমর্থং সমারভ ॥৩৭॥

ইন্দ্র উবাচ ।

যথৈব ভবতা চেদং তপো বেদার্থমুত্তম ।

অশক্যং তদস্মাভিরয়ং ভারঃ সমাহিতঃ ॥৩৮॥

যবক্রীত উবাচ ।

যথা তব নিরর্থোহয়মারম্ভস্ত্রিদশেশ্বর । ।

তথা যদি মমাপীদং মন্যসে পাকশাসন ! ॥৩৯॥

ক্রিয়তাং যন্তবেচ্ছক্যং ত্বয়া সুরগণেশ্বর । ।

বরাংশ্চ মে প্রযচ্ছাত্মানু যৈর্বিদ্বান্ ভবিতাস্ম্যহম্ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বন্ধিষ্য ইতি । অজ্ঞানেন গঙ্গা মিড়াগমচ্চার্যো । হি বরাং । চরমাণশ্চরন্ ॥৩৬॥

নেতি । অয়ং সেতুঃ । ওষো জলবেগঃ । অর্থং বিবয়ম্ ॥৩৭॥

যথৈতি । বেদার্থং বেদলাভার্থম্, উত্তমমারম্ভম্ । সমাহিতঃ সুরমেষ বৃত্তঃ ॥৩৮॥

যথৈতি । পূর্বনিবারণেনেদানীং নিবারণেন চেচ্ছাহুমানাভ্রিদশেশ্বরেত্যাদিসংবোধনম্ । অত্মানু
বেদব্যতিরিক্তশাস্ত্রবিবয়কান্ ॥৩৯-৪০॥

“ব্রাহ্মণ ! এটা কি হইতেছে ? আপনি কি করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ? এটা
যে নিরর্থক অতিগুরুতর চেষ্টা করিতেছেন !” ॥৩৫॥

ইন্দ্র বলিলেন—“বৎস । আমি সেতুদ্বারা গঙ্গা বন্ধন করিব ; তাহা হইলেই
সুগম পথ হইবে । কারণ, মানুষ এই অবস্থার বার বার ষাতায়াত করিবার সময়ে
বড় কষ্ট ভোগ করে” ॥৩৬॥

যবক্রীত বলিলেন—“তপোধন ! আপনি এ সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইবেন
না ; কারণ, জলের বেগ বড়ই গুরুতর ; সুতরাং আপনি এই অসাধ্য কার্য হইতে
নিবৃত্ত হউন ; বাহা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা করুন” ॥৩৭॥

ইন্দ্র বলিলেন—“আপনি যেমন বেদজ্ঞান লাভের নিমিত্ত এই অসাধ্য তপস্তা
আরম্ভ করিয়াছেন, আমিও তেমনই এই ভার গ্রহণ করিবাছি” ॥৩৮॥

যবক্রীত বলিলেন—“ব্রহ্মরাজ ! আপনার এই উত্তম যেমন নিরর্থক,

(৪০)....যৈর্বিদ্বান্ ভবিতাস্ম্যতি—বা ব কা পি ।

লোমশ উবাচ ।

তস্মৈ প্রাদাধ্বরানিস্ত উক্তবান্ যান্ মহাতপাঃ ।

প্রতিভাশ্রুস্তি তে বেদাঃ পিত্রা সহ যথোপ্নিতাঃ ॥৪১॥

যচ্চাত্মং কাজ্জসে কামং যবক্রৌর্গম্যতামিতি ।

স লক্ককামঃ পিতরং সমেত্যোধেদমব্রবীৎ ॥৪২॥

যবক্রৌত উবাচ ।

প্রতিভাশ্রুস্তি বৈ বেদা মম তাতশ্চ চোভয়োঃ ।

অতি চাত্মান্ ভবিষ্যাবো বরা লক্কাস্তথা ময়া ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

দর্পস্তে ভবিতা তাত ! বরাল্লক্কৃ যথোপ্নতান্ ।

সদৃদর্পপূর্ণঃ কৃপণঃ ক্ষিপ্ৰমেব বিনষ্টক্যসি ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

ভরদ্বা ইতি । বেদলাভবরদানে লক্কবাদেব ভরদ্বানম্ । পিত্রা সহ তে ভব ॥৪১॥

যদ্বিতি । কাম্যাত ইতি কামমতীষ্ট বস্ত, কাজ্জসে, তদপি প্রাপ্যাতীতি শেষঃ ॥৪২॥

প্রতীতি । অত্মান্ রৈভ্যাগীন, অতি বেদবিদ্যয়া অতিক্রান্তৌ ॥৪৩॥

দর্প ইতি । হে তাত ! বৎস ! । স ত্বম্, কৃপণঃ ক্ষুদ্রচেতাঃ ॥৪৪॥

আমার এই উপস্থাকেও যদি তেমনই নিরর্থক মনে করেন, তবে আপনি বাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা করুন—আপনি আমাকে অস্ত্র বর দান করুন, বাহাতে আমি বিদ্বান্ হইতে পারি” ॥৩৯—৪০॥

লোমশ বলিলেন—“তখন মহাতপা যবক্রৌত বাহা প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে সেই বরই দান করিলেন (বলিলেন—) “যবক্রৌত ! আপনার ও আপনার পিতার হৃদয়ে অতীষ্ট বেদ আবির্ভূত হইবে ॥৪১॥

এবং আপনি অস্ত্র বাহা কামনা করেন, তাহাও লাভ করিবেন ; এখন যান” । তাহার পর যবক্রৌত অতীষ্ট লাভ করিয়া পিতার নিকট বাইয়া এই কথা বলিলেন” ॥৪২॥

যবক্রৌত বলিলেন—“পিতঃ । আমার এবং আপনার হৃদে জনেরই হৃদয়ে বেদ আবির্ভূত হইবে এবং আমরা হৃদে জনেরই সেই বেদবিদ্যায় অস্ত্র সকলকে অভিক্রম করিতে পারিব ; এইরূপ বরই আমি লাভ করিয়াছি” ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—“বৎস ! অতীষ্ট বর লাভ করার ভোমার দর্প জন্মিবে এবং তুমি দর্পপূর্ণ হইলে ক্ষুদ্রহৃদয় হইয়া সম্বরই বিনষ্ট হইবে ॥৪৪॥

(৪৩)---অতীবাভান্—বা ব কা পি

অত্রাপ্যদাহরস্তীমাং গাথাং দেবৈরুদাহতাম্ ।

মুনিরাসৌ পুরা পুত্র ! বালধিনাম বীৰ্য্যবান্ ॥৪৫॥

স পুত্রশোকাহুৰ্ম্মিস্তপস্তপে স্তুত্বকরম্ ।

ভবেন্মম স্ততোহমৰ্ত্য ইতি তং লব্ধবাংশচ সঃ ॥৪৬॥

তস্ম প্রসাদো দেবৈশ্চ কৃতো ন ত্বমরৈঃ সমঃ ।

নামৰ্ত্যো বিগতে মৰ্ত্যো নিমিত্তায়ুৰ্ভবিষ্যতি ॥৪৭॥

বালধিরুবাচ ।

যথেষ্মে পৰ্ব্বতাঃ শক্তিৰ্ভীষন্তি স্রবসন্তমাঃ ! ।

অক্ষয়ান্তমিমিতং মে স্ততস্তায়ুৰ্ভবিষ্যতি ॥৪৮॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

তস্ম পুত্রস্তদা জজ্ঞে মেধাবী ক্রোধনঃ সদা ।

স তচ্ছ ত্বাহকরোদ্পর্য্যবীংশৈশ্চবাবমগ্নত ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অত্রোতি । উদাহরন্তি শিষ্টা ইতি শেবঃ, গাথামুপাখ্যানম্ ॥৪৫॥

স ইতি । পুত্রশোকং পুত্রাভাবনিবন্ধনাদ্হঃশাং, উ.বয়ঃ অস্থিরচিত্তঃ । অমৰ্ত্যঃ অমরঃ ॥৪৬॥

তন্তেতি । প্রসাদঃ কৃতঃ পুত্রদানমাজ্ঞেন, ন তু অমরৈঃ সমঃ কৃতঃ স পুত্রোইপিঅমরো ন কৃত ইত্যর্থঃ । যেন হি মৰ্ত্যো মরণধৰ্ম্মা নরঃ, অমৰ্ত্যঃ অমরণধৰ্ম্মা ন বিগতে ন ভবতি । কিন্তু নিমিত্তং বৎকিকিচ্ছিমিব আত্মদেহ স তাদৃশা ভবিষ্যত্যুতি চোক্তমিতি শেবঃ ॥৪৭॥

যথেনি । শব্দং সদা । তন্নিমিত্তং তন্নিদর্শনকম্ । এষাং পৰ্ব্বতানাং নাশে নাশঃ স্থিতৌ চ স্থিতিরिति ভাবঃ ॥৪৮॥

পুত্র ! এ বিষয়ে শিষ্ট লোকেরা দেবগণের উদাহৃত একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করেন । যথা—পূৰ্ব্বকালে ‘বালধি’-নামে এক প্রভাবশালী মুনি ছিলেন ॥৪৫॥

ঐহার পুত্র না থাকায় তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়া ‘আমার একটি অমর পুত্র হউক’ এইরূপ কামনা করিয়া অতিশুকর তপস্বী করেন এবং যথাকালে পুত্রলাভও করেন ॥৪৬॥

দেবভার্য্য ঐহার উপরে অগ্নুগ্রহ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু সে পুত্রটিকে অমর করেন নাই । (তবে, ঐহার্য্য বলিয়াছিলেন যে,) মৰ্ত্য অমৰ্ত্য হয় না, অর্থাৎ মানুষ অমর হয় না ; তবে কোন নিদর্শনের মত ইহার আয়ু হইবে” ॥৪৭॥

তখন বালধি বলিলেন—“দেবশ্রেষ্ঠগণ । এই পৰ্ব্বতগুলি যেমন চিরকাল অকর হইয়া রহিয়াছে, আমার পুত্রের আয়ুও সেইরূপই অকর হউক” ॥৪৮॥

(৪৫)---ইহা গাথা দেবৈরুদাহতঃ—বা ব কা নি

বিকূৰ্ব্বাণো মুনীনাঞ্চ ব্যচরং স মহীমিমাম্ ।
 আসাদ মহাবীৰ্য্যং ধনুৰ্বাক্ষং মনৌষণম্ ॥৫০॥
 তস্তাপচক্রে মেধাবী তং শশাপ স বীৰ্য্যবান্ ।
 ভব ভস্মেতি চোক্তঃ স ন ভস্ম সমপদ্যত ॥৫১॥
 ধনুৰ্বাক্ষস্ত তং দৃষ্ট্ৱ মেধাবিনম্ননাময়ম্ ।
 নিমিত্তমস্ম মহিষৈর্ভেদয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ॥৫২॥
 স নিমিত্তে বিনষ্টে তু মমার সহসা শিশুঃ ।
 তং যুতং পুত্রমাদায় বিললাপ ততঃ পিতা ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

ভস্মেতি । মেধাবী নাম । তচ্চ পরস্তাৎ স্ফুটভবিষ্যতি । তং আত্মনঃ পৰ্ব্বত-
 তুল্যায়ুঃ ॥৪৯॥

বীতি । বিকূৰ্ব্বাণঃ অপকারকরণেন মনসি বিকারঃ জনয়ন্ । ধনুৰ্বাক্ষং নাম ॥৫০॥

ভস্মেতি । স ধনুৰ্বাক্ষো মুনিঃ । ভস্ম ন সমপদ্যত ভস্ম নাভবৎ, দেববরাৎ ॥৫১॥

ধনুমেতি । অনাময়ং স্তম্ভম্ । নিমিত্তম্ আয়ুনিদর্শনীভূতং পৰ্ব্বতসমূহম্, ভেদয়ামাস
 বভজ, বীৰ্য্যবান্ তপঃপ্রভাববান্ । অত্রায়মাশয়ঃ—যাবদিমে পৰ্ব্বতান্তিষ্ঠন্ত তাবদস্তায়ুস্তিষ্ঠ-
 ত্বিতি পিতৃপ্রার্থনাত্মসাবেণ দেববরাৎ পৰ্ব্বতস্থিতা তস্ত ন ভস্মভূম্ । তদ্বিভাব্য তং ভগ্নীকৰ্ত্তৃঃ
 তপঃপ্রভাবাক্ষবাক্ষঃ পৰ্ব্বতান্যেব বভজেতি ॥৫২॥

তদেবাহ—স ইতি । নিমিত্তে আয়ুনিদর্শনীভূতে পৰ্ব্বতসমূহে । পিতা বালধি ॥৫৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—‘তখন বালধিমুনির ‘মেধাবী’-নামে সৰ্কদা কোপনস্বভাব
 একটা পুত্র জন্মিল ; সেই পুত্র নিজের আয়ু পৰ্ব্বতের তুলা শুনিয়া দৰ্প করিতে
 লাগিল এবং মুনিগণের অবমাননা করিতে থাকিল ॥৪৯॥

এবং মেধাবী, মুনিগণের অপকার করিতে থাকিয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিতে
 লাগিল ; একদা সে—অত্যন্ত তপঃপ্রভাবশালী ও অসাধারণ জ্ঞানী ধনুৰ্বাক্ষমুনির
 নিকট উপস্থিত হইল ॥৫০॥

এবং তাঁহারও অপকার করিল ; তখন প্রভাবশালী ধনুৰ্বাক্ষমুনি তাহাকে
 অভিসম্পাত করিলেন যে, ‘তুই ভস্ম হ’ ; কিন্তু মেধাবী ভস্ম হইল না ! ॥৫১॥

তখন প্রভাবশালী ধনুৰ্বাক্ষমুনি মেধাবীকে স্তম্ভই দেখিয়া উহার আয়ুর নিদর্শন
 পৰ্ব্বতগুলিকে মহিষদ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥৫২॥

তাহার আয়ুর নিদর্শন পৰ্ব্বতগুলি বিনষ্ট হইলে, সে মেধাবীও তৎক্ষণাৎ মরিয়
 গেল । তাহার পর তাহার পিতা বালধি আসিয়া সেই যুত পুত্র মেধাবীকে কোলে
 লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

লালপ্যমানং তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ পরমার্হতবৎ ।

উচুৰ্বেদবিদঃ সৰ্ব্বৈ গাথাং যাং তাং নিবোধ মে ॥৫৪॥

ন দৃষ্টমর্থমত্যেতুমৌশো মৰ্ত্য্যঃ কথকন ।

মহিষৈর্ভেদয়ামাস ধনুযাক্ষো মহীধরান্ ॥৫৫॥

এবং লক্শ্মী বরান্ বাল্য দৰ্পপূর্ণান্তপশ্বিনঃ ।

ক্ষিপ্ত্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ন স্মাতথা ভবান্ ॥৫৬॥

এষ রৈভ্যো মহাবীৰ্য্যঃ পুত্রো চাস্ত তথাবিধো ।

তং যথা পুত্র ! নাভ্যেযি তথা কুর্য্যাস্তুতক্ষিতঃ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

লালপ্যোতি । লালপ্যমানং ভূশং বিলপন্তম্, তং বাল্যম্ । গাথাং বাক্যম্ ॥৫৪॥

নেতি । মৰ্ত্যো মরণার্থা জনঃ কথকনাপি, দৃষ্টং দৈবনির্দিষ্টম্, অর্থং বিষয়ম্, অত্যেতু-
: তিক্রমিতুম্, ঈশঃ সমর্থো ন ভবতি । অত্রোদাহরণমাহ—মহিষৈরিতি । ধনুযাক্ষো
মুনির্মহিষৈরেব মহীধরান্ ভেদয়ামাস বভক্ত । তথা চ দৃষ্টবশাদেব মহিষৈরশক্যমপি পৰ্ব্বতভেদনং
ধনুযাক্ষেন কৃতমিতি ভাবঃ ॥৫৫॥

এবমিতি । বাল্য অল্পবয়স্কঃ, দৰ্পপূর্ণাঃ সন্তঃ । ভবান্ যবজীভঃ ॥৫৬॥

এষ ইতি । রৈভ্যো মুনিঃ, মহাবীৰ্য্যঃ অতীবতপঃপ্রভাবশালী ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

১২০—২৫১ ন প্রতিভাস্তস্তীতি নকারাবৃত্তা যোভ্যাম্ ১২৬—৪৫১ অমৰ্ত্য ইতি ক্ষেদঃ,
অমর ইত্যর্থঃ ১৪৬—৫১১ নিমিত্তঃ পৰ্ব্বতান্, ভেদয়ামাস খণ্ডয়ামাস ৫২—৫৪১ দৃষ্টং
দৈববিহিতম্ ১৫৫—৬০১

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশাধিকশততমোধ্যায়ঃ ১১১১॥

তাহাকে অত্যন্ত বিলাপ করিতে দেখিয়া বেদজ্ঞ মুনিরা সকলেও অত্যন্ত
শোকার্তের জ্বায় হইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট
শ্রবণ কর—॥৫৪॥

“মানুষ কোন প্রকারেই দৈবনির্দিষ্ট বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ।
দেখ—ধনুযাক্ষমুনি মহিষদ্বারা পৰ্ব্বতগুলিকে ভাঙ্গিয়া কেলিলেন ।” ॥৫৫॥

যবজীভ । তপস্বিবালকেরা বয় লাভ করিয়া এইরূপই দৰ্পপূর্ণ হইয়া
সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে ; সুতরাং তুমিও যাহাতে সেইরূপ না হও
(তাহা করিও) ॥৫৬॥

এই রৈভ্যমুনি অত্যন্ত তপঃপ্রভাবশালী এবং ইহার পুত্র হইজনও সেইরূপই ;
সুতরাং পুত্র ! তোমার যাহাতে ঐহার নিকট না বাইতে হয়, সাবধান হইয়া
তাহা করিও ॥৫৭॥

স হি ক্রুদ্ধঃ সমর্থশ্চ পুত্র ! পীড়য়িতুং কৃষা ।

রৈভ্যশ্চাপি তপস্বী চ কোপনশ্চ মহানৃষিঃ ॥৫৮॥

যবক্রৌত উবাচ ।

এবং করিষ্যে মা তাপং তাত ! কার্ষীঃ কথঞ্চন ।

যথা হি মে ভবান্ মাগ্নস্তথা রৈভ্যঃ পিতা মম ॥৫৯॥

লোমশ উবাচ ।

উক্ত্বা স পিতরং শ্লঙ্কং যবক্রৌরকুতোভয়ঃ ।

বিপ্রকুর্কম্ যীনগ্নানভুশ্চ পরয়া মুদা ॥৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং যবক্রৌতোপাখ্যানেন একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদা

স ইতি । ক্রুদ্ধ আগন্তুক কারণেন, কোপনশ্চ স্বভাবত ইত্যপোনরক্ত্যম্ ॥৫৮॥

এবমিতি । তাপম্বেগম্ । পিতা পিতৃসংস্কারং পিতৃত্বলাঃ ॥৫৯॥

উক্তেতি । শ্লঙ্কং কোমলম্ । বিপ্রকুর্কম্ অপকারকবগেন বিকৃতান্ কুর্কম্ ॥৬০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীচরিতসারসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপৰ্ব্বণি

তীর্থযাত্রায়াং একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

কারণ, মহাৰ্ষি রৈভ্য তপস্বী, কোপনশ্চ ভাব এবং আগন্তুক কারণেও অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন; সুতরাং পুত্র ! তান ক্রোধবশত আনষ্ট করিতে
পারেন” ॥৫৮॥

যবক্রৌত বলিলেন—“পিতঃ ! আমি এইরূপই করিব, আপনি কোন প্রকার
উদ্বেগ করিবেন না । আপনি যেমন আমার পিতা বলিয়া মাননীয়, রৈভ্যও তেমন
আমার পিতার সখা বলিয়া মাননীয়” ॥৫৯॥

লোমশ বলিলেন—“যবক্রৌত পিতাকে এইরূপ কোমল বাক্য বলিয়া,
অকুতোভয়ে অস্বাভাবিক অধিদেয় অপকার করিতে থাকিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল
হইতে লাগিল” ॥৬০॥

—:~:—

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

চংক্রম্যমাণঃ স তদা যবক্রীরকূতোভয়ঃ ।
জগাম মাধবে মাসি রৈভ্যাশ্রমপদং প্রতি ॥১॥
স দদর্শাশ্রমে রম্যে পুষ্পিতক্রমভূষিতে ।
বিচরন্তীং স্নুবাং তস্মৈ কিমরীমিব ভারত ! ॥২॥
যবক্রীস্তাম্বাচেদমুপতিষ্ঠস্ব মামিতি ।
নির্লজ্জো লজ্জয়া যুক্তাং কামেন হতচেতনঃ ॥৩॥
স। তস্মৈ শীলমাজ্জায় তস্মাচ্ছাপাচ্চ বিভ্যতী ।
তেজস্বিতাক্ষ রৈভ্যস্ত তথেষু্যক্তা জগাম হ ॥৪॥
তত একাস্তমানীয় লজ্জয়ামাস ভারত ! ।
আজগাম তদা রৈভ্যঃ স্বমাশ্রমমরিন্দম ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

চংক্রম্যতি । চংক্রম্যমাণো ভূষং বিচরন্ । মাধবে উদ্যাপকে বৈশাখে ॥১॥
স ইতি । স্নুবাং কনিষ্ঠপুত্রস্ত পরাবসোর্বধুম্, তস্মৈ রৈভ্যস্ত ॥২॥
যবক্রীরতি । উপতিষ্ঠস্ব রমণেন সেবস্ব । হতচেতন আকৃষ্টচিত্তঃ ॥৩॥
সেতি । তেজস্বিতাক্ষাজ্জায় । তথা চ যতেজসা রৈভ্য এবেনঃ দময়িতুমীতি ভাবঃ ॥৪॥
তত ইতি । লজ্জয়ামাস 'মামুপতিষ্ঠস্ব' ইতি পূর্ববচনাকোনৈব লজ্জিতাং চকার ॥৫॥

লোমশ বলিলেন—“তখন যবক্রীত অকূতোভয়ে নিরন্তর বিচরণ করিতে থাকিয়া
একদা বৈশাখমাসে রৈভ্যাশ্রমে গমন করিল ॥.১॥

ভরতনন্দন ! তখন যবক্রীত, পুষ্পিত বক্ষে পরিশোভিত মনোহর আশ্রমে
রৈভ্যের কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে কিম্বরীর স্থায় বিচরণ করিতে দেখিল ॥২॥

তখন যবক্রীত কামাকৃষ্টচিত্ত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক সেই লজ্জিতা রমণীকে
এই কথা বলিল—“তুমি আমাকে ভজন কর” ॥৩॥

তখন সেই রমণী যবক্রীতের স্বভাব বুঝিয়া, রৈভ্যের তেজস্বিতার বিষয় স্মরণ
করিয়া এবং যবক্রীতের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া
অস্ত্র চলিয়া গেল ॥৪॥

(৫) তত একাস্তমরীয় লজ্জয়ামাস—বা ব'কা, তত একান্তমানীয় লজ্জয়ামাস—পি ।

কদতীক্ষ্ম স্মৃৎ দৃষ্ট। ভাৰ্য্যামাৰ্ত্তাং পৰাবসোঃ ।
 সাস্ত্বয়ন্ প্লব্ধয়া বাচা পৰ্য্যপ্ৰচ্ছদ্যুৰ্দ্ধিষ্টিৰ্ ! ৬৥
 সা তস্মৈ সৰ্ব্বমাচক্ট যবক্ৰীভাষিতং শুভা ।
 প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্ৰীতং প্রেক্ষাপূৰ্ণং তথাস্থনা ৭৥
 শৃণানস্মৈব রৈভ্যস্ত যবক্ৰীতস্ত চেষ্টিতম্ ।
 দহ্মিব তদা চেতঃ ক্ৰোধঃ সমভবন্মহান্ ৮৥
 স তদা মন্যুনা বিষ্ণুস্তপস্বী কোপনো ভূশম্ ।
 অবলুপ্য জটামেকাং জুহাবাগ্ধৌ হ্সংস্কৃতে ৯৥

ভারতকৌমুদী

কদতীমিতি । প্লব্ধয়া কোমলয়া, পৰ্য্যপ্ৰচ্ছৎ রোদনকারণমিতি শেষঃ ৬৥
 সেতি । তস্মৈ রৈভ্যায় । প্রত্যুক্তং প্রত্যাখ্যাতম্, প্রেক্ষাপূৰ্ণং বুদ্ধিপূৰ্ণকম্ ৭৥
 শৃণানস্মৈতি । চেষ্টিতং ব্যবহৃতম্ । ক্ৰোধঃ ক্ৰোধানলঃ ৮৥
 স ইতি । মন্যুনা আগন্তুকক্ৰোধেনাপি । অবলুপ্য হস্তেনোৎপাতি ৯৥

ভারতভাবদীপঃ

চংক্রম্যমাণ ইতি । চংক্রম্যমাণো ভূশঃ পৰ্য্যটন, মাধবে বৈশাখে ১—২৥ হস্তচেতনো
 বলীকৃতচিহ্নঃ ৩—৪৥ একাস্তমুন্নয় একাস্ত কাৰ্য্য৷ রতঃ সমাপ্য মল্লয়াস শোকসমুদ্রে ইতি
 শেষঃ । সজ্জয়াসেতি পাঠে স্বলক্ষ্মণপকৰ্ণঃ রৈভ্যঃ সন্নদং চকার তদেবাহ — আজগামেত্যা-
 দিনা ৫—৬৥ প্রত্যুক্তং প্রত্যাখ্যাতম্, মহুপবি বলাৎকারঃ কৃতবানিত্যুক্তবতীভ্যর্থঃ ৭—৮৥

অৱিন্দম ভৱতনন্দন ! তাহাৰ পৰ যবক্ৰীত সেই ৱমণীকে একপ্ৰান্তে নিয়া
 (আবায়ও সেই কথা বলিয়া) তাহাকে লজ্জিত কৰিল। তখন রৈভ্যমুনি
 আপন আশ্রমে আগমন কৰিলেন ৫৥

যুধিষ্ঠিৰ ! তখন রৈভ্যমুনি কনিষ্ঠপুত্র পৰাবসুৰ ভাৰ্য্যাকে পীড়িত হইয়া
 রোদন কৰিতে দেখিয়া, কোমল বাক্যে সাস্থনা কৰিয়া রোদনের কাৰণ
 জিজ্ঞাসা কৰিলেন ৬৥

তখন পৰাবসুৰ ভাৰ্য্যা রৈভ্যোৰ নিকট যবক্ৰীতের সমস্ত উক্তিগুলি বলিল
 এবং নিজেই যে বুদ্ধিপূৰ্বক যবক্ৰীতকে প্রত্যাখ্যান কৰিয়াছে, তাহাও
 জানাইল ৭৥

যবক্ৰীতের ব্যবহার শুনিবার সময়েই রৈভ্যমুনিৰ চিত্ত দগ্ধ কৰিতে
 থাকিয়াই যেন গুরুতর ক্ৰোধ জন্মিল ৮৥

রৈভ্যমুনি একে অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন, তাহাতে আবায় আগন্তুক

(৮)...যবক্ৰীতচেষ্টিতম্—বা ব কা নি । (৯)...হ্সংস্কৃতেঃ—বা ব কা ।

ততঃ সমভবন্নারী তস্তা রূপেণ সন্মিতা ।

অবলুপ্যাপরাধাথ জুহাবাগ্নৌ জটাং পুনঃ ॥১০॥

ততঃ সমভবদ্রক্ষৌ ঘোরাক্ষং ভীমদর্শনম্ ।

অক্রতাং তৌ তদা রৈভ্যং কিং কার্য্যং করবাবহে ॥১১॥

তাবত্রগৌদৃষিঃ ক্রুদ্ধৌ যবক্রৌর্বধ্যতামিতি ।

জগ্ধুস্তৌ তথেষুক্রৌ যবক্রৌতজিঘাংসয়া ॥১২॥

ততস্তং সমুপস্থায় কৃত্যা সৃষ্টা মহাস্বনা ।

কমণ্ডলুং জহারাস্ত মোহয়িত্ত্বৈব ভারত ! ॥১৩॥

উচ্ছিষ্টস্ত যবক্রৌতমপকৃষ্টকমণ্ডলুম্ ।

তত উগ্ৰতশূলঃ স রাক্ষসঃ সমুপাদ্ৰবৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ অগ্নিতঃ, তস্তা জটায়ী রূপেণ সন্মিতা কৃষ্ণবর্ণেতাথঃ ॥১০॥

তত ইতি । বক্ষঃ কচ্চন রাক্ষসঃ, ঘোরাক্ষং ভয়ঙ্করেন্দ্রম্ । তৌ নারীরাক্ষসৌ ॥১১॥

তাবিতি । ঋষিঃ বৈভাঃ । যবক্রৌর্বধ্যক্রৌতঃ । তথা তদেব কবিজ্ঞাবঃ ॥১২॥

তত ইতি । তং যবক্রৌতম্, সমুপস্থায় উপগম্য, কৃত্যা আভিচারিকৌ দ্বেষতা সা নারী ।
কমণ্ডলুহরণম্ উচ্ছিষ্টমুখস্ত যবক্রৌতস্তাচমনবিষাতাথম্ ॥১৩॥

উচ্ছিষ্টমিতি । উচ্ছিষ্টম্ উচ্ছিষ্টমুখম্, অপকৃষ্টকমণ্ডলুম্, অত এব ব্যাহতচমনকম । অত এব
চ জলাশয়ান্বেষণমিত্যবধেয়ম্ ॥১৪॥

ক্রোধেও আকুল হইয়া একটা জটা ছিঁড়িয়া সংস্কৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিলেন ॥১০॥

তখন সেই জটার শ্রায় কৃষ্ণবর্ণ একটা স্ত্রী সেই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইল ।
তাহার পর আবার তিনি আর একটা জটা ছিঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিলেন ॥১০॥

তাহাতেও ভয়ঙ্কর নয়ন ও ভয়ঙ্কর দর্শন একটা রাক্ষস উৎপন্ন হইল ।
তখন তাহার রৈভ্যমুনিকে বলিল—“আমরা আপনার কি কার্য্য করিব ?” ॥১১॥

তখন ক্রুদ্ধ রৈভ্যমুনি তাহাদিগকে বলিলেন—“যবক্রৌতকে বধ কর” । ‘তাহাই
হইবে’ এই কথা বলিয়া তাহার যবক্রৌতকে বধ করিবার জন্ত চলিয়া গেল ॥১২॥

ভয়তনন্দন ! তাহার পর রৈভ্যমুনির সৃষ্ট সেই নারী যবক্রৌতের নিকট
বাইয়া তাহাকে যেন মুগ্ধ করিয়া তাহার কমণ্ডলুটা হরণ করিল ॥১৩॥

যবক্রৌতের মুখ উচ্ছিষ্ট ছিল, কমণ্ডলুও হরণ করিয়াছিল ; এমন সময়ে
সেই রাক্ষস শূল উত্তোলন করিয়া যবক্রৌতের দিকে ধাবিত হইল ॥১৪॥

তমাদ্ৰবন্তং সংশ্ৰেক্ষ্য শূলহস্তং জিঘাংসয়া ।

যবক্রৌঃ সহসোথায় প্রাদ্ৰবদ্যেন বৈ সরঃ ॥১৫॥

জলহীনং সরো দৃষ্ট্বা যবক্রৌঃস্মরিতঃ পুনঃ ।

অগাম স্মরিতঃ সৰ্ব্বাস্তাশ্চাপ্যাসন্ বিশোষিতাঃ ॥১৬॥

স কাল্যামানো ঘোরেন শূলহস্তেন রক্ষসা ।

অগ্নিহোত্রে পিতুর্ভীতঃ সহসা প্রবিবেশ হ ॥১৭॥

স যৈ প্রবিশমানস্তু শূদ্রেণাক্ষেন রক্ষিণা ।

নিগৃহীতো বলাদ্ধারি সোহবাতিষ্ঠত পার্শ্বিণ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । উথায় ভোক্তনপীঠাৎ । যেন দিগ্ভাগেন সর আসীৎ, তেন দিগ্ভাগেন প্রাদ্ৰবং আচমনায়াণ্যবং । অত্রায়মশয়ঃ—তদানীং সমাপ্তভোজনো যবক্রীতস্তংপীঠস্থিত এব তাদৃশং রাক্ষসমাগচ্ছন্মবলোকা উচ্ছিষ্টমুখতেনাপবিত্রতয়া শাপদানানর্হতেন রাক্ষসনিবারণা-
শক্তত্বাৎ কমণ্ডলোচ্চাদর্শনাচমনায়ৈব সরোবরাণ্যে প্রকৃততঃ । তথা চ “উচ্ছিষ্টেন তু বিপ্রেন
বিপ্রঃ স্পৃষ্টস্ত তাদৃশঃ । উভৌ ন্নানং প্রকুরুতঃ সদ্ধ এব সমাহিতৌ ॥” “স্থপা কুর্বা চ কুর্বা চ
নিষ্টীৰ্য্যাক্ৰাণ্ডনতঃ বচঃ । পীত্বাঃপাণ্ডোজ্ঞমাশ্চ অচ্যামেৎ প্রযতোহঁপ সন্ ॥” ইতি প্রায়শ্চিত্ত-
তত্ত্বতত্ত্বতিভ্যামুচ্ছিষ্টমুখতাবস্তায়ামপবিত্রত্বম্ । আচমনেন চ তদপনোদনঃ স্ফুটতম্ ।
অপবিত্রাবস্তায়ামেব চ রাক্ষসাত্মাক্রমণং প্রসিদ্ধমিতি ॥১৫॥

জলেতি । জলহীনং রৈভামায়য়া । বিশোষিতা রৈভামায়্যৈব ॥১৬॥

স ইতি । কাল্যামান আক্রম্যমাণঃ । অগ্নিহোত্রে তদগৃহে প্রবিবেশ প্রবেষ্টমুত্ততঃ ॥১৭॥

স ইতি । অক্সেনত্যানেন শূদ্রস্ত প্রভৃপুজতয়া অপরিচয়ঃ স্ফুটতঃ । নিগৃহীতো ধৃতঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদা

সুসংস্কৃতেঃ স্বরবণাদিসংস্কারযুক্তৈর্মহৈঃ ॥১০॥ নারী কৃত্যা ॥১০—১৬॥ কাল্যামানঃ সৰ্ব্বতো
নিষিধ্যমানঃ, অগ্নিহোত্রে অগ্নিহোত্রশালায়াম্ ॥১৭॥ অবাতিষ্ঠত বহিরেব ॥১৮—২০॥

ইতি ত্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবতীপে ষাটশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১২২॥

বধ করিবার ইচ্ছায় শূলহস্তে সেই রাক্ষস আসিতেছে দেখিয়া যবক্রীত তৎক্ষণাৎ
উঠিয়া—যে দিকে সরোবর ছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল ॥১৫॥

যবক্রীত সে সরোবরটাকে জলশূন্য দেখিয়া পুনরায় সমস্ত সকল নদীতে গেল ;
কিন্তু সে নদীগুলিও তখন শুষ্ক হইয়া ছিল ॥১৬॥

শূলধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষস আক্রমণ করিতে আসিতেছিল ; তাই ভীত হইয়া
যবক্রীত তৎক্ষণাৎ পিতার অগ্নিহোত্রগৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল ॥১৭॥

কিন্তু প্রবেশ করিবার সময়েই দ্বাররক্ষী অন্ধ একটা শূদ্র যবক্রীতকে বল-

নিগৃহীতস্ত শূদ্রেণ যবক্রীতং স রাক্ষসঃ ।

তাড়য়ামাস শূলেন স ভিন্নহৃদয়োহপত্যং ॥১৯॥

যবক্রীতং স হৃষা তু রাক্ষসো বৈভ্যভাগমৎ ।

অমুজ্জাতস্ত রৈভ্যেণ তয়া নার্যা সহাবসৎ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

ভরদ্বাজস্ত কোন্তেয় ! কৃদ্বা স্বাধ্যায়মাহ্নিকম্ ।

সমিৎকলাপমাদায় প্রবিবেশ স্বমাত্রমম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

নিগৃহীতমিতি । তাড়য়ামাস বক্ষসি । ভিন্নহৃদয়ো বিদীর্ণবক্ষাঃ ॥১৯॥

যবেতি । অমুজ্জাতঃ তয়া নার্যা সহ বাসায়ামুযতঃ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভরেতি । আহ্নিকং দৈনিকম্, স্বাধ্যায়ং বেদপাঠম্ । সমিখাং কলাপং সমূহম্ ॥১॥

পূর্বক ধরিত্তা কেলিল । ভরতনন্দন ! তখন যবক্রীত সেই দ্বারদেশেই থাকিল ॥১৮॥

এই সময়ে সেই রাক্ষস আসিয়া শূদ্রকর্তৃক ধৃত যবক্রীতকে শূলদ্বারা আঘাত
করিল ; যবক্রীতও বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥১৯॥

এইভাবে সেই রাক্ষস যবক্রীতকে বধ করিয়া বৈভ্যমুনির নিকট গেল এবং
তাঁহার অনুমতিক্রমে সেই নারীর সহিত বাস করিতে লাগিল” ॥২০॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“কুন্তীনন্দন ! ভরদ্বাজমুনি দৈনিক বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া
সমিসমূহ লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥১॥

তং স্ম দৃষ্ট্ৱ। পুরা সর্ষে সমুত্তিষ্ঠন্তি পাবকাঃ ।
 ন হ্বেনমুপতিষ্ঠন্তি হতপুত্রং তদাশ্রয়ঃ ॥২॥
 বৈকৃতং ত্রয়িহোত্রে স লক্ষয়িত্বা মহাতপাঃ ।
 তমক্ষং শূদ্রমাসীনং গৃহপালমথাত্রবীৎ ॥৩॥
 কিম্মু মে নাশ্রয়ঃ শূদ্র ! প্রতিনন্দন্তি দর্শনম্ ।
 ত্বৎকাপি ন যথা পূর্বং কচ্চিৎ ক্ষেমমিহাশ্রমে ॥৪॥
 কচ্চিন্ন রৈভ্যং পুত্রো মে গতবানন্নচেতনঃ ।
 এতদাচক্ষু মে শীঘ্রং ন হি শুধ্যতি মে মনঃ ॥৫॥

শূদ্রে উবাচ ।

রৈভ্যং যাতো নুনময়ং পুত্রস্তে মন্দচেতনঃ ।
 তথাহি নিহতঃ শেতে রাক্ষসেন বলীয়সা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । সমুত্তিষ্ঠন্তি উর্দ্ধশিখাঃ প্রজলন্তি স্ম । উপতিষ্ঠন্তি পূর্ববদুর্দ্ধশিখাঃ সন্তঃ সেবন্তে,
 হতপুত্রহ্বেনামজলদর্শনাৎ অবনতশিখাং হ্বেন বিবাদমুচ্যমানাদিত্যে ভাবঃ ॥২॥
 বৈকৃতমিতি । বৈকৃতং বিকারং পূর্বতোহিহুত্বাভাবম্ । গৃহপালমাত্রমরক্ষকম্ ॥৩॥
 কিমিতি । ত্বৎকাপি ন প্রতিনন্দসীতাথঃ । কচ্চিৎ বেদিতুমিচ্ছামি ॥৪॥
 কচ্চিদিতি । অন্নচেতনঃ অনবুদ্ধিঃ । শুধ্যতি প্রসীদতি ॥৫॥
 রৈভ্যমিতি । নুনমিত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্ । তথাহি তেইব হেতুনা ॥৬॥

তখন তাঁহার হোমগৃহের অগ্নি সকল পূর্বের স্তায় তাঁহাকে দেখিয়া উর্দ্ধশিখ
 হইয়া জ্বলিতে লাগিল না, কিংবা অগ্নিগুলি হতপুত্র বলিয়া উহার সেবাও
 'করিল না ॥২॥

তাহার পর মহাতপা ভয়দ্বাজ অগ্নিহোত্রগৃহের অগ্নিগুলির এইরূপ অস্ত্র ভাব
 দেখিয়া উপবিষ্ট আশ্রমরক্ষক সেই অন্ধ শূদ্রকে বলিলেন—॥৩॥

“শূদ্র ! অগ্নিগুলি পূর্বের স্তায় আমার সন্দর্শনের অভিনব করিতেছে
 না কেন ? তুমিই বা অভিনন্দন করিতেছ না কেন ? এ আশ্রমের
 মঙ্গল ত ? ॥৪॥

আমার অনবুদ্ধি পুত্র রৈভ্যমূর্খের আশ্রমে যায় নাই ত ? ইহা আমার নিকট
 সম্ভব বল । কারণ, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না” ॥৫॥

শূদ্র বলিল—“মহর্ষি ! আমি মনে করি—আপনার এই অনবুদ্ধি পুত্র রৈভ্যমূর্খের
 আশ্রমে গিয়াছিলেন ; সেই অস্ত্রই প্রবল রাক্ষসকর্তৃক নিহত হইয়া শয়ন
 করিয়া রহিয়াছেন ॥৬॥

প্রকাল্যমানস্তেনাসৌ শূলহস্তেন রক্ষসা ।

অগ্ন্যাগারং প্রতি ষারি ময়া দোর্ভ্যাং নিবারিতঃ ॥৭॥

ততঃ স বিহতানোহত্র জলকামোহশ্চিহ্নবন্ম ।

নিহতঃ সোহতিবেগেন শূলহস্তেন রক্ষসা ॥৮॥

ভরষাজস্ত তচ্ শ্রুত্বা শূদ্রস্ত বিপ্রিয়ং মহৎ ।

গতাস্থং পুত্রমাদায়-বিললাপ স্তদুঃখিতঃ ॥৯॥

ভরষাজ উবাচ ।

ব্রাহ্মণানাং কিলার্থায় ননু স্বং তপ্তবাংস্তপঃ ।

বিজ্ঞানায়নধীতা বৈ বেদাঃ সম্প্রতিভাস্বিতি ॥১০॥

তথা কল্যাণশীলস্ত্বং ব্রাহ্মণেষু মহাত্মন ।

অনাগাঃ সর্বভূতেষু কথং মৃত্যুমুপেযিবান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি । প্রকাল্যমান আক্রম্যমাণঃ । প্রতি আগচ্ছন্নিত শেষঃ, দোর্ভ্যাং বাহুভাগম ॥৭॥

তত ইতি । বিহিতাশঃ অগ্ন্যাগারপ্রবেশাশরিতঃ, অশ্চিহ্নঃ, উচ্ছিষ্টমুখাৎ ॥৮॥

ভরেতি । শূদ্রস্ত মূৰ্খাং, বিপ্রিয়ম্ অপ্রিয়ম্ । গতাস্থং নির্গতপ্রাণম্ ॥৯॥

ব্রাহ্মণানামিতি । অর্থায় প্রয়োজনায় । সম্প্রতিভাস্বি আয়নি সম্যক্ স্মরন্ত ॥১০॥

তথেতি । কল্যাণশীলো মঙ্গলসম্পাদনবতাবঃ । অনাগা নিরপরাধঃ ॥১১॥

সেই ব্রাহ্মস শূলহস্তে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল ; তাই উনি হোমগৃহে প্রবেশ করিতে আসিতেছিলেন ; তখন আমি দ্বারদেশে বাহুগুলদ্বারা উহাকে বারণ করিয়াছিলাম ॥৭॥

তখন উহার হোমগৃহে প্রবেশ করিবার আশা তিরোহিত হইয়াছিল ; সম্ভবতঃ সেই সময়ে উনি মুখপ্রক্ষালনের জন্য জল প্রার্থনা করিতেছিলেন এবং উচ্ছিষ্টমুখ বলিয়া অপবিত্র ছিলেন ; তখন সেই ব্রাহ্মস শূলহস্তে অতিবেগে আসিয়া উহাকে নিহত করিল ॥৮॥

ভরষাজ তখন শূদ্রের মুখে সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই গতাস্থ পুত্রটিকে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ভরষাজ বলিলেন—“বরজ্ঞীত ! তুমি ব্রাহ্মণদের জন্যই তপস্যা করিয়াছিলে ; তোমার উদ্দেশ্য ছিল—অনধীত অবস্থায়ই ব্রাহ্মণদের হৃদয়ে বেদ সকল আবির্ভূত হউক ॥১০॥

সুতরাং তুমি মহাত্মা ব্রাহ্মণদের বিষয়ে সেইরূপ মঙ্গলময় স্বতাব হইয়া

(৭) প্রকাল্যমানস্তেনাসৌ—বা ব কা নি । (১১) কথং মৃত্যুমুপেযিবান্—বা ব কা নি ।

প্রতিষিদ্ধো ময়া তাত ! রৈভ্যাবসধদর্শনাৎ ।
 গতবান্বেব তং দ্রষ্টুং কালান্তকষমোপমম্ ॥১২॥
 যঃ স জানন্ মহাতেজা বুদ্ধশ্চৈকং মমাত্মজম্ ।
 গতবান্বেব কোপশ্চ বশং বমদুর্মতিঃ ॥১৩॥
 পুত্রশোকমনুপ্রাপ্ত এষ রৈভ্যশ্চ কৰ্ম্মণা ।
 ত্যক্ত্যমি হ্যায়তে পুত্র ! প্রাণানিষ্টতমান্ ভুবি ॥১৪॥
 যথাহং পুত্রশোকেন দেহং ত্যক্ত্যমি কিম্বিধৌ ।
 তথাজ্যেষ্ঠঃ স্নতো রৈভ্যং হিংস্রাচ্ছৌভ্রমনাগসম্ ॥১৫॥

ভারতাকৌমুদী

প্রতীতি । কালে আয়ুঃশেষসময়ে অন্তকো বদ্ধা যো যমঃ স এবোপমা যন্ত তম্ ॥১২॥
 য ইতি । যঃ স প্রসিদ্ধো রৈভ্যঃ, মহাতেজা অতীবতপঃপ্রভাবশালী ॥১৩॥
 পুত্রোতি । কৰ্ম্মণা কৃত্যন্তষ্টিকরণেন । এতচ্চ ধ্যানাদবগম্যোক্তম্ । স্নতে বিনা ॥১৪॥
 রৈভ্যঃ শপতি—যথেনি । তথাজ্যেষ্ঠ ইত্যাক্রোকারলোপো মন্তব্যঃ পরাধ্যায়ে কনিষ্ঠপুত্রেন
 পরাবহুর্নৈব রৈভ্যবধন্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ । তথা চ অজ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ পরাবহুর্নাম রৈভ্যন্তৈব স্নত
 ইত্যর্থঃ । অনাগসং নিরপরাধম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভরদ্বাজ ইতি । আক্লিকং স্বাধ্যাযং প্রত্যহং কর্তব্যং ব্রহ্মবজ্জম্ ॥১॥ হতপুত্রত্বেন
 অশোচযুক্তত্বাৎ ॥২—৪॥ তথাতি নিঃসন্দেহং ভবতি ॥৫—৬॥ অগ্ন্যাগারং প্রবিষ্টন্ত রক্ষো-
 ভয়ং ন ভবেদिति ভাবঃ ॥৭—৮॥ শূদ্রশ্চ শূদ্রকৃতং বিপ্রিয়ঃ পুত্রনিরোধেন কৃতম্ ॥৯—১৩॥
 কিম্বিধৌ শোকাক্রান্তঃ ॥১৪—১৫॥

ইতি ত্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্ৰয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

এবং সমস্ত প্রাণীর নিকটেই নিরপরাধ থাকিয়া কেন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ॥১১॥

বাবা ! আমি তোমাকে রৈভ্যাশ্রম দর্শন করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম ;
 ওখাপি তুমি সেই কালান্তকষমত্বাৎ রৈভ্যকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেই ! ॥১২॥

আমি বৃদ্ধ ; অথচ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, ইহা জানিয়াও সেই মহাতেজা
 ও মহাদুর্মতি রৈভ্য ক্রোধের বশতাপন্ন হইলেই ! ॥১৩॥

হায় ! আমি রৈভ্যের ব্যবহারে পুত্রশোক পাইলাম ; অতএব পুত্র ! আমি
 তোমা ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণত্যাগ করিব ॥১৪॥

আমি পাপী ; স্নতভ্রাং আমি যেমন পুত্রশোকে দেহত্যাগ করিব, সেইরূপ
 রৈভ্যেরই কনিষ্ঠপুত্র পরাবহুর্ন শীঘ্রই নিরপরাধ রৈভ্যকে হত্যা করিবে ॥১৫॥

স্থিনো বৈ নখা যেষাং জাত্যা পুত্রো ন বিদ্যতে ।
 যে পুত্রশোকমপ্রাপ্য বিচরন্তি যথাস্থম্ ॥১৬॥
 যে তু পুত্রকৃত্যচ্ছোকাদভুশং ব্যাকুলচেতসঃ ।
 শপস্বীকান্ সখীনান্তান্তেভ্যঃ পাপতরো নু কঃ ॥১৭॥
 পরাস্থশ্চ মৃতো দৃষ্টঃ শপ্তশ্চেক্ষতঃ সখা ময়া ।
 জদৃশীমাশদং কোহত্র দ্বিতীয়োহনুভবিষ্যতি ॥১৮॥

লোমশ উবাচ ।

বিলপ্যৈবং বহুবিধং ভরদ্বাজোহদহৎ স্ত্রুতম্ ।
 স্তম্বিকং ততঃ পশ্চাৎ প্রবিবেশ স্ত্রুতশনম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 তীর্থযাত্রায়াং যবকীর্ত্তোপাখ্যানেন দ্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:০:—

ভারতকৌমুদী

স্থিন ইতি । জাত্যা আস্থনো জন্মনা বিশিষ্ট ঔরস ইত্যর্থঃ ॥১৬॥
 নহু কথমাশ্বনি কিম্বিত্যুক্তমিত্যাহ—য ইতি ইষ্টান্ প্রিয়ান্ ॥১৭॥
 পরেতি । পরাস্থমৃতঃ । ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, সখা বৈভাঃ । দ্বিতীয়ো জনঃ ॥১৮॥
 বিলপোতি । স্তম্বিকম্ অতীবপ্রকলিতম্ । ততঃ পুত্রদাহাৎ, পশ্চাৎ পরম্ ॥১৯॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-
 বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি
 তীর্থযাত্রায়াং দ্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

সেই মনুষ্যেরাই স্থনী, যাহাদের ঔরস পুত্র নাই এবং যাহারা পুত্রশোক না
 পাইয়া বথাস্থে বিচরণ করে ॥১৬॥

কিন্তু যাহারা পুত্রশোকে অত্যন্ত আকুলচিত্ত ও পীড়িত হইয়া প্রিয় স্ত্রুতদিগকে
 অভিসম্পাত করে, তাহাদের অপেক্ষা অধিক পাপী কে ? ॥১৭॥

হায় ! আমি মৃত পুত্র দেখিলাম এবং প্রিয়সখাকে অভিসম্পাত করিলাম ;
 স্ত্রুতরাং অগতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এইরূপ আপদ অনুভব করিবে” ॥১৮॥

লোমশ বলিলেন—“ভরদ্বাজমুনি এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া
 পুত্রের দাহ সংকল্প করিলেন, তাহার পর নিজেও প্রকলিত অগ্নিতে প্রবেশ
 করিলেন” ॥১৯॥

—:০:—

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু বৃহদুদ্যম্নো মহোপতিঃ ।
সত্রং তেনে মহাভাগো রৈভ্যযাজ্যঃ প্রতাপবান্ ॥১॥
তেন রৈভ্যশ্চ বৈ পুত্রাবর্কবানু-পরাবস্ ।
বৃত্তৌ সহায়ৌ সত্রার্থং বৃহদুদ্যম্নেন ধীমতা ॥২॥
তত্র তৌ সমনুজ্জাতৌ পিত্রা কৌন্তেয় ! জগ্মতুঃ ।
আশ্রমে স্বভবদ্রেভ্যো ভার্য্যা চৈব পরাবসোঃ ॥৩॥
অথাবলোককোহগচ্ছদৃগ্হানেকঃ পরাবসুঃ ।
কৃষ্ণাজিনেন সংবীতং দদর্শ পিতরং বনে ॥৪॥
জঘন্তরাত্রে নিদ্রাক্ষঃ সাবশেষে তমশ্চাপি ।
চরন্তং গহনেহরণ্যে মেনে স পিতরং যুগম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি । বৃহদুদ্যম্নো নাম । সত্রং যজ্ঞম্, তেনে বিস্তারেন কঠুমারেভে ॥১॥
তেনেতি । ঋষিগ্ভাবেন সহায়ৌ বৃত্তৌ, সত্রার্থং যজ্ঞসম্পাদনার্থম্ ॥২॥
তত্রৈতি । অভবৎ অতিষ্ঠৎ । এতেনার্কীবাসোভায়াপি তত্র গংতি নৃচিতম্ ॥৩॥
অথৈতি । অবলোককঃ অবলোকনাথী । কৃষ্ণাজিনেন কৃষ্ণমৃগচৰ্ম্মণা, সংবীতমাবৃতম্ ॥৪॥
জঘন্তেতি । নিদ্রয়া অক্ষঃ সমাগ্দর্শনাক্ষমঃ স পরাবসুঃ, জঘন্তরাত্রে শেষরাত্রে, অপি চ,

লোমশ বলিলেন—“এই সময়েই রৈভ্যমূনিরই যাজ্য মহাত্মা ও প্রতাপ-
শালী বৃহদুদ্যম্নরাজা বিস্তুতভাবে এক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১॥

সেই বুদ্ধিমান বৃহদুদ্যম্নরাজা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্ত রৈভ্যমূনিরই পুত্র
'অর্কবানু ও পরাবনুকে সহায়ভাবে বরণ করিলেন ॥২॥

কুন্তীনন্দন ! তাঁহারাই দুই জনও পিতার অনুমতিক্রমে সেই যজ্ঞে গমন
করিলেন ; আশ্রমে থাকিলেন—মাত্র রৈভ্য ও পরাবনুর ভার্য্যা ॥৩॥

তাহার পর একদা একমাত্র পরাবনু পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত আশ্রমে
আগমন করিলেন এবং তিনি তখন বনের ভিতরে কৃষ্ণমৃগচৰ্ম্মাবৃত অবস্থায়
পিতাকে দর্শন করিলেন ॥৪॥

যুগন্ত মন্থমানেন পিতা বৈ তেন হিংসিতঃ ।

অকাময়ানেন তদা শরীরজ্ঞানমিচ্ছতা ॥৬॥

তস্য স প্রেতকার্য্যাণি কৃৎস্না সর্বাণি ভারত ! ।

পুনরাগম্য তৎ সত্ৰমব্রবীদ্ভ্রাতরং বচঃ ॥৭॥

ইদং কৰ্ম্ম ন শক্তন্ত্বং বোচুমেকঃ কথঞ্চন ।

ময়া চ হিংসিতস্তাতো মন্থমানেন তং যুগম্ ॥৮॥

সৌহৃদ্যদর্শে ব্রতং তাত ! চর স্বং ব্রহ্মধাতিনাম্ ।

সমর্থো হুহমেকাকৌ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তু মিদং যুনে ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

সাবশেষে তদানীমপি কিছুদবশিষ্টে ভমসি অন্ধকারে, গহনে নিবিড়ে অরণ্যে চরন্তঃ পিতরং বৈতাম্, যুগং যেনে, কৃৎস্নগুচর্যাবৃতত্বাদিত্তি ভাবঃ ॥৬॥

যুগমিতি । তেন পরাবস্থনা, অকাময়ানেন হস্তমিচ্ছতাপি, শরীরজ্ঞানমিচ্ছতা আত্ম-
রক্ষাং কৰ্ত্তুমিচ্ছতা, কৃৎস্নগুচ হিংস্রত্বাৎ । এতেনাজ্ঞানতো হত্যা দর্শিতা ॥৬॥

তত্তেতি । স পরাবস্থঃ, প্রেতকার্য্যাণি সপিণ্ডীকরণান্তানি । এতেন কালাণৌচাপগমঃ
সূচিতঃ । তৎ সজং বৃহদ্ব্যায়বজ্জম্, ভ্রাতরম্ অর্কবাস্থম্ ॥৭॥

ইদমিতি । বোচুং নিষ্পাদয়িত্বম্, ন শক্তঃ ব্রহ্মধাতিত্তি ভাবঃ । হিংসিতো হতঃ ॥৮॥

স ইতি । স স্বম্ । ব্রহ্মধাতিনাং সখ্যি, ব্রতং প্রায়শ্চিত্তম্, চর, যৎপ্রতিনিযুক্তিবেন কুরু
“ঋষিক্ পুত্রো গুরুভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিটপতিঃ । এভিরেব হতং বতু তত্বুতং স্বয়মেব হি ।”
ইতি শ্রুত্যা ভ্রাতুঃ প্রতিনিধিত্ববিধানাদিত্যর্থঃ ॥৯॥

তখন নিজাক্ষ পরাবস্থ শেষরাত্রে কিছু অন্ধকার অবশিষ্ট থাকিতে নিবিড়
বনমধ্যে বিচরণকারী পিতাকে হরিণ বলিয়া মনে করিলেন ॥৬॥

তখন তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক কেবল আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছায় যুগ ভাবিয়া
পিতাকে হত্যা করিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর পরাবস্থ পিতার সমস্ত প্রেতকার্য্য সমাপন
করিয়া পুনরায় সেই বজ্রে আসিয়া ভ্রাতা অর্কবাস্থকে এই কথা বলিলেন— ॥৭॥

“আর্য্য ! আপনি একাকী কোন প্রকারেই এই কার্য্য নির্বাহ করিতে
সমর্থ হইবেন না, অথচ আমি যুগ ভাবিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া
আলিয়াছি ॥৮॥

অতএব আর্য্য ! আপনি বাইরা আমার অস্ত্র ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত
করুন ; আমি একাকীই এই কার্য্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হইব” ॥৯॥

অৰ্বাবন্থরুবাচ ।

করোতু বৈ ভবান্ সত্রং বৃহদ্র্যস্মশ্চ ধীমতঃ ।
ব্রহ্মহত্যাং চরিষ্যেহহং হৃদৰ্থং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥১০॥

লোমশ উবাচ ।

স তস্ত ব্রহ্মহত্যায়াঃ পারং গতা যুধিষ্ঠির ! ।
অৰ্বাবন্থস্তদা সত্রমাজগাম পুনৰ্যুনিঃ ॥১১॥
ততঃ পরাবন্থদৃষ্ট্ৰা ভ্রাতরং সমুপস্থিতম্ ।
বৃহদ্র্যস্মমুবাচেদং বচনং হৰ্ষগদগদম্ ॥১২॥
এষ তে ব্রহ্মহা যজ্ঞঃ মা দ্রষ্টুং প্রবিশেদিতি ।
ব্রহ্মহা প্রেক্ষিতেনাপি পীড়য়েত্ত্বামসংশয়ম্ ॥১৩॥
তচ্শ্রুত্বৈব তদা রাজা প্রেথ্যানাহ স বিটপতে ! ।
প্রেথ্যৈরুৎসার্যমাণস্ত রাজন্নৰ্বাবন্থস্তদা ।
ন ময়া ব্রহ্মহত্যেয়ং কৃতেত্যাহ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

করোমিতি । সত্রম্ আরকমিঃ দীৰ্ঘকালীনং যজ্ঞম্ । ব্রহ্মহত্যাং তৎপ্রায়শ্চিত্তম্ ॥১০॥

স ইতি । তস্ত পরাবসোঃ । পারং গতা প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্যেত্যর্থঃ ॥১১॥

তত ইতি । হৰ্ষস্ত ভ্রাতৃনিরাসসম্ভবেনাত্মন এব দক্ষিণাদিসৰ্ব্বলাভসম্ভবাৎ ॥১২॥

এষ ইতি । ব্রহ্মহা ব্রহ্মহত্যাকারিণেন মহাপাতকী । পীড়য়েৎ পাপসংকারেণ ॥১৩॥

তদ্বিতি । প্রেথ্যান্ ভূত্যান্ । হে বিটপতে । প্রজানাথ । যুধিষ্ঠির ! । উৎসার্যমাণ-
স্তম্মাদ্দেশাদপসার্যমাণঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

অৰ্বাবন্থ বলিলেন—“ভ্রাতঃ ! তুমি, ধীমান্ বৃহদ্র্যস্মের যজ্ঞ করিতে থাক ; আমি যাইয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তোমার জন্ত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব” ॥১০॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! অৰ্বাবন্থয়ুনি তখনই যাইয়া পরাবন্থর ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া পুনরায় সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন ॥১১॥

তখন ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া পরাবন্থ হৰ্ষগদগদভাবে বৃহদ্র্যস্ম-
রাজাকে এই কথা বলিলেন—॥১২॥

“রাজা ! এই ব্রহ্মহত্যাকারী আপনার যজ্ঞ দেখিতেও যেন প্রবেশ করে না । কারণ, ব্রহ্মহত্যাকারী দর্শন করিয়াও নিশ্চয়ই আপনাকে পাপী করিবে” ॥১৩॥

উচ্যমানোহসকৃৎ প্রৈষ্যত্র'জ্ঞহ্মিতি ভারত ! ।

নৈব স্ম প্রতিজ্ঞানাতি ব্রহ্মহত্যাং স্বয়ং কৃতাম্ ॥১৫॥

মম ভ্রাত্ৰা কৃতমিদং ময়া স পরিমোক্ষিতঃ ।

স তথা প্রবদন্ ক্রোধাতৈষ্ঠ চ প্রৈষ্যঃ প্রভাষিতঃ ॥১৬॥

তুক্ষীং জগাম বিপ্রধিবনমেব মহাতপাঃ ।

উগ্রং তপঃ সমাস্বায় দিবাকরমথাশ্রিতঃ ॥১৭॥

রহস্তবেদং কৃতবান্ সূর্যাস্ত দ্বিজসত্তমঃ ।

যুষ্টিমাংস্তং দদর্শাথ স্বয়মগ্রভূগব্যয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

উচ্যেতি । হে ব্রহ্মহন ! ইত্যসকৃৎচ্যমানঃ অর্ক্যাবহুঃ । প্রতিজ্ঞানাতি স্ম স্বীচকার ॥১৫॥

মমেতি । পরিমোক্ষিতো ব্রহ্মহত্যাপাপাৎ । প্রভাষিতঃ ব্রহ্মহ্মিত্যেবোক্তঃ ॥১৬॥

তুক্ষীমিতি । বিপ্রধিরর্ক্যাবহুঃ । সমাস্বায় সমাগবলম্ব্য ॥১৭॥

রহস্তেতি । রহস্তো মন্ত্রময়ো বেদো রহস্তবেদস্তম্, কৃতবান্ প্রকাশিতবান্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদ্বিধি ॥১—৩॥ অবলোককঃ অবলোকনাথী, গৃহান্ ভাষ্যাম্ ॥৪—১৩॥ বিটপতে ! হে প্রজাধীশ ! ॥১৪—১৬॥ প্রভাষিতো মিথ্যাবাক্যসৌত্যমিক্ষিপ্তঃ ॥১৭॥ বহস্তবেদং সূর্যমন্ত্রপ্রকাশকং বেদম্, “যুগিরিতি যে অক্ষরে সূর্য ইতি ত্রীণি আদিত্য ইতি ত্রীণি । এতেষু সাবিত্র্যষ্টাক্ষরং পদং ত্রিষাতিষিক্তম্” ইতি কাঠকব্রাহ্মণং কৃতবান্ দদর্শ ॥১৮॥ যুষ্টিমান্

নরনাথ যুধিষ্ঠির ! সেই কথা শুনিয়াই বৃহদ্রথ্যরাজা অর্ক্যাবহুকে তাড়াইয়া দিবার জন্ত ভৃত্যদিগকে বলিলেন ; ভৃত্যেরাও তাঁহাকে আসিতে বারণ করিতে লাগিল ; রাজা ! তখন অর্ক্যাবহু বার বার বলিলেন যে, “আমি এ ব্রহ্মহত্যা করি নাই” ॥১৪॥

ভরতনন্দন ! তথাপি সেই ভৃত্যেরা ‘হে ব্রহ্মহন !’ এইভাবে বার বার তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল ; কিন্তু অর্ক্যাবহু সে ব্রহ্মহত্যা নিজকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেন না ॥১৫॥

তিনি বলিতে লাগিলেন—“আমার ভাই এই কার্য্য করিয়াছে, আর আমি তাহাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি” । তথাপি সেই ভৃত্যেরা ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে সেই কথাই বলিতে লাগিল ॥১৬॥

তখন মহাতপা ব্রহ্মর্ষি অর্ক্যাবহু নীরবে বনেই গমন করিলেন এবং ভয়ঙ্কর তপস্তা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যাপন্ন হইলেন ॥১৭॥

এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অর্ক্যাবহু সূর্য্যাস্তকালে এক বৈদিক মন্ত্র প্রকাশ করিলেন ।

(১৫)....ব্রহ্মহত্যাং স্বয়ং কৃতাম্—বাঁ ব কা থি ।

প্ৰীতাস্ত্যভবন্ দেবাঃ কৰ্ম্মণাহৰ্ষাবসোন্‌প ! ।

তং তে প্ৰবরয়ামাস্ত্ৰিরাশ্চ পৰাবস্তুম্ ॥১৯॥

ততো দেবা বরং তস্মৈ দদুৰগ্নিপুৰোগমাঃ ।

স চাপি বরয়ামাস পিতুরুশ্চানমাত্মনঃ ।

অনাগন্তুং তথা ভ্রাতুঃ পিতুশ্চাস্মরণং বধে ॥২০॥

ভরদ্বাজস্য চোখানং যবক্ৰীতস্য চোভয়োঃ ।

প্ৰতিষ্ঠাঞ্চাপি বেদস্য সৌরস্য দ্বিজসন্তমঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

এবমস্মিতি তং দেবাঃ প্রোচুশ্চাপি ববান্ দদুঃ ।

ততঃ প্রাচুর্ভবুস্তে সৰ্ব্ব এব যুধিষ্ঠির ! ॥২২॥

অথাত্ৰবৌদ্যবক্ৰীতো দেবানগ্নিপুৰোগমান্ ।

সমধীতং ময়া ব্রহ্ম ব্রতানি চরিতানি চ ॥২৩॥

কথঞ্চ বৈভ্যঃ শক্তো মামধীয়ানং তপস্বিনম্ ।

তথা যুক্তেন বিধিনা নিহন্তুমমরোত্তমাঃ ! ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

প্ৰীতা ইতি । প্ৰবরয়ামাস্ সৰ্ব্বধোংকৰ্ষাৎ প্ৰবং চক্ৰুঃ, নিবাসুঃ প্ৰত্যাচখ্যঃ ॥১৯॥

তত ইতি । উখানমুজ্জীবনম্ । অনাগন্তুং নিবপবাধত্তম্ । সটপাদোৎসং শ্লোকঃ । সৌবন্ত সূৰ্যাসদ্বন্ধিনঃ, বেদস্ত সূর্যং প্ৰকাশিতস্ত, প্ৰতিষ্ঠাং লোকে চিরস্থিতিম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি । তে সৰ্ব্ব এব বৈভ্যা-ভবদ্বাজ-যবক্ৰীতাঃ ॥২২॥

অথেতি । সমধীতং তপসৈব সম্যক্ প্ৰাপ্তম্, ব্রহ্ম বেদঃ, ব্রতানি ব্রহ্মচৰ্যাঙ্গীনি ॥২৩॥

তাহার পর যজ্ঞের অগ্ৰেভোজী ও অবিনাশী সূৰ্যাদেব মূৰ্ত্তিমান্ হইয়া নিজেই আসিয়া অৰ্কাবস্তুকে দর্শন দান করিলেন ॥১৮॥

আর, রাজা! অশ্ব দেবতারারও অৰ্কাবস্তুর কাষে তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অৰ্কাবস্তুকে শ্ৰেষ্ঠ করিলেন এবং পরাবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ॥১৯॥

তাহার পর অগ্নিপ্ৰভৃতি দেবগণ অৰ্কাবস্তুকে বর দিতে চাহিলেন; তখন আপন পিতার জীবন, ভ্রাতার নির্দোষতা, বধ বিষয়ে পিতার অস্মরণ, ভরদ্বাজ ও যবক্ৰীতের জীবন এবং আত্মপ্ৰকাশিত সূৰ্য্যামস্ত্রের প্ৰতিষ্ঠা—এই সকল বর ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ অৰ্কাবস্তু প্ৰাৰ্থনা করিলেন ॥২০—২১॥

‘এইরূপই হউক’ এই কথা দেবতারার তাঁহাকে বলিলেন এবং সেই সকল বরই দিলেন । যুধিষ্ঠির ! তাহার পর তাঁহার সকলেই আবিভূত হইলেন ॥২২॥

তদনন্তর যবক্ৰীত অগ্নিপ্ৰভৃতি দেবগণকে বলিলেন—“দেবশ্ৰেষ্ঠগণ! আমি সম্যক্ৰূপে বেদ লাভ করিয়াছিলাম, ব্রত সকলও করিয়াছিলাম ॥২৩॥

দেবা উচুঃ ।

মৈবং কৃথা যবক্রীত ! যথা বদসি বৈ যুনে ! ।

ঋতে গুরুমধীতা হি স্মথং বেদান্তয়া পুরা ॥২৫॥

অনেন তু গুরুন্ দুঃখাতোষয়িত্বান্নকৰ্ম্মণা ।

কালেন মহতা ক্লেশাদব্রহ্মাধিগতমুক্তমম্ ॥২৬॥

লোমশ উবাচ ।

যবক্রীতমথোক্তৈবং দেবাঃ সাগ্নিপুরুগমাঃ ।

সঞ্জীবয়িত্বা তান্ সৰ্ব্বান্ পুনর্জগ্মুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । অধীযানং নিত্যং বেদং পঠন্তম্ । তথা যুক্তেন প্রকারেণ ॥২৪॥

মেতি । এবং যনসি যা কৃথাঃ । ঋতে বিনা, অধীতান্তপসা লভাঃ ॥২৫॥

অনেনেতি । অনেন রৈভ্যোণ তু । আত্মকৰ্ম্মণা পরিচর্য্যাকপেণ । ব্রহ্ম বেদঃ, অধিগতং লভম্ । গুরুসেবয়া লব্ধ্বাত্তব বেদলাভাপেক্ষয়া বৈভন্ত বেদলাভো গরীয়ানিত্যং স্বাং তন্ত-
মশকতিতি ভাবঃ । অভ্যবোত্তমমিত্যুক্তম্ ॥২৬॥

ববেতি । সাগ্নয়ন্ত তে পূর্বগমা অগ্রগামিনশ্চেতি তে । ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বধাত্তং স্বিক্তং দর্শনং আত্মানং দর্শয়ামাস ॥১১॥ তং দেবাঃ প্রকর্ষণে বরয়ামাস্তঃ নিরাহুর্নিবা-
চকুর্ব্রজাদিতি শেষঃ ॥২০॥ প্রতিষ্ঠাং সন্ত্যজানুপ্রবৃতিম্, সৌরো বেদঃ পূর্বমুক্তঃ ॥২১—২২॥
সমধীতং সম্যক্ প্রাপ্তম্, ব্রহ্ম বেদঃ ॥২৩—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুর্দশাধিকশততমোধ্যায়ঃ ॥১১৪॥

যথানিয়মে বেদপাঠও করিতাম, তপস্বীও ছিলাম; তথাপি রৈভ্যমুনি
কি করিয়া আমাকে সেইভাবে বধ করিতে সমর্থ হইলেন ?” ॥২৪॥

দেবগণ বলিলেন—“যবক্রীতমুনি ! যেরূপ আপনি বলিতেছেন, সেরূপ
মনে করিবেন না । কারণ, আপনি পূর্বে গুরু বাতীত সুখে বেদলাভ
করিয়াছিলেন ॥২৫॥

আর, রৈভ্যমুনি পরিচর্য্যাদ্বারা অতিকষ্টে গুরুদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘ-
কালে বহু ক্রেশে বেদলাভ করিয়াছিলেন . সুতরাং আপনার বেদলাভ অপেক্ষা
রৈভ্যমুনির বেদলাভ উৎকৃষ্ট ছিল” ॥২৬॥

লোমশ বলিলেন—“অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারা যবক্রীতকে এইরূপ বলিয়া
ভরদ্বাজপ্রভৃতি সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

(২৬)....অনেন তু গুরুন্—পি । (২৭)....সেঙ্গপূর্বগমাঃ—বা ব কা নি ।

আশ্রমস্তস্য পুণ্যোহয়ং সদাপুষ্পকলক্রমঃ ।

অত্রোহ্য রাজশার্দূল ! সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি
তীৰ্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাধ্যানে চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

লোমশ উবাচ ।

উদীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত ! ।

সমতীতোহসি কোস্তেয় ! কালশৈলঞ্চ পার্শ্বিবা ! ॥১॥

এধা গঙ্গা সপ্তবিধা রাজতে ভরতর্ষভ ! ।

স্থানং বিরজসং পুণ্যং যত্রাগ্নিনিত্যমিধ্যতে ॥২॥

এতন্মৈ মানুষ্যেণাত্ম ন শক্যং দ্রষ্টুমদ্রুতম্ ।

সমাধিং কুরুতাব্যগ্রাস্তীর্ণান্নেতা- দ্রক্ষ্যথ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

আশ্রম ইতি । তত্ত্ব বৈভাৱ । সঙ্গ পুষ্পাণি কলানি চ যেষু তে তাদৃশা ক্রমা যত্র সঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহাপাদ্যায়-ভারতচাৰ্য্য মহাকবি-পদ্যকৃৎ শ্রীহরিনাসিসঙ্কাস্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভাবতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং
চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

উদীরেতি । গিরিশবঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে । সমতীতঃ অতিক্রান্তঃ ॥১॥

• এবেতি । সপ্তবিধা সপ্তপ্রবাহা । বিরজসং নির্মলম্ । ইধ্যতে দীপ্যতে ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! এই সেই পবিত্র রৈভামুনির আশ্রম ; এ আশ্রমের
বৃক্ষসকল সৰ্ব্বদাই পুষ্পবান্ ও কলবান্ থাকে । তুমি এখানে বাস করিয়া
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে” ॥২৮॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“হে ভরতবংশীয় কুন্তীনন্দন রাজা ! তুমি উদীরবীজ,
মৈনাক ও শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই সপ্তপ্রবাহা গঙ্গা শোভা পাইতেছেন ; এই স্থানটী
নির্মল ও পবিত্র ; যে স্থানে সৰ্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন ॥২॥

(২৮)...সৰ্ব্বপাপং প্রমোক্ষ্যসি—বা ব কা । * ‘...অষ্টত্রিংশদধিকশততমঃ...’ —বা ব কা
পি, ‘...চত্বারিংশদধিকশততমঃ...’—নি ।

এতং পশ্বসি দেবানামাক্রীড়ং চরণাক্রিতম্ ।
 অতিক্রান্তোহসি কোন্তেয় ! কালশৈলঞ্চ পর্বতম্ ॥৪॥
 শ্বেতং গিরিং প্রবেক্ষ্যামো মন্দরকৈব পর্বতম্ ।
 যত্র মাণিবরো যক্ষঃ কুবেরশ্চৈব যক্ষরাট্ ॥৫॥
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি গন্ধর্ব্বাঃ শীত্ৰগামিনঃ ।
 তথা কিম্পুরুষা রাজন্ ! যক্ষাশ্চৈব চতুর্গুণাঃ ॥৬॥
 অনেকরূপসংস্থানা নানাপ্রহরণাশ্চ তে ।
 যক্ষেন্দ্রং মনুজশ্রেষ্ঠ ! মাণিভদ্রমুপাসতে ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 তেষামৃদ্ধিরতীবাত্র গতো বায়ুলমাশ্চ তে ।
 স্থানাং প্রচ্যাবয়েয়ুর্ষে দেবরাজমপি ক্রুবম্ ॥৮॥
 তৈস্তাত ! বলিভিগুপ্তা যাতুধানৈশ্চ রক্তিতাঃ ।
 দুর্গমাঃ পর্বতাঃ পার্থ ! সমাধিং পরমং কুরু ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । সমাধিম্ এতত্তীর্থদর্শনে একাগ্রতাম্, অবাগ্ৰা অনাকুলচিত্তাঃ ॥৩॥
 এতদ্বিতি । অক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানম্, অতএব দেবানামেব চরণাক্রিতম্ ॥৪॥
 শ্বেতমিতি । শ্বেতং গিরিং কৈলাসম্ । মাণিবরো নাম, মণিভদ্রোহিষ্যস্ত নাম ॥৫॥
 অষ্টোতি । চতুর্গুণা অষ্টাশীতিসহস্রাণামেব । সংস্থানমমম্ ॥৬—৭॥
 তেষামিতি । ঋদ্ধিরসম্পন্নং । স্থানাদেবরাজম্বগদাং, প্রচ্যাবয়েয়ুঃ ভ্রংশয়েয়ুঃ ॥৮॥

এই অদ্ভুত স্থানটিকে এখন আর মানুষ দেখিতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং তোমরা অধীর না হইয়া একাগ্রতা অবলম্বন কর ; তাহা হইলেই তীর্থগুলি দেখিতে পাইবে ॥৩॥

এই দেবগণের ক্রীড়াস্থান দেখিতেছ, ইহাতে সেই দেবগণের চরণচিহ্ন সকল রহিয়াছে । কুন্তীনন্দন ! তুমি কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ ॥৪॥

আমরা এখন ক্রমশঃ কৈলাসপর্বত ও মন্দরপর্বতে প্রবেশ করিব ; যেখানে মাণিবরযক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের অবস্থান করেন ॥৫॥

মনুজশ্রেষ্ঠ রাজা ! অষ্টাশী হাজার দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব ও কিয়ৎ এবং তাহার চতুর্গুণ যক্ষ নানাবিধ রূপ ও অঙ্গশালী হইয়া এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া যক্ষশ্রেষ্ঠ মণিভদ্রের সেবা করিয়া থাকে ॥৬—৭॥

এখানে তাহাদের অত্যন্ত ধনসমৃদ্ধি আছে এবং তাহারা গমনে বায়ুর তুল্য বেগবান ; বাহারা দেবরাজকে মিস্ত্রই স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে ॥৮॥

(৪)....এতদ্বক্ষ্যসি—বা ব কা নি । (৫)....অত্র মাণিবরঃ—বা ব কা নি ।

কুবেরসচিবাস্চাশ্চে রৌদ্রা মৈত্রাশ্চ রাক্ষসাঃ ।
 তৈঃ সমেষ্যাম কৌন্তেয় ! সংযতো বিক্রমে ভব ॥১০॥
 কৈলাসপর্বতো রাজন্ । ষড়্‌যোজনশতোচ্ছিতঃ ।
 যত্র দেবাঃ সমায়াস্তি বিশালা যত্র ভারত ! ॥১১॥
 অসংখ্যেয়াস্তু কৌন্তেয় ! ষক্করাক্ষসকিন্নরাঃ ।
 নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধৰ্ব্বাঃ কুবেরসদনং প্রতি ॥১২॥
 তান্ বিগাহস্ব পার্থাঘ্র তপসা চ দমেন চ ।
 রক্ষ্যমাণো ময়া রাজন্ ! ভীমসেনবলেন চ ॥১৩॥
 স্বস্তি তে বরুণো রাজা যমশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
 গঙ্গা চ যমুনা চৈব পর্বতশ্চ দধাতু তে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিত্তি । গুপ্তা রাক্ষসাঃ, ষাড্‌যোজনে রাক্ষসৈঃ । সমাধিং গমনে একাগ্রতাম্ ॥১০॥
 কুবেরেতি । রৌদ্রা ভয়ঙ্করাঃ, মৈত্রা মিত্রভাবাপন্নঃ, অবস্থাবিশেষে ইত্যুভয়ভাষ্যাত্মকঃ ।
 সমেষ্যাম মিলিতা ভবিষ্যাম্, বিসর্গলোপ আধঃ । সংযতো যত্ববান্ ॥১১॥
 কৈলাসেতি । উচ্ছিত উচ্চঃ । বিশালা বদরী নগরী বা ॥১২॥
 অসংখ্যেয়া ইতি । সুপর্ণা গন্ধৰ্ব্ববংশীয়াঃ । কুবেরসদনং প্রতি কুবেরনগরে ॥১২॥
 তানিতি । তান্ বিগাহস্ব তেষু প্রবিশ । দমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ ॥১৩॥
 যজ্ঞীতি । স্বস্তি মঙ্গলম্ । সমিতিঞ্জয়ো যুদ্ধবিজয়ী । দধাতু বিদধাতু ॥১৪॥

বৎস পৃথানন্দন ! সেই বলবান্ গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, ষক্ক ও রাক্ষসগণের রক্ষিত
 এই সকল দুৰ্গম পর্বত দেখা যাইতেছে ; এ গুলিতে প্রবেশ করিবার জন্য
 বিশেষ মনোযোগ কর ॥৯॥

ভয়ঙ্করপ্রকৃতি ও কোমলস্বভাব অশ্রাশ্র অনেক রাক্ষসও কুবেরের মন্ত্রী
 হইয়া রহিয়াছে ; আমরা তাহাদের সহিত মিলিত হইব ; সুতরাং কুন্তীনন্দন !
 তুমি বিক্রমপ্রকাশে বিশেষ যত্ববান্ হও ॥১০॥

ভরতনন্দন রাজা ! কৈলাসপর্বত ছয় শত যোজন উচ্চ ; যেখানে দেবতারা
 আসিয়া থাকেন এবং যেখানে বিশাল একটা নগরী আছে ॥১১॥

কুন্তীনন্দন ! অসংখ্য ষক্ক, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধৰ্ব্ব কুবেরের
 নগরে অবস্থান করে ॥১২॥

পৃথানন্দন রাজা ! আমি ও ভীমসেন তোমাকে রক্ষা করিব—এই অবস্থায়
 তুমি আজ তপস্রা ও ইন্দ্রিয়সংযমের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কর ॥১৩॥

(১০)....সংযতো বিক্রমে চ—বা ব কা,...যতো বিক্রমে ভব—নি ।

বন-১৪৬ (৮)

মরুতশ্চ সহস্রিভ্যাং সরিতশ্চ সরাংসি চ ।

যন্তি দেবাস্থরেভ্যশ্চ বহুভ্যশ্চ বিশাংপতে ! ॥১৫॥

ইন্দ্রস্ত জাম্বুনদপৰ্ব্বতাৰৈ শৃণোমি ঘোষণং তব দেবি ! গগ্ধে ! ।

গোপায়স্মৎ স্বভগে ! গিরিভ্যঃ সৰ্ব্বাজমীঢ়াপটিতং নরেন্দ্রম্ ॥১৬॥

দদস্ব শৰ্ম্ম প্রবিবিক্তোহস্ম শৈলানিমান্ শৈলহুতে ! নৃপস্য ।

উক্ত্বা তথা সাগরগাং স বিপ্রো যন্তো ভবশ্চেতি শশাস পার্থম্ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অপূৰ্ণোহস্মৎ সন্ত্রমো লোমশস্য কৃষ্ণাং সৰ্কে বক্কত মা প্রমাদম্ ।

দেশো হস্মৎ দুৰ্গতমো যতোহস্ম তস্মাৎ পরং শৌচমিহাচরধ্বম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

মরুত ইতি । হে বিশাংপতে ! অস্রিভ্যাং সহ মরুতো বায়বঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ
তে যন্তি বিলম্বস্থিতি পূৰ্ণাহুৰ্ভবঃ । দেবাস্থরেভ্যশ্চ বহুভ্যশ্চ তে যন্তি ভবস্থিতি শেষঃ ॥১৫॥

ইন্দ্রেতি । জাম্বুনদপৰ্ব্বতাং স্বৰ্ণপৰ্ব্বতাং হমেকতঃ । গোপায়স্ব বক্ষ, আয়প্রত্যয়ান্বাদ-
শুপথাতোক্তুরাদিভ্যাং স্বার্থে ইন্ । সৰ্কে: আজমীঢ়ৈরজমীঢ়বংশীঠৈঃ অপটিতং পূজিতম্ ॥১৬॥

দদধেতি । শৰ্ম্ম মঙ্গলম্, প্রবিবিক্তঃ প্রবেষ্টমিচ্ছতঃ । যন্ত: শৈলপ্রবেশে যন্তবান্ ॥১৭॥

অপূৰ্ণ ইতি । প্রমাদমনবধানতাম্, মা কুরুতেতি শেষঃ । দুৰ্গতমঃ অতীবদুৰ্গমঃ পরমত্যক্তম্,
শৌচং বায়নঃ কার্ত্তিকম্, আচরধ্বং কুরুত ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

উদীরেতি ॥১॥ যজ্ঞাগ্নিনিভ্যমিধ্যাত ইতি জিবেগিনারায়ণাখ্যঃ চরিত্বারাং পরতঃ স্থান-
মন্তি ॥২—১০॥ বিশালা বদরী ॥১১—১৫॥ ইন্দ্রস্ত ইন্দ্রসম্বন্ধিনো জাম্বুনদঃ স্বৰ্ণং তম্রয়াং
পৰ্ব্বতাদ্বৈরো: গোপায়স্মেতি গিজন্তু রূপম্, দেবৈরিত্তি শেষঃ স্বার্থে বা পিচ, আজমীঢ়বংশে

বক্কণ, যুদ্ধবিজয়ী যমরাজা, গঙ্গা, যমুনা ও পৰ্ব্বত সকল তোমার মঙ্গল
করন ॥১৪॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সমস্ত বায়ু, সমস্ত নদী ও সমস্ত সরোবর তোমার
মঙ্গল করন এবং অস্ত্রান্ত দেবতা, অশ্বর ও বসুগণ হইতেও তোমার মঙ্গল
হউক ॥১৫॥

গঙ্গাদেবি ! আমি ইন্দ্রের সুমেরুপৰ্ব্বত হইতে তোমার শব্দ শুনিতেছি ।
সুভগে ! তুমি সমস্ত অজমীঢ়বংশীয়গণকর্তৃক সন্মানিত এই রাজাকে পৰ্ব্বত
হইতে বক্ষা কর ॥১৬॥

শৈলহুতে ! রাজা যুধিষ্ঠির এই পৰ্ব্বতসমূহে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিতে-
ছেন ; অতএব তুমি ইহাকে মঙ্গল দান কর । লোমশমুনি গঙ্গাকে এইরূপ
বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন যে, “তুমি পৰ্ব্বতপ্রবেশে যন্তবান্ হও” ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহব্রবীদ্বীমমুদারবীৰ্য্যং কৃষ্ণাং যন্তঃ পালয় ভীমসেন ! ।

শূন্যেহৰ্জুনেহসন্নিহিতে চ তাত ! স্বামেব কৃষ্ণা ভজতে ভয়েষু ॥১৯॥

ততো মহাত্মা স যমৌ সমেত্য মূৰ্দ্ধন্যপাত্ৰায় বিমূঢ়্য গাত্রে ।

উবাচ তৌ বাম্পকলং স রাজা মা ভৈৰুমাগচ্ছতমপ্রমত্তৌ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরবাক্যে পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

-:~:-

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অব্রবীদযুধিষ্ঠির ইতি শেষঃ । উদারবীৰ্য্যঃ মহাবলম্ । যন্তো যন্তুবান
সন । শূন্যে লোকরহিতে স্থানে, অৰ্জুনে চাসন্নিহিতে, কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥১৯॥

তত ইতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ । বাম্পকলং মেহাশ্রবিন্দুবিসৰ্জনপূৰ্ব্বকম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতাঃ মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপৰ্ব্বণি

তীৰ্থযাত্রায়াংপঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

—:~:-

ভারতভাবদীপঃ

অপচিতং পুঞ্জিতং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥১৬॥ দদম্ব দেহি ॥১৭॥ শৌচঃ বায়নঃকায়শুদ্ধিঃ ॥১৮—১৯॥
ভৈৰুমিতি ছেদঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“লোমশমুনির অতুতপূৰ্ব্ব ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে ;
অতএব তোমরা সকলে দ্রৌপদীকে রক্ষা কর এবং নিজেরাও সাবধান হও ।
ইনি এই স্থানটাকে অত্যন্ত দুৰ্গম মনে করেন ; সুতরাং সকলেই সর্বপ্রকার
পবিত্র হও” ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির মহাবল ভীমকে বলিলেন—
“ভীম ! তুমি বিশেষ যত্নবান হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা কর । কারণ, বৎস !
শূন্য স্থানে অৰ্জুন নিকটে না থাকিলে ভয়ের সময়ে দ্রৌপদী তোমাকেই
অবলম্বন করেন” ॥১৯॥

তাহার পর মহাত্মা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাদের
মন্তকাজ্ঞাণ ও গাত্রমার্জন করিয়া মেহাশ্রবিসৰ্জনপূৰ্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন—
“তোমরা ভীত হইও না, সাবধানে আগমন কর” ॥২০॥

—:~:-

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অস্তহিতানি ভূতানি বলবন্তি মহাস্তি চ ।

অগ্নিনা তপসা চৈব শক্যং গন্তুং বৃকোদর ! ॥১॥

সন্নিবর্তয় কৌন্তেয় ! ক্ষুৎপিপাসে বলাশ্রয়াৎ ।

ততো বলঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ সংশ্রয়স্ব বৃকোদর । ॥২॥

ঋষেস্ত্বয়া শ্রুতং বাক্যং কৈলাসং পৰ্ব্বতং প্রতি ।

বুদ্ধ্যা প্রপশ্য কৌন্তেয় ! কথং কৃষ্ণা গমিষ্যতি ॥৩॥

অথবা সহদেবেন ধৌম্যেন চ সমং বিভো । ।

সূতৈঃ পৌরোগবৈশ্চৈব সৰ্বৈশ্চ পরিচারকৈঃ ॥৪॥

রথৈরথৈশ্চ যে চান্দ্রে বিপ্রাঃ ক্লেশাসহাঃ পথি ।

সৰ্বৈশ্চ সহিতো ভীম ! নিবর্তস্বায়তেক্ষণ ! ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অন্তরিত্তি । অস্তহিতানি অদৃশ্যতয়া তিষ্ঠন্তি, ভূতানি দেবজাতীয়াঃ প্রাণিনঃ । অতএব
তান্ত্রনিষ্টমপি কুযুরিতি ভাবঃ । তেন চ অগ্নিনা অগ্নিগ্রহণেন, তপসা তপ্সেন ॥১॥

সমিতি । সন্নিবর্তয় সমাধিভ্রমহীহি । দাক্ষ্যং দুর্গমস্থানে গমননৈপুণ্যম্ ॥২॥

ঋষেব্রিতি । ঋষৌমশাৎ । প্রপশ্য পর্যালোচয় । কৃষ্ণা জ্যোপদী ॥৩॥

অথবেতি । সূতৈঃ সারথিভিঃ, পৌরোগবৈঃ পাকশালাধ্যাক্ষৈঃ, “পৌরোগবস্তদধ্যাক্ষঃ”
ইত্যমরঃ । নিবর্তস্ব, পৰ্ব্বতপ্রবেশাদিতি শেষঃ । হে আয়তেক্ষণ ! বিজ্ঞতনয়ন ॥৪—৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম ! এখানে বলবান্ ও বিশালাকৃতি প্রাণী সকল
অদৃশ্যভাবে থাকে ; সুতরাং অগ্নি গ্রহণ করিয়া তপোবলে যাইতে পারা যায় ॥১॥

কুন্তীনন্দন ভীম ! তুমি সহিষ্ণুতার বলে কৃষ্ণা ও পিপাসা পরিত্যাগ কর
এবং দুর্গম পথে গমনের শক্তি ও নিপুণতা অবলম্বন কর ॥২॥

কুন্তীনন্দন ! তুমি লোমশমুনির নিকট কৈলাসপৰ্ব্বতের বিবরণ শুনিয়াছ ;
সুতরাং বুদ্ধিঘারা পর্যালোচনা কর দেখি—জ্যোপদী কি করিয়া গমন
করিবেন ॥৩॥

অথবা, প্রভাবশালী বিজ্ঞতনয়ন ভীম ! সহদেব, ধৌম্য, সারথিগণ,

ত্রয়ো বয়ং গমিষ্যামো লঘুহারা যতব্রতাঃ ।
 অহং নকুলশ্চৈব লোমশশ্চ মহাতপাঃ ॥৬॥
 মমাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ গঙ্গাদ্বারে সমাহিতঃ ।
 বসেহ দ্রৌপদীং রক্ষন্ যাবদাগমনং মম ॥৭॥

ভীম উবাচ ।

রাজপুত্রৌ শ্রমেণার্তা দুঃখার্তা চৈব ভারত !
 ব্রজতে্যব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া ॥৮॥
 তব চাপ্যরতিস্তীত্রা বর্ততে তমপশ্যতঃ ।
 গুড়াকেশং মহাত্মানং সংগ্রামেষ্পলাস্নিনম্ ।
 কিং পুনঃ সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ ভারত ! ॥৯॥
 দ্বিজাঃ কাম্যং নিবর্তন্তাং সর্বৈ চ পরিচারকাঃ ।
 সূতাঃ পৌরোগবান্শ্চৈব যঞ্চ মন্ত্ৰেত নো ভবান্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অয় ইতি । লঘুহারাঃ স্বরভোজনঃ, যতব্রতা সংযতনিদ্রাদানয়মাঃ ॥৬॥
 মমেতি । আকাঙ্ক্ষন্ প্রতীক্ষমাণঃ, গঙ্গাদ্বারে হরিদ্বারে । এস তিষ্ঠ ॥৭॥
 রাজেতি । কল্যাণী কল্যাণকারিণী কৃষ্ণা, শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া অৰ্জুনদর্শনেচ্ছয়া ॥৮॥
 তবেতি । অরতিবিবাদঃ । গুড়াকেশমৰ্জ্জুনম্ । সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ অপশ্যতস্তব কিং
 পুনঃ সা অরতির্ন ভবিষ্যতীতি শেষঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

দ্বিজা ইতি । কাম্যং স্বখেপি তম্ । মন্ত্ৰেত সহ গমনায় নাম্মন্ত্ৰেত ॥১০॥

পাকশালাধ্যক্ষগণ, সমস্ত পরিচারক, রথ, অশ্ব এবং অগ্নি যে সকল ব্রাহ্মণ
 পুথের কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, ইহাদের সকলের সহিত তুমি নিবৃত্ত হও ॥৪—৫॥

কেবল আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ—আমরা তিন জন অন্ন ভোজন
 করিতে থাকিয়া এবং নিদ্রাপ্রভৃতি নিয়ম সংযত করিয়া গমন করিব ॥৬॥

আমার আগমনের প্রতীক্ষা এবং দ্রৌপদীকে রক্ষা করিতে থাকিয়া সাবধান
 হইয়া আমার প্রত্যাগমনপর্যন্ত এই গঙ্গাদ্বারেই অবস্থান কর ॥৭॥

ভীম বলিলেন—“ভরতনন্দন ! পরিশ্রাস্তা, দুঃখিতা, রাজনন্দিনী এবং
 সকলেই কল্যাণকারিণী দ্রৌপদী অৰ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় বাইবেনই ॥৮॥

ভরতনন্দন ! আপনি, যুদ্ধে অপলায়ী ও মহাত্মা একমাত্র অৰ্জুনকে
 দেখিতে নাই বলিয়াই আপনার গুরুতর বিবাদ চলিতেছে ; এ অবস্থায়
 আমার সহদেবকে, আমাকে ও দ্রৌপদীকে দেখিতে না পাইলে কি আরও
 গুরুতর বিবাদ হইবে না ? ॥৯॥

ন হুং হাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমিহ কহিচিৎ ।
 শৈলেশ্বিন্ রাক্ষসাকীর্ণে দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥১১॥
 ইয়ঞ্চাপি মহাভাগা রাজপুত্রৌ পতিব্রতা ।
 স্বামুতে পুরুষব্যাত্ত ! নোৎসহেষিনিবর্তিতুম্ ॥১২॥
 তথৈব সহদেবোহয়ং সততং স্বামনুভূতঃ ।
 ন জাতু বিনিবর্তেত মনোভো হুংমশ্য বৈ ॥১৩॥
 অপি চাত্ত মহারাজ ! সব্যসিচিদ্দক্ষয়া ।
 সর্ষে লালসভূতাঃ স্ম তস্মাদ্যাস্ত্যামহে সহ ॥১৪॥
 যত্তশক্যো রথৈর্গন্তুঃ শৈলোহয়ং বহুকন্দরঃ ।
 পশ্চিরেব গমিষ্যামো মা রাজন্ ! বিমনা ভব ॥১৫॥
 অহং বহিষ্যে পাক্ষালীং যত্র যত্র ন শক্যতি ।
 ইতি মে বর্ততে বুদ্ধির্মা রাজন্ ! বিমনা ভব ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । হাতুং ভাজুন্ । দুর্গেষু দুর্গমেষু, বিষমেষু উচ্চাষেযু স্থানেষু ॥১১॥
 ইয়মিতি । ঋতে বিনা । নোৎসহেয় শত্রুনাং, পতিব্রতারূপস্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১২॥
 তথৈতি । স্বাং প্রতি অহুভূতঃ অহুকুলঃ । জাতু কদাচিৎ, মনোভো অতিপ্রাণভোঃ ॥১৩॥
 অসীতি । সব্যসিচিদ্দক্ষয়া অর্জুনদর্শনেচ্ছয়া । লালসভূতা উৎসৃক জাতাঃ ॥১৪॥
 বদীতি । বহুনি কন্দরানি গুহা যত্র সং । বিমনা উষ্মিচিন্তঃ ॥১৫॥

সুতরাং সকল ব্রাহ্মণ, পরিচারক, সারথি, পাক্ষালাধ্যক্ষ এবং আপনি
 যাহাকে বাইবার অনুমতি না দিবেন, তিনি ইচ্ছানুসারে নিবৃত্ত হউন ॥১০॥

কিন্তু আমি এই রাক্ষসাকীর্ণ পর্বতে দুর্গম ও বিষম স্থানে কখনই
 আপনাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥১১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তা'র পর মহাভাগা ও পতিব্রতা এই রাজনন্দিনী দ্রৌপদী
 আপনাকে ছাড়িয়া নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না ॥১২॥

এবং এই সহদেবও সর্বদাই আপনার অহুকুল ; সুতরাং সহদেবও কখনই
 নিবৃত্তি পাইবে না । কারণ, আমি উহার মনের ভাব জানি ॥১৩॥

আর, মহারাজ ! সকলেই অর্জুনকে দেখিবার ইচ্ছার উৎকর্ষিত 'হইমা-
 হেন ; অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত যাইব ॥১৪॥

তবে, এই পর্বতে বহুতর গুহা আছে বলিয়া যদি যথেষ্ট গমন করিতে পারা
 না যায়, তাহা হইলে আমরা পদব্রজেই গমন করিব ; আপনি উষ্মি
 হইবেন না ॥১৫॥

শুকুমারো তথা বীরো মাজৌনন্দিকরাবুভো ।
দুর্গে সস্তারয়িষ্যামি যত্রাশক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ । †

এবং তে ভাষমাণস্ত বলং ভীমাভিবর্দ্ধতাম্ ।
যন্তমুৎসহসে বোচুং পাঞ্চালীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১৮॥
যমজৌ চাপি ভজ্রং তে নৈতদশ্চ ব্র বিদ্বতে ।
বলং তব যশশ্চৈব ধর্ম্যঃ কীর্তিশ্চ বর্দ্ধতাম্ ॥১৯॥
যন্তমুৎসহসে বোচুং ভ্রাতরৌ সহ কৃষ্ণয়্যা ।
মা তে প্রানির্মহাবাহো ! মা চ তেহস্ত পরাভবঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি । বহিষ্ঠে বক্ষ্যামি, ইড়াগম আর্ষঃ । ন শক্যতি গন্তুমিতি শেষঃ ॥১৬॥
শুকুমারাবিতি । মাত্রা নন্দিকরো আনন্দজনকো । দুর্গে দুর্গমস্থানে ॥১৭॥
এবামিতি । উৎসহসে উৎসাহেনেচ্ছসি ॥১৮॥
যমজাবিতি । যমজৌ নকুলসহদেবৌ চাপি বোচুৎসহস ইত্যম্বৃতিঃ ॥১৯॥
যদ্বিতি । প্রানিরাস্তাগঃ । পরাভবো যুদ্ধে পরাজয়ঃ ॥২০॥

রাজা ! পাঞ্চালী যেখানে যেখানে গমন করিতে না পারিবেন, আমি সেইখানে সেইখানেই উহাকে বহন করিব ; এ-ই আমার ইচ্ছা ; আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না ॥১৬॥

তা'র পর কোমলাঙ্গ, বীর ও মাজীর আনন্দজনক নকুল এবং সহদেবও যে দুর্গমস্থানে গমন করিতে অসমর্থ হইবে, সেখানে উহাদিগকে আমি পার করিয়া দিব" ॥১৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম । তুমি যখন যশস্বিনী পাঞ্চালীকে বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ এবং এইরূপ বলিতেছ, তখন তোমার বলবৃদ্ধি হউক ॥১৮॥

এবং যখন নকুল-সহদেবকেও বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তখন তোমার মজল, বল, যশ, ধর্ম ও কীর্তি বৃদ্ধি লাভ করুক । এরূপ ব্যবহার অন্তর নাই ॥১৯॥

মহাবাহু ! তুমি যখন জৌপদীর সহিত নকুল-সহদেবকে বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তখন যেন তোমার প্রানি ও পরাভব হয় না" ॥২০॥

† রাজোবাচ—পি । (১৮)...পাঞ্চালীঃ বিপুলেধ্মনি—পি নি । (২০)...যন্তমুৎসহসে নেতুম্—বা ব কা নি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কৃষ্ণাহব্রবৌদ্ধাক্যং প্রহসন্তী মনোরমম্ ।

গমিষ্যামি ন সস্তাপঃ কার্য্যো মাং প্রতি ভারত ! ॥২১॥

লোমশ উবাচ ।

তপসা শক্যতে গন্তুং পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ।

তপসা চৈব কৌন্তেয় । সৰ্ব্বে যোক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২২॥

নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পার্শ্বিব । ।

অহঙ্কঃ স্বকঃ কৌন্তেয় ! দ্রক্ষ্যামঃ শ্বেতবাহনম্ ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং সস্তাষমাণাস্তে সুবাহুবিষয়ং মহৎ ।

দদৃশুমুদিতা রাজান্ ! প্রভূতগজবাজ্রিমৎ ॥২৪॥

কিরাত-তঙ্গণাকীর্ণং পুলিন্দশতসঙ্কুলম্ ।

হিমবত্যমরৈজুফ্টং বহ্নাশ্চর্য্যাসমাকুলম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । গমিষ্যামি স্বয়মেবেত্যানয়ঃ । সস্তাপ উদ্বেগঃ ॥২১॥

তপসেতি । শক্যত ইতি কর্তরি যন্, ধাতুচ্চায়মুভয়পদী দৈবাদিকঃ ॥২২॥

নকুল ইতি । শ্বেতবাহনম্ অৰ্জুনম্ ॥২৩॥

এবমিতি । সুবাহোঃ পুলিন্দরাজস্ত বিষয়ঃ রাজ্যম্ । ক্রৌবত্মমার্ষম্ । প্রভূতগজবাজ্রিমৎ
প্রচুরহস্তাশ্বকুলম্ । কিরাত-তঙ্গণ-পুলিন্দা অন্ত্যজবিশেষাঃ ॥২৪—২৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তাহার পর জ্যৈষ্ঠদী হাসিতে হাসিতে মনোহর
বাক্য বলিলেন—“আমি নিজেই গমন করিতে পারিব; সুতরাং ভরতনন্দন!
আপনি আমার বিষয়ে উদ্বেগ করিবেন না” ॥২১॥

লোমশ বলিলেন—“তপোবলেই গন্ধমাদনপর্ব্বতে যাইতে পারা যায়;
সুতরাং কুন্তীনন্দন! আমরা সকলেই তপশ্চাযুক্ত হইব ॥২২॥

রাজা কুন্তীনন্দন! তাহার পর ভীম, নকুল, সহদেব, আমি এবং তুমি—
আমরা সকলে যাইয়া অৰ্জুনকে দর্শন করিব” ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাহারা আনন্দিতচিত্তে এইরূপ আলাপ
করিতে করিতে যাইয়া সুবাহুরাজ্যর বিশাল রাজ্য দর্শন করিলেন; - সেই
রাজ্যে প্রচুর হস্তী, অশ্ব, কিরাত, তঙ্গণ ও পুলিন্দ ছিল, হিমালয়ভাগে
দেবতার বিচরণ করিতেন এবং বৈষ্ণব অশ্চর্য্য বস্তু ছিল ॥২৪—২৫॥

(২১)---প্রহসন্তী মনোরমা—বা ব ক নি ।

সুবাহুশ্চাপি তান্ দৃষ্ট্বা পূজয়া প্রত্যগ্ভূত ।
 বিষয়াস্তে পুলিন্দানামীশ্বরঃ শ্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ॥২৬॥
 ততস্তে পূজিতাস্তেন সৰ্ব্ব এব সুখোষিতাঃ ।
 প্রতস্থুৰ্বিমলে সূৰ্য্যে হিমবন্তঃ গিরিঃ প্রতি ॥২৭॥
 ইন্দ্রসেনমুখাংশ্চৈব ভূত্যান্ পৌরোগবাংস্তথা ।
 সূদাংশ্চ পারিবর্হাংশ্চ দ্রৌপত্যাঃ সৰ্ব্বশো নৃপ ! ॥২৮॥
 রাজ্ঞঃ পুলিন্দাধিপতেঃ পরিদায় মহারথাঃ ।
 পশ্চিমেব মহাবীৰ্য্যা যযুঃ কৌরবনন্দনাঃ ॥২৯॥ (মুগ্ধকম্)
 তে শনৈঃ প্রাদ্ৰবন্ সৰ্ব্বে কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।
 তস্মাদ্দেশাৎ হুসংহৃষ্টা দ্রুতকামা ধনঞ্জয়ম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং বনপৰ্ব্বণি
 তীৰ্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সুবাহুরিতি । পূজয়া সম্মানেন । বিষয়াস্তে রাজ্যপ্রাপ্তে । ঈশ্বরে রাজা ॥২৬॥
 তত ইতি । সুধেন উষিতা রাজ্যাববস্থিতাঃ । বিমলে সূৰ্য্যে উদ্ভিতে সতি ॥২৭॥
 ইন্দ্রেতি । পৌরোগবান্ পাকশালাধিকান্, সূদান্ পাচকান্, দ্রৌপত্যাঃ পারিবর্হান্
 পরিচারকাংশ্চ । পরিদায় রক্ষণার্থং সমৰ্পা ॥২৮—২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অন্তর্হিতানীতি ॥১—২৮॥ পরিদায় রক্ষণার্থং সমৰ্পা ॥২৯—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৬॥

পুলিন্দরাজ সুবাহুও রাজ্যপ্রাপ্তে তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীতি ও সম্মান-
 পূৰ্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২৬॥

তাহার পর তাঁহারা সকলেই সুবাহুকর্তৃক সম্মানিত হইয়া রাজ্যিতে সুখে
 বাস করিয়া প্রভাতকালে নিম্নলি সূৰ্য্য উদ্ভিত হইলে হিমালয়পৰ্ব্বতের দিকে
 প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

রাজা ! ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভূত্যাগণ, পাকশালার অধ্যক্ষগণ, পাচকগণ এবং
 দ্রৌপদীয় পরিচারকগণকে পুলিন্দরাজের নিকট রাখিয়া মহারথ ও মহাবীর
 পাণ্ডবেরা পদপ্রজেই প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥২৮—২৯॥

সেই পাণ্ডবেরা সকলেই অঙ্গুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত আনন্দিত

* ‘...চত্বারিংশদধিকশততম...’ —বা ব কা পি, ‘...ষিচত্বারিংশদধিকশততম...’ — নি ।

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভীমসেন ! যমো চোভো ! পাঞ্চালি ! চ নিবোধত ।

নাস্তি ভূতস্ত নাশো বৈ পশ্চাত্মান্ বনেচরান্ ॥১॥

দুৰ্বলাঃ ক্লেশিতাঃ স্মৃতি বহ্বাহমেতরেতরম্ ।

অশক্যোহপি ব্রজ্যমেতি ধনঞ্জয়দীদৃক্ষ্মা ॥২॥

তন্মে দহতি গাত্রাণি তুলরাশিমিবানলঃ ।

যচ্চ বীরং ন পশ্যামি ধনঞ্জয়মুপাস্তিকে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । প্রাত্ৰবন্ অগচ্ছন্, কৃক্ষ্মা দ্রৌপদ্যা । হুসংস্রষ্টা অনিদ্গিতাঃ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ভীমেতি । ভূতস্ত অতীতস্ত পূৰ্ব্বজন্মকৃতকৰ্ম্মণ ইত্যর্থঃ, ভোগেন বিনা নাশো নাস্তি ।
অস্মান্ রাজপুত্ৰানপি বনেচরান্ পশ্যত । প্রাক্তনকৰ্ম্মণ এবং কলমিতি ভাবঃ ॥১॥

উক্তার্থে হেঘস্তরাণ্যাহ—দুৰ্বলা ইতি । দুৰ্বলাঃ কৃতাঃ ক্লেশিতাশ্চ শত্রুভিরিতি শেবঃ ।
ইতরেতরং পরস্পরম্, বহামঃ অহুকূলয়াম ইত্যর্থঃ । বিসৰ্গাণাং লোপ আৰ্ঘঃ ॥২॥

হইয়া দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে গমন করিতে
লাগিলেন ॥৩০॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম ! নকুল ! সহদেব ! দ্রৌপদি ! তোমরা
ব্রবণ কর—ভোগ ব্যতীত প্রাক্তন কৰ্ম্মের নাশ হয় না ; তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—
আমরা রাজপুত্র হইয়াও বনচারী হইয়াছি ॥১॥

তা’র পর শত্রুরা আমাদের দুৰ্বল করিয়াছে ও কষ্ট দিতেছে এবং আমরা
পরস্পর পরস্পরের আহুকূল্য করিতেছি, আর অৰ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অগম্য
স্থানে গমন করিতেছি ॥২॥

মহাবীর অৰ্জুনকে যে নিকটে দেখিতেছি না, তাহা—অগ্নি যেমন তুলরাশি
দগ্ধ করে, সেইরূপ আমার অৰ্জুনকে দগ্ধ করিতেছে ॥৩॥

তস্ত দর্শনতৃষ্ণং মাং সানুজং বনমান্বিতম্ ।
 যাজ্ঞসেন্যোঃ পরামর্ষঃ স চ বীর ! দহতু্যত ॥৪॥
 নকুলাৎ পূর্বজং পার্থং ন পশ্যাম্যমিতৌজসম্ ।
 অজ্ঞেয়মুগ্রধদানং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৫॥
 তীর্থানি চৈব রম্যাণি বনানি চ সরাংসি চ ।
 চরামি সহ যুগ্মাভিস্তস্ত দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥৬॥
 পঞ্চং বর্ষাণ্যহং বীর ! সত্যসঙ্কং ধনঞ্জয়ম্ ।
 যন্ন পশ্যামি বীভৎসুং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৭॥
 তং বৈ শ্যামং গুড়াকেশং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ।
 ন পশ্যামি মহাবাহুং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৮॥
 কৃতাস্ত্রং নিপুণং যুদ্ধেহপ্রতিমানং ধনুস্বতাম্ ।
 ন পশ্যামি কুরুশ্রেষ্ঠং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । তং ধনঞ্জয়দর্শনং কড় । উপাস্তিকে অস্তিকে ॥৩॥
 তন্ত্বেতি । দর্শনে তৃষ্ণা যস্ত তম্ । পরামর্ষঃ দুঃশাসনে কেশাকর্ষণম্ ॥৪॥
 নকুলাদ্বিতি । পার্থমর্জুনম্ । উগ্রধদানং ভয়ঙ্করধর্ষকম্ ॥৫॥
 তীর্থানীতি । তস্তাঙ্গুনস্ত । এতদপি প্রাক্তনশ্রেণ্য কথং : কলমিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
 পঞ্চেনি । পঞ্চ বর্ষাণি যাবৎ । সত্যসঙ্কং সত্যপ্রতিজ্ঞম্ ॥৭॥
 তমিতি । গুড়াকা নিদ্রা তস্তাঙ্গুণো নিয়ন্তা তং জিতনিদ্রমনলসমিতার্থঃ ॥৮॥

বীর ! অনুজগণের সহিত বনে আসিয়াছি এবং এখন অর্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, এই অবস্থায় আবার জ্যোপদীর সেই কেশাকর্ষণ স্বরণ করিয়া দহ হইতেছি ॥৪॥

বৃকোদর ! নকুলের অগ্রজ, অমিততেজা, অজ্ঞেয় ও ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর অর্জুনকে যে দেখিতেছি না, তাহাতে আমি সন্তপ্ত হইতেছি ॥৫॥

তাহাতেই তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় তোমাদের সহিত মনোহর তীর্থ, বন ও সরোবরসমূহে বিচরণ করিতেছি ॥৬॥

বীর ভীমসেন ! আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ সত্যপ্রতিজ্ঞ বীভৎসু অর্জুনকে যে দেখিতেছি না, তাহাতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি ॥৭॥

ভীম ! সিংহের স্তায় সবিক্রমে গমনকারী, আলস্তহীন, শ্যামবর্ণ ও মহাবাহু অর্জুনকে দেখিতেছি না ; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥৮॥

বৃকোদর ! অস্ত্রে সুশিক্ষিত, যুদ্ধে নিপুণ, ধনুর্ধরদিগের মধ্যে অতুলনীয়

প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং সিংহস্কন্ধং ধনঞ্জয়ম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

যঃ স শক্রাদনবরো বীর্যেণ দ্রুবিণেন চ ।

যময়োঃ পূর্বজঃ পার্থঃ শ্বেতাশ্বোহমিতবিক্রমঃ ॥১১॥

দুঃখেন মহতাবিস্তম্ভং ন পশ্যামি কাক্ষনম্ ।

অজ্ঞেয়মুগ্রধনানং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

সততং য ক্ষমাশীলঃ ক্ষিপ্যমাণোহপ্যগীয়মা ।

ঋজুমার্গপ্রপন্নস্ত শর্মদাতাহভয়স্ত চ ॥১৩॥

স তু জিহ্বাপ্রবৃত্তস্ত মায়য়াভিজিহ্বাংসতঃ ।

অপি বজ্রধরস্তাজৌ ভবেৎ কালবিষোপমঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কুতেতি । অপ্রতিমানং নিরুপমম্ । কালে আয়ুঃশেষে । প্রভিন্নঃ মদস্রাবিণম্ ॥১০—১০॥

য ইতি । অনবরঃ অনিরুদ্ধঃ । দ্রুবিণেন পরাক্রমেণ । কাক্ষনমর্জুনম্ ॥১১—১২॥

সততমিতি । অগীয়মাণি অতিক্রুদ্রোণি জনেন, ক্ষিপ্যমাণস্তিরিক্রিয়মাণঃ । ঋজুমার্গপ্রপন্নস্ত সরলপথবর্তিনঃ, শর্মদাতা স্বধদাতা, অভয়স্ত চ দাতা । জিহ্বাপ্রবৃত্তস্ত কুটিলপথবর্তিনঃ, মায়য়া কুটীভাবেন । কালস্ত সর্পস্ত বিষোপমঃ ॥১৩—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ভীমসেন ইতি । ভূতস্ত প্রাক্তনকথ্যঃ ॥১—৩॥ পরামর্ষঃ কেশয়ু গ্রহণম্ ॥৪—৮॥ অপ্রতিমানং নাস্তি প্রতিধানং সাদৃশ্যং যস্ত সৌপ্রতিমানন্তম্ ॥১০॥ প্রভিন্নঃ স্রবস্বপ্লবম্ ॥১০॥
কুরুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রকালে ক্রুদ্ধ যমের স্তায় শক্রমধ্যে বিচরণকারী, মদস্রাবী হস্তীর স্তায় বলবান্ এবং সিংহের স্তায় উন্নতস্কন্ধ অর্জুনকে দেখিতেছি না ; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥১—১০॥

ভীমসেন ! যিনি বলে ও পরাক্রমে ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন, যিনি নকুল ও সহদেবের অগ্রজ এবং যাহার অশ্বগুলি ধ্বজবর্ণ ও বিক্রমের তুলনা নাই, সেই অজ্ঞেয় ভীমধরা অর্জুনকে দেখিতেছি না ; তাহাতেই গুরুতর দুঃখে অভিভূত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছি ॥১১—১২॥

অতি দুর্বল ব্যক্তিও তিরস্কার করিলে যিনি সর্বদা ক্ষমাই করিয়া থাকেন এবং সরল পথে চলিলে তাহাকে সুখ ও অভয় দান করিয়া থাকেন, তিনি আবার যুদ্ধে কুটিলপথগামী এবং ছসপূর্বক জিহ্বাংশ ইন্দ্রের পক্ষেও কালসর্পের বিষের স্তায় ভীষ্ম হইয়া থাকেন ॥১৩—১৪॥

(১০)...কালং ক্রোধমিবাস্ককম্—পি । (১১) বৃক শক্রাদনবরঃ—পি । (১৪)...অপি বজ্রধরস্তাপি—বা ব ক নি ।

শত্রোরপি প্রপন্নস্ত সোহনৃশংসঃ প্রতাপবান্ ।
 দাতাহন্তয়স্ত বীভৎসরমিতাক্ষা মহাবলঃ ॥১৫॥
 সর্বেষামাশ্রয়োহস্ম্যাকং রণেহরীণাং প্রমদিতা ।
 আহতা সর্বরত্নানাং সর্বেষাং নঃ স্থাবহঃ ॥১৬॥
 রত্নানি যস্ত বীর্যেণ দিব্যাশ্চাসন্ পুরা মম ।
 বহুনি বহুজাতীনি যানি প্রাপ্তঃ স্থযোধনঃ ॥১৭॥
 যস্ত বাহুবলাদৌ ! সভা চাসৌ পুরা মম ।
 সর্বরত্নময়ী খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পাণ্ডব ! ॥১৮॥
 বাহুদেবসমং বীর্যে কার্তবীৰ্য্যসমং যুধি ।
 অজ্ঞেয়মমিতং যুদ্ধে তং ন পশ্যামি কাস্তনম্ ॥১৯॥
 সর্ধ্বণং মহাবীৰ্য্যং ত্বাঞ্চ ভীমাপরাজিতম্ ।
 অনুযাতঃ স্ববীর্যেণ বাহুদেবঞ্চ শক্রহা ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

শত্রোরিতি । প্রপন্নস্ত শরণাগতস্ত । অনৃশংসো দয়ালুঃ । বীভৎসরজ্জুনঃ ॥১৫॥
 সর্বেষামিতি । স্থাবহঃ বিনয়সৌজ্ঞাঘনি শূন্যজনকঃ ॥১৬॥
 রত্নানীতি । দিব্যানি উৎকৃষ্টানি । প্রাপ্তঃ দ্যুতে বিজিত্য লব্ধবান ॥১৭॥
 যন্তেতি ! সভা ইন্দ্রপ্রস্থনগরে মহাদানবেন নিম্নিতা ॥১৮॥
 বাহুদেবেতি । অমিতং নিরূপমম্ । কাস্তনম্ অজ্ঞনম্ ॥১৯॥
 সর্ধ্বণমিতি । সর্ধ্বণং রামম্ । অনুযাতঃ অগত্বতবান্ । শক্রহা শক্রহস্তা ॥২০॥

সেই প্রতাপশালী, অসাধারণ উদারচেতা ও মহাবল অজ্ঞান শরণাগত শত্রুর
 উপরেও দয়ালু হইয়া অভয় দান করিয়া থাকেন ॥১৫॥

এবং তিনি আমাদের সকলেরই অবলম্বন, যুদ্ধে শত্রুবিজয়ী, সর্বপ্রকার
 যুদ্ধের আহরণকারী এবং আমাদের সকলেরই শূন্যজনক ॥১৬॥

যাঁহার বাহুবলে পূর্বে আমার বহুজাতীয় বক্তৃত্য উৎকৃষ্ট রত্ন হইয়াছিল ;
 • যেগুলি এখন হৃষ্যোধন পাইয়াছেন ॥১৭॥

আম্র বীর পাণ্ডুনন্দন ! যাঁহার বাহুবলে পূর্বে আমার (ইন্দ্রপ্রস্থনগরে)
 সর্বরত্নময়ী ত্রিভুবনবিখ্যাত সভা নিম্নিত হইয়াছিল ॥১৮॥

যিনি বলে কৃষ্ণের সমান এবং যুদ্ধে কার্তবীৰ্য্যাজ্ঞনের তুল্য, সেই অজ্ঞেয় ও
 যুদ্ধে অতুলনীয় অজ্ঞনকে দেখিতেছি না ॥১৯॥

ভীম ! শক্রহস্তা অজ্ঞান আপন বাহুবলে মহাবীর বলরামের, অপরাজিত
 ভোমার এবং কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া থাকেন ॥২০॥

যন্ত বাহুবলে তুলাঃ প্রভাবে চ পুরন্দরঃ ।
 জবে বায়ুর্মুখে সোমঃ ক্রোধে মৃত্যুঃ সনাতনঃ ॥২১॥
 তে বয়ং তং নরব্যাত্তং সর্বৈ বীরং দিদ্মবঃ ।
 প্রবেক্ষ্যামো মহাবাহো । পর্বতং গঙ্গামাদনম্ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
 বিশালা বদরৌ যত্র নরনারায়ণাশ্রমঃ ।
 তং সদাহধ্যুষিতং যতৈর্জঙ্ঘ্যামো গিরিমুক্তমম্ ॥২৩॥
 কুবেরনলিনীং রম্যাং রাক্ষসৈরভিরক্ষিতাম্ ।
 শঙ্তিরেব গমিষ্যামস্তপ্যমানা মহতপঃ ॥২৪॥
 ন স যানবতা শক্যো গন্তুং দেশো বৃকোদর ! ।
 ন নৃশংসেন লুক্লে নাপ্রশাস্তেন ভারত ! ॥২৫॥
 তত্র সর্বৈ গমিষ্যামো ভীমার্জুনগবেষিণঃ ।
 সায়ুধা বহ্নিনিস্ত্রিংশাঃ সার্কং বিপ্রৈর্মহাত্মনৈঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

যন্তেতি । প্রভাবে যুদ্ধনৈপুণ্যে । জবে বেগে । সোমশব্দঃ । দিদ্মব ইতি দৃশেঃ
 সনাতানুপ্রত্যয়ন্ত নিষ্ঠাদিতরা কৰ্ম্মণি বস্তুনিষেধান্দিতীয়েব ॥২১—২২॥

বিশালেতি । বদরৌ কর্কটবৃক্ষঃ, তথৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ । অধ্যুষিতম্ অধিষ্ঠিতম্ ॥২৩॥

কুবেরেতি । কুবেরন্ত নলিনীং সরসীম্ । তপ্যমানাঃ কুর্কীণাঃ ॥২৪॥

নেতি । যানবতা রথাদিমতা ভবেন । অপ্ৰশাস্তেন কামাভ্যভিভূতচিত্তেন ॥২৫॥

• বাহুবল ও যুদ্ধনৈপুণ্যবিষয়ে ইন্দ্র যাহার তুলা, বেগবিষয়ে বায়ু যাহার সমান,
 মুখসৌন্দর্য্যে চন্দ্র যাহার সদৃশ এবং ক্রোধবিষয়ে সনাতন মৃত্যু যাহার উপমানুল,
 সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় আমরা সকলে গঙ্গামাদনপর্বতে
 প্রবেশ করিব ॥২১—২২॥

যেখানে বিশাল একটা বদরীবৃক্ষ এবং নর ও নারায়ণ ঋষির আশ্রম
 রহিয়াছে, সর্বদা যক্ষাধিষ্ঠিত সেই উত্তম পর্বত আমরা দর্শন করিব ॥২৩॥

এবং আমরা গুরুতর তপস্বী প্রবৃত্ত থাকিয়া পদত্রেজেই রাক্ষসরক্ষিত
 মনোহর কুবেরসরোবরে গমন করিব ॥২৪॥

কায়ণ, ভরতনন্দন ভীমসেন ! কোন যানে আরোহণ করিয়া সে দেশে
 গমন করিতে পারা যায় না এবং নৃশংস, লুক ও অসংযতচিত্ত লোকও সেখানে
 বাইতে পারে না ॥২৫॥

(২৩)....যত্র নারায়ণাশ্রমঃ—পি । (২৪)....রাক্ষসৈরভিরক্ষিতাম্—বা ব কা নি । (২৫) ন চ
 যানবতা—বা ব কা, নাভিপুতপসা শকাঃ—নি ।

মক্ষিকা মশকান্ দংশান্ সিংহান্ ব্যাভ্রান্ সরীসৃপান্ ।

প্রাপ্তোত্যনিয়তঃ পার্থ ! নিয়তস্তান্ ন পশ্যতি ॥২৭॥

তে বয়ং নিয়তাত্মানঃ পৰ্ব্বতং গঙ্গমাদনম্ ।

প্রবেক্ষ্যামো মিতাহারা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি

তীৰ্থযাত্রায়াং গঙ্গমাদনপ্রবেশে সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

—:৩:—

ভারতকৌমুদী

তদ্ব্রুতি । হে ভীম ! অৰ্জুনগবেষিণঃ অৰ্জুন্যেষেযিণঃ । নিস্রিংশঃ খড়্গঃ ॥২৬॥

মক্ষিকা ইতি । অনিয়ত উপবাসাদিনিয়মরহিতঃ, নিয়ত উপবাসাদিমান্ ॥২৭॥

ত ইতি । নিয়তাত্মানঃ সংযতচিত্তাঃ কামরাগাদিরহিতচিত্তা ইতি যাবৎ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বনি

তীৰ্থযাত্রায়াং সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

—:৩:—

ভারতভাবদীপঃ

অনবরোহহীনঃ ॥১১—১৪॥ অতঃপু ৮ দাতা, অমিতাত্মা মহামনাঃ ॥১৫—১৮॥ অমিত-
মহিমাসিতমজিতমিতি যাবৎ ॥১৯॥ হে ভীম ! ॥২০॥ সোম ইতি মধুরবাক্যং লক্ষ্যতে
॥২১—২৩॥ নলিনোঃ পুষ্করিণীম্ ॥২৪—২৬॥ অনিয়তোহতচিঃ ॥২৭—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতঃ বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৭॥

—:৩:—

ভীম ! আমরা সকলেই তরবারি ও অস্ত্রাশ্রয় অস্ত্র ধারণ করিয়া অৰ্জুনকে
দেখিবার জন্য মহাত্মত ব্রাহ্মণগণের সহিত সেখানে গমন করিব ॥২৬॥

পৃথানন্দন । নিয়মবিহীন লোক মক্ষিকা, মশক, দংশ (ডাঁশ), সিংহ, ব্যাভ্র
ও সর্প দেখিতে পায় ; কিন্তু নিয়মশালী লোক সেগুলি দেখিতে পায় না ॥২৭॥

অতএব আমরা নিয়মশালী ও মিতাহারী হইয়া অৰ্জুনকে দেখিবার জন্য
গঙ্গমাদনপৰ্ব্বতে প্রবেশ করিব ॥২৮॥

—:৩:—

(২৭) মক্ষিকাদংশমশকান্—বা ব ক। * ‘...একচত্বারিংশদধিকশততমঃ...’—বা ব ক।
পি, ‘...ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমঃ...’—নি।

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

লোমশ উবাচ ।

দ্রষ্টারঃ ! পৰ্বতাঃ সৰ্বে নদ্যঃ সপুৰকাননাঃ ।
তীৰ্থানি চৈব শ্রীমন্তি স্পৃষ্টঞ্চ সলিলং কঠৈঃ ॥১॥
পৰ্বতং মন্দরং দিব্যমেষ পদ্মাঃ প্রযাস্ততি ।
সমাহিতা নিরুদ্ভিগ্নাঃ সৰ্বে ভবত পাণ্ডবাঃ ! ॥২॥
অয়ং দেবনিবাসো বৈ গন্তব্যো বো ভবিষ্যতি ।
ঋষীণ্যৈব দিব্যানাং নিবাসঃ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥৩॥
এষা শিবজলা পুণ্যা যাতি সৌম্যা মহানদী ।
বদরীপ্রভবা রাজন্ । দেবসিগগনসেবিতা ॥৪॥
এষা বৈহায়সৈর্নিত্যং বালখিলৈর্মহাত্মভিঃ ।
অচ্ছিতা চোপযাতা চ গন্ধৰ্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

দ্রষ্টার ইতি । হে দ্রষ্টারঃ ! তীর্থদর্শিনঃ ! যুযাভির্দৃশিষ্যে ইতি শেষঃ ॥১॥
পৰ্বতমিতি । দিব্যং স্বর্গীয়ম্ । সমাহিতা অর্জুনদর্শনে একাগ্রচিত্তাঃ ॥২॥
অবসিতি । বো যুযাকম্ । দিব্যানাং স্বর্গীয়াণাম্ । নিবাসোহপি গন্তব্যঃ ॥৩॥
এবেতি । শিবজলা মঙ্গলকরজলা, মহানদী গঙ্গা, বদরীপ্রভবা তত উৎপন্ন ॥৪॥

লোমশ বলিলেন—“হে তীর্থদর্শিগণ ! তোমরা—সকল পৰ্বত, নগর ও
বনের সহিত সকল নদী এবং সুন্দর তীর্থ সকল দর্শন করিয়াছ, হস্ত দ্বারা সেগুলির
জলও স্পর্শ করিয়াছ ॥১॥

পাণ্ডবগণ ! এই পথ স্বর্গীয় মন্দরপৰ্বতে যাইবে ; সুতরাং তোমরা সকলে
এখন একাগ্রচিত্ত ও নিরুদ্বেগ হও ॥২॥

ঐ দেবনিবাস এবং স্বর্গীয় পুণ্যকৰ্ম্ম ঋষিদিগের নিবাসভূমিতে তোমাদের
গমন করিতে হইবে ॥৩॥

রাজা ! শুভজলা, পুণ্যজনিকা, মনোহরা, বদরিকাশ্রমোৎপন্ন ও দেবসি-
গনসেবিতা এই মহানদী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন ॥৪॥

আকাশগামী মহাত্মা বালখিল্য ঋষিরা সর্বদা ইহার সেবা করেন এবং
মহাত্মা গন্ধৰ্বেরাও এখানে আসিয়া থাকেন ॥৫॥

অত্রে সাম স্ম গায়ন্তি সামগাঃ পুণ্যনিম্বনাঃ ।
 মরীচিঃ পুলহশ্চৈব ভৃগুশ্চৈবান্ধ্রিস্তথা ॥৬॥
 অত্রাহিকং শ্রবশ্ৰেষ্ঠো জপতে সমরুদগণঃ ।
 সাধ্যাশ্চৈবাশ্বিনৌ চৈব পরিধাবন্তি তং তদা ॥৭॥
 চন্দ্রমাঃ সহ সূর্য্যেণ জ্যোতীংষি চ এইহেঃ সহ ।
 অহোরাত্রৈবভাগেন নদীমেতামনুভ্রজন্ ॥৮॥
 এতস্তাঃ সলিলং মুৰ্দ্ধ্না বৃষাকঃ পর্য্যধারয়ৎ ।
 গঙ্গাধারে মহাভাগ ! যেন লোকস্থিতিৰ্ভবেৎ ॥৯॥
 এতাং ভগবতীং দেবীং ভবন্তঃ সৰ্ব্ব এব হি ।
 প্রয়তেনাত্মনা তাত । অভিগম্যাতিবাদত ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এবেতি । বৈহার্যসৈঃ খেচরৈঃ । উপযাতা সেবিতা ॥৫॥
 অত্রোতি । অত্র অন্তা মহানন্দাস্তৌরে । কে তে সামগা ইত্যাহ—মরীচিরিতি ॥৬॥
 অত্রোতি । আহ্নিকং দৈনিকমষ্টমস্রম, শ্রবশ্ৰেষ্ঠ ইন্দ্রঃ । পরিধাবন্তি অনুসবন্তি ॥৭॥
 চন্দ্রমা ইতি । জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি । অনুভ্রজয়িতি অড়াগমাতাব আৰ্হঃ ॥৮॥
 এতস্তা ইতি । বৃষাকঃ শিবঃ । যেন সলিলেন, লোকস্থিতিৰ্ভব্যলোকরক্ষা ॥৯॥
 এতামিতি । প্রয়তেনাত্মনা সংযতেন চিত্তেন । অভিবাদতেতি যলোপ আৰ্হঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রহ্মার ইতি । ভো ব্রহ্মারঃ । সৰ্ব্বৈ মন্দবাদান্ত পৰ্ব্বতা দষ্টা ঠেতি শেষঃ ॥১--৩॥ মহানন্দী
 গঙ্গা অলকনন্দা বা ॥১৪॥ উপযাত ইষ্টম্নিদ্ধাণং প্রাধিতা ॥৫॥ সামগাঃ—ভৈরবরায়কে ব্রহ্ম-
 বিদগেয়াং সাম ক্ষয়তে “এতং সাম গায়ন্তে হা ও বৃহা ও বৃহা ও বৃ অহমহ”মিত্যাদি মরীচ্যা-
 ন্দ্রয়োত্র সাঙ্গাত্যাং শস্ত পশ্চন্তো গায়ন্তীত্যর্থঃ ॥৬॥ আহ্নিকং দৈনিকং জপম, পরিধাবন্তি
 মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অন্ধ্রিয়া—এই সকল সামগায়ী পুণ্যধ্বনিকারী ঋষিয়া
 ইহার ভায়েই সামগান করিয়া থাকেন ॥৭॥

ইন্দ্র অস্ত্রান্ত দেবতাদের সহিত মিলিত হইয়া এইখানেই দৈনিক ইষ্টমস্র
 জপ করিয়া থাকেন, তখন সাধাগণ ও অশ্বিনীকুমারেয়া তাঁহার অনুসরণ
 করেন ॥৮॥

সূর্য্যের সহিত চন্দ্র এবং অন্তান্ত গ্রহের সহিত নক্ষত্রমণ্ডল দিন ও রাত্রিবিভাগ
 অনুসারে এই নদীরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন ॥৯॥

মহাভাগ ! মহাদেব হরিদ্বারে এই নদীর জলই মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন :
 বে জলদ্বারা মর্ত্যালোকের রক্ষা হয় ॥১০॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লোমশস্য মহাত্মনঃ ।
 আকাশগঙ্গাং প্রযতাঃ পাণ্ডবা অভ্যবাদয়ন্ ॥১১॥
 অভিবাচ চ তে সৰ্ব্বে পাণ্ডবা ধৰ্ম্মচারিণঃ ।
 পুনঃ প্রযাতাঃ সংহৃষ্টাঃ সৰ্ব্বে ঋষিগণৈঃ সহ ॥১২॥
 ততো দূরাং প্রকাশন্তং পাণ্ডুরং মেরুসমিভম্ ।
 দদৃশুস্তে নরশ্রেষ্ঠা বিকৌৰ্ণং সৰ্ব্বতো দিশম্ ॥১৩॥
 তান্ প্রকটুকামান্ বিজ্ঞায় পাণ্ডবান্ স তু লোমশঃ ।
 উবাচ বাক্যং বাক্যজঃ শৃণুধ্বং পাণ্ডুনন্দনাঃ ! ॥১৪॥
 এতদ্বিকৌৰ্ণং সূত্ৰীমং কৈলাসশিখরোপমম্ ।
 যৎ পশ্যসি নরশ্রেষ্ঠ ! পৰ্ব্বতপ্রতিমং স্থিতম্ ॥১৫॥
 এতান্মহানি দৈত্যস্য নরকস্য মহাত্মনঃ ।
 পৰ্ব্বতপ্রতিমং ভাতি পৰ্ব্বতপ্রস্তরান্ধ্রিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তন্তেতি । প্রযতাঃ সংযতচিত্তাঃ সন্তঃ ॥১১॥
 অভিবাচেতি । প্রযাতাঃ প্রস্থিতাঃ, সংহৃষ্টা অৰ্জুনদর্শনাশয়া আনন্দিতাঃ ॥১২॥
 তত ইতি । প্রকাশন্তং প্রকাশমানম্, পাণ্ডুরং শ্বেতম্, মেরুসমিতম্ ॥১৩॥
 তানিতি । কিং বাক্যম্বাচেত্যাহ—শৃণুধ্বমিত্যাदि ॥১৪॥
 এতদ্বিতি । সূত্ৰীমং অতীবোজ্জ্বলম্ । ভাতি, এতদ্বিস্তৃষ্টমিতি শেষঃ ॥১৫—১৬॥

অতএব বৎস ! তোমরা সকলেই যাইয়া সংযতচিত্তে এই মহাত্ম্যাবতী
 গঙ্গাদেবীকে নমস্কার কর” ॥১০॥

মহাত্মা লোমশমুনির সেই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ সংযতচিত্ত হইয়া মন্দাকিনীকে
 নমস্কার করিলেন ॥১১॥

ধৰ্ম্মচারী পাণ্ডবেরা সকলে মন্দাকিনীকে নমস্কার করিয়া আনন্দিত হইয়া
 ঋষিগণের সহিত পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তদনন্তর সেই মনুশ্রেষ্ঠেরা সকলেই দূর হইতে প্রকাশমান, শ্বেতবর্ণ, সূমেরু-
 পৰ্ব্বতের স্তায় উচ্চ এবং সৰ্ব্বদিগ্‌ব্যাপ্ত একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন ॥১৩॥

পাণ্ডবেরা সেই পদার্থটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা বুঝিয়াই বাক্যভিজ্ঞ
 লোমশমুনি এই কথা বলিলেন—“পাণ্ডবগণ ! শ্রবণ কর—” ॥১৪॥

নরশ্রেষ্ঠ । বিকল্পিত, অত্যন্ত উজ্জ্বল, কৈলাসপৰ্ব্বতের শৃঙ্গের স্তায় শুভ্রবর্ণ
 এবং পৰ্ব্বতরূপে বিস্তৃত এই বাহা দেখিতেছ, এগুলি—বিশালদেহ নরকা-

পুরাতনেন দেবেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ।
 দৈত্যো বিনিহতস্তাত । স্বররাজহিতৈষণা ॥১৭॥
 দশ বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্য মহামনাঃ ।
 ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃস্বাধ্যায়বিক্রমাৎ ॥১৮॥
 তপোবলেন মহতা বাহুবলেন চ ।
 নিত্যমেব দুর্দারধো ধর্ময়ন্ স দিতেঃ স্ততঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
 স তু তস্য বলং জ্ঞাত্বা ধর্মো চ চরিতং ব্রতম্ ।
 ভয়াভিভূতঃ সংবিগ্নঃ শত্রু আসীত্তদাহনঘ ! ॥২০॥
 তেন সন্ধিস্থিতো দেবো মনসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
 সর্বত্রগঃ প্রভুঃ শ্রীমানাগতশ্চ স্থিতো বভৌ ॥২১॥
 ঋষয়শ্চাপি তং সর্বৈ তুষ্ঠবুশ্চ দিবৌকসঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা জ্বলমানশ্রীর্ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি । পুরাতনেন আদিমেনেত্যর্থঃ । হে তাত ! বৎস ! ॥১৭॥
 দশেতি । তপ্য তপ্ত্বা । স্বাধ্যায়ে বেদাধ্যয়নম্ । স নরকঃ ॥১৮—১৯॥
 স ইতি । ধর্মো ধর্মবিষয়ে, ব্রতমুপবাসাদি । সংবিগ্নঃ অস্থিরচিত্তঃ ॥২০॥
 তেনেতি । তেন শত্রুণ । অবাতঃ অবিনশ্বরঃ । শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥২১॥

সুরের অস্থি ; এগুলি পার্শ্বত্যা প্রস্থরে থাকিয়া পর্বতেরই মত শোভা
 পাইতেছে ॥১৫—১৬॥

বৎস ! আদিদেব পরমাত্মা বিষ্ণু দেবরাজের হিতের জন্য এই নরকাসুরকে বধ
 করিয়াছিলেন ॥১৭॥

মহামনা নরকাসুর দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্তা করিয়া, সেই তপোবলে
 এবং বেদাধ্যয়ন ও বিক্রমের প্রভাবে ইন্দ্রের পদ প্রার্থনা করিয়াছিল । কারণ, সে
 নরকাসুর গুরুতর তপস্তার বলে এবং বাহুবলগের প্রভাবে সর্বদাই দেবগণকে
 উৎপীড়ন করিতে থাকিয়া তাঁহাদের পক্ষে দুর্দ্বৈ হইয়াছিল ॥১৮—১৯॥

হে নিম্পাপ রাজা ! তখন ইন্দ্র তাহার বল ও ধর্মসম্বলনের বিষয় জানিয়া ভয়ে
 অভিভূত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥২০॥

তাই তিনি মনে মনে চিন্তা করিলে আদিদেব, অবিনাশী, সর্বত্রগামী,
 জগদীশ্বর ও সুন্দরাকৃতি বিষ্ণু আসিয়া তাঁহার সম্মুখে শোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥২১॥

নষ্টতেজাঃ সমস্তবতস্ত তেজোহস্তিতং সিতঃ ।

তং দৃষ্ট্বা বরদং দেবং বিষ্ণুং দেবগণেশ্বরম্ ॥২৫॥

প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূষা নমস্কৃত্য চ বজ্রভূং ।

প্রাহ বাক্যং ততস্তূর্ণং যতস্তস্ত ভয়ং ভবেৎ ॥২৬॥ (বিশেষকম)
বিষ্ণুরূবাচ ।

জানামি তে ভয়ং শত্রু ! দৈত্যৈশ্চান্নরকাততঃ ।

ঐক্ষ্যং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃসিদ্ধেন কর্মণা ॥২৭॥

সোহহমেনং তব প্রীত্যা তপঃসিদ্ধমপি ধ্রুবম্ ।

বিযুনজি দেহাদেবেক্ষ ! মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ঋষয় ইতি । জন্মানন্দীঃ জলংকাস্তিঃ, হব্যাহনঃ অগ্নিঃ, নষ্টতেজা অভিকৃততেজাঃ । তেজসা অভিতং সিতস্তিরকৃতঃ । বজ্রভূং ইন্দ্রঃ । ততস্তন্মিন্ নরকাসুরবিসয়ে, যতো যশ্চান্নরকাসুরাং তস্ত বজ্রভূতঃ, ভয়ং ভবেদভবং ॥২২—২৪॥

জানামিতি । স্থানং পদম্ । তপসা সিদ্ধেন সম্পন্নেন, কর্মণা বলোজ্ঞেকেন ॥২৫॥

স ইতি । বিযুনজি পৃথক্ করোমি । অত্রাক্ষরাধিক্যার্থম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিচরন্তি, তমিক্রম্ ॥১—১। অভিবাদন্ত অভিবাদয়ন্ত, অকরলোপ আর্ষঃ ॥১০—১২॥ পাণ্ডুরং শ্বেতম্, অস্থ্যং রাশিমিতি শেষঃ ॥১৩—১৫॥ নরকস্ত ভৌমাসুরস্ত ॥১৬—২৬॥ পাণিনি চণেচা-

তখন ঋষিরা ও দেবতারা সকলেই তাঁহার স্তব করিলেন ; উজ্জলকাস্তি ভগবান্ অগ্নিদেব তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার তেজে অভিকৃত হইয়া হীনতেজা হইয়া পড়িলেন এবং ইন্দ্র সেই বরদাতা, আদিদেব এবং দেবগণেরও অধীশ্বর বিষ্ণুকে দেখিয়া, কৃতাজলি ও অবনত হইয়া, নমস্কার করিয়া—যাহা হইতে তাঁহার ভয় হইয়াছিল, সেই নরকাসুরের কথা সত্বরই বলিলেন ॥২২—২৪॥

তখন বিষ্ণু বলিলেন—“দেবরাজ ! আমি জানি যে, সেই দৈত্যরাজ নরকাসুর হইতে তোমার ভয় অগ্নিরাছে । কারণ, সেই নরকাসুর আপন তপস্তানিষ্পন্ন বলপ্রভাবে ইন্দ্রস্বপদ প্রার্থনা করিতেছে ॥২৫॥

দেবরাজ ! নরকাসুর তপঃসিদ্ধ হইলেও, আমি তোমার প্রতি প্রণয়-বশতঃ উহাকে উহার দেহ হইতে বিযুক্ত করিতেছি ; তুমি মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা কর” ॥২৬॥

তস্য বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পাণিনা চেতনাং হরণং ।
 স পপাত ততো ভূমৌ গিরিরাজ ইবাহতঃ ॥২৭॥
 তশ্চৈতদগ্নিসংঘাতং শায়াবিনিহতস্য বৈ ।
 ইদং দ্বিতীয়মপরং বিষ্ণোঃ কস্য প্রকাশতে ॥২৮॥
 নষ্টো বহুমতী কৃৎস্না পাতালে চৈব মজ্জিতা ।
 পুনরুদ্ধারিতা তেন বরাহেগৈকশৃঙ্গিণা ॥২৯॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবন্ ! বিস্তরেণেমাং কথাং কথয় তত্ত্বতঃ ।
 ইচ্ছামি বিবৃণেশস্তু তস্য শ্রোতুং মুনৈ ! কথাম্ ॥৩০॥
 কথং তেন স্তরেশেন নষ্টো বহুমতী তদা ।
 যোজনানাং শতং ব্রহ্মন্ ! পুনরুদ্ধারিতা তদা ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তত্ত্বতি । পাণিনা পাণিন্শ্পর্শমাত্রৈগৈব । হরণং অহরণং, অড়ভাব আর্ষঃ । বিষ্ণুশ্পর্শেন
 নরকনিবৃত্তিক্রমবৈবেত্যাখ্যায়িকাতাৎপর্যায়ম্ ॥২৭॥

তত্ত্বতি । সংঘাতপদস্ত নপুংসকভার্যম্ । কস্য কথং কলম্ ॥২৮॥

নষ্টেতি । বরাহেণ বরাহনৃশ্চিনা, একশৃঙ্গিণা শৃঙ্গবদেকদন্তশালিনা ॥২৯॥

ভগবন্নিতি । ভবতো যাথাখেন । বিবৃণেশস্ত দেবাবীশ্বরস্ত, তস্ত বিষ্ণোঃ ॥৩০॥

(এই কথা বলিয়াই যাইয়া) মহাতেজা বিষ্ণু হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াই
 নরকাসুরের চৈতন্ত হরণ করলেন, তখন বজ্রভাঙিত পর্বতরাজের শ্রায় নরকাসুর
 ভূতলে পতিত হইল ॥২৭॥

বিষ্ণুমায়া-নিহত সেই নরকাসুরেরই এই অস্থিসমূহ দেখা যাইতেছে । বিষ্ণুর
 এই আর একটি কার্যের ফল প্রকাশ পাইতেছে ॥২৮॥

সমগ্র পৃথিবী পাতালে মগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর বিষ্ণু,
 পর্বতশৃঙ্গের শ্রায় বিশাল এক-দন্তশালী বরাহরূপ ধারণ করিয়া পুনরায় তাহাকে
 উত্তোলন করিয়াছিলেন ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভগবন্ লোমশমুনি । আপনি বস্তুরূপে ও বস্তুার্থরূপে
 এই বৃদ্ধান্তটী বলুন ; আমি বিষ্ণুর সেই বৃদ্ধান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩০॥

ব্রাহ্মণ ! পৃথিবী তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন কেন ? এবং বিষ্ণুই বা
 তাঁহাকে আবার একশৃঙ্গ বোজন উপরে তুলিয়াছিলেন কেন ? ॥৩১॥

(২৭)...পাণিনা গ্রাহকপুং—পি । (২৯) ব্রোহ্মাং পরম্...‘বিচক্ষারিংশদবিকশততমোহধ্যায়ঃ’
 —পি । (৩০) দ্বিতীয়াঃ বা ব ক নি নান্তি ।

কেন চৈব প্রকারেণ জগতো ধারিণী ধরা ।
 শিবা দেবী মহাভাগা সর্বশস্ত্রপ্ররোহিণী ॥৩২॥
 কস্ত চৈব প্রভাবান্নি যোজনানান্ শতং গতা ।
 কেনৈতদ্বীৰ্য্যসর্বস্বং দর্শিতং পরমাত্মনঃ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
 এতৎ সর্বং যথাতত্ত্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ! ।
 শ্রোতুং বিস্তরশঃ সর্বং ত্বং হি তস্য প্রতিশ্রয়ঃ ॥৩৪॥

লোমশ উবাচ ।

যতেহহং পরিপৃষ্ঠোহস্মি কথামেতাং যুধিষ্ঠির ! ।
 তৎ সর্বমখিলেনেহ শ্রয়তাং মম ভাষতঃ ॥৩৫॥
 পুরা কৃতযুগে তাত ! বর্তমানে ভয়ঙ্করে ।
 যমস্বং কারয়ামাস আদিদেবঃ সনাতনঃ ॥৩৬॥
 যমস্বং কুর্ব্বতস্তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ ।
 ন তত্র ত্রিযতে কশ্চিচ্ছায়তে বা তথাহচ্যুত ! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । যোজনানান্ শতং যাবৎ, উদ্ধৃতি উদ্ধৃতা । ইড়াগম আৰ্ঘ্যঃ ॥৩১॥
 কেনেতি । শিবা মঙ্গলকারিণী । পরমাত্মনঃ পরমাত্মনা বিজ্ঞান ॥৩২—৩৩॥
 এতদ্বিতি । তস্ত বৃত্তান্তস্ত, প্রতিশ্রয়ো জ্ঞানেনাপ্রয়ঃ জ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥৩৪॥
 যদ্বিতি । তে ত্বয়া । অখিলেন প্রকারেণ শ্রয়তাম্, ভাষতো ভাষমাণস্ত ॥৩৫॥
 পুরেতি । ভয়ঙ্করে বর্তমানে, মরণাভাবেন প্রাণিতারাদিকাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥
 যমস্বমিতি । তথা পূর্ববদেব, জায়তে বা উৎপত্ততে চ । হে অচ্যুত ! ধম্মাদভট্ট ! ॥৩৭॥

জগতের আধার, মঙ্গলকারিণী ও সর্বশস্ত্রোৎপাদিনী মহাভাগা পৃথিবীদেবী
 কাহার প্রভাবে কি প্রকারে একশত যোজন নিম্নে গিয়াছিলেন ?
 আবার পরমাত্মা বিষ্ণুই বা কি কারণে এই বলের পরাকর্ষা দেখাইয়া-
 ছিলেন ? ॥৩২—৩৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বধার্থরূপে ও বিস্তরক্রমে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা
 করি । কারণ, আপনি সে সমস্তই জানেন” ॥৩৪॥

লোমশ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার নিকট এই যে উপাখ্যানের বিষয়
 জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা সমস্তই আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৩৫॥

বৎস ! পূর্বকালে একদা সত্যযুগ ভয়ঙ্করই হইয়াছিল । কারণ, আদিদেব
 নারায়ণ তখন যমের কার্য করিতেন ॥৩৬॥

বর্জস্তু পক্ষিসংঘাশ্চ তথা পশুগবৈড়কম্ ।
 গবাশ্চক্কা যুগাশ্চৈব সর্বে তে পিশিতাশনাঃ ॥৩৮॥
 তথা পুরুষশাঙ্গীল ! মানুষ্যাশ্চ পরস্তপ ! ।
 সহস্রশো হযুতশো বর্জস্তু সলিলং যথা ॥৩৯॥
 এতস্মিন্ সঙ্কূলে তাত ! বর্তমানে ভয়ঙ্করে ।
 অতিভারান্বহমতী যোজনানান্ শতং গতা ॥৪০॥
 সা বৈ ব্যথিতসর্বাঙ্গী ভারেণাক্রান্তচেতনা ।
 নারায়ণং বরং দেবং প্রপন্না শরণং গতা ॥৪১॥

পৃথিব্যবাচ ।

ভগবন্তুৎপ্রসাদাক্তি তিষ্ঠেয়ং হৃচিরং ত্বিহ ।
 ভারেণাস্মি সমাক্রান্তা ন শক্নোমি স্ম বর্তিতুম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

বর্জস্তু ইতি । পশবো মহিষাদয়ঃ গাবঃ ক্রীগবাঃ এড়কা মেঘাশ্চ তৎ । গাবঃ পুরুষা অশ্বাশ্চ
 তৎ । পিশিতাশনা মাংসভোজিনো রাক্ষসাদয়শ্চ ॥৩৮॥

তথেষতি । সলিলং নদ্যাধৌ পুরাগমনসময়ে যথা বর্জস্তু, তথা ॥৩৯॥

এতস্মিন্ ইতি । সঙ্কূলে প্রাণিনাং সংঘর্ষে । যোজনানান্ শতমধস্তাদ্গতা ॥৪০॥

সেতি । আক্রান্তচেতনা অতিকৃতচৈতন্য । প্রপন্না বিপন্না ॥৪১॥

ভগবন্নিতি । ইহ যুগ্মনির্দিষ্টে স্থানে । বর্তিতুং তত্র স্থাতুম্ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

যাতেন, চেতনাং হরণং প্রাপান্ জহার ২১—৩০। কেন চ প্রকারেণ উদ্ধরিতা পুনরুদ্ধতেতি
 শেষঃ ৩১—৩২। গতা অধস্তাদিতি শেষঃ ৩৩—৩৭। পশবশ্চ গাবশ্চ এড়কা মেঘাশ্চ পশু-

ধান্মিক রাজা ! সেই জ্ঞানী নারায়ণ যখন যমের কার্য্য করিতেন, তখন কেহই
 মরিত না, পূর্ব্বের স্থায় কেবল জন্ম গ্রহণই করিত ৩৭॥

তাহাতে পশু, পক্ষী, গাভী, মেঘ, বাড়, অশ্ব, হরিণ এবং মাংসভোজী সকল
 প্রাণী কেবল বৃদ্ধিই পাইতেছিল ৩৮॥

এবং পরস্তপ নরশ্রেষ্ঠ ! জোয়ারের সময় জল যেমন কেবলই বৃদ্ধি পায়, তেমন
 মানুষও সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত সংখ্যায় বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল ৩৯॥

বৎস ! এইরূপ সেই ভয়ঙ্কর প্রাণিসংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, পৃথিবী সেই গুরুতর
 ভারে ক্ষতযোজন নিম্নে চালিয়া গেলেন ৪০॥

এবং সেই ভারে তাঁহার সর্বাঙ্গ ব্যথিত হইল এবং চৈতন্যও লুপ্তপ্রায়
 হইয়া পড়িল ; তাই তিনি বিপন্ন হইয়া দেবপ্রধান নারায়ণের শরণাপন্ন
 হইলেন ৪১॥

ময়েমং ভগবন্ ! ভায়ং ব্যাপনেভুং স্বমহসি ।

শরণাগতাস্মি তে দেব ! প্রসাদং কুরু মে বিভো ! ৯৩০

তস্তান্তবচনং শ্রুত্বা ভগবান্‌করঃ প্রভুঃ ।

প্রোবাচ বচনং হৃষ্টঃ প্রব্যাকরসমীরিতম্ ৯৩১

বিষ্ণুরুবাচ ।

ন তে মহি ! ভয়ং কার্য্যং ভারার্ভে । বহুধারিণি ! ।

অহমেব তথা কুন্মি যথা লঘু ভবিষ্যসি ৯৩২

লোমশ উবাচ ।

স তাং বিসর্জয়িত্বা তু বহুধাং শৈলকুণ্ডলাম্ ।

ততো বরাহঃ সংব্রুত একশৃঙ্গো মহাদ্রুতিঃ ৯৩৩

ব্রতান্ত্যাং নয়নাভ্যান্ত ভয়মুৎপাদয়ন্নিব ।

ধুমক জনয়ন্নক্ষা তত্র দেশে ব্যবর্জিত ৯৩৪

ভারতকৌমুদী

ময়েতি । ব্যাপনেভূষণসারিভূম্ । প্রসাদমহুগ্রহম্ ৯৩০

তস্তা ইতি । অকরঃ অধিনয়ঃ । প্রব্যাকরসমীরিতং মধুরবর্ণসম্বন্ধম্ ৯৩১

নেতি । তে তব । “বা কণ্ঠরি কৃতঃ” ইতি কণ্ঠরি যজ্ঞী । কুন্মি কেরামি ৯৩২

স ইতি । শৈলঃ পর্বত এব কুণ্ডলং ব্রতান্ত্যাম্ । একশৃঙ্গঃ শৃঙ্গবৎকদম্বঃ ৯৩৩

ভারতভাবদীপঃ

গবেড়কম্ ৯২—৯৩১ স তে স্বরা, হে মহি ! কুন্মি কেরামি ৯২—৯৩১ ধুমঃ ধূপঃ জলয়য়িত্বি
হেতৌ শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ, যথা যথা ধূমো জগতি তথা তথাৎকৃতত্যাং ৯৩১ অকরো বেদান্ত্য

তখন পৃথিবী বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনার অমুগ্রহেই আমি দীর্ঘকাল
বধাবস্থানে ছিলাম ; কিন্তু ভারাক্রান্ত হইয়া এখন আর সেখানে থাকিতে পারিলাম
না ৯২১

অতএব ভগবন্ ! আপনি আমার এই ভার অপনৌত করুন ; দেব ! আমি
আপনার শরণাগত হইয়াছি ; প্রভু ! আপনি আমার প্রতি অমুগ্রহ করুন ৯৩০

অধিনয়র ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া এই
মধুর বাক্য বলিলেন ৯৩১

বিষ্ণু বলিলেন—“পৃথিবী ! ভারার্ভে । বহুধারে । তুমি ভয় করিও না ।
আমিই তাহা করিব, বাহাতে তুমি লঘু (হাল্কা) হইবে” ৯৩২

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর মহাতেজা নারায়ণ পর্বতকুণ্ডল পৃথিবীকে
বিদায় দিয়া এক বিশালদন্ত শূকর হইলেন ৯৩৩

(৯১)...ধুমক জলয়য়িত্বা—বা ব ক নি ।

স গৃহীত্বা বহুমতীং শৃঙ্গেণৈকেন ভাস্বতা ।
 যোজনানাং শতং বীর ! সমুদ্ররতি সোহক্ষরঃ ॥৪৮॥
 তস্তাঞ্চোদ্ধার্যমাণায়াং সংকোভঃ সমজ্জায়ত ।
 দেবাঃ সংস্কৃতিভাঃ সৰ্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥৪৯॥
 হাহাভূতমভূৎ সৰ্ব্বং ত্রিদিবং ব্যোম ভূতুধা ।
 ন পর্য্যবস্নিতঃ কশ্চিদ্ভেবো বা মানুসোহপি বা ॥৫০॥
 ততো ব্রহ্মাণমাসীনং জ্বলমানমিব শ্রিয়া ।
 দেবাঃ সৰ্ব্বিগণাশ্চৈব উপতস্থুরনেকশঃ ॥৫১॥
 উপসর্প্য চ দেবেশং ব্রহ্মাণং লোকসাক্ষিণম্ ।
 ভূত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্ব্বৈ বাক্যমুচ্চারয়ন্তদা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

রক্তাভ্যামিতি । অক্সা অনলবল্লভেত্য়ুগলেন, ধূমঞ্চ জনয়ন্নিবেত্যর্থঃ ॥৪৭॥
 স ইতি । শৃঙ্গেণ শৃঙ্গভূগলেন দৃষ্টেন । স প্রসিদ্ধঃ, অক্ষরঃ অবিনশ্বরঃ ॥৪৮॥
 তস্তামিতি । সংকোভঃ সঙ্কলনম্ । সংস্কৃতিভাঃ সঙ্কলিতাঃ ॥৪৯॥
 হেতি । হাহাভূতং হাহাশব্দভূতম্ । পর্য্যবস্নিতঃ স্থিরঃ সন্ হিতঃ ॥৫০॥
 তন্ত ইতি । জ্বলমানং জ্বলন্তমিব, শ্রিয়া তেজসা । উপতস্থুরূপগতাঃ ॥৫১॥
 উপেতি । উপসর্প্য উপস্থপ্য । উচ্চারয়ন্ উদগারয়ন্ । গুণোহভ্যাগমাতাবশ্চাৰ্থঃ ॥৫২॥

সেই শূকর রক্তবর্ণ নয়নমুগলদ্বারা সকলেরই যেন ভয় জন্মাইতে থাকিয়া এক
 সেই নয়নদ্বারা যেন ধূম উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেইস্থানে বৃদ্ধি পাইতে
 লাগিল ॥৪৭॥

সেই বরাহমূর্ত্তি অগ্নিশ্বর নারায়ণ উজ্জ্বল একটা দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ
 করিয়া একশত যোজন উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন ॥৪৮॥

পৃথিবীকে উত্তোলন করিবার সময়ে গুরুত্তর কম্পন হইল ; তাহাতে সমস্ত
 দেবতা ও সমস্ত ঋষি কম্পিত হইলেন ॥৪৯॥

আর স্বর্গের লোক এক আকাশচারী ও ভূতলবাসী প্রাণী সকল হাহাকার
 করিয়া উঠিল ; দেবতা বা মানুষ কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না ॥৫০॥

তাহার পর ঋষিগণের সহিত অনেক দেবতা যাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত
 হইলেন ; তখন ব্রহ্মা উপবিষ্ট থাকিয়া তেজে যেন জ্বলিতেছিলেন ॥৫১॥

তখন তাঁহারা সকলে দেবাধিপতি লোকসাক্ষী ব্রহ্মার নিকট যাইয়া কৃতাজলি
 হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫২॥

লোকাঃ সংকুভিতাঃ সর্বৈ ব্যাকুলঞ্চ চরাচরম্ ।
 সমুদ্রোণঞ্চ সংকোভদ্বিদিশেণ ! প্রকাশতে ।
 সৈষা বহুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা ॥৫৩॥
 কিমেতৎ কিংপ্রভাবেণ যেনেদং ব্যাকুলং জগৎ ।
 আখ্যাতু নো ভবান্ শীঘ্রং বিসংজ্ঞাঃ স্নেহ সর্বশঃ ॥৫৪॥

ত্রকোবাচ ।

অহুরেভ্যো ভয়ং নাস্তি যুস্মাকং কুত্রচিৎ কচিৎ ।
 শ্রুত্যাং যৎকৃতে হ্বেষ সংকোভো জায়তেহমরাঃ ! ॥৫৫॥
 যোহসৌ সর্বত্রগঃ শ্রীমান্ধরায়া ব্যবস্থিতঃ ।
 তস্ম প্রভাবাৎ সংকোভদ্বিদিশশ্চ প্রকাশতে ॥৫৬॥
 সৈষা বহুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা ।
 সমুদ্বৃতা পুনস্তেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ॥৫৭॥
 তস্মামুদ্বার্যমাণায়াং সংকোভঃ সমজায়ত ।
 এবং ভবন্তো জানন্তু চিহ্নতাং সংশয়শ্চ বঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকা ইতি । যোজনানাং শতং গতা উর্দ্ধমিতি শেষঃ । ষট্‌পাদোহয়ং স্রোতঃ ॥৫৩॥
 কিমিতি । কস্ত প্রভাব ইতি কিংপ্রভাবেণেন । বিসংজ্ঞা বিগতচৈতন্যপ্রায়াঃ ॥৫৪॥
 অহুরেভ্য ইতি । কুত্রচিৎ বর্তমানে কালে । যৎকৃতে যন্নিমিত্তকঃ । হে অমরাঃ ! ॥৫৫॥
 য ইতি । শ্রীমান্ সর্বাধিকৈশ্বর্যশালী, অন্ধরায়া অবিনশ্বরস্বরূপঃ ॥৫৬॥
 সেতি । গতা লোকভারেণাধস্তাদিতি শেষঃ । সমুদ্বৃতা যোজনশতৌর্দ্ধমেব ॥৫৭॥

“দেবেশ্বর ! সমস্ত জগৎ বিচলিত হইল, স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সকল অত্যন্ত
 আকুল হইল, সমুদ্রগুলিরও উদ্বেলন প্রকাশ পাইল এবং এই সেই সমগ্র পৃথিবীও
 একশত যোজন উপরে উঠিল ! ॥৫৩॥

এটা কি ? কাহার প্রভাবে হইল ? যাহাতে এই জগৎটা আকুল হইল ।
 আপনি স্বয়ং আমাদের কাছে বলুন, আমরা সকলেই প্রায় চৈতন্যহীন হইয়া
 ‘ড়িয়াছি’ ॥৫৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“দেবগণ ! বর্তমান সময়ে কোথাও তোমাদের অনুরভ
 নাই ; তবে যে জন্ত এই সকল হইল, তাহা শোন— ॥৫৫॥

সর্বব্যাপী ও অসাধারণ ঐশ্বর্যশালী ঐ যে অবিনশ্বর মূর্তি রহিয়াছেন, তাহারই
 প্রভাবে স্বর্গের এই সকল হইল ॥৫৬॥

লোকের ভারে সমগ্র পৃথিবী শতযোজন নিরে গিয়াছিল, সেই পরমাত্মা বিষ্ণু
 আবার তাহাকে উত্তোলন করিলেন ॥৫৭॥

দেবা উচুঃ । .

ক তদুতং বহুমতীং সমুদ্ররতি হৃদবৎ । .

তং দেশং ভগবন্ ! ক্রহি তত্র যান্ত্রামহে বয়ম্ ॥৫৯॥

ব্রহ্মোবাচ ।

হস্ত গচ্ছত ভদ্রং বো নন্দনে পশ্যত স্থিতম্ ।

এবোহত্র ভগবান্ শ্রীমান্ স্বপৰ্ণঃ সম্প্রকাশতে ॥৬০॥

বারাহেণৈব রূপেণ ভগবান্নৌকভাবনঃ ।

কালানল ইবাভাতি পৃথিবীতলমুদ্রয়ন্ ॥৬১॥

এতেশ্বোরসি স্বব্যক্তং শ্রীবৎসমভিরাজতে ।

পশ্যধ্বং বিবুধাঃ সৰ্ব্বে ভূতমেতদনাময়ম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তস্মামিতি । হিষ্টতাম্ অনেন মধ্যনেন নাশ্রুতাম্, বো যুয়াকম্ ॥৫৮॥

কেতি । ভূতং প্রাণী । বরাহপদপ্রয়োগে নিকৰ্ণপ্রতীতিরिति ভূতপদপ্রয়োগঃ ॥৫৯॥

হস্তেতি । বো যুয়াকম্, ভদ্রং মঙ্গলম্ভিত্তি শেষঃ । নন্দনে বনে । স্বপৰ্ণঃ স্বৰ্ণচূড়ঃ, “স্বপৰ্ণঃ স্বৰ্ণচূড়ে তাদৃগরূড়ে কৃতমালকে” ইতি মেদিনী । শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥৬০॥

বারাহেণেতি । লোকভাবনো জগৎশ্রষ্টা । কালানলো জগদ্ধাহী বহ্নিঃ ॥৬১॥

তৎপরিচায়কং চিহ্নমাহ—এতশ্চেতি । শ্রীবৎসং রোমাবৰ্ত্তরূপং চিহ্নম্ ॥৬২॥

ভারতভাবদীপঃ

১৫৮—৫১। বাক্যমুচ্চারয়ন্নুচ্চারিতবস্তুঃ ১২—২। নন্দনে ইন্দ্রবনে, অত্র এতৎসমীপে ৬০—৬৪।

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১৮।

তাহাকে উন্মোলন করিবার সময়েই এই সঞ্চালন হইয়াছে ; ইহা তোমরা অবগত হও এবং তোমাদের সংশয় দূরীভূত হউক” ॥ ৮॥

দেবগণ বলিলেন—“ভগবন্ ! সে প্রাণীটি কোথায়, যে—আনন্দিত হইয়াই যেন পৃথিবী উন্মোলন করিয়াছে ? আপনি সেই স্থানটার কথা বলুন, আমরা সেখানে যাইব” ॥৫৯॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“দেবগণ ! তোমাদের মঙ্গল হউক । তোমরা যাও, যাইয়া নন্দনবনস্থিত সেই প্রাণীটিকে দর্শন কর । ঐশ্বর্যাশালী, মনোহরমূর্ত্তি ও স্বৰ্ণচূড়াধারী ইনি সেইখানেই বিরাজিত আছেন ॥৬০॥

জগতের সৃষ্টিকৰ্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপেই পৃথিবী উন্মোলন করিয়া প্রলয়বহির ত্রায় বিরাজ করিতেছেন ॥৬১॥

উঁহার বক্ষস্থলে স্থম্পষ্ট শ্রীবৎস-(রোমাবৰ্ত্ত) চিহ্ন রহিয়াছে । দেবগণ ! তোমরা সকলে যাইয়া সুস্থভাবে স্থিত সেই প্রাণীটিকে দর্শন কর” ॥৬২॥

লোমশ উবাচ ।

ততো দৃষ্ট্বা মহাত্মানং শ্রুত্বা চামস্র্য চামরাঃ ।

পিতামহং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্দেবা যথাগতম্ ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা তু তাং কথাং সর্বের পাণ্ডবা জনমেজয় ! ।

লোমশাদেশিতেনাস্ত পথা জগ্মুঃ প্রহৃষ্টবৎ ॥৬৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে অষ্টদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

উনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে শূরাস্ততধম্মানস্তৃণবস্তঃ সমার্গণাঃ ।

বন্ধগোধানুলিভ্রাণাঃ ঋত্বেগবস্তোহমিতৌজসঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ত ইতি । শ্রুত্বা, তস্মাদেব পৃথিব্যাকারবৃত্তাস্তমিতি শেষঃ । দেবাঃ ক্রীড়াশীলাঃ ॥৬৩॥

ব্রহ্মেতি । লোমশেন আদেশিত আদিষ্টঃ । প্রহৃষ্টবৎ সন্তুষ্ট ইব ॥৬৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং
অষ্টদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

লোমশ বলিলেন—“তাহার পর দেবতারা যাইয়া, মহাত্মাকে দেখিয়া, তাহার
নিকট পৃথিবী উত্তোলনের বৃত্তান্ত শুনিয়, তাহার অনুমতি লইয়া, ত্রাত্মাকে অগ্রেবর্তী
করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন” ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবেরা সকলে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া
আনন্দিত হইয়া লোমশের আদিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! মহাবীর, অসাধারণ তেজস্বী ও ধনুর্ধর-

* ‘...ষিচত্বাধিংশদধিকঃ...’—বা ব কা, ‘...ত্রিচত্বাধিংশদধিকঃ...’—পি, ‘...চত্বাধিংশ-
দধিকঃ...’ নি।

পরিগৃহ্য বিজ্ঞেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠাঃ সৰ্ব্বধনুয়তাম্ ।
 পাঞ্চালীসহিতা রাজন্ ! প্রযবুর্গন্ধমাদনম্ ॥২॥ (যুথ্যকম্)
 সরাসি সন্নিতশ্চৈব পৰ্বতাংশ্চ বনানি চ ।
 বৃক্ষাংশ্চ বহুলচ্ছায়ান্ দদৃশুর্গিরিমূর্ধ্বানি ॥৩॥
 নিত্যপুষ্পফলান্ দেশান্ দেবর্ষিগণসেবিতান্ ।
 আত্মান্যাত্মানমাধায় বীরা মূলকলাশিনঃ ॥৪॥
 চক্ৰকুচাবচাকারান্ দেশান্ বিষমসঙ্কটান্ ।
 পশ্যন্তো যুগজ্ঞাতানি বহুনি বিবিধানি চ ॥৫॥ (যুথ্যকম্)
 ঋষিসিদ্ধামরযুতং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রিয়ম্ ।
 বিবিশুস্তে মহাত্মানঃ কিম্বরাচরিতং গিরিম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । ওতধনানো বিদ্বতকাম্বিকাঃ । সমাগীনা যুগপাণাঃ । বহু জ্যাঘাতবারণায় ধুতে
 গোধা চর্ম্মপটিকা অঙ্গুলিত্রাণক যৈশ্চে । পরিগৃহ্য সহচরীকৃত্য ॥১—২॥

সরাসীতি । বহুলচ্ছায়া যেথাং তান । গিরিমূর্ধ্বানি পর্ব্বতোপরি ॥৩॥

নিত্যোতি । আধায় সন্তাপা আত্মনৈবাত্মানং রক্ষিত্বার্থঃ । উচাবচাকারান্ উন্নতাবনতান্,
 বিষমসঙ্কটান্ অতীববিপৎসঙ্কুলান্ । যুগজ্ঞাতানি পত্নসমূহান্ ॥৪—৫॥

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধনু বিজ্ঞঃ করিয়া, বাণ ও তরবারি হাতে লইয়া, পৃষ্ঠে তুণ বন্ধন
 করিয়া, গোধা (গুণাঘাতবারণকারী চর্ম্মকোষ) ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে
 সঙ্গে লইয়া, দ্রৌপদীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

(এইভাবে তাঁহারা গমন করিতে থাকিয়া) পর্ব্বতের উপরে সরোবর, নদী,
 পর্ব্বত, বন এবং নিবিড় ছায়াযুক্ত বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন ॥৩॥

কল-মূলভোজী মহারীর পাণ্ডবেরা আপনাই আপনাদিগকে রক্ষা করিতে
 থাকিয়া, নানাবিধ বহুতর পশু দর্শন করিতে করিতে অনেক দেশ অতিক্রম
 করিলেন ; সে সকল দেশে সর্ব্বদাই ফুল ও ফল পাওয়া যাইত এবং দেবগণ ও
 ঋষিগণ বিচরণ করিতেন ; আর সে দেশগুলি উচু-নীচু এবং অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল
 ছিল ॥৪—৫॥

ক্রমে মহাত্মা পাণ্ডবেরা গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ; সে পর্ব্বতে দেবগণ,
 ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ থাকিতেন এবং কিম্বরগণ বিচরণ করিত, আর সে পর্ব্বত
 গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গারোগণের প্রিয় ছিল ॥৬॥

(২)...শ্রেষ্ঠাঃ সৰ্ব্বধনুয়তাম্—বা ব কা । (৩)...আত্মনাআনমাধায়—বা ব কা । (৫)...বিষম-
 সঙ্কটান্—পি ।

প্রবিশং স্বধ্ব বীরেষু পর্বতং গন্ধমাদনম্ ।
 চণ্ডবাতং মহাবর্ষং প্রাচুরাসৌমিমাংসতে ! ॥৭॥
 ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতঃ সপত্রবহুলো মহান্ ।
 পৃথিবীকাস্তরীক্ষঞ্চ দ্যাকৈব সহসাবৃণোৎ ॥৮॥
 ন স্ম প্রজ্জায়তে কিঞ্চিদায়তে ব্যোম্নি রেণুনা ।
 ন চাপি শেকুস্তে কৰ্ত্তৃমগ্নোক্ত্যভিভাষণম্ ॥৯॥
 ন চাপশ্যন্ততোহগ্নোক্ত্য তমসাবৃতচক্ষুযঃ ।
 আকৃশ্যমাণা বাতেন সান্ধচূর্ণেন ভারত ! ॥১০॥
 ক্রমাগাং বাতভগ্নানাং পততাং ভূতলেহনিশম্ ।
 অগ্নেযাঞ্চ মহীজানাং শব্দঃ সমভবম্মহান্ ॥১১॥
 ত্যোঃ স্থিৎ পততি কিং ভূমির্দীর্ঘ্যস্তে পর্বতা নু কিম্ ।
 ইতি তে মেনিরে সর্বৈ পবনেনাতিমোহিতাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

ধ্ববীতি । কিম্বৈঃ আচরিতং পর্য্যটিতম্, গিরিং গন্ধমাদনম্ ॥৭॥
 প্রেতি । বীরেষু পাণ্ডবেষু । চণ্ডস্ত্যত্রো বাতো যস্মিন্ তৎ, বর্ষং বৃষ্টিঃ ॥৭॥
 তত ইতি । পত্রৈঃ সহতি সপত্রঃ স চাসৌ বহ্নিস্চেতি সঃ, মহান্ বেগবান্ ॥৮॥
 নেতি । প্রজ্জায়তে ন দৃশ্যতে ন । রেণুনা ধূল্যা । তে পাণ্ডবাদয়ঃ ॥৯॥
 নেতি । তমসা অন্ধকারেণ । সান্ধচূর্ণেন পাবাণরেণুসহিতেন ॥১০॥
 ক্রমাণামিতি । মহীজানাং লতাধীনাম্ ॥১১॥
 ত্যোরিতি । স্থিৎ প্রস্রো । ভূমির্দীর্ঘ্যতে কিম্ । মেনিরে, শব্দাতিরেকাদেব ॥১২॥

নরনাথ ! পাণ্ডবগণ গন্ধমাদনপর্বতে প্রবেশ করিবার পরেই তীব্র ঝড় ও
 বিশাল বৃষ্টি প্রাচুর্ভূত হইল ॥৭॥

তাহার পর বেগবান্ প্রচুর ধূলি ও পত্র সমুখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পৃথিবী, আকাশ
 ও স্বর্গ আবৃত করিয়া ফেলিল ॥৮॥

ধূলিতে আকাশ আবৃত হইলে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইতে লাগিলেন না,
 কিংবা পরস্পর আলাপ করিতেও সমর্থ হইলেন না ॥৯॥

ভরতনন্দন ! তৎপরে অন্ধকারে নয়ন আবৃত করিল এবং প্রস্তররেণুবাহী বায়ু
 আকর্ষণ করিতে থাকিল ; তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকেও দেখিতে পাইতে
 লাগিলেন না ॥১০॥

ক্রমে বৃক্ষ ও লতাপ্রভৃতি বায়ুরেণে ভগ্ন হইয়া অনবরত ভূতলে পড়িতে থাকিল ;
 তাহাতে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥১১॥

তে পথানস্তরান্ বৃক্ষান্ বগ্নীকান্ বিষমানি চ ।
 পাণিভিঃ পরিমার্গস্তো ভীতা বায়োনিলিল্যিবে ॥১৩॥
 ততঃ কান্মূকমুগ্ম্য ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 কৃষ্ণামাদায় সঙ্গম্য তস্মাবাশ্রিত্য পাদপম্ ॥১৪॥
 ধর্ম্মরাজশ্চ ধৌম্যশ্চ নিলিল্যাতে মহাবনে ।
 অগ্নিহোত্রাগ্ন্যপাদায় সহদেবস্ত পর্বতে ॥১৫॥
 নকুলো ব্রাহ্মণাশ্চাত্তো লোমশশ্চ মহাতপাঃ ।
 বৃক্ষানাসাণ সস্তস্তাস্তত্র তত্র নিলিল্যিবে ॥১৬॥
 মন্দীভূতে তু পবনে তস্মিন্ রজসি শাম্যতি ।
 মহদ্ভির্জলধারৌঘৈর্বর্ম্মভ্যাজগাম হ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । “পথঃ পন্থাঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ । পথানাম্ অনস্তরান্ অব্যবহিতান্ ।
 বিষমানি কক্ষুয়ানি স্থানানি । বায়োভীতাঃ, নিলিল্যিবে লুকায়িতা বভূবুঃ ॥১৩॥
 তত ইতি । উগ্ম্য উত্তোলা ধূম্বা । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । সঙ্গম্য গতা ॥১৪॥
 ধর্ম্মেতি । নিলিল্যাতে লুকায়িতো বভূবতুঃ । অগ্নিহোত্রাণি তদ্রব্যানি ॥১৫॥
 নকুল ইতি । সস্তস্তা বাতাতঃ অতীবভীতাঃ সন্তঃ ॥১৬॥
 মন্দীতি । রজসি ধূলিজালে, শাম্যতি নিবৃন্তে সতি । বর্ম্মং বৃষ্টিঃ ॥১৭॥

তখন তাঁহারা সকলেই প্রবল বাতায় অত্যন্ত মোহিত হইয়া মনে করিতে
 লাগিলেন যে, ‘একি আকাশ খসিয়া পড়িতেছে ! না, পৃথিবী ফাটিয়া যাইতেছে !
 না, পর্ব্বত বিদৌর্ণ হইতেছে !’ ॥১২॥

তাহার পর তাঁহারা বায়ুভয়ে ভীত হইয়া হস্তদ্বারা পথের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ,
 বগ্নীকমৃদ্ভিকা ও বন্ধুর স্থান অন্বেষণ করিয়া সেই গুলির ভিতরে লুকায়িত হইতে
 লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর মহাবল ভীমসেন ধনু ধারণ করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যাইয়া একটা
 বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ধুম্মিষ্ঠির ও ধৌম্য যাইয়া নিবিড় বনের ভিতরে লুকায়িত হইলেন এবং সহদেব
 অগ্নিহোত্রের জিনিষগুলি লইয়া পর্ব্বতের ভিতরে আশ্রয় লইলেন ॥১৫॥

এবং নকুল, অগ্ন্যস্ত ব্রাহ্মণ ও মহাতপা লোমশমুনি অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃক্ষ
 আশ্রয় করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

ভৃশং চটচটাশব্দো বজ্রাণাং ক্ৰিপ্যতামিব ।
 ততস্তাশ্চকলাভাসশ্চেচররভ্রেষু বিদ্যুতঃ ॥১৮॥
 ততোহশ্বসহিতা ধারাঃ সংবৃত্ত্যঃ সমস্ততঃ ।
 প্রপেতুরনিশং তত্র শীঘ্রবাতসমোরিতাঃ ॥১৯॥
 তত্র সাগরগা হ্রাপঃ কীর্যমাণাঃ সমস্ততঃ ।
 প্রাচুৰাসন্ সকলুযাঃ ফেনবত্যো বিশাংপতে ! ॥২০॥
 বহন্ত্যো বারি বহলং ফেনোড়ুপপরিপ্লুতম্ ।
 পরিসস্কর্মাশব্দাঃ প্রকর্ষন্ত্যো মহীকুহান্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ভৃশমিতি । ক্ৰিপ্যতাং ক্ৰিপ্যমাণানাম্ । চকলা ভাভা যাসাং তাঃ, অভ্রেষু মেঘেষু ॥১৮॥
 তত ইতি । অশ্বসহিতা বর্ষোপলবৃত্তাঃ, ধারা জলানাম্ ॥১৯॥
 তত্র ইতি । সাগরগাঃ ক্রমেণ সমুদ্রগামিভ্যঃ, আপো জলানি । সকলুযা আবিল্যোঃ ॥২০॥
 বহন্ত্য ইতি । ফেনা এব উড়ুপানি তৈঃ পরিপ্লুতং ব্যাপ্তম্, বহলম্, বারি মেঘজলং বহন্ত্যঃ,
 মহাশব্দা নস্ত ইতি শেষঃ, মহীকুহান্ বাতডগান্ বৃকান্ প্রকর্ষন্ত্য আকর্ষন্ত্যঃ সত্যঃ, পরিসস্কর্মাঃ অধঃ
 সকলুঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তে শূরা ইতি ॥১—১২॥ পথা মার্গেণ, অনন্তরান্ সন্নিহিতান্, নিলিল্যে নিলীনাঃ ॥১৩॥
 সঙ্গমাদায়েত্যধরঃ, গতা গৃহীত্বৈত্যর্থঃ ॥১৪—১৮॥ অশ্বসহিতাঃ করকাসহিতাঃ ॥১৯—২০॥ বারি
 বহন্ত্যো নস্তঃ ॥২১—২৩॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনবিংশতাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

সেই বায়ু মন্দীভূত হইলে এবং ধূলিরাশি নির্বাস্ত পাইলে, বিশাল জলধারার
 সহিত বৃষ্টি আসিল ॥১৭॥

তাহার পর ক্ৰিপ্যমাণ বজ্রের শ্রায় বৃষ্টির অভ্যন্ত 'চটচটা'-শব্দ হইতে লাগিল
 এবং চকলদীপ্তি বিদ্যুৎ সকল মেঘের উপরে বিচরণ করিতে থাকিল ॥১৮॥

নরনাথ ! তদনন্তর শিলাবৃষ্টির সহিত বিশাল জলধারা বায়ুকর্ষক ক্রম প্রেরিত.
 হইয়া সকল দিক্ আবৃত করিয়া সেই স্থানে অনবরত পতিত হইতে লাগিল ॥১৯॥

নরনাথ ! তখন মেঘকর্ষক সকল দিকে নিক্ষিপ্ত জলরাশি মুক্তিকাদি স্পর্শে
 আবিল হইয়া এবং প্রস্তুতাদি প্রতিঘাতে ফেন ধারণ করিয়া সমুদ্রের দিকে চলিতে
 লাগিল ॥২০॥

আর, নদীসমূহ কেনময় উড়ুপ-(ভেলা) ব্যাপ্ত প্রচুর জল বহন করিয়া এবং বায়ু
 ভগ্ন বৃক সকল আকর্ষণ করিতে থাকিয়া মহাশব্দে চলিতে লাগিল ॥২১॥

তস্মিন্মুপরতে বর্ষে বাতে চ সমতাং গতে ।

গতেহস্তসি চ নিম্নানি প্রাচুর্ভূতে দিবাকরে ॥২২॥

মির্জাখুস্তে শনৈঃ সর্কে সমাজখুশ্চ ভারত ! ।

প্রতস্থিরে পুনর্বীরাঃ পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ঊনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্রোশমাত্রং প্রয়াতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মনঃ ।

পদ্ম্যামনুচিতা গন্তুং দ্রৌপদী সমুপাविशत् ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্মিতি । উপরতে নিবৃতে । সমতাং সমানভাবে । মির্জাখুর্নাদিত্যো নির্গতাঃ, সমাজখুঃ পরস্পরং সম্মিলিতা বভূবুঃ । বীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥২২—২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়ামুনবিংশত্যা-

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ক্রোশেতি । অহুচিতা চিরমেবানভ্যস্তা, “অভ্যন্তে হুচিভং ত্রিষু” ইত্যমরঃ ॥১॥

ভরতনন্দন ! ক্রমে সেই বৃষ্টি নিবৃতি পাইলে, বায়ু সমানভাবে অবলম্বন করিলে, জলগুলি নীচে গেলে এবং সূর্য্য আবার প্রকাশ পাইলে, সেই বীরগণ ধীরে ধীরে বনপ্রভৃতি হইতে নির্গত ও সম্মিলিত হইলেন ; তাহার পর তাঁহারা পুনরায় গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন ॥২২—২৩॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন — মহাত্মা পাণ্ডবেরা একক্রোশমাত্র পথ গিয়াছেন, এমন সময়েই পদব্রজে গমন করিতে অনভ্যস্তা দ্রৌপদী বসিয়া পড়িলেন ॥১॥

(২২) তস্মিন্মুপরতে শব্দে—বা ব কা নি ! * ‘...জিচ্ছারিশব্দিকঃ...’—বা ব কা, ‘...চক্ষুচষারিশব্দিকঃ...’—পি, ‘...পকচষারিশব্দিকঃ...’—নি ।

শ্রাস্তা দুঃখপীড়া চ.বাতবর্ষণ চান্দিতা ।
 সৌকুমার্য্যাক পাঞ্চালী সন্মুখোহ তপস্বিনী ॥২॥
 সা কম্পমানা মোহেন বাহুভ্যামসিতেক্ষণা ।
 বৃত্তাভ্যামনুরূপাভ্যামুরূ সমবলম্বত ॥৩॥
 আলম্বমানা সহিতাবুরূ গজকরোপমৌ ।
 পপাত সহসা ভূমৌ বেপন্তী কদলৌ যথা ॥৪॥
 তাং পতন্তীং বরারোহাং ভজ্যমানাং লতামিব ।
 নকুলঃ সমভিক্ষত্য পরিজগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥৫॥
 নকুল উবাচ ।

রাজন্ ! পাঞ্চালরাজশ্চ স্নতেয়মসিতেক্ষণা ।
 শ্রাস্তা নিপতিতা ভূমৌ তামবেক্ষস্ব ভারত ! ॥৬॥
 অদুঃখার্হা পরং দুঃখং প্রাপ্তেয়ং যুহুগামিনী ।
 আশ্বাসয় মহারাজ ! তামিমাং শ্রমকর্মিতাম্ ॥-॥

ভারতকৌমুদী

শ্রাস্তেতি । সৌকুমার্য্যাক কোমলাঙ্গস্য, সন্মুখোহ মোহং প্রাপ্তমারেভে ॥২॥
 নেতি । বাহুভ্যাং নিষ্কাত্যামেব, বৃত্তাভ্যাং গোলাভ্যাম্, উরু বকীয়মুরূষম্ ॥৩॥
 আলম্বেতি । সহিতৌ মিলিতৌ, গজকরোপমৌ হস্তিশুভ্রাতুল্যৌ, বেপন্তী কম্পমানা ॥৪॥
 তামিতি । বরারোহাং স্বন্দরনিতমাম্ । সমভিক্ষত্য দ্রুতং গতা ॥৫॥
 রাজমিতি । অসিতেক্ষণা নীলনয়না । অবেক্ষস্ব প্রতীক্ষস্ব, যা যাহৌতি ভাবঃ ॥৬॥
 অদুঃখেতি । পরম্ অত্যন্তম্ । যুহুগামিনী শনৈর্গমনকারিণী ॥৭॥

দীনা জ্যোপদী একেই দুঃখিতা ছিলেন, তাহার পর আবার পরিশ্রাস্তা ও বায়ু-
 বৃষ্টিতে পীড়িতা হইয়া কোমলতাবশতঃ মূর্ছাপন্ন হইতে লাগিলেন ॥২॥

তখন নীলনয়না জ্যোপদী মূর্ছার আবেশে কাঁপিতে থাকিয়া অমুরূপ ও গোল
 বাহুযুগলদ্বারা আপন উরুযুগল ধারণ করিলেন ॥৩॥

তিনি হস্তিশুভ্রাতুল্যের স্তায় মিলিত উরুযুগল ধারণ করিয়া কাঁপিতে থাকিয়া
 কদলীবৃক্ষের স্তায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৪॥

তখন বলবান্ নকুল দ্রুত বাইরা ভয় লতার স্তায় পড়িবার সময়েরই স্নানিতম্বা
 জ্যোপদীকে ধারণ করিলেন ॥৫॥

নকুল বলিলেন—“রাজা ! এই নীলনয়না পাঞ্চালরাজনন্দিনী পরিশ্রাস্ত হইয়া
 ভূতলে পতিত হইতেছিলেন ; সুতরাং আপনি উহার প্রতীক্ষা করুন ॥৬॥

(২)....বাতবর্ষণ জেন চ—বা ব কা নি । (৩) সা পতমানা মোহেন—পি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

রাজা তু বচনান্তস্ত ভৃশং দুঃখসম্মিত্তিঃ ।

ভীমশ্চ সহদেবশ্চ সহসা সমুপাদ্ৰবৎ ॥৮॥

তামবেক্ষ্য তু কৌন্তেয়ো বিবৰ্ণবদনাং কুশাম্ ।

অকুমানীয় ধৰ্ম্মাত্মা পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ । ৭

কথং বৈশম্প শৃণুযু স্বাস্তীর্ণশয়নোচিতা ।

ভূমৌ নিপতিতা শেতে স্খলার্হা বরবর্ণিনৌ ॥১০॥

সুকুমারৌ কথং পাদৌ মুখঞ্চ কমলপ্রভম্ ।

মৎকৃতেহু বরার্হায়াঃ শ্যামতাং সমুপাগতম্ ॥১১॥

কিমিদং দ্যুতকামেন ময়া কৃতমবুদ্ধিনা ।

আদায় কৃষ্ণাং চরতা বনে যুগগণায়ুত ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

রাজেন্দি । সমুপাদ্ৰবৎ ক্রুতং দ্রৌপদ্যন্তিকমগচ্ছৎ ॥৮॥

তামিতি । পর্য্যদেবয়ং ব্যলপৎ, “দ্বিবু পরিবৃজনে” ইতি চৌরাদিক্রুত রূপম্ ॥৯॥

কথমিতি । কথং শব্দো বিবাদে । শৃণুযু রক্ষিতেষু । শয়নং শয্যা, উচিতা যোগ্যা ॥১০॥

সুকুমারাবিতি । পাদৌ শ্রামতাং সমুপাগতাবিতি বচনব্যত্যয়েন সৰ্ব্বতঃ । শ্রামতাং মালিন্যম্ ॥১১॥

কিমিতি । দ্যুতকামেন দ্যুত্তরাগিণা । যুগগণায়ুতে হিংস্রপতঙ্গমূহপূৰ্ণে ॥১২॥

মহারাজ । এই মন্দগামিনী দুঃখভোগের অযোগ্যা, অথচ গুরুতর দুঃখ ভোগ করিতেছেন ; অতএব আপনি এই পরিত্রাস্তাকে আশ্বস্ত করুন” ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব—নকুলের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন ॥৮॥

তখন ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবৰ্ণবদনা ও কুশা দেখিয়া গীড়িত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“হায় । সুরক্ষিত গৃহে আস্তীর্ণ উত্তম শয্যায় শয়নের যোগ্যা একমাত্র সুখভোগের অধিকারিণী উত্তমাজনা দ্রৌপদী আজ ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিয়াছেন ! ॥১০॥

হায় । এই বরবর্ণিনীর কোমল চরণযুগল এবং পদ্মকান্তি মুখমণ্ডল আজ আমার অন্তই মলিন হইয়া গিয়াছে । ॥১১॥

হুং প্রাপ্যতি কল্যাণী প্রাপ্য পাণ্ডুহতান্ পতীন্ ।

ইতি দ্রুপদরাজেন পিত্রা দত্তায়তেক্ষণা ॥১৩॥

তৎ সৰ্ব্বমনবাপ্যেয়ং শ্রমশোকাদ্বকর্ষিতা ।

শেতে নিপতিতা ভূমৌ পাপস্ত্র মম কৰ্ম্মভিঃ ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা লালপ্যমানে তু ধৰ্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে ।

ধৌম্যপ্রভৃতয়ঃ সর্বে তত্রাজগ্মুর্বিজোত্তমাঃ ॥১৫॥

তে তামাশ্বাসয়ামাস্তরাশীর্ভিচ্চাপ্যপ্জয়ন্ ।

রক্ষোন্নান্শচ তথা মদ্বান্ অ্পুশ্চকুস্তথা ক্রিয়াঃ ॥১৬॥

পঠ্যমানেষু মন্ত্ৰেষু শাস্ত্যর্থং পরমর্ষিভিঃ ।

স্পৃশ্যমানা কঠৈঃ শীতৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মৃহমৃহুঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

হুংমিতি । ইতি বিভাব্যতি শেষঃ । আয়তেক্ষণা বিশাললোচনা কৃষ্ণা ॥১৩॥

তদ্বিতি । পাপস্ত্র পাপাশ্রয়ঃ, কৰ্ম্মভির্দুর্ভিতক্রীড়াভিঃ ॥১৪॥

তথ্যেতি । লালপ্যমানে পুনঃ পুনর্বিলপতি সতি । তত্র দ্রৌপদীকে ॥১৫॥

ত ইতি । অপ্জয়ন্ সমতোষয়ন্ । তথা অনিষ্টনিবারিকাঃ ॥১৬॥

আমি দূতের অঙ্কুরাগী, অথচ আমার বুদ্ধি নাই ; তাই আমি হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ বনের ভিতরে দ্রৌপদীকে লইয়া বিচরণ করিবে পাকিয়া এটা কি করিলাম ॥১২॥

হায় ! কল্যাণী দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে পতি লাভ করিয়া সুখ ভোগ করিবে, ইহা ভাবিয়াই পিতা দ্রুপদরাজা এই আয়তনয়নাকে আমাদের হস্তে দান করিয়াছিলেন ॥১৩॥

কিন্তু আমি পাপাশ্রয় ; তাই আমার কৰ্ম্মদোষেই ইনি সে সমস্ত না পাইয়া পরিভ্রম, শোক ও পথের ক্লেশে ক্লান্ত ও ভূতলপতিত হইয়া শয়ন করিয়াছেন !” ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বার বার সেইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, ধৌম্যপ্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সকলেই সেখানে আসিলেন ॥১৫॥

ঔহারা দ্রৌপদীকে আশস্ত করিলেন, আশীর্বাদ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন, রক্ষোন্ন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং অনিষ্টনিবারক কার্য্য করিতে থাকিলেন ॥১৬॥

(১৩)...প্রাপ্য বৈ পাণ্ডবান্ পতীন্—বা ব ক নি । (১৬) তে সমাশ্বাসয়ামাস্—চক্ষুস্তে ক্রিয়াঃ—বা ব ক নি ।

সেব্যমানা চ শীতেন জলমিশ্রেন বায়ুনা ।

পাঞ্চালী স্তম্বমাসাদ্ধ লেভে চেতঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৮ ॥ (যুগ্মকম্)

পরিগৃহ্য চ তাং দীনাং কৃষ্ণামজিনসংস্তরে ।

পার্শ্বা বিশ্রাময়ামাস্তুল্কসংজ্ঞাং তপস্বিনীম্ ॥ ১৯ ॥

তস্তা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ ।

করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংবাহতুঃ ॥ ২০ ॥

পর্য্যাসায়দপ্যেনাং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

উবাচ চ কুরুশ্রেষ্ঠো ভীমসেনমিদং বচঃ ॥ ২১ ॥

বহবঃ পর্ব্বতা ভীম ! বিধমা হিমচুর্গমাঃ ।

তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো ! কথং নু বিচরিশ্যতি ॥ ২২ ॥

ভারতকৌমুদী

পঠ্যমানেষিতি । কঠৈর্হস্তৈঃ, শীতৈঃ শীতৈঃ । চেতঃ চৈতন্তম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

পরীতি । পরিগৃহ্য নীত্বা । অজিনসংস্তরে আত্মভূগচর্ম্মণি । তপস্বিনীং শোচ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

তস্তা ইতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ, কিণজাতাভ্যাং ধনুর্গণবর্ষণেন জাতচ্ছিত্রাভ্যাং করাভ্যাম্, শনকৈঃ, পূজিতলক্ষণৌ তস্তাঃ পাদৌ, সংবাহতুঃ সংবাহয়ামাসতুঃ । আর্থং পদম্ ॥ ২০ ॥

পর্য্যাসায়দিতি । এনাং দ্রৌপদীম্ ॥ ২১ ॥

বহব ইতি । বিধমা বিপৎসমুদ্রা উচ্চাবচা বা । কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥ ২২ ॥

মহাবিরা শাস্তির জগৎ-মুখপাঠ করিতে থাকিলে, পাণ্ডবেরা শীতল হস্তদ্বারা বার বার স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং জলমিশ্রিত শীতল বায়ুদ্বারা সেবন করিতে থাকিলেন ; তখন দ্রৌপদী মুখ লাভ করিয়া ধীরে ধীরে চৈতন্ত লাভ করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা লব্ধচৈতন্তা, দুর্ব্বলা ও শোচনীয় দ্রৌপদীকে আত্মভূগচর্ম্মের উপরে রাখিয়া বিশ্রাম করাইতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

নকুল ও সহদেব কিণ-(কড়) চিহ্নিত হস্তযুগল দ্বারা ধীরে ধীরে দ্রৌপদীর রক্ততল ও স্তূলক্ষণ চরণযুগলের সংবাহন করিতে থাকিলেন ॥ ২০ ॥

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিলেন এবং ভীমকে এই কথা বলিলেন— ॥ ২১ ॥

“মহাবাহু ভীম ! হিমে চুর্গম এবং উঁচু-নীচু বহুতর পর্ব্বত আছে ; সেগুলিতে দ্রৌপদী কি করিয়া গমন করিবেন ?” ॥ ২২ ॥

(১৯)...তদা বিশ্বাসয়ামাস্—পি ।

ভীমসেন উবাচ ।

হ্যং রাজন্ ! রাজপুত্রীং যমৌ চ পুরুষর্বভ ! ।

স্বয়ং নেহ্যামি রাজেন্দ্র ! মা বিবাদে মনঃ কৃথাঃ ॥২৩॥

হৈড়িস্বশ্চ মহাবীৰ্য্যো বিহগো মমলোপমঃ ।

বহেদনব ! সৰ্ব্বান্ নো বচনাতে ঘটোৎকচঃ ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ শ্রুত্বা তু বচনং ভীমসেনস্য ধৰ্ম্মরাট্ ।

ভীমং সম্পূজয়ন্তুৰ্য্য এবমস্তিত্যভাসত ॥২৫॥

সোহনুজাতো ধৰ্ম্মরাজ্ঞা পুত্রং সম্মার রাক্ষসম্ ।

ঘটোৎকচস্ত ধৰ্ম্মাত্মা স্মৃতমাত্রঃ পিতৃংস্তদা ॥২৬॥

কৃতাজ্জলিক্রপাতিষ্ঠদভিবাচাথ পাণ্ডবান্ ।

ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাবাহুঃ স চ তৈরভিনন্দিতঃ ॥২৭॥

উবাচ ভীমসেনঃ স পিতরং ভীমবিক্রমম্ ।

স্মৃতোহস্মি ভবতা শীঘ্রং শুশ্রূষুরহমাগতঃ ॥২৮॥ (বিশেষকম)

ভারতকৌমুদী

স্মৃতি । রাজপুত্রীং জ্যোতিষীং, যমৌ নকুলসহদেবৌ । স্বয়ং স্বয়ং ॥২৩॥

হৈড়ি ইতি । হৈড়িষো হিড়িকায়াঃ পুত্রঃ, বিহায়স গচ্ছতীতি বিহগ আকাশচরঃ ॥২৪॥

এতদ্বিতি । ধৰ্ম্মরাজ্ যুধিষ্ঠিরঃ । সম্পূজয়ন্ প্রণাময়ন্, যথাকালমুদারসংগো ॥২৫॥

স ইতি । ধৰ্ম্মরাজ্যেত্যভ্যভ্যভাবার্থঃ । ব্রাহ্মণাংশ্চ অভিবাচেতি সম্বন্ধঃ । অভিনন্দিত আশীৰ্বাদিতঃ । শুশ্রূঃ ভবতা শুশ্রূষাং কৰ্ত্তৃমিচ্ছুঃ ॥২৬—২৮॥

ভীম বলিলেন—“হে পুরুষপ্রধান রাজজ্যেষ্ঠ রাজা ! একক আমিই আপনাকে, জ্যোতিষীকে এক নকুল ও সহদেবকে বহন করিয়া লইয়া যাইব ; আপনি বিষন্ন হইবেন না ॥২৩॥

অথবা, হে নিম্পাপ রাজা ! আমার তুল্য বলবান্, অত্যন্ত উৎসাহী ও আকাশচারী হিড়িয়ানন্দন ঘটোৎকচ আপনার আদেশে আমাদের সকলকেই বহন করিয়া লইয়া যাইবে” ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির ভীমের এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ভীমের প্রণামা করিয়া বলিলেন—“এইরূপই হউক” ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির অল্পমতি করিলে, ভীমসেন তখনই পুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করিলেন ; তিনি স্মরণ করিবারাই ধৰ্ম্মরাজা ও মহাবাহু ঘটোৎকচও কৃতাজ্জলি

(২৫) শ্লোক বা ব কা নি নাতি । (২৮)....শীঘ্রং মহাবাহুমাগতঃ—পি ।

আজ্ঞাপয় মহাবাহো ! সর্বং কৰ্ত্তাস্যসংশয়ম্ ।

তচ্ শ্রদ্ধা ভীমসেনস্ত রাক্ষসং পরিষম্বজে ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধৰ্ম্মজ্ঞো বলবান্ শূরঃ সত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

ভক্তোহস্মান্ রাক্ষসঃ পুত্রো ভীম ! গৃহ্নাতু মাতরম্ ॥৩০॥

তব বাহুবলেনাহমতিভীমপরাক্রম ! ।

অকৃতঃ সহ পাঞ্চাল্যা গচ্ছ্যয়ং গন্ধমাদনম্ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় ভীমসেনো ঘটোৎকচম্ ।

আদিদেশ নরব্যাক্তস্তনয়ং শক্রকর্ষণম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

আজ্ঞাপয়েতি । কৰ্ত্তাস্মি করিছামি । রাক্ষসং ঘটোৎকচম্, পরিষম্বজে আলিঙ্গি ॥২৯॥

ধৰ্ম্মজ্ঞ ইতি । অস্মান্ প্রতি ভক্তঃ । সত্তাঃ সপদি, মাতরং জ্যোপদীং বোদ্ধুং গৃহ্নাতু ॥৩০॥

ভীমমেব—স্তোতি ভবেতি । ঘটোৎকচস্ত বাহুবলমপি তবৈব বাহুবলমিতি ভাবঃ ॥৩১॥

ভ্রাতৃমিতি । ভ্রাতৃযুধিষ্ঠিরস্ত । আজ্ঞায় লক্ষ্য ॥৩২॥

হইয়া পিতৃপর্যায় পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিল ; তাহার পর তাঁহারা সকলেও তাহার অভিনন্দন করিলেন । তৎপরে ঘটোৎকচ ভীমবিক্রম পিতা ভীমসেনকে বলিল—“আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাই আমি আপনাদের পরিচর্যা করিবার জন্য সত্ত্ব আসিয়াছি ॥২৬—২৮॥

মহাবাহু ! আদেশ করুন, নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সমস্ত কার্য্য করিব।” তাহা শুনিয়া ভীমসেন তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভীম ! রাক্ষসজ্যেষ্ঠ পুত্র ঘটোৎকচ ধৰ্ম্মজ্ঞ, বলবান্, বীর এবং আমাদের ভক্ত ; সুতরাং এখনই এ—জ্যোপদীকে ধারণ করুক ॥৩০॥

অতিভীমপরাক্রম ভীম ! তোমার বাহুবলেই আমি জ্যোপদীর সহিত অকৃত শরীরে গন্ধমাদনপর্ব্বতে যাইতে পারিব” ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরজ্যেষ্ঠ ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া শক্রহস্তা পুত্র ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন—॥৩২॥

(২৯) লোকায় পরম্ ‘...চতুৰ্বিংশদধিকঃ...’—বা ১৬, ‘...বিকৃতাবিশদধিকঃ...’—পি, ‘...ষট্চত্বাৰিংশদধিকঃ...’—নি । (৩০)...সত্তো রাক্ষসপুঙ্গবঃ...ভীমক ইতি...গৃহ্নাতু বা চিরম্—বা ব কা ।

হৈড়িধ্বংস পশ্চিপ্রাস্তা তব মাতাহপরাজিত ! ।

ঋক্ কামগমস্তাত ! বলবান্ বহ তাং খগ ! ॥৩৩॥

স্কন্ধমারোপ্য ভদ্রং তে মধ্যোহস্মাকং বিহায়সা ।

গচ্ছ নীচিকয়া গত্যা যথা চৈনাং ন পীড়য়েঃ ॥৩৪॥

ঘটোৎকচ উবাচ ।

ধর্মরাজক ধোম্যক কৃষ্ণাক্ষ যমজৌ তথা ।

একোহপ্যহমলং বোচুং কিমুতাগ্ সহায়বান্ ॥৩৫॥

অন্ত্রে চ শতশঃ শূরা বিহগাঃ কামরূপিণঃ ।

সর্বান্ বো ব্রাহ্মণৈঃ সার্কং বক্ষ্যন্তি সহিতা ময়া ॥৩৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা তদা কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ ।

পাণ্ডুনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

হৈড়িধ্বংসি । হে হৈড়িধ ! মাতা দ্রৌপদী । হে খগ ! খেচর ! ॥৩৩॥

ঋকমিতি । তে তব ভদ্রমস্ত । বিহায়সা গগনেন । নীচিকয়া নিম্নবর্ত্তিত্যা ॥৩৪॥

ধর্ম্মেতি । অগং সমর্থঃ । অন্ত্রেহপি রাক্ষসা মম সহায়ঃ সম্ভীতি ভাবঃ ॥৩৫॥

অস্ত ইতি । বিহগা আকাশচারিণে রাক্ষসাঃ । বক্ষ্যন্তি বহনং করিষ্যন্তি ॥৩৬॥

এবমিতি । অপরে চ রাক্ষসাঃ, পাণ্ডবানপি উহরিত্তি শেষঃ ॥৩৭॥

“বৎস ! অপরাজিত ! খেচর ! হিড়িম্বানন্দন ! তোমার মাতা দ্রৌপদী পরিপ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তুমিও কামগামী এবং বলবান্ ; অতএব তুমি তাঁহাকে বহন কর ॥৩৩॥

বৎস ! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া আমাদের মধ্যে থাকিয়া নিম্ন আকাশ দিয়া মন্দগতিতে গমন কর, বাহাতে উহার কষ্ট না হয়” ॥৩৪॥

ঘটোৎকচ বলিল—“আমি একাকীই ধর্মরাজ, ধোম্যপুরোহিত, দ্রৌপদী এবং নকুল-সহদেবকে বহন করিতে পারি ; সহায়সম্পন্ন হইলে আর বক্তব্য আছে কি ॥৩৫॥

বীর, আকাশচারী ও কামরূপী অন্ত শত শত রাক্ষসও আমার সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত আপনাদের সকলকে বহন করিবে” ॥৩৬॥

লোমশঃ সিদ্ধমার্গেণ জগামানুপমদ্ব্যতিঃ ।
 স্বেনৈব স প্রভাবেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥৩৮॥
 ব্রাহ্মণাংশ্চাপি তান্ সৰ্ব্বান্ সমুপাদায় রাক্ষসাঃ ।
 নিয়োগাদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য জগ্মুর্ভৌমপরাক্রমাঃ ॥৩৯॥
 এবং স্তব্রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ ।
 আলোকয়ন্তুস্তে জগ্মুর্বিশালাং বদরৌ প্রতি ॥৪০॥
 তে দ্বাপুগতিভির্বিরা রাক্ষসৈস্তৈর্মহাজবৈঃ ।
 উহমানা যযুঃ শীঘ্রং দৌৰ্যমধ্যানমন্নবৎ ॥৪১॥
 দেশান্ শ্লেচ্ছজনা কৌর্ণান্ নানারত্নাকরান্ শুভান্ ।
 দদৃশুর্গিরিপাদাংশ্চ নানাধাতুসমাচিতান্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

লোমশ ইতি । সিদ্ধানাং দেবযোনিবিশেষমাণাং মার্গেণ আকাশপথেনৈব ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণানিতি । নিয়োগাদ্যদেশাৎ, রাক্ষসেন্দ্রস্য ঘটোৎকচস্য ॥৩৯॥

এবমিতি । বদরৌ কৰ্ককদৃক্ষাঃ স্তব্রাঃ প্রসিদ্ধমশ্রমমিতার্থঃ ॥৪০॥

ত ইতি । মহাজবৈর্মহাজবৈঃ । অক্ষান্ পদ্যানম্, স্তব্রবৎ স্তব্রপদবৎ ॥৪১॥

দেশানিতি । বেদবাহাচারে শ্লেচ্ছজনানৈর্মহাজবৈঃ । গিরৈঃ পাদান্ প্রত্যক্ষপৰ্কতান্ ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপ বলিয়া তখনই মহাবীর ঘটোৎকচ পাণ্ডব-
 গণের মধ্যে থাকিয়া দ্রৌপদীকে বহন করিয়া লইয়া চলিল এবং অশ্ব রাক্ষসেরা
 পাণ্ডবগণকে বহন করিয়া নিয়া যাইতে থাকিল ॥৩৭॥

এক অসাধারণ তেজস্বী লোমশমুনি আপন প্রভাবেই সিদ্ধপথে দ্বিতীয়
 সূর্য্যের জ্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

আর, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী অপর কতকগুলি রাক্ষস ঘটোৎকচের আদেশে
 সেই সকল ব্রাহ্মণকে লইয়া গমন করিতে থাকিল ॥৩৯॥

এইভাবে তাঁহারা অতি মনোহর বন ও উপবন দেখিতে দেখিতে বদরিকা-
 শ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥৪০॥

মহাবেগশালী ও দ্রুতগামী সেই রাক্ষসেরা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল
 বলিয়া তাঁহারা সত্ত্বরই অন্ন পথের জ্যায় দৌর্য পথ যাইতে থাকিলেন ॥৪১॥

তখন তাঁহারা শ্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ, নানাবিধ রত্নের আকর ও মনোহর বহু-
 তর দেশ এবং গৈরিকাদি নানাধাতুব্যাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর পৰ্কত দেখিতে

(৩৮)...স্বেনৈবাপ্রভাবেণ—পি ।

(৪১)...মহদ্বানমন্নবৎ—বা ব কা নি ।

(৪২)...নানারত্নাকরানুভান্—বা ব কা নি ।

বন-১৫১ (৮)

বিভাধরগণাকৌর্ণান্ যুতান্ পন্নগকিন্নরৈঃ ।
 তৃণা কিম্পুরুষৈশ্চৈব গন্ধর্বেশ্চ সমন্ততঃ ॥৪৩॥
 ময়ূরৈশ্চমরৈশ্চৈব বানরৈ রুরুভিস্তথা ।
 বরাহৈর্গবৈশ্চৈব মহিশৈশ্চ সমাবৃত্তান্ ॥৪৪॥
 নদীজালসমাকৌর্ণান্ নানাপক্ষিযুতান্ বহুন্ ।
 নানাবিধৈশ্চ গৈর্জুক্তান্ বারগৈশ্চোপশোভিতান্ ॥৪৫॥
 সমদৈশ্চাপি বিহগৈঃ পাদপৈরগ্নিতাংস্তথা ।
 তেহবতীৰ্য্য বহুন্ দেশান্ উত্তরাংশ্চ কুরুনপি ॥৪৬॥
 দদৃশুর্বিবিধাশ্চর্য্যং কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্ ।
 তস্তাভ্যাসে তু দদৃশুর্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৪৭॥
 উপেতং পাদপৈর্দীব্যৈঃ সদা পুষ্পফলোপগৈঃ ।
 দদৃশুস্তাঞ্চ বদরীং বৃন্তক্কাং মনোরমাম্ ॥৪৮॥
 স্নিগ্ধামবিরলচ্ছায়াং শ্রিয়া পরময়্য যুতাম্ ॥
 পত্রেঃ স্নিগ্ধবিরলৈরুপেতাং যুদুভিঃ শুভাম্ ॥৪৯॥
 বিশালশাখাং বিস্তীর্ণামতিদ্যুতিসমগ্নিতাম্ ।
 কলৈরুপচিঠৈর্দীব্যৈরাচিতাং স্বাত্ত্বিভূষণম্ ॥৫০॥ -

ভারতকৌমুদী

গানক্ষমহাক্ষমভাভ্যাং কিন্নরাণাং বৈবিধ্যাং পুণ্ড্রপাদানম্ । চমররুরু হরিশবিশেষো ।
 যুগৈঃ পত্তিভিঃ, জুষ্টান্ সেবিতান্, বারগৈর্গহিত্তিভিঃ । বিহগৈঃ পক্ষিভিঃ । অবতীৰ্ণা
 অতিক্রম্য । অভ্যাসে নিকটে । পুষ্পাণি ফলানি চ উপগচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি তৈঃ ।
 বৃন্তক্কাং গোলপ্রকাণ্ডদেশাম্ । অবিরলচ্ছায়াং নিবিড়চ্ছায়াম্ । অবিরলৈবনৈঃ । উপচিঠৈ-
 পাইলেন । তাহাতে বিভাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ ও নাগ বিচরণ করিতেছিল
 এক ময়ূর, চমরহরিণ, রুরুহরিণ, বানর, বরাহ, গবয় ও মহিষ ভ্রমণ করিতেছিল ;
 আর সে পর্ব্বতগুলির নিকট দিয়া অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছিল এবং সে
 গুলিতে নানাবিধ পক্ষী, বহুবিধ পশু, হস্তী, মদমন্ত পক্ষী ও নানাবিধ বৃক্ষ ছিল
 তাহার পর তাঁহারা বহুতর দেশ ও উত্তর কুরুদেশ অতিক্রম করিয়া নানাবিধ
 আশ্চর্য্যের আধার কৈলাসপর্ব্বত দর্শন করিলেন এবং তাহার নিকট নর-
 নারায়ণ ঋষির আশ্রম (বদরিকাশ্রম) দেখিতে পাইলেন ; সে আশ্রমে সর্ব্বদাই
 ফল ও পুষ্পশালী বহুতর উত্তম বৃক্ষ ছিল ; আর তাঁহারা সেখানে সেই মনোহর
 বদরীবৃক্ষ দর্শন করিলেন ; তাঁহার স্বচ্ছদেশ গোলাকার, আকৃতি স্নিগ্ধ, ছায়া-

মধুস্রবৈঃ সদা দিব্যাং মহর্ষিগণসেবিতাম্ ।
 মদপ্রমুদিতৈর্নিত্যং নানার্হিজগণৈর্মুতাম্ ॥৫১॥
 অদংশমশকে দেশে বহুমূলফলোদকে ।
 নীলশাফলসংছন্নে দেবগন্ধর্বসেবিতে ॥৫২॥
 হুমধীকৃতভূভাগে স্বভাববিমলে শুভে ।
 জাতাং হিময়ুদুম্পর্শে দেশেহপহতকণ্টকে ॥৫৩॥ (কুলকম)
 তামুপেত্য মহাত্মানঃ সহ তৈত্রীক্ষগর্ষভৈঃ ।
 অবতেরুস্ততঃ সর্বৈ রাক্ষসস্কন্ধতঃ শনৈঃ ॥৫৪॥
 ততস্তমাত্ৰমং রম্যং নরনারায়ণাশ্রিতাম্ ।
 নৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ ! সহিতা হিজপুঙ্গবৈঃ ॥৫৫॥
 তমসা রহিতং পুণ্যমনামুখং রবেঃ করৈঃ ।
 ক্ষুদ্রটীকীতোক্ষদোমেষ্ট বর্জিতং শোকনাশনম্ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

বহুনীভুতৈঃ, আচিভাং ব্যাপ্যাম্ । নানার্হিজগণৈর্বহুবিশপক্ষিসমুচ্চৈঃ । নীলৈঃ শাফলৈর্নব-
 তুণৈঃ সংছন্নে আবৃতৈঃ । অপহতকণ্টকে দূর্বাকৃতকণ্টকে ৩২—৫৩।

তামিতি । তাং বদরীম্ । মহাত্মানঃ পাণ্ডবাদয়ঃ ॥৫৪॥

তত ইতি । নরনারায়ণাভায়ুশিতাম্ আশ্রিতাম্ আশ্রিতপুঙ্গবম্ । তমসা অক্ষকারণে ।

ভারতভাবদীপঃ

ক্রোশমাত্রমিতি ॥১—২৩॥ বিহগ ইব বিহগঃ খেচরঃ ॥২৬—৩৫॥ বক্ষ্যন্তি বহনং করিস্তান্তি
 ॥৩৬—৪১॥ রত্নাকরৈরাসমভাদযুতান ॥৪২—৬৬॥ অভ্যাসে সম্যগে ॥৬৭—৭২॥ স্বভাবত এব

নিবিড়, কাস্তি মনোহর, পত্র সকল স্নিগ্ধ, ঘন ও কোমল ; শাখাসমূহ বিশাল
 ও বিস্তীর্ণ এবং ফলসমূহ বৃহৎ, উত্তম, সুস্বাদু ও মধুস্রাবী ছিল । মহর্ষিরা সেই
 বদরীবৃক্ষের সেবা করিতেন এবং সেই বদরীবৃক্ষের উপরে সর্বদাই মদমত্ত ও
 আনন্দিত নানাবিধ পক্ষী বিচরণ করিত । আর, সেই বদরীবৃক্ষ যে স্থানে
 জন্মিয়াছিল, সে স্থানে দংশ (ডাঁশ) ও মশক ছিল না ; প্রচুর ফল, মূল ও জল
 ছিল এবং দেবগণ ও গন্ধর্বগণ বিচরণ করিতেন, আর সে স্থানটী নীলবর্ণ নূতন
 ভূণে আবৃত, সমতল, স্বভাবনির্ম্মল, নিরূপদ্রব, কীতল ও কোমলস্পর্শ এক
 কণ্টকবিহীন ছিল ॥৪২—৫৩॥

মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই বদরীবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-
 গণের সহিত রাক্ষসস্কন্ধ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন ॥৫৪॥

রাজা ! তাহার পর পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া নর-নারায়ণ

(৫৬)...স্বভাববিহিতে শুভে—বা ব কা নি ।

মহর্ষিগণসংবাধং ব্রাহ্ম্য লক্ষ্ম্য সমন্বিতম্ ।
 ছন্দ্রবেশং মহারাজ ! নরৈর্ধর্ম্যবহিষ্কৃতৈঃ ॥১২॥
 বলিহোমার্চিতং পুণ্যং হুসংযুক্তানুলেপনম্ ।
 দিব্যপুষ্পোপহারৈশ্চ সর্বতোহভিবিদ্যাজিতম্ ॥১৮॥
 বিশালৈরগ্নিশরগৈঃ স্রগ্ভাতৈত্ত্বাচিতং শুভৈঃ ।
 মহন্তিস্তোয়কলসৈঃ কঠিনৈশ্চোপশোভিতম্ ॥২৯॥
 শরগ্যং সর্বভূতানাং ব্রহ্মবোধনিদানম্ ।
 দিব্যম্ভ্রাজয়গীষং তম্ভ্রামং ভ্রমনাশনম্ ॥৩০॥
 জিহ্বা যুতমনির্দেশ্যং দেবচর্য্যোপশোভিতম্ ।
 কলমূলাননৈর্দীপ্তৈশ্চাক্ষুক্ষ্যজিনাস্বরৈঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অনামুঠং বৃক্ষপত্রাচ্ছাচ্ছাদনাং অস্পৃষ্টম্ । মহর্ষিগণৈঃ সংবাধং নিরবকাশম্, ব্রাহ্ম্য ব্রাহ্মণ-
 সম্পাদিতয়া, লক্ষ্ম্য কাষ্ঠ্য । ধর্ম্যবহিষ্কৃতৈরধার্ম্মিকৈঃ । বলিভিঃ পূজোপহারৈঃ হোমৈশ্চ
 অর্চিতং গৌরববিষয়ীকৃতম্, হুসংযুক্তং লিপ্তম্ অহুলেপনং গোময়াদিকং যত্র তম্ । অগ্নি-
 শরগৈর্হোমগৃহৈঃ, স্রগ্ভাতৈঃ স্রক্-স্রবাদিহোমপাত্রৈঃ, আচিতং ব্যাপ্তম্ । কঠিনৈঃ পাকস্থলীভিঃ,
 “কঠিনং নিষ্ঠুরে স্থাল্যাং শর্করায়াং শুভ্রা চ” ইতি বিধিঃ । ব্রহ্মবোধৈর্বেদধ্বনিভিনিদানম্ ।
 অনির্দেশ্যং সৌন্দর্য্যে অনির্কচনীয়ম্, দেবসু চর্য্যা আচারস্থেন উপশোভিতম্ । দামৈ-

ভারতভাবদীপঃ

বিশেষণ হিতে স্বভাববিহিতে জাত্যং বদরীম্ ॥৫৩—৫৬॥ মহর্ষিগণসংবাধমুগ্ধগণব্যাপ্তম্,
 ব্রাহ্ম্য লক্ষ্ম্য কণ্যকুসুমাদিক্রিয়া । “৫৫: সামানি, যজ্ঞং বি সা হি প্রিয়ম্বতা সত্য”মিতি শ্রুতে:
 ॥৭৭॥ বহু সংযুক্তং সম্মার্কনমহুলেপনকং যত্র তৎ ॥৮৮॥ অগ্নিশরগৈরগ্ন্যাগারৈঃ, আচিতং
 ব্যাপ্তম্, কঠিনৈঃ শিকৈঃ করটৈঃবা ॥৯২—৯৩॥ দেবচর্য্যা সত্যসকলতাদিকা, তয়া উপশোভিতম্
 স্বর্ষির সেই পুণ্যময় মনোহর আশ্রম দর্শন করিতে লাগিলেন । তাহাতে
 অন্ধকারের বা সূর্য্যাকিরণের সংস্পর্শ ছিল না; ক্ষুধা বা পিপাসা হইত না,
 শীত বা গ্রীষ্ম ছিল না, কোন শোকের সম্ভাবনাও ছিল না, এবং অধার্ম্মিক
 লোকের প্রবেশ করা হুকুর ছিল; আর মহারাজ । সে আশ্রমটা মহর্ষিগণে
 পরিপূর্ণ ও ব্রাহ্মীশোভায় পরিশোভিত ছিল এবং সে আশ্রমে গোময়লিপ্ত
 পবিত্র স্থানে পূজা ও হোম চলিতেছিল, এবং সকল দিকেই উত্তম উত্তম পুষ্প
 বিকীর্ণ থাকায় বিশেষ শোভা জন্মিয়াছিল; আর সে আশ্রম—বিশাল বিশাল
 হোমগৃহ, মাজলিক স্রক্-স্রবের পাত্র, বৃহৎ বৃহৎ জলের কলস ও পাকের
 স্থালীতে পরিশোভিত ছিল; এবং সে আশ্রম—সকল প্রাণীরই রক্ষক, বেদ-
 ধ্বনিতে মুগ্ধরিত, সকলেরই আশ্রয়গীষ, ভ্রমনাশক, দিব্য-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন,

সূর্য্যবৈশ্বানরসমৈস্তপসা ভাবিতাশ্চিতিঃ ।
 মহর্ষিভির্মোক্শপরৈর্ষতিভির্নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥৬২॥
 ব্রহ্মভূতৈর্মহাতাগৈরুপেতং ব্রহ্মবাদিতিঃ ।
 সৌভাগ্যচ্ছন্নহাতেজাস্তানৃষীন্ প্রয়তঃ শুচিঃ ॥৬৩॥
 ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে দৃষ্ট্ৱা প্রাপ্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬৪॥
 অভ্যগচ্ছন্ত স্ত্রীতাঃ সর্ব্বা এব মহর্ষয়ঃ ।
 আশীর্বাদান্ প্রযুঞ্জান্নাঃ স্বাধ্যায়নিরতা ভূশম্ ॥৬৫॥
 শ্রীতাস্তে তস্মৈ সংকারং বিধিনা পাবকোপমাঃ ।
 উপাজহুঃ সলিলং পুষ্পমূলফলং শুচি ॥৬৬॥ (কুলকম্)
 স তৈঃ শ্রীত্যাহুতং সংকারমুপনীতং মহর্ষিভিঃ ।
 প্রয়তঃ প্রতিগৃহ্য ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬৭॥
 তং শক্রসদনপ্রখ্যং দিব্যগন্ধমনোরমম্ ।
 শ্রীতঃ স্বর্গোপমং পুণ্যং পাণ্ডবঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥৬৮॥
 বিবেশ শোভয়া যুক্তং ভ্রাতৃভিঃ সহানঘ ! ।
 ব্রাহ্মণৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈশ্চ সহস্রশঃ ॥৬৯॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

রিক্সিয়দমনশীলৈঃ । ভাবিতাশ্চিতিঃ শোধিতচিত্তৈঃ । ব্রহ্মভূতৈর্বিদিক্তিতুলৈঃ, ব্রহ্মবাদিতি-
 বেদবক্তৃভিঃ । প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ । প্রাপ্তমাগতম্ । প্রযুঞ্জান্নাঃ কুর্বাণাঃ । সংকারং
 সংকারভূতম্ আদ্যরনিদর্শনমিত্যর্থঃ ॥৫৫—৬৬॥

•স ইতি । উপনীতম্ উপস্থাপিতম্ । প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ । শক্রসদনপ্রখ্যম্ ইন্দ্রতবন-
 তুল্যম্ । ব্রাহ্মণৈশ্চ সহৈতি সম্বন্ধঃ ॥৬৭—৬৯॥

অনির্ব্বচনীয় ও দেবতার আচারে পরিশোভিত ছিল ; আর সে আশ্রমে ফল-
 মূলভোজী, ইন্দ্রিয়সংযমী, মনোহর কৃষ্ণাজিনধারী, সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজস্বী,
 ভগ্নস্তায় শোধিতচিত্ত, মোক্ষপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য, বেদবক্তা ও
 মহাত্মা মহর্ষির অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহাতেজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির
 সংযতচিত্ত ও পবিত্র হইয়া ভ্রাতাদের সহিত সেই মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত
 হইলেন ; তখন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, বেদপাঠনিরত ও অগ্নিতুল্য সেই মহর্ষির
 সকলেই যুধিষ্ঠিরকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রত্যাগমন
 করিলেন এবং শ্রীতিসহকারে যথাবিধানে সংকারপূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র জল,
 ফুল, ফল ও মূল উপহার দিলেন ॥৫৫—৬৯॥

তত্রাপশ্যত ধৰ্ম্মাত্মা দেবদেবর্ষিপূজিতম্ ।
 নরনারায়ণস্থানং ভাগীরথ্যোপশোভিতম্ ॥৭০॥
 পশ্যন্তস্তে নরব্যাভ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ।
 মধুস্রবকলং দিব্যং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥৭১॥
 তদুপেত্য মহাত্মানস্তেহবসন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
 মুদা যুক্তা মহাত্মানো রেমিরে তত্র তে তদা ॥৭২॥
 আলোকয়ন্তো মৈনাকং নানাধ্বিজগণায়ুতম্ ।
 হিরণ্যশিখরকৈব তচ্চ বিন্দুসরঃ শিবম্ ॥৭৩॥
 তস্মিন্ বিহরমাণাশ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া ।
 মনোজ্ঞে কাননবরে সর্ব্বভূকুন্তুমোজ্জ্বলে ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

তদ্রুতি । ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ । নরনারায়ণয়োঃ স্থানং তপশ্চরণদেশম্ ॥৭০॥
 পশ্যন্ত ইতি । রেমিরে আননদুঃ । মধুস্রবকলং মধুস্রাবি বদরকলম্ ॥৭১॥
 তদ্বিত্তি । মহাত্মান উদারচিত্তাঃ, মহাত্মানস্ত্রাক্ষবৃকয়ঃ, তে প্রসিদ্ধাঃ, তে পাণ্ডবাঃ ॥৭২॥
 আলোকেতি । মৈনাকং পর্ব্বতম্, নানাধ্বিজগণৈবহুবিধপক্ষিসমৃদ্ধিঃ আগুতঃ সমন্বিতম্,

ভারতভাবদীপঃ

৥৬১—৬২॥ ব্রহ্মভূতৈব্রহ্মবিদেন ব্রহ্মভাবঃ গঠিতঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“ব্রহ্মবিত্ত্বজ্ঞৈব ভবতি”
 ইতি ॥৬৩—৬৪॥ সংস্কারঃ চকুরিতি শেখঃ ॥৬৬—৭১॥ তদুপেত্য স্থানং প্রাপ্য ॥৭২—৭৪॥

শ্রীতপূর্ব্বক মহর্ষিগণের আনাত সেই সকল উপহারদ্রব্য গ্রহণ করিয়া
 আনন্দিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংযতচিত্ত হইয়া দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ
 ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের সহিত ইন্দ্রভবন তুল্য শোভা-
 সম্পন্ন, দিব্য সৌরভে মনোহর, স্বর্গতুল্য ও পবিত্র সেই আশ্রমে প্রবেশ
 করিলেন ॥৬৭—৬৯॥

ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেখানে প্রবেশ করিয়া দেবগণ ও দেবর্ষিগণের পূজিত
 এক গঙ্গোপশোভিত নর-নারায়ণের তপস্কার স্থান দর্শন করিলেন ॥৭০॥

নরজ্যেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত মধুস্রাবী দিব্য বদরীকল দর্শন
 করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৭১॥

উদারচেতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমান পাণ্ডবগণ সেই নরনারায়ণস্থানে বাইয়া
 ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সেইখানেই তাঁহারা তখন
 আনন্দিত হইয়া বিচরণ করিতেন ॥৭২॥

তাঁহার নিকটে মৈনাকপর্ব্বত আছে, তাঁহার শৃঙ্গ সকল স্বর্ণময় এবং তাঁহার
 উপরে বহুবিধ পক্ষী বিচরণ করে; আর “বিন্দুসর”-নামে মঙ্গলময় প্রসিদ্ধ

পাদপৈঃ পুষ্পবিকটৈঃ ফলভারাবনামিভিঃ ।
 শোভিতে সৰ্ব্বতো রম্যোঃ পুংক্ষোকিলকুলাযুতৈঃ ॥৭৫॥
 স্নিগ্ধপত্রৈরবিরলৈঃ শীতচ্ছায়ৈরনোরমৈঃ ।
 সরাসি চ বিচিত্রাণি প্রসন্নসলিলানি চ ॥৭৬॥
 কমলৈঃ সোৎপলৈশ্চৈব ভ্রাজমানানি সৰ্ব্বশঃ ।
 পশ্যন্তুচ্চারুৰূপাণি রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৭৭॥ (কুলকম্)
 পুণ্যগন্ধঃ সুখস্পর্শো ববৌ তত্র সমীরণঃ ।
 হ্লাদয়ন্ পাণ্ডবান্ সৰ্ব্বান্ দ্রৌপত্যা সহিতান্ প্রভো ! ॥৭৮॥
 ভাগীরথীং স্তূতীৰ্থাঞ্চ শীতাং বিমলপঙ্কজাম্ ।
 মণিপ্রবালবিস্তারাং পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

হিরণ্যশিখরঃ সৰ্গময়শৃঙ্গম্ । শিবঃ মঙ্গলময়ন্, তদ্বিন্দুসরশ্চ : কাননবরে শ্রেষ্ঠবনে । পুষ্প-
 বিকচাঃ প্রফল্লিতৈঃ । অবিরতৈর্ঘটনৈঃ । চারুৰূপাণি সরাসংসংস্তি সম্বন্ধঃ ॥৭৫—৭৭॥

পুণ্যোতি । হ্লাদয়ন্ আনন্দয়ন্ । প্রভো ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥৭৮॥

ভাগীরথীমিতি । মহাদ্ব্যানং পাণ্ডবাদয়ঃ, পরমভূগমে দেবর্ষিচরিতে তস্মিন্ দেশে,

ভারতভাবদীপঃ

পুষ্পবিকটৈর্নিকসিতকণ্ঠমৈঃ ॥ ৭৫ — ৭৮ ॥ মণিতাং নগমতঃ প্রস্ফুটঃ সোপানপাদগণাদিরূপঃ স্ট
 ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ — ৮০ ॥

ইতি ত্রিংশদভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২০॥

একটী জলাশয় এবং মনোহর একটী বন আছে ; সেই বনে সকল ঋতুতেই ফুল
 থাকে ; আর ঘন ও মনোহর অনেক বৃক্ষ আছে, সেগুলি সর্বদাই পুষ্পরাশিতে
 সুশোভিত, ফলভারে অবনত এবং কোকিলগণের কলরবে মুখরিত থাকে ;
 আর সেগুলির পত্র সকল স্নিগ্ধ এবং ছায়া শীতল ; আর বিচিত্র ও মনোহর
 অনেক সরোবর আছে ; সেগুলির জল নির্মল এবং সেগুলি পদ্ম ও উৎপলে
 সর্বদাই শোভা পাইতেছে ; এই সকল দর্শন করতঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া
 পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৭৫—৭৭॥

রাজা । তখন পবিত্রসৌরভ ও সুখস্পর্শ বায়ু দ্রৌপদীর সহিত সকল
 পাণ্ডবকেই আনন্দিত করিয়া বহিত হইত ॥৭৮॥

অত্যন্ত ভূগম ও দেবর্ষিসেবিত সেই স্থানে বিচিত্র পুষ্প-কলে পরিপূর্ণ,
 জলয়ের আনন্দবর্ধক সেই বিশাল বদরীবৃক্ষের নিকট দিয়া শীতল ভাগীরথী-
 নদী প্রবাহিত হইতেছিল ; তাহাতে সুন্দর ঘাট, নির্মল পদ্ম, মণি ও বিজয়মের

চিত্রপুষ্পলাকীর্ণাং মনসঃ শ্রীতিবর্দ্ধিনীম্ ।
 বীক্ষমাণা মহাত্মানো বিশালাং বদরীমনু ॥৮০॥
 তস্মিন্ দেবর্ষিচরিতে দেশে পরমহুগমে ।
 ভাগীরথীপুণ্যজলে তর্পয়াক্রুরে পিতৃন ॥৮১॥ (বিশেষকম)
 দেবানৃষীংশ্চ কৌন্তেয়াঃ পরমং শৌচমাশ্রিতাঃ ।
 তত্র তে তর্পয়ন্তশ্চ জপন্তশ্চ কুরুষহাঃ ।
 ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা বীরা হবসন্ পুরুষর্ষভাঃ ॥৮২॥
 কৃষ্ণায়ান্ত্র পশুন্তঃ ক্রীড়িতান্ধমরপ্রভাঃ ।
 বিচিত্রাণি নরব্যাত্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

চিত্রপুষ্পলাকীর্ণাং, মনসঃ শ্রীতিবর্দ্ধিনীম্, বিশালাং বদরীং তরুং, অম্ব লক্ষীকৃত্য তৎ-
 সমীপে বিজ্ঞমানামিতার্থঃ, স্তম্ভীং শোভনঘট্টাম্, নীতাং নীতনাম্, বিমলপঙ্কজাম্, মণীনাং
 প্রবালানাঞ্চ বিস্তারা দাশর্যো যন্তাং তাম্, তীরস্থৈঃ পাদপৈরুপশোভিতাঞ্চ, ভাগীরথীম্, বীক্ষমাণাঃ
 সন্তঃ, ভাগীরথীপুণ্যজলে পিতৃন তর্পয়াক্রুরে ॥৭৯—৮১॥

দেবানিতি । পরমং দৈহিকং মানসিকঞ্চ, শৌচং পারিষ্রাব্যম্ । সট্টপাদোভয়ং স্নোহকঃ ॥৮২॥

কৃষ্ণায়া ইতি । তত্র স্থানে, ক্রীড়িতানি বিহারান, তত্র উদ্যানীম্ ॥৮৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচন্দ্র-মহাকবি-দ্বন্দ্বভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তদাসগীতট্টাচার্যবিরচিতায়া
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

রাশি এবং তীরে অনেক বৃক্ষ ছিল; এহেন ভাগীরথী দর্শন করিতে থাকিয়া
 পাণ্ডবপ্রভৃতি সকলেই সেই ভাগীরথীর পবিত্র জলে পিতৃলোকের তর্পণ করিতে
 থাকিলেন ॥৭৯—৮১॥

এক কুরুকুলজ্যেষ্ঠ, পুরুষপ্রধান ও মহাবীর পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের সহিত
 মিলিত হইয়া পরম পবিত্রতা অবলম্বনপূর্বক সেই ভাগীরথীজলে দেবগণ ও
 ঋষিগণের তর্পণ এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

আর, পুরুষজ্যেষ্ঠ ও দেবতুল্য পাণ্ডবগণ তখন সেখানে জ্যোপদীর বিচিত্র
 বিচরণ দেখিতে থাকিয়া আনন্দ অমুভব করিতে লাগিলেন ॥৮৩॥

(৮০)...দ্বিপুষ্পসমাকীর্ণাং—বা ব কানি । * ‘...পঞ্চচারিংশদধিক...’—বা ব ক,
 ‘...ষট্চারিংশদধিক...’—পি, ‘...সপ্তচারিংশদধিক...’—নি ।

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত্র তে পুরুষব্যাত্তাঃ পরমং শৌচমাস্থিতাঃ ।
যড়্‌ব্রাত্রেমবসন্ বীরা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষুয়া ॥১॥
ততঃ পূৰ্ব্বোক্তরে বায়ুঃ পবমানো যদৃচ্ছয়া ।
সহস্রপত্রমৰ্কাভং দিব্যাং পদ্মমুপাহরৎ ॥২॥
তদবৈকৃত পাঞ্চালী দিব্যগন্ধং মনোরমম্ ।
অনিলেনাহতং ভূমৌ পতিতং জলজং শুচি ॥৩॥
তচ্ছূতা শুভমাসাশ্চ সৌগন্ধিকমনুত্তমম্ ।
অতীব মুদিতা রাজন্ ! ভীমসেনমখাত্ৰবীৎ ॥৪॥
পশ্য দিব্যং সুরচিরং ভীম ! পুষ্পমনুত্তমম্ ।
গন্ধসংস্থানসম্পন্নং মনসো মম নন্দনম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রোক্তি । শৌচং পবিত্রতাম্, অস্থিতাঃ স্নানাদিনা অবলম্বিতবস্তৃঃ ॥১॥
তত ইতি । পূৰ্ব্বোক্তরে ঈশানকোণাদাগত ইত্যর্থঃ, পবমানঃ পবিত্রতাজনকঃ ॥২॥
তদ্বিত্তি । অবৈকৃত অপভ্রাতং । জলজং পদ্মম্, শুচি পবিত্রম্ ॥৩॥
তদ্বিত্তি । শুভা শুভলক্ষণা রম্যঃ, শুভঃ শুভশুচকম্, সৌগন্ধিকং সুরতি ॥৪॥
পশ্যেতি । অমূল্যম্ অত্যুত্তমম্, গন্ধেন সৌরভেণ সম্ভ্রুতেন আকারেণ চ সম্পন্নম্ ॥৫॥

* বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পাণ্ডবেরা অৰ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত পবিত্র হইয়া সেই বদরিকাশ্রমেই ছয় দিন বাস করিলেন ॥১॥

তাহার পর ঈশানকোণ হইতে আগত পবিত্র বায়ু যদৃচ্ছাক্রমে সূর্য্যের স্তায় অরুণবর্ণ স্বর্গীয় একটা সহস্রদল পদ্ম আনয়ন করিল ॥২॥

বায়ুকর্ষক আনীত দিব্যগন্ধ, মনোহর ও পবিত্র সেই পদ্মটী আসিয়া ভূতলে পতিত হইল ; তাহা দ্রৌপদী দেখিলেন ॥৩॥

রাজা ! তাহার পর শুভলক্ষণা দ্রৌপদী শুভশুচক, সৌরভসম্পন্ন ও অত্যুত্তম সেই পদ্মটী পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভীমকে বলিলেন—॥৪॥

“মধ্যমপাণ্ডব ! অতিশুন্দর ও অত্যুত্তম এই স্বর্গীয় পুষ্পটী দর্শন করুন ;

(১)....ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ—বা ব কা । (৩) তদপভ্রাত—পি ।

ইদং ধর্মরাজায় প্রদান্তামি পরস্তপ ! ।

হরদং মম কামায় কাম্যকে পুনরাশ্রমে ॥৬॥

যদি তেহং প্রিয়া পার্থ ! বহুনীমান্যুপাহর ।

তান্যহং নেতুমিচ্ছামি কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥৭॥

এবমুক্ত্বা তু পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ।

জগাম ধর্মরাজায় পুষ্পমাদায় ভাবিনী ॥৮॥

অভিপ্রায়ন্ত বিজ্ঞায় মহিষ্যাঃ পুরুষবতঃ ।

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামঃ স প্রায়ান্তীমো মহাবলঃ ॥৯॥

বাতং তমেবাভিমুখো যতন্তং পুষ্পমাগতম্ ।

আজিহীর্ষুর্জগামান্ত স পুষ্পাণ্যপরাণ্যপি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । হর আহর, ইদম্ এতজ্জাতীয়ম্, কামায় কামনাপূরণায় ॥৬॥

যদীতি । ইমানি এতজ্জাতীয়ানি পরানি । কাম্যকং কাম্যকবনস্থম্ ॥৭॥

এবমিতি । ধর্মরাজায়েতি “গতার্থকর্ম্মণি—” ইত্যাদিনা চতুর্থী । ভাবিনী অমুরাগবতী ॥৮॥

অভীতি । প্রিয়ায়া দ্রোপদ্যাঃ । প্রায়ান্তং তং পুষ্পমানেতুমিতি ভাবঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত্রোতি ॥১॥ পূর্বোক্তরে ঐশানকোণে ॥২—৩॥ শুভা কল্যাণী, শুভং শোভাযুক্তম্, মৌগ-
ন্ধিকং পদ্মজাতিভেদঃ ॥৪॥ গন্ধোতি । সংস্থানমাকারঃ ॥৫॥ হর আহর, ইদমেতজ্জাতীয়ম্

ইহার সৌরভও চমৎকার, আকৃতিও সুন্দর এবং ইহা আমার চিন্তের আহ্লাদ
জন্মাইতেছে ॥৬॥

অতএব পরস্তপ! পুনরায় কাম্যকবনে যাইয়া আমি ইহা ধর্মরাজকে
প্রদান করিব; সুতরাং আমার অভীষ্ট পূরণের জন্য আপনি ইহা আনয়ন
করুন ॥৭॥

পৃথানন্দন! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে আপনি এই জাতীয়
বহুতর পদ্ম আনয়ন করুন; আমি সেগুলি কাম্যকবনে লইয়া যাইতে ইচ্ছা
করি” ॥৮॥

ভীমকে এইরূপ বলিয়া যশস্বিনী ও অমুরাগবতী দ্রোপদী সেই কুলটী
লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥৯॥

এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেনও প্রিয়তমা মহিষী দ্রোপদীর অভি-
প্রায় বুঝিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য কুরিবার ইচ্ছায় প্রস্থান করিলেন ॥১০॥

(৬) এবমুক্ত্বা শুভাপাঙ্গী...জগাম পুষ্পমাদায় ধর্মরাজায় তত্বদা—বা ব ক। (৭)...
প্রায়ান্তীমপরাণ্যকমঃ—পি ।

রুদ্রপৃষ্ঠং ধনুর্গৃহ্য শরাংশ্চাশীবিষোপমান্ ।

যুগরাড়িব সংক্লৃদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

দদৃশুঃ সর্বভূতানি মহাবাগধনুর্ধরম্ ।

ন গ্লানির্ন চ বৈক্লব্যং ন ভয়ং ন চ সম্ভয়ঃ ॥১২॥

কদাচিচ্ছুষতে পার্থমাত্মজং মাতরিখনং ।

জ্যৌপদ্যাঃ প্রিয়মগ্নিচ্ছন্ স বাহুবলমাত্মিতঃ ॥১৩॥

ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলমভ্যপতবলী ।

স তং দ্রুমলতাগুপ্তা-চ্ছন্নং নীলশিলাতলম্ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

গিরিং চচারারিহরঃ কিমরাচরিতং শুভম্ ।

নানাবর্ণধরৈশ্চিত্রং ধাতুদ্রুময়গাণ্ডজৈঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমদী

বাস্তমিতি । আজিহীষুঃ আহর্ষমিচ্ছুঃ, তমেব বাতম্ অতি লক্ষ্যকৃত্য স্থিতং যুগ্মং যন্ত সঃ ।
রুদ্রপৃষ্ঠং স্বর্ণখচিতপৃষ্ঠম্, গৃহ্য গৃহীত্বা । যুগরাট্ সিংহঃ । প্রভিন্নে: মদশ্রাবী ॥১০—১১॥

দদৃশুরিতি । গ্লানিঃ শ্রমঃ, বৈক্লব্যঃ বিহ্বলতা, সম্ভয়ো বাস্ততা । চুুষতে সেবতে আশ্রয়তীত্যর্থঃ ।
পার্থং ভীমম্, মাতরিখনো বায়োরাহুজম্ । স ভীমঃ ॥১২—১৪॥

অথ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন গমনং বর্ণয়তি—গিরিমিতি । অরিহরঃ শত্রুহত্যা,

ভারতভাবদীপঃ

॥৬—১০॥ প্রভিন্নে: মন্তঃ ॥১১॥ গ্লানিবৈক্লব্যো দেহচ্যুতয়োর্বশাদৌ, ভয়ং তৎকারণং
স্বোচ্ছেদবৃদ্ধিঃ, ভয়াভাবাদেব ময়া যত্নেন গন্তব্যমিত্যাদয়ঃ সম্ভয়ঃ ॥১২॥ মোহপি তং ন চুুষতে

ভীমসেন স্বর্ণখচিত ধনু এবং সপ্ততুল্য বাণসমূহ লইয়া—বাহা হইতে সেই
ফুলটী আসিয়াছিল, সেই বায়ুরই অভিমুখ হইয়া আরও বহুতর পুষ্প আনয়ন
করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ সিংহ ও মদশ্রাবী হস্তীর গায় দ্রুত গমন করিতে লাগি-
লেন ॥১০—১১॥

তখন সকল প্রাণীই, মহাবাগ-কাম্বুকধারী ভীমসেনকে দেখিতে লাগিল ।
পরিশ্রম, বিহ্বলতা, ভয় ও ব্যস্ততা ইহার কোনটাই কখনও পবননন্দন ভীম-
সেনকে আশ্রয় করে নাই ; তাই সেই অবস্থায়ই বলবান্ ভীমসেন আপন
বাহুবল অবলম্বন করিয়া জ্যৌপদীর প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় ভয় ও মোহ
পরিভ্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আবৃত এবং নীলশিলাব্যাণ্ড পর্ব্বতের
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥১২—১৪॥

তাহার পর তিনি সেই মঙ্গলময় পর্ব্বতে কিছু কাল বিচরণ করিলেন ; সে
পর্ব্বতে কিম্বদন্ত গণ বিচরণ করিত এবং নানাবর্ণের ধাতু, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষী ছিল ;

সৰ্বভূষণসম্পূৰ্ণং ভূমেভুজমিবোচ্ছিতম্ ।

সৰ্বৰ্ত্তুৰমণীয়েষু গন্ধমাদনসামুখ্যে ॥১৬॥

সত্ত্বচক্ষুৰভিপ্রায়ান্ হৃদয়েনানুচিন্তয়ন্ ।

পুংস্কোকিলিনিনাদেষু ঘটপদাচরিতেষু চ ॥১৭॥

বন্ধশ্ৰোত্ৰমনশ্চক্ষুৰ্জগামামিতবিক্ৰমঃ ।

আজিহ্মন্ স মহাতেজাঃ সৰ্বৰ্ত্তুৰুহমোন্তবম্ ॥১৮॥

গন্ধমুক্ততমুদামো বনে যন্ত ইব দ্বিপঃ ।

বীজ্যমানঃ স্পৃগুণেন নানাকুসুমগন্ধিনা ॥১৯॥

পিতুঃ সংস্পৰ্শশীতেন গন্ধমাদনবায়ুনা ।

দ্বিয়মাগশ্ৰমঃ পিত্ৰা সম্প্ৰহৃষ্টতনুৰূহঃ ॥২০॥ (কুলকম্)

ভাৰতকৌমুদী

- অমিতবিক্ৰমঃ, মহাতেজাশ্চ স ভীমসেনঃ, সৰ্বৰ্ত্তুৰমণীয়েষু, গন্ধমাদনস্ত সামুখ্য সমতলদেশেষু,
 • সত্ত্বচক্ষুঃ সৌন্দৰ্যাতিশয়াৎ নয়নয়নঃ, অভিপ্রায়ান্ অভিপ্ৰেতবিষয়ান্ শব্দজয়াদীন, হৃদয়েন
 অনুচিন্তয়ন্, পুংস্কোকিলিনিনাদেষু, ঘটপদানাং ভ্ৰমরাণাম্ আচরিতেষু বিচরণেষু চ, বন্ধানি
 চমৎকারিদ্ধাদ্যথাশাস্ত্ৰবৎ নিবেশিতানি শ্ৰোত্ৰমনশ্চক্ষুং যেন সঃ, সৰ্বৰ্ত্তুৰুহমোন্তবম্ উদ্ধতম্
 অভিনবত্বাৎ প্ৰবলং গন্ধম্, আজিহ্মন্, তথা সাধাৰণপুত্ৰাত্মিকে সাধাৰণস্ত পিতুঃ সংস্পৰ্শবৎ
 শীতঃ শীতলতেন, স্পৃগুণেন অতিপৰিভ্ৰেণ, নানাকুসুমগন্ধিনা, পিত্ৰা স্বজনকেন, গন্ধমাদন-
 বায়ুনা, বীজ্যমানঃ, অতএব দ্বিয়মাগশ্ৰমঃ, আশ্চৰ্যাচ্চ সম্প্ৰহৃষ্টতনুৰূহঃ রোমাঞ্চিতদেহশ্চ
 সন্, বনে যন্তো দ্বিপো হস্তীব, উদ্ধম উদ্ভিকল্পম্ সন্, ক্লিন্নগৈঃ আচরিতং সমস্তাঘিচরিতম্,
 স্তম্ভং মল্লককরম্, নানাবৰ্ণধৰৈঃ, ধাতবো গৈরিকাদয়ঃ দ্ৰুমা বৃক্ষাঃ মুগাঃ পশবঃ শুভ্ৰাঃ পক্ষিণশ্চ
 তৈঃ, চিত্ৰং বিচিত্ৰীকৃতম্, অতএব সৰ্বভূষণসম্পূৰ্ণম্, উচ্ছিতম্ উন্মোচিতম্, ভূমে পৃথিব্যাঃ
 ভূজমিব স্থিতম্, গিরিং পৰ্বতম্, চচাৰ বভ্ৰাম, পৰং জগাম চ ॥১৫—২০॥

ভাঁহাতে সকল অলঙ্কাৰে অলঙ্কৃত পৃথিবীর উন্মোচিত একখানি বাহর জায়
 সে পৰ্ব্বতটাকে দেখা যাইতেছিল। তদনন্তর ভীমসেন অভিপ্ৰেত বিষয় মনে
 মনে চিন্তা করিতে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন; তখন সকল ঋতুতেই
 রমণীয় গন্ধমাদনপৰ্ব্বতের সমতলস্থানে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকিল;
 কোকিলের রবে কৰ্ণ ও মন নিবিষ্ট হইতে লাগিল; কোথাও ভ্ৰমরের ভ্ৰমণ
 নয়ন আকর্ষণ করিল; কোথাও সমস্ত ঋতুতেই উৎপন্ন পুষ্পসমূহের উদ্ধম গন্ধ
 আজ্ঞাপ করিলেন এক পুত্ৰের নিকট পিতার সংস্পৰ্শ যেমন শীতল হয়, তেমনই
 শীতল, পবিত্র ও নানাকুসুমসৌন্দৰ্যবাহী গন্ধমাদনচারী পিতা বায়ু আসিয়া
 বীজন করিয়া তাঁহার পরিভ্ৰম দূর করিতে লাগিলেন; এই অবস্থায় অমিত-

স যক্ষগন্ধৰ্বস্বরব্রহ্মবিগগসেবিতম্ ।

বিলোকয়ামাস তদা পুষ্পহেতোররিন্দমঃ ॥২১॥

বিষমচ্ছদরচিঠৈরনুলিপ্ত ইবানুলৈঃ ।

বিমলৈর্ধাতুবিচ্ছেদৈঃ কাঞ্চনাঙ্গনরাজ্যতৈঃ ॥২২॥

সপক্ষমিব নৃত্যন্তঃ পার্শ্বলয়ৈঃ পরোধরৈঃ ।

মুক্তাহারৈরিব চিতং চ্যুতং প্রস্রবণোদকৈঃ ॥২৩॥

অভিরামদরীকুঞ্জ-নিবরৌদককন্দরম্ ।

অপ্সরোনুপুরববৈঃ প্রনৃত্তবরবর্হিণম্ ॥২৪॥

দিগ্ধারণবিষাণাগ্রৈর্দ্ব্যকৌপলশিলাতলম্ ।

অস্ত্রাংশুকমিবাকৌভৌর্নিগ্নগানিঃস্বতৈর্জলৈঃ ॥২৫॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ পক্ষতিঃ কুলকেন পুষ্পাশ্বেষণং বর্ণয়তি—স ইতি । তদা অরিন্দমঃ স ভীমঃ, বিষমৈ-
চ্ছদাচৈচ্ছদৈরক্ষপটৈ রচিতাঃ কুতাহৈতরক্ষপত্ররূপৈরিত্যর্থঃ, অনুলৈরনুলীতিঃ, কাঞ্চনাঙ্গন-
রাজ্যতৈঃ স্বর্ণকঙ্কলরজ্যতবর্ণৈঃ, বিমলৈঃ, ধাতুবিচ্ছেদৈঃ বিচ্ছিন্নৈর্গৈরিকাদিধাতুভিঃ করণৈঃ,
পক্ষতেনৈব কত্রী, অনুলিপ্ত ইব সন্; পুষ্পহেতোঃ যক্ষগন্ধৰ্ব-স্বরব্রহ্মবিগগসেবিতম্,
পার্শ্বলয়ৈঃ পরোধরৈর্মেষৈঃ, সপক্ষং নৃত্যন্তমিব স্থিতম্, পার্শ্বলয়মেষানাম্ পক্ষ-
চ্চলনাদিতি ভাবঃ; প্রস্রবণোদকৈর্নিবরজ্যতৈঃ, চ্যুতং নপিতম্, অতএব মুক্তাহারৈরুচিতং
ব্যাপ্তমিব স্থিতম্, নিবরজ্যানাম্ মুক্তাহারতুলাশুভ্রবর্ণাদিত্যাশয়ঃ; অভিরামাঃ স্বন্দরাঃ
দধো গুহাঃ কুলা নৃত্যানুতস্থানানি নিবরৌদকানি কন্দরা গর্তাশ্চ যন্ত তম্; “কন্দরো-
চ্ছবশে । বিবরে চ গুহায়াঞ্চ” ইতি হেমচন্দ্রঃ; অপ্সরোনুপুরববৈঃ প্রনৃত্তা বরাঃ শ্রেষ্ঠা বহিণো

ভারতভাবদীপঃ

সেবতে । তত্র হেতুঃ—আত্মজমিতি । মাতরিষ্মনো বায়োঃ সার্থঃ ॥১০—১৬॥ অভিপ্রায়ান্
দেবযাগিগন্ধৰ্বাদিলীলোন্নয়নহেতুন্ পুষ্পকৃশাদিসংস্করান্ ॥১৭—১৯॥ পিতৃব্রথা পুত্রস্পর্শঃ
শীতস্তাদৃক্ স্পর্শবতা বায়ুনেত্যর্থঃ । পিত্রা বায়ুনা ॥২০—২১॥ ধাতুবিচ্ছেদৈর্ধাতুভেদৈঃ ।
অনুলৈরিব বিষমচ্ছদৈঃ সপ্তপর্ণাদিভীর্ণাধাতুরঞ্জিতপটৈঃ রচিতৈঃ, বলিভিক্রিপুণ্ড্যাকারৈরনু-
লিপ্ত ইবেত্যর্থঃ । আঙ্কনেতি রুক্ষধাতুগ্রহণং পীতরুক্ষশ্বেতধাতুভিরিত্যর্থঃ ॥২২॥ পরোধরৈ-
র্মেষৈঃ ॥২৩॥ দরী বিলগ্ধম্, কন্দরং মহাপ্রপঞ্চং, অভিরামা দরীপ্রভৃতয়ো যশ্বিন্ ॥২৪॥
বিষাণাগ্রৈর্দ্ব্যকৌপৈঃ । “বিষাণং কৃষ্টকে ক্রীকং ত্রিষু শৃঙ্গেভদন্তয়ো”রिति মেদিনী । শিলাঃ
বিক্রম, মহাভেদা ও শক্রহস্তা ভীমসেন বনে মন্ত হস্তীর দ্বায় উদ্যমবেগে
চলিতে লাগিলেন ॥১৫—২০॥

তখন শক্রদমনকারী ভীমসেন পদ্মগুপ্ত লইবার জন্য সেই পর্বতটা পর্য্য-
বেক্ষণ করিতে থাকিলেন । সে পর্বতে দেবতা, যক্ষ, গন্ধৰ্ব ও ব্রহ্মবিগগ বিচরণ

সশশকবলৈঃ স্বশৈবদূরপরিবর্তিভিঃ ।

ভয়ানভিজৈর্হরিণৈঃ কৌতূহলনিরাক্রিতঃ ॥২৬॥

চালয়ন্মূৰুবেগেন লতাজ্জালান্যনেকশঃ ।

আক্রৌড়মানো হৃষ্টোহ্মা শ্রীমান্ বায়ুততো যযৌ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)

প্রিয়ামনোরথং কর্তৃমুদৃতশ্চারুলোচনঃ ।

প্রাংশুঃ কনকবর্ণাভঃ সিংহসংহননো যুবা ॥২৮॥

মত্তবারণবিক্রান্তো মত্তবারণবেগবান্ ।

মত্তবারণতাত্রাক্কো মত্তবারণবারণঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

মহুরা যত্র তম্ ; দিগ্ধারণানাং দিগ্ধক্ষিতানাং বিধাণাগ্ৰৈর্দক্ষাগ্ৰৈঃ, স্তম্ভানি উপল। রত্নানি শিলাতলানি চ যত্র তম্ ; তথা অক্কোভারৈর্গাতিশয়াহ্মায়ুনা অচালনীয়ৈঃ, নিয়গায়া নম্ভা নিঃস্বতৈর্জলৈঃ করণৈঃ, প্রাংশুঃকমিব স্থলিতবস্ত্রমিব, নদীজলানাং নিয়গমনাৎস্বত্বং শুভ্রহাজেতি ভাবঃ, বিলোকয়ামাস গিরিমিতাত্ত্বকর্ষঃ ॥২১—২৫॥

পুনর্গমনমেব বর্ণয়তি হাভ্যাং যুগ্মকেন—সশশ্পতি। হৃষ্টোহ্মা শ্রীমান্ বায়ুততো ভীমঃ ; সশশকবলৈঃ মুখপ্রবেশিতঘাসসহিতৈঃ, স্বশৈঃ স্ববস্ত্রান এব স্থিতৈঃ, অদূরপরিবর্তিভিঃ অদূর-স্থিতৈঃ, ভয়ানভিজৈর্হরিণৈঃ, কৌতূহলনিরাক্রিতঃ ; উরুবেগেন দেহস্ত মহত বেগেন, অনেকশো লতাজ্জালানি চালয়ন্, আক্রৌড়মানো বিশেষেণ ক্রৌড়ম্ভি চ মন ; যযৌ ॥২৬—২৭॥

ইদানীং চতুর্ভিঃ কলাপকেন পুষ্পাশ্বেষণায় ভীমস্ত বিচরণং বর্ণয়তি—প্রিয়েতি। প্রাংশুঃ

করিতেন। আর, মেঘসমূহ আসিয়া পার্শ্বে লাগিতেছিল এবং চলিতেছিল, তাহাতে পর্বতটা যেন নাচিতেছিল এবং নিখাঁরের জল পড়িতেছিল, তাহাতে পর্বতটা যেন মুক্তার হারে ব্যাপ্ত ছিল ; আর তাহার গুহা, কুঞ্জ, নিখাঁরের জল ও গর্ভ মনোহর ছিল ; অঙ্গরাদের নৃপূরের রবে মম্বরগণ নৃত্য করিতেছিল ; দিগ্-হস্তিগণের দম্ভাশ্রে তাহার রস ও প্রস্তুতসমূহ ঘণিত ছিল এবং নিম্পন্দ নদীর জল নীচে গিয়াছিল, তাহাতে পর্বতটার পরিহিত বস্ত্র যেন স্থলিত হইয়াছিল ॥২১—২৫॥

হৃষ্টচিত্ত ও সুন্দরাকৃতি ভীমসেন শরীরের গুরুতর বেগে অনেক লতাসমূহ সঞ্চালিত করিয়া ক্রৌড়া করিতে করিতেই যেন গমন করিতে লাগিলেন ; তখন অদূরবর্তী নির্ভয়চিত্ত হরিণগুলি মুখের ভিতরে ঘাস রাখিয়া এবং স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই কৌতূকের সহিত তাঁহাকে দেখিতে থাকিল ॥২৬—২৭॥

তদনন্তর সুন্দরনয়ন, উন্নতদেহ, কাঞ্চনবর্ণ, সিংহের জায় দৃঢ়শরীর, মত্ত হস্তীর

(২৬) সশশকবলৈঃ স্বশৈঃ—পি। (২৭) চালয়ানঃ স বেগেন—বা ব ক

প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভিব্যাবৃত্তাভিবিচেষ্টিতৈঃ ।

যক্ষগন্ধর্ব্বযোষাভিরদৃশ্যাভিনিরীক্ষিতঃ ॥৩০॥

নবাবতারো রূপস্য বিক্রীড়ন্নিব পাণ্ডবঃ ।

চচাৰ রমণীয়েষু গন্ধমাদনসান্তুষু ॥৩১॥ (কলাপকম্)

সংস্ফুরন্ বিবিধান্ ক্লেশান্ দুৰ্য্যোধনকৃতান্ বহূন ।

জ্যৌপদ্যা বনবাসিন্যাঃ প্রিয়ং কৰ্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥৩২॥

সোহচিন্তয়দগতে স্বৰ্গমৰ্জ্জুনে যয়ি চাগতে ।

পুষ্পাহেতোঃ কথং স্বার্থ্যঃ করিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

স্নেহান্নবরো নুনমবিশ্বাসাদ্বলস্য চ ।

নকুলং সহদেবঞ্চ ন মোক্ষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

উন্নতদেহঃ । সিংহস্তেব সংতননঃ শরীরং যন্ত সঃ মন্তো বারণো হস্তীব বিক্রান্তো বিক্রমবান্, মন্তো বারণো হস্তীব বেগবান্, মন্তস্ত বারণস্য হস্তিন ইব তাম্বে অক্ষিণী যন্ত সঃ, তথা মন্তঃ বারণঃ হস্তিনঃ বারয়তি তি সঃ, রূপস্য নবাবতারঃ পরমসুন্দর ইত্যর্থঃ, অতএব প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভিঃ, নতাদিবাবধানাষ্ট্রিয়েনাদৃশ্যাভিঃ, ব্যাবৃত্তাভিঃ পরিবৃত্তাভিঃ, যক্ষগন্ধর্ব্ব-যোষাভিঃ, বিচেষ্টিতৈঃ প্রিয়ভয়াভুক্তবিশেষৈঃ, নিরীক্ষিতঃ, পাণ্ডবো ভীমঃ, বিক্রীড়ন্নিব রমণীয়েষু গন্ধমাদনসান্তুষু চচাৰ ॥২৮—৩১॥

যুগ্মকেন চিন্ত্যমাহ—সংস্ফুরন্তি । প্রিয়ং পুষ্পাহরণম্ । কথং কিম্ ॥৩২—৩৩॥

স্নেহাচ্ছিত্তি । বনস্ত নিজস্বকৈঃ । ন মোক্ষ্যতি সন্নিধানাচ্ছিত্তি শ্লেষঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সমপাষণাঃ শয়নাসনযোগ্যাঃ উপনাস্তদন্তে । শৃঙ্গাঃ বালভৃগম্, কবলো গ্রাসস্তদৃষ্টকৈঃ ॥২৫—২৭॥

চনকবর্ণাতঃ পীতদীপিঃ, সিংহসংতননঃ সিংহবদদৃঢ়াঙ্গঃ ॥২৮॥ বারণানামপি বারণো নিবারণকঃ

॥২৯॥ সংগ্রামাদৌ বিচেষ্টিতৈর্ব্যাবৃত্তাভিনির্দেষ্টাভিরেকাগ্রাভিরিতার্থঃ ॥৩০॥ রূপস্য

জ্ঞায় বিক্রমশালী, মন্ত হস্তীর জ্ঞায় বেগবান্, মন্ত হস্তীর জ্ঞায় তাম্রেনেত্র, মন্ত হস্তিনিবারণসমর্থ এবং রূপের যেন নূতন অবতার ভীমসেন প্রিয়তমা জ্যৌপদীর অভীষ্ট পূরণ করিতে উজ্জত হইয়া রমণীয় গন্ধমাদনপর্ব্বতের সমভল ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; তখন পতির পার্শ্বেই উপবিষ্ট অদৃশ্য যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব-গণের রমণীরা ফিরিয়া ফিরিয়া ভক্তীক্রমে তাঁহাকে দেখিতে থাকিল ॥২৮—৩১॥

তখন ভীমসেন দুৰ্য্যোধনকৃত নানাবিধ বহুতর ক্লেশ স্মরণ করিতে থাকিয়া বনবাসিনী জ্যৌপদীর প্রিয়কাৰ্য্য করিতে উজ্জত হইয়া চিন্তা করিলেন—‘অৰ্জুন অস্ত্রশিকার জন্তে স্বর্গে গিয়াছে, আমিও পদ্মপুষ্পের জন্ত এদিকে আসিয়াছি ; এ অবস্থায় পূজনীয় যুধিষ্ঠির কি করিবেন ॥৩২—৩৩॥

কথং নু কুম্ভাবাপ্তিঃ স্মাচ্ছৌভ্রমিতি চিন্তয়ন্ ।

প্রতপ্তে নরশার্দূলঃ পক্ষিরাড়িব বেগিতঃ ॥৩৫॥

সজ্জমানমনোদৃষ্টিঃ ফুল্লেষু গিরিসানুযু ।

দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীষ্মঃ শীঘ্রতরং যযৌ ॥৩৬॥

কম্পয়ন্ মেদিনীং পদ্ম্যাং নির্ধাত ইব পর্বতু ।

ত্রাসয়ন্ যুগযুধানি বাতরংহা বৃকোদরঃ ॥৩৭॥

সিংহব্যাভ্রযুগাংশ্চৈব মর্দয়ানো মহাবলঃ ।

উন্মূলয়ন্ মহাবৃক্ষান্ পীড়য়ন্তুরসা বলৌ ॥৩৮॥

লতা বল্লীশ্চ বেগেন বিকর্ষন্ পাণ্ডুনন্দনঃ ।

উপর্যুপরি শৈলাগ্রমারুরুক্ষুরিব দ্বিপঃ ।

বিনর্দয়ানোহ'তিভ্ৰং সবিছ্যাদিব তোয়দঃ ॥৩৯॥ (কলাপকম্)

ভারতাকৌমুদী

কথমিতি । কুম্ভাবাপ্তিঃ তৎপদ্মপুষ্পপ্রাপ্তিঃ । নরশার্দুলো ভীষ্মঃ ॥৩৫॥

পুনশ্চতুর্ভিঃ কলাপকেন গমনমেব বর্ণয়তি সঙ্কেতি । ফুল্লেষু ফুল্পপুষ্পবৎসাদিতি ভাবঃ । নির্ধাতো বাতাহতবাতপাতঃ । তথা চ তিথিতত্ত্বতা স্মৃতিঃ—“যদক্ষরীক্ষে বলবান্ মারুতো মরুতাহতঃ । পততাধঃ স নির্ধাতো জায়তে বায়ুসম্ভবঃ ॥” পর্বতু পূর্ণিমাতিষু, তত্রৈব প্রায়েণ তৎসম্ভবাং । বাতরংহা বাতবেগঃ । তরসা বেগেন । লতা বৃক্ষাদীনাম্ শাখাং, “সমে শাখানতে” ইত্যমরঃ, বল্লীর্লতাঃ । দ্বিপো হস্তী । বিনর্দয়ানো বীরবৃত্তাবাদেব গর্জন । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬—৩৯॥

নিশ্চয়ই নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস না থাকায় নকুল ও সহদেবকে নিকট হইতে ছাড়িবেন না ॥৩৪॥

সুতরাং কি করিয়া শীঘ্রই সে পুষ্প পাইব' এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মসেন গরুড়ের স্তায় বেগবান্ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মহাবল ও বায়ুর স্তায় বেগবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীষ্মসেন দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র পাথের লইয়া, পর্বতালীন নির্ধাতের স্তায় চরণযুগলদ্বারা ভূতল কম্পিত করিয়া, হরিণগণের ভয় জন্মাইয়া, সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশুদিগকে মর্দিত করিতে থাকিয়া, বেগে বিশাল বৃক্ষগুলিকে নিপীড়িত ও উন্মূলিত করিয়া, পর্বতারোহী হস্তীর স্তায় বেগে শাখা ও লতাসমূহকে আকর্ষণ করিতে থাকিয়া, এক বিদ্যুৎসমবিত মেঘের স্তায় অতিভীত গর্জন করিতে থাকিয়া অতি দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ; সে অবস্থাতেও তাঁহার মন ও দৃষ্টি পর্বতের সমতল ভূমিতে আকৃষ্ট হইতে থাকিল ॥৩৬—৩৯॥

তেন শব্দেন মহতা ভীমশ্চ প্রতিবোধিতাঃ ।
 গুহাং সন্তত্যজুৰ্ব্যাত্মা নিলিনুৰ্বনবাসিনঃ ॥৪০॥
 সমুৎপেতুঃ খগাত্তস্তা যুগযুধানি দুষ্কবুঃ ।
 ঋক্ষাশ্চোৎসস্তুজুৰ্কাংস্তত্যজুৰ্হরয়ো গুহাম্ ।
 ব্যজ্জন্তস্ত মহাসিংহা মহিষাশ্চ ব্যলোকয়ন্ ॥৪১॥
 তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ ।
 তদ্বনং সংপরিত্যজ্য জগ্মুরন্যম্হাবনম্ ॥৪২॥
 বরাহযুগসিংহাশ্চ মহিষাশ্চ বনেচরাঃ ।
 ব্যাত্রগোমায়ুসংঘাশ্চ প্রণেতুর্গবয়ৈঃ সহ ॥৪৩॥
 রথান্সংঘা দাতৃহা হংসকারণুবপ্নবাঃ ।
 শুকাঃ পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি । প্রতিবোধিতা জাগরিতাঃ । নিলিনুৰ্বনবাসিনো ব্যাত্মাঃ ॥৪০॥
 সম্রিত্তি । খগাঃ পক্ষিণঃ । ঋক্ষা ভল্লুকাঃ, হরয়ঃ সিংহাঃ । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪১॥
 তেনেতি । নাগাঃ হস্তিনঃ, করেণুভির্হস্তিনীভিঃ পরিবারিতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ ॥৪২॥
 বরাহেতি । গোমায়ুঃ শৃগালঃ । প্রণেতুঃ ভয়াং ক্রোধাক্ষ ককবুঃ ॥৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সৌন্দর্য্যত । “রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যো” ইতি যেন্নী ॥৩১—৩৬॥ নির্ঘাত উৎপাতঃ, পৰ্ব্বহ
 উৎসবেষু ॥৩৭॥ পোখয়ন্ মর্দয়ন্ ॥৩৮॥ লহা ভূচরা, বয়ী বৃক্ষচরৈতি ভেদঃ ॥৩৯—৪০॥
 অবলোকয়ন্ ব্যলোকয়ন্ ॥৪১—৪৩॥ রথান্সংঘাস্থসমাননামানচ্চক্ৰবাক্য ইতি যাবৎ ।

নিব্রিত ব্যাত্রগণ ভীমের সেই বিশাল শব্দে জাগরিত হইয়া গুহা ত্যাগ
 করিতে লাগিল এবং বনবাসী ব্যাত্রেরা অন্তরালে লুকাইতে থাকিল ॥৪০॥

এক পক্ষিসমূহ ভীত হইয়া উড়িতে লাগিল, হরিণগণ পলায়ন করিতে
 থাকিল, ভল্লুক সকল বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, সিংহগণ গুহা ত্যাগ
 করিতে থাকিল, মহাসিংহ সকল হাই হুলিতে লাগিল এবং মহিষগণ দেখিতে
 থাকিল ॥৪১॥

আর, হস্তিনীবেষ্টিত হস্তিগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া সে বন পরিত্যাগ
 করিয়া অন্ত্র মহাবনে যাইতে লাগিল ॥৪২॥

বনেচর বরাহ, হরিণ, সিংহ, মহিষ, ব্যাত্র ও শৃগালসমূহ গবয়গণের সহিত
 রব করিতে লাগিল ॥৪৩॥

(৪০)---ব্যাত্মা গোমায়ুসংঘাশ্চ—ক। (৪১) রথান্সংঘা দাতৃহাঃ—বা ব ক। নি ।

তথ্যে দর্পিতা নাগা মহিষাশ্চ মহাবলাঃ ।
 সিংহব্যাভ্রাশ্চ সংক্রুদ্ধা ভীমসেনমথাদ্রবন্ ॥৪৫॥
 শক্শমূত্রঞ্চ মুঞ্চানা ভয়বিভ্রাস্তমানসাঃ ।
 ব্যাদিতাস্তা মহারৌদ্রা বানদন্ ভীষণান্ রবান্ ॥৪৬॥
 ততো বায়ুহতঃ ক্রোধাৎ স্ববাহুবলমাপ্রিতঃ ।
 গজেনাত্মান্ গজান্ শ্রীমান্ সিংহং সিংহেন বা বিভূঃ ।
 তলপ্রহারৈরন্যাত্মাশ্চ ব্যহনৎ পাণ্ডবো বলী ॥৪৭॥
 তে বধ্যমানা ভীমেন সিংহব্যাভ্রতরক্ষবঃ ।
 ভয়াধিসম্ভ্রজুর্ভীমং শক্শমূত্রঞ্চ স্তম্ভবুঃ ॥৪৮॥
 প্রবিবেশ ততঃ ক্রিপ্রং তানপাস্ত মহাবলঃ ।
 বনং পাণ্ডুহতঃ শ্রীমান্ শকেনাপুরয়ন্ দিশঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

রথাক্রোতি । রথাক্রসংঘাতক্রবাকসমূহাঃ । বিসংজ্ঞা ভয়ানকচেতনপ্রায়াঃ ॥৪৫॥

তথ্যেতি । নাগা হস্তিনঃ । আদ্রবন্ আক্রমিতুমাগচ্ছন্ ॥৪৬॥

শক্শমুত্রিতি । শক্শং বিভীষ্ম । বানদন্ অকুর্কন্, অপরে নাগাদ্র ইতি শেষঃ ॥৪৬॥

তত ইতি । শ্রীমান্ কান্ধিমান্, বিভূঃ শিক্ষাপ্রভাববান্ । অয়মপি ঘটপাদঃ স্লোকঃ ॥৪৭॥

ত ইতি । তরক্ষুব্যাভ্রবিশেষঃ । বিসম্ভ্রজুর্বিহায় যযুঃ, স্তম্ভবুর্মুচুঃ ॥৪৮॥

চক্রবাক, ডাহক, হাঁস, বালিহাঁস, পিবল, শুক, কোকিল ও কৌচবকপক্ষী
 প্রায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে থাকিল ॥৪৪॥

আর, দর্পিত ও মহাবল অস্ত্রাস্ত্র হস্তী, মহিষ, সিংহ ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
 হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিল ॥৪৫॥

অতিভয়ঙ্কর অপর কতকগুলি জন্তু ভয়ে বিচলিতচিত্ত হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্র
 ত্যাগ করিতে থাকিয়া, মুখবাদান করিয়া, ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল ॥৪৬॥

তদনন্তর সুন্দর, শিক্ষানিপুণ ও বলবান্ ভীমসেন ক্রোধবশতঃ আপন
 বাহুবলের উপরই নির্ভর করিয়া হস্তীদ্বারাই অস্ত্র হস্তী, সিংহদ্বারাই অস্ত্র সিংহ
 এবং হস্তদ্বারা অস্ত্রাস্ত্র জন্তু বধ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

ভীমসেন সেইভাবে বধ করিতে থাকিলে অস্ত্রাস্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষু
 (কঁচুয়া বাঘ) ভয়ে ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিল এবং বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করিতে
 থাকিল ॥৪৮॥

তাহার পর মহাবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, শক্শ সকল
 দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সন্ধ্যা বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন ॥৪৯॥

অথাপশ্চাৎমহাবাহুগন্ধমাদনসামুদ্রম্ ।

সুৰম্যং কদলীষণ্ডং বহুযোজনবিস্তৃতম্ ॥৫০॥

তমভ্যগচ্ছবেগেন ক্ৰোভয়িষ্যান্ মহাবলঃ ।

মহাগজ ইবাস্রাবী প্রভঞ্জনং বিবিধান্ ক্রমান্ ॥৫১॥

উৎপাট্য কদলীস্তুভ্জান্ বহুতালসমুচ্ছয়ান্ ।

চিক্কেপ তরসা ভীমঃ সমস্তান্বলিনাং বরঃ ।

বিনদন্ সুমহাতেজা নৃসিংহ ইব দর্পিতঃ ॥৫২॥

ততঃ সংশ্লিপতংস্তত্র শুবহূনি মহাস্তি চ ।

রুরুবানরযুথানি মহিষাশ্চ জলাশ্রয়াঃ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

শ্লেতি । তান্ নাগাদীন, অপাস্ত বিহায় । শ্রীমান্ স্বন্দরাকৃতিঃ ॥৪৯॥

অর্থোতি । গন্ধমাদনস্য সামুদ্র সমতলভূমিসু । কদলীষণ্ডং কদলীবনম্ ॥৫০॥

তমিতি । ক্ৰোভয়িষ্যান্ আলোড়য়িষ্যান্ । আস্রাবী মদস্রাবী ॥৫১॥

উৎপাটোতি । বহুবচনং তে তালবস্ত্রালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছ্রয়া উন্নতাস্থেতি তান্ । তরসা বেগেন । নৃসিংহো ভগবদবতারো নরসিংহঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

তত ইতি । সংশ্লিপতন্ সমাগচ্ছন : করবো হরিণবিশেষাঃ ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

দাতৃহো মধুরশ্চাতকো বা । “দাতৃহঃ কালকণ্ঠকে চাতকেহপী”তি মেদিনী ॥৪৪॥ করেশু-
শরেণ হস্তিনীকূতেনোন্তেজেনৈন পীড়িতাঃ । “শরবৃন্তেজেন বাণে” ইতি মেদিনী ॥৪৫—৫০॥
আস্রাবী মত্তগজ ইবেত্যর্থঃ ॥৫১॥ কদলীস্তুভ্জান্ যুগবিশেষপাদান্ । “রজ্জ্বাক্ষেহথ কদলী

তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গন্ধমাদনপৰ্ব্বতের সমতল ভূমিতে বহু যোজন-
বিস্তৃত অতিমনোহর একটা কদলীবন দর্শন করিলেন ॥৫০॥

তখন মহাবল ভীমসেন সেই বনটিকে আলোড়িত করিবেন বলিয়া মদস্রাবী
মহাহস্তীর শ্রায় নানাবিধ বৃক্ষ ভগ্ন করিতে করিতে সেই দিকে বেগে গমন করিতে
লাগিলেন ॥৫১॥

বলিশ্চেষ্ট ও মহাতেজা ভীমসেন দর্পিত নরসিংহের শ্রায় গর্জন করিতে
থাকিয়া তালবৃক্ষের শ্রায় উন্নত বহুতর কদলীস্তুভ্জ উৎপাটন করিয়া সকল দিকে
বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

তখন বহুতর ও বিশাল বিশাল হরিণযুথ, বানরযুথ এক জলস্থিত মহিষ সে
স্থানে উপস্থিত হইল ॥৫৩॥

(৫১)....মস্তো গজ ইব স্রাবী—পি । (৫৩) ততঃ সমুচ্ছ্রয়াপাক্রমান্....রুরুবানরসিংহাশ্চ
মহিষাশ্চ জলেশয়ান্—বাংব কা ।

এবিবেশ ততঃ ক্ষিপ্ৰং তানপাস্ত মহাবলঃ ।
 বনং পাণ্ডুহৃতঃ শ্রীমান্ নাদেনাপুরয়ন্ দিশঃ ॥৫৪॥
 তেন শব্দেন ঘোরেন ভীমসেনস্ত নর্দতঃ ।
 বনাস্তুরগতাশ্চাপি বিজ্রেম্মুর্গপক্ষিণঃ ॥৫৫॥
 তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা যুগপক্ষিসমীৰিতম্ ।
 জলার্জপক্ষা বিহগাঃ সমুৎপেভুঃ সহস্রশঃ ॥৫৬॥
 তানোদকান্ পক্ষিগণান্ নিরীক্ষ্য ভরতর্ষভঃ ।
 তানেবানুসবন্ রম্যং দদর্শ হুমহৎ সরঃ ॥৫৭॥
 কাঞ্চনৈঃ কদলীষৈশ্চৈর্মন্দমারুতকম্পিতৈঃ ।
 বীজ্যমানমিবাক্ষোভ্যং তীরাস্তরবিসর্পিভিঃ ॥৫৮॥ (যুগ্মকম্)
 তৎ সরোহধাবতীর্য্যাস্ত প্রভূতনলিনোৎপলম্ ।
 মহাগজ ইবোদ্দামচ্চিত্রৌড় বলবৎঘলী ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রেতি । অপাস্ত পরিহায় । শ্রীমান্ বীরশোভাবান্ ॥৫৪॥
 তেন্নেতি । নর্দতো গর্জতঃ । যুগাঃ পশবঃ, “পশবোহপি যুগাঃ” ইত্যমরঃ ॥৫৫॥
 তমিতি । তং ভীমকৃতং যুগপক্ষিসমীৰিতঞ্চ শব্দম্ । বিহগা জলচারিণঃ ॥৫৬॥
 তানিতি । উদকান্ উদকচারিণঃ । তদ্বিরীক্ষণাদেব জলসত্ত্বাভ্যুমানমিতি ভাবঃ । কাঞ্চনৈঃ
 স্থানশুণাদেব কাঞ্চনবর্ণৈঃ । তীরাস্তরবিসর্পিভিঃ সরস্তীরপর্য্যন্তবর্ত্তিভিঃ ॥৫৭—৫৮॥
 তদ্বিতি । প্রভূতানি নলিনানি পদ্মানি উৎপলানি চ যত্র তৎ । বলবৎ তৃশম্ ॥৫৯॥

তখন বীরশোভায় শোভিত মহাবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া
 গর্জনশব্দে সকল দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সম্বর সেই বনে প্রবেশ করিতে
 লাগিলেন ॥৫৪॥

গর্জনকারী ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর শব্দে অস্তান্ত বনের পশু-পক্ষীও ভীত
 হইল ॥৫৫॥

এক ভীমের সেই শব্দ ও পশু-পক্ষিগণের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জলার্জপক্ষ .
 সহস্র সহস্র পক্ষী উড়িতে লাগিল ॥৫৬॥

ভরতর্ষেষ্ঠ ভীমসেন সেই জলচারী পক্ষিগণকে দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ
 করিতে থাকিয়া একটা মনোহর ও অতিবৃহৎ সরোবর দর্শন করিলেন ; তাহারই
 তীরপর্য্যন্তবিস্তৃত যুগ্মবায়ুকম্পিত স্বর্ণবর্ণ কদলীবন যেন সেই সরোবরটিকে
 বীজ্য করিতেছিল ; তাহাতে সে সরোবর উল্লিখিত হইতেছিল না ॥৫৭—৫৮॥

(৫৯) অরং মোকঃ জা ব কা নাতি ।

বিক্রোড্য ভগ্নিন্ হৃদিবমুত্ততানামিতদ্ব্যতিঃ ।
 ক্ষোভয়ন্ সলিলং ভীমঃ প্রভিন্ন ইব বারণঃ ॥৬০॥
 দধৌ চ শব্দং শ্বনবৎ সৰ্ব্বপ্রাণেন পাণ্ডবঃ ।
 আক্ষোটিয়চ্চ বলবান্ ভীমঃ সন্মাদয়ন্ দিশঃ ॥৬১॥
 তস্ত শব্দস্য শব্দেন ভীমসেনরবেণ চ ।
 বাহুশব্দেন চোগ্রেণ নর্দন্তৌব গিরেণ্ডহাঃ ॥৬২॥
 তং বজ্রনিপেষসমম্মাক্ষোটিতমহারবম্ ।
 শ্রোত্বা শৈলগুহাস্তপৈঃ সিংহৈর্মুক্তো মহাশ্বনঃ ॥৬৩॥
 সিংহনাদভয়ত্রৈস্তৈঃ কুঞ্জরৈরপি ভারত ! ।
 মুক্তো বিরাবঃ স্মমহান্ পৰ্ব্বতো যেন পূরিতঃ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

বিক্রোড্যতি । প্রভিন্নো মদশ্রাবী, বারণো হন্তী ॥৬০॥
 দদ্যাবিতি । শ্বনবৎ প্রচুতশ্বনং যথা স্রাত্থা । সৰ্ব্বপ্রাণেন সৰ্ব্ববলনিয়োগেন ॥৬১॥
 তস্তেতি । ভীমসেনস্ত রবেণ পদপ্রাপ্ত্যানন্দ্যং সিংহনাদেন । নর্দন্তি গর্জন্তি স্ব ॥৬২॥
 তমিতি । আক্ষোটিতস্ত বাহ্বাক্ষোটিস্ত মহারবম্ । মুক্তঃ কৃতঃ ॥৬৩॥
 সিংহেতি । কুঞ্জরৈহিস্তিতিঃ । মুক্তঃ কৃতঃ, বিরাবো গর্জনশব্দঃ ॥৬৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পতাকামৃগভেদয়ো"রিতি মেদিনী । উত্তরলোকাকালিনামিতাপকৃত্য বলিনাং যক্ষাদীনাং
 পতাকান্তস্তান্ বা ॥৫২—৫৮॥ নগিনোংপলং পদগুণম্ । "উংপলী তুষপর্পট্যাং ক্লীব
 কুষ্ঠপ্রস্থনয়ো"রিতি মেদিনী । উদ্যমো বন্ধনশূন্যঃ ॥৫৯॥ অধাগং পৰ্ব্বতোপরিবনং গন্তমুচ্চতঃ

তাহার পর বলবান্ ভীমসেন প্রচুর পদ্য ও উংপল সমন্বিত সেই সরোবরে
 অবতরণ করিয়া বন্ধনমুক্ত মহাহস্তীর শ্রায় বিশেষভাবে জলক্রোড়া করিলেন ॥৫৯॥

সেই সরোবরে বহুকণ জলক্রোড়া করিয়া অসাধারণভেজা ভীমসেন মদশ্রাবী
 হস্তীর শ্রায় জল বিক্ষুব্ধ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন ॥৬০॥

তৎপরে বলবান্ ভীমসেন সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া সমস্ত বল প্রয়োগ-
 পূর্ব্বক বিশাল শব্দধ্বনি ও বাহ্বাক্ষোটনের শব্দ করিলেন ॥৬১॥

সেই শব্দের শব্দে এবং ভীমসেনের সিংহনাদে ও ভয়ঙ্কর বাহুশব্দে পৰ্ব্বতের
 গুহাগুলি যেন গর্জন করিয়া উঠিল ॥৬২॥

বজ্রনিপেষণশব্দের তুল্য সেই বাহ্বাক্ষোটনের মহাশব্দ শুনিয়া গুহাস্থপ্ত
 সিংহগণও মহাগর্জন করিল ॥৬৩॥

তং তু নাদং ততঃ শ্রদ্ধা মুক্তং বানরপুঙ্গবঃ ।
 ভ্রাতরং ভীমসেনন্তু বিজ্ঞায় হনুমান্ কর্ণিঃ ॥৬৫॥
 দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীমশ্চ কারণাৎ ।
 অনেন হি পথা মা বৈ গচ্ছেদিতি বিচার্য সঃ ॥৬৬॥ (যুগ্মকম্)
 আস্ত একায়নে মার্গে কদলীষণ্ডমণ্ডিতে ।
 ভ্রাতুর্ভীমশ্চ রক্ষার্থং তং মার্গমবরুধ্য বৈ ॥৬৭॥
 মাহত্ৰ প্রাপ্যতি শাপং বা ধ্বংসাং বেতি পাণ্ডবঃ ।
 কদলীষণ্ডমধ্যস্থ এবং সঞ্চিস্ত্য বানরঃ ॥৬৮॥ (যুগ্মকম্)
 ব্যাজ্জ্বত মহাকাযো হনুমান্ বানরবর্ষভঃ ।
 কদলীষণ্ডমধ্যস্থো নিদ্রাবশগতস্তদা ॥৬৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । মুক্তং ভীমেন কৃতম্ । বিজ্ঞায়, স্বরপ্রত্যভিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ । দিবঙ্গমং স্বর্গগামিনং মার্গম্ । কারণাঙ্কীবনরক্ষণহেতোঃ । গচ্ছেদ্বীমঃ । “অন্থখামা বলিৰ্য্যাসো হনুমাংচ বিভীষণঃ । কৃপঃ পরশুরামশ্চ সশ্রুতে চিরজীবিনঃ ॥” ইত্যুক্তেন্দ্রদানীমপি হনুমতঃ স্থিতিরূপপত্ততে । “হনুমান্ হনুমানপি” ইতি শব্দভেদপ্রকাশদর্শনাৎ বিরূপহং হনুমচ্ছবস্ত ॥৬৫—৬৬॥

আস্ত ইতি । আস্তে আসীং, একসৈব জনশ্চ অয়নং গমনং যত্র ইন্দ্রিন্ । অথ ভীমশ্চ জীবননাশসম্ভাবনা কৃত ইত্যাহ—মেতি । শাপং কস্তাপি মূনেঃ ॥৬৭—৬৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্মিতি শেষঃ ॥৬০—৬২॥ আফেটিত উদ্ভাবিতঃ বাহযাতো বা ॥৬৩—৬৫॥ দিবঙ্গমং মার্গং স্বর্গমার্গম্ ॥৬৬॥ একায়নে অতিসঙ্কুচিত্তে ॥৬৭॥ বানরঃ কর্ণিঃ, বানানি শুক্লফলানি

ভরতনন্দন জনমেজয় ! সিংহের গর্জনে শুনিয়া ভীত হইয়া হস্তী সকলও গুরুতর গর্জনে করিয়া উঠিল ; যাহাতে পর্বতটাই পূর্ণ হইয়া গেল ॥৬৪॥

তাহার পর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, ভ্রাতা ভীমকে বুঝিতে পারিয়া, ‘ভীম এই পথে গমন না করেন’ এইরূপ বিবেচনা করিয়া, ভীমের জীবনরক্ষার জন্য স্বর্গগামী পথ রোধ করিয়া রহিলেন ॥৬৫—৬৬॥

‘ভীমসেন এই পথে যাইতে থাকিয়া কোন মূনির অভিসম্পাত কিংবা কোন প্রাণিকর্তৃক পরাভব প্রাপ্ত না হন’ এইরূপ ভাবিয়া হনুমান্ ভীমকে রক্ষা করিবার জন্য কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া সেই পথ রোধ করিয়া, কদলীবনের মধ্যবর্তী অতিসঙ্কুচিত্তে সেই পথে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৬৭—৬৮॥

জন্তুমাণঃ হুবিপুলং শক্রধ্বজমিবোচ্ছিতম্ ।
 আক্ষোটয়চ্চ লাক্সূলমিত্তাশনিসম্বননম্ ॥৭০॥
 তস্ত লাক্সূলনিদং পর্বতঃ স গুহামুখৈঃ ।
 উদগারমিব গৌর্নর্দমুৎসসর্জ সমস্ততঃ ॥৭১॥
 লাক্সূলক্ষোটশব্দাচ্চ চলিতঃ স মহাগিরিঃ ।
 বিষূর্ণমানশিখরঃ সমস্তাং পর্য্যপীৰ্য্যত ॥৭২॥
 স লাক্সূলবস্তস্ত মন্তবারগনিস্বনম্ ।
 অন্তর্ধায় বিচিত্রেষু চ্চারণিসামুখ্য ॥৭৩॥
 স ভীমসেনস্তং ব্রহ্মা সম্প্রহৃষ্টতনুরুহঃ ।
 শব্দপ্রভবমগ্নিচ্ছংচ্চারণ কদলীবনম্ ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্যোতি । ব্যাজ্জ্বত জ্জ্বাং কৃতবান্ । নিদ্রাবশগত ইবেত্যর্থঃ ॥৬৯॥
 জ্জ্বতি । উচ্ছিতং পূজায়ামুদ্বোলিতং শক্রধ্বজমিব । আক্ষোটয়চ্ছুমাংসপাতয় ॥৭০॥
 তস্তেতি । নন্দন গর্জন গৌরুদগারমিব লাক্সূলনিদমুৎসসর্জ প্রতিধ্বনিকার ॥৭১॥
 লাক্সুলেতি । লাক্সূলস্ত ক্ষোটো ভূমৌ পাতপ্তস্ত শব্দাং চলিতঃ কল্পিতঃ ॥৭২॥
 স ইতি । তস্ত পর্বতস্ত । মন্তবারগনিস্বনং মন্তব্রহ্মগর্জনশব্দম্ ॥৭৩॥
 স ইতি । প্রভবতাস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিস্থানম্, অগ্নিচ্ছন্ অগ্নিচ্ছন্ ॥৭৪॥

বিশাল শরীর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তখন কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া নিদ্রিত হইয়াই যেন হাই তুলিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

এক তিনি হাঁই তুলিতে থাকিয়া, উদ্ভোলিত ইন্দ্রধ্বজের স্থায় অতিবিশাল লাক্সূলটাকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ; তাহাতে বজ্রপাতশব্দের স্থায় শব্দ হইতে থাকিল ॥৭০॥

গর্জনকারী বৃষ যেমন উদগার ত্যাগ করে, তেমন সেই পর্বত গুহামুখদ্বারা সকল দিকে হনুমানের সেই লাক্সূলশব্দের প্রতিধ্বনি করিল ॥৭১॥

সেই বিশাল পর্বত হনুমানের লাক্সূলক্ষেপের শব্দে কল্পিত হওয়ায় তাহার শৃঙ্গগুলি যেন ঘুরিতে লাগিল এবং সকল দিকেই যেন সে পর্বতটা বিদীর্ণ হইয়া গেল ॥৭২॥

এক সেই লাক্সূলের শব্দ পর্বতস্থিত মন্ত হস্তীদিগের গর্জনশব্দকে ভিরো-
 হিত করিয়া পর্বতের বিচিত্র সমস্ত ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৭৩॥

কদলীবনমধ্যস্থমথ গীনে শিলাতলে ।

স দদর্শ মহাবাহুবীনরাধিপতিং তদা ॥৭৫॥

বিদ্যাৎসম্পাতদুশ্প্রেকং বিদ্যাৎসম্পাতপিঙ্গলম্ ।

বিদ্যাৎসম্পাতনিনদং বিদ্যাৎসম্পাতচকলম্ ॥৭৬॥

বাহুশক্তিকবিশ্রুন্ত-গীনহ্রস্বশিরোধরম্ ।

স্কন্ধভূয়িষ্ঠকায়দ্বাতনুমধ্যকটীতটম্ ॥৭৭॥

কিঞ্চিদাভূমশীর্ষেণ দৌর্বরোমাধিতেন চ ।

লাঙ্গুলেনোর্দ্ধগতিনা ধ্বজেনেব বিরাজিতম্ ॥৭৮॥ (কলাপকম্)

হ্রস্বোষ্ঠং তাত্রজিহ্বাস্থং রক্তবর্ণং চলদ্রবম্ ।

বিরুতদংষ্ট্রাদশনং শুক্লতীক্ষ্ণাশ্রোভিতম্ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ চতুর্ভিঃ কলাপকেন হনুমদর্শনমাহ—কদলীতি । গীনে বিশালে । বিদ্যাভ্যাং সম্পাতঃ সমুহস্তম্ভং দুশ্প্রেকস্তম্ । বাহুরেব শক্তিকং ত্রিকোণং পিষ্টককৃতং বস্ত তত্র বিস্তৃতা স্থাপিতা গীনা শূল্য হ্রস্বা ধর্ম্মা চ শিরোধরা গ্রীবা যেন তম্ । পাণৌ স্কন্ধদ্বয়ে বাহুঃ শক্তিকা-কারে ভবতীতি উক্তবাম্ । স্কন্ধে স্কন্ধদেশাবচ্ছেদে ভূয়িষ্ঠঃ কায়ো যন্ত তন্ত ভাবস্তম্ভাং, তন্তুঃ কুলো মধ্যকটীতটো যন্ত তম্ । কিঞ্চিদাভূম্ ঈষৎকং শীর্ষম্ উপরিভাগো যন্ত তেন, দৌর্বক তং রোমাধিতং রোমব্যাপ্তকৈতি তেন ॥৭৫—৭৮॥

দ্বাভ্যাং যুদ্ধকেন মুখং বর্ণয়তি—হ্রস্বোষ্ঠমিতি । ত্রায়ে জিহ্বাস্থে রসনামুখবিবরে যন্ত

ভারতভাবদীপঃ

রাত্যাদন্ত ইতি বানরঃ সহিশ্র ইত্যর্থঃ ॥৭৮—৭৯॥ উদ্যাদং প্রতিশব্দং গৌরিব উৎসসর্জ ॥৭১—৭৬॥ বাহোঃ শক্তিকং চতুর্ভুজং মূলং ভাস ইতি যাবৎ । তত্র শান্তকঙ্করমিত্যর্থঃ, তত্র হেতুঃ—স্বভেতি বিপুলাস্থাদিত্যর্থঃ ॥৭৭॥ আ-হুয়ং বিপুলীকৃতম্ ॥৭৮—৭৯॥ উদুপং চলম্ ৭৮০॥

সেই শব্দ শুনিয়া ভীমসেনের রোমাঞ্চ জন্মিল; তাই তিনি সেই শব্দের উৎপত্তিস্থানের অন্বেষণে কদলীবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

তাহার পর মহাবাহু ভীমসেন দেখিলেন—কদলীবনের মধ্যে বিশাল এক-খানা শিলার উপরে হনুমান্ রহিয়াছেন; তাহার আকৃতি বিদ্যাৎপুঞ্জের স্তায় চূর্ণদর্শনীয়, বর্ণও বিদ্যাৎপুঞ্জের স্তায় পিঙ্গল, শব্দও বিদ্যাৎপাতের স্তায় বিকট এবং শরীরও বিদ্যাৎপুঞ্জের স্তায় চকল এবং শূল ও ধর্ম্ম গ্রীবাটাকে ত্রিকোণীকৃত বাহুর উপরে রাখিয়াছেন; স্কন্ধদেশ শূল থাকায় কটীদেশ কৃশ ছিল এবং রোম-ব্যাপ্ত, ধ্বজের স্তায় উদ্ভেলিত ও ঈষৎকংপ্রাপ্ত দীর্ঘ লাঙ্গুলদ্বারা শোভা পাইতেছেন ॥৭৫—৭৮॥

ওষ্ঠযুগল ধর্ম্ম, জিহ্বা ও মুখ তাম্রবর্ণ, অপর অংশও রক্তবর্ণ, ক্রমুগল চকল,

অপশ্চাদ্ধনং তস্মৈ রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্ ।

বদনাভ্যন্তরগতৈঃ শুক্লৈর্দন্তৈরলঙ্কৃতম্ ॥৮০॥ (যুগ্মকম্)

কেশরোৎকরসম্মিশ্রমশোকানামিবোৎকরম্ ।

হিরণ্ময়ীনাং মধ্যস্থং কদলীনাং মহাদ্র্যুতিম্ ॥৮১॥

দৌপ্যমানেন বপুষা স্বচ্ছিন্নস্তমিবানলম্ ।

নিরীক্স্তমমিত্রয়ং লোচনৈর্মধুপিক্ললৈঃ ॥৮২॥

তং বানরবরং ধীমানতিকায়ং মহাবলম্ ।

স্বর্গপস্থানমারুত্য হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥৮৩॥ (বিশেষকম্)

দৃষ্ট্বা চৈনং মহাবাহুরেকং তস্মিন্ মহাবনে ।

অথোপসৃত্য তরসা বিভীর্ভীমস্ততো বলৌ ॥৮৪॥

সিংহনাদং চকারোত্রং বজ্রাশনিসমং বলৌ ।

তেন শব্দেন ভীমস্ত বিদ্রেহ্মর্গপক্ষিণঃ ॥৮৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ছাভ্যাং যুগ্মকেন মুখং বর্ণয়তি—ত্বেষৌষ্ঠমিতি । ত্রায়ে জিহ্বাস্তে রসনামুখবিবরে যন্ত তৎ । বিবৃতা ঈষৎক্কা দংষ্ট্রাঃ সন্মুখদন্তাঃ দশনা অপরে দন্তাশ্চ যত্র তৎ । দশনানামেব শুক্লৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চ অত্রৈঃ শোভিতম্ । রশ্মিবন্তমিতি মোপধহাদন্তঃ । উড়ুপং চন্দ্রম্ । দন্তানাং চন্দ্ররশ্মিসাদৃশ্যমুদয়ম্ ॥৭৯—৮০॥

পুনস্তিতিবিশেষকেন হুম্মস্তমেব বর্ণয়তি—কেশরেতি । কেশরোৎকরঃ কিক্কসমূহেন সম্মিশ্রম্, অশোকানাং পুষ্পাগাম্ উৎকরং রাশিমিব স্থিতঃ বক্তবর্ণদ্বাং । হিরণ্ময়ীনাং স্বর্ণবর্ণানামিত্যর্থঃ । স্বচ্ছিন্নস্তং শোভনশিখাবস্তম্ । লোচনৈরিতি বহুবচনং গৌরবাং, মধুবাং পিক্ললৈঃ পিক্ললবর্ণৈঃ । ধীমান্ ভীমঃ, অতিকায়ং বৃহদেহম্ । স্বর্গপস্থানমিত্যদন্তস্বাভাব আধঃ । অপশ্চাদিত্যুত্তৃপ্তিঃ ॥৮১—৮৩॥

সন্মুখের দন্ত ও অপর দন্ত সকল ঈষৎ বক্র এবং সেই দন্তসমূহের তীক্ষ্ণ ও শুক্লবর্ণ অগ্রভাগ দ্বারা মুখখানা শোভা পাইতেছিল, আর অভ্যন্তরস্থিত শুক্লবর্ণ দন্তদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল ; সুতরাং ভীমসেন হুম্মানের সে মুখখানাকে রশ্মিযুক্ত চন্দ্রের স্তায় দর্শন করিলেন ॥৭৯—৮০॥

ভীমসেন আরও দেখিলেন—মহাতেজা, বৃহৎকায় ও মহাবল বানরজ্যেষ্ঠ হুম্মান্ স্বর্ণবর্ণ কদলীবনের মধ্যে কেশরব্যাণ্ড অশোকপুষ্পরাশির স্তায় অবস্থান করিতেছেন, উজ্জল দেহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিপুঞ্জের স্তায় রহিয়াছেন, মধুর স্তায় পিক্ললবর্ণ নয়ন দ্বারা দর্শন করিতেছেন এবং স্বর্গের পথ রোধ করিয়া হিমালয়ের স্তায় অবস্থান করিতেছেন ॥৮১—৮৩॥

মহাবাহু ও মহাবল ভীমসেন সেই মহাবনে একাকী হুম্মান্কে দেখিয়া,
কন-১৫৪ (৮)

হনুমাংশ্চ মহাসত্ত্ব ঐষত্বশীল্য লোচনে ।

দৃষ্ট্বা তমথ সাবজ্ঞং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ ।

স্মিতেন চৈনমাশাশ্ব বানরো নয়মব্রবীৎ ॥৮৬॥

হনুমানুবাচ ।

কিমর্থং সরুজন্তেহহং স্তব্ধশৃণুঃ প্রবোধিতঃ ।

ননু নাম হুয়া কার্য্যা দয়া ভূতেষু জানতা ॥৮৭॥

বয়ং ধর্ম্মং ন জানৌমস্তির্ধ্যাগ্যোনিমুপাঞ্জিতাঃ ।

নরাস্তু বুদ্ধিসম্পন্না দয়াং কুর্ব্বন্তি জন্তুযু ॥৮৮॥

তুরেষু কর্ম্মসু কথং দেহবাক্চিত্তদূষিষু ।

ধর্ম্মবাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৮৯॥

ভারতকৌমুদী

হাভ্যাং যুগ্মকেন ভীমব্যাপারমাহ—দৃষ্টেতি । এনং হনুমন্তম্ । তরসা বেগেন, বিভীঃ নির্ভয়ঃ ।
অশনিবিদ্বাং, “অশনির্বজ্রবিদ্বাতোঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮৪—৮৫॥

হনুমানিতি । মহাসত্ত্বো মহাবলঃ । লোচনে ইতি দ্বিবচনাদ্বিনয়নম্বেব হনুমতঃ,
কদাচিৎস্বচনস্ত গৌরবাৎ । আসাশ্ব সৎধ্যা । যটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮৬॥

কিমিতি । রুজয়া রোগেন সহেতি সরুজঃ, তে হুয়া, প্রবোধিতো জাগরিতঃ ॥৮৭॥

অথ জানতেতি কথমুক্তমিত্যাহ—বয়মিতি । তির্ধ্যাগ্যোনিং মনুস্তোত্রয়োনিম্ ॥৮৮॥

তাহার পর নির্ভয়চিত্তে বেগে তাঁহার নিকট যাইয়া, বজ্র ও বিজ্ঞাতের তুল্য
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিলেন ; ভীমসেনের সেই সিংহনাদে পশু-পক্ষীরা ভীত
হইল ॥৮৪—৮৫॥

তাহার পর মহাবল হনুমান্ নয়নযুগল ঐষং উন্মীলিত করিয়া, মধুর শ্রায়
পিঙ্গলবর্ণ সেই নয়নযুগলদ্বারা অবজ্ঞার সহিত ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐষং
হাস্তপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥৮৬॥

হনুমান্ বলিলেন—“আমি রুগ্ণ এবং শূধে নিজা যাইতেছিলাম, এ অবস্থায়
তুমি আমাকে কি জন্ত জাগরিত করিলে ? ওহে ! তুমি যখন সকল বিষয় জান,
তখন সকল প্রাণীর প্রতিই তোমার দয়া করা উচিত ॥৮৭॥

আমরা তির্ধ্যাগ্জাতি বলিয়া ধর্ম্ম জানি না, (স্বতরাং দয়াও করি না) ; কিন্তু
মানুষেরা বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া প্রাণীদের উপরে দয়া করিয়া থাকে ॥৮৮॥

তোমাদের মত বুদ্ধিমান্ মানুষেরা দেহ, বাক্য ও মনের দোষজনক এক
ধর্ম্মনাশক হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কেন ? ॥৮৯॥

ন স্বং ধৰ্ম্যঃ বিজ্ঞানাসি বুদ্ধা নোপাসিতাস্থয়া ।
 অল্পবুদ্ধিতয়া বাল্যাচ্ছাসাদয়সি যন্মৃগান্ ॥৯০॥
 ক্রহি কস্তং কিমর্থং বা বনং ত্বমিদমাগতঃ ।
 বর্জিতং মানুযৈর্ভাবৈস্তথৈব পুরুষৈরপি ॥৯১॥
 ক বা ত্বয়াণ্ড গন্তব্যং প্রক্ৰহি পুরুষর্ষভ ! ।
 অতঃ পরমগম্যোহয়ং পৰ্ব্বতঃ স্তূরারুহঃ ॥৯২॥
 বিনা সিদ্ধগতিং বীর ! গতিরত্র ন বিদ্যতে ।
 দেবলোকস্ত মাৰ্গোহয়মগম্যো মানুযৈঃ সদা ॥৯৩॥
 কারুণ্যাত্মাহং বীর ! বারয়ামি নিবোধ মে ।
 নাতঃ পরং ত্বয়া শক্যং গন্তুমান্বসিহি প্রভো ! ॥৯৪॥
 স্বাগতং সর্ব্বথৈবেহ তবাণ্ড মনুজর্ষভ ! ।
 ইমান্যমৃতকল্পানি মূলানি চ ফলানি চ ॥৯৫॥

ভারতকৌমুদী

কুরেষিতি । কুরেষু হিংসাধ্বকেষু ; সঙ্কল্পে প্রর্জবদে ॥৮৯॥

নেতি । নোপাসিতা উপদেশগ্রহণার্থং ন সেবিতাঃ । মৃগান্ পশুন ॥৯০॥

ক্রহীতি । মানুযাণ্যমিম ইতি মানুযাত্মৈঃ, ভাবৈবৃদ্ধিভিঃ, পুরুষৈর্মানুযৈঃ ॥৯১॥

কেতি । স্তূরারুহঃ অতীব দুরারোহঃ, গুণভাব অর্থঃ ॥৯২॥

বিনেতি । সিদ্ধানাং নিম্পন্নযোগশক্তানাং গতিং বিনা, অন্তোবাং গতিঃ ॥৯৩॥

কারুণ্যাদিতি । কারুণ্যং দয়াতঃ । আশ্বসিহি মদাক্যং বিশ্বসিহি ॥৯৪॥

অথবা, তুমি বৃদ্ধের সেবা কর নাই বলিয়া ধৰ্ম্ম জান না । যেহেতু তুমি বালক ও অল্পবুদ্ধি বলিয়া পশুগুলিকে উৎসন্ন করিতেছ ॥৯০॥

(সে যাহা হউক,) বল—তুমি কে ? কি জন্তই বা এই বনে আসিয়াছ ? এ বন কিন্তু মনুষ্যভাব ও মনুষ্যবর্জিত ॥৯১॥

আর, আজ তুমি কোথায় যাইবে, তাহাও বল । নরশ্রেষ্ঠ ! এই অত্যন্ত দুরারোহ পর্ব্বত, ইহার পর অগম্য ॥৯২॥

বীর ! এখানে সিদ্ধলোকের গমন ব্যতীত অশ্রু লোকের গমন নাই । কারণ, এটা দেবলোকের পথ ; স্তূতরাং সর্বদাই মানুষের অগম্য ॥৯৩॥

প্রভাবসম্পন্ন বীর ! আমি দয়াবশতঃ তোমাকে বারণ করিতেছি ; তুমি আমার কথা শোন এবং বিশ্বাস কর ; তুমি ইহার পরে আর গমন করিতে সমর্থ হইবে না ॥৯৪॥

ভক্ষয়িত্বা নিবর্তস্ব মা বৃথা প্রাপ্যাসে বধম্ ।

গ্রোহং যদি বচো মহং হিতং মনুজপুঙ্গব ! ॥৯৬॥ (যুগ্মকম্)

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপর্বণি তীর্থ-
যাত্রায়াং ভীমশ্চ কদলীযণ্ডপ্রবেশে একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ শ্রুত্বা বচস্তস্য বানরেস্তস্য ধীমতঃ ।

ভীমসেনস্তদা বীরঃ প্রোবাচামিত্রকর্ষণঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

যুগ্মকেন বারপায় নির্বধাতি—স্বাগতমিতি । স্বাগতং স্থথেনাগমনং জাতম্, সৌভাগ্যা-
দ্বিতি ভাবঃ । বৃথা নিষ্ফলম্ । মহং মম ॥২৫—২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়্য বনপর্বণি
তীর্থযাত্রায়াং একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

এতদ্বিতি । অমিত্রান্ শত্রুন্ কৰ্ষতি বলেনায়ত্নৌকরোতীতি অমিত্রকর্ষণঃ ॥১১॥

ভারতভাবদ্বীপঃ

অশোকানামশোকপুস্তানাম্ ॥৮১—৮৬॥ সক্রজঃ সপীড়ঃ, তে ত্রয়া ॥৮৭—৯৩॥ আশ্বসিহি
বিশ্বাসং কুরু ॥৯৪—৯৫॥ মহং মম ॥৯৬॥

ইতি ক্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদ্বীপে একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২১॥

মনুজশ্রেষ্ঠ ! আজ নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে তোমার এখানে আগমন হইয়াছে ।
কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ ! আমার হিতবাক্য যদি তোমার গ্রোহ হয়, তবে এই অমৃত-
তুল্য কল-মূল ভক্ষণ করিয়া এখান হইতেই নিবৃত্ত হও, বৃথা বিনাশ প্রাপ্ত
হইবে না” ॥২৫—২৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন কহিলেন—বুদ্ধিমান্ ও বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের এই কথা শুনিয়া
শক্রবিজয়ী বীর ভীমসেন তখন বলিলেন ॥১১॥

‘...বটচম্বারিংশদধিক...’—বা ক্র.কা, ‘...সপ্তচম্বারিংশদধিক...’—পি. ‘...অষ্টচম্বারিংশ-
দধিক...’—নি ।

ভীম উবাচ ।

কো ভবান্ কিং নিমিত্তং বা বানরং বপুরাশ্রিতঃ ।
 ব্রাহ্মণানস্তরো বর্ণঃ কৃত্রিয়স্তাস্ত পৃচ্ছতি ॥২॥
 কৌরবঃ সোমবংশীয়ঃ কুন্ত্যা গৰ্ভেণ ধারিতঃ ।
 পাণ্ডবো বায়ুতনয়ো ভীমসেন ইতি শ্রুতঃ ॥৩॥ (মুখ্যকম)
 স বাক্যং কুরুবীরশ্চ শ্রিতেন প্রতিগৃহ্য তৎ ।
 হনুমান্ বায়ুতনরো বায়ুপুত্রমভাষত ॥৪॥

হনুমানুবাচ ।

বানরোহং ন তে মার্গং প্রদাশ্চামি যথেষ্পিতম্ ।
 সাধু গচ্ছ নিবর্তস্ব মা স্বং প্রাপ্যসি বৈশসম্ ॥৫॥

ভীম উবাচ । †

বৈশসং বাহস্ত যদ্বাহস্তম্ ত্বাং পৃচ্ছামি বানর ! ।
 প্রয়চ্ছ মার্গমুত্তিষ্ঠ মা মতঃ প্রাপ্যসি ব্যথাম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি । আশ্রিত আশ্রিতঃ । ব্রাহ্মণশ্চ অনস্তরঃ পরঃ । কুন্ত্যা দেব্যা ॥২—৩॥
 স ইতি । জাতশ্চাপি সবিশেষপরিচয়দানাৎ কৌতুকেন শ্রুতিমিতি ভাবঃ ॥৪॥
 বানর ইতি । সাধু ভজ্ঞং প্রার্থয়সি চেৎ গচ্ছ । বৈশসম্ অন্তকৰ্ত্তৃকহিংসাম্ ॥৫॥
 বৈশসমিতি । বানরেতি সম্বোধনাদবজ্ঞা সূচিতা । মন্তো মম সকাশৎ ॥৬॥

ভীম বলিলেন—“আপনি কে ? কি জন্তাই বা বানরদেহ অবলম্বন
 করিয়াছেন ? ব্রাহ্মণের পরবর্তী বর্ণ—কৃত্রিয়, চন্দ্রবংশীয়, কুরুকুলোৎপন্ন,
 কুন্তীকৰ্ত্তৃক গর্ভে ধৃত, পাণ্ডুনন্দন ও বায়ুর পুত্র ভীমসেন আপনাকে প্রশ্ন
 করিতেছে” ॥২—৩॥

বায়ুপুত্র হনুমান্ মুহু হাস্য করিয়া কুরুবীর ভীমসেনের সেই কথা স্বীকারপূর্বক
 তাঁহাকে বলিলেন ॥৪॥

হনুমান্ বলিলেন—“আমি বানর ; আমি তোমার অভীষ্ট পথ দিব না । ভাল
 চাও ত—যাও, ফের, যত্নের ক্রেশ পাইবে না” ॥৫॥

ভীম বলিলেন—“বানর ! আমার যত্নের ক্রেশই হউক, বা অস্ত কিছুই
 হউক, আমি তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি না ; তুমি পথ দাও, উঠ, আমা হইতে
 বেদনা পাইবে না” ॥৬॥

(৩) শ্লোকাৎ পরম্ ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’—পি । † ভীমসেন উবাচ—বা ব কা ।

হনুমানুবাচ ।

নাস্তি শক্তির্মমোখাতুং ব্যাধিনা ক্লেশিতো হুহুম্ ।

যদ্ববশ্যং প্রয়াতব্যং লজ্জয়িত্বা প্রয়াহি মাম্ ॥৭॥

ভীম উবাচ ।

নিগুণঃ পরমাত্মা তুং দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে ।

তমহং জ্ঞানবিজ্ঞেয়ং নাবমন্তে ন লজ্জয়ে ॥৮॥

যদ্যাগমৈর্ন জানীয়াং তমহং ভূতভাবনম্ ।

ক্রমেয়ং জ্ঞাং গিরিক্ষেয়ং হনুমানিব সাগরম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । প্রয়াতব্যং ইয়া । ভীমশ্চ ধর্মজ্ঞানপরীক্ষার্থময়মুক্তিরিতি বোধাম্ ॥৭॥

নিরिति । নিগুণঃ সঙ্করজন্তুমোতিঃ রূপাদিভিচ্চ বিহীনঃ, “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইতি শ্রুতেঃ, পরমাত্মা “তত্ত্বমসি” ইতি শ্রুত্যা জীবন্ত ব্রহ্মাভিন্নহাং । জ্ঞায়তে যশ্চাদিতি জ্ঞানং বেদন্তেন বিজ্ঞেয়ম্, “তমেতমাত্মানং বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি” ইতি শ্রুতেঃ, নাবমন্তে, অতএব ন লজ্জয়ে ॥৮॥

যদীতি । আগমৈঃ উক্তৈর্বেদৈঃ । ভূতভাবনং ভূতোৎপাদকম্, “যশ্চাদিম্যানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । ক্রমেয়ং ক্রাময়েয়ং লজ্জয়েয়মিতি শ্রুতঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদ্বিতি ॥১—৪॥ বৈশং বিরোধম্ ॥৫—৭॥ নিগুণ ইতি । গুণাঃ সম্বাদয়ো রূপা-
দ্বয়শ্চ তৈর্বজ্জিতঃ, অতএব পরমঃ কোশপঞ্চকে হি অনাত্মাত্মাত্মমুখ্যমাধ্যাসিকত্বাত্ত
ততোহন্তস্ত নিরূপাধিচিন্মাত্রো মুখ্য আত্মা প্রত্যগ্ভূত আকাশো ঘটমিব দেহং ব্যাপ্য স্থিতঃ ।
এতেন শুদ্ধস্বপদার্থ উক্তঃ । অস্ত নিগুণবৈহুত্বং প্রমাণয়তি—জ্ঞানবিজ্ঞেয়মিতি ।
জ্ঞানং শাস্ত্রার্থধান্যপ্রমা তেন জ্ঞেয়ম্ । জ্ঞাতবিজ্ঞেয়মিতি পার্শ্বে সর্বপ্রকাশকমহাক্ষাদি-
সাক্ষিপমিত্যর্থঃ । তস্তাবমাননা শালগ্রামাদিবস্তুপাধিভূতস্ত শরীরস্ত লজ্জনেন ভবত্যত-
স্তুক্যং ন কুর্তে ইত্যর্থঃ ॥৮॥ ভূতভাবনং ভূতানাং বিয়দাদীনাং জরাযুজাদীনাঞ্চ ভাবনং

হনুমান্ বলিলেন—“আমি রোগপীড়িত বলিয়া আমার উঠিবার শক্তি নাই ;
সুতরাং তোমার যদি অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমাকে লজ্জন করিয়া
যাও” ॥৭॥

ভীম বলিলেন—“নিগুণ পরমাত্মা (জীবরূপে) দেহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান
করেন ; সুতরাং সেই বেদবেত্তা পরমাত্মাকে আমি অবজ্ঞা করিতে পারিব না বলিয়া
লজ্জনও করিতে পারিব না ॥৮॥

আমি যদি বেদশাস্ত্রদ্বারা সেই ভূতভাবন পরমাত্মাকে না জানিতাম, তবে
হনুমান্ যেমন সমুদ্র লজ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তোমাকে ও এই
পর্বতটাকে লজ্জন করিতে পারিতাম” ॥৯॥

হনুমানুবাচ ।

ক এষ হনুমান্ নাম সাগরো যেন লজ্জিতঃ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং নরশ্রেষ্ঠ ! কথ্যতাং যদি শক্যতে ॥১০॥

ভীম উবাচ ।

ভ্রাতা মম গুণপ্লাঘ্যো বুদ্ধিসম্বলান্বিতঃ ।

রামায়ণেহতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুঙ্গবঃ ॥১১॥

রামপত্নীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ ।

সাগরঃ প্লবগেদ্রেণ ক্রমেণৈকেন লজ্জিতঃ ॥১২॥

স মে ভ্রাতা মহাবীৰ্য্যস্থল্যোহহং তস্মৈ তেজসা ।

বলে পরাক্রমে যুদ্ধে শক্তোহহং তব নিগ্রহে ॥১৩॥

উত্তিষ্ঠ দেহি মে মার্গং পশ্য মে চাপ্ত পৌরুষম্ ।

মচ্ছাসনমকুর্বাণং ত্বাং বা নেদ্যে যমক্ষয়ম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি । স্ববিষয়ে লোকবাদস্ত রামায়ণস্ত চ জ্ঞানপরীক্ষার্থময়ং প্রশ্নঃ ॥১০॥

ভ্রাতেতি । ভ্রাতা, একবায়ুজনিতত্বাৎ, গুণৈঃ পরোপকারাদিভিঃ প্লাঘাঃ । সম্বন্ধম্
অধ্যবসায়ঃ । রামায়ণে বাহ্মীকিপ্রণীতে ইতিহাসে । শ্রীমান্ ত্রিবর্গসম্পত্তিমান্ ॥১১॥

রামেতি । রামপত্নীকৃতে সীতার্ষেধণনিমিত্তে । ক্রমেণ উল্লক্ষণেন ॥১২॥

স ইতি । তেজসা দর্শণে । নিগ্রহে দমনে, যেন ত্বয়া পশ্চাদ্ দেয়ঃ স্ত্রাৎ ॥১৩॥

উত্তিষ্ঠেতি । বা অথবা পশ্যেতি সম্বন্ধঃ । মচ্ছাসনং মদাদেশম্ ॥১৪॥

'ভারতভাবদীপঃ

ব্রূচনং যস্যান্তম্ । “আত্মান আকাশঃ সত্ত্বতঃ । আত্মানঃ সৰ্ব্ব এত আত্মানো ব্যাক্তরক্তি”
ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । এতেন তৎপদার্থ উক্তঃ । তয়োঃ সামান্যধিকরণ্যাবভেদে ব্রহ্মাষ্টৈতৎ

হনুমান্ বলিলেন—“নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ;
তুমি—যদি বলিতে পার, তবে বল—এ হনুমান্টা কে, যে সমুদ্র লজ্জন
করিয়াছিল ?” ॥১০॥

ভীম বলিলেন—“তিনি আমার ভ্রাতা, গুণে প্লাঘ্য, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বলসম্পন্ন,
রামায়ণে অত্যন্ত বিখ্যাত, ত্রিবর্গসম্বিত এবং বানরমধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥১১॥

যে বানরশ্রেষ্ঠ সীতার অর্ষেধণের জন্য শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্রটাকে একলক্ষ
লজ্জন করিয়াছিলেন ॥১২॥

সেই মহাবীর আমার ভ্রাতা ; আমি তেজে, বলে, পরাক্রমে ও যুদ্ধে তাঁহারই
তুল্য ; সুতরাং আমি তোমাকে নিগৃহীত করিতে সমর্থ হইব ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিজ্ঞায় তং বলোদ্যতং বাহুবৌর্যোণ দর্পিতম্ ।

হৃদয়েনাবহস্টৈনং হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥১২॥

হনুমানুবাচ ।

প্রসাদ নাস্তি মে শক্তিরুত্থাতুং জরয়াহনব ! ।

মমানুকম্পয়া ত্বৈতৎ পুচ্ছমুৎসার্য্য গম্যতাং ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তো হনুমতা হীনবৌর্য্যপরাক্রমম্ ।

মনসাহচিস্তয়ন্তৌমঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥১৭॥

পুচ্ছে প্রগৃহ্য তরসা হীনবৌর্য্যপরাক্রমম্ ।

সালোক্যমস্তকস্টৈনং নয়াম্যগ্রেহ বানরম্ ॥১৮॥

সাবজ্জমথ বামেন স্রয়ন্ জগ্রাহ পাণিনা ।

ন চাশকচ্চালয়িতুং ভীমং পুচ্ছং মহাকপেঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বিজ্ঞায়েতি । অবহস্ত স্বাপেক্ষয়া নূনবলত্বাদ্ভ্রহস্ত, এনং ভীমসেনম্ ॥১২॥

প্রসীদেতি । পুচ্ছং লাজ্জলম্, উৎসার্য্য অপসার্য্য । বলপরীক্ষার্থমুক্তিরিয়ম্ ॥১৩॥

এবমিতি । হীনবৌর্য্যপরাক্রমং হুমমস্তমিতি শেষঃ ॥১৭॥

পুচ্ছ ইতি । তরসা বলেন । সালোক্যং সমানলোকবর্জিতাম্ । এতদপ্যচিস্তয়ৎ ॥১৮॥

অতএব তুমি উঠ, আমার পথ দাও ; যদি আমার আদেশ পালন না কর, তবে আমার পুরুষকার দেখ—আমি তোমাকে বমালয়ে পাঠাই” ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ ভীমসেনকে বলে উদ্বস্ত ও বাহুবলে দর্পিত জানিয়া তাঁহাকে মনে মনে উপহাস করিয়া এই কথা বলিলেন ॥১৫॥

হনুমান্ বলিলেন—“হে নিম্পাপ ! বার্ষিক্যবশতঃ আমার উদ্বানশক্তি নাই ; সুতরাং তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, দয়া করিয়া আমার লাজ্জলটা সরাইয়া গমন কর” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ এইরূপ বলিলে, বাহুবলদর্পিত ভীমসেন হনুমান্কে হীনবৌর্য্য ও হীনপরাক্রম মনে করিলেন ॥১৭॥

(আরও মনে করিলেন যে,) আমি বলপূর্ব্বক লাজ্জল ধারণ করিয়া হীনবৌর্য্য ও হীনপরাক্রম এই বানরটাকে আজ এখনই যমলোকে পাঠাইব ॥১৮॥

তাহার পর, ভীমসেন ঈষৎ হাস্ত করিয়া বামহস্ত দ্বারা অবজ্ঞার সহিত হনুমানের লাজ্জলটা ধরিলেন ; কিন্তু সঞ্চালিত করিতে পারিলেন না ॥১৯॥

উচ্চিক্ষেপ পুনর্দোৰ্ভ্যামিদ্ভায়ুধমিবোচ্ছিতম্ ।
 নোদ্ধৰ্তুমশকন্তৌমো দোৰ্ভ্যামপি মহাবলঃ ॥২০॥
 উৎক্ষিপ্তভূবিবৃত্তাক্ষঃ সংহতভ্রুকুটীমুখঃ ।
 শ্বিন্নগাত্রোহভবন্তৌমো ন চোদ্ধৰ্তুং শশাক তম্ ॥২১॥
 যত্নবানপি চ শ্রীমাল্লাঙ্গলোদ্ধরণোত্তমঃ ।
 কপেঃ পার্শ্বগতো ভীমস্তসৌ ব্রীড়ানতাননঃ ॥২২॥
 প্রণিপত্য চ কোন্তেয়ঃ প্রাঞ্জলির্বা ক্যমব্রবীৎ ।
 প্রসীদ কপিশার্দূল ! দুরক্তং ক্ষম্যতাং মম ॥২৩॥
 সিদ্ধো বা যদি বা দেবো গন্ধর্বো বাহথ গুহ্যকঃ ।
 পৃষ্ঠঃ সন্ কাম্যয়া ক্রহি কস্তং বানররূপধ্বক্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

সাবলম্বিতি । স্বয়ং স্বয়মান দ্বেষকসন্ । জগ্রাহ পৃচ্ছমিতি সম্বন্ধঃ ॥১৯॥

উচ্চিক্ষেপেতি । উচ্চিক্ষেপ উৎক্ষেপ্তুমারেতে । দোৰ্ভ্যাং স্বাভ্যামেব বাহিত্যাম্ ॥২০॥

উৎক্ষিপ্তেতি । ভীমঃ, উৎক্ষিপ্তে উত্তোলিতে ক্রবো যেন সঃ, বিবৃতে বিশেষণে গোলাকারে অক্ষিপী যন্ত সঃ, সংহতং সংবদ্ধং কৃতং ক্রকুটীমুক্তং মুখং যেন সঃ, শাকপার্শ্ববাদিস্বাদযুক্তশবলোপঃ, শ্বিন্নগাত্রাচ্চাতবৎ ; কিন্তু তং পৃচ্ছমুদ্বৰ্ত্তুং ন চ শশাক ॥২১॥

যত্নেতি । লঙ্গলোদ্ধরণে যত্নবানপি চ, তত্রাশক্তঃ সন্নিতি শেষঃ ॥২২॥

প্রণিপতোতি । মম দুরক্তং কটুবচনম্ ॥২৩॥

তার পর মহাবল ভীমসেন দুই হাত দিয়া—আকাশে উদ্ভিত ইন্দ্রধনুর তুল্য সেই লঙ্গলটাকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু দুই হাত দিয়াও তুলিতে পারিলেন না ॥২০॥

(হনুমানের লঙ্গল ধরিয়া প্রাণপণে আকর্ষণ করিতে থাকায়) ভীমের ক্রয়ুগল উপরে উঠিল, নয়নযুগল গোলাকার হইল, মুখে ক্রকুটী দেখা দিল এবং সমস্ত অঙ্গ হইতে ঘর্ষ নির্গত হইতে লাগিল ; তথাপি তিনি সে লঙ্গল উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥২১॥

ভীমসেন হনুমানের লঙ্গল উত্তোলনে উত্তত এবং যত্নবান হইয়াও যখন পারিলেন না, তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া হনুমানের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ॥২২॥

এবং প্রণিপাত করিয়া কৃতাজলি হইয়া এই কথা বলিলেন—“বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার কটুবাक্যগুলির উপরে ক্ষমা করুন ॥২৩॥

(২২)---লঙ্গলোদ্ধরণোত্তমঃ—বা ব বা নি ।

বন-১৫৫ (৮)

ন চেদ্গুহং মহাবাহো ! শ্রোতব্যং শ্রাময়া যদি ।
শিষ্যবস্তাস্তু প্চ্ছামি উপপন্নোহস্মি তেহনঘ ! ॥২৫॥

হনুমানুবাচ ।

যন্তে মম পরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম ! ।
তৎ সর্বমখিলেন ত্বং শৃণু পাণ্ডবনন্দন ! ॥২৬॥
অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুনা ।
জাতঃ কমলপত্রাক্ষ ! হনুমান্ নাম নামতঃ ॥২৭॥
সূর্য্যপুত্রঞ্চ সূত্রীবাং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্ ।
সর্বৈ বানররাজানস্তথা বানরযুধপাঃ ॥২৮॥
উপতনুর্মহাবীর্য্য মম চামিত্রকর্ষণ ! ।
সূত্রীবেণাভবৎ প্রীতিরনিলস্ত্রাগ্নিনা যথা ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সিদ্ধ ইতি । গুহ্যকো যক্ষঃ । কামায়া উৎকটশ্রবণেচ্ছয়া ময়া পৃষ্টঃ সন্ ॥২৪॥

নেতি । গুহ্যং গোপনীয়ম্ । উপপন্নোহস্মি শরণাগতোহস্মি ॥২৫॥

যদिति । অখিলেন প্রকারেণ । পাণ্ডুরেব পাণ্ডবঃ প্রজাদিভ্যাং স্বার্থে অণ্ ॥২৬॥

অহমिति । কেশরিণস্তদাখ্যস্ত বানরস্ত । জগত আয়ুনা প্রাণরূপজাদায়ুঃ প্রবর্ত্তকেন । অস্তি
চ উকারান্তোহপ্যায়ুশব্দঃ, “বিজ্ঞাদায়ুঃ তদায়ুবা” ইতি দ্বিরূপকোবাৎ ॥২৭॥

সূর্য্যোতি । বানরযুধপা বানরগণপতয়ঃ । উপতনুঃ সিবৈবিরে । অনিলস্ত্র বায়োঃ ॥২৮—২৯॥

আমি প্রবল শ্রবণেচ্ছাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি—বানররূপধারী আপনি কে ?
কোন দেবতা, না সিদ্ধ, না গন্ধর্ব্ব, না যক্ষ, তাহা বলুন ॥২৪॥

নিষ্পাপ মহাবাহু ! যদি গোপনীয় না হয় এবং আমার যদি শ্রোতব্য হয়,
তাহা হইলে আমি শিষ্যের হ্রায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং আপনার
শরণাগত হইয়াছি” ॥২৫॥

হনুমান্ বলিলেন—“অরিন্দম পাণ্ডবনন্দন ! আমার পরিচয় জানিবার জন্য
যখন তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, তখন তুমি সে সমস্তই শ্রবণ কর ॥২৬॥

পদ্মনয়ন ! জগৎপ্রাণ বায়ু কেশরিনামক বানরের পত্নীর গর্ভে আমাকে
উৎপাদন করিয়াছেন ; আমার নাম—‘হনুমান্’ ॥২৭॥

শক্রবিজয়ী ভীমসেন ! মহাবীর বানররাজগণ এবং বানরযুধপতিগণ
সূর্য্যপুত্র সূত্রীবের এবং ইন্দ্রপুত্র বালীর সেবা করিতেন । এদিকে অস্তির

(২৫)....শ্রোতব্যং চেদ্গুহ্যম—বা ব কা নি । (২৭)....হনুমান্ নাম বানরঃ—বা ব কা নি ।

নিকৃতঃ স ততো ভ্রাত্ৰা কপ্তিংশ্চিৎ কারণান্তরে ।
 ঋগ্মুকে ময়া সার্কিং স্ত্রীবো ন্যবসচ্চিরন্ ॥৩০॥
 অথ দাশরথিবীরো রামো নাম মহাবলঃ ।
 বিষ্ণুর্মানুধরূপেণ চচার বহুধাতলন্ ॥৩১॥
 স পিতুঃ প্রিয়মগ্নিচ্ছন্ সহভার্য্যঃ সহানুজঃ ।
 সধনুর্ধগ্নিনাং শ্রেষ্ঠো দণ্ডকারণ্যমাত্মিতঃ ॥৩২॥
 তস্য ভার্য্যা জনস্থানাচ্ছলেনাপহৃতা বলাৎ ।
 রাক্ষসেস্দ্ৰেণ বলিনা রাবণেন ছুরাঅনা ॥৩৩॥
 স্তবর্ণরত্নচিত্রেণ যুগরূপেণ রক্ষসা ।
 বঞ্চয়িত্বা নরব্যাত্রং মারীচেন তদাহনব ! ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)
 হতদারঃ সহ ভ্রাত্ৰা পত্নীং মার্গন্ স রাবণঃ ।
 দৃষ্টবান্ শৈলশিখরে স্ত্রীবং বানরবর্ষভন্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নিকৃত ইতি । নিকৃতো বহিকৃতঃ, স স্ত্রীবঃ, ভ্রাত্ৰা বাসিনা, ঋগ্মুকে পর্কতে ॥৩০॥
 সংক্ষেপেণ রামায়ণমাহ—অথেতি । বিষ্ণুঃ রামো নাম সন্নতি সধক্ : ॥৩১॥
 স ইতি । অগ্নিচ্ছন্ অহুষ্ঠাতুমিচ্ছন্ । সধক্ : সকাশুর্ধ্বঃ ॥৩২॥
 তস্মেতি । জনস্থানাং দণ্ডকারণ্যমাত্মিতং প্রদর্শয়িত্বাৎ । ছনমাহ—স্তবর্ণেতি ॥৩৩—৩৪॥

সহিত বায়ুর যেমন সৌহার্দ আছে, আমারও তেমনই স্ত্রীবেবর সহিত সৌহার্দ ছিল ॥২৮—২৯॥

তাহার পর কোন কারণে বালী স্ত্রীবকে বহিকৃত করিয়া দেন ; তাহাতে স্ত্রীব আমার সহিত বাইয়া ঋগ্মুকপর্কতে দীর্ঘকাল বাস করেন ॥৩০॥

তদনন্তর ভগবান্ নারায়ণ দশরথের পুত্র হইয়া ‘রাম’ নাম ধারণ করিয়া, মহাবীর ও মহাবল মানুধরূপে ভূতলে বিচরণ করেন ॥৩১॥

ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ সেই রামচন্দ্র পিতার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় ধনু ধারণ করিয়া ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লঙ্কণের সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করেন ॥৩২॥

হে নিম্পাপ ভীমসেন ! তখন রাক্ষসরাজ মহাবল ছুরাঅা রাবণ স্বর্ণ ও রত্নে বিচিত্র যুগরূপধারী মারীচনামক রাক্ষসদ্বারা নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রতারিত করিয়া ছলে ও বলে জনস্থান হইতে তাহার ভার্য্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করে ॥৩৩—৩৪॥

(৩৩) স্লোকাৎ পরম্ ‘...সপ্তচত্বাংশদ্বিধিকঃ...হনুমাদ্ভবাচ’—বা ব কা, ‘...অষ্টচত্বাংশদ্বিধিকঃ...হনুমাদ্ভবাচ’—পি, ‘...একোদশচত্বাংশদ্বিধিকঃ...হনুমাদ্ভবাচ’—নি ।

তেন তস্মাভবৎ সখ্যং রাঘবশ্চ মহাত্মনঃ ।
 স হত্বা বালিনং রাজ্যে সুগ্রীবমভিষিক্তবান্ ॥৩৬॥
 স রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ সীতায়্যাঃ পরিমার্গণে ।
 বানরান্ প্রেষয়ামাস শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৩৭॥
 ততো বানরকোটিভিঃ সহিতোহহং নরবভ ! ।
 সীতাং মার্গন্ মহাবাহো ! প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥৩৮॥
 ততঃ প্রবৃতিঃ সীতায়্যা গৃধ্ৰেণ সুমহাত্মনা ।
 সম্পাতিনা সমাখ্যাতা রাবণশ্চ নিবেশনে ॥৩৯॥
 ততোহহং কার্য্যসিদ্ধার্থং রামশ্চাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ।
 শতযোজনবিস্তারমৰ্ণবং সহসা প্লুতঃ ॥৪০॥
 অহং স্ববীৰ্য্যাত্মভীৰ্য্য দাগরং মকরালয়ম্ ।
 সূতাং জনকরাজশ্চ সীতাং সুরসূতোপমাম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

হতেতি । ভ্রাতা লক্ষ্মণেন, মার্গন্ অস্থিত্ব, রাঘবো রামঃ ॥৩৫॥
 তেনেতি । স রাঘবঃ । রাজ্যে বানররাজত্বপদে ॥৩৬॥
 স ইতি । পরিমার্গণে সমস্তাদবেষণে ॥৩৭॥
 তত ইতি । বানরকোটিভিরিত্যনেন বানরাণাং বহুত্বমাত্মং বিবক্ষিতম্ ॥৩৮॥
 তত ইতি । প্রবৃতিবৃত্তান্তঃ । গৃধ্ৰেণ পক্ষি বিশেষণ । নিবেশনে ভবনে ॥৩৯॥
 তত ইতি । অৰ্ণবং সমুদ্রম্ । প্লুতঃ বৈহায়ঙ্গা গত্যা অতিক্রান্তঃ ॥৪০॥

তাহার পর হতদার রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সীতার অবেষণ করিতে থাকিয়া স্বগ্রামকপর্ব্বতের শৃঙ্গে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিতে পান ॥৩৫॥

তদনন্তর সুগ্রীবের সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রের সখিত্ব হইল এবং রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া কিঙ্কিয়ারাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন ॥৩৬॥

সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়া সীতার অবেষণে শত শত এবং সহস্র সহস্র বানর প্রেরণ করিলেন ॥৩৭॥

মহাবাহু নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর আমি বহুতর বানরের সহিত মিলিত হইয়া সীতার অবেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গেলাম ॥৩৮॥

তদনন্তর অতিমহাত্মা গৃধ্র সম্পাতি, রাবণভবনে সীতার অবস্থিতিবৃত্তান্ত আমাদের নিকট বলিলেন ॥৩৯॥

তাহার পর আমি, অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তৎক্ষণাৎ শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিলাম ॥৪০॥

দৃষ্টবান্ ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! রাবণস্ত নিবেশনে ।
 সমেত্য তামহং দেবীং বৈদেহীং রাঘবপ্রিয়াম্ ॥৪২॥
 দধ্ব। লঙ্কামশেষেণ সাত্ত্বপ্রাকারতোষণাম্ ।
 প্রত্যাগতশ্চাস্ত পুনর্নাম তত্র প্রকাশ্য বৈ ॥৪৩॥ (বিশেষকম)
 মম্বাক্যাচ্চাবধাৰ্য্যাশ্চ রামো রাজীবলোচনঃ ।
 স বুদ্ধিপূৰ্ব্বং সৈন্ত্যস্ত বদ্ধা সেতুং মহোদধৌ ।
 রূতো বানরকোটিভিঃ সমুত্তীর্ণো মহার্ণবম্ ॥৪৪॥
 ততো রামেণ বীরেণ হস্তা তান্ সৰ্বরাক্ষসান্ ।
 রণে সরাক্ষসগণং রাবণং লোকরাবণম্ ॥৪৫॥
 নিশাচরেস্ত্রং হস্তা তু সভ্রাতৃহৃতবান্ধবম্ ।
 রাজ্যেহভিষিচ্য লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি । স্ববীৰ্যাং অনন্তসাহায্যাদিত্যাশয়ঃ । সমেত্য প্রাপ্য । অট্টেইৰ্ম্মাদিগৃহৈঃ ।
 প্রাকারৈঃ প্রাচীরৈঃ তোরণৈর্বহির্বারৈশ্চ সহৈতি তাম্ । অস্ত রামস্ত সমীপে ॥৪১—৪৩॥

মদ্বিতি । অবধাৰ্য্য লঙ্কাগমনোপায়ং নিশ্চিত্য । বুদ্ধিমত্ত্বা । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দর্শিতম্ ॥২—১১॥ ক্রমেণ পাদবিক্ষেপেণ ॥১২—১৬॥ এবমুক্তে সতি, তমিত্যাধ্যাহারঃ ।
 তং হীনবীৰ্য্যপরাক্রমং মনসাহচিন্তয়ং মেনে ॥১৭—২৮॥ উপতপ্তবালিনং মম চ স্ত্রীবেণ
 প্রীতিরভবৎ, নিকৃতো নিরন্তঃ ॥২৯—৪১॥ সমেত্য বিদিত্বা সম্ভাষণাদিনা নিশ্চিত্য ॥৪২॥
 অস্ত রামস্ত, তত্র লঙ্কায়াম্ ॥৪৩॥ অবধাৰ্য্য নিশ্চিত্য ॥৪৪॥ লোকরাবণং লোকপীড়াকরম্

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! আমি আপন বলেই মকরালয় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যাইয়া
 রাবণভবনে দেবতনয়াসদৃশী জনকতনয়া সীতাকে দর্শন করিলাম এবং বিদেহ-
 রাজনন্দিনী রামপ্রিয়তমা সীতাদেবীর সহিত আলাপ করিয়া অট্টালিকা, প্রাচীর ও
 তোরণেবু সহিত সমগ্র লঙ্কানগরী দধ্ব করিয়া এবং সেখানে নিজের নাম প্রকাশ
 করিয়া, পুনরায় রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম ॥৪১—৪৩॥

তখন পদ্মনয়ন রামচন্দ্র আমার বাক্য শুনিয়া, সৈন্তগণের মন্ত্রণা অমুসারে
 লঙ্কাগমনের উপায় স্থির করিয়া সম্বরই মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক কোটি কোটি
 বানরসৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমুদ্র পার হইলেন ॥৪৪॥

তাহার পর মহাবীর রামচন্দ্র যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস এবং ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব

(৪৩)...প্রত্যাগতশ্চাস্মি পুনঃ—বা ব কা পি । (৪৪) মম্বাক্যাচ্চাবধাৰ্য্যাশ্চ—পি, ...অব্ধ
 পূৰ্ব্ববৈজ্ঞেচ বদ্ধা—নি । (৪৫) ততো রামেণ বীৰ্য্যেণ—বা ব কা ।

ধার্মিকং ভক্তিমন্তুং ভক্তানুগতবৎসলম্ ।
 পুনঃ প্রত্যাশ্রুতা ভার্য্যা নষ্টা বেদশ্রুতিৰ্বধা ॥৪৭॥ (বিশেষকম)
 তয়ৈব সহিতঃ সাধ্ব্যা পত্ন্যা রামো মহাযশাঃ ।
 গচ্ছা ততোহতিত্বরিতং স্বাং পুরীং রঘুনন্দনঃ ।
 অধ্যাবসন্ততোহযোধ্যামযোধ্যাং দ্বিষতাং প্রভুঃ ॥৪৮॥
 ততঃ প্রতিষ্ঠিতো রাজ্যে রামো নৃপতিসত্তমঃ ।
 বরং ময়া যাচিতোহসৌ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৪৯॥
 যাবদ্রাম ! কথেষং তে ভবেল্লোকেষু শত্রুহন ! ।
 তাবজ্জীবৈয়মিত্যেবং তথাহিস্থিতি চ সোহব্রবীৎ ॥৫০॥ (যুগ্মকম)
 সীতা প্রসাদাচ্চ সদা মামিহম্মরিন্দম ! ।
 উপতিষ্ঠন্তি দিব্য হি ভোগা ভীম ! যথেষ্পিতাঃ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । লোকরাবণং জগৎপীড়কম্ । লঙ্কায়াং রাজ্যে ইতি সম্বন্ধঃ । নষ্টা লুপ্তা বেদশ্রুতিঃ বেদাধ্যাশ্রুতিঃ, পুরা নারায়ণেনেতি শেষঃ ॥৪৫—৪৭॥

তন্মুতি । দ্বিষতাং শত্রুণাম্, অযোধ্যাং যোদ্ধুমশক্যাম্ । অয়মপি বট্টপাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৮॥

তত ইতি । রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ । কথা আখ্যানম্, ভবেত্তিষ্ঠেৎ ॥৪৯—৫০॥

সীতেতি । সীতায়াঃ প্রসাদাৎ প্রসাদেন বরদানাৎ । দিব্যাঃ স্বর্গায়াঃ, ভোগাঃ খাদ্যদ্রব্যঃ ॥৫১॥

ও প্রধান প্রধান রাক্ষসের সহিত জগতের উৎপীড়ক রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া, ধার্মিক, ভক্ত ও অনুগতবৎসল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নারায়ণ যেমন লুপ্তশ্রুতি উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ সীতাকে উদ্ধার করিলেন ॥৪৫—৪৭॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ও মহাযশা রঘুনন্দন রাম সেই সাধ্বী পত্নী সীতাদেবীর সহিতই অতি সত্বর যাইয়া, শত্রুগণের অজ্ঞেয় আপন রাজধানী অযোধ্যানগরীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

তাহার পর পদ্মনয়ন রাজশ্রেষ্ঠ রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমি তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলাম যে, হে শত্রুনাশক রাম ! যে পর্যন্ত আপনার এই উপাখ্যান জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততকাল আমি জীবিত থাকিব ; তখন রাম বলিলেন—‘তাহাই হউক’ ॥৪৯—৫০॥

অরিন্দম ভীম ! আমি এইখানেই আছি ; তাহাতে সীতা যে অনুগ্রহপূর্বক বর দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যয়ে অতীষ্ট স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৫১॥

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।

রাজ্যং কারিতবান্ রামস্ততঃ স্বভবনং গতঃ ॥৫২॥

তদিহাপ্সরসস্তাত ! গন্ধর্ব্বাশ্চ সদাহনঘ ! ।

তস্ম বীরস্ম চরিতং গায়ন্তো রময়ন্তি মাম্ ॥৫৩॥

অয়ঞ্চ মার্গো মর্ত্যানাংগম্যঃ কুরুনন্দন ! ।

ততোহহং রুদ্ধবান্ মার্গং তবেমং দেবসেবিতম্ ॥৫৪॥

ত্বামনেন পথা যাস্তং যক্ষো বা রাক্ষসোহপি বা ।

ধ্বংয়েদ্বা শপেদ্বাপি মা কশ্চিদিতি ভারত ! ॥৫৫॥ (যুগ্মকম্)

দিব্যো দেবপথো হ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ ।

যদর্থমাগতশ্চাসি তৎ সরোহভ্যর্গ এব হি ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি
তীর্থযাত্রায়াং হনুমদ্রৌমসংবাদে দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

রামরাজ্যকালকথনেনাস্তন আয়ুঃ পরিমাণং হৃচয়তি—দশেতি । কারিতবানিতি স্বার্থে ইন্
আর্থঃ ॥৫২॥

অত্র কেন ভাবেন কালং নয়সীত্যাহ—তদ্বিতি । হে তাত ! বৎস ! । তস্ম রামস্ম ॥৫৩॥

যুগ্মকেন মার্গরোধহেতুমাহ—অয়মিতি । মর্ত্যানাং মানুষাণাম্ । ধ্বংয়েদতিভবেৎ ॥৫৪—৫৫॥

ভারতভাবদীপঃ

১৪৫—৪৭। অযোধ্যাং যোক্শুমশক্যাম্ ১৪৮—৫১। কারিতবান্ কৃতবান্, স্বার্থে গিচ্, স্বভবনং
বৈকুণ্ঠম্ ১৫২—৫৫।

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২২॥

* রামচন্দ্র দশ সহস্র বৎসর এবং আরও একসহস্র বৎসর (এগার হাজার বৎসর)
রাজ্য করিয়াছিলেন ; তাহার পর তিনি আপন বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিয়াছেন ॥৫২॥

বৎস ! নিষ্পাপ ! অপ্সরোগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা এইখানে আসিয়া সেই
বারের চঙ্গিবিষয়ে গান করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়া থাকে ॥৫৩॥

• ভারতবংশীয় কুরুনন্দন । এই পথটা মানুষের অগম্য ; বিশেষতঃ তুমি এই পথ
দিয়া ঘাইবার সময়ে কোন যক্ষ বা রাক্ষস তোমাকে অভিভূত না করে বা
অভিসম্পাত না দেয়, এই জ্ঞানই আমি দেবসেবিত তোমার এই পথ রোধ
করিয়াছিলাম ॥৫৪—৫৫॥

(৫৫) প্রথমার্দ্ধঃ বা ব কা পি নাস্তি । (৫৬)...অসি অতএব সরস্চ তৎ—বা ব কা নি ।

* ‘...অষ্টদ্বাবিংশত্যাধিকঃ...’—বা ব কা, ‘...উনপঞ্চাশত্যাধিকঃ...’—পি, ‘...পঞ্চাশত্যাধিকঃ...’
—নি ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তো মহাবাহুভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ।

প্রণিপত্য ততঃ প্রীত্যা ভ্রাতরং হৃষ্টমানসঃ ॥১॥

উবাচ শ্লক্ষ্ময়া বাচা হনুমন্তং কপীশ্বরম্ ।

ময়া ধন্যতরো নাস্তি যদার্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

অনুগ্রহো মে হুমহাংস্তৃপ্তিচ্চ তব দর্শনাৎ ।

একস্ত কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াগার্য্য ! প্রিয়ং মম ॥৩॥

যন্তে তদাসীৎ প্লবতঃ সাগরং মকরালয়ম্ ।

রূপমপ্রতিমং বীর ! তদিচ্ছামি নিরীক্ষিতুম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিত্য ইতি । দ্বিত্য উক্তমঃ । অভ্যর্শে আসন্নো দেশে বর্ততে ॥৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

এবমিতি । উক্তো হনুমতা । শ্লক্ষ্ময়া কোমলয়া । ময়া তুল্য ইতি শেষঃ ॥১—২॥

অনুগ্রহ ইতি । তৃপ্তিচ্চ হুমহতীত্যর্থঃ । প্রিয়ং প্রীতিকরং কার্য্যম্ ॥৩॥

এটা উত্তম দেবপথ ; সুতরাং এ পথে মনুষ্যেরা গমন করিতে পারে না । (সে বাহা হউক) তুমি যে জন্ত আসিয়াছ, সে সরোবর নিকটেই আছে” ॥৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হনুমান্ এইরূপ বলিলে, মহাবাহু, প্রতাপশালী ও হৃষ্টচিত্ত ভীমসেন প্রণিপাত করিয়া কোমল বাক্যে বানরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হনুমান্কে বলিলেন—“আমার তুল্য মহাজন্ত লোক আর নাই ; যেহেতু আমি আপনাকে দেখিতে পাইলাম ॥২—২॥

আর্য্য ! আপনি দর্শন দান করিয়া আমার প্রতি অতি গুরুতর অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমারও অতি গুরুতর তৃপ্তি জন্মিয়াছে । এখন আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি আমার একটা প্রিয়কার্য্য করেন ॥৩॥

(৩)....এবম্ কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াগার্য্যং প্রিয়মাঙ্গনঃ—বা ব কা, ...এতস্ত কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াগার্য্যং প্রিয়ং মম—নি ।

এবং তুষ্কৌ ভবিষ্যামি শ্রদ্ধাস্থামি চ তে বচঃ ।
 এবমুক্তঃ স তেজস্বী প্রহস্য হরিরব্রবীৎ ॥৫॥
 ন তচ্ছক্যং ত্বয়া দ্রষ্টুং রূপং নাত্মেন কেনচিৎ ।
 কালাবস্থা তদা হৃদ্যা ন সা বর্ততি সাম্প্রতম্ ॥৬॥
 অগ্ন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রুতায়াং দ্বাপরেহপরঃ ।
 অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাগ তদ্রূপমস্তি মে ॥৭॥
 ভূমির্নগো নগাঃ শৈলাঃ সিদ্ধা দেবা মহর্ষয়ঃ ।
 কালং সমনুবর্তন্তে যথা ভাবা যুগে যুগে ॥৮॥
 কালং কালং সমাসাগ্র নরাণাং নরপুঙ্গব ! ।
 বলবয়্য' প্রভাবা হি প্রহীয়ন্ত্যদ্রুবন্তি চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদ্বিতি । প্রবতো বৈহায়ন্তা গত্যা লজ্জয়তঃ । অপ্রতিমং নিরূপমম্ ॥৪॥

এবমিতি : এবং সতি । শ্রদ্ধাস্থামি বিশ্বসিদ্ধামি । হরিরব্রবীৎ হনুমান্ ॥৫॥

নেতি । অন্তা বৃহদাক্রতিযোগ্যা । বর্ততি বর্ততে ॥৬॥

অগ্ন ইতি । গলে বদ্ধা গৌরিত্যাদিবৎ কৃতযুগে কাল ইত্যাদাবাধাধায়েতাব উপপত্ততে
 অবয়বে অবয়বিসম্বন্ধীকারাৎ । প্রধ্বংসনো ধ্বংহাসকরঃ ॥৭॥

ভূমিরিতি । নগা বৃক্ষাঃ । কালং সমনুবর্তন্তে কালানুসারেণ পূর্ববিলক্ষণা ভবন্তি । ভাবা
 বাল্যকৌমার্যাবস্থাঃ । মমাপি তথৈব দেহবৈলক্ষণ্য জাতমিতি ভাবঃ ॥৮॥

বৌর ! মকরালয় সমুদ্র লজ্জন করিবার সময়ে আপনার যে রূপ ছিল, এখন
 সেই অসাধারণ রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥৪॥

ইহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব এবং আপনার বাক্য বিশ্বাস করিব ।” ভৌম
 এইরূপ বলিলে, তেজস্বী হনুমান্ হাস্য করিয়া বলিলেন— ॥৫॥

“ভৌম ! তুমি বা অগ্ন কোন ব্যক্তিই আমার সে রূপ এখন দেখিতে সমর্থ নহ ।
 কারণ, তখন কালের অবস্থা অগ্নপ্রকার ছিল, এখন তাহা নাই ॥৬॥

সত্যযুগে একপ্রকার কাল, ত্রেতাযুগে অগ্নপ্রকার কাল ; আর এই দ্বাপরযুগে
 ধ্বংহাসজনক অগ্নপ্রকার কাল চলিতেছে ; সুতরাং এখন আমার সেপ্রকার রূপ
 হইতে পারে না ॥৭॥

দেহের অবস্থা যেমন কালের অনুগামী হয় (দেহ যেমন কাল অনুসারে বাল্য ও
 কৌমারপ্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়), তেমন যুগে যুগে ভূমি, নদী, বৃক্ষ, পর্বত, সিদ্ধ,
 দেবতা ও মহর্ষিরা কালের অনুগামী হন (কাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন
 প্রকার হন) ॥৮॥

(৩) পূর্বাঙ্ক বা ব কা পি নাস্তি ।

বন-১৫৬ (৮)

তদাং তব তদ্রূপং দ্রষ্টুং কুরুকুলোদ্বহ ! ।

যুগং সমনুবর্তামি কালো হি ছরতিক্রমঃ ॥১০॥

ভীম উবাচ । ৭

যুগসংখ্যাং সমাচক্ষু আচারঞ্চ যুগে যুগে ।

ধর্ম্যকামার্থভাবাংশ্চ কর্ম্ম বীৰ্য্যং ভবাভবৌ ॥১১॥

হনুমানুবাচ ।

কৃতং নাম যুগং তাত ! যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।

কৃতমেব ন কর্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে ॥১২॥

ন তত্র ধর্ম্মাঃ সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ ।

ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কালমিতি । কালং কালং বিভিন্নং কালম্ । বর্ষ বপুঃ । প্রহীয়ন্তি ক্ষীয়ন্তে ॥১০॥

তদ্বিতি । অলমিতি ব্যরণে । যুগং সমনুবর্তামি যুগানুসারেণ ধর্ম্মোজাত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

যুগেতি । ভাবঃ অবস্থা, কর্ম্ম বৃত্তিঃ, বীৰ্য্যং বলম্, ভবাভবৌ উৎপাদনবিনাশৌ ॥১১॥

সত্যযুগাবস্থায়াং—কৃতমিতি । সনাতনো নিত্যস্থিতঃ । কৃতমেব ধর্ম্ম্যং কর্ম্ম, ন কর্তব্যম্
অবশেষাভাবাৎ ॥১২॥

নেতি । সীদন্তি অবহীয়ন্তে স্ম, ক্ষীয়ন্তে অকালমৃত্যুনা । গুণতামপ্রাধান্তম্ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৪॥ হরিবানরঃ ॥৫—৮॥ ‘বর্ষ’ শরীরম্ ॥১০—১০॥ ভাবান্ ভবানি, কর্ম্ম
কৃত্যভ্যম্, বীৰ্য্যং কলোদয়পর্য্যন্তং শক্তিঃ, ভবাভবাবুৎপত্তিবিনাশৌ ঐশ্বৰ্য্যানৈশ্বৰ্য্যে বা ॥১১॥
কৃতমেব সর্ব্বৈ কৃতকৃত্যা এবৈত্যর্থঃ, তত এব হেতোঃ কৃতযুগং নাম ॥১২॥ গুণতাং মুখ্যমপ্য-

নরশ্রেষ্ঠ ! ভিন্ন ভিন্ন কাল অনুসারে মানুষের বল, শরীর ও প্রভাব ক্ষয়ও পায়,
এবং বৃদ্ধিও পায় ॥২॥

অতএব কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার সেরূপ দেখিতে চাহিও না । কারণ,
আমিও যুগের অনুসরণ করিতেছি । যেহেতু কালের অতিক্রম করা ছকর” ॥১৩॥

ভীম বলিলেন—“আর্য্য ! আপনি—যুগের সংখ্যা (কয়টা যুগ তাহা) এবং ভিন্ন
ভিন্ন যুগের আচার, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, অবস্থা, কর্ম্ম, বল, উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয়
বলুন” ॥১১॥

হনুমান্ বলিলেন—“বৎস ! প্রথম সত্যযুগ । যে যুগে ধর্ম্ম সনাতন (সর্ব্বদা
নিষ্ঠ) ছিল, সেই যুগশ্রেষ্ঠের সময়ে মানুষ ধর্ম্মকার্য্য করিয়াই কেলিত ; কিন্তু কর্তব্য
বলিয়া অবশিষ্ট রাখিত না ॥১২॥

(১০) বিতীরাঙ্ক বা ব কা নাতি । ৭ ভীমেন উবাচ—বা ব কা ।

দেবদানবগন্ধৰ্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।

নাসন্ কৃতযুগে তাত ! তদা ন ক্রয়বিক্রয়ঃ ॥১৪॥

ন সাম ঋগ্ যজুর্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসৌচ মানবী ।

অভিধ্যায় ফলং তত্র ধর্ম্যঃ সন্ন্যাস এব চ ॥১৫॥

ন তস্মিন্ যুগসংসর্গে ব্যাধয়ো নেদ্রিয়ক্ষয়ঃ ।

নাসূয়া নাপি রুদিতং ন দর্পো নাপি বৈকৃতম্ ॥১৬॥

ন বিগ্রহঃ কুতস্তম্ভা ন দ্বেষো ন চ পৈশুনম্ ।

ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চেষ্যা ন চ মৎসরঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । নাসন্, পরম্পরং বিভিন্না ইতি শেষঃ, সর্বেষামেবৈকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ, ক্রয়বিক্রয়শ্চ নাসীৎ, সঙ্কলমাত্রেণৈব তত্তৎফলসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥১৪॥

নেতি ! তত্র কৃতযুগে, সাম ঋক্ যজুর্নাসীৎ বেদভেদো নাসীদিত্যর্থঃ, দ্বাপর এব ষৈপায়নেন তত্ত্ব করণাৎ “বাদধাদযজ্ঞসম্বৃত্যৈ বেদমেকং চতুर्वিধম্” ইতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনাৎ । ব্রাহ্মণাদয়ো বিভিন্না বর্ণা নাসন্ । মানবী মানবসম্বন্ধিনী, ক্রিয়া বীজবপনাদিরূপা নাসীৎ । তর্হি কথং ভোজনাदिनिष्पত্তিরাসীদিত্যাহ—অতীতি । মানবা অভিধ্যায় সঙ্কল্লাব ফলং ক্রয়বিক্রয়বীজ-বপনাদিফলম্ অন্নাদিকম্ অলভন্তেতি শেষঃ । সন্ন্যাসস্ত্যাগ এব চ ধর্ম্ম আসীৎ ॥১৫॥

নেতি । যুগশ্চ সত্যযুগশ্চ সংসর্গে সম্বন্ধে সতি । বৈকৃতং পরপ্রতারণাদিবিকারঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মুখ্যতাং গতম্ ॥১৩—১৪॥ ন সামেতি । ত্রয়ীধর্ম্মশ্চ চিত্তসুখার্থাস্ত্যক্তাশ্চ তদানীং স্বভাব-সিদ্ধস্য সামাদীভ্যাসন্, মানবী ক্রিয়া কৃষাচ্চারম্ভরূপা কিন্তু অবিধ্যায় ফলং সঙ্কল্লাদেব সর্বং সম্পাদ্যত ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ বৈকৃতং কপটম্ ॥১৬॥ বিগ্রহো বৈরম্, তস্ত্রা আলম্ভম্, দ্বেষঃ পরানিষ্ট-

তখন ধর্ম্ম ক্ষয় পায় নাই, লোকক্ষয়ও হয় নাই । সেই জন্তই তাহার নাম ছিল—‘সত্যযুগ’ । কালক্রমে সে যুগও অপ্রধান (নিকৃষ্ট) হইয়াছিল ॥১৩॥

১৪। সত্যযুগে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগপ্রভৃতি পরম্পর বিভিন্ন ছিলেন না, কিংবা তখন ক্রয়-বিক্রয় হইত না ॥১৪॥

তখন সাম, ঋক্ ও যজু এইরূপ বেদবিভাগ ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ছিল না এবং মানুষের বীজবপনপ্রভৃতি কার্য্য ছিল না ; কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিবামাত্রই ক্রয়-বিক্রয়প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ফল লাভ করিত ; আর সেই সময়ে কেবল সন্ন্যাসই ধর্ম্ম ছিল ॥১৫॥

সেই সত্যযুগ আরম্ভ হইলে মানুষের রোগ, ইন্দ্রিয়নাশ, অনূয়া, রোদন, দর্প ও বিকার ছিল না ॥১৬॥

ততঃ পরমকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা ।

আত্মা চ সর্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা ॥১৮॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ ।

কৃতে যুগে সম্ভবন্ স্বকৰ্ম্মনিরতাঃ প্রজাঃ ॥১৯॥

সমাপ্রমং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্ ।

তদা হি সমকৰ্ম্মাণো বর্ণা ধৰ্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি বিগ্রহঃ কলহঃ, তস্ত্রা আলম্ভম্, পৈত্তনং খলতা, মৎসরঃ পরশ্রীকাতরতা ॥১৭॥

তত ইতি । ততস্তত্র, যৎ পরমকং ব্রহ্ম, দৈব যোগিনাং পরা গতির্যসৌ, সৰ্ব্ব এব ব্রহ্মনিষ্ঠা আসন্নিতার্থঃ । কিঞ্চ তদা সর্বভূতানাং আত্মা নারায়ণঃ, শুক্লঃ শুক্লবর্ণ আসীৎ, “শুক্লো ব্রহ্মস্বত্বা পীত ইদানীং কৃষ্ণত্বাং গতঃ” ইতি বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ ॥১৮॥

অথ যদি কৃতযুগে এক এব বর্ষ আসীতদা ব্রাহ্মণাদিবর্ণভেদঃ কদেত্যাহ—ব্রাহ্মণা ইতি । কৃতানি সমাজরাজ্যাদিবিধাবিধানার্থং গুণকৰ্ম্মাহুনায়েণ ভগবতৈব পরং নিষ্পাদিতানি লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপাণি যেবাং তে, “চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ” ইতি গীতায়্যং বক্ষ্যমাণত্বাৎ । স্বকৰ্ম্মাণি চ পরজ্ঞানক্যাতি ॥১৯॥

নবৈকবর্ণাঙ্গদীভূতে কৃতযুগপ্রথমসময়ে কিংবিধমাসীন্নানববৃদ্ধমিত্যাহ—সমেতি । সম এবাপ্রমো যন্ত তৎ, সম এবাচারো যন্ত তৎ, সমমেব জ্ঞানং পরম্পরং প্রীতি পরম্পরস্ত

ভারতভাবদীপঃ

চিন্তনম্, পৈত্তনং তস্ত্রাষণম্, ঈর্ষ্যা অক্ষমা, মৎসরঃ পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুত্বম্ ॥১৭॥ ততোহস্থ্যাদিত্যাগাৎ পরমকং পরমানন্দাশ্রয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্যত ইতি শেষঃ । গতিঃ প্রাপ্যম্, আশ্রয়িত্বৈভবরক্তপীতকৃষ্ণরূপাণি ক্রমেণ কৃতাদিষু ভবন্তীতি । “কৃতে নারায়ণঃ শুক্লঃ” ইত্যুক্তম্ ॥১৮॥ কৃতলক্ষণাঃ—কৃতানি স্বতঃসিদ্ধানি লক্ষণানি শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি যেবাং তে ॥১৯॥ শমঃ ব্রহ্ম তদেব আশ্রয়াদির্ভূত তত্ত্বা ব্রহ্মৈব ফলপ্রাপ্তয়ে ভ্রয়েৎ । তৎপ্রাপ্যার্থ এব আচারো যন্ত । তত্শৈব চ জ্ঞানং কেবলং নিরূপাধিবিষয়ম্ । ব্রহ্মৈব কৰ্ম্মাণি গত্যাগত্যাদীনি যেবাং তে

এবং কলহ, আলম্ভ, বিদ্বেষ, খলতা, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষ্যা বা পরশ্রীকাতরতা ছিল না ॥১৭॥

যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই সে সময়ে যোগিগণের পরম গতি ছিলেন এবং শ্রোগিগণের আত্মা নারায়ণ তখন শুক্লবর্ণ ছিলেন ॥১৮॥

সেই সত্যযুগেই (কিছু কাল অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণই গুণ ও কৰ্ম্ম অহুসারে মানুষগণকে) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে বিভক্ত করেন ; তখন তাঁহারা সকলেই আপন আপন কৰ্ম্মে নিরত ছিলেন ॥১৯॥

একদেবসমায়ুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ ।

পৃথগ্ধৰ্ম্মাস্ত্বেকবেদা ধৰ্ম্মমেকমনুভ্রতাঃ ॥২১॥

চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন কৰ্ম্মণা কালযোগিনা ।

অকামফলসংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

সদৃশ এব বোধো যন্ত তচ্চ, কেবলমেকম্ একবিধমেব মানববৃন্দমাসীদিত্যর্থঃ, “কেবলশ্চৈককৃত্যংস্রয়োঃ” ইতি বিধঃ । হি যস্মাৎ, তদা কৃতযুগপ্রথমসময়ে, বর্ণাঃ পরত্র পৃথক্ পৃথক্ সন্তবিশ্রুন্ত্যো মানবশ্ৰেণয়ঃ, সমকৰ্ম্মণঃ সন্ত এব ধৰ্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥২০॥

অথ তদানীমুপাস্তদেবভেদোহপি কিং নাসীদিত্যাহ—একেতি । একম্বিন্ দেবে পরব্রহ্মণোব সমায়ুক্তা আসক্তাঃ, একা একবিধা এব মন্ত্রবিধিক্রিয়া যেষাং তে তথাবিধাশ্চ মানবা আসন্ । কিঞ্চ বর্ণবিভাগাৎ পরং ব্রাহ্মণাদিভেদেন পৃথগ্ধৰ্ম্মা অপি মানবাঃ, এক এব বেদো যেষাং তে তাদৃশা আসন্, বেদবিভাগস্ত ঘাপরে করণাদিত্যাশয়ঃ; তথা একং কেবলং ধৰ্ম্মমেব অনুভ্রতা আশ্রিতা অভবন্, ন পুনঃ কৃত্বাদিহ্যাপৃতা ইতি ভাবঃ ॥২১॥

অথ বর্ণবিভাগাৎ পরং ধৰ্ম্মঃ কিংবিধ আসীদিত্যাহ—চাতুরিতি । চত্বার আশ্রমা ইতি চাতুরাশ্রমাং চাতুৰ্বর্ণ্যাদিবং স্বার্থে যন্ । চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমচতুষ্টয়সম্বন্ধিনা, কাল-যোগিনা “দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদান্ত্যাসৌ বিধীয়তে” ইতি দক্ষাহ্যক্তদিনদ্বিতীয়ভাগাদিকাল-সম্বন্ধিনা, কৰ্ম্মণা স্বাধ্যায়াদিনা, কামফলানি স্বর্গাদীনি তেষাং সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ন কামফলসংযোগঃ অকামফলসংযোগস্তস্মাৎ ফলাভিসম্ভাবনাভাবেন স্বর্গাদিফলসম্বন্ধাভাবাদিত্যর্থঃ, পরাং গতিম্ মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি; নিকামকৰ্ম্মণো মুক্তিরূপকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

“অহমগ্নিরহং হতম্” ইত্যাদিবিচনাৎ ॥২০॥ একো দেবঃ প্রত্যগাত্মা তত্রৈব সদা যুক্তা যোগবন্তঃ । একো মন্ত্রঃ প্রণবঃ । একো বিধির্বেদান্তপ্রবণাদিঃ । ক্রিয়া ধ্যানাদিঃ । এক এব তত্ত্ব-প্রতিপাদকে বেদো যেষাং সর্বেহপি জ্ঞাননিষ্ঠা এব ন তু কেবলকৰ্ম্মঠা বাসনিনো বা ॥২॥ কালো দৰ্শাদিস্তদযুক্তেন কৰ্ম্মণা কামফলেনেচ্ছিতফলেন জ্ঞাদিনা স্বর্গাদিনা বা সংযোগস্তদ-

তাহার পূর্বে সকল মানুষেরই একপ্রকার আশ্রম, একপ্রকার আচার এবং পরম্পরের প্রতি পরম্পরের একপ্রকার জ্ঞান ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের বর্ণবিভাগ হইলেও পূর্বে তাহারা একপ্রকার কৰ্ম্ম করিয়াই ধৰ্ম্ম লাভ করিত ॥২০॥

• আর, তখন তাহাদের একমাত্র দেবতা এবং একপ্রকার মন্ত্র, বিধি ও ক্রিয়া ছিল । পরে পৃথক্ পৃথক্ ধৰ্ম্মাবলম্বী হইলেও মনুযুগণের বেদ একই ছিল এবং তাহারা কেবল ধৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিত ॥২১॥

এক (বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ হইয়া গেলে পর) মানুষেরা ফলের কামনা না

আত্মযোগসমায়ুক্তো ধর্মোহয়ং কৃতলক্ষণঃ ।

কৃতে যুগে চতুষ্পাদচাতুর্বর্ণ্যস্ত শাস্ততঃ ॥২৩॥

কামঃ কাময়মানেষু ব্রাহ্মণেষু তিরোহিতঃ ।

এতৎ কৃতযুগং নাম ত্রৈগুণ্যপরিবর্জিতম্ ॥২৪॥

ত্রৈতামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন্ সত্রং প্রবর্ততে ।

পাদেন হ্রসতে ধর্মো রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নহু স্বাধ্যায়াদিকর্মযাজ্ঞমেব কিং তদানীং প্রধানমাসীদিত্যাহ—আত্মোক্তি । কৃতে সত্যে যুগে, চাতুর্বর্ণ্যস্ত চতুর্ণামেব বর্ণানাম, অয়ং প্রস্তুতো ধর্মঃ, আত্মনঃ পরব্রহ্মণো যোগো ধ্যানং তেন সমায়ুক্তঃ প্রাধাত্তেনাশ্রিতঃ, কৃতলক্ষণো হিরণ্যগর্ভাদিবিহিতনিয়মঃ, শাস্ততঃ সদাভ্যাসঃ, চতুষ্পাদঃ কলয়াপি ন নূন ইত্যর্থঃ, আসীৎ ॥২৩॥

অথ তদানীং কাম এব কিং নাসীদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং কৃতযুগাবস্থা বর্ণনম্প্রসংহরন্ত্যাহ—কাম ইতি । কাময়মানেষু ভৌতিকপ্রভৃতিবৈচিত্র্যাত্মংপশ্চমানকামেষুপি, ব্রাহ্মণেষু ব্রহ্মনিষ্ঠেষু চতুষ্টে বর্ণেষু, কামঃ অকচন্দনবনিতাদিভোগাভিলাষঃ, তিরোহিতঃ গুরুপদশািনা বিলীনোহভূৎ । ত্রৈগুণ্যং প্রকৃতিস্ত্রেদমিতি ত্রৈগুণ্যং প্রাকৃতো ভাবঃ তেন পরিবর্জিতং সর্বথা বিহীনম্, প্রাধাত্তেন সত্বাদিত্রৈগুণ্যবিহীন চিন্মাত্রপরং বা এতৎ কৃতযুগং সত্যযুগং নাম ॥২৪॥

ত্রৈতাময়ুগাবস্থা বর্ণয়তি—ত্রৈতামিতি । সত্রং যজ্ঞঃ, প্রবর্ততে আরম্ভঃ ভবতি, তদানীমেব যজ্ঞবিধায়কবেদপরিগ্রহাদিভি ভাবঃ । হ্রসতে ক্ষীণো ভবতি । রক্ততাং লোহিতবর্ণতাম্ । অচ্যুতো বিষ্ণুঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাবাৎ ॥২২॥ আত্মনি ব্রহ্মণি যোগ ইত্যং তেন সমায়ুক্তোহয়ং ধর্মো যোগাখ্যঃ কৃতলক্ষণঃ কৃতযুগস্থচকঃ । যদৈব যত্রৈব পুংসি ঈদৃশর্মে বর্ততে তদৈব কৃতযুগমিত্যর্থঃ । চতুষ্পাদো-
হবিকলঃ ॥২৩॥ ত্রৈগুণ্যং প্রকৃতিপ্রকাশমোহাদ্বাকরজঃসত্ত্বতমসাং সমাহারস্তেন বর্জিতং সত্রং

করিত্য চারিটা আত্মমবিহিত এবং সেই সেই কালবিহিত কর্মদ্বারা পরম গতিলাভ করিত ॥২২॥

আর, সেই সত্যযুগে শাস্ত্রবিহিত এই ধর্মের মধ্যে ব্রহ্মধ্যানই প্রধান ছিল এবং চারি বর্ণেরই এই ধর্ম সর্বদাই চতুষ্পাদ (পূর্ণ) থাকিত ॥২৩॥

এক তখন ব্রহ্মপরায়ণ মানুষগণের মনে কামের উদয় হইলেও সে কাম গুরু উপদেশে তিরোহিত হইয়া যাইত এবং কোন প্রাকৃতিক ভাব (রাগ-দ্বेषাদি) উপস্থিত হইত না । এইরূপই সত্যযুগ ছিল ॥২৪॥

সত্যপ্রবৃত্তাশ্চ নরাঃ ক্রিয়াধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ।

ততো যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে ধৰ্ম্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ।

ত্রৈতায়াং ভাবসঙ্কল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥২৬॥

প্রচলন্তি ন বৈ ধৰ্ম্মান্তপোদানপরায়ণাঃ ।

স্বধৰ্ম্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তো নরাস্ত্রেতাযুগেহভবন্ ॥২৭॥

ষাপরে চ যুগে ধৰ্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ততে ।

বিষ্ণুর্বে পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা বেদ এব চ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

সত্যোক্তি । কিঞ্চ সত্বাশ্রয়াং সত্যপ্রবৃত্তা নরাঃ, ক্রিয়া যজ্ঞনাদিরূপা তন্নিপাত্তো ধৰ্ম্মঃ ক্রিয়া-
ধৰ্ম্মভূতপরায়ণাঃ সজ্ঞাতাঃ । সত্যে সন্ন্যাসনিপাত্তো ধৰ্ম্মঃ, ইহ তু যজ্ঞনাদিনিপাত্ত ইতি বিশেষঃ ।
ততো যজ্ঞা বহুবচনান্নানাবিধাঃ প্রবর্তন্তে । পূৰ্ব্বং সত্রমিত্যেকবচনাদেকবিধমাত্রযজ্ঞপ্রবৃত্তিরিত্য-
পোনরুক্তম্ । ধৰ্ম্মা ধৰ্ম্মার্থাঃ, বিবিধা বর্ণভেদান্নানাপ্রকারাঃ, ক্রিয়া যাজন-পালন-বাণিজ্যসেবাদয়ঃ
প্রবর্তন্তে । সত্যে সত্যসঙ্কল্পাঃ সঙ্কল্পমাত্রেনৈব সৰ্ব্বৈ ফলভাজ আসন্, ইহ তু ত্রৈতায়াং ভাবে
যোগশক্তিসত্তায়ামেব সঙ্কল্পঃ ফলোপধায়কো যেবাং তে, যোগশক্তিবলাদেব সঙ্কল্পেন ফলভাজ
ইত্যর্থঃ । অতএব ক্রিয়া বীজবপনাদিরূপা দানঞ্চ তাভ্যাং ফলং ষাষ্ট্যাদিরূপং স্বর্গাদিরূপঞ্চ
উপগচ্ছন্তি লভন্ত ইতি তে । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

শ্রেতি । ত্রেতাযুগে, তপোদানপরায়ণা নরাঃ, ধৰ্ম্মাং, ন প্রচলন্তি ন ব্রহ্মন্তি ; তথা স্বধৰ্ম্মস্থাঃ
ক্রিয়াবন্তঃ যজ্ঞনপালনবাণিজ্যসেবাদিমন্ত্যভাবন্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞক্রিয়া ব্রহ্মোমিশ্রিত্যাং ॥২৪—২৫॥ সত্যোতেনৈব প্রবৃত্তাঃ । ভাবসঙ্কল্পাঃ ভাবো ভাবনা ক্রিয়া,
অহমেনে কৰ্ম্মণা ইদং ফলমেনে প্রকারেণ করিত্বামীতোবৎরূপা, তদ্বিষয় এব সঙ্কল্পো যেবাং
অতএব ক্রিয়াদিভিঃ ফলোপগাঃ ফলভূক্তো ন তু কৃতবৎ সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ ॥২৬—২৭॥ দ্বিভাগোনঃ
পাদদ্বয়হীনঃ, চতুর্দ্ধা বেদঃ কৃতঃ কৃত্বন্তৈকেন ধারয়িতুমশক্যত্যাং ॥২৮॥ অনূচঃ ঋগ্‌মাজ্জৈগোপি

ভীম । তুমি ত্রেতাযুগের বিষয়ও শ্রবণ কর ; যে যুগে প্রথম যজ্ঞ আরম্ভ
হইয়াছিল, ধৰ্ম্ম একপাদ হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিষ্ণু রক্তবর্ণ হইয়াছিলেন ॥২৫॥

আর ত্রেতাযুগে মানুষেরা সাধ্বিক ছিল বলিয়া সত্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া
ক্রিয়ানিপাত্ত ধৰ্ম্মে ব্যাপ্ত ছিল ; ক্রমে নানাবিধ যজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছিল,
ধৰ্ম্মের জন্ত নানাবিধ কার্যের অনুষ্ঠান হইত এবং যৌগিক ক্ষমতা থাকিলেই মানুষ
কেবল সঙ্কল্পদ্বারা ফলসিদ্ধি করিতে পারিত, তন্নিম্ন লোকেরা ক্রিয়া ও দানাদি দ্বারা
ফল পাইত ॥২৬॥

এক ত্রেতাযুগে তপস্তাপরায়ণ ও দানপরায়ণ মানুষেরা ধৰ্ম্ম হইতে বিচলিত
হইত না এক আপন আপন ধৰ্ম্মে থাকিয়া ক্রিয়াশীল ছিল ॥২৭॥

ତତୋହନ୍ତେ ଚ ଚତୁର୍ବେଦାନ୍ତ୍ରୀବେଦାଂଚ ତଥା ପରେ ।
 ଦ୍ଵିବେଦାଂଚକବେଦାଂଚାପ୍ୟନୁଚଂଚ ତଥାହପରେ ॥୨୯॥
 ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଭିକ୍ଷେଷୁ ବହୁଧା ନୀୟତେ କ୍ରିୟା ।
 ତପୋଦାନପ୍ରବୃତ୍ତା ଚ ରାଜସୀ ଭବତି ପ୍ରଜା ॥୩୦॥
 ଏକସ୍ତ ବେଦଞ୍ଜାନାନ୍ବେଦାନ୍ତେ ବହବଃ କୃତାଃ ।
 ସବ୍ଵସ୍ତ ଚେହ ବିଭ୍ରଂଶାଂ ସତ୍ୟେ କଞ୍ଚିଦବସ୍ଥିତଃ ॥୩୧॥

ଭାରତକୋମୁଦୀ

ହାପରସ୍ତୁଗାବହାମାହ — ହାପର ଇତି । ହାତ୍ୟାଂ ଡାଗାହାୟନୋ ଦ୍ଵିଭାଗେନଃ ଅର୍ହମାତ୍ର ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ।
 ମୀତତାଂ ମୀତବର୍ଣ୍ଣସ୍ତମ୍ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ସାମ ଋଗ୍ଯଜୁର୍ବର୍ଷସ୍ତେଦୋକ୍ତତୁଷ୍ଟକାରଃ । ହାପର ଏବ ଦୈପାୟନେନ ବେଦ-
 ବିଭାଗକରଣାଦିତି ଭାବଃ । ତତ୍ତ୍ଵ ଶ୍ରୀମହାଗବତେ ଡ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମ୍ ॥୨୮॥

ତତ ଇତି । ଅନ୍ତେ କିୟନ୍ତୋ ଦ୍ଵିଭାଗତଃ, ଚତ୍ଵାରୋ ବେଦା ଯେଷୁ ତେ ଚତୁର ଏବ ବେଦାନ୍ ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଃ ।
 ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର । ଅନୁଚ ଶ୍ଵକ୍ଷୁତ୍ତାଃ ସର୍ବଥେବ ବେଦଜ୍ଞାନହୀନା ଇତି ତାଂପର୍ଯ୍ୟମ୍ ॥୨୯॥

ଏବମିତି । ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ବେଦେଷୁ, ଭିକ୍ଷେଷୁ ଭିକ୍ଷିତବ୍ୟାକ୍ତିନିଷ୍ଠେଷୁ ସଂସ୍ପୃକ୍ତ, କ୍ରିୟା ଯଜ୍ଞାଦିକା, ବହୁଧା
 ନୀୟତେ ପ୍ରମୀୟତେ ନୌକେଃ କ୍ରିୟତେ, ବ୍ୟକ୍ତିଭେଦେନ ଯତେଦାଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିଭେଦାଚ୍ଛେତି ଭାବଃ ॥୩୦॥

ଏକତ୍ଵେତି । ଏକସ୍ତ ଅଧଂଶୁ ବେଦସ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନାଂ ଶକ୍ତିହୀନେନ ଜ୍ଞାତୂମ୍ଭକ୍ୟାଂ । କୃତା
 ଦୈପାୟନେନ । ସବ୍ଵସ୍ତ ଗୁଣସ୍ତ । କଞ୍ଚିତ୍, ନ ପୁନଃସ୍ତେତାଂସାମିବ ସର୍ବ ଇତ୍ୟାମୟଃ ॥୩୧॥

ଭାରତଭାବଦୀପଃ

ହୀନା ଅତିମାନ୍ୟାଂ, ଯଦା ଚତୁର୍ବେଦା ଇତି ବେଦଜ୍ଞେୟାଂସ୍ତଂ କର୍ମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମାଦିକର୍ମାଦିର୍ବିଶେଷୋପନିବ-
 ହୃତଃ ଧ୍ୟାନକ୍ ସର୍ବେବ ବାହୁର୍ଭିଷ୍ଟିତି କର୍ମୋପାନ୍ତିସମ୍ବନ୍ଧ ଉକ୍ତଃ । ଦ୍ଵିବେଦା ଇତି କେବଳକର୍ମଣାଃ ।
 ଦ୍ଵିବେଦା ଇତି ସ୍ଵଶାଖୋକ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳନାଦି କର୍ମ ଧ୍ୟାନଃ ଚାହୁର୍ଭିଷ୍ଟିତି । ଏକବେଦା ଧ୍ୟାନେକନିଷ୍ଠାଃ ।
 “ଅନୁଚଃ କୃତକୃତ୍ୟାଃ ବିପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତୋ ନିଦିଧ୍ୟାସେଂ କିଂ ଧ୍ୟାନମବିପର୍ଯ୍ୟାସେ” ଇତ୍ୟୁକ୍ତେର୍ଥାନାଦପି ବିରକ୍ତାଃ

ତା’ର ପର ହାପରସ୍ତୁଗେ ଧର୍ମ ଦ୍ଵିପାଦନୁନ ହୁଅନ୍ତାଛେ, ବିଷ୍ଣୁ ମୀତବର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତାଛେନ ଏବଂ ବେଦ
 ଚତୁର୍ବିଧ ହୁଅନ୍ତାଛେ ॥୨୮॥

ତାହାତେ କେହ କେହ ଚତୁର୍ବେଦୀ, କେହ କେହ ଦ୍ଵିବେଦୀ, କେହ କେହ ଦ୍ଵିବେଦୀ, କେହ
 କେହ ଏକବେଦୀ ଏବଂ କେହ କେହ ଏକେବାରେଇ ବେଦବିହୀନ ହୁଅନ୍ତାଛେ ॥୨୯॥

ଏବଂ ଏହିଭାବେ ବେଦ ବିଭିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତାଛେ, ଯଜ୍ଞପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟଓ ବହୁଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ
 ହୁଅନ୍ତାଛେ; ଆର ଜନସାଧାରଣ ତପସ୍ତା ଓ ଦାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାକିଆଓ ରଜୋଗୁଣପ୍ରଧାନ
 ହୁଅନ୍ତା ପଢ଼ିଆଛେ ॥୩୦॥

ମାତ୍ରସ୍ତ ଅଧଂଶୁ ଏକ ବେଦ ଶିକ୍ଷା କରିତେ ସମର୍ଥ ହୁଅ ନା ବାଲିଆ ସେ ବେଦକେ ବହୁଭାଗେ
 ବିଭକ୍ତ କରା ହୁଅନ୍ତାଛେ ଏବଂ ସବୁଗୁଣ ହୁଅନ୍ତେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତାଛେ ବହୁ ଜନେର ମଧ୍ୟେ କୌନ ଏକ
 ଜନ ସତ୍ୟେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେଛେ ॥୩୧॥

সম্বাৎ প্রচ্যবমানানাং ব্যাধয়ো বহুবোহভবন্ ।
 কামাশ্চোপদ্রবাস্চৈব তদা বৈ দৈবকারিতাঃ ॥৩২॥
 যৈরদ্যমানাঃ স্তৃষ্ণং তপস্তপ্যন্তি মানবাঃ ।
 কামকামাঃ স্বর্গকামা যজ্ঞাস্তপন্তি চাপরে ॥৩৩॥
 এবং দ্বাপরমাসাগ্র প্রজাঃ ক্লীয়ন্ত্যধর্মতঃ ।
 পাদেনৈকেন কোন্তেয় ! ধর্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ ॥৩৪॥
 তামসং যুগমাসাগ্র কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ ।
 বেদাচার্য্যঃ প্রশাম্যন্তি ধর্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা ॥৩৫॥
 ঈত্যো ব্যাধয়স্তদ্রা দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথা ।
 উপদ্রবাস্চ বর্তন্তে আধয়ঃ ক্ষুদ্রয়ং তথা ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

সম্বাদিতি । সম্বাদগুণাৎ । ব্যাধয়োহভবন্, রক্ষসা কামক্রোধাত্মাবির্ভাবেন ধাতুর্বৈবম্যোপ-
 স্থিতেরিতি ভাবঃ । কামা বনিতাভোগান্তিনাথাঃ, উপদ্রবা উৎপাতাঃ ॥৩২॥

যৈরিতি । যৈরুপদ্রবৈঃ । তপস্তপ্যন্তি তপ্তিবারণায় । কাম্যস্ত ইতি কামা বনিতাদয়স্তান্
 কামরস্ত ইতি কামকামাঃ । তপন্তি বিস্তারেনাহুতিষ্ঠন্তি ॥৩৩॥

ইদানীং দ্বাপরযুগাবস্থা বর্ণনমুপসংহরন্ কলিযুগাবস্থামাহ—এবমিতি । ক্লীয়ন্তি ক্লীয়ন্তে । একেন
 পাদেন, পাদত্রয়ক্ষমাদিতি ভাবঃ । তৎপাদক্ষয়ন্ত ক্রমিক এব ॥৩৪॥

তামসমিতি । তামসং যুগং তমোগুণপ্রধানং কলিযুগম্ । কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ, কেশবো বিষ্ণুঃ ।
 প্রশাম্যন্তি প্রায়েণ নিবর্তন্তে । ধর্ম্যঃ সঙ্ঘাতেন্দনাদয়ঃ যজ্ঞাস্চ দর্শপৌর্ণমাসাদয়স্তেবাং ক্রিয়া
 অহুতানানি প্রশাম্যন্তি ॥৩৫॥

ঈতয় ইতি । ঈতয়ঃ—“অতিরুক্তিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মৃষিকাঃ খগাঃ । অত্যাসন্নাস্ত রাজানঃ

তা'র পর সম্বগুণভ্রষ্ট লোকদিগের বহুতর রোগ, কাম ও দৈবসম্পাদিত নানাবিধ
 উপদ্রব হইয়া আসিতেছে ॥৩২॥

যে সকল উপদ্রবে অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্ত মামুর্ষেরা
 তপস্তা করিতেছে এবং আর একজ্রোণীর লোকেরা অভীষ্ট বস্তু বা স্বর্গ কামনা করিয়া
 নানাবিধ যজ্ঞ করিতেছে ॥৩৩॥

কুস্তীনন্দন । এইরূপ দ্বাপরযুগে উপস্থিত হইয়া লোক সকল অধর্ম্মবশতঃ
 ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে । ইহার পর কলিযুগে ধর্ম্মের একপদমাত্র অবশিষ্ট
 থাকিবে ॥৩৪॥

ভগবান্ নারায়ণ সেই তমোগুণপ্রধান কলিযুগে উপনীত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবেন
 এক বেদবিহিত আচার, ধর্ম্মকার্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হইবে ॥৩৫॥

(৩২)...দৈবকারিতাঃ—পি । (৩৬)...আধয়ো ব্যাধয়স্তথা—শি নি ।

যুগেষাবর্তমানেষু ধর্মো ব্যাবর্ততে পুনঃ ।

ধর্মো ব্যাবর্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ততে পুনঃ ॥৩৭॥

লোকে ক্রীণে কয়ং যাস্তি ভাবা লোকপ্রবর্তকাঃ ।

যুগক্ষয়কৃতা ধর্ম্মাঃ প্রার্থনানি বিকূর্বতে ॥৩৮॥

এতৎ কলিযুগং নাম নচিরাৎ প্রতিপৎসতে ।

যুগানুবর্তনং হেতুৎ কূর্বন্তি চিরজীবিনঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

বড়েতা ঈতয়ঃ স্তভাঃ ।” ইতি রঘুবংশে মলিনাথস্তভাঃ । তত্র আলস্তানি । আধয়ঃ শোকাদিনা মনোবাধাঃ, ক্ষুভয়ঃ দুর্ভিক্ষাদিনা ক্ষুধাৰ্থোদ্যোগঃ ॥৩৬॥

যুগেষিতি । অবর্তমানেষু নিবর্তমানেষু নস্তৎস্মিতার্থঃ ধর্মো ধর্ম্মৈকৈকপাদঃ, ব্যাবর্ততে নস্ততি । তথা চ সত্যযুগনাশে ধর্ম্মৈকৈকপাদনাশঃ, ত্রেতানাশে ধর্ম্মস্ত্রিষাদনাশঃ, দ্বাপরনাশে চ ধর্ম্মস্ত্রিষাদনাশ ইত্যশয়ঃ । ধর্মো ধর্ম্মপাদে, ব্যাবর্তমানে নস্ততি সতি, লোকো ব্যাবর্ততে পরিবর্ততে ক্রমেণাপকৃষ্টেভাবো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥

লোক ইতি । লোকে পূর্ববর্ত্তিনি লোকস্বভাবে ক্রীণে সতি যুগক্ষয়ালোকস্বভাবপরিবর্তনে সতীত্যর্থঃ, যজ্ঞাদিষু লোকানাং প্রবর্তকাঃ, ভাবা অভিপ্রায়। অপি কয়ং যাস্তি । তথা যুগক্ষয়ে সতি কৃতা যুগক্ষয়কৃতাঃ, ধর্ম্মাঃ পূর্ববদেব ধর্ম্মকার্য্যাদি, প্রার্থাস্ত ইতি প্রার্থনানি প্রার্থিতবিষয়ান্, বিকূর্বতে বিপরীতীকূর্বন্তি । কৃতং শাস্তিকর্ম্মাপি বিপদমানয়তীতি ভাবঃ । যুগক্ষয়ে লোকক্ষয়-ভাবাদেক ব্যাখ্যা ॥৩৮॥

কলিযুগাবস্থাবর্ণনম্পন্দংহরতি এতদ্বিতি । নচিরাৎ অদীর্ঘকালং পরম্, প্রতিপৎসতে

ভারতভাবদীপঃ

১২—৩০। সমস্ত বৃদ্ধেবিক্রমশাৎ কয়ং ১৩১—৩২। যৈর্য্যাদিতিঃ কামৈশ্চ ১:৩—৩৪।

তামসঃ তমোত্তপপ্রধানং কলিম্ ১৩৫। ঈতরোহতিবৃষ্টাদয়ঃ ১৩৬। ব্যাবর্ততে নস্ততি ১৩৭।

ভাবা ধর্ম্মজ্ঞানাদয়ঃ, প্রার্থনানি বিকূর্বতে অন্তঃ প্রার্থ্যতেহন্তঃ জায়তে পৌষ্টিকমপি কর্ম্ম

(অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী ও অতিসন্নিহিত রাজা—এই ছয় প্রকার) ঈতি, নানাবিধ রোগ, আলস্য, ক্রোধপ্রভৃতি দোষ, নানাপ্রকার উল্লেখ, মনঃপীড়া এবং ক্ষুধার ভয় হইতে থাকিবে ॥৩৬॥

এক একটা যুগ চলিয়া যায়, আর ধর্ম্মের এক একটা পাদ ক্ষয় পায়, এক ধর্ম্মের এক একটা পাদ ক্ষয় পায়, তার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরও সেইভাবে পরিবর্তন হয় ॥৩৭॥

লোকের স্বভাবের পরিবর্তন হইলে, লোকের প্রযুক্তিজনক মনের জাবেরও পরিবর্তন হয় এবং যুগক্ষয়ে কৃত ধর্ম্মকার্য্যও বিপরীত বল জন্মাইতে থাকে ॥৩৮॥

(৩৮)....প্রধানানি বিকূর্বতে—শি । (৩৯)....নাম অচিরাদেব প্রবর্ততে—বা ব বা দি ।

যচ্চ তে মৎপরিজ্ঞানে কৌতূহলমবিন্দম ! ।

অনর্থকেষু কো ভাবঃ পুরুষস্য বিজ্ঞানতঃ ॥৪০॥

এতন্তে সৰ্ব্বমাখ্যাং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

যুগসংখ্যাং মহাবাহো ! স্বস্তি প্রাপ্তুহি গম্যতাম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণ
তীৰ্থযাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে ত্ৰয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

প্রবর্ত্তিতে । ইতঃ কিঞ্চিদধিকসম্ভবং পরমং কলিযুগায়ত্ত্ব ইত্যন্তং প্রগীত্বৃষ্টিরসময়নিরূপণ-
গ্রহে দ্রষ্টব্যম্ । তত্র চৈতৎকথা বিষয়ম্ । এতৎ প্রমাণমপি সৰ্ব্বথা তৎ সমর্থয়তি । চিরজীবিনো
বিভীষণাদয়ঃ, এতদযুগানুবর্ত্তনং যুগধর্ম্মানুসরণং কুৰ্ব্বন্তি পূৰ্ব্বযুগে বিশালদেহাদয়োহপি পরযুগে
খৰ্গদেহাদয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ । অতএবাহমপি খৰ্গদেহঃ সংবৃত্ত ইতি ভাবঃ ॥৩৯॥

যদ্বিতি । পূৰ্ব্বার্ধে তদন্ত্রায়ামিতি শেষঃ । যেন হি, বিজ্ঞানতো বুদ্ধিমতঃ পুরুষস্ত, অনর্থকেষু
নিশ্চয়োজনেষু বিষয়েষু, কো ভাব অগ্রহঃ । মদীয়তদানীন্তনশরীরদর্শনং তব নিশ্চয়োজনমেবেতি
ভাবঃ ॥৪০॥

এতদ্বিতি । যুগসংখ্যাং তদাদিকম্ । স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসংখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি তীৰ্থযাত্রায়াং

ত্ৰয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

বিধিলোপাশ্রয়কং ভবন্তীতি ভাবঃ ॥৩৮॥ চিরজীবিনো মাদৃশা অপি যুগানুবর্ত্তিনঃ কালানুসারিণো
ভবন্তি । অনর্থকেষু নিশ্চয়োজনেষু, ভাবোহভিনিবেশঃ ॥৪০॥ স্বস্তি কল্যাণম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্ৰয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২০॥

ইহারই নাম ‘কলিযুগ’ এবং এই যুগ অচিরকালমধ্যেই প্রবৃত্ত হইবে ।
চিরজীবীরা এই যুগধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥৩৯॥

অবিন্দম । আমার সম্পূর্ণ পরিচয়ে তোমার যে কৌতুক জন্মিয়াছে, তাহা
সঙ্গত নহে । কারণ, বিজ্ঞ লোকের নিশ্চয়োজন বিষয়ে আগ্রহ হইবে কেন ? ॥৪০॥

মহাবাহু ! তুমি আমার নিকটে যে যুগসংখ্যাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,
এই তোমার নিকট তাহা সমস্ত বলিলাম । তুমি মঙ্গল লাভ কর এবং এখন গমন
কর” ॥৪১॥

* ‘...একোপক্কাশদধিক...’—বা ব কা, ‘...পক্কাশদধিক...’—পি, ‘...একপক্কাশ-
দধিক...’—নি ।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

ভীমসেন উবাচ ।

পূর্বরূপমদৃষ্ট্ৱ। তে ন যাস্তামি কথঞ্চন ।

যদি তেহমমুগ্রাহো দর্শয়ান্মানমাত্মনা ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত ভীমেন স্মিতং কৃত্বা প্লবঙ্গমঃ ।

তদ্রূপং দর্শয়ামাস যদৈ সাগরলজ্জনে ॥২॥

ভ্রাতুঃ প্রিয়মভীষন্ বৈ চকার স্মহম্বপুঃ ।

দেহস্তস্য ততোহতীব বর্দ্ধত্যায়ামবিস্তরৈঃ ॥৩॥

সদ্রুমং কদলীষণ্ডং ছাদয়ন্নমিতদ্ব্যতিঃ ।

গিরেষ্টোচ্চ্রয়মাক্রম্য তস্থৌ তত্র স বানরঃ ॥৪॥

সমুচ্ছি তমহাকাযো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ ।

তাত্রেক্ষণস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে। ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ ।

দীর্ঘলাঙ্গূলমাবিধ্য দিশো ব্যাপ্য স্থিতঃ কপিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্বেতি । আত্মানং তৎ সাগরলজ্জনকালীনং শরীরম্ ॥১॥

এবমিতি । প্লবঙ্গমো বানরো হনুমান্ । সাগরলজ্জনে যৎ রূপমাসীৎ ॥২॥

ভ্রাতুরিতি । বর্দ্ধতি বর্দ্ধতে স্ব, আয়ামা দৈর্ঘ্যানি বিস্তরা বিস্তারান্তৈঃ ॥৩॥

সেতি । কদলীষণ্ডং কদলীবনম্, ছাদয়ন্ ছাদয়ত্বা । উচ্চ্রয়ম্ উচ্চতাম্ ॥৪॥

সমিতি । সমুচ্ছিতঃ অত্যাচ্ছো মহাকাযো যন্ত সঃ । আবিধ্য উত্তোলা । বহুপাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

ভীম বলিলেন—‘আর্য্য ! আমি আপনার পূর্বের আকৃতি না দেখিয়া কোন প্রকারেই যাইব না ; সুতরাং আমি যদি আপনার অমুগ্রহের যোগ্য হই, তবে আপনি আমাকে আপনার সেই আকৃতিটী দর্শন করান’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম এইরূপ বলিলে, হনুমান্ মন্দ হাস্ত করিয়া—সমুদ্রলজ্জনের সময়ে যে রূপটী ছিল, সেই রূপটী ভীমকে দেখাইলেন ॥২॥

হনুমান্ ভ্রাতা ভীমের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়া শরীরটাকে অতিবৃহৎ করিলেন ; তাহাতে তাঁহার শরীর দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অতিবৃদ্ধি পাইল ॥৩॥

তখন অসাধারণভেজা হনুমান্ আপন ছায়াধারা বৃক্ষের সহিত কদলীবনটাকে আচ্ছাদিত এবং পর্বতের উচ্চতা অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪॥

তদ্রূপং মহদালক্য ভ্রাতুঃ কৌরবনন্দনঃ ।
 বিস্মিয়ৈ তদা ভীমো জহুষে চ পুনঃ পুনঃ ॥৬॥
 তমর্কমিব তেজোভিঃ সৌবর্ণমিব পর্বতম্ ।
 প্রদৌণ্ডমিব চাকাশং দৃষ্ট্ৱা ভীমো গ্ৰমীলয়ৎ ॥৭॥
 আবভাষে চ হনুমান্ ভীমসেনং স্ময়ম্ভিব ।
 এতাবদিহ শক্তস্ত্বং রূপং দ্রষ্টুং মমানব ! ॥৮॥
 বর্দ্ধয়ে চাপ্যতো ভূয়ো যাবন্মে মনসি স্থিতম্ ।
 ভীম ! শত্রুযু চাত্যর্থং বর্দ্ধতে মূর্তিরোজসা ॥৯॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তদদ্রুতং মহারৌদ্রং বিদ্যাপর্বতসম্মিতম্ ।
 দৃষ্ট্ৱা হনুমতো বস্মা সস্ত্রান্তঃ পবনাত্তজঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । বিস্মিয়ৈ বিস্মিতো বভূব, তত এব চ জহুষে রোমাঞ্চিতদেহো জাতঃ ॥৬॥
 তমিতি । সৌবর্ণং স্মরুপম্ । গ্ৰমীলয়ৎ ভয়েন নয়নযুগলং মুদ্রিতবান্ ॥৭॥
 আবভাষ ইতি । স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষৎসন্ । এতাবৎ এতৎপৰ্য্যন্তম্, ইতো নাধিকম্ ॥৮॥
 বর্দ্ধয় ইতি । বর্দ্ধয়ে, বায়ুবরেণ কামরূপিস্বাদিত্যাশয়ঃ । ওজসা তেজসা সহ ॥৯॥
 তদ্বিতি । বস্মা শরীরম্, সস্ত্রান্তো বিস্মিতচিত্তঃ, পবনাত্তজো ভীমসেনঃ ॥১০॥

হনুমান্ দ্বিতীয় পর্বতের জ্বায় উত্তোলিত বিশালদেহ, তাত্ত্রনয়ন, তীক্ষ্ণদন্ত ও ক্রকুটী-কুটিল-মুখ হইয়া এবং দীর্ঘ লাঙ্গুল উত্তোলন করিঃ! সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তখন কৌরবনন্দন ভীমসেন ভ্রাতা হনুমানের সেই বিশাল আকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার শরীর বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ॥৬॥

এক তেজের প্রভাবে সূর্য্যের জ্বায়, স্মরুপপর্বতের জ্বায় এবং উজ্জল আকাশের জ্বায় হনুমান্কে দেখিয়া ভীমসেন ভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন ॥৭॥

তখন হনুমান্ ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন ভীমসেনকে বলিলেন—“হে নিম্পাপ ! তুমি আমার এইটুকু আকৃতিই দেখিতে সমর্থ হইলে, (কিন্তু ইহার পর আর নহে) ॥৮॥

ভীম ! আমার মনে যতখানি আছে, ততখানিই ইহা অপেক্ষা অধিক রূপ বাড়াইতে পারি ; আর শত্রুদের সমক্ষে তেজের সহিতই আমার রূপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়” ॥৯॥

প্রত্যুবাচ ততো ভীমঃ সম্প্রহৃষ্টনূরুহঃ ।
 কৃতাজ্জলিরদীনায়া হনুমন্তমবস্থিতম্ ॥১১॥
 দৃষ্টং প্রমাণং বিপুলং শরীরশাস্ত্র তে বিভো ! ।
 সংহরস্ব মহাবীৰ্য্য ! স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥১২॥
 নহি শক্লামি হ্যং দ্রষ্টুং দিবাকরমিবোদিতম্ ।
 অগ্রমেয়মনাধুষ্যং মৈনাকমিব পৰ্জ্বিতম্ ॥১৩॥
 বিস্ময়শৈচব মে বীর ! হুমহান্ মনসোহত বৈ ।
 যদ্রামস্তুয়ি পার্শ্বে স্বয়ং রাবণমভ্যগাৎ ॥১৪॥
 স্বমেব শক্তস্তাং লঙ্কাং সযোধাং সহবাহনাম্ ।
 স্ববাহুবলমাত্মিত্য বিনাশয়িতুমঞ্জসা ॥১৫॥
 ন হি তে কিঞ্চিদশ্রাপ্যং মারুতাজ্জজ ! বিগতে ।
 তব নৈকস্য পর্যাণ্ডো রাণঃ সগণো যুধি ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । সম্প্রহৃষ্টনূরুহো ভয়েন রোমাক্ষিতদেহঃ, অদীনায়া ভ্রাতৃস্বাদবিষয়মনাঃ ॥১১॥

দৃষ্টমিতি । হে বিভো ! অনাধারণপ্রভাব ! । সংহরস্ব শব্দোচর, আত্মানং দেহম্ ॥১২॥

নহীতি । অগ্রমেয়ং ময়া প্রমাতুমশক্যম্ । অনাধুষ্যং কেনাপানতিভবনীয়ম্ ॥১৩॥

• বিস্ময় ইতি । স্বয়ং রাবণবধঃ কৰ্তব্য আদীদিত্তি ভাবঃ ॥১৪॥

স্বমিতি । সযোধাং যোদ্ধবর্গসহিতাম্ । অঙ্গসা ষটিভাব ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অদ্বুত, অতিভীষণ ও বিদ্যাপৰ্ব্বতের স্তায় অতিবৃহৎ হনুমানের সেই শরীর দেখিয়া ভীমসেন অস্থির হইয়া পড়িলেন ॥১০॥

তাহার পর ভীমসেন রোমাক্ষিত দেহ হইয়াও অবিষ্ময়িত্তে এবং কৃতাজ্জলিপুটে সন্মুখবর্তী হনুমানকে বলিলেন—॥১১॥

“প্রভু ! মহাবীর ! আমি আপনার এই বিশাল শরীরের পরিমাণ দেখিলাম ; এখন আপনি নিজেই নিজের শরীরটাকে সঙ্কচিত করুন ॥১২॥

কারণ, উদিত সূর্য্যের স্তায় এবং মৈনাকপৰ্ব্বতের স্তায় অপরিমেয় ও অনভিভবনীয় আপনাকে আর দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥১৩॥

বীর ! আজ আমার মনে গুরুতর বিস্ময় জন্মিল ; যেহেতু আপনি পার্শ্বে থাকিতে রাম নিজেই রাবণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন ॥১৪॥

আপনিই ত নিজের বাহুবল অবলম্বন করিয়াই যোদ্ধবর্গ ও বাহনপ্রকৃতির সহিত সেই লঙ্কাটাকে সম্বরই ধ্বংস করিতে পারিতেন ॥১৫॥

(১৬)---অপর্যাণ্ডত্বৈকত—পি, ---ন চৈব ত্ব পর্যাণ্ডঃ—নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত ভীমেন হনুমান্ প্রবগৰ্ঘতঃ ।

প্রভুবাচ ততো বাক্যং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥১৭॥

হনুমানুবাচ ।

এবমেতম্ভাবাহো ! যথা বদসি ভারত ! ।

ভীমসেন ! ন পর্যাাপ্তো মমাসৌ রাক্ষসাধমঃ ॥১৮॥

ময়া তু নিহতে তস্মিন্ রাবণে লোককণ্টকে ।

কীৰ্ত্তিনশ্চোদ্রাঘবস্ত্র তত এতদুপেক্ষিতম্ ॥১৯॥

তেন বীরেণ তং হস্তা সগণং রাক্ষসাধিপম্ ।

অনীতা স্বপুরুং সীতা কীৰ্ত্তিঞ্চ স্থাপিতা নৃষু ॥২০॥

তদগচ্ছ বিপুলপ্রভু ! ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ ।

অরিস্তং ক্ষেমমধ্বানং বায়ুনা পরিরাক্ষতঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অপ্রাপ্যম অসাধ্যম্ । পর্যাাপ্তঃ সমকক্ষঃ, সগণঃ সহায়সহিতঃ ॥১৬॥

এবমিতি । প্রবগৰ্ঘতো বানবশ্রেষ্ঠঃ । গিরা স্বরেণেত্যর্থঃ ॥১৭॥

এবমিতি । ন পর্যাাপ্তঃ সমকক্ষো নাসীৎ, অসৌ রাবণঃ ॥১৮॥

ময়েতি । কীৰ্ত্তিনশ্চোৎ, পরাধারা হননে তস্ত দুৰ্ব্বলতাপ্রকাশাদিতি ভাবঃ ॥১৯॥

তেনেতি । তেন রামেণ । সগণং সহায়সহিতম্ । নৃষু মহুজ্ঞেযু ॥২০॥

পবননন্দন ! আপনার অসাধ্য ত কিছুই নাই ; সুতরাং সহায়গণের সহিত রাবণ যুদ্ধে আপনার এককেরও সমকক্ষ ছিল না” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম এইরূপ বলিলে, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন ॥১৭॥

হনুমান্ কহিলেন—“মহাবাহু ভরতনন্দন ভীমসেন ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, রাক্ষসাধম রাবণ আমার সমকক্ষ ছিল না ॥১৮॥

কিন্তু সেই জগৎকটক রাবণকে আমি বধ করিলে, রামের কীৰ্ত্তি নষ্ট হইত ; সেই জন্যই এই কল্প ত্যাগ করা হইয়াছিল ॥১৯॥

পরে, মহাবীর রাম নিজেই সহায়সম্পদের সহিত রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিয়া সীতাদেবীকে আপন রাজধানীতে আনিয়া মনুস্ময়সমাজে কীৰ্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ॥২০॥

হে প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন ভীম ! তুমি যুধিষ্ঠিরের প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত

(২০)....লোকে চ স্থাপিত যশঃ—পি ।

এষ পশ্চাৎ কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! সৌগন্ধিকবনায় তে ।
 ত্র্যক্ষ্যসে ধনদোত্তানং রক্ষিতং যক্ষরাক্ষসৈঃ ॥২২॥
 ন চ তে তরসা কার্য্যঃ কুতুম্বাবচয়ঃ স্বয়ম্ ।
 দৈবতানি হি মান্ত্যানি পুরুষেণ বিশেষতঃ ॥২৩॥
 বলিহোমনমস্কারৈর্মন্ত্রৈশ্চ ভরতর্ষভ ! ।
 দৈবতান্ প্রসাদং হি ভক্ত্যা কুর্ক্বন্তি ভারত ! ॥২৪॥
 মা তাত ! সাহসং কার্য্যিঃ স্বধর্ম্মং পরিপালয় ।
 স্বধর্ম্মস্যঃ পরং ধর্ম্মং বুধ্যস্ব গময়স্ব চ ॥২৫॥
 নহি ধর্ম্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ ।
 ধর্ম্মার্থো' বেদিভুং শক্যো বৃহস্পতিসমৈরপি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । হে বিপুলপ্রজা ! মহাবৃদ্ধে ! ভ্রাতৃষু মিষ্টিয়ন্ত প্রিয়হিতৈ রতশ্চম্, বায়ুনা পিত্রা
 পরিরক্ষিতঃ সন, অরিষ্টে নির্য্যিক্যম্, কেমং মঙ্গলক যথা স্নাতৃধা, অধ্বানং পশ্বানং গচ্ছ ॥২১॥
 এষ ইতি । সৌগন্ধিকবনায় তৎসহস্রদলপদ্মবনগমনায় । ধনদোত্তানং কুবেরোপবনম্ ॥২২॥
 নেতি । তরসা বলেন । দৈবতানি দেবাঃ, পুরুষেণ মানুসেণ ॥২৩॥
 বলীতি । বলিঃ পূজোপহারস্তদানমিত্যর্থঃ । দৈবতানি দেবাঃ, প্রসাদমন্ত্ৰগ্রহম্ ॥২৪॥
 মেতি । হে তাত ! বৎস ! । পরমুত্তমং তং ধর্ম্মম্, বুধ্যস্ব, গময়স্ব প্রচারয় চ ॥২৫॥
 নেতি । বৃদ্ধাননুপসেব্য অসেবয়া তেষা উপদেশমপ্রাপ্যোত্যর্থঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বরূপমিতি ॥১ - ৩॥ গিরিশ্চ বিদ্যাগিরিরিব, ইবার্থে চঃ ॥৪—১৫॥ পর্যাাপ্তঃ সমর্থঃ
 ॥১৬—২০॥ অরিষ্টঃ নির্য্যিক্যম্ ॥২১—২২॥ পুরুষেণ মর্ত্তেণ ॥২৩—২৪॥ গময়স্ব বোধ-

আহ, এক্ষণে বায়ুকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নির্য্যিক্যে ও কুশলে পথে গমন কর ॥২১॥

কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! তোমার সেই পদ্মবনে যাইবার এই পথ । তুমি, যক্ষ ও রাক্ষসগণ
 রক্ষিত কুবেরোত্তান দেখিতে পাইবে ॥২২॥

কিন্তু তুমি বলপূর্ব্বক নিজে সেই উত্তান হইতে পুষ্পচয়ন করিও না ; কারণ,
 দেবগণকে বিশেষভাবে মান্ত করা মানুষের উচিত ॥২৩॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! পূজার উপহারদান, হোম, নমস্কার, মন্ত্রপাঠ ও ভক্তিদ্বারা দেবতারা
 মানুষের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥২৪॥

অতএব বৎস ! তুমি সাহস করিও না । আর, তুমি নিজের ধর্ম্ম রক্ষা কর
 এক সেই নিজধর্ম্মে থাকিয়া সেই পরম ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হও এক তাহা সর্ব্বম্
 প্রচার কর ॥২৫॥

অধর্মো যত্র ধর্মাখ্যো ধর্মশ্চাধর্মসংজ্ঞিতঃ ।
 স বিজ্ঞেয়ো বিভাগেন যত্র মুহুন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥২৭॥
 আচারসম্ভবো ধর্মো ধর্মান্বেদাঃ সমুৎথিতাঃ ।
 বেদৈর্ধজ্ঞাঃ সমুৎপন্না যজ্ঞৈর্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥২৮॥
 বেদাচারবিধানোক্তৈর্ধর্ষ্য্যস্তি দেবতাঃ ।
 বৃহস্পত্যুশনঃপ্রোক্তৈর্নরৈর্ধর্ষ্য্যস্তি মানবাঃ ॥২৯॥
 পণ্যাকরবণিজ্যাভিঃ কৃশ্যা গোহজাবিপোষণৈঃ ।
 বার্ত্তয়া ধর্ষ্য্যতে সর্ব্বং ধর্ম্মৈরেতৈর্বিজ্যাতিভিঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অথ ময়া জ্ঞাত এব ধর্ম ইতি কিং তজ্জ্ঞানোপদেশেনেত্যাহ—অধর্ম ইতি । যত্র বিবয়ে, দুইনিগ্রহাদিরধর্মোহপি বস্তুতো ধর্মাখ্য এব, বহুনাশুপকারসাধনাং তন্ত শোধানাচ্চ : দুইসাংহায়াদি-রাপাততো ধর্মোহপি বস্তুতঃ অধর্মসংজ্ঞিত এব বহুনাশুপকারানুকূল্যকল্যাকরণাদিতি ভাবঃ । স বিবয়ঃ, বিভাগেন পাঠক্যেন বুদ্ধেত্যো বিজ্ঞেয়ঃ । যত্র অবুদ্ধয়ো মুহুন্তি উক্ততত্ত্বং বিবেক্তুং নাইস্তি ॥২৭॥

আচারেতি । আচারঃ সত্যং ব্যবহারাঃ শৌচাদয়ঃ । বেদা বেদবোধাঃ ॥২৮॥

বেদেতি । ধর্ষ্য্যস্তি ধর্ষ্য্যস্তে অবস্থাপ্যস্তে । পরজ্ঞাপোষম্ । নয়েন্নীতিভিঃ ॥২৯॥

পণ্যেতি । পণং ভূতিং বেতনমহীতীতি পণ্যা রাজাদিসেবা, “পণো দ্যুতাদিবৃৎস্টে ভূতো মূল্যে ধনেহপি চ” ইত্যমরঃ, করো রাজঃ করদানম্, বণিজ্যা বাণিজ্যাক্ ভাভিঃ, কৃশ্যা

ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বকমহুতিষ্ঠ, স্বার্থে গিচ্ ॥২৫—২৬॥ দুর্জনবধোহধর্মোহপি ধর্ম এব পরোপঘাতকং সত্যং ধর্মোহপ্যধর্ম এব ॥২৭॥ আচারঃ শৌচাদিস্তেন ধর্মঃ প্রাপ্যতে, ততো বেদাধিগমস্ততো যজ্ঞাহুষ্ঠানং ততো দেবতাশ্রমাদ ইত্যর্থঃ ॥২৮॥ বেদেতি যজ্ঞৈর্দেবানাং নীত্যা মহুতাপাক্ স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥২৯॥ পণো ভূতিস্তামহীতীতি পণ্যা সেবা । “পণো বরাটমানে ত্যাং”

বৃহস্পতির সমান লোকেরাও ধর্ম না জানিয়া কিংবা বৃদ্ধসেবা না করিয়া ধর্ম ও অর্থের মর্ম্ম বৃদ্ধিতে সমর্থ হয় না ॥২৬॥

যে স্থলে অধর্ম্মই ধর্ম্ম হয় এবং ধর্ম্মই অধর্ম্ম হয়, সেই স্থলটা পৃথক্ ভাবে বিশেষ করিয়া বৃদ্ধিতে হইবে ; যে স্থানে নির্বোধেরা মুগ্ধ হইয়া পড়ে ॥২৭॥

আচার হইতে ধর্ম্ম জন্মে, ধর্ম্ম হইতে বেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বেদজ্ঞান হইতে যজ্ঞ হইতে থাকে এবং সেই যজ্ঞই দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করে ॥২৮॥

বেদ ও আচারবিহিত যজ্ঞ দেবগণকে রক্ষা করে এবং বৃহস্পতি ও শুক্রপ্রণীত নীতিশাস্ত্র মহুতাদিগকে রক্ষা করে ॥২৯॥

(২৮)...ধর্ম্মে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ—বা ব কা ।

বন-১৫৮ (৮)

ত্রয়ো বার্তা দণ্ডনীতিস্তিস্রো বিদ্যা বিজ্ঞানতাম্ ।
 তাভিঃ সম্যক্ প্রযুক্তাভিলেখযাত্না বিধীয়তে ॥৩১॥
 সা চেক্ষম্ভকৃতা ন স্রাজয়ীধর্ম্মমূতে ভূবি ।
 দণ্ডনীতিমূতে চাপি নির্ম্মর্গ্যাদমিদং ভবেৎ ॥৩২॥
 বার্তাধর্ম্মে হৃতিষ্ঠন্ত্যো বিনশ্যেদ্যুরিমাঃ প্রজাঃ ।
 স্প্রবৃত্তৈস্ত্রিভির্হ্যেতৈর্ধর্ম্মং সূর্য্যস্তি বৈ প্রজাঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

কৃষিকর্ম্মণা, গাবশ্চ অজ্ঞান্ধাগাশ্চ অবয়ো মেঘাশ্চ তেষাং পোষণৈঃ, বার্তা বৃত্তির্জীবিকানির্ক্বাহোপ-
 যোগি কার্য্যমিতি যাবৎ তয়া প্রতিগ্রহাদিরূপয়া চ, এতৈঃ পণ্যাধিভির্ধর্ম্মব্যবহারৈঃ করণৈঃ,
 বিজ্ঞাতিভিঃ স্বপক্ষজিয়বৈশ্রঃ, সর্ব্বং জগৎ, ধার্য্যতে রক্ষাতে ॥৩০॥

ত্রয়োতি । ত্রয়ো বেদঃ বার্তা জীবিকাশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাচ্ছগতম্, দণ্ডনীতির্ভূতব্যবহারশাস্ত্রক্,
 এতাস্তিস্রো বিদ্যাঃ, বিজ্ঞানতাং লোকযাত্নাভিজ্ঞানানাং জনানাং বিত্তন্তে । সম্যক্ দেশকালপাতি-
 বিবেচনপূর্ব্বকং প্রযুক্তাভিস্তাভিঃ, লোকযাত্না বিধীয়তে ॥৩১॥

সেতি । সা লোকযাত্না চেৎ, ভূবি, ধর্ম্মকৃতা ক্রায়েন বিহিতা ন স্রাৎ, তথা ত্রয়োধর্ম্মং
 বেদোক্তধর্ম্মং, স্বতে বিনা, দণ্ডনীতিং তচ্ছাস্ত্রোক্তনিয়মক্, স্বতে বিনা, স্রাৎ, তদা ইদং জগৎ,
 নির্ম্মর্গ্যদং বিশৃঙ্খলং ভবেৎ, অনবরতবিসদৃশব্যবহারাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥

বার্হেতি । বার্তাধর্ম্মে জীবিকানির্ক্বাহজ্ঞাপকশাস্ত্রোক্তনিয়মে, অতিষ্ঠন্ত্য ইমাঃ প্রজা জনাঃ,
 বিনশ্যেৎ, জীবনদাতুরপি জীবননাশাত্তাচরণাদিত্যাশয়ঃ । কিন্তু প্রজাঃ, স্প্রবৃত্তৈর্ধর্ম্মব্যবহা-
 যণান্ধানস্প্রবৃত্তৈঃ, এতৈস্ত্রিভিঃ ত্রয়োদিশাস্ত্রৈঃ, ধর্ম্মং লোকস্থাপকং ক্রায়ম্, সূর্য্যস্তি উৎপাদয়ন্তি ।
 দৈবাদিকস্বধাতোঃ পরমৈশ্বপদমর্থম্ ॥৩৩॥

ভারতভাবটীপঃ

ইছাপক্কয়া “ব্যবহারে ভূতৌ ধনে” ইতি যেদিনৌ । বার্তা জীবিকার্থী বৃত্তি ॥৩০॥ সা চ
 ক্রমেণ ব্রাহ্মণস্ত্র জয়ী যাজনাধ্যাপনাদিঃ । বৈশ্তস্ত্র বার্তাপণ্যাদিঃ । কজিয়স্ত্র দণ্ডাদিঃ ॥৩১॥

সেবা, করদান, বাণিজ্য ও কৃষি এক গো, ছাগ ও মেঘ পালন আর
 প্রতিগ্রহপ্রভৃতি—এই সকল কার্য্যাদ্বারা সমস্ত জগৎ রক্ষা করেন ॥৩০॥

সংসারযাত্রানির্ক্বাহার্থী লোকদিগের বেদ, জীবিকানির্ক্বাহশাস্ত্র এক দণ্ডনীতিশাস্ত্র
 —এই তিনটি বিজ্ঞা আছে ; যথাস্থানে প্রযুক্ত সেই তিনটি বিজ্ঞাচারাই সংসারযাত্রা
 নির্ক্বাহিত হয় ॥৩১॥

সেই সংসারযাত্রা যদি ক্রায় অনুসারে বিহিত না হয়, কিংবা বেদোক্ত ধর্ম্ম
 এক দণ্ডনীতিবিহিত নিয়ম ব্যতীত অহুষ্ঠিত হয়, তবে এই জগৎটা বিশৃঙ্খল হইয়া
 যায় ॥৩২॥

ষিজাতীনামৃতং ধর্মো হ্যেকশ্চৈবৈকবর্ণিকঃ ।

যজ্ঞাধ্যয়নদানানি ত্রয়ঃ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪॥

যাজ্ঞানাদ্যাপনং বিপ্রৈঃ ধর্ম্যশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ ।

পালনং কত্রিয়াণাং বৈ বৈশ্বধর্ম্যশ্চ পোষণম্ ॥৩৫॥

শুভ্রাষা তু ষিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্য উচ্যতে ।

ভৈক্ষ্যহোমব্রতৈর্হীনাস্তথৈব গুরুগাসিতাঃ ॥৩৬॥

কত্রধর্মোহত্র কোন্তেয় ! তব ধর্মোহভিরক্ষণম্ ।

স্বধর্ম্যং প্রতিপত্ত্ব বিনীতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স্মৃতি । ষিজাতীনাং ব্রাহ্মণানাম্, স্বতঃ সত্যমেব, ঐকবর্ণিকঃ তন্মিন্নেকন্মিন্নেব বর্ণে প্রাধাত্তেন সংসৃষ্টঃ, একো মুখ্যো ধর্মঃ । কিন্তু যজ্ঞাধ্যয়নদানানি এতে ত্রয়ো ধর্ম্যঃ, সাধারণা অমুখ্যাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪॥

যাজ্ঞেনেতি । যাজ্ঞেন যুক্তমধ্যাপনং যাজ্ঞানাদ্যাপনম্, মধ্যাপনলোপী সমাসঃ । ধর্ম্যাদনপেতো ধর্ম্যঃ অপতিতেভ্যঃ সজাতঃ । পোষণং গবাদিপশুনাং ॥৩৫॥

শুভ্রঃষতি । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষা, ব্রতং স্বাধ্যায়ার্থব্রতচর্য্যাম্ । গুরুষু ষিজাতিষু বাসিতাঃ পিতৃাদিনা স্থাপিতা ভবেয়ুঃ, তে শূদ্রা ইতি শেষঃ ॥৩৬॥

কত্রেনেতি । অভিরক্ষণং তদ্রূপঃ কত্রধর্ম্যঃ এব তব ধর্ম্যঃ । প্রতিপত্ত্ব আশ্রয় ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

সা লোকযাত্রা ॥৩২—৩ ॥ স্বতঃ সত্যমাত্মজ্ঞানাত্মম্, একো বর্ণঃ শুক্লঃ কেবলসাম্বিকঃ । ধর্মো যোগাখ্যঃ ॥৩৪ ৩৫॥ ভৈক্ষ্যেনিতি । গুরো ত্রিবারে বাসিত বাসো যেষাং তে শূদ্রা ভৈক্ষ্যাদিভির্হীনা ভবন্তি ॥৩৬॥ কত্রধর্মোহত্র প্রকরণে উচ্যতে, স চ তব ধর্মোহত্র লোকে

এই জনসাধারণ জীবিকানির্ব্বাহের নিয়মে না থাকিলে, তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর, বেদ, জীবিকানির্ব্বাহের নিয়ম ও দণ্ডনীতি—এই তিনটিকে যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে তাহারা ধর্ম্য অর্জন করিতে পারে ॥৩৭॥

ঋত্ব্যই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান ধর্ম্য ; আর যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি তাঁহাদের সাধারণ ধর্ম্য ॥৩৮॥

এবং যাজ্ঞন, অধ্যাপন ও সংপ্রতিগ্রহ—এই তিনটি ব্রাহ্মণের (জীবিকানির্ব্বাহের) ধর্ম্য, প্রজাপালন কত্রিয়ের ধর্ম্য এবং পশুপালন বৈশ্যের ধর্ম্য ॥৩৯॥

আর, ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা শূত্রের ধর্ম্য ; শূত্র উক্ত তিন বর্ণের নিকট থাকিবে ; কিন্তু ভিক্ষা, হোম ও বৈদিকব্রত করিবে না ॥৩৬॥

কুন্তীনন্দন । প্রজাপালনরূপ কত্রিয়ধর্ম্যই তোমার ধর্ম্য ; সুতরাং তুমি বিনয়সম্পন্ন ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আপন ধর্ম্য আশ্রয় কর ॥৩৭॥

বৃদ্ধৈঃ সংমন্ত্য সন্তুষ্চ বুদ্ধিমন্তিঃ প্রত্যাহ্বিতৈঃ ।
 আহ্বিতঃ শাস্তি দণ্ডেন ব্যসনৌ পরিভূয়তে ॥৩৮॥
 নিগ্রহানুগ্রহৈঃ সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ততে ।
 তদা ভবন্তি লোকস্ত মর্যাদাঃ স্খ্যাবস্থিতাঃ ॥৩৯॥
 তস্মাদ্দেশে চ দুর্গে চ শত্রুমিত্রবলেষু চ ।
 নিত্যং চারৈণ বোদ্ধব্যং স্থানং বুদ্ধিঃ ক্ষয়ন্তথা ॥৪০॥
 রাজ্ঞামুপায়াশ্চারাস্চ বুদ্ধিমন্ত্রপরাক্রমাঃ ।
 নিগ্রহপ্রগ্রহৌ চৈব দাক্ষ্যং বৈ কার্যসাধনম্ ॥৪১॥
 সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেনোপেক্ষণেন চ ।
 সাধনীয়ানি কৰ্ম্মাণি সমাসব্যাসযোগতঃ ॥৪২॥
 মন্ত্রমুলা নয়াঃ সর্বৈ চারাস্চ ভরতবর্ভ ! ।
 স্তমস্ত্রিতে নয়ে সিদ্ধিস্তাং দ্বিজৈঃ সহ মন্ত্রয়েৎ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

বৃদ্ধৈরिति । আহ্বিতঃ স্বপদে অবস্থিতঃ । ব্যসনৌ দ্যুতাত্তাসক্তঃ ॥৩৮॥
 নিগ্রহেতি । দুষ্টানাং দমনানি নিগ্রহাঃ সত্যং পালনাত্তহগ্রহাশ্চ তৈঃ ॥৩৯॥
 তস্মাদ্ভিত্তি । স্থানং শত্রুমিত্রয়োবস্থিতঃ, বুদ্ধিকল্পতিঃ, ক্ষয়োহবনতিঃ ॥৪০॥
 রাজামিতি । চারী গুপ্তচরঃ । প্রগ্রহেহিহুগ্রহঃ । দাক্ষ্যং কৌশলম্ ॥৪১॥
 সায়তি । সমাসঃ সংক্ষেপঃ সামাদীনামৈকৈকং ব্যাসো বিস্তারস্তেভ্যং সমুদায়শ্চ তয়োৰ্যোগতঃ
 যথাসম্ভব প্রবর্তনাং, কৰ্ম্মাণি পররাজ্যগ্রহণাদীনি ॥৪২॥

ক্ষত্রিয় (রাজা) আপন পদে থাকিয়া বুদ্ধিমান অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধগণ ও
 সাধুগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন ; কিন্তু তিনি যদি ব্যসনাসক্ত
 হন, তবে লোকসমাজে তিরস্কৃত হন ॥৩৮॥

রাজা যখন সমীচীনভাবে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করেন, তখন লোকের মর্যাদা
 সুরক্ষিত থাকে ॥৩৯॥

অতএব রাজা সর্বদাই শত্রু ও মিত্রের সৈন্তে, রাজ্যে এবং দুর্গে গুপ্তচর নিয়োগ
 করিয়া তাহাদের অবস্থিতি, উন্নতি ও অবনতির বিষয় জানিবেন ॥৪০॥

গুপ্তচর, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, পরাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং কৌশল—এইগুলি
 রাজাদের কার্যসাধনের উপায় ॥৪১॥

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা—এইগুলির এক একটী কিংবা সকল করতী
 প্রয়োগ করিয়া রাজারা কার্যসাধন করিবেন ॥৪২॥

(৪১) রাজামুপায়াশ্চারাস্চ—বা ব ক নি ।

দ্বিত্বা যুতেন বালেন লুক্কেন লঘুনাপি বা ।
 ন মন্তয়েত গুহ্যানি যেষু চোন্মাদলক্ষণম্ ॥৪৪॥
 মন্তয়েৎ সহ বিব্রন্তিঃ শতৈঃ কৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ।
 স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিজ্ঞাসান্ মূৰ্থান্ সৰ্ব্বত্র বর্জয়েৎ ॥৪৫॥
 ধার্মিকান্ ধৰ্ম্মকার্যেষু অর্থকার্যেষু পণ্ডিতান্ ।
 স্ত্রীষু স্ত্রীবান্ নিযুক্তীত ক্রুরান্ ক্রুরেষু কৰ্ম্মস্ব ॥৪৬॥
 শ্বেভ্যশ্চৈব পরেভ্যশ্চ কার্য্যাকার্য্যসমুদ্ভবা ।
 বুদ্ধিঃ কৰ্ম্মস্ব বিজ্ঞেয়া রিপূণাঞ্চ বলাবলম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

মন্তয়েতি । নয়ানীত্যঃ । তাং সিদ্ধিম্, দ্বিভৈত্রীক্ষণকত্রিয়বৈশ্ণবৈঃ ॥৪০॥
 দ্বিত্বৈতি । লঘুনা নিকৃষ্টপ্রকৃতিনা জনেন সহ । গুহ্যানি গুপ্তবিষয়ান্ ॥৪৪॥
 মন্তয়েদিত্তি । স্নিগ্ধৈঃ আত্মনি ব্ৰহ্মপরায়ণৈর্জনৈঃ, নীতিবিজ্ঞাসান্ প্রয়োগান্ ॥৪৫॥
 ধার্মিকানিতি । অর্থকার্য্যেষু ধনাদিসাধনব্যাপারেষু । স্ত্রীবান্ পুংস্বহীনান্ ॥৪৬॥
 শ্বেভ্য ইতি । কৰ্ম্মস্ব কৰ্ম্মসাধনবিষয়েষু, শ্বেভ্যঃ স্বকীয়ৈভ্যঃ, পরেভ্যঃ পরকীয়ৈভ্যশ্চ
 গুপ্তচরাদিজনেভ্যঃ সকাশাৎ, কার্য্যাকার্য্যসমুদ্ভবা কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যবিষয়া বুদ্ধিঃ, বিজ্ঞেয়া বিশেষণাব-
 ধারণীয়া রিপূণাং বলাবলঞ্চ বিজ্ঞেয়ম্ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

১৩৭। আশ্বিতোহমৃগহীতঃ ॥৩৮—৩৯॥ স্থানং সিদ্ধসংরক্ষণম্ ॥৪০—৪১॥ সমাসঃ সামাদি-
 পক্ষে একেন দ্বিভৈত্রী কার্যসাধনম্ । ব্যাসঃ সৰ্বৈস্তৎসিদ্ধিঃ ॥৪২—৪৪॥ স্নিগ্ধৈর্হিতৈ-
 স্তৈঃ । নীতেঃ প্রজাপারপত্যাদেবিজ্ঞাসাঃ স্থাপনানি ॥৪৫—৪৬॥ শ্বেভ্যশ্চৈবভ্যঃ

ভারতশ্রেষ্ঠ । মন্ত্রণাই সমস্ত নীতিপ্রয়োগের ও গুপ্তচরনিয়োগের মূল ;
 সুতরাং সেই নীতিবিষয়ে ভাল করিয়া মন্ত্রণা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় ; অতএব
 দ্বিজসন্তিগণের সহিত সেই কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে মন্ত্রণা করিবে ॥৪৩॥

জ্ঞীলোক, মূৰ্খ, বালক, লোভী, নিকৃষ্ট স্বভাব ও উন্মত্ত—ইহাদের সহিত
 গুপ্তবিষয়ের মন্ত্রণা করিবে না ॥৪৪॥

বিজ্ঞান লোকদের সহিত মন্ত্রণা করিবে, সমর্থ লোকদ্বারা কার্য্য করাইবে, প্রণয়ী
 লোকদ্বারা নীতিপ্রয়োগ করিবে এবং সৰ্ব্বত্রই মূৰ্খলোক ত্যাগ করিবে ॥৪৫॥

ধৰ্ম্মকার্য্যে ধার্মিকদিগকে, অর্থকার্য্যে বিজ্ঞদিগকে, জ্ঞীলোকদের নিকটে
 নপুংসকদিগকে এবং নিষ্ঠুরকার্য্যে নিষ্ঠুরদিগকে নিযুক্ত করিবে ॥৪৬॥

বুদ্ধ্যা হুপ্রতিপন্নেষু কুৰ্ঘ্যাৎ সাধুযু প্রগ্রহম্ ।
 নিগ্রহকাপ্যশিষ্টেষু নির্ঘর্যাদেষু কারয়েৎ ॥৪৮॥
 নিগ্রহপ্রগ্রহে সম্যগ্ যদা রাজা প্রৱর্ততে ।
 তদা ভবতি লোকস্য মৰ্যাদা হব্যবস্থিতা ॥৪৯॥
 এষ তেহভিহিতঃ পার্থ ! ঘোরো ধৰ্ম্মো দুৰদ্রব্যঃ ।
 তং স্বধৰ্ম্মবিভাগেন বিনয়ন্থোহমুপালয় ॥৫০॥
 তপোধৰ্ম্মনমেজ্য্যভিবিপ্রা যাস্তি যথা দিবম্ ।
 দানাতিথ্যক্রিয়াধৰ্ম্মৈর্ঘাস্তি বৈশ্যাস্ত সদগতিম্ ॥৫১॥
 দ্বিজশুশ্রূষয়া শূদ্রা লভন্তে গতিমুত্তমাম্ ।
 ক্ষত্রং যাতি তথা স্বৰ্গং ভূবি নিগ্রহপালনৈঃ ॥৫২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বুদ্ধোতি । হুপ্রতিপন্নেষু সাধুধেনাবধারিতেষু । প্রগ্রহমহুগ্রহম্ ॥৪৮॥
 নিগ্রহেতি । নিগ্রহেণ যুক্তঃ প্রগ্রহোহহুগ্রহস্তন্মিন্ । মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৪৯॥
 এষ ইতি । ধৰ্ম্মো রাজনোতিঃ, দুৰদ্রব্যো দুর্কোষঃ । স্বধৰ্ম্মস্ত বিভাগেন সমাধিব্যেকেন ॥৫০॥
 তপ ইতি । ধৰ্ম্মতীর্থস্নানাদিঃ, দম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, ইজ্য যজ্ঞঃ । ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ ॥৫১—৫২॥

ভারতভাবদোপঃ

পরেভ্য উৎকোচাদিনা লোভিতেভ্যঃ ॥৪৭॥ বুদ্ধা জীবনাশয়া প্রতিপন্নেষু শরণাগতেষু ॥৪৮—৪৯॥
 ঘোরো ধৰ্ম্মো রাজধৰ্ম্মঃ ॥৫০—৫১॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদোপে চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৪॥

বহু কার্যেই স্বপক্ষের লোক ও বিপক্ষের লোকের নিকট হইতে কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ের বুদ্ধি লইবে এবং শত্রুদের বলাবল জানিবে ॥৪৭॥

বুদ্ধিধারা ধীহারা সাধু বলিয়া নির্দ্ধারিত হন, তাঁহাদের প্রতি রাজা অমুগ্রহ করিবেন ; আর অশিষ্ট ও মৰ্যাদাহীন লোকের উপরে নিগ্রহ করাইবেন ॥৪৮॥

রাজা যখন শ্রায়সঙ্গত নিগ্রহে ও অমুগ্রহে প্রবৃত্ত থাকেন, তখন প্রজাদের মৰ্যাদা হব্যবস্থিত হয় ॥৪৯॥

পৃথানন্দন ! এই তোমার নিকট ভয়ঙ্কর দুর্কোষ রাজধৰ্ম্ম বলিলাম । তুমি বিনীত থাকিয়া আপন ধৰ্ম্ম বিবেচনায় এই ধৰ্ম্ম পালন কর ॥৫০॥

ব্রাহ্মণেরা যেমন তপস্তা, ধৰ্ম্মকার্য্য, ইন্দ্রিয়দমন ও যজ্ঞদ্বারা স্বৰ্গলাভ করেন, বৈশ্যেরা যেমন দান, অতিশ্রমিকার ও অজ্ঞাস্ত ধৰ্ম্মকার্য্যদ্বারা সদগতি প্রাপ্ত

सम्यक्प्रणीतदंता हि कामद्वेषविवर्जिताः ।

অনুরূপা বিগতক্রোধাঃ সতাং যাস্তি সলোকতাম্ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বাণি
তীর্থযাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে চতুर्विंशत्यधिकশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—•••—

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—●●—

বৈশম্পায়ন উবাচ

ततः संश्रुत्य विपुलं तद्वपुः कामतः कृतम् ।

ভীমসেনঃ পুনর্দোভ্যাং পর্য্যষজ্জত বানরঃ ॥১॥

परिषत्तस्य तस्यांशु द्रात्रा भौमस्य भावत । ।

শ্রমো নাশমুপাগচ্ছং সর্বকামৈঃ প্রদক্ষিণম্ ॥২॥

ভাবতকৌমুদী

সম্মাগিতি । সমাগ্ যথান্বানং প্রণীতঃ কৃতো দণ্ডো যৈন্তে রাজান ইতি শেষঃ । ৫৩।

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীহরিন্দাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়্যাং বনপর্কণি তীর্থযাত্রায়্যাং

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ৩০ ।

— ❖ —

তত ইতি । কামতো বিপুলং কৃতমিতি সম্বন্ধঃ । দোৰ্ত্যাং বাহুভ্যাম্ ॥১॥

পরোতি । পরিষকৃত্ত আনিক্তিত্ত । প্রদক্ষিণম্ অমুকুলম্ ॥২॥

হন এবং শূদ্রেরা যেমন দ্বিজাতিসেবা দ্বারা উত্তম গতি লাভ করেন, তেমন ক্ষত্রিয়েরাও পৃথিবীতে স্ত্রীয়া নিগ্রহ ও অমুগ্রহদ্বারা স্বর্গ লাভ করেন ॥৫১—৫২॥

শ্রদ্ধা কামবেষণ, নিরোভ ও ফ্রোধবিহীন হইয়া (শ্রদ্ধাদের উপরে) স্তায়নভাবে দণ্ডবিধান করিয়া সাধুদের লোকে গমন কবেন" ৫৩৫

—●●●●

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পব হনুমান্ ইচ্ছামুসারে কৃত সেই বিশাল শরীর পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া বাহুযুগলদ্বারা ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥১৥

ভরতনন্দন ! হনুমান্ আলিঙ্গন করিলে, ভীমের পরিগ্রহম দূরীভূত হইল এক সমস্ত বিষয়ই তাঁহার অনুকূল হইল । ২৫।

* ‘...पञ्चदशिक...’—वा व का, पि अथाय्यगमादिर्नास्ति, ‘...विपञ्चदशिक...’—नि ।

বলকাতিবলো মেনে ন মেহস্তি সদৃশো মহান্ ।

ততঃ পুনরথোবাচ পর্যাশ্রয়নয়নো হরিঃ ॥৩॥

ভীমমাতায়া সৌহার্দ্যাপ্পগদগদয়া গিরা ।

গচ্ছ বীর ! স্বমাবাসং স্মর্তব্যোহস্মি কথাস্তরে ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ইহস্থচ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ ! ন নিবেগোহস্মি কস্তচিত্ ।

ধনদস্তালয়াচ্চাপি বিসৃষ্টানাং মহাবল ! ॥৫॥

এষ কাল ইহায়াভুং দেবগন্ধর্ষযোষিতাম্ ।

মমাপি সফলং চক্ষুঃ স্মারিতশ্চাস্মি রাঘবম্ ॥৬॥

রামাভিধানং বিষ্ণুং হি জগদ্ধৃদয়নন্দনম্ ।

সীতাবক্ত্রাবিন্দার্কং দশাস্ত্রধ্বাস্তভাক্ষরম্ ॥৭॥

মানুষং গাত্রসংস্পর্শং গত্বা ভীম ! ত্বয়া সহ ।

তদস্মদর্শনং বীর ! কৌন্তেয়ামোঘমস্ত তে ॥৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

বলমিতি । বলং নূতনমধিকং জাতমিত্যর্থঃ । হরির্ইনুমান্ । ১ং নিজম্ ॥৩—৪॥

ইহেতি । ধনদস্ত্র কুবেরস্ত্র । বিসৃষ্টানাং ধনদেনৈব প্রেরিতানাং মধ্যে কস্তচিত্ ॥৫॥

এব ইতি । চক্ষুঃ সফলং জাতং তব দর্শনাদিতি ভাবঃ । হে ভীম ! ত্বয়া সহ আসিদ্ধং কুশেতি শেবঃ, মাম্বয়ং মাম্বয়সম্বন্ধিনং গাত্রসংস্পর্শং গত্ব প্রাপ্য, রাঘবং রঘুবংশীয়ম্, জগতাং হৃদয়নন্দনং হৃদয়ানন্দজনকম্, সীতায়্য বক্ত্রং মুখমেব অব্রবিন্দং পদ্মং তস্ত্র অর্কং সূর্য্যম্, প্রকাশকত্বাৎ ; দশাস্ত্রে। রাবণ এব ধ্বাস্ত্রমধ্বকারস্ত্রস্ত্র ভাক্ষরং সূর্য্যম্, নাশকত্বাৎ, রামাভিধানং বিষ্ণুং ত্বয়েব স্মারিতোহস্মি, স্পর্শসাধনাদিতি ভাবঃ । অমোঘম্ অব্যর্থম্ ॥৬ ৮॥

আর, তখন মহাবল ভীম মনে করিলেন যে, আমার নূতন বল হইয়াছে এবং আমার তুল্য মহাবল লোক আর নাই । তদনন্তর হনুমান্ অশ্রুপূর্ণনয়নে এবং স্নেহবশতঃ বাপ্পগদগদবাক্যে সম্বোধন করিয়া পুনরায় ভীমকে বলিলেন—“বীর ! এখন আপন বাসস্থানে গমন কর, কথাপ্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করিও ॥৩—৪॥”

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবল ! কুবেরভবন হইতে অনেক লোক এখানে প্রেরিত হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট জানাইবে না যে, আমি এখানে আছি ॥৫॥

বিশেষতঃ দেবরমণীগণ ও গন্ধর্ব্বরমণীগণের এইখানে আসিবার এই সময় । তোমাকে দেখিয়া আমার নয়নও সফল হইল ; আর ভীম । তোমার সহিত

(১)...তৎসংঃ কামবর্তিতম্—পি নি । (২)...বিশিষ্টানাং মহাবল !—বা ব কা । (৩) দেশকাল ইহায়াভু—বা ব কা পি ।

ভ্রাতৃস্বং স্বং পুরস্কৃত্য বরং বরয় ভারত ! ।

যদি তাবন্ময়া ক্ষুদ্রো গম্ভী বারগসাহসয়ম্ ॥৯॥

ধার্ত্তরাষ্ট্রো মিহন্তব্যো যাবদেতৎ কারোম্যহম্ ।

শিলয়া নগরং বাপি মর্দিতব্যং ময়া যদি ॥১০॥

বন্ধা হুয়োধনং বাগ পার্শ্বমেবানয়ামি তে ।

যাবদেতৎ করোম্যগ্ৰ কামং তব মহাবল ! ॥১১॥ (বিশেষকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভীমসেনস্ত তদাক্যং শ্রদ্ধা তস্য মহাত্মনঃ ।

প্রত্যাচ হনুমন্তং প্রদ্রুণ্টেনাস্তরাঙ্কনা ॥১২॥

কৃতমেব স্বয়া সর্বং মম বানরপুঙ্গব ! ।

শস্তি তেহস্ত মহাবাহো ! কাময়ে স্বাং প্রসাদ মে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃস্বমিতি । পুরস্কৃত্য হেতুরুতোত্যাৰ্থঃ । বারগসাহসয়ং হস্তিনাং গম্ভী ক্ষুদ্রা ধার্ত্তরাষ্ট্রা মিহন্তব্যো ইতি সম্বন্ধঃ । হুয়োধনং দুৰ্য্যোধনম্ । তব কামং যথেষ্পিতম্ ॥৯—১১॥

ভীমেতি । তস্য হনুমন্তঃ । অস্তরাঙ্কনা মনসা ॥১২॥

কৃতমিতি । অনায়াসসাধ্যো বিষয়ে অতীতনির্দেশব্যবহারায় করিষ্যমাণেহপি শত্রুসংহারাদৌ কৃতমিতি নির্দেশঃ । কাময়ে স্বং প্রসন্নভাসেন কাময়ামি ॥১৩॥

আলিঙ্গন করিয়া মানুষের গাত্রসংস্পর্শ পাইয়াছি বলিয়া আজ জগতের হনয়ানন্দজনক, সৌভা-বদন-পঙ্কজের সূর্য্য এবং রাবণাকারেরও সূর্য্য রত্ননন্দন রামনামক নারায়ণকে তুমিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছ । অতএব বীর ! কুন্তীনন্দন ! আমার দর্শন তোমার পক্ষে অব্যর্থ হউক ॥৬—৮॥

ভরতনন্দন ! তুমি ভ্রাতৃবশতঃ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর । হস্তিনা-নগরে যাইয়া আমার যদি ক্ষুদ্র ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে সংহার করিতে হয়, তাহা আমি করিব ; কিংবা প্রস্তরদ্বারা হস্তিনানগরটাকেই যদি আমার মর্দন করিতে হয়, অথবা দুৰ্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া তোমার নিকট আনয়ন করিতে হয়, তাহাও আমি করিব ; মহাবল ! তোমার সমস্ত অতীষ্টই আমি করিব” ॥৯—১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীমসেন, মহাত্মা হনুমানের সেই কথা শুনিয়া হুটুচিতে তাঁহাকে বলিলেন—॥১২॥

“মহাবাহু বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার সমস্তই করিয়া রাখিয়াছেন, আপনার মঙ্গল হউক । আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১৩॥

(১১) বন্ধা দুৰ্য্যোধনং বাহু আনয়ামি তবাত্তিকম্—বা ব কা নি ।

কন-১৫৩ (৮)

সনাথাঃ পাণ্ডবাঃ সর্কে স্বয়া নাথেন বীৰ্য্যবন্ ! ।
 তবৈব তেজসা সর্কান্ বিজেয়ামো বয়ং পরান্ ॥১৪॥
 এবমুক্তস্ত হনুমান্ ভীমসেনমভাষত ।
 ভ্রাতৃহ্মাং সৌহৃদাচ্চৈব করিষ্যামি প্রিয়ং তব ॥১৫॥
 চমুং বিগাহ শক্রগাং শরশক্তিসমাকুলাম্ ।
 যদা সিংহরবং বীর ! করিষ্যসি মহাবল ! ॥১৬॥
 তদাহং বৃংহয়িষ্যামি স্ব-রবেণ রবং তব ।
 যং শ্রুত্বৈব ভবিষ্যন্তি ব্যসবস্তেহরয়ো রণে ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
 বিজয়ন্ত ধ্বজস্বচ্চ নাদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান্ ।
 শক্রগাং তে প্রাণহরান্ স্ত্বং যেন হনিষ্যথ ॥১৮॥
 এবমাতাশ্চ হনুমাংস্তদা পাণ্ডবনন্দনম্ ।
 মার্গমাধ্যায় ভীমায় তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 তীর্থযাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সনাথা ইতি । নাথেন প্রকৃণা । ধাত্বেন ধনবানিত্যাদিবদভেদে তৃতীয়া ॥১৪॥
 এবমিতি । সৌহৃদাং এতৎসৌজন্যনিবন্ধনাদিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥
 চমুমিতি । চমুং সেনাম্, বিগাহ আলোভা । সিংহরবং সিংহনাদম্ । বৃংহয়িষ্যামি বর্দ্ধয়িষ্যামি,
 বরবেণ নিজকণ্ঠধ্বনিম । ব্যসবো বিগতপ্রাণাঃ ॥১৬—১৭॥
 বিজয়ন্তেতি । বিজয়ন্ত অর্জুনস্ত । যেন নার্দমোচনেন, হনিষ্য শক্রন্ ॥১৮॥

ভারতভাবলীপঃ

তত ইতি ॥১—১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবলীপে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২৫॥

মহাবল ! আপনি প্রভু থাকায় পাণ্ডবেরা সকলেই প্রভুসম্পন্ন আছেন ।
 আপনার বলেই আমরা সকল শত্রুকে জয় করিব” ॥১৪॥

ভীম এইরূপ বলিলে, হনুমান্ ভীমকে বলিলেন—“ভ্রাতা বলিয়া এক এই
 সৌহার্দবশতঃ আমি তোমার প্রিয়কর্তব্য করিব ॥১৫॥

মহাবল বীর ! তুমি যখন বাণ ও শক্তিসমাকুল শক্রসেনা আলোড়ন করিয়া
 সিংহনাদ করিবে, তখন আমি নিজের কণ্ঠশব্দদ্বারা তোমার সেই সিংহনাদ বর্দ্ধিত
 করিব ; বাহা শুনিয়াই শক্ররা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিবে ॥১৬—১৭॥

(১৭) বিতীরাঙ্ক বা ব কা পি নাতি। (১২)...তদা পাণ্ডবদ্যম্—পি । • ‘...এককান-
 দবিকঃ...’—বা ব কা পি, নি অধ্যায়লগ্নাতির্গতি ।